বেদ
অথর্ববেদ সংহিতা

অথর্ববেদ-সংহিতা

(একাধিক অথর্ববেদজ্ঞের ভাষ্যাদি অবলম্বনে)

সকল মন্ত্রের বাংলা অর্থের সাথে ঋষি, দেবতা, ছন্দ ইত্যাদি সংযোজিত, মূল পুঁথি অবলম্বনে প্রতিটি সূক্তের নামোল্লেখিত এবং একাধিক বেদজ্ঞ মনীষীর গ্রন্থানুসরণে এই সংস্করণটির সম্পাদনা ও নবরূপদাতা

শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায়

(পৌরাণিকোত্তম)

অক্ষয় লাইব্রেরী

কলকাতা

সূচীপত্র

সম্পাদকের নিবেদন ২৯
সম্পাদকের পরিচিতি ৩৪
স্বর্গীয় দুর্গাদাস লাহিড়ী কৃত ভূমিকা ৩৫
সায়ণাচার্য কৃত অথর্ববেদানুক্রমণিকা ৪৩

মূল গ্রন্থ

● প্রথম কাণ্ড ●

প্রথম অনুবাক	(১) প্রথম সূক্ত	:	মেধাজননম্	৬৭
	(২) দ্বিতীয় সূক্ত	:	রোগোপশমনম্	৭১
	(৩) তৃতীয় সূক্ত	:	মূত্রমোচনম্	৭৫
	(৪) চতুর্থ সূক্ত	:	অপাং ভেষজম্	৮২
	(৫) পঞ্চম সূক্ত	:	অপাং ভেষজম্	৮৫
	(৬) ষষ্ঠ সূক্ত	:	অপাং ভেষজম্	৮৭
দ্বিতীয় অনুবাক	(৭) প্রথম সূক্ত	:	যাতুধাননাশনম্	৯১
	(৮) দ্বিতীয় সূক্ত	:	যাতুধাননাশনম্	৯৫
	(৯) তৃতীয় সূক্ত	:	বিজয়ায় প্রার্থনা	৯৮
	(১০) চতুর্থ সূক্ত	:	পাশ-বিমোচনম্	১০২
	(১১) পঞ্চম সূক্ত	:	নারী-সুখপ্রসূতি	১০৬
তৃতীয় অনুবাক	(১২) প্রথম সূক্ত	:	যক্ষ্মনাশনম্	১১২
	(১৩) দ্বিতীয় সূক্ত	:	বিদ্যুৎ	১১৬
	(১৪) তৃতীয় সূক্ত	:	কুলপা কন্যা	১২১
	(১৫) চতুর্থ সূক্ত	:	পুষ্টিকর্ম	১২৫
	(১৬) পঞ্চম সূক্ত	:	শত্রুবাধনম্	১২৯
চতুর্থ অনুবাক	(১৭) প্রথম সূক্ত	:	রুধিরস্রাবনিবৃত্তয়ে ধমনীবন্ধনম্	১৩৩
	(১৮) দ্বিতীয় সূক্ত	:	অলক্ষ্মীনাশনম্	১৩৬
	(১৯) তৃতীয় সূক্ত	:	শত্রুনিবারণম্	১৪১
	(২০) চতুর্থ সূক্ত	:	শত্রুনিবারণম্	১৪৪
	(২১) পঞ্চম সূক্ত	:	শত্রুনিবারণম্	১৪৮

অনুবাক	সূক্ত		বিষয়	পৃষ্ঠা
পঞ্চম অনুবাক	(২২)	প্রথম সূক্ত	হৃদ্রোগ-কামিলা-নাশনম্	১৫২
	(২৩)	দ্বিতীয় সূক্ত	শ্বেতকুষ্ঠনাশনম্	১৫৮
	(২৪)	তৃতীয় সূক্ত	শ্বেতকুষ্ঠনাশনম্	১৬১
	(২৫)	চতুর্থ সূক্ত	জ্বর-নাশনম্	১৬৬
	(২৬)	পঞ্চম সূক্ত	শর্মপ্রাপ্তিঃ	১৭১
	(২৭)	ষষ্ঠ সূক্ত	স্বস্ত্যয়নম্	১৭৪
	(২৮)	সপ্তম সূক্ত	রক্ষোঘ্নম্	১৮০
ষষ্ঠ অনুবাক	(২৯)	প্রথম সূক্ত	রাষ্ট্রাভিবর্ধনম্ সপত্নক্ষয়ণং চ	১৮৬
	(৩০)	দ্বিতীয় সূক্ত	দীর্ঘায়ুঃপ্রাপ্তিঃ	১৯৩
	(৩১)	তৃতীয় সূক্ত	পাশমোচনম্	১৯৯
	(৩২)	চতুর্থ সূক্ত	মহদ্‌ব্রহ্ম	২০৫
	(৩৩)	পঞ্চম সূক্ত	আপঃ	২০৯
	(৩৪)	ষষ্ঠ সূক্ত	মধুবিদ্যা	২১৩
	(৩৫)	সপ্তম সূক্ত	দীর্ঘায়ুঃপ্রাপ্তিঃ	২১৮
● দ্বিতীয় কাণ্ড ●				
প্রথম অনুবাক	(১)	প্রথম সূক্ত	পরমং ধাম	২২২
	(২)	দ্বিতীয় সূক্ত	ভুবনপতিসূক্তম্	২২৩
	(৩)	তৃতীয় সূক্ত	আস্রাবস্য ভেষজম্	২২৫
	(৪)	চতুর্থ সূক্ত	দীর্ঘায়ুঃপ্রাপ্তিঃ	২২৬
	(৫)	পঞ্চম সূক্ত	ইন্দ্রস্য বীর্যাণি	২২৭
দ্বিতীয় অনুবাক	(৬)	প্রথম সূক্ত	সপত্নহাহগ্নিঃ	২২৮
	(৭)	দ্বিতীয় সূক্ত	শাপমোচনম্	২৩০
	(৮)	তৃতীয় সূক্ত	ক্ষেত্রিয়রোগনাশনম্	২৩১
	(৯)	চতুর্থ সূক্ত	দীর্ঘায়ুঃপ্রাপ্তিঃ	২৩২
	(১০)	পঞ্চম সূক্ত	পাশমোচনম্	২৩৩
তৃতীয় অনুবাক	(১১)	প্রথম সূক্ত	শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিঃ	২৩৫
	(১২)	দ্বিতীয় সূক্ত	শত্রুনাশনম্	২৩৭
	(১৩)	তৃতীয় সূক্ত	দীর্ঘায়ুঃপ্রাপ্তিঃ	২৩৮
	(১৪)	চতুর্থ সূক্ত	দস্যুনাশনম্	২৩৯
	(১৫)	পঞ্চম সূক্ত	অভয়প্রাপ্তিঃ	২৪১
	(১৬)	ষষ্ঠ সূক্ত	সুরক্ষা	২৪২
	(১৭)	সপ্তম সূক্ত	বলপ্রাপ্তিঃ	২৪৩

চতুর্থ অনুবাক	(১৮)	প্রথম সূক্ত	: শত্রুনাশনম্	২৪৩
	(১৯)	দ্বিতীয় সূক্ত	: শত্রুনাশনম্	২৪৪
	(২০)	তৃতীয় সূক্ত	: শত্রুনাশনম্	২৪৫
	(২১)	চতুর্থ সূক্ত	: শত্রুনাশনম্	২৪৬
	(২২)	পঞ্চম সূক্ত	: শত্রুনাশনম্	২৪৭
	(২৩)	ষষ্ঠ সূক্ত	: শত্রুনাশনম্	২৪৭
	(২৪)	সপ্তম সূক্ত	: শত্রুনাশনম্	২৪৮
	(২৫)	অষ্টম সূক্ত	: পৃশ্নিপর্ণী	২৫০
	(২৬)	নবম সূক্ত	: পশুসংবর্ধনম্	২৫১
পঞ্চম অনুবাক	(২৭)	প্রথম সূক্ত	: শত্রুপরাজয়ঃ	২৫২
	(২৮)	দ্বিতীয় সূক্ত	: দীর্ঘায়ুঃপ্রাপ্তিঃ	২৫৪
	(২৯)	তৃতীয় সূক্ত	: দীর্ঘায়ুষ্যম্	২৫৫
	(৩০)	চতুর্থ সূক্ত	: কামিনীমনোঽভিমুখীকরণম্	২৫৬
	(৩১)	পঞ্চম সূক্ত	: ক্রিমিজম্ভনম্	২৫৭
ষষ্ঠ অনুবাক	(৩২)	প্রথম সূক্ত	: ক্রিমিনাশনম্	২৫৯
	(৩৩)	দ্বিতীয় সূক্ত	: যক্ষ্মবিবর্হণম্	২৬০
	(৩৪)	তৃতীয় সূক্ত	: পশবঃ	২৬১
	(৩৫)	চতুর্থ সূক্ত	: বিশ্বকর্মা	২৬২
	(৩৬)	পঞ্চম সূক্ত	: পতিবেদনম্	২৬৩
● তৃতীয় কাণ্ড ●				
প্রথম অনুবাক	(১)	প্রথম সূক্ত	: শত্রুসেনাসংমোহনম্	২৬৫
	(২)	দ্বিতীয় সূক্ত	: শত্রুসেনাসংমোহনম্	২৬৬
	(৩)	তৃতীয় সূক্ত	: স্বরাজ্যে রাজ্ঞঃ পুনঃ স্থাপনম্	২৬৭
	(৪)	চতুর্থ সূক্ত	: প্রজাভী রাজ্ঞঃ সংবরণম্	২৬৮
	(৫)	পঞ্চম সূক্ত	: রাষ্ট্রস্য রাজা রাজকৃতশ্চ	২৭০
দ্বিতীয় অনুবাক	(৬)	প্রথম সূক্ত	: শত্রুনাশনম্	২৭১
	(৭)	দ্বিতীয় সূক্ত	: যক্ষ্মনাশনম্	২৭২
	(৮)	তৃতীয় সূক্ত	: রাষ্ট্রধারণম্	২৭৪
	(৯)	চতুর্থ সূক্ত	: দুঃখনাশনম্	২৭৫
	(১০)	পঞ্চম সূক্ত	: রায়স্পোষপ্রাপ্তিঃ	২৭৬
তৃতীয় অনুবাক	(১১)	প্রথম সূক্ত	: দীর্ঘায়ুঃপ্রাপ্তিঃ	২৭৮
	(১২)	দ্বিতীয় সূক্ত	: শালানির্মাণম্	২৮০

	(১৩)	তৃতীয় সূক্ত	: আপঃ	২৮১
	(১৪)	চতুর্থ সূক্ত	: গোষ্ঠঃ	২৮৩
	(১৫)	পঞ্চম সূক্ত	: বাণিজ্যম্	২৮৪
চতুর্থ অনুবাক	(১৬)	প্রথম সূক্ত	: স্বস্তয়ে প্রার্থনা	২৮৫
	(১৭)	দ্বিতীয় সূক্ত	: কৃষিঃ	২৮৭
	(১৮)	তৃতীয় সূক্ত	: বনস্পতিঃ	২৮৮
	(১৯)	চতুর্থ সূক্ত	: অজরং ক্ষত্রম্	২৮৯
	(২০)	পঞ্চম সূক্ত	: রয়িসংবর্ধনম্	২৯১
পঞ্চম অনুবাক	(২১)	প্রথম সূক্ত	: শান্তিঃ	২৯৩
	(২২)	দ্বিতীয় সূক্ত	: বর্চপ্রাপ্তিঃ	২৯৫
	(২৩)	তৃতীয় সূক্ত	: বীর-প্রসূতিঃ	২৯৬
	(২৪)	চতুর্থ সূক্ত	: সমৃদ্ধি-প্রাপ্তিঃ	২৯৭
	(২৫)	পঞ্চম সূক্ত	: কামস্য ইষুঃ	২৯৮
ষষ্ঠ অনুবাক	(২৬)	প্রথম সূক্ত	: দিক্ষু আত্মরক্ষা	২৯৯
	(২৭)	দ্বিতীয় সূক্ত	: শত্রুনিবারণম্	৩০১
	(২৮)	তৃতীয় সূক্ত	: পশুপোষণম্	৩০৩
	(২৯)	চতুর্থ সূক্ত	: অবিঃ	৩০৪
	(৩০)	পঞ্চম সূক্ত	: সাংমনস্যম্	৩০৫
	(৩১)	ষষ্ঠ সূক্ত	: যক্ষ্মনাশনম্	৩০৬
● চতুর্থ কাণ্ড ●				
প্রথম অনুবাক	(১)	প্রথম সূক্ত	: ব্রহ্মবিদ্যা	৩০৯
	(২)	দ্বিতীয় সূক্ত	: আত্মবিদ্যা	৩১০
	(৩)	তৃতীয় সূক্ত	: শত্রুনাশনম্	৩১২
	(৪)	চতুর্থ সূক্ত	: বাজীকরণম্	৩১৩
	(৫)	পঞ্চম সূক্ত	: স্বাপনম্	৩১৪
দ্বিতীয় অনুবাক	(৬)	প্রথম সূক্ত	: বিষঘ্নম্	৩১৬
	(৭)	দ্বিতীয় সূক্ত	: বিষনাশনম্	৩১৭
	(৮)	তৃতীয় সূক্ত	: রাজ্যাভিষেকঃ	৩১৮
	(৯)	চতুর্থ সূক্ত	: আঞ্জনম্	৩২০
	(১০)	পঞ্চম সূক্ত	: শঙ্খমণিঃ	৩২১
তৃতীয় অনুবাক	(১১)	প্রথম সূক্ত	: অনড্বান্	৩২২
	(১২)	দ্বিতীয় সূক্ত	: রোহণী-বনস্পতিঃ	৩২৪

	(১৩)	তৃতীয় সূক্ত	: রোগনিবারণম্	৩২৬
	(১৪)	চতুর্থ সূক্ত	: স্বর্জ্যোতিঃপ্রাপ্তিঃ	৩২৭
	(১৫)	পঞ্চম সূক্ত	: বৃষ্টিঃ	৩২৯
চতুর্থ অনুবাক	(১৬)	প্রথম সূক্ত	: সত্যানৃতসমীক্ষকঃ	৩৩২
	(১৭)	দ্বিতীয় সূক্ত	: অপামার্গ	৩৩৩
	(১৮)	তৃতীয় সূক্ত	: অপামার্গ	৩৩৫
	(১৯)	চতুর্থ সূক্ত	: অপামার্গ	৩৩৬
	(২০)	পঞ্চম সূক্ত	: পিশাচান্তয়ণম্	৩৩৭
পঞ্চম অনুবাক	(২১)	প্রথম সূক্ত	: গাবঃ	৩৩৯
	(২২)	দ্বিতীয় সূক্ত	: অমিত্রক্ষয়ণম্	৩৪১
	(২৩)	তৃতীয় সূক্ত	: পাপমোচনম্	৩৪২
	(২৪)	চতুর্থ সূক্ত	: পাপমোচনম্	৩৪৩
	(২৫)	পঞ্চম সূক্ত	: পাপমোচনম্	৩৪৫
ষষ্ঠ অনুবাক	(২৬)	প্রথম সূক্ত	: পাপমোচনম্	৩৪৬
	(২৭)	দ্বিতীয় সূক্ত	: পাপমোচনম্	৩৪৭
	(২৮)	তৃতীয় সূক্ত	: পাপমোচনম্	৩৪৮
	(২৯)	চতুর্থ সূক্ত	: পাপমোচনম্	৩৫০
	(৩০)	পঞ্চম সূক্ত	: পাপমোচনম্	৩৫১
সপ্তম অনুবাক	(৩১)	প্রথম সূক্ত	: সেনানিরীক্ষণম্	৩৫৩
	(৩২)	দ্বিতীয় সূক্ত	: সেনাসংযোজনম্	৩৫৪
	(৩৩)	তৃতীয় সূক্ত	: পাপনাশনম্	৩৫৬
	(৩৪)	চতুর্থ সূক্ত	: ব্রহ্মৌদনম্	৩৫৭
	(৩৫)	পঞ্চম সূক্ত	: মৃত্যুসংতরম্	৩৫৯
অষ্টম অনুবাক	(৩৬)	প্রথম সূক্ত	: সত্যৌজা অগ্নিঃ	৩৬০
	(৩৭)	দ্বিতীয় সূক্ত	: কৃমিনাশনম্	৩৬২
	(৩৮)	তৃতীয় সূক্ত	: বাজিনীবান্ ঋষভঃ	৩৬৪
	(৩৯)	চতুর্থ সূক্ত	: সংনতি	৩৬৫
	(৪০)	পঞ্চম সূক্ত	: শত্রুনাশনম্	৩৬৭

● পঞ্চম কাণ্ড ●

প্রথম অনুবাক	(১)	প্রথম সূক্ত	: অমৃতাসুঃ	৩৬৯
	(২)	দ্বিতীয় সূক্ত	: ভুবনেষু জ্যেষ্ঠঃ	৩৭১
	(৩)	তৃতীয় সূক্ত	: বিজয়ায় প্রার্থনা	৩৭২

	(৪) চতুর্থ সূক্ত	: কুষ্ঠতক্মনাশনম্	৩৭৪
	(৫) পঞ্চম সূক্ত	: লাক্ষা	৩৭৫
দ্বিতীয় অনুবাক	(৬) প্রথম সূক্ত	: ব্রহ্মবিদ্যা	৩৭৬
	(৭) দ্বিতীয় সূক্ত	: অরাতিনাশনম্	৩৭৭
	(৮) তৃতীয় সূক্ত	: শত্রুনাশনম্	৩৭৯
	(৯) চতুর্থ সূক্ত	: আত্মা	৩৮০
	(১০) পঞ্চম সূক্ত	: আত্মরক্ষা	৩৮০
তৃতীয় অনুবাক	(১১) প্রথম সূক্ত	: সম্পৎকর্ম	৩৮২
	(১২) দ্বিতীয় সূক্ত	: ঋতস্য যজ্ঞঃ	৩৮৩
	(১৩) তৃতীয় সূক্ত	: সর্পবিষনাশনম্	৩৮৪
	(১৪) চতুর্থ সূক্ত	: কৃত্যাপরিহরণম্	৩৮৫
	(১৫) পঞ্চম সূক্ত	: রোগোপশমনম্	৩৮৭
চতুর্থ অনুবাক	(১৬) প্রথম সূক্ত	: বৃযরোগশমনম্	৩৮৮
	(১৭) দ্বিতীয় সূক্ত	: ব্রহ্মজায়া	৩৮৯
	(১৮) তৃতীয় সূক্ত	: ব্রহ্মগবী	৩৯১
	(১৯) চতুর্থ সূক্ত	: ব্রহ্মগবী	৩৯২
	(২০) পঞ্চম সূক্ত	: শত্রুসেনাত্রাসনম্	৩৯৪
	(২১) ষষ্ঠ সূক্ত	: শত্রুসেনাত্রাসনম্	৩৯৫
পঞ্চম অনুবাক	(২২) প্রথম সূক্ত	: তক্মনাশনম্	৩৯৭
	(২৩) দ্বিতীয় সূক্ত	: কৃমিঘ্নম্	৩৯৮
	(২৪) তৃতীয় সূক্ত	: ব্রহ্মকর্ম	৪০০
	(২৫) চতুর্থ সূক্ত	: গর্ভাধানম্	৪০২
	(২৬) পঞ্চম সূক্ত	: নবশালায়াং ঘৃতহোমঃ	৪০৩
ষষ্ঠ অনুবাক	(২৭) প্রথম সূক্ত	: অগ্নিঃ	৪০৪
	(২৮) দ্বিতীয় সূক্ত	: দীর্ঘায়ুঃ	৪০৬
	(২৯) তৃতীয় সূক্ত	: রক্ষোঘ্নম্	৪০৮
	(৩০) চতুর্থ সূক্ত	: দীর্ঘায়ুষ্যম্	৪১০
	(৩১) পঞ্চম সূক্ত	: কৃত্যাপরিহরণম্	৪১২

● ষষ্ঠ কাণ্ড ●

প্রথম অনুবাক	(১) প্রথম সূক্ত	: অমৃতপ্রদাতা	৪১৪
	(২) দ্বিতীয় সূক্ত	: জেতা ইন্দ্রঃ	৪১৪
	(৩) তৃতীয় সূক্ত	: আত্মগোপনম্	৪১৫

	(৪)	চতুর্থ সূক্ত	আত্মগোপনম্	৪১৬
	(৫)	পঞ্চম সূক্ত	বর্চঃপ্রাপ্তিঃ	৪১৭
	(৬)	ষষ্ঠ সূক্ত	শত্রুনাশনম্	৪১৭
	(৭)	সপ্তম সূক্ত	অসুরক্ষয়ণম্	৪১৮
	(৮)	অষ্টম সূক্ত	কামাত্মা	৪১৯
	(৯)	নবম সূক্ত	কামাত্মা	৪২০
	(১০)	দশম সূক্ত	সম্প্রোক্ষণম্	৪২০
দ্বিতীয় অনুবাক	(১১)	প্রথম সূক্ত	পুংসবনম্	৪২১
	(১২)	দ্বিতীয় সূক্ত	সর্প-বিষ-নিবারণম্	৪২১
	(১৩)	তৃতীয় সূক্ত	মৃত্যুজয়ঃ	৪২২
	(১৪)	চতুর্থ সূক্ত	বলাসনাশনম্	৪২৩
	(১৫)	পঞ্চম সূক্ত	শত্রুনিবারণম্	৪২৪
	(১৬)	ষষ্ঠ সূক্ত	অক্ষিরোগভৈষজম্	৪২৪
	(১৭)	সপ্তম সূক্ত	গর্ভদৃংহণম্	৪২৫
	(১৮)	অষ্টম সূক্ত	ঈর্ষ্যাবিনাশনম্	৪২৬
	(১৯)	নবম সূক্ত	পাবমানম্	৪২৭
	(২০)	দশম সূক্ত	যক্ষ্মনাশনম্	৪২৭
তৃতীয় অনুবাক	(২১)	প্রথম সূক্ত	কেশবর্ধনী ঔষধিঃ	৪২৮
	(২২)	দ্বিতীয় সূক্ত	ভৈষজ্যম্	৪২৯
	(২৩)	তৃতীয় সূক্ত	অপাং ভৈষজ্যম্	৪৩০
	(২৪)	চতুর্থ সূক্ত	অপাং ভৈষজ্যম্	৪৩০
	(২৫)	পঞ্চম সূক্ত	মন্যাবিনাশনম্	৪৩১
	(২৬)	ষষ্ঠ সূক্ত	পাপনাশনম্	৪৩২
	(২৭)	সপ্তম সূক্ত	অরিষ্টক্ষয়ণম্	৪৩২
	(২৮)	অষ্টম সূক্ত	অরিষ্টক্ষয়ণম্	৪৩৩
	(২৯)	নবম সূক্ত	অরিষ্টক্ষয়ণম্	৪৩৪
	(৩০)	দশম সূক্ত	পাপশমনম্	৪৩৪
	(৩১)	একাদশ সূক্ত	গৌঃ	৪৩৫
চতুর্থ অনুবাক	(৩২)	প্রথম সূক্ত	যাতুধানক্ষয়ণম্	৪৩৬
	(৩৩)	দ্বিতীয় সূক্ত	ইন্দ্রস্তবঃ	৪৩৭
	(৩৪)	তৃতীয় সূক্ত	শত্রুনাশনম্	৪৩৭
	(৩৫)	চতুর্থ সূক্ত	বৈশ্বানরঃ	৪৩৮

	(৩৬)	পঞ্চম সূক্ত	: বৈশ্বানরঃ	৪৩৯
	(৩৭)	ষষ্ঠ সূক্ত	: শাপমোচনম্	৪৩৯
	(৩৮)	সপ্তম সূক্ত	: বর্চস্যম্	৪৪০
	(৩৯)	অষ্টম সূক্ত	: বর্চস্যম্	৪৪১
	(৪০)	নবম সূক্ত	: অভয়ম্	৪৪২
	(৪১)	দশম সূক্ত	: দীর্ঘায়ুঃপ্রাপ্তিঃ	৪৪২
পঞ্চম অনুবাক	(৪২)	প্রথম সূক্ত	: পরস্পরচিত্তৈকীকরণম্	৪৪৩
	(৪৩)	দ্বিতীয় সূক্ত	: মন্যুশমনম্	৪৪৪
	(৪৪)	তৃতীয় সূক্ত	: রোগনাশনম্	৪৪৫
	(৪৫)	চতুর্থ সূক্ত	: দুঃস্বপ্ননাশনম্	৪৪৬
	(৪৬)	পঞ্চম সূক্ত	: দুঃস্বপ্ননাশনম্	৪৪৬
	(৪৭)	ষষ্ঠ সূক্ত	: দীর্ঘায়ুঃপ্রাপ্তিঃ	৪৪৭
	(৪৮)	সপ্তম সূক্ত	: স্বস্তিবচনম্	৪৪৮
	(৪৯)	অষ্টম সূক্ত	: অগ্নিস্তবঃ	৪৪৯
	(৫০)	নবম সূক্ত	: অভয়যাচনা	৪৫০
	(৫১)	দশম সূক্ত	: এনোনাশনম্	৪৫০
ষষ্ঠ অনুবাক	(৫২)	প্রথম সূক্ত	: ভৈষজ্যম্	৪৫১
	(৫৩)	দ্বিতীয় সূক্ত	: সর্বতো রক্ষণম্	৪৫২
	(৫৪)	তৃতীয় সূক্ত	: অমিত্রদম্ভনম্	৪৫৩
	(৫৫)	চতুর্থ সূক্ত	: সৌমনস্যম্	৪৫৩
	(৫৬)	পঞ্চম সূক্ত	: সর্পেভ্যোরক্ষণম্	৪৫৪
	(৫৭)	ষষ্ঠ সূক্ত	: জলচিকিৎসা	৪৫৫
	(৫৮)	সপ্তম সূক্ত	: যশঃপ্রাপ্তিঃ	৪৫৬
	(৫৯)	অষ্টম সূক্ত	: ঔষধিঃ	৪৫৬
	(৬০)	নবম সূক্ত	: পতিলাভঃ	৪৫৭
	(৬১)	দশম সূক্ত	: বিশ্বস্রষ্টা	৪৫৮
সপ্তম অনুবাক	(৬২)	প্রথম সূক্ত	: পাবমানম্	৪৫৯
	(৬৩)	দ্বিতীয় সূক্ত	: বর্চোবলপ্রাপ্তিঃ	৪৫৯
	(৬৪)	তৃতীয় সূক্ত	: সাংমনস্যম্	৪৬১
	(৬৫)	চতুর্থ সূক্ত	: শত্রুনাশনম্	৪৬১
	(৬৬)	পঞ্চম সূক্ত	: শত্রুনাশনম্	৪৬২
	(৬৭)	ষষ্ঠ সূক্ত	: শত্রুনাশনম্	৪৬৪

	(৬৮) সপ্তম সূক্ত	:	বপনম্	৪৬৪
	(৬৯) অষ্টম সূক্ত	:	বর্চঃপ্রাপ্তিঃ	৪৬৪
	(৭০) নবম সূক্ত	:	অঘ্ন্যা	৪৬৫
	(৭১) দশম সূক্ত	:	অন্নম্	৪৬৬
	(৭২) একাদশ সূক্ত	:	বাজীকরণম্	৪৬৬
অষ্টম অনুবাক	(৭৩) প্রথম সূক্ত	:	সাংমনস্যম্	৪৬৭
	(৭৪) দ্বিতীয় সূক্ত	:	সাংমনস্যম্	৪৬৮
	(৭৫) তৃতীয় সূক্ত	:	সপত্নক্ষয়ণম্	৪৬৯
	(৭৬) চতুর্থ সূক্ত	:	আয়ুষ্যম্	৪৬৯
	(৭৭) পঞ্চম সূক্ত	:	প্রতিষ্ঠাপনম্	৪৭০
	(৭৮) ষষ্ঠ সূক্ত	:	দম্পত্যো রয়িপ্রাপ্তয়ে প্রার্থনা	৪৭১
	(৭৯) সপ্তম সূক্ত	:	ঊর্জঃপ্রাপ্তিঃ	৪৭২
	(৮০) অষ্টম সূক্ত	:	অরিষ্টক্ষয়ণম্	৪৭২
	(৮১) নবম সূক্ত	:	গর্ভাধানম্	৪৭৩
	(৮২) দশম সূক্ত	:	জায়াকামনা	৪৭৪
নবম অনুবাক	(৮৩) প্রথম সূক্ত	:	ভৈষজ্যম্	৪৭৫
	(৮৪) দ্বিতীয় সূক্ত	:	নির্ঋতিমোচনম্	৪৭৫
	(৮৫) তৃতীয় সূক্ত	:	যক্ষ্মনাশনম্	৪৭৬
	(৮৬) চতুর্থ সূক্ত	:	বৃষকামনা	৪৭৭
	(৮৭) পঞ্চম সূক্ত	:	রাজ্ঞ সংবরণ	৪৭৮
	(৮৮) ষষ্ঠ সূক্ত	:	ধ্রুবো রাজা	৪৭৮
	(৮৯) সপ্তম সূক্ত	:	প্রীতিসংজননম্	৪৭৯
	(৯০) অষ্টম সূক্ত	:	ইষুনিষ্কাশনম্	৪৭৯
	(৯১) নবম সূক্ত	:	যক্ষ্মনাশনম্	৪৮০
	(৯২) দশম সূক্ত	:	বাজী	৪৮১
দশম অনুবাক	(৯৩) প্রথম সূক্ত	:	স্বস্ত্যয়নম্	৪৮১
	(৯৪) দ্বিতীয় সূক্ত	:	সাংমনস্যম্	৪৮২
	(৯৫) তৃতীয় সূক্ত	:	কুষ্ঠৌষধি	৪৮৩
	(৯৬) চতুর্থ সূক্ত	:	চিকিৎসা	৪৮৩
	(৯৭) পঞ্চম সূক্ত	:	অভিভূর্বীরঃ	৪৮৪
	(৯৮) ষষ্ঠ সূক্ত	:	অজরংক্ষত্রম্	৪৮৫
	(৯৯) সপ্তম সূক্ত	:	সংগ্রামজয়ঃ	৪৮৬

	(১০০)	অষ্টম সূক্ত	বিষদূষণম্	৪৮৬
	(১০১)	নবম সূক্ত	বাজীকরণম্	৪৮৭
	(১০২)	দশম সূক্ত	অভিসাংমনস্যম্	৪৮৮
একাদশ অনুবাক	(১০৩)	প্রথম সূক্ত	শত্রুনাশনম্	৪৮৮
	(১০৪)	দ্বিতীয় সূক্ত	শত্রুনাশনম্	৪৮৯
	(১০৫)	তৃতীয় সূক্ত	কাসশমনম্	৪৯০
	(১০৬)	চতুর্থ সূক্ত	দূর্বাশালা	৪৯০
	(১০৭)	পঞ্চম সূক্ত	বিশ্বজিৎ	৪৯১
	(১০৮)	ষষ্ঠ সূক্ত	মেধাবর্ধনম্	৪৯২
	(১০৯)	সপ্তম সূক্ত	পিপ্পলী-ভৈষজ্যম্	৪৯৩
	(১১০)	অষ্টম সূক্ত	দীর্ঘায়ুঃপ্রাপ্তিঃ	৪৯৪
	(১১১)	নবম সূক্ত	উন্মত্ততামোচনম্	৪৯৫
	(১১২)	দশম সূক্ত	পাশমোচনম্	৪৯৫
	(১১৩)	একাদশ সূক্ত	পাপনাশনম্	৪৯৬
দ্বাদশ অনুবাক	(১১৪)	প্রথম সূক্ত	উন্মোচনম্	৪৯৭
	(১১৫)	দ্বিতীয় সূক্ত	পাপমোচনম্	৪৯৮
	(১১৬)	তৃতীয় সূক্ত	মধুমদন্নম্	৪৯৮
	(১১৭)	চতুর্থ সূক্ত	আনৃণ্যম্	৪৯৯
	(১১৮)	পঞ্চম সূক্ত	আনৃণ্যম্	৫০০
	(১১৯)	ষষ্ঠ সূক্ত	আনৃণ্যম্	৫০১
	(১২০)	সপ্তম সূক্ত	সুকৃতস্য লোকঃ	৫০২
	(১২১)	অষ্টম সূক্ত	সুকৃতলোকপ্রাপ্তিঃ	৫০২
	(১২২)	নবম সূক্ত	তৃতীয়ো নাকঃ	৫০৩
	(১২৩)	দশম সূক্ত	সৌমনসম্	৫০৪
	(১২৪)	একাদশ সূক্ত	নির্ঋত্যপস্তরণম্	৫০৫
ত্রয়োদশ অনুবাক	(১২৫)	প্রথম সূক্ত	বীরস্য রথঃ	৫০৬
	(১২৬)	দ্বিতীয় সূক্ত	দুন্দুভিঃ	৫০৭
	(১২৭)	তৃতীয় সূক্ত	যক্ষ্মনাশনম্	৫০৮
	(১২৮)	চতুর্থ সূক্ত	রাজা	৫০৯
	(১২৯)	পঞ্চম সূক্ত	ভগপ্রাপ্তিঃ	৫১০
	(১৩০)	ষষ্ঠ সূক্ত	স্মরঃ	৫১০
	(১৩১)	সপ্তম সূক্ত	স্মরঃ	৫১১

(১৩২) অষ্টম সূক্ত : স্মরঃ ৫১২
(১৩৩) নবম সূক্ত : মেখলাবন্ধনম্ ৫১৩
(১৩৪) দশম সূক্ত : শত্রুনাশনম্ ৫১৪
(১৩৫) একাদশ সূক্ত : বলপ্রাপ্তিঃ ৫১৫
(১৩৬) দ্বাদশ সূক্ত : কেশদৃংহণম্ ৫১৫
(১৩৭) ত্রয়োদশ সূক্ত : কেশবর্ধনম্ ৫১৬
(১৩৮) চতুর্দশ সূক্ত : ক্লীবত্বম্ ৫১৭
(১৩৯) পঞ্চদশ সূক্ত : সৌভাগ্যবর্ধনম্ ৫১৮
(১৪০) ষোড়শ সূক্ত : সুমঙ্গলৌ দন্তৌ ৫১৮
(১৪১) সপ্তদশ সূক্ত : গোকর্ণয়োর্লক্ষ্যকরণম্ ৫১৯
(১৪২) অষ্টাদশ সূক্ত : অন্নসমৃদ্ধিঃ ৫২০

● সপ্তম কাণ্ড ●

প্রথম অনুবাক
(১) প্রথম সূক্ত : আত্মা ৫২২
(২) দ্বিতীয় সূক্ত : আত্মা ৫২২
(৩) তৃতীয় সূক্ত : আত্মা ৫২৩
(৪) চতুর্থ সূক্ত : বিশ্বপ্রাণঃ ৫২৩
(৫) পঞ্চম সূক্ত : আত্মা ৫২৩
(৬) ষষ্ঠ সূক্ত : অদিতিঃ ৫২৫
(৭) সপ্তম সূক্ত : অদিত্যাঃ ৫২৬
(৮) অষ্টম সূক্ত : শত্রুনাশনম্ ৫২৬
(৯) নবম সূক্ত : স্বস্তিদা পূষা ৫২৬
(১০) দশম সূক্ত : সরস্বতী ৫২৮
(১১) একাদশ সূক্ত : সরস্বতী ৫২৮
(১২) দ্বাদশ সূক্ত : রাষ্ট্রসভা ৫২৮
(১৩) ত্রয়োদশ সূক্ত : শত্রুনাশনম্ ৫২৯

দ্বিতীয় অনুবাক
(১৪) প্রথম সূক্ত : সবিতা ৫৩০
(১৫) দ্বিতীয় সূক্ত : সবিতা ৫৩১
(১৬) তৃতীয় সূক্ত : সবিতা ৫৩১
(১৭) চতুর্থ সূক্ত : দ্রবিণার্থং প্রার্থনা ৫৩২
(১৮) পঞ্চম সূক্ত : বৃষ্টিঃ ৫৩৩
(১৯) ষষ্ঠ সূক্ত : প্রজাঃ ৫৩৩
(২০) সপ্তম সূক্ত : অনুমতিঃ ৫৩৪

	(২১)	অষ্টম সূক্ত	: একো বিভুঃ	৫৩৫
	(২২)	নবম সূক্ত	: জ্যোতিঃ	৫৩৫
তৃতীয় অনুবাক	(২৩)	প্রথম সূক্ত	: দুঃস্বপ্ননাশনম্	৫৩৬
	(২৪)	দ্বিতীয় সূক্ত	: সবিতা	৫৩৬
	(২৫)	তৃতীয় সূক্ত	: বিষ্ণুঃ	৫৩৬
	(২৬)	চতুর্থ সূক্ত	: বিষ্ণুঃ	৫৩৭
	(২৭)	পঞ্চম সূক্ত	: ইড়া	৫৩৯
	(২৮)	ষষ্ঠ সূক্ত	: স্বস্তি	৫৩৯
	(২৯)	সপ্তম সূক্ত	: অগ্নাবিষ্ণূ	৫৩৯
	(৩০)	অষ্টম সূক্ত	: অঞ্জনম্	৫৪০
	(৩১)	নবম সূক্ত	: শত্রুনাশনম্	৫৪০
	(৩২)	দশম সূক্ত	: দীর্ঘায়ুঃ	৫৪০
	(৩৩)	একাদশ সূক্ত	: দীর্ঘায়ুঃ	৫৪১
	(৩৪)	দ্বাদশ সূক্ত	: শত্রুনাশনম্	৫৪১
	(৩৫)	ত্রয়োদশ সূক্ত	: সপত্নীনাশনম্	৫৪২
	(৩৬)	চতুর্দশ সূক্ত	: অঞ্জনম্	৫৪৩
	(৩৭)	পঞ্চদশ সূক্ত	: বাসঃ	৫৪৩
	(৩৮)	ষোড়শ সূক্ত	: কেবলঃ পতিঃ	৫৪৩
চতুর্থ অনুবাক	(৩৯)	প্রথম সূক্ত	: আপঃ	৫৪৫
	(৪০)	দ্বিতীয় সূক্ত	: সরস্বান্	৫৪৫
	(৪১)	তৃতীয় সূক্ত	: সুপর্ণঃ	৫৪৫
	(৪২)	চতুর্থ সূক্ত	: পাপমোচনম্	৫৪৬
	(৪৩)	পঞ্চম সূক্ত	: বাক্	৫৪৬
	(৪৪)	ষষ্ঠ সূক্ত	: ইন্দ্রাবিষ্ণু	৫৪৭
	(৪৫)	সপ্তম সূক্ত	: ঈর্ষ্যানিবারণম্	৫৪৭
	(৪৬)	অষ্টম সূক্ত	: সিনীবালী	৫৪৮
	(৪৭)	নবম সূক্ত	: কুহূঃ	৫৪৯
	(৪৮)	দশম সূক্ত	: রাকা	৫৪৯
	(৪৯)	একাদশ সূক্ত	: দেবপত্ন্য	৫৫০
	(৫০)	দ্বাদশ সূক্ত	: বিজয়ঃ	৫৫০
	(৫১)	ত্রয়োদশ সূক্ত	: পরিপাণম্	৫৫২

পঞ্চম অনুবাক	(৫২) প্রথম সূক্ত	: সাংমনস্যম্	৫৫৩
	(৫৩) দ্বিতীয় সূক্ত	: দীর্ঘায়ুঃ	৫৫৩
	(৫৪) তৃতীয় সূক্ত	: অধ্যাপকবিঘ্নশমনম্	৫৫৪
	(৫৫) চতুর্থ সূক্ত	: মার্গস্বস্ত্যয়নম্	৫৫৫
	(৫৬) পঞ্চম সূক্ত	: বিষভৈষজ্যম্	৫৫৬
	(৫৭) ষষ্ঠ সূক্ত	: সরস্বতী	৫৫৭
	(৫৮) সপ্তম সূক্ত	: অন্নম্	৫৫৮
	(৫৯) অষ্টম সূক্ত	: শাপমোচনম্	৫৫৮
ষষ্ঠ অনুবাক	(৬০) প্রথম সূক্ত	: রম্যং গৃহম্	৫৫৯
	(৬১) দ্বিতীয় সূক্ত	: তপঃ	৫৬০
	(৬২) তৃতীয় সূক্ত	: শক্রনাশনম্	৫৬০
	(৬৩) চতুর্থ সূক্ত	: দুরিতনাশনম্	৫৬১
	(৬৪) পঞ্চম সূক্ত	: পাপমোচনম্	৫৬১
	(৬৫) ষষ্ঠ সূক্ত	: দুরিতনাশনম্	৫৬২
	(৬৬) সপ্তম সূক্ত	: ব্রহ্ম	৫৬৩
	(৬৭) অষ্টম সূক্ত	: আত্মা	৫৬৩
	(৬৮) নবম সূক্ত	: সরস্বতী	৫৬৩
	(৬৯) দশম সূক্ত	: সুখম্	৫৬৪
	(৭০) একাদশ সূক্ত	: শক্রদমনম্	৫৬৫
	(৭১) দ্বাদশ সূক্ত	: অগ্নিঃ	৫৬৬
	(৭২) ত্রয়োদশ সূক্ত	: ইন্দ্রঃ	৫৬৬
	(৭৩) চতুর্দশ সূক্ত	: ঘর্মঃ	৫৬৭
সপ্তম অনুবাক	(৭৪) প্রথম সূক্ত	: গণ্ডমালা চিকিৎসা	৫৬৯
	(৭৫) দ্বিতীয় সূক্ত	: অঘ্ন্যাঃ	৫৭০
	(৭৬) তৃতীয় সূক্ত	: গণ্ডমালা চিকিৎসা	৫৭০
	(৭৭) চতুর্থ সূক্ত	: শক্রনাশনম্	৫৭২
	(৭৮) পঞ্চম সূক্ত	: বন্ধমোচনম্	৫৭৩
	(৭৯) ষষ্ঠ সূক্ত	: অমাবাস্যা	৫৭৩
	(৮০) সপ্তম সূক্ত	: পূর্ণিমা	৫৭৪
	(৮১) অষ্টম সূক্ত	: সূর্যাচন্দ্রমসৌ	৫৭৫
অষ্টম অনুবাক	(৮২) প্রথম সূক্ত	: অগ্নিঃ	৫৭৭
	(৮৩) দ্বিতীয় সূক্ত	: পাশমোচনম্	৫৭৮

	(৮৪)	তৃতীয় সূক্ত	: ক্ষত্রভৃদগ্নিঃ	৫৭৯
	(৮৫)	চতুর্থ সূক্ত	: অরিষ্টনেমিঃ	৫৮০
	(৮৬)	পঞ্চম সূক্ত	: ত্রাতা ইন্দ্রঃ	৫৮০
	(৮৭)	ষষ্ঠ সূক্ত	: ব্যাপকো দেবঃ	৫৮০
	(৮৮)	সপ্তম সূক্ত	: সর্পবিষনাশনম্	৫৮১
	(৮৯)	অষ্টম সূক্ত	: দিব্যা আপঃ	৫৮১
	(৯০)	নবম সূক্ত	: শত্রুবলনাশনম্	৫৮২
নবম অনুবাক	(৯১)	প্রথম সূক্ত	: সুত্রামা ইন্দ্রঃ	৫৮৩
	(৯২)	দ্বিতীয় সূক্ত	: সুত্রামা ইন্দ্রঃ	৫৮৩
	(৯৩)	তৃতীয় সূক্ত	: শত্রুনাশনম্	৫৮৪
	(৯৪)	চতুর্থ সূক্ত	: সাংমনস্যম্	৫৮৪
	(৯৫)	পঞ্চম সূক্ত	: শত্রুনাশনম্	৫৮৪
	(৯৬)	ষষ্ঠ সূক্ত	: শত্রুনাশনম্	৫৮৫
	(৯৭)	সপ্তম সূক্ত	: যজ্ঞঃ	৫৮৫
	(৯৮)	অষ্টম সূক্ত	: হবিঃ	৫৮৭
	(৯৯)	নবম সূক্ত	: বেদী	৫৮৭
	(১০০)	দশম সূক্ত	: দুঃস্বপ্ননাশনম্	৫৮৮
	(১০১)	একাদশ সূক্ত	: দুঃস্বপ্ননাশনম্	৫৮৮
	(১০২)	দ্বাদশ সূক্ত	: আত্মনোঽহিংসনম্	৫৮৮
দশম অনুবাক	(১০৩)	প্রথম সূক্ত	: ক্ষত্রিয়ঃ	৫৮৯
	(১০৪)	দ্বিতীয় সূক্ত	: গৌঃ	৫৮৯
	(১০৫)	তৃতীয় সূক্ত	: দৈব্যং বচঃ	৫৯০
	(১০৬)	চতুর্থ সূক্ত	: অমৃতত্বম্	৫৯০
	(১০৭)	পঞ্চম সূক্ত	: সন্তরণম্	৫৯০
	(১০৮)	ষষ্ঠ সূক্ত	: শত্রুনাশনম্	৫৯১
	(১০৯)	সপ্তম সূক্ত	: রাষ্ট্রভৃতঃ	৫৯১
	(১১০)	অষ্টম সূক্ত	: শত্রুনাশনম্	৫৯৩
	(১১১)	নবম সূক্ত	: আত্মা	৫৯৪
	(১১২)	দশম সূক্ত	: পাপনাশনম্	৫৯৪
	(১১৩)	একাদশ সূক্ত	: শত্রুনাশনম্	৫৯৫
	(১১৪)	দ্বাদশ সূক্ত	: শত্রুনাশনম্	৫৯৬
	(১১৫)	ত্রয়োদশ সূক্ত	: পাপলক্ষণনাশনম্	৫৯৬

অনুবাক	সূক্ত		বিষয়	পৃষ্ঠা
	(১১৬)	চতুর্দশ সূক্ত	জ্বরনাশনম্	৫৯৭
	(১১৭)	পঞ্চদশ সূক্ত	শত্রুনিবারণম্	৫৯৭
	(১১৮)	ষোড়শ সূক্ত	বর্মধারণম্	৫৯৮
● অষ্টম কাণ্ড ●				
প্রথম অনুবাক	(১)	প্রথম সূক্ত	দীর্ঘায়ুঃপ্রাপ্তিঃ	৫৯৯
	(২)	দ্বিতীয় সূক্ত	দীর্ঘায়ুঃপ্রাপ্তিঃ	৬০৩
দ্বিতীয় অনুবাক	(৩)	প্রথম সূক্ত	শত্রুনাশনম্	৬০৮
	(৪)	দ্বিতীয় সূক্ত	শত্রুদমনম্	৬১৩
তৃতীয় অনুবাক	(৫)	প্রথম সূক্ত	প্রতিসরো মণিঃ	৬১৮
	(৬)	দ্বিতীয় সূক্ত	গর্ভদোষনিবারণম্	৬২২
চতুর্থ অনুবাক	(৭)	প্রথম সূক্ত	ঔষধয়ঃ	৬২৮
	(৮)	দ্বিতীয় সূক্ত	শত্রুপরাজয়ঃ	৬৩০
পঞ্চম অনুবাক	(৯)	প্রথম সূক্ত	বিরাট্	৬৩৩
	(১০)	দ্বিতীয় সূক্ত	বিরাট্	৬৩৬
	(১১)	তৃতীয় সূক্ত	বিরাট্	৬৩৭
	(১২)	চতুর্থ সূক্ত	বিরাট্	৬৩৮
	(১৩)	পঞ্চম সূক্ত	বিরাট্	৬৩৮
	(১৪)	ষষ্ঠ সূক্ত	বিরাট্	৬৪০
	(১৫)	সপ্তম সূক্ত	বিরাট্	৬৪১
● নবম কাণ্ড ●				
প্রথম অনুবাক	(১)	প্রথম সূক্ত	মধুবিদ্যা	৬৪২
	(২)	দ্বিতীয় সূক্ত	কামঃ	৬৪৪
দ্বিতীয় অনুবাক	(৩)	প্রথম সূক্ত	শালা	৬৪৭
	(৪)	দ্বিতীয় সূক্ত	ঋষভঃ	৬৫০
তৃতীয় অনুবাক	(৫)	প্রথম সূক্ত	পঞ্চৌদনো অজঃ	৬৫২
	(৬)	দ্বিতীয় সূক্ত	অতিথি-সৎকারঃ	৬৫৬
	(৭)	তৃতীয় সূক্ত	অতিথি-সৎকারঃ	৬৫৮
	(৮)	চতুর্থ সূক্ত	অতিথি-সৎকারঃ	৬৫৯
	(৯)	পঞ্চম সূক্ত	অতিথি-সৎকারঃ	৬৫৯
	(১০)	ষষ্ঠ সূক্ত	অতিথি-সৎকারঃ	৬৬০
	(১১)	সপ্তম সূক্ত	অতিথি-সৎকারঃ	৬৬১
চতুর্থ অনুবাক	(১২)	প্রথম সূক্ত	গৌঃ	৬৬২

	(১৩)	দ্বিতীয় সূক্ত	: যক্ষ্মনিবারণম্	৬৬৩
পঞ্চম অনুবাক	(১৪)	প্রথম সূক্ত	: আত্মা	৬৬৬
	(১৫)	দ্বিতীয় সূক্ত	: আত্মা	৬৬৮

● দশম কাণ্ড ●

প্রথম অনুবাক	(১)	প্রথম সূক্ত	: কৃত্যাদূষণম্	৬৭২
	(২)	দ্বিতীয় সূক্ত	: ব্রহ্মপ্রকাশনম্	৬৭৫
দ্বিতীয় অনুবাক	(৩)	প্রথম সূক্ত	: সপত্নক্ষয়ণো বরণমণিঃ	৬৭৮
	(৪)	দ্বিতীয় সূক্ত	: সর্পবিষদূরীকরণম্	৬৮০
তৃতীয় অনুবাক	(৫)	প্রথম সূক্ত	: বিজয়প্রাপ্তিঃ	৬৮৩
	(৬)	দ্বিতীয় সূক্ত	: মণিবন্ধনম্	৬৮৮
চতুর্থ অনুবাক	(৭)	প্রথম সূক্ত	: সর্বাধারবর্ণনম্	৬৯১
	(৮)	দ্বিতীয় সূক্ত	: জ্যেষ্ঠব্রহ্মবর্ণনম্	৬৯৫
পঞ্চম অনুবাক	(৯)	প্রথম সূক্ত	: শতৌদনা গৌঃ	৬৯৯
	(১০)	দ্বিতীয় সূক্ত	: বশাঃ গৌঃ	৭০১

● একাদশ কাণ্ড ●

প্রথম অনুবাক	(১)	প্রথম সূক্ত	: ব্রহ্মৌদনম্	৭০৫
	(২)	দ্বিতীয় সূক্ত	: ব্রহ্মৌদনম্	৭০৭
	(৩)	তৃতীয় সূক্ত	: ব্রহ্মৌদনম্	৭০৯
	(৪)	চতুর্থ সূক্ত	: ব্রহ্মৌদনম্	৭১১
	(৫)	পঞ্চম সূক্ত	: রুদ্রঃ	৭১২
	(৬)	ষষ্ঠ সূক্ত	: রুদ্রঃ	৭১৪
	(৭)	সপ্তম সূক্ত	: রুদ্রঃ	৭১৬
দ্বিতীয় অনুবাক	(৮)	প্রথম সূক্ত	: ওদনঃ	৭১৮
	(৯)	দ্বিতীয় সূক্ত	: ওদনঃ	৭২১
	(১০)	তৃতীয় সূক্ত	: ওদনঃ	৭২৭
	(১১)	চতুর্থ সূক্ত	: প্রাণঃ	৭২৮
	(১২)	পঞ্চম সূক্ত	: প্রাণঃ	৭৩০
	(১৩)	ষষ্ঠ সূক্ত	: প্রাণঃ	৭৩১
তৃতীয় অনুবাক	(১৪)	প্রথম সূক্ত	: ব্রহ্মাচর্যম্	৭৩৩
	(১৫)	দ্বিতীয় সূক্ত	: ব্রহ্মাচর্যম্	৭৩৫
	(১৬)	তৃতীয় সূক্ত	: ব্রহ্মাচর্যম্	৭৩৭
	(১৭)	চতুর্থ সূক্ত	: পাপমোচনম্	৭৩৮

	(১৮)	পঞ্চম সূক্ত	: পাপমোচনম্	৭৪০
চতুর্থ অনুবাক	(১৯)	প্রথম সূক্ত	: উচ্ছিষ্ট ব্রহ্ম-সূক্তম্	৭৪২
	(২০)	দ্বিতীয় সূক্ত	: উচ্ছিষ্ট ব্রহ্ম-সূক্তম্	৭৪৪
	(২১)	তৃতীয় সূক্ত	: উচ্ছিষ্ট ব্রহ্ম-সূক্তম্	৭৪৬
	(২২)	চতুর্থ সূক্ত	: অধ্যাত্মম্	৭৪৮
	(২৩)	পঞ্চম সূক্ত	: অধ্যাত্মম্	৭৫০
	(২৪)	ষষ্ঠ সূক্ত	: অধ্যাত্মম্	৭৫২
পঞ্চম অনুবাক	(২৫)	প্রথম সূক্ত	: শত্রুনিবারণম্	৭৫৪
	(২৬)	দ্বিতীয় সূক্ত	: শত্রুনিবারণম্	৭৫৭
	(২৭)	তৃতীয় সূক্ত	: শত্রুনিবারণম্	৭৫৮
	(২৮)	চতুর্থ সূক্ত	: শত্রুনাশনম্	৭৬০
	(২৯)	পঞ্চম সূক্ত	: শত্রুনাশনম্	৭৬২
	(৩০)	ষষ্ঠ সূক্ত	: শত্রুনাশনম্	৭৬৪
● দ্বাদশ কাণ্ড ●				
প্রথম অনুবাক	(১)	প্রথম সূক্ত	: ভূমিসূক্তম্	৭৬৬
দ্বিতীয় অনুবাক	(২)	প্রথম সূক্ত	: ভূমিসূক্তম্	৭৭১
তৃতীয় অনুবাক	(৩)	প্রথম সূক্ত	: স্বর্গৌদনঃ	৭৭৬
চতুর্থ অনুবাক	(৪)	প্রথম সূক্ত	: বশা গৌঃ	৭৮১
পঞ্চম অনুবাক	(৫)	প্রথম সূক্ত	: ব্রহ্মগবীঃ	৭৮৫
	(৬)	দ্বিতীয় সূক্ত	: ব্রহ্মগবীঃ	৭৮৬
	(৭)	তৃতীয় সূক্ত	: ব্রহ্মগবীঃ	৭৮৬
	(৮)	চতুর্থ সূক্ত	: ব্রহ্মগবীঃ	৭৮৭
	(৯)	পঞ্চম সূক্ত	: ব্রহ্মগবীঃ	৭৮৮
	(১০)	ষষ্ঠ সূক্ত	: ব্রহ্মগবীঃ	৭৮৮
	(১১)	সপ্তম সূক্ত	: ব্রহ্মগবীঃ	৭৮৯
● ত্রয়োদশ কাণ্ড ●				
প্রথম অনুবাক	(১)	প্রথম সূক্ত	: অধ্যাত্ম-প্রকরণম্	৭৯১
দ্বিতীয় অনুবাক	(২)	প্রথম সূক্ত	: অধ্যাত্মম্	৭৯৬
তৃতীয় অনুবাক	(৩)	প্রথম সূক্ত	: অধ্যাত্মম্	৮০০
চতুর্থ অনুবাক	(৪)	প্রথম সূক্ত	: অধ্যাত্মম্	৮০৪
	(৫)	দ্বিতীয় সূক্ত	: অধ্যাত্মম্	৮০৪
	(৬)	তৃতীয় সূক্ত	: অধ্যাত্মম্	৮০৫

	(৭) চতুর্থ সূক্ত	: অধ্যাত্মম্	৮০৬
	(৮) পঞ্চম সূক্ত	: অধ্যাত্মম্	৮০৬
	(৯) ষষ্ঠ সূক্ত	: অধ্যাত্মম্	৮০৭
● চতুর্দশ কাণ্ড ●			
প্রথম অনুবাক	(১) প্রথম সূক্ত	: বিবাহ-প্রকরণম্	৮০৮
দ্বিতীয় অনুবাক	(২) প্রথম সূক্ত	: বিবাহ-প্রকরণম্	৮১৪
● পঞ্চদশ কাণ্ড ●			
প্রথম অনুবাক	(১) প্রথম সূক্ত	: অধ্যাত্ম-প্রকরণম্	৮২১
	(২) দ্বিতীয় সূক্ত	: অধ্যাত্ম-প্রকরণম্	৮২১
	(৩) তৃতীয় সূক্ত	: অধ্যাত্ম-প্রকরণম্	৮২৪
	(৪) চতুর্থ সূক্ত	: অধ্যাত্ম-প্রকরণম্	৮২৪
	(৫) পঞ্চম সূক্ত	: অধ্যাত্ম-প্রকরণম্	৮২৬
	(৬) ষষ্ঠ সূক্ত	: অধ্যাত্ম-প্রকরণম্	৮২৭
	(৭) সপ্তম সূক্ত	: অধ্যাত্ম-প্রকরণম্	৮২৮
দ্বিতীয় অনুবাক	(৮) প্রথম সূক্ত	: অধ্যাত্ম-প্রকরণম্	৮২৯
	(৯) দ্বিতীয় সূক্ত	: অধ্যাত্ম-প্রকরণম্	৮৩০
	(১০) তৃতীয় সূক্ত	: অধ্যাত্ম-প্রকরণম্	৮৩০
	(১১) চতুর্থ সূক্ত	: অধ্যাত্ম-প্রকরণম্	৮৩১
	(১২) পঞ্চম সূক্ত	: অধ্যাত্ম-প্রকরণম্	৮৩২
	(১৩) ষষ্ঠ সূক্ত	: অধ্যাত্ম-প্রকরণম্	৮৩২
	(১৪) সপ্তম সূক্ত	: অধ্যাত্ম-প্রকরণম্	৮৩৩
	(১৫) অষ্টম সূক্ত	: অধ্যাত্ম-প্রকরণম্	৮৩৫
	(১৬) নবম সূক্ত	: অধ্যাত্ম-প্রকরণম্	৮৩৫
	(১৭) দশম সূক্ত	: অধ্যাত্ম-প্রকরণম্	৮৩৬
	(১৮) একাদশ সূক্ত	: অধ্যাত্ম-প্রকরণম্	৮৩৬
● ষোড়শ কাণ্ড ●			
প্রথম অনুবাক	(১) প্রথম সূক্ত	: দুঃখমোচনম্	৮৩৭
	(২) দ্বিতীয় সূক্ত	: দুঃখমোচনম্	৮৩৮
	(৩) তৃতীয় সূক্ত	: দুঃখমোচনম্	৮৩৮
	(৪) চতুর্থ সূক্ত	: দুঃখমোচনম্	৮৩৯
দ্বিতীয় অনুবাক	(৫) প্রথম সূক্ত	: দুঃখমোচনম্	৮৪০
	(৬) দ্বিতীয় সূক্ত	: দুঃখমোচনম্	৮৪১

	(৭)	তৃতীয় সূক্ত	: দুঃখমোচনম্	৮৪১
	(৮)	চতুর্থ সূক্ত	: দুঃখমোচনম্	৮৪২
	(৯)	পঞ্চম সূক্ত	: দুঃখমোচনম্	৮৪৫

● একাদশ কাণ্ড (দ্বিতীয় পর্যায়) ●

দ্বিতীয় অনুবাক	(১)	একতম সূক্ত	: ওদনঃ	৮৪৬

● সপ্তদশ কাণ্ড ●

প্রথম অনুবাক	(১)	প্রথম সূক্ত	: অভ্যুদয় প্রার্থনা	৮৫০
	(২)	দ্বিতীয় সূক্ত	: অভ্যুদয় প্রার্থনা	৮৫৩
	(৩)	তৃতীয় সূক্ত	: অভ্যুদয় প্রার্থনা	৮৫৫

● অষ্টাদশ কাণ্ড ●

প্রথম অনুবাক	(১)	প্রথম সূক্ত	: পিতৃমেধঃ	৮৫৯
	(২)	দ্বিতীয় সূক্ত	: পিতৃমেধঃ	৮৬১
	(৩)	তৃতীয় সূক্ত	: পিতৃমেধঃ	৮৬৩
	(৪)	চতুর্থ সূক্ত	: পিতৃমেধঃ	৮৬৫
	(৫)	পঞ্চম সূক্ত	: পিতৃমেধঃ	৮৬৭
	(৬)	ষষ্ঠ সূক্ত	: পিতৃমেধঃ	৮৭০
দ্বিতীয় অনুবাক	(৭)	প্রথম সূক্ত	: পিতৃমেধঃ	৮৭২
	(৮)	দ্বিতীয় সূক্ত	: পিতৃমেধঃ	৮৭৪
	(৯)	তৃতীয় সূক্ত	: পিতৃমেধঃ	৮৭৬
	(১০)	চতুর্থ সূক্ত	: পিতৃমেধঃ	৮৭৯
	(১১)	পঞ্চম সূক্ত	: পিতৃমেধঃ	৮৮১
	(১২)	ষষ্ঠ সূক্ত	: পিতৃমেধঃ	৮৮৩
তৃতীয় অনুবাক	(১৩)	প্রথম সূক্ত	: পিতৃমেধঃ	৮৮৬
	(১৪)	দ্বিতীয় সূক্ত	: পিতৃমেধঃ	৮৮৮
	(১৫)	তৃতীয় সূক্ত	: পিতৃমেধঃ	৮৯১
	(১৬)	চতুর্থ সূক্ত	: পিতৃমেধঃ	৮৯৪
	(১৭)	পঞ্চম সূক্ত	: পিতৃমেধঃ	৮৯৬
	(১৮)	ষষ্ঠ সূক্ত	: পিতৃমেধঃ	৮৯৯
	(১৯)	সপ্তম সূক্ত	: পিতৃমেধঃ	৯০২
চতুর্থ অনুবাক	(২০)	প্রথম সূক্ত	: পিতৃমেধঃ	৯০৫
	(২১)	দ্বিতীয় সূক্ত	: পিতৃমেধঃ	৯০৮
	(২২)	তৃতীয় সূক্ত	: পিতৃমেধঃ	৯১০

(২৩) চতুর্থ সূক্ত : পিতৃমেধঃ ৯১৩
(২৪) পঞ্চম সূক্ত : পিতৃমেধঃ ৯১৫
(২৫) ষষ্ঠ সূক্ত : পিতৃমেধঃ ৯১৮
(২৬) সপ্তম সূক্ত : পিতৃমেধঃ ৯২০
(২৭) অষ্টমসূক্ত : পিতৃমেধঃ ৯২৩
(২৮) নবম সূক্ত : পিতৃমেধঃ ৯২৪

● উনবিংশ কাণ্ড ●

প্রথম অনুবাক
(১) প্রথম সূক্ত : যজ্ঞঃ ৯২৭
(২) দ্বিতীয় সূক্ত : আপঃ ৯২৮
(৩) তৃতীয় সূক্ত : জাতবেদাঃ ৯২৯
(৪) চতুর্থ সূক্ত : আকূতিঃ ৯৩০
(৫) পঞ্চম সূক্ত : জগতো রাজা ৯৩২
(৬) ষষ্ঠ সূক্ত : জগদ্বীজঃ পুরুষঃ ৯৩২
(৭) সপ্তম সূক্ত : জগদ্বীজঃ পুরুষঃ ৯৩৪
(৮) অষ্টমসূক্ত : নক্ষত্রাণি ৯৩৭
(৯) নবম সূক্ত : নক্ষত্রাণি ৯৩৮
(১০) দশম সূক্ত : শান্তিঃ ৯৪০

দ্বিতীয় অনুবাক
(১১) প্রথম সূক্ত : শান্তিঃ ৯৪৪
(১২) দ্বিতীয় সূক্ত : শান্তিঃ ৯৪৭
(১৩) তৃতীয় সূক্ত : শান্তিঃ ৯৪৮
(১৪) চতুর্থ সূক্ত : একবীরঃ ৯৪৯
(১৫) পঞ্চম সূক্ত : অভয়ম্ ৯৫২
(১৬) ষষ্ঠ সূক্ত : অভয়ম্ ৯৫২
(১৭) সপ্তম সূক্ত : অভয়ম্ ৯৫৪
(১৮) অষ্টমসূক্ত : সুরক্ষা ৯৫৫
(১৯) নবম সূক্ত : সুরক্ষা ৯৫৭
(২০) দশম সূক্ত : শর্ম ৯৫৯
(২১) একাদশ সূক্ত : সুরক্ষা ৯৬১

তৃতীয় অনুবাক
(২২) প্রথম সূক্ত : ছন্দাংসি ৯৬২
(২৩) দ্বিতীয় সূক্ত : ব্রহ্মা ৯৬২
(২৪) তৃতীয় সূক্ত : অথর্বাণঃ ৯৬৪
(২৫) চতুর্থ সূক্ত : রাষ্ট্রম্ ৯৬৫

	(২৬)	পঞ্চম সূক্ত	: অশ্বঃ	৯৬৭
	(২৭)	ষষ্ঠ সূক্ত	: হিরণ্যধারণম্	৯৬৮
চতুর্থ অনুবাক	(২৮)	প্রথম সূক্ত	: সুরক্ষা	৯৬৯
	(২৯)	দ্বিতীয় সূক্ত	: দর্ভমণিঃ	৯৭৩
	(৩০)	তৃতীয় সূক্ত	: দর্ভমণিঃ	৯৭৫
	(৩১)	চতুর্থ সূক্ত	: দর্ভমণিঃ	৯৭৬
	(৩২)	পঞ্চম সূক্ত	: ঔদুম্বরমণিঃ	৯৭৭
	(৩৩)	ষষ্ঠ সূক্ত	: দর্ভঃ	৯৮১
	(৩৪)	সপ্তম সূক্ত	: দর্ভঃ	৯৮৩
পঞ্চম অনুবাক	(৩৫)	প্রথম সূক্ত	: জঙ্গিড়মণিঃ	৯৮৪
	(৩৬)	দ্বিতীয় সূক্ত	: জঙ্গিড়ঃ	৯৮৬
	(৩৭)	তৃতীয় সূক্ত	: শতবারোমণিঃ	৯৮৮
	(৩৮)	চতুর্থ সূক্ত	: বলপ্রাপ্তিঃ	৯৮৯
	(৩৯)	পঞ্চম সূক্ত	: যক্ষ্মনাশনম্	৯৯০
	(৪০)	ষষ্ঠ সূক্ত	: কুষ্ঠনাশনম্	৯৯১
	(৪১)	সপ্তম সূক্ত	: মেধা	৯৯৪
	(৪২)	অষ্টম সূক্ত	: রাষ্ট্রং বলমোজশ্চ	৯৯৬
	(৪৩)	নবম সূক্ত	: ব্রহ্মযজ্ঞঃ	৯৯৬
	(৪৪)	দশম সূক্ত	: ব্রহ্মা	৯৯৮
	(৪৫)	একাদশ সূক্ত	: ভৈষজ্যম্	৯৯৯
	(৪৬)	দ্বাদশ সূক্ত	: আঞ্জনম্	১০০১
ষষ্ঠ অনুবাক	(৪৭)	প্রথম সূক্ত	: অস্তৃতমণিঃ	১০০৪
	(৪৮)	দ্বিতীয় সূক্ত	: রাত্রিঃ	১০০৬
	(৪৯)	তৃতীয় সূক্ত	: রাত্রিঃ	১০০৯
	(৫০)	চতুর্থ সূক্ত	: রাত্রিঃ	১০১০
	(৫১)	পঞ্চম সূক্ত	: রাত্রিঃ	১০১৩
	(৫২)	ষষ্ঠ সূক্ত	: আত্মা	১০১৫
	(৫৩)	সপ্তম সূক্ত	: কামঃ	১০১৬
	(৫৪)	অষ্টম সূক্ত	: কালঃ	১০১৭
	(৫৫)	নবম সূক্ত	: কালঃ	১০২০
সপ্তম অনুবাক	(৫৬)	প্রথম সূক্ত	: রায়স্পোষপ্রাপ্তি	১০২১
	(৫৭)	দ্বিতীয় সূক্ত	: দুঃস্বপ্ননাশনম্	১০২৩
	(৫৮)	তৃতীয় সূক্ত	: দুঃস্বপ্ননাশনম্	১০২৫

(৫৯)	চতুর্থ সূক্ত	: যজ্ঞঃ	১০২৬
(৬০)	পঞ্চম সূক্ত	: যজ্ঞঃ	১০২৮
(৬১)	ষষ্ঠ সূক্ত	: অঙ্গানি	১০২৯
(৬২)	সপ্তম সূক্ত	: পূর্ণায়ুঃ	১০৩০
(৬৩)	অষ্টম সূক্ত	: সর্বপ্রিয়ত্বম্	১০৩০
(৬৪)	নবম সূক্ত	: আয়ুর্বধনম্	১০৩১
(৬৫)	দশম সূক্ত	: দীর্ঘায়ুত্বম্	১০৩১
(৬৬)	একাদশ সূক্ত	: অবনম্	১০৩২
(৬৭)	দ্বাদশ সূক্ত	: অসুরক্ষয়ণম্	১০৩২
(৬৮)	ত্রয়োদশ সূক্ত	: দীর্ঘায়ুত্বম্	১০৩৩
(৬৯)	চতুর্দশ সূক্ত	: বেদোক্তং কর্মং	১০৩৩
(৭০)	পঞ্চদশ সূক্ত	: আপঃ	১০৩৪
(৭১)	ষোড়শ সূক্ত	: পূর্ণায়ুঃ	১০৩৫
(৭২)	সপ্তদশ সূক্ত	: বেদমাতা	১০৩৫
(৭৩)	অষ্টাদশ সূক্ত	: পরমাত্মা	১০৩৬

● বিংশ কাণ্ড ●

প্রথম অনুবাক	(১)	প্রথম সূক্ত	:	১০৩৭
	(২)	দ্বিতীয় সূক্ত	:	১০৩৮
	(৩)	তৃতীয় সূক্ত	:	১০৩৮
	(৪)	চতুর্থ সূক্ত	:	১০৩৯
	(৫)	পঞ্চম সূক্ত	:	১০৪০
	(৬)	ষষ্ঠ সূক্ত	:	১০৪১
	(৭)	সপ্তম সূক্ত	:	১০৪৩
	(৮)	অষ্টম সূক্ত	:	১০৪৪
	(৯)	নবম সূক্ত	:	১০৪৫
	(১০)	দশম সূক্ত	:	১০৪৬
	(১১)	একাদশ সূক্ত	:	১০৪৭
	(১২)	দ্বাদশ সূক্ত	:	১০৪৯
	(১৩)	ত্রয়োদশ সূক্ত	:	১০৫১
দ্বিতীয় অনুবাক	(১৪)	প্রথম সূক্ত	:	১০৫৩
	(১৫)	দ্বিতীয় সূক্ত	:	১০৫৪
	(১৬)	তৃতীয় সূক্ত	:	১০৫৬
	(১৭)	চতুর্থ সূক্ত	:	১০৫৮

তৃতীয় অনুবাক	(১৮) প্রথম সূক্ত :	১০৬১
	(১৯) দ্বিতীয় সূক্ত :	১০৬২
	(২০) তৃতীয় সূক্ত :	১০৬৪
	(২১) চতুর্থ সূক্ত :	১০৬৫
	(২২) পঞ্চম সূক্ত :	১০৬৮
	(২৩) ষষ্ঠ সূক্ত :	১০৬৯
	(২৪) সপ্তম সূক্ত :	১০৭০
	(২৫) অষ্টম সূক্ত :	১০৭২
	(২৬) নবম সূক্ত :	১০৭৪
	(২৭) দশম সূক্ত :	১০৭৫
	(২৮) একাদশ সূক্ত :	১০৭৬
	(২৯) দ্বাদশ সূক্ত :	১০৭৭
	(৩০) ত্রয়োদশ সূক্ত :	১০৭৮
	(৩১) চতুর্দশ সূক্ত :	১০৮০
	(৩২) পঞ্চদশ সূক্ত :	১০৮১
	(৩৩) ষোড়শ সূক্ত :	১০৮২
চতুর্থ অনুবাক	(৩৪) প্রথম সূক্ত :	১০৮৩
	(৩৫) দ্বিতীয় সূক্ত :	১০৮৮
	(৩৬) তৃতীয় সূক্ত :	১০৯২
	(৩৭) চতুর্থ সূক্ত :	১০৯৫
পঞ্চম অনুবাক	(৩৮) প্রথম সূক্ত :	১০৯৮
	(৩৯) দ্বিতীয় সূক্ত :	১০৯৮
	(৪০) তৃতীয় সূক্ত :	১০৯৯
	(৪১) চতুর্থ সূক্ত :	১১০০
	(৪২) পঞ্চম সূক্ত :	১১০১
	(৪৩) ষষ্ঠ সূক্ত :	১১০১
	(৪৪) সপ্তম সূক্ত :	১১০২
	(৪৫) অষ্টম সূক্ত :	১১০২
	(৪৬) নবম সূক্ত :	১১০৩
	(৪৭) দশম সূক্ত :	১১০৪
	(৪৮) একাদশ সূক্ত :	১১০৬
	(৪৯) দ্বাদশ সূক্ত :	১১০৬

(৫০) ত্রয়োদশ সূক্ত : ১১০৭
(৫১) চতুর্দশ সূক্ত : ১১০৮
(৫২) পঞ্চদশ সূক্ত : ১১০৯
(৫৩) ষোড়শ সূক্ত : ১১০৯
(৫৪) সপ্তদশ সূক্ত : ১১১০
(৫৫) অষ্টাদশ সূক্ত : ১১১১
(৫৬) ঊনবিংশ সূক্ত : ১১১১
(৫৭) বিংশ সূক্ত : ১১১২
(৫৮) একবিংশ সূক্ত : ১১১৪
(৫৯) দ্বাবিংশ সূক্ত : ১১১৫
(৬০) ত্রয়োবিংশ সূক্ত: ১১১৬
(৬১) চতুর্বিংশ সূক্ত : ১১১৭
(৬২) পঞ্চবিংশ সূক্ত : ১১১৭
(৬৩) ষড়্বিংশ সূক্ত : ১১১৯
(৬৪) সপ্তবিংশ সূক্ত : ১১২০
(৬৫) অষ্টাবিংশ সূক্ত: ১১২১
(৬৬) ঊনত্রিংশ সূক্ত : ১১২১
ষষ্ঠ অনুবাক (৬৭) প্রথম সূক্ত : ১১২২
(৬৮) দ্বিতীয় সূক্ত : ১১২৩
(৬৯) তৃতীয় সূক্ত : ১১২৪
(৭০) চতুর্থ সূক্ত : ১১২৬
(৭১) পঞ্চম সূক্ত : ১১২৭
সপ্তম অনুবাক (৭২) প্রথম সূক্ত : ১১২৯
(৭৩) দ্বিতীয় সূক্ত : ১১৩০
(৭৪) তৃতীয় সূক্ত : ১১৩১
(৭৫) চতুর্থ সূক্ত : ১১৩২
(৭৬) পঞ্চম সূক্ত : ১১৩৩
(৭৭) ষষ্ঠ সূক্ত : ১১৩৪
(৭৮) সপ্তম সূক্ত : ১১৩৫
(৭৯) অষ্টম সূক্ত : ১১৩৫
(৮০) নবম সূক্ত : ১১৩৬
(৮১) দশম সূক্ত : ১১৩৬

	(৮২)	একাদশ সূক্ত :	১১৩৭
	(৮৩)	দ্বাদশ সূক্ত :	১১৩৮
	(৮৪)	ত্রয়োদশ সূক্ত :	১১৩৮
	(৮৫)	চতুর্দশ সূক্ত :	১১৩৯
	(৮৬)	পঞ্চদশ সূক্ত :	১১৪০
	(৮৭)	ষোড়শ সূক্ত :	১১৪০
	(৮৮)	সপ্তদশ সূক্ত :	১১৪১
	(৮৯)	অষ্টাদশ সূক্ত :	১১৪২
	(৯০)	ঊনবিংশ সূক্ত :	১১৪৩
অষ্টম অনুবাক	(৯১)	প্রথম সূক্ত :	১১৪৪
	(৯২)	দ্বিতীয় সূক্ত :	১১৪৫
	(৯৩)	তৃতীয় সূক্ত :	১১৪৭
	(৯৪)	চতুর্থ সূক্ত :	১১৪৮
	(৯৫)	পঞ্চম সূক্ত :	১১৫০
	(৯৬)	ষষ্ঠ সূক্ত :	১১৫১
নবম অনুবাক	(৯৭)	প্রথম সূক্ত :	১১৫৩
	(৯৮)	দ্বিতীয় সূক্ত :	১১৫৪
	(৯৯)	তৃতীয় সূক্ত :	১১৫৪
	(১০০)	চতুর্থ সূক্ত :	১১৫৫
	(১০১)	পঞ্চম সূক্ত :	১১৫৫
	(১০২)	ষষ্ঠ সূক্ত :	১১৫৬
	(১০৩)	সপ্তম সূক্ত :	১১৫৭
	(১০৪)	অষ্টম সূক্ত :	১১৫৭
	(১০৫)	নবম সূক্ত :	১১৫৮
	(১০৬)	দশম সূক্ত :	১১৫৯
	(১০৭)	একাদশ সূক্ত :	১১৫৯
	(১০৮)	দ্বাদশ সূক্ত :	১১৬১
	(১০৯)	ত্রয়োদশ সূক্ত :	১১৬২
	(১১০)	চতুর্দশ সূক্ত :	১১৬২
	(১১১)	পঞ্চদশ সূক্ত :	১১৬৩
	(১১২)	ষোড়শ সূক্ত :	১১৬৪
	(১১৩)	সপ্তদশ সূক্ত :	১১৬৪

(১১৪) অষ্টাদশ সূক্ত : ১১৬৫
(১১৫) ঊনবিংশ সূক্ত : ১১৬৫
(১১৬) বিংশ সূক্ত : ১১৬৬
(১১৭) একবিংশ সূক্ত : ১১৬৬
(১১৮) দ্বাবিংশ সূক্ত : ১১৬৭
(১১৯) ত্রয়োবিংশ সূক্ত : ১১৬৮
(১২০) চতুর্বিংশ সূক্ত : ১১৬৮
(১২১) পঞ্চবিংশ সূক্ত : ১১৬৯
(১২২) ষড়বিংশ সূক্ত : ১১৬৯
(১২৩) সপ্তবিংশ সূক্ত : ১১৭০
(১২৪) অষ্টাবিংশ সূক্ত : ১১৭১
(১২৫) ঊনত্রিংশ সূক্ত : ১১৭১
(১২৬) ত্রিংশ সূক্ত : ১১৭৩
কুন্তাপসূক্তানি (১২৭) একত্রিংশ সূক্ত : ১১৭৫
(১২৮) দ্বাত্রিংশ সূক্ত : ১১৭৬
(১২৯) ত্রয়স্ত্রিংশ সূক্ত : ১১৭৮
(১৩০) চতুস্ত্রিংশ সূক্ত : ১১৭৮
(১৩১) পঞ্চত্রিংশ সূক্ত : ১১৭৯
(১৩২) ষট্‌ত্রিংশ সূক্ত : ১১৮০
(১৩৩) সপ্তত্রিংশ সূক্ত : ১১৮০
(১৩৪) অষ্টত্রিংশ সূক্ত : ১১৮১
(১৩৫) ঊনচত্বারিংশ সূক্ত : ১১৮২
(১৩৬) চত্বারিংশ সূক্ত : ১১৮৩

● ইতি কুন্তাপসূক্তানি ●

(১৩৭) একচত্বারিংশ সূক্ত : ১১৮৪
(১৩৮) দ্বিচত্বারিংশ সূক্ত : ১১৮৬
(১৩৯) ত্রয়শ্চত্বারিংশ সূক্ত : ১১৮৭
(১৪০) চতুশ্চত্বারিংশ সূক্ত : ১১৮৮
(১৪১) পঞ্চচত্বারিংশ সূক্ত : ১১৮৮
(১৪২) ষট্‌চত্বারিংশ সূক্ত : ১১৮৯
(১৪৩) সপ্তচত্বারিংশ সূক্ত : ১১৯০

— সূচীপত্র সমাপ্ত —

সম্পাদকের নিবেদন

ঐশ্বরীয় জ্ঞান সমূহের ভাণ্ডার হলো 'বেদ'। মানবসভ্যতার প্রারব্ধকাল থেকে সেই সর্বৈশ্বর্যবানদত্ত জ্ঞানরাশির দ্রষ্টা ঋষিবর্গ জীবনোপযোগী সকল জ্ঞান ঋক্, সাম, যজুঃ ও ছন্দ বেদে প্রকাশ করেছিলেন। ছন্দোবেদ, নামান্তরে অথর্ববেদ, আত্মজ্ঞানের জন্য প্রসিদ্ধ। এই কারণে এই চতুর্থ বেদটি আরও নানা নামে বিরাজিত; যথা,—'ব্রহ্মবেদ', 'আত্মবেদ', 'অমৃতবেদ' ইত্যাদি। পৌরাণিক মতে ব্রহ্মার উত্তর (মতান্তরে পূর্ব) মুখ থেকে এই বেদটির উৎপত্তি।

বিষ্ণুপুরাণ মতে—'অমিততেজস্বী মুনিবর সুমন্তু তাঁর কবন্ধনামক শিষ্যকে অথর্ববেদ অধ্যয়ন করালেন। কবন্ধও অথর্ববেদকে দু'ভাগে ভাগ ক'রে দেবদর্শ ও পথ্য নামে দু'জন শিষ্যকে অধ্যয়ন করান। মৌদ্গ, ব্রহ্মবলি, শৌক্তায়নি ও পিপ্পলাদ—এঁরা দেবদর্শের শিষ্য। পথ্যের তিনজন শিষ্য—জাজলি, কুমুদাদি ও শৌনক। শৌনক আবার নিজের অধীত সংহিতা দু'ভাগ ক'রে একটি শাখা বভ্রুকে ও একটি শাখা সৈন্ধবায়নকে পাঠ করান। সৈন্ধব ও মুঞ্জকেশ আপন আপন সংহিতা দুই দুই ভাগে বিভক্ত করলেন। নক্ষত্রকল্প, বেদকল্প, সংহিতাকল্প, আঙ্গিরসকল্প ও শান্তিকল্প—এই পাঁচ ভাগ সংহিতাসকলের বিকল্পক এবং অথর্ববেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।' (বি.পু. ৩/৬/৯-১৫)।

ঐতিহাসিক তথ্যের বিচারে দেখা যায়—অথর্ববেদটি নয়টি (পৈপ্পলাদ, তৌদ, মৌদ্গ, শৌনক, জাজল, জলদ, ব্রহ্মবেদ, দেবদর্শ ও চারণবৈদ্য) শাখায় বিভক্ত হয়ে মানুষের অন্তর্নিহিত জ্ঞানরাশিসমূহকে প্রকাশের ও প্রয়োগের মাধ্যমে সাংসারিক জীবনে অভীষ্ট লাভের সহজ পন্থা দেখিয়ে দিয়েছিল। অথর্ববেদের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সামান্য সামান্য পাঠভেদ ও প্রয়োগভেদ থাকলেও দু'টি ছাড়া অন্যগুলি বর্তমানে লুপ্তপ্রায়। সাম্প্রতিক কালে পৈপ্পলাদ ও শৌনক শাখাদু'টি যথাক্রমে পূর্বভারতের উড়িষ্যা রাজ্যের এবং পশ্চিম ভারতের গুজরাট-মহারাষ্ট্র প্রদেশের (প্রাচীন রাষ্ট্রকূটের) অংশবিশেষে বিরাজ করছে। এই দুই শাখার মধ্যেও অল্পস্বল্প পাঠভেদ ও প্রয়োগভেদ থাকলেও মূল বিষয়ে দু'টিরই লক্ষ্য এক।

অবিভক্ত বঙ্গে যখন বেদচর্চার প্রচলন ছিল, তখন অথর্ববেদের শৌনক শাখাই অবলম্বিত হতো। এখন সংস্কৃত ভাষায় আমাদের দীনতার কারণে দু'একটি প্রাচীন টোলে কিংবা পাঠাগারে শৌনক-শাখার অথর্ববেদ পাওয়া যায়। মধ্যবর্তী কালে উড়িষ্যা রাজ্যে পৈপ্পলাদ-শাখার অথর্ববেদ খুবই ত্রুটিপূর্ণ অবস্থায় প্রচলিত থাকলেও, বর্তমানে ত্রুটিহীন সংকলন উদ্ধার করা হয়েছে। এর জন্য শ্রীক্ষেত্রবাসী পণ্ডিতবর কুঞ্জবিহারী উপাধ্যায়ের অসীম উদ্যম স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছি। আমরা আমাদের অনুবাদ কর্মের সুবিধার্থে পশ্চিম ভারতে প্রাপ্তব্য অথর্ববেদ-সংহিতার শৌনক-শাখাভুক্ত একাধিক হিন্দী-সংকলন তাঁর মাধ্যমেই লাভ করতে পেরেছি। এরই ফলস্বরূপ আমাদের অথর্ববেদ-সংহিতাটি সম্পূর্ণাংশে অনূদিত হ'তে পেরেছে। বলা বাহুল্য, সায়ণাচার্যের ভাষ্যানুলম্বনে স্বর্গীয় দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের গ্রন্থেও এই অনুবাদ অসম্পূর্ণই ছিল। কারণ সায়ণাচার্য স্বয়ংই সম্পূর্ণ অথর্ববেদ-সংহিতার ভাষ্যরচনা থেকে বিরত থেকেছেন। আমাদের সৌভাগ্য, আমরা বাংলা ভাষায় এর সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ সুধী পাঠক-পাঠিকার করকমলে অর্পণ করতে পেরেছি। —অবশ্য অথর্ববেদের ব্রাহ্মণ-সূত্র-ভাষ্য-কল্প ইত্যাদি সকল মৌলিক গ্রন্থগুলি আগে থেকেই সুরক্ষিত আছে।

গোপথ ব্রাহ্মণ হলো অথর্ববেদের ব্রাহ্মণ। উপনিষৎ—প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য। পাঁচটি কল্পসংহিতা—নক্ষত্রকল্প (নক্ষত্রপূজার বিধি), বেদকল্প (ব্রহ্মা ও ঋত্বিক সম্পর্কিত বিষয়), সংহিতাকল্প (মন্ত্রবিধি সম্পর্কিত বিষয়), আঙ্গিরসকল্প (অভিচার-ব্যবস্থা সম্পর্কীয় তথ্যাবলী) ও শান্তিকল্প (অশ্ব, হস্তী ইত্যাদি পশুপালন বিষয়ক নির্দেশ সমূহ)।

◆

অথর্ববেদের উপযোগিতা এবং অপর তিনটি বেদের সাথে এর অভেদত্ব, অথর্ববেদের আলোচ্য এবং ভগবৎ-তত্ত্ব, অথর্ববেদের কাল ও ভেদের ভায্যকার এবং সায়ণ-ভায্যের পক্ষাপক্ষ ইত্যাদি সম্পর্কে স্বর্গীয় দুর্গাদাসের সুচিন্তিত ভূমিকা আমাদের এই গ্রন্থে অবিকল মুদ্রিত হওয়ায় পুনরায় সেগুলির স্বতন্ত্র আলোচনা ধৃষ্টতারই নামান্তর; কারণ স্বর্গীয় লাহিড়ী মহাশয় অপেক্ষা বেদ সম্পর্কে অধিকতর অভিজ্ঞ জনের সন্ধান এ পর্যন্ত আমরা পাইনি।

আমরা আমাদের এই সংস্করণটির সজ্জা সম্পর্কে পাঠকদের কিছু জানাতে চাই। আমরা মূল পুঁথির অনুসরণে কাণ্ড, অনুবাক ইত্যাদিক্রমে মন্ত্রগুলি সাজিয়েছি। কিন্তু মন্ত্রের লৌকিক প্রয়োগ যে ভাবেই নিষ্পন্ন হোক সে বিষয়ে আমাদের কোন বক্তব্যই রাখিনি। তবে প্রথম কাণ্ডের প্রতিটি মন্ত্রের সবরকম ব্যাখ্যা দিতেও আমরা পশ্চাৎপদ হইনি। দ্বিতীয় কাণ্ড থেকে বঙ্গানুবাদগুলি আক্ষরিক ভাবেই করা হয়েছে। অনুবাদের বিশেষ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। উদ্দেশ্য এই যে, লৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের ক্ষেত্রে সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণের পরিবর্তে এই অনূদিত মন্ত্রগুলি পাঠ করলেও সুফল পাওয়া যেতে পারবে। তবে মনে রাখবেন, স্বার্থকেন্দ্রিক আভিচারিক ক্রিয়ার সাধন দক্ষজন ব্যতীত অপরের পক্ষে ক্ষতিকর।

◆

'সূক্তস্য বিনিয়োগঃ' অংশে ভায্যানুক্রমণিকার প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ প্রসঙ্গগুলি সবিস্তারে উল্লেখ করেছি। কোন কোন ক্ষেত্রে সূত্রের কেবলমাত্র উল্লেখ নয়, সূত্রের সম্পূর্ণ পংক্তিরও উল্লেখ করেছি। কিন্তু টীকায় সাধারণের জ্ঞাতব্য সংক্ষিপ্ত নির্দেশটুকুই দেওয়া হয়েছে; কারণ আমরা মনে ক'রি, এই মন্ত্রগুলির বিনিয়োগে অভিচার-কুশল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতজনেরই সাহায্য নেওয়া উচিত; নচেৎ বিপত্তির কারণ সংঘটনের সম্ভাবনা থেকে যায়। তবে কোন্ মন্ত্রে কোন্ অভিচার কিংবা কোন্ ব্যাধির কি ভেষজ তা জানার জন্য 'টীকা' অংশ অবশ্যই সহায়ক হ'তে পারে। আমরা প্রতিটি সূক্তের যথাযথ ঋষি, দেবতা ও ছন্দের উল্লেখ রাখায় মন্ত্রের বিনিয়োগ সম্পূর্ণতা পাবে।

◆

আমরা মন্ত্রের বঙ্গানুবাদের ক্ষেত্রে উচ্চারণকেন্দ্রিক চলতি অক্ষরবিন্যাস অনুসরণ করেছি। এর উদ্দেশ্য, এই মন্ত্রগুলি বাংলায় সাবলীলভাবে বোধগম্য ও উচ্চারিত হওয়া প্রয়োজন। তাতেও কাজ হবে। ভাষার কৃত্রিমতায় এই মন্ত্রগুলি যাতে বিকৃত হ'তে না পারে, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সেটাই।

◆

আমরা সূচীপত্রে প্রতিটি কাণ্ডের সূক্তগুলি (১) (২) ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে শেষ সংখ্যাটি পর্যন্ত উল্লেখ করেছি। আবার ওরই মধ্যে অনুবাক অনুসারে সূক্তগুলিকে বিন্যাস করা হয়েছে। যেমন, ধরা

যাক,—কোন একটি সূক্তের সন্ধান প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে '(২/১৭)', অর্থাৎ ২য় কাণ্ডের ১৭শ সূক্ত কিংবা '(২/৩/৭)', অর্থাৎ ২য় কাণ্ডের ৩য় অনুবাকের ৭ম সূক্ত। বস্তুতঃ, দু' ধরনের উল্লেখ একই সূক্তের নির্দেশক। দেখুন, সূক্তটির নাম 'বলপ্রাপ্তি'। আবার '(২/৩/৭/৪)', অর্থাৎ ২য় কাণ্ডের ৩য় অনুবাকের ৭ম সূক্তের ৪র্থ মন্ত্র। সূচীপত্রকে অনুসরণ ক'রে ঐ সূক্তে (অর্থাৎ 'ওজোঽস্যোজো মে' ইত্যাদি সূক্তে) পৌঁছে ৪র্থ মন্ত্র দেখুন—'আয়ুরস্যায়ুর্মে দাঃ স্বাহা'।। অর্থাৎ '(কাণ্ড। সূক্ত)', '(কাণ্ড। অনুবাক। সূক্ত)', '(কাণ্ড। অনুবাক। সূক্ত। মন্ত্র)'—টীকা অংশে এইভাবেই কোন সূক্ত বা মন্ত্রাংশের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

◆

আচার্য সায়ণকে অবলম্বন ক'রে পণ্ডিতাগ্রগণ্য দুর্গাদাস মহাশয়ের নিজস্ব চিন্তাধারার মিশ্রণে বিগঠিত শৌনক-শাখাভুক্ত 'অথর্ববেদ-সংহিতা' আমরা পেয়েছি এবং প্রয়োজন মতো এর সাহায্য গ্রহণ করেছি, বিশেষতঃ প্রথম কাণ্ডটির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। কিন্তু কেবলমাত্র তাঁকেই অনুসরণ ক'রে যাঁরা বাংলায় 'অথর্ববেদ-সংহিতা' সম্পাদনা করেছেন, তাঁদের গ্রন্থে সঙ্গত কারণেই সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ দেওয়া যায়নি। পূর্বে 'আথর্বনবেদ- পৈপ্পলাদসংহিতা' অর্থাৎ পৈপ্পলাদ শাখান্তর্গত অথর্ববেদ-সংহিতা গ্রন্থের ত্রুটিহীন সংস্করণের উদ্ধারকর্তা উপাধ্যায় মহাশয়ের কথা বলা হয়েছে। তাঁরই সৌজন্যে শ্রীরাম শর্মা আচার্য সম্পাদিত শৌনক-সম্প্রদায়ের 'অথর্ববেদ' গ্রন্থটি পেয়ে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি। হিন্দীতে আরও অনেকগুলি সংকলন দেখেছি; কিন্তু উৎকর্ষের বিচারে সেগুলি এর ধারে-কাছে রাখার যোগ্য নয়।

◆

সর্ববিদ্যাবিশারদ অথর্বাচার্যগণ মানবজীবনের পক্ষে আবশ্যক সবরকমের বিদ্যা ও জ্ঞান এই অথর্ববেদে ভ'রে দিয়েছেন। শ্রীরাম শর্মা আচার্য মহাশয়ের অনুসরণে সেই বিদ্যার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হলো—

(১) স্থালী পাকঃ (অন্নসিদ্ধি)।
(২) মেধাজননম্ (বুদ্ধিবৃদ্ধির উপায় সমূহ)।
(৩) ব্রহ্মচর্যম্ (বীর্যরক্ষণ, ব্রহ্মচর্যব্রত ইত্যাদি)।
(৪) গ্রাম-নগর-রাষ্ট্র বর্ধনম্ (গ্রাম, নগর, দুর্গ, রাজ্য ইত্যাদি প্রাপ্তি এবং সেগুলির সংবর্ধন)।
(৫) পুত্র-পশু-ধন-ধান্য-প্রজা-স্ত্রী, করী, তুরগরথান্দোলিকাদি সম্পৎসাধিকানি (পুত্র,পশু, ধন, ধান্য, প্রজা, স্ত্রী, হাতি, ঘোড়া, রথ, পালকি ইত্যাদির সিদ্ধির উপায়)।
(৬) সাম্মনস্যম্ (জনতার মধ্যে ঐক্য, মিলন, প্রেম, সহযোগিতা ইত্যাদি স্থাপনার উপায়)।
(৭) রাজ-কর্ম (রাজার কর্তব্য এবং আবশ্যক কর্ম)।
(৮) শত্রু-ত্রাসনম্ (শত্রুকে কষ্ট প্রদান এবং বিনষ্ট করণের উপায়)।
(৯) সংগ্রাম-বিজয় (যুদ্ধে বিজয় সম্পাদন)।
(১০) শস্ত্র নিবারণম্ (শত্রুর ব্যবহার-কৃত প্রহরণ এবং সেই অস্ত্রের দ্বারা আক্রমণ প্রতিহত বা নিবারণ করণ)।
(১১) পরসেনা মোহনম্ (শত্রুসেনায় মোহ, ভ্রম উৎপন্ন করণ; তাদের মধ্যে উদ্বেগ ভাব

উৎপন্ন করণ, তাদের গতি রোধ করণ, তাদের উৎপাটিত করণ ইত্যাদি সাধন)।

(১২) স্বসেনোৎসাহ পরিরক্ষণ (আপন সেনাগণের উৎসাহ বর্ধন এবং তাদের নির্ভয় করণ)।

(১৩) সংগ্রামে জয়-পরাজয় পরীক্ষা (যুদ্ধে জয় হবে বা পরাজয়, প্রথমেই তা বিচার ক'রে নেওয়া)।

(১৪) সেনাপত্যাদি প্রধান পুরুষ জয় কর্মাণি (সেনাপতি, মন্ত্রী, অমাত্য ইত্যাদি প্রধান রাজ্যাধিকারীগণকে নিয়ন্ত্রণে রক্ষণ)।

(১৫) পর সেনাসঞ্চারণম্ (শত্রুসেনার মধ্যে গুপ্ত রীতিতে সঞ্চার পূর্বক তাদের সকল ভেদ জ্ঞাত হওন এবং তাদের থেকে নিজের উপর আসন্ন অনিষ্টর প্রতিকারের ব্যবস্থা করণ)।

(১৬) শত্রুৎসাদিতস্য রাজ্ঞঃ পুনঃ স্বরাষ্ট্র প্রবেশনম্ (শত্রু দ্বারা উৎসাদিত হওয়া আপন রাজাকে পুনরায় স্বরাষ্ট্রে স্থাপন করণের যোজনা)।

(১৭) পাপক্ষয় কর্ম (পতনের কারণসমূহের দূরীকরণ এবং প্রায়শ্চিত্তকরণ)।

(১৮) গোসমৃদ্ধিকৃষি পুষ্টিতরাণি (গো, বলদ ইত্যাদির সংবর্ধন এবং কৃষিকার্যের বিকাশ সাধিত করণ)।

(১৯) গৃহস্মৎকরাণি (ঘরের শোভা ও বৈভব বৃদ্ধির কর্ম)।

(২০) ভৈষজ্যানি (রোগ নিবারক ঔষধি সম্পর্কে জ্ঞান)।

(২১) গর্ভাধান ইত্যাদি কর্ম (গর্ভাধান থেকে সমস্ত আবশ্যকীয় সংস্কার)।

(২২) সভাজয় সাধনম্ (সভাতে, বিবাদে জয় প্রাপ্ত করণ এবং কলহ শান্তির উপায়)।

(২৩) বৃষ্টি সাধনম্ (যোগ্য সময়ে বৃষ্টি বর্ষণের উপায়)।

(২৪) উত্থান কর্ম (শত্রুর উপর আক্রমণ করণ)।

(২৫) বাণিজ্য লাভঃ (দেশ-বিদেশে ব্যবসায়ের বৃদ্ধি সাধন পূর্বক লাভ ওঠানো)।

(২৬) ঋণ বিমোচনম্ (দ্বিতীয় লোককে প্রদত্ত ঋণের আদায় সম্পর্কিত বিধিসমূহ এবং নিজেকে ঋণ থেকে মুক্তি সম্পর্কিত উপায়সমূহ)।

(২৭) অভিচার নিবারণম্ (ব্যক্তিগত অথবা সামাজিক শত্রুগণের দ্বারা প্রযোজ্য নাশকারী বিধিসমূহ থেকে ত্রাণ প্রাপ্তির উপায়)।

(২৮) অভিচারঃ (শত্রুনাশের উপায় করণ)।

(২৯) স্বস্ত্যয়নম্। (কুশলপূর্বক দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করণ)।

(৩০) আয়ুষ্যম্ (দীর্ঘ আয়ু ও সুদৃশ স্বাস্থ্য প্রাপ্তির সাধন)।

(৩১) যজ্ঞ-যাগ (কল্যাণকরী যজ্ঞ সমূহের ক্রিয়া)।

অর্থাৎ,

পরবর্তী কালে উদ্ভূত বিভিন্ন তন্ত্রশাস্ত্রসম্মত মারণ (বধের উদ্দেশে অভিচার বিশেষ), উচাটন (শত্রুর হৃদয়ে উৎকণ্ঠা বা ব্যাকুলতা সঞ্চারণ), বশীকরণ (শত্রুদের বা পতিকে বা পত্নীকে স্ববশে আনয়নের জন্য অভিচারক্রিয়া) এবং প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের উৎসের নাম অথর্ববেদ-সংহিতা। অত্যন্ত স্বার্থকেন্দ্রিক উদ্দেশ্য সাধনের সার্থক আকর এই বেদটিতে সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলকর মন্ত্র ও ক্রিয়াও আছে প্রচুর। যেমন,—মেধাজনন (১কা.। ১ সূ.); সংগ্রামজয়ের কারণ বাণের উৎপত্তি, জ্বরাতিসার প্রভৃতি রোগের শান্তির জন্য ও পুষ্পাভিষেক (১।২); মূত্র-পুরীষ নিরোধের প্রতিকার, অপর ক্লেশপ্রদ ব্যাধির উপশম (১।৩); রাক্ষস পিশাচগণের বিনাশ (১।৭); সম্পত্তি কামনাকারীর

সম্পত্তিলাভ, রাজ্যচ্যুত রাজার পুনরায় রাজ্যলাভ, আয়ুষ্কাম ব্যক্তির আয়ুলাভের নিমিত্ত ক্রিয়া ইত্যাদি (১।৯); অশনিপাত নিবারণ (১।১৩); স্ত্রী বা পুরুষের দুর্ভাগ্য নিবারণ (১।১৪); স্ত্রীলোকের ব্যাধিজনিত রজোরক্তস্রাব বন্ধ করণ (১।১৭), স্ত্রীলোকের দুশ্চিহ্ন ও দুর্লক্ষণ দূরীকরণ (১।১৮); সংগ্রামজয় (১।১৯); হৃদ্রোগ ও কামিলা ইত্যাদি রোগের শান্তি (১।২২); শ্বেতকুষ্ঠ ও পলিত কুষ্ঠের নাশ (১।২৩); জ্বর ইত্যাদি রোগ নিবারণ (১।২৫); রাজ্যের অভিবৃদ্ধি (১।২৯); বিভিন্ন কার্যে ব্যবহার—বন্ধ্যা নারীর পুত্র-জনন ইত্যাদি (১।৩২); সম্পৎকর্মে, আয়ুষ্কামনায় ও উপনয়ন কর্মে ব্যবহৃত ক্রিয়া ও মন্ত্রাবলী (১।৩৫); আভিচারিক কর্মজনিত বিঘ্নরাশির বিনাশন (২।৪); শাপমোচন (২।৭); স্ত্রীবশীকরণ (২।৩০); অবিবাহিত কন্যার পতিলাভের মন্ত্র (২।৩৬); সপত্নী ও বিবাদজয় কর্মে মন্ত্র ও ওষধি (৩।১৮); পুংসবনকর্ম (৩।২৩); বশীকরণ মন্ত্র ইত্যাদি (৩।২৫); ব্যাঘ্র, চোর প্রভৃতির ভয় নিবৃত্তি (৪। ৩); পুরুষের বীর্যকরণ (৪। ৪); স্ত্রীর প্রতি অভিগমনকালে পার্শ্ববর্তী জনগণকে নিদ্রাভিভূত করণ (৪। ৫); অস্ত্রাঘাতে রক্তপাত বন্ধ করণ, অস্থিভঙ্গের নিরাময় (৪। ১২); সত্য ও মিথ্যার সমীক্ষা, ধূমকেতুর উৎপাতশান্তি (৪। ১৬); ব্রহ্মমুখের ওদন যজ্ঞে বিনিয়োগ (৪। ৩৪); ভূতগ্রহ ইত্যাদির উচ্চাটন (৪। ৩৬); দ্যূতজয় কর্মে অক্ষসমূহের অভিমন্ত্রণ (৪। ৩৮); তেজোলাভ, বিজয় প্রার্থনা, পুষ্টিকামনা ও সম্পত্তি বিভাজন (৫। ৩); রোগীর আরোগ্য বিজ্ঞান, স্ত্রীলোকের প্রসবদোষ ও সূতিকারোগের নিরাময় (৫। ৬); চক্ষুরোগের চিকিৎসা (৬। ১৬); স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের ক্রোধ অপনয়ন (৬। ৪২); দুঃস্বপ্ন দর্শনের দোষ নিবৃত্তি (৬। ৪৫); শত্রুপত্নীর বন্ধ্যাকরণ (৭। ৩৪); বিরাট-পুরুষ সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর (৮। ৯-১৫); অতিথির মাহাত্ম্য (৯। ৬-১০); শিরোরোগের চিকিৎসায় মন্ত্রের প্রয়োগ (৯। ১২); যম-যমী সংবাদ (১৮। ১-২); ইত্যাদি; এবং পরিশেষে বৈদিক ব্রহ্মবিদ্যার মার্মিক রীতিতে মন্ত্রের বিবেচনা, যা আত্মবিদ্যা নামে কথিত এবং সদা গুপ্তবিদ্যা নামে পরিচিত। এই অন্তিম মন্ত্রের দ্বারা ব্রহ্ম ও জীবের একতা সামান্য ক'টি কথার মাধ্যমে অতি নিপুণ ভাবে প্রকাশ ক'রে দেওয়া হয়েছে। ঋগ্বেদ-সংহিতায় যেমন বলা হয়েছে (১ম মণ্ডল, ৯০ সূক্ত)—সৎকর্মপরায়ণ মনুষ্যের তৃপ্তিসাধনের জন্য জগতের সকল পদার্থ সর্বদাই প্রস্তুত থাকুক; তাঁদের জন্য বায়ুসকল মাধুর্যোপেত কর্মফল বর্ষণ করুক—অর্থাৎ পরমানন্দ প্রদান করুক; এবং নদী সমুদ্র ইত্যাদি সলিলরাশি মধুর রস ক্ষরণ করুক—পরমানন্দ প্রদান করুক। ফলপাকান্তা ওষধিগণের ন্যায় কর্মফলের অবসানকারক সৎকর্মপরায়ণ আমাদের সৎ-বৃত্তি-সমূহ পরমানন্দপ্রদ হোক। অতএব ওষধিসমূহ মধুময় হোক; রাত্রি ও উষা মধুর হোক, জনপদ মাধুর্যবিশিষ্ট হোক, আকাশ মধুযুক্ত হোক, বনস্পতি মধুর হোক, সূর্য মধুর হোক, ধেনুসকল মধুর হোক। রাত্রি (অথবা অজ্ঞানতার অন্ধকার) মাধুর্যফলপ্রদ (সৎকর্মকারক সুফলপ্রদ) হোক; এবং উষাকাল-উপলক্ষিত দিবস-সকল (অথবা জ্ঞানের উন্মেষ) মাধুর্যোপেত সুফলপ্রদ হোক; এবং আমাদের পালক-রক্ষক স্বর্গলোক মাধুর্যোপেত সুফলপ্রদ হয়ে উঠুক।—ইত্যাদি। এইরকম ভাবেই অথর্ববেদের ঐ অন্তিম মন্ত্রে বলা হয়েছে—আমাদের ওষধিগুলি অর্থাৎ শস্যসমূহ ও বৃষ্টির জল মধুযুক্ত হোক; অন্তরিক্ষলোক ইত্যাদি মধুযুক্ত হোক, যজমান মধুযুক্ত হোক এবং আমরা যেন বিদ্বেষশূন্য হয়ে বিচরণ করতে সমর্থ হই।—ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু ॥

১লা বৈশাখ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ। শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায়
হাওড়া

—সম্পাদকের পরিচিতি—

পুরা যথা মহাভাগো
ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
বেদানাং প্রবিভাগেন
শশ্বৎ কীর্তিং পরাং গতঃ ॥ ১ ॥

অন্যেঽপি কবয়ঃ সর্বে
ব্যাসমার্গানুগামিনঃ।
যশোলেশমনুপ্রাপুঃ
প্রাপ্স্যন্তি চ তথাঽপরে ॥ ২ ॥

অদ্যাপি সূনুরানৃণ্যং
শ্রীনিকুঞ্জবিহারিণঃ।
যঃ কশ্চন দিলীপাখ্যঃ
শ্রীমান্ সত্যবতীসুতঃ ॥ ৩ ॥

কুর্বন্ ব্যাসবিধানস্য
তৎপ্রবন্ধনিবন্ধনাৎ।
সতামাশীর্ভিরুদ্দীপ্তঃ
শশ্বজ্জীবতু সম্মতঃ ॥ ৪ ॥

—ইতি বিদুষাং বিধেয়স্য
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়সংস্কৃতাধ্যাপকস্য
শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়স্য।

---

* বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদ কর্তৃক 'পৌরাণিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায়ের অপরাপর গ্রন্থে মুদ্রিত পরিচিতি।

অথর্ববেদ-সংহিতা

ভূমিকা

(স্বর্গীয় দুর্গাদাস লাহিড়ী কর্তৃক রচিত)

"যথৈকপাৎ পুরুষো যন্ অনুভয়চক্রো বা রথো বর্তমানো
ভ্রেষং ন্যেতি এবমেবাস্য যজ্ঞো
ভ্রেষং ন্যেতি।"—ইতি শ্রুতে।

◆

অথর্ববেদের উপযোগিতা

সাধারণতঃ একটা ধারণা আছে,—ঋক্, যজুঃ, সাম এই তিন বেদের তুলনায় অথর্ববেদের উপযোগিতা অতি অল্পই পরিলক্ষিত হয়। এক সময় আমাদেরও সেই ধারণা ছিল। বেদের 'ত্রয়ী' নাম দৃষ্টে এবং 'অথর্ব' এই সংজ্ঞার প্রচলিত অর্থ দেখে, পূর্বোক্তরূপ ধারণাই বদ্ধমূল হয়। 'ত্রয়ী' শব্দে ঋক্ সাম যজুঃ আর অথর্ব শব্দে যজ্ঞকর্মে অব্যবহার্য, সুতরাং অথর্ব,—এইরকম অর্থ প্রচলিত আছে। কেন যে এই রকম অর্থ প্রচলিত, তার মূল অনুসন্ধান ক'রে পাওয়া সুকঠিন। অথর্ববেদাধ্যায়িগণের প্রতি ঈর্ষা-বশতঃ, অন্য বেদাধ্যায়িগণের কেউ, সম্ভবতঃ 'অথর্ব' শব্দের ঐরকম অর্থ পরিকল্পনা ও প্রচার ক'রে যান; তারই ফলে এখন ঐ ভাব বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু অথর্ববেদের উপযোগিতা সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। উপরে যে শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হয়েছে, এ বিষয়ে তা-ই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শ্রুতি বলেছেন,—'একপদ-বিশিষ্ট পুরুষ যেমন গমন-বিষয়ে অশক্ত, অথবা একটি মাত্র চক্রযুক্ত রথ যেমন গমনে অশক্ত, সেইরকম ব্রহ্মাহীন (অথর্ব মন্ত্রহীন) যজ্ঞও নিষ্ফল ব'লে জানবে।'

◆

চতুর্বেদের অভেদ-সম্বন্ধ

যজ্ঞের কর্ম চতুর্বিধ,—হোতৃ, উদ্গাতৃ, অধ্বর্যু এবং ব্রহ্ম। ঋক্ ইত্যাদি বেদত্রয়ে প্রথমোক্ত তিন কর্ম সম্পাদিত হয়। চতুর্থ যে ব্রহ্মকর্ম, তা অথর্ববেদ-সাপেক্ষ। এমন কি, শ্রুতিতে আছে,—যজ্ঞকর্ম দু'ভাগে বিভক্ত; তার এক ভাগ প্রথমোক্ত তিন বেদের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় এবং শেষভাগ অথর্ববেদের উপর নির্ভর করে। এ বিষয়ে (সায়ণাচার্যকৃত) 'অনুক্রমণিকা' অংশে বিশদ আলোচনা দৃষ্ট হবে। আমরা আভাষ-মাত্র প্রদান করলাম। বেদের যে নাম 'ত্রয়ী' হয়েছিল, তার উদ্দেশ্য অন্যরকম। পদ্যাংশ, গদ্যাংশ, গান (ঋক্, যজুঃ, সাম)—বেদের মধ্যে এই তিনই আছে ব'লে বেদের নাম—

'ত্রয়ী' হয়। নচেৎ, কেবলই যে পদ্য, কেবলই যে গদ্য, কেবলই যে গান নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন বেদ গ্রথিত আছে, তা-ও বলতে পারি না। দৃষ্টান্ত স্থলে যজুর্বেদের উল্লেখ করছি। সাধারণতঃ ধারণা, যজুর্বেদ বুঝি সম্পূর্ণভাবে গদ্যাংশেই পূর্ণ। কিন্তু বাস্তব তা' নয়। তার মধ্যে পদ্য আছে, গদ্য আছে; আবার সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে দেখলে, গানও আছে। সামবেদ বলতে কেবল গানই বোঝায় না। অধিকাংশ ঋকই সামগানের অন্তর্ভূক্ত হয়ে আছে। আবার মন্ত্র ইত্যাদির প্রয়োগ-কালে পদ্য ও গদ্য দুই-ই, কি ঋকে কি সামে, প্রযুক্ত দেখতে পাই। অথর্ববেদের মধ্যেও এইরকম গদ্য, পদ্য, গান (ঋক্, যজুঃ, সাম) তিনই আছে। অতএব এই ভাবেও চতুর্বেদের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

◆

ঐহিক ও পারত্রিক

তবে অথর্ববেদের একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যেতে পারে। ঋক্, যজুঃ, সাম বেদত্রয় প্রধানতঃ পারত্রিকের পথ প্রদর্শন করেছেন। অথর্ববেদের মন্ত্রগুলি ঐহিক ও পারত্রিক দুই পথেরই শ্রেয়ঃসাধনের উপায় প্রদর্শন করছেন। যদি ঐহিক অশান্তিতে চিরদগ্ধীভূত হ'তে হলো; তাহলে পারত্রিকের কার্যে প্রবৃত্তি কতক্ষণ অবিচলিত থাকতে পারে? সে পক্ষে অথর্ববেদের উপযোগিতার বিষয় ইয়ত্তা হয় না। আয়ুর্বেদের প্রবর্তনা কালে ঋষিগণ খ্যাপন করেছিলেন,—দেহ-রক্ষা ভিন্ন শরীরকে আধি-ব্যাধি-শূন্য করতে না পারলে, দেবকার্য সম্পাদনে বিঘ্ন ঘটতে পারে; তাই আয়ুর্বেদের প্রবর্তনা। অথর্ববেদ—সেই আয়ুর্বেদের পিতৃস্থানীয়। অথর্ববেদের লক্ষ্য—কিসে দেহ সুস্থ ও মন প্রফুল্ল থাকে, কি ভাবে জ্ঞানলাভ হয়, কি রকমে অন্তঃশত্রুকে দমন করা যায়, কি পদ্ধতিতে ত্রিবিধ দুঃখের হস্ত হ'তে নিষ্কৃতি লাভ হয়। শাস্ত্র বলেন—'অথর্ববেদের মন্ত্রসমূহ চাক্ষুষফলপ্রদ।' অথর্ববেদের অঙ্গীভূত আয়ুর্বেদের বিষয় চিন্তা করলেই এটা বোধগম্য হ'তে পারে। দ্রব্যগুণ ও মন্ত্রগুণ উভয়ে একত্র কার্য করলে যে কি ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, অথর্ববেদে সেই তথ্য প্রকাশিত দেখি। মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রের সাধনোপযোগী দ্রব্যের ব্যবহারে অথর্ববিদ্‌গণ এককালে অসাধ্য সাধন ক'রে গেছেন। প্রয়োগবিধি অজ্ঞাত থাকায়, মন্ত্র-উচ্চারণ ইত্যাদি ও মন্ত্র-প্রয়োগের ক্রিয়া-পদ্ধতিতে আমরা অভিজ্ঞ না হওয়ায়, অধুনা মন্ত্র-কথিত ফল প্রাপ্ত হই না; সুতরাং অথর্ববেদকে 'অথর্ব' ক'রে রেখেছি। নচেৎ, অথর্ববেদে যে সকল মন্ত্র আছে, সেই সমুদায়ের প্রয়োজনীয়তার বিষয় অনুধাবন করলে, অথর্ববেদ যে সর্বাগ্রে পঠনীয়, তা আপনা-আপনিই উপলব্ধ হয়। অথর্ববেদের প্রথম মন্ত্র মেধাজননমূলক[১]। সেই মন্ত্র আবৃত্তি করলে বা সেই মন্ত্রের অনুসারী কার্য করলে, বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী বাক্-দেবীর কৃপা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরকম মেধাজনন থেকে আরম্ভ ক'রে, সংসারে মানুষের যা' কিছু আবশ্যক, সেই সকল বিষয়ই অথর্ববেদে বিহিত হয়েছে।

১। ব্রাহ্মণ-সর্বস্ব-প্রণেতা হলায়ুধের মতে প্রথম মন্ত্র শান্তি-কর্মমূলক। তাঁর মতে অথর্ববেদের প্রথম মন্ত্র এই,— "শন্নো দেবীরভীষ্টয় আপোভবন্তু পীতয়ে। শংযোরভিশ্রবন্তুনঃ।।" কিন্তু সায়ণাচার্যের ভাষ্যানুসারে মেধাজনন-মূলক ত্রিসপ্ততি সূক্তটি প্রথম সূক্ত; সেই অনুসারে হলায়ুধ কর্তৃক উধৃত মন্ত্রটি ষষ্ঠ সূক্তের মন্ত্র। রোথ, হুইটনী প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ 'যে ত্রিসপ্তাদি' প্রভৃতিকেই প্রথম মন্ত্র ব'লে নির্ধারণ ক'রে গেছেন। বোম্বাই (মুম্বাই) গবরমেন্ট যে অথর্ববেদ প্রকাশ করেছেন, তারও প্রথম মন্ত্র 'শন্নো দেবীঃ' প্রভৃতি নয়। আমরাও সেই মতই অনুসরণ করলাম। কিন্তু আমাদের দেশে নিত্যকর্মের অন্তর্গত ব্রহ্মযজ্ঞের মন্ত্রে 'শন্নো দেবীঃ' প্রভৃতি মন্ত্রই অথর্ববেদের আদি-মন্ত্র ব'লে পঠিত হয়।

◆

অথর্ববেদের আলোচ্য

অথর্ববেদে যে যে বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে, (সায়ণাচার্যের) অনুক্রমণিকার মধ্যেই (শেষাংশে) তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। অথর্ববেদের মন্ত্রসমূহ শত্রুর বিনাশ-সাধনে প্রযুক্ত হতো; ঐ মন্ত্রের সাহায্যে মনুষ্যগণ সর্বসম্পত্তি লাভ করতেন; ঐ মন্ত্রের ফলে ঐকমত্য সাধিত হতো; ঐ মন্ত্রের ফলে রাজা সংগ্রামে জয়শ্রী লাভ ক'রে আসতেন। শত্রুনিপাতে, পাপক্ষয়ে, শান্তি-পৌষ্টিক ইত্যাদি কর্মে, অথর্ব-মন্ত্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদান করতো। জ্বর ইত্যাদি ব্যাধিতে কষ্ট পাচ্ছ; অথর্ববেদের মন্ত্রে সে জ্বরে শান্তি লাভ করবে। সর্পবৃশ্চিক-জঙ্গম ইত্যাদির বিষ-নিবারণে অথর্বমন্ত্র অমোঘ অস্ত্র ছিল। এই উদ্দেশে মন্ত্র-সাহায্যে যে সর্পবিষ নাশের প্রথা বহুদিন থেকে প্রচলিত ছিল এবং তার সুফল পরিলক্ষিত হতো, সে মন্ত্র অথর্ববেদেরই অনুস্মৃতি। সৌভাগ্যকরণের পক্ষে, পুত্র ইত্যাদি লাভের পক্ষে, সুপ্রসব ইত্যাদির বিষয়ে, অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি নিবারণের পক্ষে, বাণিজ্য ইত্যাদিতে শ্রীবৃদ্ধি-লাভের বিষয়ে, অথর্ববেদের মন্ত্র অশেষ ফল প্রদান করতো। বাস্তুসংস্কার, গৃহপ্রবেশ, চূড়াকরণ, উপনয়ন, জাতকর্ম, বিবাহ প্রভৃতি সকলই অথর্ববেদের অনুসরণ। অথর্ববেদ পাঁচ কল্পে বিভক্ত। তার এক কল্পে শান্তি-পৌষ্টিক ইত্যাদি কর্ম, অন্য কল্পে জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ক কর্ম, অন্য এক কল্পে ব্রহ্মকর্ম; এবং কল্পান্তরে সস্মৃতি-বিধি ইত্যাদি পরিবর্ণিত আছে। এমনকি, মৃতকল্প ব্যক্তিকে নবজীবন প্রদান করা হতো,—এ সকল বিষয়ও অথর্ববেদের আলোচনায় দেখতে পাই। অধিকন্তু, ভগবৎ-সম্বন্ধে ভগবানের স্বরূপ-জ্ঞান লাভের পক্ষে এবং জন্মজরামরণের গতিপথ রোধ করবার পক্ষে অথর্ববেদের মন্ত্র ইত্যাদির সার্থকতা উপলব্ধ হয়।

◆

অথর্ববেদে ভগবৎ-তত্ত্ব

এক দিকে অথর্ববেদে যেমন ঐহিক সুখ-সাধনের উপায়-পরম্পরা প্রদর্শিত হয়েছে, অন্য পক্ষে সেইরকম পারলৌকিকের পথও অথর্ববেদে উন্মুক্ত রয়েছে। দেবতা কি? দেবতার স্বরূপ কি? বিশ্বনাথ কি ভাবে বিশ্ব ব্যেপে বিরাজ করছেন? এ সকল গভীর তত্ত্ব, ঋক্-যজুঃ-সাম বেদত্রয় যে ভাবে ব্যক্ত ক'রে গেছেন; অথর্ববেদেও সে তত্ত্ব সেই ভাবেই পরিব্যক্ত রয়েছে। পরন্তু, অন্যত্র যা গভীর গবেষণার বিষয়ীভূত হয়ে আছে, অথর্ববেদে তা সকলের সহজবোধ্য-ভাবে বিবৃত রয়েছে। যখন পৃথক্‌ভাবে বোঝাবার চেষ্টা করা যায়, তখন বুঝতে পারি,—ভিন্ন ভিন্ন দেবতাতে ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন বিভূতি বিকাশমান। আবার যখন সমষ্টিগতভাবে তাঁকে দেখতে সমর্থ হই, তখন দেখতে পাই, তিনি বহু হয়েও এক হয়ে আছেন; তিনি অনন্ত হয়েও সান্ত; তিনি মহৎ হয়েও অণু; তাঁতেই বিশ্ব ওতঃপ্রোতঃ বিদ্যমান রয়েছে।[২] অথর্ববেদে এই বিষয়টি কেমন ভাবে বোঝানো হয়েছে,—একটি মাত্র দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করছি। সে দৃষ্টান্ত অথর্ববেদের চতুর্থ কাণ্ডের ষোড়শ সূক্তের

২। ম্যাক্সমুলার পর্যন্ত অথর্ববেদের মত দেখে দেবতার সম্বন্ধে ঐরকম ধারণার বিষয় খ্যাপন করতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি বলেছেন,—"They were all meant to express Beyond, the Invisible behind the Visible, the Infinite within the Finite, the Super-natural above the Natural, the Divine, omnipresent and omnipotent."
Max Muller--Vedic Deities in "India : What can it Teach us."

অন্তর্গত মন্ত্র। সেখানে বরুণ-দেবতার পরিচয় প্রকাশমান। বরুণ-দেবকে সম্বোধন ক'রে প্রার্থনাকারী বলছেন—'সমগ্র বিশ্বের অধিপতি সেই বরুণদেব আমাদের অতি নিকটে থেকে আমাদের কার্যকলাপ সমস্তই দেখছেন। যদি কেউ দণ্ডায়মান হন, পরিভ্রমণ করেন, অথবা লুক্কায়িত থাকেন; যদি কেউ নিদ্রিত হন অথবা জাগরিত হন; যদি দুই জনে ব'সে গোপনে কোনও পরামর্শ করেন;—বরুণদেব সকলই জানতে পারেন; তিনি যেন তৃতীয় ব্যক্তি রূপে সেখানে উপস্থিত আছেন।[৩] এই পৃথিবী সেই বরুণদেবের; এই বিস্তৃত অনন্ত আকাশ সেই বরুণদেবেরই। বরুণদেবই অনন্ত আকাশ ও অনন্ত সমুদ্র ব্যেপে আছেন; আবার এই ক্ষুদ্র জলবিন্দুর মধ্যেও তিনি বিদ্যমান রয়েছেন। যদি কেউ অনন্ত-বিস্তৃত আকাশকে লঙ্ঘন করেও পলায়ন করতে সমর্থ হয়, তথাপি সে বরুণদেবের দৃষ্টির অন্তরালে যেতে পারবে না।' ইত্যাদি।[৪] এ বর্ণনায় দেবতার স্বরূপ উপলব্ধ হ'তে পারে। দেবতা যে কি, আর কি ভাবে যে তিনি অবস্থিতি করছেন; এ বর্ণনায় তার আভাষ পাওয়া যায়।

◆

অথর্ববেদের কাল

চারটি বেদেরই রচনা-কাল বিষয়ে বহু দিন হ'তে গবেষণা চলে এসেছে। অথচ, কেউ যে এ পর্যন্ত কোনও বেদের রচনা-কাল নির্ণয় করতে সমর্থ হয়েছেন, তা মনে করতে পারি না। একজন পণ্ডিত ঊনবিংশ কাণ্ডের সপ্তম সূক্তে কয়েকটি নক্ষত্র-সমাবেশের চিহ্ন পেয়ে স্থির করেছেন,—খৃষ্ট-জন্মের ১৫১৬ বৎসর পূর্বে অথর্ববেদ সঙ্কলিত হয়েছিল। বালগঙ্গাধর তিলক[৫] তাঁর প্রণীত

৩। মন্ত্রের এই অংশের অনুবাদে ম্যাক্সমুলার লিখেছেন— "Varuna, the great Lord of these worlds, sees as if he were near. If a man stands or walks or hides, if he goes to lie down or to get up, what two people sitting together whisper to each other, King Varuna knows it, he is there as the third." বাইবেলেও (Psalm, cxxxix, I, 2) ভগবৎ-বিষয়ে পরমেশ্বরকে সম্বোধনে এইরকম উক্তি দৃষ্ট হয়;—" O Lord, thou hast searched me and known me. Thou knowest my down-sitting and my uprising, thou understandest my thought afar off."

৪। এই অংশের মন্ত্রার্থে ম্যাক্সমুলার লিখেছেন, "He who would flee far beyond the sky even he would not be rid of Varuna, the King." এ বিষয়ে অনুরূপ উক্তি বাইবেলেও দৃষ্ট হয়; যথা, "If I take the wings of the morning, and dwell in the uttermost parts of the sea; even there shall thy hand lead me, and thy right-hand shall hold me."--(Psalm, cxxix 9)

৫। তিলকের গ্রন্থে প্রকাশ,—'পোষ্ট গ্লেসিয়াল' (post-glacial period) কালের পূর্বে 'ইন্টার-গ্লেসিয়াল' (inter glacial) কাল ছিল। সেই সময়ে আর্যগণ উত্তর মেরুতে বাস করেছিলেন। ক্রল প্রভৃতি আমেরিকার পণ্ডিতগণের (Dr. Croll's Climate and Time এবং Climate and Cosmology) গবেষণায় প্রকাশ যে, 'পোষ্ট গ্লেসিয়াল' বা তুষারপাতের পরবর্তী অবস্থার আরম্ভ ৮০০০০ বৎসর পূর্বে। 'ইন্টার গ্লেসিয়াল' বা তুষার-পাতের কাল তারও পূর্ববর্তী। ক্রল প্রভৃতির মতের অনুসরণে তা হ'লে ৮০ হাজার বৎসরের অনেক পূর্বে উত্তর মেরুতে আর্যগণের বাস ছিল বোঝা যায়। কিন্তু তিলক অতদূর অগ্রসর হননি। তিনি ঐ সকল মত পরিত্যাগ ক'রে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, "We ...may adopt, for all practical purposes, the view of the last glacial epoch closed and the post-glacial period commenced at about 8,000 or at best, about 10,000 B.C." vide, Mr. B. G. Tilak, Artic Home in the Vedas. এর পূর্বে ইন্টার-গ্লেসিয়াল কাল মানতে হ'লে এবং তখন অথর্ববেদ ও তৈত্তিরীয়সংহিতার অস্তিত্ব স্বীকার করলে, তা যে কত পূর্বের, তা কল্পনার বিষয় মাত্র, গণনার অন্তর্ভূক্ত হ'তে পারে না।

'আর্যগণের উত্তর-মেরুবাস' সংক্রান্ত গ্রন্থে অথর্ববেদ সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন, তাতে প্রতিপন্ন হয়,—আর্যগণের উত্তর-মেরু-বাস-কালে অথর্ববেদের অস্তিত্ব ছিল। তিনি অথর্ববেদ-সংহিতার এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতার 'ঊষা' বিষয়ক কয়েকটি মন্ত্র থেকে দেখিয়েছেন,—আর্যগণের উত্তরমেরু-বাসের প্রসঙ্গই ঐ সকল মন্ত্রে নিবদ্ধ আছে। আর সেই অনুসারে খৃষ্ট-জন্মের অন্যূন ৮০০০ বৎসর পূর্বে তৈত্তিরীয়-সংহিতার অথবা অথর্ববেদের বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন হয়। রামায়ণে আছে,—পুত্রার্থে যজ্ঞের নিমিত্ত, অথর্ববেদের বিধান অনুসারে যজ্ঞ করা হয়েছিল।[৬] ব্রহ্মার আদেশ অনুসারে বেদব্যাস চারজন শিষ্যকে চারটি বেদ বিষয়ে শিক্ষা দান করেন; সেই সময়ে সুমন্ত অথর্ববেদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ত্রেতার শেষে, কলিযুগের প্রারম্ভে, বেদব্যাসের বিদ্যমানতার বিষয় অনুধাবন করলে, বর্তমান হ'তে পাঁচ হাজার বৎসরের পূর্বে অথর্ববেদের বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়। ফলতঃ অত দূর অতীতের বিষয়, যে অতীতের কথা ধারণায় আসে না—তার বিষয়, বৎসর ইত্যাদির গণ্ডীতে নিবদ্ধ করবার চেষ্টা পাওয়াই বিড়ম্বনা মাত্র। এই সকল কারণেই বেদকে সনাতন নিত্য বলা হয়। বেদকে সনাতন নিত্য বলার আরও এক কারণ,—তাতে সনাতন নিত্য বস্তুই প্রখ্যাত আছে। যা সত্য, তা চিরদিনই সত্য। ভাষা-পরিচ্ছদের পরিবর্তন সম্ভবপর হ'লেও সত্যের সত্যত্ব বিনষ্ট হয় না। সত্য চির-অবিনাশী। বেদে সেই সত্য আছে ব'লেই বেদ নিত্য ও অবিনাশী।

◆

বেদের ভাষ্যকার

মূল বেদ নিয়েই, তার পাঠ-পাঠান্তর নিয়েই, যখন বিতর্ক বিতণ্ডা আছে, তখন তার ব্যাখ্যা-বিবৃতির বিষয়ে যে মতের অমিল থাকবে, তা বিচিত্র নয়। ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বেদের ভাষ্য ও টীকা ক'রে গেছেন। পরবর্তী ভাষ্যকারগণের ভাষ্যের মধ্যে পূর্ববর্তী ভাষ্যকারগণের হয় তো নামমাত্র উল্লেখ আছে, হয় তো কোনও কোনও স্থলে দুই-চার পংক্তি উধৃতও হয়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে পূর্বতন কোনও ভাষ্যই যথাযথ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সায়ণাচার্যের ভাষ্য ব'লে অথর্ববেদের যে ভাষ্য এখন আমরা পাচ্ছি, তা-ও ঠিক সায়ণাচার্যের লিখিত কিনা, সে বিষয়ে নানা সংশয় আসে। প্রথম সংশয়ের কারণ—ঋগ্বেদের এবং সামবেদের ভাষ্যানুক্রমণিকায় তিনি নিজের যে পরিচয় প্রদান করেছেন, অথর্ববেদের ভাষ্যানুক্রমণিকায় তাঁর যে আত্মপরিচয় আছে, তা কিছু বিভিন্ন রকমের। ঋগ্বেদের অনুক্রমণিকায় 'উপোদ্‌ঘাত প্রকরণে' লিখিত আছে,—'বুক্ক নরপতির আদেশে মাধবাচার্য বেদার্থ-প্রকাশে উদ্যত হন।' অথর্ববেদের ভাষ্যানুক্রমণিকায় দেখছি,—'বুক্ক নরপতির বংশধর রাজা শ্রীহরিহর, সায়ণাচার্যকে অথর্ববেদের অর্থ প্রকাশের জন্য আদেশ করেছিলেন।' তাতে মাধবাচার্য এবং সায়ণাচার্য দুই জন ভাষ্যকারের নাম পাওয়া যাচ্ছে। আরও বোঝা যাচ্ছে, ঋগ্বেদের যে ভাষ্য সায়ণাচার্যের নামে প্রচারিত, তা সায়ণাচার্যের রচনা নয়—তা মাধবাচার্যের রচনা। সামবেদের অনুক্রমণিকায় "কৃপালু মাধবাচার্যো বেদার্থং বক্তুমুদ্যতঃ" এমন সূচনা আছে। তাতে সামবেদের ভাষ্যেরও রচনাকারী ব'লে মাধবাচার্যই নির্ধারিত হন। অথচ,

৬। রামায়ণ, বালকাণ্ড, ১৫শ অধ্যায়, ২য় শ্লোক। বিষ্ণু-পুরাণ, তৃতীয়াংশ, চতুর্থ অধ্যায়। বায়ুপুরাণ ও মার্কণ্ডেয়পুরাণ প্রভৃতিতে অথর্ববেদের প্রাধান্য দ্রষ্টব্য।

তিন বেদের ভাষাই সায়ণের ভাষ্য ব'লে চলে আসছে। কেউ কেউ বলেন,—সায়ণাচার্য ও মাধবাচার্য দুই সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। মাধবাচার্য জ্যেষ্ঠ এবং সায়ণাচার্য কনিষ্ঠ। বিজয়নগরের রাজা বুক্ক নরপতির দরবারে মাধবাচার্য প্রধান অমাত্য-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রাজা তাঁরই উপরে বেদার্থ-প্রকাশের ভার অর্পণ করেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা সায়ণাচার্যের সাহায্যে মাধবাচার্য সেই কার্য সম্পন্ন করেছিলেন। তার জন্য ভাষ্য—সায়ণ-মাধবীয় ভাষ্য ব'লে প্রচারিত আছে; কোথাও বা মাধবীয় ভাষ্য নামেও ভাষ্য অভিহিত হয়। ১৩৭৫ খৃষ্টাব্দে সায়ণ-মাধব দুই ভ্রাতা বিজয়নগরের রাজসংসারে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এমন প্রমাণ পাওয়া যায়। এতে সায়ণ-মাধব ৫৫০ বৎসরের পূর্ববর্তী ব'লে প্রতিপন্ন হয়। যে সময়ে তাঁরা বিদ্যমান ছিলেন, সেই কালে সেই প্রদেশে (বিজয়নগরে) যাগযজ্ঞ ইত্যাদির বিশেষ প্রচলন ছিল। তার পূর্ববর্তী প্রাভাকর-সম্প্রদায় তখন প্রতিষ্ঠান্বিত ছিলেন। সেই জন্য সায়ণ-মাধবীয় ভাষ্যে যাগযজ্ঞের উপযোগী ক'রেই মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সায়ন-মাধবের ভাষ্যে স্বরের ও উচ্চারণের প্রতি তাই বিশেষ লক্ষ্য দেখা যায়। সায়ণ-ভাষ্যে মর্মার্থের দিকে তেমন লক্ষ্য দেখতে পাই না। তার পর সকল ভাষ্য যে সায়ণের নিজের লিখিত, তা-ও মনে করা যায় না। অনেক স্থলে দুই তিন লেখকের রচনা ব'লে প্রতিপন্ন হয়। এ বিষয়ে জনৈক বেদজ্ঞ পণ্ডিতের মত উধৃত করছি; যথা, "ভাষ্যের ভাষাই তার প্রমাণ; কোনও স্থলে বিশুদ্ধ সংস্কৃত, কোনও স্থলে বা হিন্দী সংস্কৃত। আর এক প্রবলতর প্রমাণ এই যে, যেমন আমরা প্রথম হ'তে সূক্তগুলির ভাষ্য পাঠ ক'রি, প্রথমতঃ সকল শব্দ ও ধাতু প্রভৃতির ব্যুৎপত্তি সম্পূর্ণভাবে দেখতে পাই; এবং তারপরে ঐ সকল শব্দ ও ধাতুর ব্যুৎপত্তির স্থলে 'পূর্বে উক্ত হয়েছে' এমন দেখি। ক্রমাগত কতকগুলি সূক্তে এমন লিখিত হলো। পরে কিন্তু কোনও অনুবাকের বা ঋষি-সূক্তের আরম্ভ হ'তে আমরা পূর্বোক্ত ব্যুৎপত্তি-সমুদায় দেখতে পাই এবং দু' একটি সূক্তে ঐভাবে সমস্ত ব্যুৎপত্তি দিয়ে আবার পূর্বের ন্যায় 'পূর্বে উক্ত হয়েছে' এমন উল্লেখ দেখি। এইরকম পাঁচ বা সাত বা দশ সূক্তের অন্তর আমরা নূতন নূতন রচনার প্রমাণ প্রাপ্ত হই। এই ভিন্ন এক সূক্তে কোনও শব্দের যে ব্যুৎপত্তি প্রদত্ত হয়েছে, আর এক সূক্তে সেই শব্দের সেই অর্থে বিভিন্ন রকম ব্যুৎপত্তি দেখতে পাই এবং হয় তো দ্বিতীয় ব্যুৎপত্তিটি সম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ। আর আমরা দেখতে পাই যে, এক স্থলে একটি শব্দের প্রকৃত ব্যাকরণানুসারে ব্যুৎপত্তি লিখিত হয়েছে; কিন্তু আর এক স্থলে সেই শব্দের ব্যুৎপত্তি সাধনের নিমিত্ত কতই কষ্ট-কল্পনা করা হয়েছে; অথচ, প্রকৃত ব্যুৎপত্তি দেওয়া হয়নি। যদি একজন সমস্ত বেদের ভাষ্য লিখতেন, তবে এইরকম বিশৃঙ্খলা কখনই ঘটত না। অতএব, সায়ণাচার্যের ভাষ্য সর্বত্র প্রামাণ্য নয়।"

◆

সায়ণ-ভাষ্যের পক্ষাপক্ষ

সায়ণভাষ্যের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে—উভয় পক্ষেই অনেক কথা বলতে পারা যায়। বেদের আলোচনা যেমন দেশ হ'তে লোপ পেতে বসেছিল, তাতে বিজয়নগরের রাজার উৎসাহ পেয়ে বেদের ভাষ্য যদি তাঁরা রচনা ক'রে না যেতেন, তাহ'লে আমাদের বেদের ব্যাখ্যা-বিষয়ে যে সম্পূর্ণ

অন্ধকারে থাকতে হতো, তা বলাই বাহুল্য। কেন-না,তার পূর্ববর্তী প্রায় সকল ভাষ্যই এখন লোপ পেয়েছে। সায়ণ-মাধব বেদ-জ্ঞানরূপ সৌধের একটা ভিত্তি স্থাপন ক'রে গিয়েছিলেন; এখন তার উপর যাঁর যেমন ক্ষমতা, সেই অনুরূপ অট্টালিকা নির্মাণ ক'রে যাচ্ছেন। সায়ণাচার্যের ভাষ্যে বিবৃত বেদমন্ত্রের ভাব-সম্বন্ধে মতবিরোধ যে আজ-কালই ঘটছে, তা নয়; আর, সে মতবিরোধ কেবল যে স্বদেশীয় পণ্ডিতগণের মধ্যেই সংঘটিত হয়েছে, তা নয়; বহুকাল থেকে বহু পণ্ডিতের মস্তিষ্ক সায়ণভাষ্যের উপযোগিতা ও অনুপযোগিতা সম্বন্ধে আলোড়িত হয়েছে, দেখতে পাই। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য-দেশের দু'জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের দু'রকম অভিমতের আভাষ প্রকাশ করছি। তাতে বিষয়টি অনেকাংশে বোধগম্য হবে। সায়ণের পর যাঁরা বেদের ভাষ্য-সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তাঁদের মধ্যে জর্মন-দেশীয় পণ্ডিত রুডল্‌ফ রোথ বিশেষ প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। সায়ণের ভাষ্যানুসরণে বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়ে, তাঁর মস্তিষ্ক অন্য পথে প্রধাবিত হয়। তাঁর পূর্ববর্তী পাশ্চাত্য-দেশীয় ব্যাখ্যাকার হোরেস উইলসন বলেছিলেন,—'সায়ণই বেদের ভাষা সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কোনও ইউরোপীয়ের পক্ষে সে ভাব পরিগ্রহণ সম্ভবপর নয়।' কিন্তু রোথ বললেন,—'ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করলে উইলসনের উক্তির সার্থকতা প্রতিপন্ন হয় না। সায়ণ ইত্যাদি যে সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, তাঁরা সেই সময়ের উপযোগী ক'রে ভাষ্য লিখেছেন। কিন্তু তাঁদের ভাষ্য-রচনার সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে কি ভাবে কি শব্দ প্রযুক্ত হয়েছিল, তা বুঝতে গেলে, ভাবার্থ অন্যরকম হয়ে আসে। সুতরাং সায়ণভাষ্যকে বেদ-ব্যাখ্যার পক্ষে একমাত্র প্রমাণ-স্বরূপ ব'লে গ্রহণ না ক'রে, বেদরূপ জ্ঞান-মার্গে অগ্রসর হবার একটি সোপান মাত্র ব'লে মনে করা যেতে পারে।'[৭]

সায়ণের ভাষ্য-সম্বন্ধে যিনি যতই বিরুদ্ধ-মত প্রকাশ করুন; কিন্তু ঐ ভাষ্য বিদ্যমান ছিল ব'লেই আজ আমরা বেদ আলোচনায় অনেক পরিমাণে সমর্থ হচ্ছি। সুতরাং শত ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও সায়ণ-ভাষ্য আমাদের যে পথ-প্রদর্শক হয়ে আছে, তা কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না।[৮] তবে সেই ভাষ্যের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে, যাতে সত্য তথ্য অবগত হ'তে পারা যায়, সেই পক্ষে চেষ্টা করতে হবে।

৭। রোথের কৃত সংস্কৃত ভাষার অভিধান (Sanskrit Worterbuch by Rudolph Roth) গ্রন্থের উপক্রমণিকায় লিখিত আছে,— "We consequently hold that the writings of Sayana and of other commentators must not be an authority to the exegete, but merely one of the means of which he has to avail himself in the accomplishment of his task. The purely etymological proceeding, as it must be followed up by those who endeavour to guess the sense of a word, without having before them the ten or twenty other passages in which the same word recurs, cannot possibly lead to a correct result." রোথ সাহেবের শেষ উক্তিটি বিশেষ মূল্যবান। আমরা বেদের ব্যাখ্যায় একই শব্দের একই অর্থ সর্বত্র যে অব্যাহত আছে, তা-ই প্রতিপন্ন করবার পক্ষে চেষ্টা ক'রে আসছি।

৮। ম্যাক্সমুলারেরও ঠিক এই মত। তিনি বলেন,—"With all its faults and weaknesses, Shayan's commentary was a sine quanon for a scholar-like study of the Rikveda,"--Max Muller, Vedic Hymns, Vol. I. রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন ঋগ্বেদের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের ইংরাজী ব্যাখ্যা করেন। তাঁরও মত যে, "In the interpretation of the Vedas, the safest course is to follow our own indigenous commentators and scholiasts etc."

Preface to Rigveda Samhita.

◆

উপসংহার

বেদ অভিনব—চির অভিনব। তার মর্মার্থও অভিনব—চির অভিনব। তার অভ্যন্তরে এক সত্য সনাতন ভাব বিদ্যমান আছে; আবার তার বাহিরে নানা অর্থ পরিকল্পিত হ'তে পারে। বিভিন্ন কর্মের ফলে জীব বিভিন্ন রকম জন্ম পরিগ্রহ করে। মনুষ্য-জন্মের মধ্যেও তার কর্মানুরূপ ফলের প্রাধান্য অনুভব করতে পারা যায়। বেদ সেই বিভিন্ন অবস্থার বিভিন্ন ভাব বক্ষে ধারণ ক'রে আছে। তাই বিভিন্ন জনে বিভিন্ন ভাবে বেদকে দর্শন ক'রে থাকেন। মনুষ্য-জীবনে যিনি যে স্তরে অবস্থিত, তিনি সেই স্তরের অনুরূপ অর্থই বেদ থেকে পরিগ্রহ করতে সমর্থ হন;—যদিও বেদের অভ্যন্তরে সত্য-সনাতন অর্থ বিদ্যমান আছে। আমরা বিশেষ লক্ষ্য ক'রে দেখেছি, যিনি যে কর্মের কর্মী, তিনি তাঁর সেই কর্মের পরিপোষক অর্থই বেদমন্ত্র থেকে প্রাপ্ত হবেন। সেই জন্যই 'নানা মুনির নানা মত' হয়ে দাঁড়িয়েছে। কর্মকাণ্ডের দিকে এক মত, ভক্তিকাণ্ডের দিকে এক মত, জ্ঞানকাণ্ডের দিকে এক মত; আবার তিনের সংমিশ্রণে আর এক সত্য-সনাতন মত। ব্যাখ্যার সময় যাঁতে যে মত প্রবল হবে, তিনি সেই মতই বেদমন্ত্রে প্রবল দেখবেন। তবে সত্য-জ্ঞান লাভ করব—এই সঙ্কল্প ক'রে যদি কেউ বেদ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন, তিনি যে সত্য-তত্ত্ব প্রাপ্ত হবেন, তাতে কোনই সংশয় নেই। যিনি যে পথ দিয়ে যে অর্থের অনুসরণেই অগ্রসর হোন, যদি লক্ষ্য থাকে—সৎ-বস্তু-লাভ, নিশ্চয়ই তাঁর সেই বস্তু অধিগত হবে। বেদরূপ কল্পতরুর মূলে উপস্থিত হয়ে যিনি যে ফলের কামনা করবেন, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্বর্গফল—স্তরে স্তরে সজ্জিত আছে দেখতে পাবেন।

———— ◆ ————

অথর্ববেদানুক্রমণিকা

(সায়ণাচার্যকৃত সংস্কৃত রচনা থেকে অনুবাদ)

ভাষ্য-সূচনা

বৃহস্পতি-প্রমুখ দেববৃন্দ, সর্বপ্রকার পুরুষার্থসিদ্ধির প্রারম্ভে যে দেবতাকে প্রণাম ক'রে কৃতার্থ হন, সেই গজাননকে আমি প্রণাম করছি।

বেদনিবহ যাঁর নিশ্বাসস্বরূপ, যিনি বেদসমূহ থেকে নিখিল বিশ্ব নির্মাণ করেছিলেন, সেই বিদ্যাতীর্থ মহেশ্বরকে আমি বন্দনা করছি।

আমি, অবিদ্যারূপ সূর্যের কিরণে সন্তপ্ত হয়ে, বিদ্যার অরণ্যস্বরূপ দেবতাকে ভজনা করছি; কারণ, সূর্যকরসন্তপ্ত জনগণের অরণ্যই প্রীতির কারণ হয়ে থাকে।

তাঁর (দেবতার) কটাক্ষকৃপায় তদ্রূপধারী যে বুক্কনরপতি, সেই বুক্কনরপতি থেকে হরিহরনামক রাজা, ক্ষীরসমুদ্র থেকে চন্দ্রের ন্যায়, সমুদ্ভূত হয়েছিলেন। ('ভূমিকা' দ্রষ্টব্য)।

বিজিতশত্রু, বীরকুলচূড়ামণি, ধর্মপথপ্রদর্শক, ব্রাহ্মণপোষক শ্রীহরিহরনামক সেই রাজা আপন চরিত্রাবলীর দ্বারা কলিকালকে সত্যযুগে পরিণত করেছিলেন।

শোভনবুদ্ধিসম্পন্ন শ্রীমান হরিহরনামক নৃপতি, সমগ্র পৃথিবীকে সুপালনে রেখে, রামরাজার ন্যায় আসক্তিশূন্য হয়ে, বহুরকম ভোগ্যবস্তু উপভোগ করেছিলেন।

শত্রুবিজয়ী সেই হরিহরভূপতি, সমগ্র পৃথিবীর ভার বহন ক'রে, জনসাধারণের তুষ্টিবিধান করতে করতে ষোড়শ প্রকার মহৎ দান করেছিলেন।

মূলীভূত সেই অথর্ব-নামক বেদ আলোচনা ক'রে সেই অথর্ব-বেদের অর্থ প্রকাশের নিমিত্ত, তিনি সায়ণাচার্যকে আদেশ করেছিলেন।

কৃপাপ্রবণ সায়ণাচার্য, অতি সন্তর্পণে পূর্বমীমাংসা এবং উত্তরমীমাংসা ব্যাখ্যা ক'রে বেদার্থ প্রকাশ করতে উদ্যুক্ত হয়েছিলেন।

পারলৌকিক ফলপ্রদ ঋক্ যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয়কে ব্যাখ্যা ক'রে তিনি ঐহিক ও পারত্রিক ফলপ্রদ চতুর্থ অথর্ব-বেদার্থ প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেছিলেন।

◆

অনুক্রমণিকার মর্মানুবাদ

এই অনুক্রমণিকায় পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ রূপে বিতর্ক-মীমাংসা দ্বারা অথর্ববেদের প্রতিষ্ঠা পরিকীর্তিত হচ্ছে।

প্রথমতঃ পূর্বপক্ষ উত্থাপিত ক'রে, 'অথর্ববেদের অস্তিত্ব নাই'—এটি সপ্রমাণ করবার চেষ্টা

হচ্ছে। ''যজ্ঞং'' ইত্যাদি; অর্থাৎ 'যজ্ঞ ব্যাখ্যা করব, সেই যজ্ঞ বেদত্রয় (ঋক্ যজুঃ সাম) থেকে বিহিত হয়।' এতে ঋগ্বেদ, সামবেদ ও যজুর্বেদেরই ফলবত্ত্ব এবং কর্মশেষত্ব আছে—এমন অবধারিত হচ্ছে। আরও, উক্ত বেদত্রয়েরই উৎপত্তি-বিষয় শ্রুত হওয়া যায়। ''ত্রয়োবেদা'' ইত্যাদি; অর্থাৎ, 'তিনটি বেদই সমুদ্ভুত হয়েছিল; ঋগ্বেদ অগ্নি থেকে, যজুর্বেদ বায়ু থেকে এবং সামবেদ সূর্য থেকে।' ''ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে'' ইত্যাদি মন্ত্রেও জানা যায়, 'ঋক্ থেকে সাম, সাম থেকে যজুর্বেদ উৎপন্ন হয়েছিল।' অতএব তিনটি বেদেরই উৎপত্তি-বিষয় অবগত হওয়া যাচ্ছে।

বেদ-ত্রয়ের সংখ্যা-নিয়মও এইরকম শ্রুত হওয়া যায়;—যথা, ''বেদৈঃ'' ইত্যাদি; অর্থাৎ, 'বেদত্রয় দ্বারা সূর্যদেব সর্বত্রগ।' ''যমৃযয়ঃ'' প্রভৃতিতেও জানা য়ায়,—'ত্রয়ীবিদ্ ঋষিগণ ঋক্, সাম, এবং যজুঃ সমূহকে জানেন।' ধর্মাবশেষ শ্রবণেও বেদ তিনটি ব'লে অবগত হওয়া যায়। যথা,— ''উচ্চৈর্ঋচা'', ''যদৈব যজ্ঞস্য'' ইত্যাদি। অর্থাৎ—'যজ্ঞের সম্বন্ধী যা সাম এবং যজুর্মন্ত্র দ্বারা কৃত হয়, তা শিথিল; যা ঋকের দ্বারা কৃত হয়, তা দৃঢ়।' অতএব, ঋগ্বেদ, সামবেদ ও যজুর্বেদ এই তিনটিই বেদ ব'লে, এদের বিস্তৃত-ভাবে ব্যাখ্যা হয়েছে।' অথর্ববেদ ত্রয়ী (ঋক্ সাম ও যজুঃ) থেকে ভিন্ন ব'লে, এর কর্মযোগত্ব নেই; এইজন্য এটি ব্যাখ্যারও অযোগ্য।

এইভাবে অথর্ববেদের অনুপযোগিতা বিষয়ে পূর্বপক্ষ খ্যাপন ক'রে, উত্তর-পক্ষরূপে অথর্ববেদের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হচ্ছে। ঋগ্বেদের দ্বারা হৌত্রকর্ম (হোতৃসম্বন্ধীয় কর্ম), যজুর্বেদের দ্বারা আধ্বর্যব কর্ম (অধ্বর্যু-সম্বন্ধীয় কর্ম) এবং সামবেদের দ্বারা ঔদ্গাত্রকর্ম (উদ্গাতৃ-সম্বন্ধীয় কর্ম) নির্বাহিত হয়। এইভাবে উক্ত বেদত্রয় সর্বদা প্রয়োগের প্রতিপাদক (নিষ্পাদক) ব'লে অভিহিত হয়েছে। কিন্তু ব্রহ্ম-কর্ম-নিষ্পাদক —কোন্ বেদ? চতুর্থ-সংজ্ঞক এই অথর্ববেদই ব্রহ্মকর্ম-সাধন ক'রে থাকে। অতএব, এই অথর্ববেদের ব্যাখ্যা করা উচিত; কারণ এর অভাবেও যজ্ঞের অঙ্গহানি হয়ে থাকে।

এতেও পূর্বপক্ষ দোযান্তর দেখাচ্ছেন,—তা বলো না; কারণ উক্ত ঋক্, সাম ও যজুর্বেদ থেকেই যজ্ঞের অপেক্ষিত যে ব্রহ্মকর্ম, তা-ও সিদ্ধ হয়ে থাকে।' ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে প্রবঞ্চিত হয়েছে, ''যদ্ ঋচৈব'' ইত্যাদি। অর্থাৎ, 'ঋকের দ্বারা হোতৃকর্ম, যজুঃ দ্বারা অধ্বর্যু কর্ম, সামের দ্বারা উদ্গাতৃ কর্ম; তার দ্বারাই ত্রয়ী বিদ্যা বিশেষভাবে আরব্ধ হয়। ত্রয়ী আরব্ধ হ'লে, কি জন্য ব্রহ্ম-কর্ম অপেক্ষিত হবে? অর্থাৎ ত্রয়ী থেকেই ব্রহ্মকর্ম সম্পাদিত হয়।' এই বিষয়ে স্মৃতিতেও দৃষ্ট হয়, 'ঋগ্বেদ দ্বারা হোতৃকর্ম, সামবেদ দ্বারা উদ্গাতৃ কর্ম, যজুর্বেদ দ্বারা অধ্বর্যুকর্ম এবং তিন বেদ দ্বারা ব্রহ্মকর্ম সমাহিত হয়ে থাকে।' অতএব হোত্র ইত্যাদি ঋত্বিকের কর্ম ঐ তিন বেদ থেকেই সিদ্ধ হয় ব'লে চতুর্থ যে অথর্ববেদ, তার আকাঙ্ক্ষাই থাকছে না। সুতরাং কি নিমিত্ত তার ব্যাখ্যার বিষয় চিন্তা করব?

অতঃপর প্রতিপক্ষের উত্তরে কথিত হচ্ছে—'হৌত্র, আধ্বর্যব ও ঔদ্গাত্র' এই রকম সমাখ্যা (নাম) দ্বারা বেদত্রয়ে সর্বদা (উক্ত) হোত্র ইত্যাদি কর্মের সাধনসামর্থ্য অবগত হওয়া যায় ব'লে (তার অতিরিক্ত) ব্রহ্মকর্ম-নিষ্পাদনে উক্ত বেদত্রয়ের তাৎপর্য (কর্তৃত্ব) সম্ভব হচ্ছে না। যেমন, অন্যপর (অধ্বর্যুকর্মসাধক) যে যজুর্বেদ, তার হোতৃকর্তব্য কর্মে অথবা হোতৃকর্মনিষ্পাদক ঋগ্বেদের অগ্নিহোত্রসাধনে তাৎপর্য (অধিকার) নেই। ত্রয়ী বেদে আপন আপন বিহিত যজ্ঞকর্মের বিধান আছে। কিন্তু সেই সেই যজ্ঞকর্মের অন্তর্গত যে ব্রহ্মকর্ম, তা অথর্ববেদ থেকেই সিদ্ধ হয়। এই অথর্ববেদ ব্যতীত তাৎপর্যের (ব্রহ্মকর্মসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদির) অভাব এবং অঙ্গহানি হয়। সুতরাং পূর্বমত আদরণীয় নয়। 'এই অথর্ববেদ ব্যতীত যজ্ঞাঙ্গ অসম্পূর্ণ হয়'—এই অভিপ্রায়ে, আশ্বলায়ন বলেছেন,

"তদ্ যে কেচন" ইত্যাদি। অর্থাৎ—'ছান্দোগ্য ইত্যাদি বিষয়ে হোত্র সম্বন্ধীয় যে কিছু উপদেশ পঠিত হয়েছে, হৌত্রের অসম্পূর্ণত্ব বিধায় সেগুলি করবে না।' অতএব, বাক্য ও মনের দ্বারা ঈপ্সিত যে যজ্ঞশরীর, তার অর্ধেক বেদত্রয় দ্বারা নিষ্পাদিত হয়। এবং অপরার্ধ অথর্ববেদ কর্তৃক সম্পাদিত হয়। গোপথ-ব্রাহ্মণে এ বিষয় এমন উক্ত আছে; যথা, —"প্রজাপতিঃ" ইত্যাদি; অর্থাৎ 'প্রজাপতি একটি যজ্ঞ বিস্তার করেছিলেন। তিনি ঋকের দ্বারা হৌত্রকর্ম, যজুর্বেদের দ্বারা আধ্বর্যকর্ম, সামবেদের দ্বারা ঔদ্গাত্র কর্ম এবং অথর্ববেদের দ্বারা ব্রহ্মকর্ম সম্পাদিত করেছিলেন। অথবা, ত্রয়ী বেদ দ্বারা যজ্ঞের এক পক্ষ সংস্কার করেছিলেন, আর ব্রহ্ম মনের দ্বারা অন্য পক্ষ সংস্কার করেছিলেন। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণেও শ্রুত হয়েছে, 'ত্রয়ী বেদ দ্বারা যজ্ঞের এক পক্ষ নিষ্পাদিত হয়, এবং মনের দ্বারা অপর পক্ষ নিষ্পাদিত হয়। যথা, "অয়ং বৈ" ইত্যাদি; অর্থাৎ—'এই যে পবিত্র যজ্ঞ, বাক্য এবং মনঃ, এর দু'টি বর্তনী (পথ)। কারণ, বাক্য এবং মনের দ্বারাই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। এই বাক্যরূপ ত্রয়ী বিদ্যা দ্বারা যজ্ঞের এক পক্ষ সংস্কৃত হয়, এবং ব্রহ্মা মনের দ্বারা অন্য পক্ষ সংস্কৃত করেন।' এই-ই অভিপ্রায় ক'রে গোপথ-ব্রাহ্মণে পূর্বভাগে প্রশ্নপূর্বক অথর্ববিদ্‌কেই ব্রহ্মা ব'লে অঙ্গীকার করা হয়েছে। যথা,—"প্রজাপতিঃ" ইত্যাদি; অর্থাৎ—'প্রজাপতি সোমযাগেচ্ছু হয়ে বেদগণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—"কা'কে হোতৃরূপে, কা'কে অধ্বর্যুরূপে, কা'কে উদ্গাতৃরূপে এবং কা'কে ব্রহ্মারূপে বরণ করব?" তার উত্তরে বেদগণ বলেছিলেন,—"ঋগ্বেদবেত্তাকে হোতৃরূপে, যজুর্বেদজ্ঞকে অধ্বর্যুরূপে, সামবেদবিৎকে উদ্গাতৃরূপে এবং অথর্ববেদাভিজ্ঞকে ব্রহ্মরূপে বরণ করুন। এইরকম করলে যজ্ঞ 'চতুষ্পাৎ' হয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে।' এ ক্ষেত্রে বিরুদ্ধ পক্ষের আপত্তিও এইভাবে খণ্ডিত হয়েছে;—"অথচেদ্", "যথৈকপাৎ" ইত্যাদি। অর্থাৎ, যদি ঐরকম ব্রহ্মাকে বরণ করা না হয়, তবে যজ্ঞ, হোত্র ইত্যাদির দক্ষিণদেশে শূন্য হয়। যেমন, একপদবিশিষ্ট পুরুষ গমনবিষয়ে অশক্ত, অথবা একটিমাত্র চক্রযুক্ত রথ গমনে অসমর্থ, সেইরকম ব্রহ্ম (অথর্বমন্ত্র)-হীন যজ্ঞও ফলপ্রদ হয় না।'

অতঃপর পূর্বপক্ষের আখ্যাত শ্রুতিবাক্য-সকলের সামঞ্জস্য প্রদর্শিত হচ্ছে। বলা হচ্ছে—'উদাহৃত শ্রুতিবাক্যানুসারী শ্রেষ্ঠ অথর্ববিদ্ ব্রাহ্মণের অভাব হ'লে, সেই সেই শাখাতে, যেমন ব্রহ্মকর্ম উক্ত হয়েছে, তার দ্বারাই যজ্ঞশরীর নিষ্পন্ন হয়, এই অভিপ্রায়েই 'স ত্রিভির্বেদৈর্বিধীয়তে' অর্থাৎ সেই যজ্ঞ তিনটি বেদ দ্বারাই বিহিত হয়' এই স্মৃতি প্রবর্তিত হয়েছে।

"ত্রয্যা বিদ্যয়া ব্রূয়াৎ"; অর্থাৎ 'ত্রয়ী বিদ্যা দ্বারাই বলবে'—এই শ্রুতিটিও প্রকৃত ব্যাহৃতিত্রয়কে (ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ কে) অপেক্ষা করছে ব'লে কোনরকম বিরোধ ঘটছে না; অর্থাৎ এখানে বেদকে লক্ষ্য করা হয়নি, ব্যাহৃতিকেই লক্ষ্য করা হয়েছে। 'অস্য মহতো ভূতস্য' ইত্যাদিতে, অর্থাৎ 'এই যে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ, এটি এই মহান্ ভূতের নিশ্বাসস্বরূপ।' এর দ্বারাও বেদের চতুষ্টয়ত্ব স্বীকৃত হয়েছে। বাজসনেয় শ্রুতিবাক্য অনুসারে, বেদত্রয়ের উৎপত্তির বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায় বটে; কিন্তু "বেদৈরশূন্যস্ত্রিভিরেতি সূর্যঃ"; অর্থাৎ—'বেদত্রয়ের দ্বারা সূর্যদেব সর্বত্রগ', এই যে শ্রুতি বাক্যটি, এর লক্ষ্য অন্যরকম। "ঋগ্‌ভি পূর্বাহ্নে" অর্থাৎ ঋক্ দ্বারা পূর্বাহ্নে' ইত্যাদি বাক্যে বেদত্রয়ের ত্রিকাল অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে; অর্থাৎ ঋক্ দ্বারা পূর্বাহ্ণে, যজুঃ দ্বারা মধ্যাহ্নে এবং সাম দ্বারা সায়াহ্নে সূর্যদেব সর্বত্র গমন ক'রে থাকেন—এই ভাব প্রকাশ পেয়েছে। ফলতঃ বেদ চারটি, এটা সর্বত্রই শ্রুত হয়েছে। তাপনীয় উপনিষদে পঠিত হয়েছে; যথা,—"ঋগ্‌যজুঃ সামার্থবাণশ্চত্বারো বেদাঃ।" অর্থাৎ—বেদ চারটি; ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ব। মুণ্ডকোপনিষদে পঠিত হয়েছে—"তত্রাপরা" ইত্যাদি; অর্থাৎ, তার মধ্যে অপরা বিদ্যা—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে "যমৃষয়" ইত্যাদিতে, অর্থাৎ 'ত্রয়ীবিদ্ ঋষিগণ যে ঋক্ সাম যজুঃকে জানেন' এইরকম বাক্যে, বেদত্রয়ের তিনরকম মন্ত্রগত অভিপ্রায় সূচনা করছে। এ বিষয়ে মহর্ষি জৈমিনি 'তচ্চোদকেষু' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা তিন বেদের বিষয় ব'লে চতুর্থ বেদের (অথর্ববেদের) প্রতিষ্ঠা খ্যাপন করেছেন। কর্ম—বেদমন্ত্রানুসারী; যেখানে অর্থক্রমে পাদব্যবস্থা হয়, সেখানেই ঋক্, গীতি বিষয়ে সাম, শব্দ বিষয়ে যজুঃ; কিন্তু এই অথর্ববেদে সেই সমুদয় বিষয়ই বিদ্যমান আছে। অতএব বেদ যে চারটি তাতে কোনই সংশয় নেই। 'উচ্চৈষ্টাদি' ধর্মনিয়ম ক্রমে পূর্বপক্ষ বলছেন—'অগ্নি থেকে ঋগ্বেদ, বায়ু থেকে যজুর্বেদ এবং আদিত্য থেকে সামবেদ উৎপন্ন হয়েছে। চতুর্থ অথর্ববেদের কথা তাঁরা বলেননি। কিন্তু তাঁদের উক্তি বেদত্রয়কে অপেক্ষা ক'রে উপক্রমস্বরূপ প্রযুক্ত হয়েছে, মনে করতে হবে। তাতে চতুর্বেদের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে কোনরকম দোষ ঘটছে না।

যদি ব'লি, এই অথর্ববেদান্তর্গত মন্ত্রসমূহ, ঋগ্বেদ ইত্যাদি থেকে ভিন্ন নয়; কিন্তু তা থেকেও এর অন্যতম নাম যুক্তিযুক্ত হচ্ছে; তাতেও অথর্ববেদের অস্তিত্বে দোষ ঘটছে না। অথর্ব-নামক ব্রহ্মা এই বেদের দ্রষ্টা ব'লে, তাঁরই নাম অনুসারে এই বেদের নামকরণ হয়েছে। সেই সম্বন্ধ একটি উপাখ্যান আছে; যথা,—পূর্বকালে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা সৃষ্টির নিমিত্ত তপস্যা আরম্ভ করেছিলেন। সেই তপস্যাযুক্ত ব্রহ্মার রোমকূপ-সকল থেকে ঘর্মধারা উৎপন্ন হয়েছিল। সেই স্বেদজ বারির মধ্যে আপন ছায়া অবলোকন ক'রে তাঁর শুক্র ক্ষরিত হয়। জলমধ্যে সেই শুক্র ক্ষরিত হ'লে, জলের দুই রকম আকৃতি হয়েছিল। তার মধ্যে একত্রস্থিত সেই রেতঃ ভৃজ্যমান হয়ে 'ভৃগু' নামক মহর্ষিতে পরিণত হয়েছিল। সেই ভৃগু, আপন উৎপাদক অন্তর্হিত সেই ব্রহ্মার দর্শন-নিমিত্ত ব্যাকুল হন। তখন অশরীরি বাক্যের দ্বারা জ্ঞাত হয়েছিলেন, "অথার্বাগেনমেতাস্বেবাপ্স্বন্বিচ্ছ"। অর্থাৎ, "যাঁকে দেখতে ইচ্ছা করছ, তাঁকে সম্যক্‌রূপে এই জলের মধ্যে দেখতে চেষ্টা কর।" দৈববাণী কর্তৃক ঐরকম অভিহিত হয়েছিলেন ব'লে, তাঁর 'অথর্ব' আখ্যা হয়েছিল। অনন্তর অবশিষ্ট রেতোযুক্ত জলসমূহ কর্তৃক আবৃত ব্রহ্মার মুখ থেকে 'বরুণ' শব্দ উচ্চারিত হয়েছিল, এবং সমস্ত অঙ্গ থেকে রস ক্ষরিত হয়েছিল। সেই অঙ্গরস থেকে 'আঙ্গিরস' নামক মহর্ষি উৎপন্ন হয়েছিলেন। অনন্তর সৃষ্টির নিমিত্ত ব্রহ্মা সেই অথর্বা ও অঙ্গিরাকে তপস্যা করতে বললেন। তাঁদের তপস্যা-প্রভাবে 'একর্চদ্ব্যচ' ইত্যাদি মন্ত্র-সমূহের দ্রষ্টা বিংশতি-সংখ্যক অথর্বা এবং অঙ্গিরা উৎপন্ন হয়েছিলেন। তপ্যমান সেই ঋষিগণের নিকট ব্রহ্মা যে মন্ত্র-সমূহকে দেখেছিলেন, তা-ই 'অর্থবাঙ্গিরঃ' নামক বেদ ব'লে অভিহিত হয়েছিল। একর্চ ইত্যাদি ঋষিগণ, বিংশতিসংখ্যক ব'লে, বেদও বিংশতিকাণ্ড-বিশিষ্ট। অতএব, সকলের সারভূত ব'লে এই অথর্ববেদই শ্রেষ্ঠ বেদ। এ বিষয়ে গোপথব্রাহ্মণে শ্রুত হওয়া যায়, "শ্রেষ্ঠো হি বেদঃ" ইত্যাদি। অর্থাৎ তপস্যার দ্বারা সমুৎপন্ন শ্রেষ্ঠ বেদই ব্রহ্মজ্ঞবর্গের হৃদয়-দেশে বিরাজিত হয়। উক্ত ব্রাহ্মণে আরও শ্রুত হওয়া যায়,—'এতদ্বৈ ভূয়িষ্ঠং' ইত্যাদি। অর্থাৎ, যা ভৃগু-অঙ্গিরস নামে অভিহিত, তা-ই শ্রেষ্ঠ বেদ। যা অঙ্গিরা নামে আখ্যাত, তা-ই রস এবং যা অথর্বা নামে কথিত, তা-ই ভেষজ (ঔষধ); যা ভেষজ, তা-ই অমৃত; যা অমৃত, তা-ই ব্রহ্ম (অথর্বাখ্য বেদ)। এইরকমে সকলের সারভূত, ব্রহ্মাত্মক, এবং ব্রহ্মার কর্ম নির্বাহ করে ব'লে এটি (এই অথর্ববেদ) ব্রহ্মবেদ নামে আখ্যাত হয়। আরও শ্রুতি আছে, "চত্বারো বা ইমে" ইত্যাদি। অর্থাৎ, এই বেদসমূহ সংখ্যাতে চারটি; ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং ব্রহ্মবেদ (গো.ব্রা.২।১৬)। অতএব সকল বেদের সার হওয়ায় অর্থবেদের মন্ত্র সিদ্ধমন্ত্র ব'লে সমাম্নাত হয়ে থাকে। যথা,—"ন তিথিঃ" ইত্যাদি। অর্থাৎ, তিথি, নক্ষত্র, গ্রহ ও চন্দ্রশুদ্ধি ইত্যাদির কোনও আবশ্যকতা নেই, যদি অথর্ববেদের মন্ত্র-সংপ্রাপ্তি ঘটে; কারণ, তা হ'লেই

সর্ববিষয়ে সিদ্ধিলাভ হয়ে থাকে (প.২।৫)। আরও, স্কন্দপুরাণের কমলালয় খণ্ডে অথর্ববেদের মন্ত্রসমূহকে উপমারূপে উক্ত ক'রে অভিমতফলের সিদ্ধিবিষয় কথিত হয়েছে; "যস্তত্রাথর্বণান্" ইত্যাদি। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি অথর্ববেদের মন্ত্রসমূহকে শ্রদ্ধাপূর্বক জপ করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই সেই বেদমন্ত্রকথিত সম্যক্ ফলপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।

ব্রহ্মা, এই অথর্ববেদের অঙ্গ ব'লে, এই বেদ কল্পনার অব্যবহিত পরেই সর্পবেদ ইত্যাদি উপবেদ সৃষ্টি করেছিলেন। সেইরকমে ব্রাহ্মণে কথিত হয়েছে, 'সদিশোঽন্বৈক্ষত" ইত্যাদি উপক্রম ক'রে 'পঞ্চবেদানি নিবসিমীত' ইত্যাদি। অর্থাৎ, সেই ব্রহ্মা পাঁচটি বেদ নির্মাণ করেছিলেন। সেই বেদ পাঁচটির নাম যথাক্রমে 'সর্পবেদ, পিশাচবেদ, অসুরবেদ, ইতিহাসবেদ ও পুরাণবেদ' (গো. ব্রা. ১।১০)। পারত্রিকফলপ্রদ, দর্শপূর্ণমাস ইত্যাদি অনুষ্ঠেয়, অয়নান্ত অনুষ্ঠেয়, ত্রয়ীবেদ-বিহিত যজ্ঞকর্মসমূহে অপেক্ষিত যে ব্রহ্মকর্ম, তা অন্যান্য বেদ থেকে লব্ধ হয় না; সেইজন্য এই অথর্ববেদকেই ব্রহ্মকর্ম-সাধক ব'লে স্থিরীকৃত করা হলো। অপিচ, ঐহিক ফলপ্রদ শান্তিক, পৌষ্টিক কর্ম ও রাজকর্ম-সমূহ এবং অপরিমিতফলপ্রদ তুলাপুরুষ ইত্যাদি মহাদানসমূহ, অথর্ববেদ থেকেই সমাহিত হয়ে থাকে। অথর্ববিদ্ ব্রাহ্মণের দ্বারাই পৌরোহিত্য কর্ম করাবে; কারণ, সেই পুরোহিতের কর্তব্য রাজাভিষেক ইত্যাদি কর্মসমূহ অথর্ববেদ থেকেই বিস্তারিতভাবে সুসম্পন্ন হয়ে থাকে। বিষ্ণুপুরাণে অভিহিত হয়েছে; যথা,—"পৌরোহিত্যং শান্তিকপৌষ্টিকানি" ইত্যাদি; অর্থাৎ, রাজাগণের পৌরোহিত্য কর্ম, শান্তিক ও পৌষ্টিক ইত্যাদি কর্ম এবং ব্রহ্মকর্ম অথর্ববেদের দ্বারাই করাবে। ভট্টাচার্যগণও বলেছেন,—"শান্তিপুষ্ট্যভিচারার্থাঃ" ইত্যাদি। অর্থাৎ, শান্তিক ও পৌষ্টিক কর্মসমুদায় একমাত্র ব্রহ্ম-ঋত্বিকেরই আশ্রয়ীভূত। অতএব, ত্রয়ীবেদ-বিহিত কর্মসমুদায়ের ব্রহ্মকর্মও অথর্ববেদের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। নীতিশাস্ত্রেও কথিত হয়েছে—"ত্রয্যাঞ্চ দণ্ডনীত্যাঞ্চ" ইত্যাদি; অর্থাৎ যিনি ত্রয়ীবেদে ও দণ্ডনীতিতে অভিজ্ঞ, তিনিই পুরোহিত। সেই পুরোহিত, অথর্ববেদ-বিহিত শান্তিক ও পৌষ্টিক কর্ম করবে। মৎস্যপুরাণে উক্ত হয়েছে,—অথর্বমন্ত্র ও ব্রাহ্মণকাণ্ডাভিজ্ঞই পুরোহিত পদবাচ্য। মার্কণ্ডেয়পুরাণে অভিহিত হয়েছে,—রাজা, অথর্বমন্ত্রের দ্বারা অভিষিক্ত হয়ে সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি হন; অথর্বপরিশিষ্টে কথিত হয়েছে,—"যস্য রাজ্ঞ" ইত্যাদি; অর্থাৎ, যে রাজার জনপদের মধ্যে শান্তিপারগ অথর্ববেদবিৎ ব্রাহ্মণ বাস করেন, সেই রাষ্ট্র নিরুপদ্রবে বর্ধিত হয়। সেই নিমিত্ত রাজা, জিতেন্দ্রিয় অথর্ববেদবিৎকে বিশেষরূপে দান-সম্মান ইত্যাদি সৎকার পূর্বক নিত্য পূজা করবেন (প.৪।৬)।

যদি বলো, এমনই হলো; অর্থাৎ পূর্বোক্ত মতই অব্যাহিত রইলো; তা হ'লে, অবশ্যই তার ব্যাখ্যাও উপপন্ন হতো। কিন্তু সেই ব্যাখ্যা কোথায়? এর উত্তরে কথিত হচ্ছে—"স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" (তৈ. আ. ২।১৫); অর্থাৎ, 'স্বাধ্যায় অধ্যয়ন করবে'। এই বিধির দ্বারা সমগ্র বেদরাশির অর্থজ্ঞানপূর্বক অধ্যয়ন বিধি বোধিত হচ্ছে। উক্ত স্থলে বিবিধ অবিরুদ্ধ ভাবনাই প্রতীত হচ্ছে। সেই ভাবনা দ্বিবিধ; শব্দভাবনা এবং অর্থভাবনা। সেই ভাবনা দু'টির লক্ষণ আচার্যগণ এইভাবে নির্দেশ করেছেন; যথা,—লিঙাদিযুক্ত বিধিবাক্যসমূহে দু'টি ভাবনার প্রতীতি হয়;—শব্দভাবনা ও অর্থভাবনা। তাতে আবার শব্দভাবনার অর্থভাবনা চিন্তনীয়। লিঙাদি করণের দ্বারা এবং অর্থবাদের দ্বারা সমুৎপন্ন যে স্তুতি, তার ইতিকর্তব্যতা। অর্থবাদের স্বর্গ ইত্যাদি চিন্তনীয়; ধাতুর অর্থকরণ এবং প্রযোজ্য ইত্যাদি ইতিকর্তব্যতা।

যদি বলো,—ধাতু-অর্থ থেকে অতিরিক্ত ভাবনা জ্ঞানের বিষয়ীভূত নয়; যদি বলো,—কি ক'রে

ভাবনার ধাতু-অর্থ-করণ হবে, কি ক'রেই বা সেই ভাবনার বিভাগ হ'তে পারে? আরও যদি বলো, —ভাব্যবস্তুনিষ্ঠ যে ভাবকের ব্যাপার, তা-ই ভাবনা। কিন্তু তা-ও বলতে পারো না। কেন-না, 'পচ্' 'যজ্' 'গম্' প্রভৃতি ধাতুর অর্থ—ক্রমান্বয়ে অধিশ্রয়ণ, সংকল্প ও চলন; তাতে এর অতিরিক্ত ভাবকব্যাপারের অভাব হচ্ছে। যদি বলো, প্রযত্নই (চেষ্টাই) ভাবকের ব্যাপার; কিন্তু তা-ও বলতে পারো না। কারণ, তাতে 'বৃক্ষ চলছে', 'কাষ্ঠসমূহ পাক করছে', 'নৌকা যাচ্ছে' ইত্যাদি অচেতন-কর্তার ব্যাপারে প্রযত্নের অভাব হচ্ছে। যদি বলো,—স্পন্দই ভাবকের ব্যাপারে; তা-ও বলতে পারো না অর্থাৎ তা যুক্তিযুক্ত হচ্ছে না। কারণ আপন কর্তৃত্বব্যাপারে 'যজন করছে', 'দান করছে', 'হোম করছে' ইত্যাদির স্থলে, তার (স্পন্দের) অভাব হচ্ছে। তা হ'লে উভয়ানুগত (স্পন্দ ও প্রযত্নানুগত) ঔদাসীন্যরূপ প্রচ্যুতি-সাধারণই (অকর্ম ইত্যাদি) ভাবকের ব্যাপার (ভাবনার বিষয়) হোক; কিন্তু তা-ও হ'তে পারে না। কারণ, সেই পক্ষে অচেতন শব্দে স্পন্দ এবং প্রযত্নের অভাব বশতঃ সেই উভয়ের সাধারণরূপ ব্যাপারের (কর্মের) অভাব হচ্ছে। ধাতু-অর্থ থেকে অত্যন্তাতিরেকিণী ভাবনা নেই। এটি সত্য। ধাতু-অর্থ-সমূহে—পাক, যাগ, প্রযত্ন, সঙ্কল্প, অধিশ্রয়ণ, বিক্লেদন, অভিধান ও চোদন, এইরকম অর্থ মাত্র আসে; তা ধাতুর স্বাভাবিক (স্বভাবসিদ্ধ) ধাতুর অভিধেয় (ভাবনার বা ধারণার বিষয়), অক্রিয়াত্মক (কর্ম-সম্বন্ধশূন্য) এবং সিদ্ধ-স্বভাব (পরিচয়),— ধাতুর এই এক রূপ। সকল ধাতু-অর্থের অনুগত 'করোতি' প্রত্যয়ের দ্বারা জ্ঞেয়, ক্রিয়াত্মক, সাধ্যস্বভাব, অন্যের উৎপাদনের বিষয়ে অনুকূলাত্মক, আখ্যাত প্রত্যয়ের দ্বারা বেদ্য, ধাতুর এই আর এক রূপ। বিষয়টি আরও প্রস্ফুট-ভাবে কথিত হচ্ছে; যথা,—'যঃ স্পন্দতে', 'যো যজতে', 'যশ্চরতি', 'যো বিদধাতি'— ইত্যাদি স্থলে, সর্বত্রই করোতির অর্থ অনুভূত হয়; যেমন, 'স্পন্দতে' অর্থাৎ 'স্পন্দনং করোতি', 'যজতে' অর্থাৎ 'যাগ করোতি' এইরকম সর্বত্রই করোতি-অর্থের অনুগতি হচ্ছে। এ-বিষয়ে আচার্যগণ বলেছেন; যথা,—"সিদ্ধ কর্তৃক্রিয়া" ইত্যাদি। অর্থাৎ, সিদ্ধস্বভাব কর্তৃক্রিয়াবাচী আখ্যাত প্রত্যয় হ'লে, সামানাধিকরণ্যের দ্বারা 'করোতি'র অর্থই অবগত হওয়া যায় (মী.মা. বি. ২।১।১)। পরস্পর-ভিন্ন বিবিধ ধাতু-অর্থ-সমূহে, উৎপাদনীয় বস্তুর অন্তরকর্মক—এই যে অপর রূপ, তা ভাবিতার প্রযোজকব্যাপারত্ব-বশতঃ ভাবনা ব'লে অভিহিত হয়। তা 'যজেত', 'দদ্যাৎ', 'জুহুয়াৎ' এইরকম আখ্যাত প্রয়োগ-সমূহেই অবগত হওয়া যায়; 'পাকঃ', 'ত্যাগঃ', 'রাগঃ' ইত্যাদি স্থলে অবগত হওয়া যায় না ব'লে অন্বয় এবং ব্যতিরেকের দ্বারা আখ্যাত প্রত্যয়ের অভিধেয় ব'লে স্বীকৃত হয়। যথা,—"অভিধাভাবনাং" ইত্যাদি; অর্থাৎ, লিঙাদি, অন্যা অভিধাবনা ব'লে অভিহিত হয় এবং সকল আখ্যাতবিষয়ে অন্যা অর্থাত্মভাবনা ব'লে অবগত হওয়া যায় (মী. মা. বি. ২।১।১)। যে ধাতু-অর্থ-সমূহ প্রযত্ন অথবা স্পন্দ কিম্বা প্রযত্ন ও স্পন্দ উভয়ই অঙ্গীকার করে, সেই ধাতু-অর্থ সমূহের সর্বত্র অনুগমের অভাব হয়। তাতে সকল ধাতু-অর্থের অনুগত অন্য অর্থের উৎপাদন-বিষয়ে অনুকূলরূপ ভাবনা অঙ্গীকার করা উচিত। এ বিষয়ে কথিত আছে— "সিদ্ধসাধ্যস্বভাবাভ্যাং" ইত্যাদি; অর্থাৎ, ধাতু-অর্থ সিদ্ধ-স্বভাব ও সাধ্যস্বভাবভেদে দু'রকম; তার মধ্যে অন্যের উৎপাদনের বিষয়ে অনুকূলাত্মক যে ভাবনা, তা সাধ্যরূপিণী। অতএব, ধাতু-অর্থাতিরেকিণী ভাবনা সিদ্ধ হলো।

অধ্যয়ন বিধিতে 'তব্য' প্রত্যয়ের দ্বারা অবগত যে ভাবনা, তার তিনটি অংশর বিষয় উল্লিখিত হয়। সেস্থলে ধাতু-অর্থ, করণত্বের সাথে অন্বিত হয়; কারণ, ভাব্যবস্তুর অপেক্ষাতে তার লাভ হয় না। "স স্বর্গং স্যাৎ সর্বান্ প্রত্যাবশিষ্টত্বাৎ" (জৈ. ৪।৩।১৫)। এই জৈমিনি-সূত্রের 'বিশ্বজিৎ' ন্যায়ের

দ্বারা স্বর্গই ভাব্য ব'লে অন্বিত হচ্ছে; এটা পূর্বপক্ষ। যদি বলো, এ স্থলে কি ক'রে স্বর্গের ভাব্যতা হয়; কারণ সমনন্তর পদলভ্য স্বাধ্যায়েরই ভাব্যতা হচ্ছে। এও বলতে পারো না। কেননা, উক্ত স্বাধ্যায়ের অপুরুষার্থত্ব হেতু ভাব্যত্বের অসদ্ভাব হচ্ছে। তাহ'লে, তার অর্থ-জ্ঞানই দৃষ্ট প্রয়োজনরূপ ব'লে ভাব্য হোক। তা-ও হ'তে পারে না। যেহেতু, বিধি ভিন্নও পদ এবং পদার্থের ব্যুৎপত্তিযুক্ত পুরুষগণের অধীত স্বাধ্যায়ের দ্বারা অর্থজ্ঞান উৎপন্ন হয়। তবে, যদি বলো, 'অধীত স্বাধ্যায়ের দ্বারা অর্থকে জানবে' এমন অবঘাত ইত্যাদির ন্যায় নিয়মার্থই বিধি হোক। তা-ও বলতে পারো না। তাতে, আরম্ভ না ক'রে অধীত যে স্বাধ্যায়-বিধি, তা যজ্ঞের জন্য নয় ব'লে নিয়মার্থের অনুপপত্তি হচ্ছে। অবঘাত ইত্যাদি-সমূহ, যজ্ঞকার্যেই বিহিত হয়ে থাকে। অবঘাত-নিষ্পন্ন তণ্ডুল কর্তৃক পুরোডাশ ইত্যাদি নিষ্পাদিত হয়; সেই পুরোডাশ ইত্যাদির দ্বারা দর্শ-পূর্ণমাস ইত্যাদি যজ্ঞ সম্পাদিত হয়ে থাকে; পরন্তু তণ্ডুল ইত্যাদির দ্বারা নিষ্পাদিত হয় না। তাহ'লে, প্রমাণান্তরের সাথে বিরোধ হয়ে পড়ে। যদি বলো, স্বাধ্যায় ও অর্থজ্ঞানের আবশ্যক নাই, ''যদৃচোঽধীতে'' ইত্যাদি (তৈ. আ. ২।১০) সূত্রানুসারে অধ্যয়ন ক'রে পঠিত অর্থবাদোক্ত ঘৃতকুল্যা ইত্যাদিই ভাবা হবে; কিন্তু তা-ও হ'তে পারে না। তা-ও ব্রহ্মযজ্ঞ ও স্বাধ্যায়কে অধিকার ক'রে পঠিত হয়েছে। অতএব, তার দ্বারা গ্রহণ-অধ্যয়ন-ফলসমর্পকত্বের লাভ হয় না। তথাপি, যদি বলো, এর অতিদেশ হ'তে প্রাপ্তিবশতঃ ফলই ভাব্য হবে; তা-ও নয়। কারণ, অর্থবাদ কখনও অতিদেশ হ'তে পারে না। সেই হেতু, 'বিশ্বজিৎ' ন্যায়ের দ্বারা অধ্যয়ন-বিধির স্বর্গই ভাব্য। এ সম্বন্ধে উক্ত হয়েছে; যথা,—বিধি-ভিন্ন দৃষ্টলাভ হ'তে অর্থ কখনও সম্ভব হয় না; বিধির শক্তিবশতঃ 'বিশ্বজিৎ' ইত্যাদির ন্যায় স্বর্গ কল্পনীয়।

এস্থলে কথিত হচ্ছে,—অর্থজ্ঞানের জন্যই অধ্যয়ন-বিধি বিহিত হয়। যদি বলো, পদ এবং পদার্থের জ্ঞান-বিশিষ্ট পুরুষগণের বিধি-ভিন্নও অর্থজ্ঞান হয়, অতএব বিধি অনর্থক, এটা উক্ত হয়েছে; তা-ও নয়। 'অধ্যয়ন দ্বারা সংস্কৃত যে স্বাধ্যায়, তার দ্বারাই অর্থ অবগত হবে, পুস্তক ইত্যাদি পাঠ দ্বারা নয়, এইরকম বিধির নিয়ম আছে।' যদি বলো, উক্ত বিধি যজ্ঞের নিমিত্ত নয়; অতএব, এতে নিয়মের অনুপপত্তি হচ্ছে। কিন্তু তা-ও বলতে পারো না। কারণ ''প্রাঙ্‌মুখোঽন্নং ভুঞ্জীত'' অর্থাৎ 'পূর্বমুখ হয়ে অন্নভোজন করবে'—এই যে বিধি, এও যজ্ঞের নিমিত্ত নয়। কিন্তু এই স্থলেও নিয়ম দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। যদি বলো, 'ব্রীহি সমূহকে প্রোক্ষণ করছে' ইত্যাদি বিধির ন্যায় উক্ত বিধি, সংস্কার-বিধানমাত্রেই পর্যবসিত হচ্ছে ব'লে স্বাধ্যায়ের অর্থজ্ঞানরূপ অর্থকে জানাচ্ছে না; কিন্তু এ-ও বলতে পারো না। ''চরুং উপদধাতি'' চরু সংস্কারমূলক এই উপধান-বিধি তৈত্তিরীয় সংহিতায় উক্ত হয়েছে। সেই বিধি অনুসারে সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে যেমন চরুর স্থলনিষ্পত্তি বা চরুর প্রস্তুত কার্য সম্পন্ন হয়; সেইরকম স্বাধ্যায় (বেদ) অধ্যয়ন করতে করতে, তার অর্থবোধ করিয়ে দেয়। যদি বলো, সংস্কারের বিনিয়োগ পর্যন্ত সংস্কার-বিধি হ'লেও, ফলবিষয়ে বিশেষ উল্লেখ নেই; সুতরাং, কেন ঐ সংস্কার-বিধিতে স্বর্গরূপ অর্থ বিধান করবে না? এ-ও বলতে পারো না; কারণ দৃষ্টপ্রয়োজনরূপ অর্থজ্ঞানের সম্ভব হ'লে, অদৃষ্ট অর্থের কল্পনা নিষ্প্রয়োজন হয়। এ বিষয়ে কথিত হয়েছে, লভ্যমান ফল দৃষ্ট হ'লে, অদৃষ্টফল-কল্পনার প্রয়োজন হয় না; বিধির নিয়মার্থ আছে ব'লে, অনর্থক বিধি বিহিত হয় না। যে দ্বিজ, শিষ্যকে উপনীত ক'রে কল্প এবং রহস্যের সাথে বেদাধ্যয়ন করান, তাঁকে আচার্য বলে (ম. স্মৃ.২।১৪০)। প্রাভাকরগণ ব'লে থাকেন, উক্ত স্মৃতির দ্বারা অনুমিত বিধির সাথে, ''উপনীয়াধ্যাপনেন'' ইত্যাদি বিধির দ্বারা ''স্বাধ্যায়োঽধ্যেতবঃ'' অধ্যয়ন-বিধি লব্ধক্রিয় হয়। তার অধিকারপরত্বের জ্ঞানেচ্ছা হ'লে, প্রথম প্রতীত (স্মৃতি-অনুমিত) বিধির দ্বারা আচার্যের

অধিকার আশঙ্কা করা যায়। অন্তরঙ্গহেতু অর্থজ্ঞানের অধিকারপরত্ব ঘটে।

কিন্তু আচার্যকরণরূপ বিধির অভাববশতঃ তা যুক্তিযুক্ত নয়। যদি বলো, এইরকম উক্ত আছে, —''উপনীয় তু যঃ শিষ্যং—এই স্মৃতির দ্বারা উপনীত ক'রে অধ্যাপন হেতু আচার্য ব'লে ভাবনা করবে'', যদি বলো, এইরকম আচার্যকরণরূপ বিধি অনুমিত হয়; কিন্তু তা-ও হ'তে পারে না। এই রকম শ্রুতিবাক্য অন্যরূপ স্মৃতির দ্বারাও অনুমান করতে পারা যায় না; কারণ এই স্মৃতির মতে উপনীত ক'রে যিনি অধ্যাপয়িতা, তিনিই আচার্য নামে অভিহিত হন। কিন্তু অধ্যাপন-বিষয়ে এ বিধি বিহিত নয়। সেই বিধান-বিষয়ে ''যিনি অধ্যাপয়িতা, তাঁকে আচার্য বলে,''—এই অংশের সাথে একবাক্যতার বিরোধ হচ্ছে। যদি বলো, উক্ত বিধিতে ''উপনীত ক'রে অধ্যাপন করাবে'—এইরকম অধ্যাপনাকে বিহিত ক'রে, পরে বিধিসিদ্ধ অর্থকে 'যস্তু' এইভাবে ব'লে, তাঁর (অধ্যাপকের) আচার্যত্ব প্রতিপন্ন করছে; কিন্তু তা-ও হ'তে পারে না। কারণ ঐ অর্থে বিধির প্রতীতি না হয়ে বাক্যের ভেদকল্পনাতে প্রমাণের অভাব ঘটছে। এ বিষয়ে উক্ত হয়েছে,—একবাক্যের স্থলে বাক্যভেদ যুক্তিযুক্ত নয়। আরও, 'যোঽধ্যাপয়েৎ' এই 'যৎ' শব্দের যোগও বিধির শক্তিকে নষ্ট করছে। যদি বলো, তাহ'লে, 'যদাগ্নেয়োঽষ্টাকপালঃ' ইত্যাদি স্থলেও 'যৎ' শব্দের যোগে বিধির শক্তি নষ্ট হোক; তা-ও বলতে পারো। কিন্তু সেই স্থলেও 'যৎ' শব্দ বর্তমান থাকায় বিধিভঙ্গ-ভয়ে, উক্ত তৈত্তিরীয়-সংহিতায় ''অমাবাস্যায়াং চ পৌর্ণমাসাঞ্চ' এইরকম অর্থবাদ দ্বারা 'যা স্তুত হয়, তা-ই বিহিত হয়।' এই ন্যায়ে পরিকল্পিত অন্যকেই বিধি ব'লে স্বীকার করা হয়েছে। সেই হেতু ''উপনীয়তু যঃ শিষ্যং'' ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যের দ্বারা অনুমিতা যে শ্রুতি, তা আচার্য-করণ-বিধিতে প্রমাণ নয়। যদি বলো, 'অষ্টবর্ষবয়স্ক ব্রাহ্মণকে উপনীত করবে এবং তাকে অধ্যয়ন করাবে'; এই স্থলে ''সম্মানন'' (পা. ১৩।৩৬) এই সূত্রের দ্বারা আচার্যকরণবিষয়ে 'নীঞ' ধাতুর আত্মনেপদ বিধান আছে ব'লে উপনয়নে আচার্য-করণ-বিধিই অপেক্ষিত হচ্ছে। তা-ও যুক্তিসিদ্ধ নয়; কারণ, 'ব্রাহ্মণের ষট্‌কর্মের (যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহের) মধ্যে যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ এই কর্ম তিনটি জীবিকারূপে নিরূপিত হয়েছে।'. (ম. স্মৃ. ১০।৩৬)। স্মৃতিতে উক্ত এই বাক্যের দ্বারা দ্রব্যোপার্জনের নিমিত্ত প্রাপ্ত যে অধ্যাপনা, তা-ও বিধিযোগ্য হচ্ছে না। তথাপি যদি বলো, তাতে অলৌকিক আচার্যসাধন হচ্ছে ব'লে অপ্রাপ্ত যে অধ্যাপন, তা বিধিযোগ্য হোক। এ-ও বলতে পারো না। কারণ, আচার্য-কর্ম লোকসিদ্ধ ব'লে তার অলৌকিকত্ব প্রতিপন্ন হচ্ছে না।

যদি বলো, তা-ই হলো; যদি বলো, 'উপনয়ীত' এই আত্মনেপদ থেকে নিয়মের সাথে বর্তমান যে উপনয়ন, তার শেষিত্ব-প্রতীতিবশতঃ আচার্য-কর্ম অলৌকিক; তা-ও নয়। আচার্যকরণে বর্তমান যে 'নীঞ' ধাতু, কর্তার অভিপ্রায় ভিন্ন বিষয়ে তার আত্মনেপদের বিধান আছে। অতএব উপনয়ন ও আচার্যকরণ এদের পরস্পরের অঙ্গাঙ্গিভাব হচ্ছে না। তা'হলে 'স্বরিতঞিতঃ' (পা. ১।৩।৭২) এই সূত্রের দ্বারা ধাতু ঞিত্ব বশতঃ আত্মনেপদের সিদ্ধি হয় এবং 'সম্মাননাদি' সূত্র অনর্থক হয়। যদি বলো, যা কর্তার ক্রিয়াফলাভিপ্রায়, তা কর্তার অভিলষিত নয়; কিন্তু সেই ফল কর্তৃগত; অতএব, উপনয়ন ক্রিয়ায় যে ফল, তা মাণবকনিষ্ঠ ব'লে কর্ত্রভিপ্রায় হচ্ছে না। অতএব, যদি বলো,— আচার্যকরণ বিষয়ই 'নীঞ' ধাতুর আত্মনেপদ সিদ্ধ হচ্ছে; কিন্তু তা-ও বলতে পারো না। কেন-না, ''বসন্তে ব্রাহ্মণোঽগ্নিমাদধীতে'' (তৈ.ব্রা. ১।১।২৬) এই তৈত্তিরীয় সংহিতোক্ত অগ্ন্যাধান বিধিটির আধান ফল যে অগ্নিসংস্কার, তা অগ্নিগত। এতে কর্তার অভিপ্রায় সিদ্ধ হচ্ছে না। অতএব ''স্বরিতঞিতঃ'' এই সূত্রের দ্বারা আত্মনেপদ হবে না; এইরকম, উপনয়ন ক্রিয়ার ফল যে সংস্কার,

তা মাণবকের (অনুপনীত ব্রাহ্মণকুমারের) অভিলষিত ব'লে, কর্তার অভিপ্রেত হচ্ছে না। পরন্তু, উক্ত সংস্কার আচার্যের অভিলষিত; কারণ, আচার্যের অভিলষিত না হ'লে তার ক্রিয়াফলের উপপত্তি হয় না; ক্রিয়ার জন্য অপর কেউ কর্তার অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হলো না। কিন্তু কর্তার অভিলষিত ক্রিয়ার জন্য ক্রিয়ার ফল তাঁরই হয়ে থাকে। তা না হ'লে, ক্রিয়ার জন্য অন্য ব্যক্তিরও শ্রম ইত্যাদিও ফলপ্রদ হতো। এতে "স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদির স্থলে ক্রিয়াফল কর্ত্রভিপ্রায় হয় না এবং আত্মনেপদও হয় না। যদি বলো, মাণবকের ঈপ্সিত সাধনের দ্বারাই উপনেতার উপনয়ন-ক্রিয়ার ফল অভিলষিত, এটি আপনাদের মত; কিন্তু তার দ্বারা ক্রিয়াফলের কর্ত্রভিপ্রায়ত্ব প্রতিপন্ন হয় না। সুতরাং এ-ও বলতে পারো না; কারণ, তাতে আচার্যকামনার সাধন হয় না ব'লে, মাণবকের অধিকারে ঈপ্সিতের উপপত্তি হচ্ছে না। অথবা, উপপত্তি হ'লে, মাণবকাধিকারের অভিলষিত বস্তুর প্রযোজক ব'লে, আচার্যকের যে অধিকার, তার প্রযোজকত্ব হয় না। সেই হেতু, আত্মনেপদ হ'তেই ক্রিয়াফলের, কর্তার অনভিপ্রায়ের, অবগতি হয়। তাতে মাণবকের সম্যক্ ঈপ্সিত বস্তুর সাধনের দ্বারাই উপনয়নের প্রতীতি হচ্ছে।

"উপনীয়তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েৎ" এই বিধিতে "উপনীয়" এই 'ক্ত্বা' প্রত্যয়ের দ্বারা উপনয়নের আচার্য-কর্মের শেষত্ব ব'লে মনে করো না; কারণ, স্মৃতিতে যে 'ক্ত্বা' প্রত্যয় আছে, তা "সমানকর্তৃকয়োঃ পূর্বকালে" (পা.৩।৪।২১) এই সূত্রের দ্বারা এককর্তকত্ব ব'লে উপনয়ন ও অধ্যাপনের সমানকর্তৃকত্বকেই অভিহিত করছে। যেহেতু, ঐ 'ক্ত্বা' প্রত্যয়, এককর্তাতেই প্রযুজ্য এবং সেই এককর্তৃত্বও পরস্পর অঙ্গাঙ্গি ভাব হ'তেই উপপন্ন হয়। এই হেতু উপনয়ন যে অধ্যাপনের অঙ্গ, তা বিলম্বে প্রতীয়মান হয়। "বসন্তে ব্রাহ্মণমুপনয়ীত" (আপ. ধ. ১।১।১।১৯) এই দ্বিতীয় শ্রুতি-বাক্যটি, প্রত্যক্ষ শ্রুতিরই অন্তর্গত। এই দ্বিতীয় শ্রুতি-বাক্যের দ্বারা উপনয়নের উপনেয়শেষত্ব সহজেই প্রতীত হচ্ছে। 'শ্রুতিবাক্যে ও স্মৃতিবাক্যে পরস্পর বিরোধ ঘটলে, শ্রুতিবাক্যই বলবান হয়'—এই হেতু, দ্বিতীয় শ্রুতি অনুসারে, উপনয়নের উপনেয়-শেষত্বই অঙ্গীকার করা কর্তব্য।

যদি বলো, উপনয়ন, উপনেয়ের শেষত্ব-সাধক; তথাপি উপনেয় আবার আচার্য-কর্মের শেষ-সাধক ব'লে, তার দ্বারা উপনয়নেরও তদঙ্গত্ব হোক। এ-ও বলতে পারো না। কারণ, উপনেয়-সংস্কার, আচার্য-কর্মের সমাপ্তিকারক, এবং উপনেয়ের শেষসাধক। অতএব, প্রয়োজনের অভাব-বশতঃ অন্য পুরুষগত যে আচার্য-কর্ম, তা বহিরঙ্গ হচ্ছে; এবং একপুরুষগত যে অধ্যয়নকর্ম, তা অধ্যয়ন হচ্ছে। 'অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ এই উভয়ের মধ্যে অন্তরঙ্গ বলবৎ'; এই ন্যায় হেতু তা অধ্যয়নের অঙ্গ বলেই স্বীকার করা উচিত। যদিও এককর্তৃবিহিত স্মার্ত 'ক্ত্বা' প্রত্যয়ের শক্তিতেই অন্তরঙ্গ-বিধি বাধিত হয়, তাহ'লে আপনার পক্ষে 'অধ্যাপনবিধিপ্রযুক্ত অধ্যয়ন বিধির অধিকারপরত্ব কি?' এই জিজ্ঞাসা উপস্থিত হ'লে, তার উত্তরে কথিত হচ্ছে,—"অধীত্য স্নায়াৎ"। এই বিধিতে যে স্মার্ত 'ক্ত্বা' প্রত্যয় আছে, তার দ্বারা যেমন অন্তরঙ্গ-বিধির বাধ হয়; সেইরকম, অন্তরঙ্গার্থজ্ঞানপরত্বকে পরিত্যাগ ক'রে আচার্যের অধিকার-পরত্বই বলবৎ হয়। সেই হেতু কর্তার অভিপ্রায় ভিন্ন বিহিত যে আত্মনেপদ, তার শক্তিতে অন্তরঙ্গ যুক্তির বাধ-হেতু উপনয়ন—অধ্যয়নাঙ্গ। এই হেতু আচার্য-কর্ম, নিয়মের সাথে উপনয়ন বিধির সমাপক হচ্ছে না; অতএব আচার্যকর্মের অলৌকিকত্ব সিদ্ধ হচ্ছে না। কারণ, তা সিদ্ধ হ'লে, অন্য হ'তে প্রাপ্ত যে অধ্যাপনকর্ম, তার আচার্যকর্মশেষত্ব হেতু উক্ত বিধিরই আসদ্ধি হয়।

যদি বলো, তাহ'লে কি ক'রে "অধ্যাপয়ীত" এই বিধি যুক্তিযুক্ত হয়? 'এর দ্বারা অন্নাদিকামী

ব্যক্তিকে যাগ করাবে?' এই বিধিরূপ উক্ত 'অধ্যাপয়ীত' বিধি, প্রযোজক-ব্যাপারের অন্তরঙ্গ হ'লেও প্রযোজ্য-ব্যাপারপর, এটা বলব। 'এতয়ান্নাদ্যকামং' উক্ত বিধিতে কামনারূপ শ্রুতির শক্তি হেতু কামী ব্যক্তিরই বিধিতে অপেক্ষা হচ্ছে ব'লে ঐ বিধি প্রযোজ্যব্যাপারপর হোক। এখানে কিন্তু তার অভাব বশতঃ প্রযোজ্যব্যাপারপর হবে না। এ বলতে পারো না। কারণ, ''নিষাদ স্থপতিং যাজয়েৎ''—এস্থলে কামশ্রুতির অভাব হ'লেও দ্রব্যোপার্জনের নিমিত্ত প্রাপ্ত যে যাজনকর্ম, তাকে পরিত্যাগ ক'রে অপ্রাপ্ত যে প্রয়োজ্যব্যাপার, তা-ই বিধেয় হচ্ছে। এর দ্বারা ''গুরু শিষ্যকে উপনীত ক'রে মহাব্যাহৃতি পূর্বক বেদ অধ্যয়ন করাবে এবং ঐ শিষ্যকে শৌচাচার শিক্ষা দেবে'' (যা.স্মৃ. ১।২।৭)—এই স্মৃতির বিধিটিও যে অধ্যাপনবিধির বিষয় নয়, তা অবগত হওয়া যাচ্ছে।

আরও, ''উপনীত ক'রে যিনি শিষ্যকে বেদ শিক্ষাদান করেন, তিনি আচার্য নামে অভিহিত হন'' (যা. স্মৃ. ২।২।২৬) এই স্মৃতির বিধিও ক্রিয়াযোগ্য আচার্য শব্দকে স্পষ্টভাবে অভিহিত করছে। অতএব, অধ্যাপকের বিধিই নেই, এটা সিদ্ধ হলো। অধ্যাপন বিধির অভাববশতঃ আপন বিধিপ্রযুক্ততাই অধ্যয়নের বিধি। সেই বিধি, ''অধ্যয়নের দ্বারা সংস্কৃত যে স্বাধ্যায়, তার দ্বারাই অর্থকে জানবে' এমন অর্থবিহিত করছে। অতএব সমগ্র বেদরাশির অর্থ-বিবক্ষাতে স্বতঃ-প্রামাণ্যবশতঃ তার অন্তর্গত এই অথর্ববেদের ব্যাখ্যা করা যুক্তিযুক্ত, এটা স্থিরীকৃত হলো। বেদের যে স্বতঃ-প্রামাণ্য আছে, তা আচার্যগণ চোদনা (প্রেরণা) সূত্রে উপপন্ন করেছেন। বাদিগণ সেই বেদবিষয়ে বহু রকম বিবাদ ক'রে থাকেন। সাংখ্যগণ বলেন—প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য এই উভয়ই বেদ থেকে প্রতিপন্ন (স্বতঃসিদ্ধ) হয়। তার্কিকগণ বলেন,—উক্ত প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য অন্য থেকে হয়। মীমাংসকগণ বলেন,—প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ, অপ্রামাণ্য—অন্যসিদ্ধ। সৌগতগণ বলেন, অপ্রামাণ্য—স্বতঃসিদ্ধ, প্রামাণ্য—অন্যসিদ্ধ।

স্বতঃসিদ্ধ যে প্রামাণ্য অর্থাৎ যা স্বতঃ-সপ্রমাণ, কার্যের কারণ থেকে কার্যের সাথে তা উৎপন্ন হয়। এ বিষয়ে সাংখ্যগণ এই রকম প্রতিপন্ন করেছেন, 'অসৎ' স্বতঃই অপ্রামাণ্য। এই হেতু 'সৎ' এবং 'অসৎ' উভয়ই আপন আপন স্বরূপ বিশিষ্ট; অর্থাৎ, যা সৎ, তা সৎ; যা অসৎ তা অসৎ। এই বিষয়ে প্রমাণ এই যে, যা 'অসৎ', তার ক্রিয়া নেই, যথা শশকের শৃঙ্গ। কর্তার পূর্বে কার্য অসম্ভব (অসৎ); কর্তা ভিন্ন কার্য হ'তে পারে না। অতএব সৎই আদিভূত। সুতরাং কারণের পূর্বে কার্য-সম্বন্ধ সপ্রমাণ হয় না। পূর্ব সম্বন্ধের বিষয় যদি উত্থাপন করো, কিন্তু তা-ও উপপন্ন হয় না; কেন-না, অসতের সম্বন্ধই প্রমাণিত হয় না। আদিতে সতেরই কার্য (বিদ্যমানতা) স্বীকার করতে হবে। আদিতে অসৎ স্বীকার করলে, ''এইটি এর কারণ অথবা এইটি এর কার্য''—এমন অধ্যাহার করা যায় না। অসতের এবং অসম্বন্ধের কোনরকম পার্থক্য নেই। (যা অসৎ, তার সাথে কার্যকারণের কোনরকম সম্বন্ধ থাকতে পারে না)। এ বিষয়ে শাস্ত্রে কথিত আছে,—''অসত্তান্নাস্তি'' ইত্যাদি; অর্থাৎ—অসত্ত-হেতু (অসৎ) সম্বন্ধের সংশ্রব থাকে না। কারক (কর্তা) সৎসঙ্গযুক্ত। অসম্বন্ধ (অসৎ) হ'তে বিশ্বয়ের উৎপত্তি কল্পনা করতে গেলে, তা যুক্তিতে দাঁড়াতে পারে না।' অপিচ, কারণ হ'তে কার্য অভিন্ন ব'লে আদিতে অসতের উপপত্তি হয় না। যেমন, তন্তু হ'তে পট ভিন্ন নয়; কেন-না তাদের পরস্পরের কর্ম-সম্বন্ধ আছে। যে বস্তু যা হ'তে ভিন্ন, সেই বস্তু তার কার্য হ'তে পারে না; (পরস্পর ভিন্ন বস্তুর সম্বন্ধ সূচিত হয় না); যেমন, গো ও অশ্ব পরস্পর ভিন্ন (একের সাথে অন্যের সম্বন্ধ নেই)। অন্য পক্ষে আবার দেখুন; যেমন তন্তুর কার্য—পট (তন্তুর সাথে পটের সম্বন্ধ আছে); কেন-না তন্তু হ'তে পট ভিন্ন নয়। যে বস্তু যে ভাবে বিভিন্ন, তার সাথে সংযোগ ও বিয়োগ সেই ভাবেই হয়ে থাকে;

যেমন, কুণ্ড ও বদর কিম্বা মেরু ও বিন্ধ্য। কিন্তু পটের, তন্তুর সাথে উক্ত ভাবের সম্বন্ধ নেই (কুণ্ড ও বদরে কিম্বা বিন্ধ্য ও মেরুতে যে সম্বন্ধ বা ভিন্নতা, এখানে তা নেই। অতএব তন্তু হ'তে পট ভিন্ন নয়। এইভাবে তন্তু ও পটের অভেদ সিদ্ধ হয়। ফলতঃ কার্যের পূর্বে সতের অস্তিত্বই সিদ্ধ হয়ে থাকে।

এ বিষয়ে আরও কথিত হ'তে পারে,—ক্রিয়মাণত্ব সত্ত্বসাধন নয়; (অর্থাৎ, কর্ম থেকে সৎ উৎপন্ন হয় না); অসৎ থেকে সতের উৎপত্তি-হেতু বিবৃত হ'লে, তাতে মাত্র সন্দেহই বর্ধিত করে; যেমন, সৎ থেকে ঘট ইত্যাদির ক্রিয়মানত্ব দৃষ্ট হয় না, তাতে কৃতকরণরূপ ব্যাপারের অনুপপত্তি ঘটে। এইভাবে আবার অসৎ থেকে ক্রিয়মাণত্বও উপপন্ন হ'তে পারে; যেহেতু, উৎপত্তির পূর্বে ঘট ইত্যাদি অসৎ ছিল; উৎপত্তি দর্শন-হেতু সামগ্রীর মধ্যে গণ্য হয়ে তা সতে পরিণত হলো (অতএব অসৎ থেকে সতের উৎপত্তি কেন-না হ'তে পারবে?)। এমনও কথিত আছে, কারণের সাথে অসম্বন্ধ যে কার্য, তার উৎপত্তি হয়; তাতে 'এটাই এর কার্য। এই-ই এর কারণ এইরকম নিয়মের অনুপপত্তি ঘটছে। কিন্তু তা-ও যুক্তিযুক্ত নয়। কেন-না, কোনও কারণ কোনও কার্যে সমর্থ হয়, এইরকম সামর্থ্য-বশতঃ নিয়মের সিদ্ধি হচ্ছে। শক্তিমান্ ভিন্ন শক্তি থাকতেই পারে না। কিন্তু এ প্রসঙ্গে এমন প্রশ্ন উঠতে পারে না। এই অগ্নি, অদ্বিষ্ঠের অদ্বিতীয়ত্বের এবং অতীন্দ্রিয়ের আশ্রয় ব'লে, তার গুরুত্ব আশ্রয় সিদ্ধ হয়। শক্তিমানের সাথে শক্তির অভিন্নতা নেই। শক্তিকে কার্যকারণ-ভাবের নিয়মিকাও বলা যেতে পারে না। শক্তিমানের আশ্রয়ভূতা শক্তি, প্রতিনিয়ত শক্তিমানেরই অনুকূল-স্বভাববিশিষ্টা ব'লে কথিত হয়। অন্যথা, সৎকার্য-বাদ পক্ষেও প্রধান উপাদান-স্বীকার হেতু, সর্ব-জগতের সর্ব-বস্তুর সর্বময়ের সর্বত্র সর্বদা সৎস্বরূপে বিদ্যমানতার জ্ঞানের—অভাব ঘটে। তাতে, এটাই এর কার্য, এটাই এর কারণ, এ নিয়ম থাকে না। যদি বলো, সর্বত্র সর্বদা কার্যের সত্তা-বিশেষেও সেই সেই ভাবপ্রকাশক সামর্থ্য-নিয়ম-হেতু, সেই সেই ভাবপ্রকাশক নিয়ম হয়; তাহলে, আমাদের পক্ষে সেই সেই বিষয় উৎপাদক কারণ-সামর্থ্যের নিয়ম উপস্থিত হয়; তাতে পূর্বোক্ত সৎকার্য উৎপত্তির নিয়ম অব্যাহত থাকে। পুনশ্চ, কার্যকারণের অভেদ-সাধক যে অনুমান, তা-ও তন্তু-পটের সম্বন্ধ-বিষয়ে প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের অভাব-বশতঃই ঘটে থাকে। তাকে প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ কালের অতীত ব'লে বুঝতে হবে। আরও, কর্তার ব্যাপারের অর্থাৎ কর্মের প্রারম্ভে কারণ বিষয়ে কার্য সৎ হয়। তাহ'লে কারণেই কার্যের উপলব্ধি ঘটছে। এ পক্ষেও বিতর্ক আছে। অপর পক্ষে বলতে পারেন, কারণে কার্য উপলব্ধ হয় না। সেই হেতু অসৎই প্রতিপন্ন হয়। যদি বলো, প্রথমে সবই কার্য হয়েছিল, কিন্তু তার অভিব্যক্তির অভাববশতঃ তা উপলব্ধ হয় না; তা-ও বলতে পারো না। এই যে অভিব্যক্তির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, স্বরূপতঃ তা কি? অদিতে তা 'সৎ' কি 'অসৎ' ছিল? যদি 'সৎ' বলো, তাহ'লে আদিতেই কেবল তন্তু-সমূহেই পট উপলব্ধ হতো। আর যদি 'অসৎ' বলো, তা'হলে সেই 'অসৎ' থেকেই পরে তার উৎপত্তি স্বীকার করতে হয়। তাতে সকল 'অসৎ' থেকে 'অসৎ' কার্যের উৎপত্তি অঙ্গীকৃত হয় না কি? তা-ই অঙ্গীকৃত হয়। এ বিষয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। অতএব সতের কার্য অস্বীকার করলে, প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য উভয়ই স্বতঃসিদ্ধ হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে সামান্য মাত্র প্রমাণই প্রমাণের মধ্যে গণ্য হয়। তা অপ্রামাণ্য; কারণ তাতে 'সৎ' এবং 'অসৎ' উভয়ই স্বতঃসিদ্ধ হয়। কিন্তু তা যুক্তিযুক্ত নয়।

আরও, কেউ কেউ অপ্রামাণ্যকে স্বতঃসিদ্ধ এবং প্রামাণ্যকে অন্যাসিদ্ধ মনে করেন। তাঁদের মত এই যে, যদি প্রামাণ্যকে স্বতঃসিদ্ধ ব'লে স্বীকার করো; তাতে 'কোটি' সংখ্যার নির্ধারণে (অর্থাৎ

বিষয়-মাত্রেই) প্রমাণের ও অপ্রমাণের কোনরকম সন্দেহই আসতে পারে না। অপর পক্ষে (অপ্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ ব'লে স্বীকার করলে) সর্বত্রই সন্দেহ বর্তমান থেকে যায়। যদি বলো, কারণের গুণজ্ঞান থেকে অথবা অর্থক্রিয়ার উপলব্ধি থেকে প্রামাণ্যের নিশ্চয় হোক; তা-ও বলতে পারো না। কারণ, অর্থসন্দেহ হ'তেও প্রবৃত্তির উপপত্তি ঘটে। প্রবৃত্তকর্মের অর্থক্রিয়া (উদ্দেশ্য) উপলব্ধ হ'লে, পূর্বপরিজ্ঞাত অর্থক্রিয়াকারিত্বের সত্যতা অবধারিত হয়। তাতে সেই বিষয়ের পূর্বজ্ঞানের সেই অর্থসম্বন্ধিত-হেতু পশ্চাৎ তা প্রামাণ্য ব'লে নিশ্চিত হয়ে থাকে (পূর্বে যে বিষয়ের যে জ্ঞান সঞ্চিত থাকে, তার দ্বারা সেই সম্বন্ধীয় ব্যাপারের উৎপত্তি বিষয়ক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়)। এ বিষয়ে উক্ত আছে, 'তস্মিন্ সদপি' ইত্যাদি;অর্থাৎ, বিদ্যমানতা সৎ হ'লেও তার নিশ্চয় করতে সমর্থ হওয়া যায় না; পরবর্তী ক্রিয়ার জ্ঞান থেকেই কেবল তা অনুভূত হয়ে থাকে। এ বিষয়েও আপত্তি হ'তে পারে; কেউ বা বলতে পারেন,—অর্থক্রিয়াজ্ঞানেরও আপন বিষয়ার্থ-ক্রিয়ার পরিনিশ্চয়ে পরের অপেক্ষা থাকছে; এবং তাতে অনবস্থা আসতে পারে (একের কার্যের কারণ নির্ণয়ের বিভ্রম অসম্ভব নয়; সুতরাং পরবর্তী কার্য দেখে পূর্ববর্তী কার্যের কারণ নির্ধারণ করা সমীচীন নয়)। ফলদর্শনেই কারণ উপলব্ধ হয়; ফলের নিমিত্তই কার্য বিহিত হয়; ফল, কার্যকে আনয়ন করে না। স্ফুট (প্রকাশমান) বিষয়ের অবিকল্প (রূপান্তরের অভাব) হেতু অর্থ-ক্রিয়া-জ্ঞান আপনা-আপনিই প্রমাণিত হয়। (দ্রব্য দর্শন-মাত্রই তার কার্যকারণের ভাব আপনা-আপনিই উপলব্ধ হয়)। এইভাবে আপন বিষয়ের যে যাথার্থ্যাবধারণ, তাকেই প্রমাণ বলে। প্রামাণ্যের দ্বারা যা অবগত হওয়া যায়, তা প্রবৃত্তিরই অঙ্গ। সুতরাং প্রবৃত্তির (কর্মারম্ভের) পরবর্তী কালের অর্থক্রিয়ানির্ণয় (কার্যাদৃষ্টে কারণের অনুভবত্ব) নিষ্ফল ব'লে স্বীকার করা যায় না। জ্ঞানান্তরে নিশ্চিত প্রবৃত্তির ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিসম্ব ইত্যাদি জ্ঞানের প্রবর্তক যে প্রমাণ, তার প্রতিবন্ধ বিশেষরূপে কল্পিত হ'তে পারে না। তার জন্য প্রবৃত্তি-প্রবর্তনায় (কর্মারিম্ভে) পরবর্তী কালের সম্বন্ধ সূচনার উপযোগিতা প্রতিপন্ন হয় (পরবর্তী কালের জ্ঞানের দ্বারা পূর্ববর্তী কার্যের কারণ অনুমিত হয়ে থাকে)। আদ্যজ্ঞানে প্রবৃত্তির কার্যে ফলের অপ্রতীতি হ'লেও পরবর্তী জ্ঞানান্তরে অর্থক্রিয়ারূপ ফলের বিষয় অবগত হওয়া যায়। এতে বিসম্বাদ উত্থাপিত হ'লে, তা বৈলক্ষণ্য (অযৌক্তিক) রূপে প্রতিপন্ন হয়। এ বিষয়ে উক্ত আছে, ''বৃত্তাবভ্যাসবত্যাং'' ইত্যাদি; অর্থাৎ,—আদিতে অপ্রাপ্ত যে কর্মফল, তার বিষয় জানা যায় না; (তাকেই যদি মুখ্য ব'লে কল্পনা ক'রি) অতএব, প্রবৃত্তির কার্যে বৈলক্ষণ্য প্রতীত হয়; (না জানা বা অজ্ঞতা কার্যসাধকের পরিপন্থী হ'তে পারে না)। অতএব ঝটিতিনিঃশঙ্ক প্রবৃত্তিও (সহসা নিশ্চিতভাবে প্রবৃত্তির যে কার্য), বিসম্বাদিগণ কর্তৃক প্রবর্তিত প্রমাণের প্রতিবন্ধক-রূপ বিশেষ নির্দেশের দ্বারা, অনুমান থেকেই আপনা-আপনি প্রমাণিত হয় না (প্রকৃতপক্ষে অনুমানেই তার প্রমাণ উপপন্ন হয়)।

এ বিষয়ে বলা যেতে পারে,—অর্থের যথার্থতা নিশ্চয়-হেতু (অর্থাৎ অর্থ যথার্থ ব'লে) আদি-উৎপত্তি প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হোক। গুণজ্ঞান হ'তে অথবা (পরম্পরা-ক্রমে প্রাপ্ত) সংবাদ হ'তে সেই নিশ্চয়তা (অর্থের যথার্থরূপ নিশ্চয়তা) স্থিরীকৃত হয়। এ সিদ্ধান্ত মিথ্যা বলা যেতে পারে না। সত্যজ্ঞান প্রদানের শ্রেষ্ঠ কারণ ব'লেই প্রামাণ্য স্বীকৃত হয়। 'প্রমিতি' শব্দের অর্থ—অনধিগতবিষয়ের মর্মাবধারণ। যদি বলো, ইন্দ্রিয় ইত্যাদিই প্রামাণ্য, জ্ঞানের প্রামাণ্য নেই; কিন্তু তা-ও বলতে পারো না। কেন-না, জ্ঞানেরই অবধারণরূপত্ব। অতএব, জ্ঞান ভিন্ন অন্যের অবধারণের সাধনশ্রেষ্ঠত্ব উপপন্ন হয় না। অবধারণ দু'রকম; জ্ঞানরূপ ও প্রাকট্য (প্রকাশ) রূপ। যা অনধিগত ছিল, তা গোচরীভূতকরণই জ্ঞানের প্রামাণ্য। অতএব, অনধিগত বিষয়ের যথার্থরূপ অবধারণই প্রমিতি (অর্থাৎ

সত্যজ্ঞান)। প্রমিতিসাধক যে জ্ঞান, তা-ই প্রমাণ। জ্ঞানের ভাবই (জ্ঞানোৎপন্ন বিষয়ই) প্রামাণ্য ব'লে অভিহিত হয়। প্রকৃত শব্দার্থের সাথে যার সম্বন্ধ নেই, তা প্রামাণ্য নয়। প্রমিতি লক্ষণরূপ বাক্যগত যে অবধারণ, সেই উদ্বোধক শব্দের দ্বারা জ্ঞানের ও প্রাকট্যের কার্যকারণ-ভাব উপলব্ধ হয়। তাতে নৈকট্য ও দূরত্বসাধক প্রামাণ্যের একরূপ-জ্ঞানের নিমিত্ত উপাদান প্রাপ্ত হওয়া যায়। জ্ঞানের ও প্রাকট্যের দু'রকম শক্তি। তারা প্রমাণ-গোচর ও অপ্রমাণ-গোচর; অতএব, প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য। উক্ত শক্তি দু'টি, যথাক্রমে 'তথাভূত এই অর্থ' এইরকম তথাত্ব অবধারণ এবং 'অতথাভূত এই অর্থ' এইরকম অতথাত্ব অবধারণ—দু'রকম ভাব প্রকাশ ক'রে থাকে। তার মধ্যে তথাভূতার্থ অবধারণ বাক্য, অর্থক্রিয়ার জ্ঞান ইত্যাদি লক্ষণকে অপেক্ষা করে না ব'লে, জ্ঞানস্বরূপ মাত্রের অধীন। তার দ্বারা অবধারিত প্রামাণ্য স্বতঃ নির্দিষ্ট প্রামাণ্যের মধ্যে গণ্য হয়। আর, অতথাভূতার্থ অবধারণ-বাক্য জ্ঞানের স্বরূপ মাত্রের অধীন হ'লেও কারণ-দোষ ইত্যাদির জ্ঞাপক লক্ষণকে অপেক্ষা ক'রে থাকে। অতএব, তদবসিত অপ্রামাণ্য বিষয় অন্য হ'তে অবধারিত হয়। পরন্তু অতথাভূত অবধারণ জ্ঞানস্বভাবের অধীন নয়। তাতে ভ্রম ও বাধার অসম্ভব-প্রসঙ্গ হয় না (অর্থাৎ তাতে ভ্রম ও বাধা অবশ্যম্ভাবী)। শুক্তিতে রজতকে অতথাভূত ব'লে গোচরীভূত করছে যে জ্ঞান, তার ভ্রমত্ব ও বাধসম্ভব নেই (অর্থাৎ শুক্তি ও রজতের পার্থক্যজ্ঞানই সত্য)। অতথাভূতত্ব, জ্ঞানস্বভাবের অধীন হ'লেও, কারণ-দোষের অবগম অথবা বাধকের প্রত্যয়-হেতু, পরতঃ ব'লেই নির্ধারিত হয়। সেই জন্য, অপ্রামাণ্য, স্বতঃসিদ্ধ না হয়ে পরতঃ অর্থাৎ অন্য হ'তে সিদ্ধ হলো।

এই মতের বিরোধী অন্যান্য পণ্ডিতগণ বর্ণনা করেন যে, অপ্রামাণ্যের মতো কারণগত গুণের জ্ঞানহেতু কিংবা তার সম্বাদহেতু প্রামাণ্যও পরতঃ অর্থাৎ অন্য হ'তেই জ্ঞাত হওয়া যায়। তাঁরা বলেন, —কর্মের অনভ্যস্ত অবস্থাতে সংশয় (ভ্রম) থাকে ব'লে অপ্রামাণ্যের মতো প্রামাণ্য অন্য হ'তেই জানা যায়। কিন্তু এই সাধন যুক্তিসিদ্ধ নয়; কারণ আমাদের মতেও 'এই অর্থ তথাভূত' এইরকম অবধারণ-বশতঃ, প্রামাণ্য পরতই ব'লে নিশ্চিত হয়ে থাকে। এইভাবে সিদ্ধের সাধন হচ্ছে। যদি বলো, জান-বিষয়ে উৎপত্তি অপেক্ষিত না হ'লেও অন্য অপেক্ষিত হচ্ছে। কারণ, প্রামাণ্য যদি জ্ঞানহেতুমাত্রেরই অধীন হয়, তাহ'লে প্রামাণ্যের জ্ঞান অপ্রমাণ হয়। যেহেতু প্রামাণ্য বিষয়ে কারণের অভাব আছে। তা বলতে পারো না। কারণ, এইরকম হ'লে ঘট ইত্যাদির ন্যায় জ্ঞানই হ'তে পারে না। যদি বলো, যে স্থলে দোষের অভাব, সেস্থলে প্রামাণ্য কারণ হয়, আর যে স্থলে দোষের বিদ্যমনতা, সে স্থলে প্রামাণ্য কারণ হয় না; অতএব, অতি প্রসঙ্গ হচ্ছে না। কিন্তু তা বলতে পারো না; তাহ'লে, প্রামাণ্যও অধিকরূপে দোষের অভাবকে গ্রহণ ক'রে জ্ঞাত হচ্ছে; অতএব কিভাবে সেই প্রামাণ্য জ্ঞানহেতু মাত্রের জন্য হবে? যদি বলো, দোষের অভাব প্রামাণ্যের কারণ হ'লেও, গুণ, প্রামাণ্যের হেতু হচ্ছে না, অতএব বেদসমূহের প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ, এটা সিদ্ধ হচ্ছে; কিন্তু তাহ'লে, গুণ প্রামাণ্যের কারণ ব'লে বরং দোষের অভাব প্রামাণ্যের কারণ নয ব'লে সেই-ভাবে গুণের অভাব হচ্ছে; অতএব, বেদসমূহের অপ্রামাণ্য বেদ হ'তেই স্থিরীকৃত হচ্ছে। আমরা কিন্তু গুণের এবং দোষের প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্যের উভয়েরই প্রতি অন্বয় ও ব্যতিরেক উপলব্ধি করছি। সেই জন্য প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য উভয়ই পরতঃ অর্থাৎ অন্য হ'তে —এটা সিদ্ধ হলো।

এস্থলে অভিহিত হচ্ছে, বাধক না থাকলে, কার্যের কারণ হ'তেই কার্যের সাথে কার্যশক্তির উৎপত্তি অঙ্গীকার করা কর্তব্য। অন্যথা, অর্থাৎ উক্তরূপ অঙ্গীকার না করলে, বহ্নিগত যে দাহিকা-শক্তি, তারও কারণান্তর হ'তেই উৎপত্তি হয়। অপিচ, সেই অগ্নি, যে সময় উৎপন্ন হয়, সেই

সময় তার দাহিকা-শক্তি থাকে না। অগ্নি কিন্তু আপন (ইন্ধন ইত্যাদি) আশ্রয়কে দগ্ধ করতে করতেই উৎপন্ন হয়। অতএব, প্রামাণ্য যে স্বতঃসিদ্ধ, এটাই নিশ্চিত হলো। দোষ সম্বন্ধে অন্বয় ও ব্যতিরেকে, অপ্রামাণ্য পশ্চাৎ বিহিত হয় ব'লে, জ্ঞানের বিষয়ে হেতু-মাত্রের কারণ হচ্ছে না।

যদি বলো, এটাই না হয় হলো, কিন্তু প্রামাণ্য যদি জ্ঞানের বিষয়ে হেতু-মাত্রের অধীন হয়, তাহ'লে, স্মৃতিরও প্রামাণ্য স্বীকার করতে হয়। তা নয়। প্রামাণ্য শব্দে তথাভূত যে অর্থ, সেই অর্থের অবধারণকারী শক্তিকে বুঝিয়ে থাকে। আর, সেই স্মৃতি, জ্ঞানের হেতুমাত্র যে শব্দ, তারই অধীন; অতএব, স্মৃতি প্রামাণ্য হ'তে পারে না। অন্যথাতে, অর্থাৎ যদি প্রামাণ্য ব'লে স্বীকার করো তাতে, নৈয়ায়িক-মতেও অপ্রামাণ্য, দোষের অধীন হয়। অতএব, তার অভাবে স্মৃতিতেও প্রামাণ্য সম্ভব হয়ে পড়ে। প্রমা, জ্ঞানের হেতু হ'তে অতিরিক্ত হেতুর অধীন। কিন্তু এর কার্যসম্বন্ধ হ'লে বিশেষত্ব হয়। অতএব, অপ্রমার ন্যায়, এমন যে অনুমান, তা অসাধক হচ্ছে। যা প্রমা, তা জ্ঞান ব'লে, গুণ এবং দোষের কারও অধীন নয়। অতএব 'অপ্রমাবৎ' এমন অনুমানের দ্বারা বিশেষণ-হেতু ভিন্ন অন্য হেতু জাত, সত্বরই প্রবৃত্ত, প্রবল যে বিশেষ-বিষয়, তার দ্বারা এই বিষয় বাধিত হচ্ছে। সেই প্রমা, বিশেষণ-হেতু-জাত ব'লে বিলম্বে প্রবৃত্ত হয়; অতএব, তা দুর্বল। সেই জন্য উৎপত্তিস্থলেও প্রামাণ্য জ্ঞানহেতু-মাত্রের অধীন ব'লে স্বতঃসিদ্ধ এবং অপ্রামাণ্য দোষমাত্রের অধীন ব'লে অন্যসিদ্ধ, এটা স্থিরীকৃত হলো। অতএব বেদসমূহ অপৌরুষেয় ব'লে শব্দগত যে সকল গুণদোষ আছে, তাতে বেদকে পৌরুষেয় ব'লে শঙ্কা করতে পারো না। সুতরাং প্রামাণ্য যে স্বতঃসিদ্ধ, তা নির্বিবাদ।

এস্থলে পূর্বপক্ষ হচ্ছে—এইভাবে বেদের অপৌরুষেয়ত্বের বিষয় যা স্থিরীকৃত হলো, তা অসিদ্ধ। কারণ বাক্য ব'লে বেদবাক্য পৌরুষেয়। যা উক্তসাধন, তা উক্তসাধ্য (অর্থাৎ, যেখানে সাধ্য আছে, সেখানে সাধনও আছে);—যেমন, ভারত ইত্যাদি পুরাণের বাক্য-সমূহ। অতএব, বেদবাক্যসমূহ উক্তসাধন ব'লে পৌরুষেয়। অন্য পুরুষের পূর্ব যে অভিমত, তা পৌরুষেয়। ক্রমবান বর্ণসমূহ পদ এবং ক্রমবিশিষ্ট পদসমূহই বাক্য ব'লে কথিত হয়। নিত্য বর্ণ-সমূহে স্বতঃসিদ্ধই ক্রমের অসম্ভব হয়; অতএব উচ্চারণের ক্রমনিবন্ধনেই ক্রম হয়ে থাকে। উচ্চারণের ক্রমও পুরুষেরই যত্নসাধ্য; এজন্য বেদবাক্যসমূহও ক্রমবিশিষ্ট ব'লে পুরুষ কর্তৃকই যত্নপূর্বক নিষ্পাদিত হয়েছে। এই কারণবশতঃ যাঁরা বেদবাক্যকে অপৌরুষেয় ব'লে প্রামাণ্যকে স্বতঃসিদ্ধ বলেন, তাঁদের মত যুক্তিযুক্ত হচ্ছে না। যদি বলো—'পূর্বপক্ষবাদী যে পুরুষসাধ্য বলেছেন, তা কেমন? তা কি সাক্ষাৎস্বরূপ স্বতন্ত্র (এক) পুরুষনিষ্পাদ্য অথবা পরম্পরাক্রমে পুরুষান্তর নিষ্পাদ্য?' যদি 'সাক্ষাৎস্বতন্ত্র পুরুষনিষ্পাদ্য বলা হয়', তাহ'লে, ইদানীং উচ্চার্যমাণ বাক্য-বিষয়ে তার বাধ ঘটছে। এবং দ্বিতীয় অর্থাৎ পরম্পরাক্রমে পুরুষনিষ্পাদ্য হ'তেই পারে না। যদি বলো,—সাক্ষাৎস্বতন্ত্র পুরুষ কর্তৃক প্রণীত 'অস্মম' ইত্যাদি বাক্য-সমূহে ঐকান্তিকতা হচ্ছে না, অর্থাৎ উভয় নিষ্পাদ্য অতএব অপৌরুষেয়। তা-ও বলতে পারো না; যেহেতু, সাক্ষাৎ ও পরম্পরার পরস্পর ব্যভিচার থাকলেও সাক্ষাৎ ও পরম্পরার মধ্যে এস্থলে একেরই বিবক্ষা হচ্ছে। এরও অন্যথাতে ভারত ইত্যাদি পুরাণের যে বাক্যসমূহ, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ইত্যাদি কর্তৃক সাক্ষাৎরূপে প্রণীত হয়েছে, তা পরম্পরাতে নয় এবং যা পরম্পরাতে প্রণীত, তা সাক্ষাৎরূপে নয়। এই রকম সাক্ষাৎ ও পরম্পরা এই উভয়ানুগত পৌরুষেয়ত্বের অভাবহেতু অন্যতর অপৌরুষেয় ব'লে কথিত হচ্ছে। অতএব, যা বাক্য, তা সাক্ষাৎ হোক আর পরম্পরাক্রমে হোক, স্বতন্ত্র পুরুষ-সাধ্য। এই হেতু যা কথিত হচ্ছে, তার বাধ অথবা ব্যভিচার কিছুই হচ্ছে না ব'লে 'বেদ পৌরুষেয়' এটা সিদ্ধ হলো।

এস্থলে উত্তর পক্ষ, সমর্থিত করছেন,—উক্ত মত সমীচীন নয়। এমন হ'লে বাক্যসমূহে বৃদ্ধ ব্যবহারের দ্বারা অবগত পদের ও পদের অর্থসম্বন্ধের, এবং চক্ষু ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের জন্য সেই সেই পদের অর্থবিশেষের বিষয়ে, পরস্পর নিশ্চিতজ্ঞানে অনিত্যজ্ঞানযুক্ত যে শরীরী, তারই স্বতন্ত্রকর্তৃত্ব দৃষ্ট হয়। এই হেতু যা বাক্য, তা তাদৃশ কর্তৃত্ব দ্বারা ব্যাপ্ত হয়; এবং আপন ব্যাপক যে সেইরকম কর্তা, সেই পক্ষে আপন অভিমত সাধন করতে করতে অশরীরী কর্তাকে বাধিত করছে; কারণ, এটি বিশেষের বিরোধী। পরন্তু পরবর্তী বিধির উৎকর্ষসাধনে অন্তর্ভাব হয়নি। সকল স্থলেই বাক্যত্বধর্মের যা হেতু (কারণ), তা শরীরবিশিষ্ট কর্তা কর্তৃক ব্যাপ্তরূপে দৃষ্ট হয়।

যদি বলো, এস্থলেও তা হ'লে, অনিত্য জ্ঞান-ইচ্ছা ইত্যাদি-বিশিষ্ট শরীরধারীরই কর্তৃত্ব হোক; অপিচ, চিরবৃত্ত যে কর্তা, তা উপলব্ধির যোগ্য নয়। অতএব, যোগ্যের অনুপলব্ধির বাধ হচ্ছে না। এই প্রশ্নও চতুরচিত্ত (বুদ্ধিমান) ব্যক্তিগণের চিত্তকে চমৎকৃত করতে সমর্থ হচ্ছে না। কারণ, এতে অপ (ভ্রান্ত) সিদ্ধান্ত আপতিত হচ্ছে। আরও যদি বেদবাক্যসমূহের শরীরধারী কর্তা হয়, তাহ'লে, সেই কর্তা 'চিরকাল বিদ্যমান' এমন উপলব্ধির অভাব হ'লেও, এটা অবশ্যই শ্রুত হতো। কিন্তু কেউ কখনও, বেদের যে শরীরী কর্তা আছে, তা স্মরণ পর্যন্ত করেননি। সেইজন্য, বেদের কর্তা নেই, এটা নিশ্চিত হলো।

প্রশ্নকর্তা বলতে পারেন,—যদি বলো, কোন একটি মাত্র ব্যক্তি বেদকর্তাকে স্মরণ করেননি—এটাই অপৌরুষেয়ত্বের হেতু: অথবা সকল ব্যক্তিই স্মরণ করেননি এই হেতু। এস্থলে কিন্তু প্রথম প্রশ্ন করতে পারো না; কারণ, দেবদত্ত, যে ঘটকে স্মরণ করেননি, সেই ঘট বিষ্ণুমিত্রের গৃহে অবশ্যই থাকতে পারে। দ্বিতীয় প্রশ্নও করতে পারো না; কেন-না, জৈমিনীয়গণ যে শাস্ত্র স্মরণ করেননি, তা কণাদ ইত্যাদি মুনিগণ অবশ্যই স্মরণ করতে পারেন। প্রশ্নকারীর এ প্রশ্ন যুক্তিসিদ্ধ নয়। যেহেতু বৃদ্ধব্যবহারের দ্বারা অবগত যে পদের এবং পদার্থের সম্বন্ধ তার অর্থ-বিষয়ে বিলক্ষণরূপে ক্ষণিক চক্ষু ইত্যাদির জন্য জ্ঞানবিশিষ্ট মাতাপিতার সম্বন্ধে প্রসূত যে পার্থিব-শরীর-বিশিষ্ট বেদকর্তা, তারই স্মরণ হয় না। স্মরণকারিগণ, যা স্মরণ ক'রে থাকেন, এবং বেদবাক্যসমূহে যেমন পুরুষান্তরের উল্লেখ আছে, তা-ই বাক্যনামে অভিহিত; এবং উক্ত বাক্য আমাদের মতবিরোধী নয়। অপিচ, প্রশ্নকর্তা জৈমিনীয়গণের যে উদাহরণ প্রদান করেছেন; সেই পক্ষে বক্তব্য এই যে, জৈমিনীয়গণ, স্মরণ করবার যোগ্য শাস্ত্রকে স্মরণ করেননি; অতএব, যোগ্য যে স্মৃতি, তা হলো না, এটাই ঐ স্থলে বাধক। এই কারণ বশতঃ (স্বতন্ত্র পুরুষ, বেদের বাক্য ব'লে) উক্ত বাক্যত্বই অপৌরুষেয়ত্বে হেতু হলো। ঐ হেতু, বিরোধী হচ্ছে ব'লে, বেদের যে স্বতন্ত্রপুরুষপূর্বকত্ব, তা সাধনা করতে অসমর্থ; অতএব, তার বিশেষ বিরোধ সিদ্ধ হলো।

যদি বলো, তা না হয় হলো; কিন্তু ঐতরেয় ব্রাহ্মণোক্ত—"অনন্তর তাঁর মুখসমূহ হ'তে বেদসমূহ বিনির্গত হলো"; "ঋগ্বেদ অগ্নি হ'তে, যজুর্বেদ বায়ু হ'তে এবং সামবেদ আদিত্য হ'তে উৎপন্ন হয়েছিল" (ঐ, ব্রা. ৫।৩২); এবং ঋগ্বেদোক্ত—"সেই সর্বহুৎ যজ্ঞ হ'তে ঋক্‌সমূহ, ঋক্ হ'তে সামসমূহ, সাম হ'তে ছন্দঃসমূহ এবং ছন্দঃসমূহ হ'তে যজুর্বেদ সঞ্জাত হয়েছিল" (ঋ.১০।৯০।৯) ইত্যাদি বেদের কারণ-বাদ সমূহ, বেদের পৌরুষেয়ত্বে প্রমাণ। এটাও যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ, সেই বেদসমূহ, পরস্পর বিরুদ্ধার্থবিশিষ্ট এবং অন্য প্রমাণের দ্বারা প্রতিহত। অতএব, তৈত্তিরীয় সংহিতোক্ত "প্রজাপতিঃ" (তৈ. স..২।১।১৪) ইত্যাদি শ্রুতির ন্যায়, অর্থবাদ থাকলেও উপপত্তির আপন অর্থে তাৎপর্যের অভাব হচ্ছে; (অর্থাৎ, উক্ত শ্রুতিবাক্যে যেমন, প্রজাপতি স্বকীয়

বপাকে উৎখিন্ন করেছিলেন, এমন অর্থবাদ আছে, কিন্তু প্রকৃত বিষয়ে তাৎপর্যের অভাব হচ্ছে, সেইরকম)। বেদের মধ্যে যে কাঠকাদি-সমাখ্যা (নাম) আছে, তাও প্রবচনের নিমিত্ত মাত্র। অতএব বেদ যে অপৌরুষেয়, তা সিদ্ধান্তিত হলো। বেদ অপৌরুষেয় ব'লে নিত্য। যে সকল শুষ্কতার্কিক বেদের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না, তাঁরাই বেদবিষয়ে বিবাদ ক'রে থাকেন এবং বেদান্তর্গত শব্দ-সমূহে নিত্যত্ব অনিত্যত্ব অনুমান ক'রে থাকেন। তাঁরা বলেন, কৃতকত্বহেতু শব্দ অনিত্য। কারণ যা কৃতক, তা অনিত্যরূপেই দৃষ্ট হয়ে থাকে। যেমন ঘট, তেমন এই কৃতক; সুতরাং এটা অনিত্য। কিন্তু এ মত সমীচীন নয়। এটা যেমন, ধর্মবিশিষ্ট পর্বত ইত্যাদি প্রত্যক্ষ হ'লে সেই বিষয় অনুমান সাপেক্ষ; সেইরকম তার্কিকগণ কর্তৃক অঙ্গীকৃত হওয়া উচিত। অতএব অনুমানের সামর্থ্যবশতঃই শব্দ যে নিত্য, তা সিদ্ধ হলো। অপিচ, 'অনুসমূহ পূর্ত ব'লে ঘটের ন্যায় অনিত্য'—এই অনুমানে যেমন ধর্মীর গ্রাহক পক্ষে প্রামাণ্যের বাধরূপ দোষ হয়, সেইরকম শব্দ-কৃতকত্বের অনুমানেও দোষ হয়ে থাকে। সেইমতো যদি বলো, যে শব্দধর্মী, তা কিরকমে প্রত্যক্ষ হ'তে পারে; কারণ কৃতক (কৃত্রিম) অনিত্য ব'লে তা-ও নিত্যত্বশূন্য। যদি এইরকমই হয়, তাহ'লে বক্তব্য এই যে, শব্দ ধর্মদ্বয়ের অভাববিশিষ্ট অথবা সেই ধর্মদ্বয়ের ভাববিশিষ্ট। অন্যত্র প্রত্যক্ষীকৃত যে অর্থ, তাকে উক্ত ধর্মদ্বয়, অন্যত্র সাধনা করছে ব'লে উভয় স্থলেই বাধদোষ হয়ে পড়ে। যদি বলো, বাদীর বুদ্ধিবিশেষ হ'তেই ধর্মদ্বয় আপতিত হয়, বস্তুবিশেষ হ'তে নয়; কারণ, বস্তুতে উক্ত উভয়রকম ভাব যোগ্য হ'তে পারে না; তাহ'লে যেস্থলে বাদীর বিপ্রতিপত্তি (বিরোধ) হয়, সেই স্থলে উক্ত উভয় ধর্মই আপতিত হয়। এবং সেই শব্দকে পক্ষ ব'লে অঙ্গীকার করলে, কি ক'রে বাধরূপ দোষ ঘটতে পারে! এবং তা স্বীকার না করলে সকল অনুমানই নষ্ট হয়ে পড়ে। তাই হোক, কিন্তু অন্য শব্দে বৈষম্য আছে। শব্দ ধর্মিত্বরূপে প্রতীত হয়ে প্রত্যক্ষ এবং ব্যাপ্তির সম্বন্ধে পক্ষ ও ধর্মভাবে আশ্রয়ভূত হয়। ঐ শব্দ উৎপত্তির পর স্থিতিশীল বটে কিম্বা স্থিতিশীল নয়। যদি উৎপত্তির পর শব্দের বিদ্যমানতা অস্বীকার করা হয়, আশ্রয়ের অসিদ্ধি ইত্যাদি দোষ ঘটে থাকে। আর যদি বিদ্যমানতা স্বীকার করা হয়, তাহ'লে অনেকক্ষণ স্থায়ী হয় ব'লে তার ক্ষণিকত্বভঙ্গরূপ দোষ হয়। অথচ, যদি বলা যায়, শব্দরূপ জাতিবিশিষ্ট শব্দই স্থিতিশীল হয়, সে-স্থলে আয়ুষ্মান ব্যক্তি বিচার করুন। তাতে কি, জাতি স্থিতিশীল হয়; অথবা ব্যক্তি স্থিতিশীল হয়? যদি বলো, জাতি স্থিতিশীল হয়, তাতে ব্যধিকরণের অসিদ্ধি ইত্যাদি দোষ সংঘটিত হয়। আপনারাই বলেছেন, শব্দত্বরূপ জাতি পক্ষ হ'তে পারে না। অনিত্য যে ব্যক্তিবিশেষ, —তার অবস্থান স্বীকার করলেও পূর্বোক্ত দোষত্ব ঘটে থাকে। আর যদি বলো কোনও ব্যক্তি আছে, তা হ'লেও শব্দব্যক্তি সকলকে ধর্মী ব'লে স্বীকার করায় হেতু বাক্য ভাগ্যসিদ্ধ হয়। কারণ, ভবিষ্যৎ শব্দ, (অর্থাৎ যে শব্দ পরে হবে) এক্ষণে বর্তমান যে কৃতকত্বরূপ হেতু, তার আশ্রয় হ'তে পারে না। (এস্থলে পূর্বপক্ষ বাদীর আশঙ্কা তুলে তার খণ্ডন করছেন)। আর যদি বলো, কারণের যে ব্যাপার-বিষয়ত্ব তারই নাম কৃতকর্ম, সেই কৃতকত্বের অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ এই কালত্রয়ের সাথে কোন বিশেষ সম্বন্ধ নেই; সুতরাং তা সকল শব্দতে বর্তমান আছে; তাহ'লে তার্কিকের পাণ্ডিত্য অদ্ভুত বটে! যে পাণ্ডিত্যে স্বয়ং উক্ত তার্কিক মাত্র কালত্রয় সম্বন্ধবিশিষ্ট শব্দ জ্ঞানযুক্ত (অর্থাৎ যার এমন বুদ্ধি যে,—শব্দ কালত্রয় সম্বন্ধবিশিষ্ট হয়ে) কালত্রয়ের অতীত পদার্থকে প্রত্যক্ষ করেছেন (অর্থাৎ তার এমন পদার্থ প্রত্যক্ষ করাই অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক); সেই হেতু প্রত্যক্ষের অভাবে অনুমানও হ'তে পারলো না। সুতরাং এই অনুমান বিষয়ে পর্বত ইত্যাদির ন্যায় স্থিতিশীল বর্তমান শব্দকে পক্ষরূপে স্বীকার করতে হবে। (যেমন 'পর্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ' এই স্থলে

পর্বতরূপ পক্ষ স্থিতিশীল এবং বর্তমান, সেইরকম শব্দও স্থিতিশীল এবং বর্তমান)। ধর্মী যে শব্দ তার অনিত্যত্ব স্থির হ'লে (অর্থাৎ ধর্মী শব্দ অনিত্য হ'লে) অপর যে "ভবিষ্যৎ" ইত্যাদি শব্দ তাদেরও শব্দত্ব-হেতুক অনিত্যত্ব স্বীকার করতে হবে; এবং পৃথিবী, পর্বত প্রভৃতির কৃতকত্ব অনুমানের ন্যায়, শব্দের কৃতকত্ব অনুমানও নিরাকৃত হলো, এটা জানবে। শব্দগ্রহণকারী যে প্রমাণ, তা কৃতকত্বশূন্য শব্দকেই গ্রহণ ক'রে থাকে। (অর্থাৎ যে প্রমাণ শব্দ প্রতিপাদন করে, তা কেবল পুরুষযত্নসাধ্য নয় এমন শব্দকেই বুঝিয়ে থাকে)। উক্ত প্রমাণ আর "মহী মহীধরবৎ" এই ধর্মি-গ্রাহক প্রমাণের বাধক যে তৎকথিত হেতু এই উভয়ের মধ্যে অন্যতরের (একের) অসিদ্ধি হয়েছে। অতএব শব্দ যে নিত্য তা স্থির হলো।

শাব্দিকগণ সেই শব্দকে "স্ফোট" ব'লে থাকেন। (এবং) সে বিষয়ে যে শ্রুতিপ্রমাণ দিয়েছেন, তা এই:—"শব্দ ব্রহ্ম যদেকং যচ্চৈতন্যং [চ] সর্বভূতানাং। যৎ পরিণামস্ত্রিভুবনমখিলমিদং জয়তি সা বাণী।" ইতি। এর অর্থ—শব্দই ব্রহ্মস্বরূপ। তা অদ্বিতীয় অর্থাৎ "স্ফোট" ভিন্ন অন্য কিছুই নয়; কারণ, অন্যের সম্ভব নেই। যেহেতু, বর্ণ অনেক। অতএব ধ্বনির সম্ভব হচ্ছে না; এবং পদ আর বাক্য উভয়ের পৃথক্‌ভাব নেই, এমন আশঙ্কাও হ'তে পারে না। কারণ, পদ আর বাক্য বর্ণসমষ্টির দ্বারাই রচিত হয়ে থাকে। লোকে বা বেদে ধ্বনি, বর্ণ, পদ ও বাক্য ভিন্ন অন্য শব্দ প্রসিদ্ধ নেই। লোকশাস্ত্রজ্ঞ এবং বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ 'শব্দ ব্রহ্ম' এইরকম পাঠ ক'রে থাকেন। পদবিৎ পণ্ডিতগণ 'শব্দ ব্রহ্ম' এইরকম পাঠ ক'রে থাকেন। পদবিৎ পণ্ডিতগণও এইরকম ব'লে থাকেন,—অক্ষর (বর্ণ) এক, পদ এক, এবং বাক্যও এক (অর্থাৎ, তিনটিই এক, পৃথক্ পৃথক নয়)। উৎপত্তি ও বিলয়শীল (অর্থাৎ, যার উৎপত্তি ও বিলয় হয়) এবং অনেক বর্ণসকলে একমাত্র বুদ্ধির যা বিষয়ীভূত, তাকে 'স্ফোট' বলে। তা, মহত্ত্ব-হেতু ব্রহ্ম ব'লে অভিহিত হয়ে থাকে। এর দ্বারা অর্থ প্রকাশিত হয়, এই জন্য একে স্ফোট বলা হয়েছে।

পূর্বপক্ষবাদী বলছেন, যদি শব্দ অর্থের প্রকাশক হয়, তাহ'লে সেই সেই শব্দ বর্ণাত্মক। কারণ, বর্ণসকল জ্ঞাত হ'লে অর্থও জ্ঞাত হয়ে থাকে, এইরকম প্রসিদ্ধ আছে। উত্তর-বাদী তার প্রতিবাদে বলছেন,—তুমি (পূর্বপক্ষবাদী) যা বলছ, তা সঙ্গত নয়। বর্ণাত্মক শব্দই অর্থ বুঝিয়ে দেয়। এটা কি অর্থ? (অর্থাৎ, এমন অর্থ অসম্ভব)। (আচ্ছা! জিজ্ঞাসা ক'রি) এক একটি বর্ণ অর্থ-বোধক? না—মিলিত অনেক বর্ণ অর্থবোধক? এক একটি বর্ণ অর্থ-বোধক এ-কথা বলতে পারো না। কারণ, আকার প্রভৃতি বর্ণের মধ্যে প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণ করলেও অর্থবোধ হয় না। এমন মনে করতে পারো না। অব্যয় সকলের তিরস্কার ইত্যাদি অর্থ-বোধকত্ব দৃষ্ট হয়ে থাকে। অর্থাৎ, যখন অব্যয় সকল (অ ই উ প্রভৃতি শব্দ) তিরস্কার ইত্যাদি অর্থ বুঝিয়ে থাকে, এটা দৃষ্ট হয়; তখন প্রত্যেক বর্ণ অর্থবোধক হ'তে পারে। যেহেতু অব্যয় সকল 'অব্যয়াদ্ আপ্সুপঃ' (পা. ২।৪।৮২) এই পাণিনি সূত্র অনুসারে বিভক্তির লোপ করলে পর, অর্থ বুঝিয়ে দেয়; কিন্তু প্রাতিপদিক অবস্থায় তা পারে না। অতএব, তিরস্কার, আশ্চর্য ও আদর অর্থ বোধক অ, ই আর উ এই সকল বর্ণ পদাতকত্ব-হেতুক অনেক বর্ণাত্মক হয়েছে। (সেই জন্য অর্থবোধক হচ্ছে)। বিভক্তি বা বর্ণের অদর্শন-মাত্রেই (লোপমাত্রেই) তার অবিদ্যমানত্ব (অর্থাৎ বিভক্তি বা বর্ণ যদি লুপ্ত হয়, তবে তার বিদ্যমানতা নেই) বলতে পারো না। কারণ, তাহ'লে সম্বোধন আর প্রাতিপদিকের অর্থ, এই উভয়েরই একত্ব (অর্থাৎ অভেদ) প্রসঙ্গ হয়। তা শব্দশাস্ত্রজ্ঞগণের মত-বিরুদ্ধ। ফলতঃ, এখানে তাহ'লে অব্যয়পদ সকলই অর্থবোধক, প্রত্যেক বর্ণ নয়। কথিতও আছে যে, 'অব্যয়ানি চ পদ বিশেষ্য' ইতি। অর্থাৎ,

অব্যয়সকল পদ-বিশেষ মাত্র। এর দ্বারা উপসর্গ প্রভৃতি সকল অব্যয় ব্যাখ্যাত হয়েছে। সেজন্য (অর্থাৎ যেহেতু প্রত্যেক বর্ণ অর্থবোধক হলো না), (মিলিত) অনেক বর্ণই অর্থবোধক (অর্থাৎ অনেক বর্ণ হ'তে অর্থবোধ হয়ে থাকে), এই কথা বলা যেতে পারে। এই পক্ষও কক্ষস্বরূপ (অর্থাৎ গৃহের ন্যায় অবলম্বনীয় করা যেতে পারে না, (অর্থাৎ, এই মত অবলম্বনীয় নয়)। কারণ পদাত্মক নয়—এমন ক, চ, ট, ত ইত্যাদি যে বর্ণসকল, তাদের অর্থবোধকতা দেখা যায় না। অতএব, পদাত্মক এমন অনেক বর্ণই অর্থবোধক হয়ে থাকে, এইরকম সিদ্ধান্ত স্থির হলো। সুবন্ত বা তিঙন্তকে পদ বলে। ঐ পদ প্রাতিপদিক অর্থাৎ শব্দ, নাম, কৃৎ, তদ্ধিত, ধাতু এবং সমাস এই সকল প্রকৃতি হ'তে সম্পাদিত হয়। সেই সকল বর্ণ স্বরূপ। কারণ, সেই বর্ণ হ'তে পৃথক্ পদ নেই। যেহেতু, বর্ণ হ'তে অতিরিক্ত পদ দৃষ্ট হয় না।

আচ্ছা! যদি এমন বলা যায় যে, যেমন গোত্ব ব্যক্তিগত জাতি বিশেষ; সেইরকম পদ, বর্ণগত কোনও একটি ধর্ম-বিশেষ। তাহ'লে এই দোষ হয় যে, যেমন একটি গোব্যক্তি দেখলে পদজ্ঞান হ'তে পারে (এটা সম্ভব নয়, সুতরাং দোষ); উক্ত দোষ হেতু বর্ণ সকলের সমষ্টি-বিশেষের নাম পদ, এমন বলতে হবে। সেই পদকে অর্থ-বোধক ব'লে বর্ণনা করতে হয়, এবং উক্ত নিয়ম অনুসারে পদ-সমষ্টি-বিশেষই বাক্য, এ-ও প্রতিপাদিত হলো। যেহেতু, বর্ণ বিচারের ন্যায় অর্থাৎ যুক্তি-পদ বিচারে সঞ্চারিত হয়েছে। অতএব, পদবিচারের যুক্তি বাক্য-বিচারে সঞ্চারিত হবে, এমন অর্থ বোঝাচ্ছে।

আচ্ছা! এই রকমই হোক। আপনিও 'বর্ণই শব্দ' এই কথা বলেছেন। যেহেতু, পদ কিংবা বাক্য-স্বরূপ বর্ণ সকলের অর্থ-বোধকত্ব বলায় ভাবের প্রকাশ হচ্ছে না। অভিপ্রায় এই যে, যদি বর্ণসকল নিত্য অথবা অনিত্য হয়, উভয়পক্ষেই তাদের সমুদায় সিদ্ধ হয় না। নিত্য-বর্ণসকলকে গুণ কিংবা সর্বত্র স্থিত দ্রব্যরূপে ধরলে, পঞ্চাশৎসংখ্যক সেই বর্ণসকলের মিলন করতে কে সমর্থ হয়? (অর্থাৎ কেউই পারে না)। এবং বর্ণসকলের কণ্ঠ্য ইত্যাদি স্থান বা প্রযত্নের (উচ্চারণ-চেষ্টার) বৈয়র্থ্য (ব্যর্থত্ব) প্রসঙ্গ নেই। কারণ, স্থান এবং প্রযত্নের দ্বারা নিত্য বর্ণসকলেই অভিব্যক্তি (প্রকাশ) হয়ে থাকে। অভিব্যক্তিরও সমুদায় মিলন করতে পারা যায় না। যেহেতু, বর্ণের অভিব্যক্তির নাম— জ্ঞান। ঐ জ্ঞানও ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হয়ে থাকে। এ স্থলে গৌতমসূত্রই যুক্তি। সূত্র এই— "যুগপজ্জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসো লিঙ্গং।" (গৌ. ১।১।১৬)। সূত্রার্থ এই,—এককালীন দুই বা তার অধিক জ্ঞানের অনুৎপত্তি, মনের একটি সামর্থ্য (অর্থাৎ, মনের এমন শক্তি নেই যে, একসময়ে দুই বা তার অধিক জ্ঞান জন্মাতে পারে), এবং ক্রমে ক্রমে জায়মান, সুতরাং ক্ষণস্থায়ী জ্ঞান সকলের একদেশে (স্থানে) বা এক সময়ে মিলন করতে পারা যায় না। মিলন ভিন্ন অন্য সমুদায়ও নেই। সেই হেতু বর্ণ নিত্য হ'লেও সমুদায়ের অভাব স্পষ্ট বোধ হচ্ছে। (যখন সমুদায়ের অভাব হলো, তখন) কি রকমে বর্ণসমুদয় পদ ও পদ-সমুদয় বাক্য, অর্থবোধক হ'তে পারে? কিন্তু শব্দ থেকেই অর্থজ্ঞান হয়ে থাকে। তাহ'লে এটাই স্থির হলো যে, শব্দত্ব অন্য পদার্থ (অর্থাৎ শব্দত্ব জাতি হ'তে স্বতন্ত্র)।

আচ্ছা! এমন শব্দত্ব কোথা থেকে আসছে? এর উত্তরে বলা যায় যে, অনিত্য বর্ণসকল হ'তে। তাতে পূর্ব-প্রদর্শিত অনুপপত্তি (বিরোধ) হ'তে পারে, এমন বলতে পারো না। কারণ, পূর্ব পূর্ব বর্ণের সাথে পরবর্তী বর্ণ-সকলের জ্ঞান হয়ে থাকে, এই কথা বলব। কিন্তু অর্থজ্ঞানও এইরকমই হোক, এমন বলবেন না। তাহ'লে তার (সেই অর্থের) শব্দত্ব থাকে না (অর্থাৎ তা যে শব্দের জন্য, এমন বোধ হয় না)। তা-ও অসঙ্গত (অর্থাৎ কারও অভিমত নয়)। তাহ'লে এই স্থির হলো যে,—উক্ত

বুদ্ধি হ'তে প্রতীয়মান শব্দতত্ত্ব, প্রতীয়মান অর্থবোধকতারূপে একমাত্র জ্ঞানের বিষয় হয়ে থাকে। এটা কথিত হয়েছে যে, যা অর্থ প্রকাশ করে, তা-ই স্ফোট নামে খ্যাত।

শব্দব্রহ্ম যে এক, অর্থাৎ একমাত্র বুদ্ধির বিষয় এবং স্থাবর-জঙ্গমরূপ শরীরিগণের চৈতন্যস্বরূপ, তা কথিত হয়েছে। "শব্দব্রহ্মণো ব্যতিরিক্তং ন চৈতন্যমস্তি'—এর অর্থ 'এমন শব্দব্রহ্ম ভিন্ন অপর চৈতন্য নেই। এখানে আশঙ্কা হচ্ছে যে,—নানারকম এই শব্দ আদি দৃশ্যমান সকল বস্তুই চৈতন্যের বিবর্তমাত্র (অর্থাৎ চৈতন্য হ'তে পৃথক নয়)। তা-ই শব্দতত্ত্ব। যে অধিষ্ঠান আছে (অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা স্থির আছে), তা' অধিক্ষিপ্ত হয় না। এই হেতু, শ্রুতিতে "যৎপরির্ণামাস্ত্রিভুবনমখিলমিদং' এমন বলেছেন। এখানে পরিণাম শব্দের অর্থ—বিবর্ত কথিত হয়েছে। আচ্ছা, পরিণাম আর বিবর্তে ভেদ কি? ভেদ এই যে,—পূর্ব আকার ত্যাগ না ক'রে মিথ্যা নানারকম আকার প্রকাশ করাকে বিবর্ত বলে। যেমন, শুক্তিকাতে (ঝিনুকে) রজতের (রৌপ্যের) জ্ঞান; এবং সর্পাকৃতি রজ্জুতে সর্পজ্ঞান। আর পূর্বরূপ পরিত্যাগ হ'লে নানা রকম আকারের জ্ঞানকে পরিণাম বলে। যেমন, দুগ্ধ সম্বন্ধে দধি জ্ঞান। 'ত্রিভুবনং যৎপরিণামঃ' এমন বললে যাবতীয় ভৌতিক (অর্থাৎ পঞ্চভূত-গঠিত) পদার্থসকল শব্দ-ব্রহ্মের পরিণাম-স্বরূপ হয়ে যায়। সুতরাং তার বারণ-নিমিত্ত 'অখিলমিদম্' এই কথা বলেছেন। এটা জড়-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ চৈতন্য ব্যতিরিক্ত বস্তুমাত্রের জ্ঞানের বিষয় সেই স্ফোটরূপ বাক্য প্রশংসনীয় হচ্ছে।

তার দ্বারা এটাই নির্ধারিত হচ্ছে যে,—চেতন, সকল বিস্তার-বিবর্তের আশ্রয়। শব্দব্রহ্মস্বরূপ স্ফোট নামক শব্দেই শব্দের অভিধেয়তা থাকে (অর্থাৎ উক্ত স্ফোট শব্দই শব্দের অভিধেয়)। 'বর্ণ সকলে থাকে না' (অর্থাৎ বর্ণ সকল শব্দের অভিধেয় নয়)। কারণ, তারা স্ফোটের মধ্যে গণ্য হয়ে থাকে। অতএব স্ফোটই শব্দ।

এমন যাঁরা মনে ক'রে থাকেন, তাঁদের উপর ভীষণ বিপদ্ এসেছে বুঝতে হবে। (কারণ, তাঁদের মতে) অপ্রসিদ্ধ-শব্দের জ্ঞান, এবং প্রসিদ্ধ অর্থের পরিত্যাগ হচ্ছে। যেমন, বর্ণাত্মক শব্দসকল হ'তে স্ফোট শব্দের জ্ঞান হয়ে থাকে, সেই রকম অর্থও প্রতীত হ'তে পারে। তাতে দোষ কি? (অর্থাৎ কোনও দোষ নেই)। জ্ঞান ব্যবধান থাকায়, সেই অর্থের শব্দত্ব থাকে না, এমন আশঙ্কা নেই। কারণ স্ফোটও শব্দ মাত্র। শব্দ, জ্ঞানের কারণ (অর্থাৎ জনক)। যেহেতু, বাদিগণ সকলেই প্রত্যক্ষ ভিন্ন সমস্ত করণের জ্ঞান-করণত্ব স্বীকার করেছেন। তার পর স্ফোট-পক্ষে যা পূর্বপক্ষ পরিহার, তা-ই বর্ণপক্ষে সঙ্গত হবে,—এটাই ব্যক্ত ক'রে বলছেন যে, পূর্ব পূর্ব বর্ণের সংস্কারযুক্ত যে উচ্চারিত পরবর্তী বর্ণ, তা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়ে অর্থকে বোঝাবে। সুতরাং, বর্ণও অর্থের মধ্যবর্তী গড়ু (রোগ বিশেষ) স্বরূপ; স্ফোট স্বীকারে প্রয়োজন কি? (অর্থাৎ স্ফোট স্বীকার করবার প্রয়োজন নেই)।

উক্ত কারণ বশতঃ, এবং বেদ সমূহের অপৌরুষেয়ত্ব, নিত্যত্ব ও বিবক্ষিতার্থত্ব হেতু উক্ত বেদ-সমূহের অন্তর্গত ব্রহ্মবেদও বিবক্ষিতার্থ (অর্থাৎ যার বলবার বিষয়ীভূত হয়েছে, তা বিবক্ষিতার্থ)। সুতরাং এর যে ব্যাখ্যা করা উচিত, তা-ও সিদ্ধ হচ্ছে।

ব্রহ্মবেদ-সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যার আবশ্যকতা স্থির হলো সত্য; কিন্তু সকল বেদের পরে এর ব্যাখ্যা হচ্ছে কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলবো যে, বেদ-সকলের ক্রমিক প্রকাশ-প্রতিপাদক শ্রুতিই এর কারণ। সেই শ্রুতি অথর্ববেদের পূর্ব-ব্রাহ্মণে প্রণব (ওঙ্কার) প্রশংসাকালে কথিত হয়েছে। শ্রুতি এই "ব্রহ্ম হ বৈ ব্রহ্মানং পুষ্করে সসৃজে। স খলু ব্রহ্মা সৃষ্টশ্চিন্তাং আপেদে। কেনাহং একেনাক্ষরেণ সর্বাংশ্চ কামান্ সর্বাংশ্চ লোকান্ সর্বাংশ্চ দেবান্ সর্বাংশ্চ বেদান সর্বাংশ্চ যজ্ঞান সর্বাংশ্চ শব্দান

সর্বাংশ্চ বৃষ্টীঃ সর্বাণি চ ভূতানি স্থাবরজঙ্গমান্যনুভবেয়ং" ইতি। "স ব্রহ্মচর্যং অচরৎ। স ওঁ ইত্যেতদক্ষরং অপশ্যৎ ত্রিবর্ণঃ চতুর্মাত্রং সর্বব্যাপি" ইত্যাদি (গো, ব্রা. ১।১৬)।

"তস্য প্রথময়া স্বরমাত্রয়া পৃথিবীং অগ্নিং ওষধিবনস্পতিন্ ঋগ্বেদং ভূরিতি ব্যাহৃতিং গায়ত্রং ছন্দঃ ত্রিবৃতং স্তোমং প্রাচীং দিশং বসন্তং ঋতুং" (গো. ব্রা. ১।১৯) ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা প্রণবের প্রথম তিনটি মাত্রায় ঋক্ প্রভৃতি অর্থাৎ ঋক্, যজুঃ, সাম এই তিন বেদ প্রতিপন্ন ক'রে পরে আম্নাত হয়েছে যে, "তস্য মকার মাত্রয়া পঞ্চেন্দ্রমসম্ অথর্ববেদং নক্ষত্রাণ্যোতম্ ইতি স্বম্ আত্মানম্ আনুষ্টুভং ছন্দঃ "একবিংশং স্তোমং" (গো. ব্রা. ১।২০)। অর্থাৎ, ব্রহ্মা সেই প্রণবের 'মকার' অংশের দ্বারায় জল, চন্দ্র, অথর্ববেদ এবং নক্ষত্রগণকে সম্বন্ধ (দেখেছিলেন)। (এখানে 'অপশ্যৎ' ক্রিয়াপদ উহ্য আছে) আর আত্মস্বরূপ নিজেকে, অনুষ্টুভছন্দ ও একবিংশতি স্তোমকে (দেখেছিলেন); এবং তৈত্তিরীয়ক উপনিষদের ব্রহ্মযজ্ঞ প্রকরণেও 'যদ্ঋচোঽধীতে পয়সঃ কুল্যা অস্য পিতৄম স্বধা অভিবহন্তি। যদযজূংষি ঘৃতস্য কুল্যাঃ। যৎ সামানি সোম এভ্যঃ পবতে। যদ্ অথর্বাঙ্গিরসো মধোঃ কুল্যাঃ" (তৈ.আ.২।১০) এই শ্রুতি আছে। অতএব, উক্ত রীতি অনুসারে সকল শ্রুতি-বাক্যে অথর্ববেদ ঋগাদির পরে উৎপন্ন এরূপ স্থির হওয়ায়, বেদত্রয় ব্যাখ্যা অপেক্ষায় তার ব্যাখ্যার আনন্তর্য যুক্তিসিদ্ধ (অর্থাৎ তার ব্যাখ্যাও যে ঋক্ যজুঃ সাম এই বেদ তিনটির ব্যাখ্যার অনন্তর হয়েছে। তা স্থির হলো)।

ঐহিক ও পারত্রিক সকল পুরুষার্থ (অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ) জানবার উপায় স্বরূপ সেই অথর্ববেদের ন'টি ভেদ আছে! তা এই,—পৈপ্পলাদ, স্তৌদ, মৌদ, শৌনকীয়, জাজল, জলদ, ব্রহ্মবদ, দেবদর্শ ও চারণবৈদ্য। তার মধ্যে শৌনকীয় ইত্যাদি চারটি শাখায় গোপথ ব্রাহ্মণ অনুসারে পাঁচটি সূত্রের দ্বারা অনুবাক সূক্ত ঋক্ প্রভৃতির বিনিয়োগ কথিত হয়েছে। সেই পাঁচটি সূত্র এই;—কৌশিক, বৈতাল, নক্ষত্রকল্প, আঙ্গিরসকল্প ও শান্তিককল্প। এস্থলে কল্পসূত্রাধিকরণে উপবর্ষাচার্য বলেছেন যে "নক্ষত্রকল্পো বৈতানস্তৃতীয় সংহিতাবিধিঃ। তূর্য আঙ্গিরসঃ কল্প শান্তিকল্পস্তু পঞ্চমঃ"। এই কারিকার অর্থ এই রকম, সূর-পঞ্চকের মধ্যে প্রথম নক্ষত্রকল্প, দ্বিতীয় বৈতান, তৃতীয় সংহিতা-বিধি, চতুর্থ আঙ্গিরসকল্প ও পঞ্চম শান্তিকল্প। উক্ত কারিকাতে শান্তিক এবং পৌষ্টিক ইত্যাদি কর্মে সমস্ত সংহিতা-মন্ত্রসকলের বিনিয়োগ-বিধান-হেতু 'কৌশিক' সূত্রই 'সংহিতাবিধি' নামে অভিহিত হয়েছে। (ঐ কৌশিক সূত্র) সেই কালে (অর্থাৎ বিনিয়োগ কালে) অপর সূত্র চারটির উপজীব্য হেতু প্রধান। এই বহুসংখ্যক সূত্রের মধ্যে অথর্ববেদের প্রতিপাদ্য কর্মসকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকায় দুর্বোধ (অর্থাৎ সহজে বোধগম্য হয় না)। এই হেতু, সুখবোধের জন্য সেই কর্মসকল এই গ্রন্থে সংগৃহীত হচ্ছে। তার মধ্যে কৌশিক সূত্রে এই সকল কর্ম ক্রমে প্রতিপাদিত হবে। প্রথমে স্থালীপাক বিধানের দ্বারা দর্শপৌর্ণমাসযাগবিধি উক্ত হয়েছে। তারপর যে মেধাজনক সকল কর্ম ব্রহ্মচারীর সম্পৎকারক (অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য ইত্যাদি সম্পাদক) গ্রাম, নগর, দুর্গ, রাষ্ট্র প্রভৃতির লাভ তার নিমিত্তক, পুত্র, পশু, ধন, ধান্য, প্রজা, স্ত্রী, হস্তি, অশ্ব, রথ অর্থাৎ যান এবং আন্দোলিকা (অর্থাৎ পালকি, চতুর্দোলা প্রভৃতি) সর্বসম্পত্তির সাধক এবং জনগণের মতের অভিন্নতা সম্পাদক 'সম্মিনস্থ' কর্মসকল কথিত হয়েছে। তারপর, রাজকর্ম বিবৃত হয়েছে। শত্রুহস্তীদের ত্রাসজনক, সংগ্রাম অর্থাৎ যুদ্ধে জয়সাধন, বাণ-নিবারণ, খড়্গ প্রভৃতি সকল শস্ত্রের প্রতিষেধ, শত্রু-সেনাগণের মোহন (অর্থাৎ চেতনা হরণ), উদ্বিগ্নকরণ, স্তম্ভম এবং উচ্চাটন প্রভৃতি কর্ম এবং নিজ সেনাগণের সর্বতোভাবে উৎসাহ, রক্ষা ও অভয়দান নিমিত্তক কর্ম। যুদ্ধে জয় বা পরাজয় বিষয়ে পরীক্ষা, এবং শত্রু-সৈন্যগণের গতাগতির স্থান-সকলে মন্ত্রযুক্ত পাশ অর্থাৎ জাল, রজ্জু, অসি ও কশা (চর্মরজ্জু)

প্রভৃতির প্রক্ষেপ ইত্যাদি সেনাপতি প্রভৃতি প্রধান পুরুষগণের জয় নিমিত্তক কার্য, জয়াভিলাষী রাজার রথে আরোহণ, মন্ত্রপূত্র ভেরী পটহ প্রভৃতি সমগ্র বাদ্যের তাড়ন (অর্থাৎ শব্দের নিমিত্ত তাকে আঘাত করা), আর শত্রুকর্তৃক পরাজিত রাজার পুনর্বার আপন রাজ্যে প্রবেশ-নিমিত্তক কার্য, এবং রাজার রাজ্যে অভিষেক, এই সকলই রাজকর্ম। পাপক্ষয়-কারক কর্মসকল। নির্ঋতি-কর্ম। চিত্র-কার্য প্রভৃতি। পৌষ্টিক (অর্থাৎ পুষ্টি-সাধন) কর্ম। গোসম্পত্তি কারক (অর্থাৎ যে কর্মানুষ্ঠানে গোসম্পত্তি লাভ হয়ে থাকে, সেই কার্য)। ভূমি ইত্যাদি সম্পত্তিকর কার্য। দেহ, বল, পুষ্টি নিমিত্ত মণি রত্ন ইত্যাদি ধারণ কার্য। কৃষিকার্যের উৎকর্যকর কর্ম। বৃষরূপ সমৃদ্ধিজনক কর্ম। গৃহসম্পত্তি সম্পাদক নবগৃহ-আরম্ভ ইত্যাদি কর্ম, বৃষোৎসর্গ ও আগ্রহায়ণী কর্ম (অর্থাৎ আগ্রহায়ণ নামক যাগ-কর্ম। জন্মান্তর-কৃত পাপের জন্য যে সকল নানারকম দুশ্চিকিৎস্য রোগ হয়ে থাকে, তার ঔষধ নিরূপণ। সেই ঔষধসকলের মধ্যে প্রথম সমস্ত ব্যাধির ঔষধ নিরূপিত হচ্ছে। জ্বর, অতিসার অথবা জ্বরাতিসার, বহুমূত্র প্রভৃতি রোগের ঔষধ এবং অস্ত্র শস্ত্র ইত্যাদির আঘাতের জন্য রক্তস্রাব নিবারণ; ভূত, প্রেত, পিশাচ, অপস্মার (অর্থাৎ মূর্চ্ছারোগ-বিশেষ), ব্রহ্মরাক্ষস অর্থাৎ ব্রহ্মদৈত্য এবং বালগ্রহ প্রভৃতির প্রতিষেধকরণ; বায়ু, পিত্ত ও কফের ঔষধ। হৃৎ-রোগ, কাম্‌লা ও শ্বিত্রনামক রোগনিবারণ। সার্বকালীন জ্বর, এক দিনান্তর দিনদ্বয়ান্তর প্রভৃতি জ্বর, বিষমজ্বর, রাজযক্ষ্মা ও জলোদর অর্থাৎ উদরী-রোগ নিবারণ। গো, অশ্ব, প্রভৃতি পশুগণের ক্রিমিদোষ-নাশক ঔষধ। কন্দ, মূল, সর্প ও বৃশ্চিকরূপ স্থাবর ও জঙ্গমের বিষ নিবারণ এবং মস্তক, চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ ও জিহ্বা বা গলদেশজাত রোগের ঔষধ। ব্রাহ্মণ প্রভৃতির আক্রোশ নিবারণ এবং গণ্ডমালা প্রভৃতি বিবিধ জটিল রোগের ঔষধসকল। পুত্র ইত্যাদি কামনায় স্ত্রীকর্মসকল। গর্ভাধান, গর্ভস্থের পুষ্টিকর পুংসবন প্রভৃতি সুখপ্রসব নিমিত্তক কার্য। সৌভাগ্য-সম্পাদন। রাজা ইত্যাদির ক্রোধ-শান্তি। অভীষ্টের সিদ্ধি বা অসিদ্ধি বিষয়ে নিশ্চিত জ্ঞান। দুর্দিন (অর্থাৎ যে দিন সর্বদা মেঘাচ্ছন্ন থাকে), বজ্রাঘাত, এবং অতিবৃষ্টির নিবারণ। সভায় বা বিবাদে (অর্থাৎ রাজ-বিচারে মোকদ্দমায়) জয়লাভ, এবং কলহের (অর্থাৎ গৃহ বিবাদের) শান্তি-স্থাপন। নিজের ইচ্ছামতো নদীস্রোতঃ করণ। বৃষ্টির নিমিত্তক কার্যসকল। অর্থের (অর্থাৎ ধন-রত্ন ইত্যাদির) উত্থাপন-রূপ কার্য, দ্যূতক্রীড়ায় জয়লাভ নিমিত্তক কর্ম। গোবৎসের বিরোধ-নিবারণ এবং অশ্ব-শান্তি। বাণিজ্যে লাভ-নিমিত্তক কর্ম। স্ত্রীলোকের পাপলক্ষণ নিবারণ (অর্থাৎ দুষ্টলক্ষণ শান্তি)। বাস্তুসংস্কার বিধি। গৃহ-প্রবেশ-কালীন কার্য, এবং গৃহে কপোত, কাক প্রভৃতি দুষ্ট পক্ষী পতিত হ'লে তার শান্তি-বিধান। দুষ্ট লোকের নিকট হ'তে প্রতিগ্রহ, অযাজ্যযাজন ইত্যাদির জন্য দোষের প্রতিবিধান। দুঃস্বপ্নের নিবারণ (অর্থাৎ দুষ্ট-স্বপ্ন দর্শনে তার শান্তি)। বালক পাপনক্ষত্রে জন্মালে তার শান্তি। ঋণ পরিশোধ। দুষ্ট পক্ষী শকুন ইত্যাদি দর্শনে শান্তি। অভিচার-কর্মসকল, এবং পরকৃত অভিচারের প্রতিষেধ। স্বস্ত্যয়ন-কার্য। জাতকর্ম, নামকরণ, চূড়াকরণ ও উপনয়ন প্রভৃতি আয়ুষ্য কর্মসকল (অর্থাৎ ঐসকল কর্ম আয়ুর মঙ্গল ক'রে থাকে)। একাগ্নিসাধ্য কাম্য-যাগ সমুদায়। ব্রহ্মৌদন, স্বর্গৌদন প্রভৃতি দ্বাবিংশতি সোমযাগ এবং রাক্ষসাদি-নিবারণ। আবসথ্যের (অর্থাৎ 'গৃহস্থ-সম্বন্ধীয় লৌকিক-অগ্নির') স্থাপন। বিবাহ-প্রকরণ। পৈতৃমেধিক কার্য অর্থাৎ পিতৃপ্রীতিকর কর্মসমূহ। পিণ্ড। পিতৃযজ্ঞ। মধুপর্ক ব্যবস্থা। ধূলি, রক্ত প্রভৃতি বর্ষণ; যক্ষ, রাক্ষস ইত্যাদি দর্শন এবং ভূমিকম্প, ধূমকেতু, চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ প্রভৃতি যে বহুরকম উৎপাত তার শান্তি। আজ্য তন্ত্রবিধি। অষ্টকাকর্ম। ইন্দ্রোৎসব। তার পরে অধ্যয়নবিধি। এই সকল শৌনকসূত্রে কথিত হয়েছে। বৈতান সূত্রে, দর্শপৌর্ণমাস ইত্যাদি অয়নান্ত যে ঋক্, যজুঃ, সাম—এই

বেদ তিনটির বিহিত কর্মসমূহ, তাতে ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, আগ্নীধ্র এবং পোতা এই ঋত্বিক চারটির কর্তব্য নির্দিষ্ট হচ্ছে। এইরকম কর্তব্য নিরূপণ বিষয়ে বিভাগ এইরকম যে, ব্রহ্মার কর্তব্য অনুজ্ঞা, অনুমন্ত্রণ ইত্যাদি। ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর কর্তব্য শস্ত্র প্রভৃতি। আগ্নীধ্রের কর্তব্য— অন্বাহার্য, শ্রপণ ও প্রস্থিতযাজা প্রভৃতি। পোতার কর্তব্য,—প্রস্থিত যাজা ইত্যাদি। কর্তব্যের মধ্যে কার্যের ক্রম কথিত হচ্ছে। প্রথমে—দর্শপূর্ণমাস। তার পর, অগ্ন্যাধান, অগ্নিহোত্র, আগ্রহায়নেষ্টি। শাকমেধ ও শূনাসীরিয় এই চাতুর্মাস্য যাগ চারটি, বৈশ্বদেব, বরুণ-প্রঘাস, পশুযাগ। অগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শী এবং অতিরাত্র ভেদে চতুঃসংখ্যক সোমযাগ। বাজপেয় যাগ। অপ্তোর্যাম। অগ্নিচয়ন। সৌত্রামণী। মৈত্রাবরুণীনামক আমিক্ষাযাগ। গোপ্রচারণ। রাজসূয়যজ্ঞ। অশ্বমেধযজ্ঞ। পুরুষমেধ অর্থাৎ নরমেধ যজ্ঞ। সর্বমেধ যজ্ঞ। বৃহস্পতিসব, গোসব প্রভৃতি নামে একদিন নিষ্পাদ্য সোমযাগ সমূহ, ব্যুষ্টি ও দ্বিরাত্র যাগের প্রকৃতিভূত সমুদায় 'অহীন' যাগ। রাত্রিসত্র যাগ সমূহ। সম্বৎসর-সাধ্য অয়ন যাগ, এবং দর্শপূর্ণমাস-নিষ্পাদ্য অয়নযাগ সমুদায়।

অতঃপর নক্ষত্র কল্প সূত্রের বিষয় লিখিত হচ্ছে;—প্রথমে কৃত্তিকা ইত্যাদি নক্ষত্রসকলের পূজা এবং হোম প্রভৃতি। তার পরে অদ্ভুত মহাশান্তি। নৈঋত কর্ম। নিমিত্তসকলের বিভিন্নতা অনুসারে অমৃত ইত্যাদি অভয়ান্ত ত্রিংশৎ (৩০) মহাশান্তি প্রতিপাদিত হয়েছে। দিব্য ও আকাশসম্বন্ধী বা ভূমিসম্বন্ধী এই তিনরকম উৎপাতে যে মহাশান্তি, তার নাম অমৃত। গতায়ুগণের (অর্থাৎ যাদের আয়ু শেষপ্রায় হয়েছে, তাদের পুনরায়) জীবন লাভের জন্য যে মহাশান্তি, তা বৈশ্বদেবী। অগ্নিভয়-নিবৃত্তির জন্য ও সমস্ত অভীষ্ট প্রাপ্তির জন্য আগ্নেয়ী মহাশান্তি। নক্ষত্র অথবা গ্রহজনিত ভয়ে ব্যাকুল কিম্বা রোগগ্রস্ত এমন লোকগণের সেই নক্ষত্র বা গ্রহ দোষ ও রোগ শান্তির নিমিত্ত ভার্গবী মহাশান্তি। ব্রহ্মতেজঃ কামনাকারী ব্যক্তির অগ্নির দ্বারা বস্ত্র বা শয্যা দগ্ধ হ'লে ব্রাহ্মী মহাশান্তি। রাজলক্ষ্মী ও ব্রহ্মতেজকামী ব্যক্তির বার্হস্পত্যা মহাশান্তি। সন্ততি, পশু ও অন্নলাভের জন্য এবং প্রজাক্ষয় নিবারণের জন্য প্রাজাপত্যা মহাশান্তি। শুদ্ধিকামী ব্যক্তির সম্বন্ধে সাবিত্রী মহাশান্তি। ছন্দঃ (অর্থাৎ ছন্দজ্ঞান) এবং ব্রহ্মতেজ এই উভয়াভিলাষী ব্যক্তির গায়ত্রী মহাশান্তি। সম্পৎকামী, অভিচার কর্মকর্তা, অথবা অভিচর্যমান (অর্থাৎ যার উদ্দেশে অভিচার করা হচ্ছে, এমন) ব্যক্তির সম্বন্ধে 'আঙ্গিরসী' মহাশান্তি। বিজয়, বল কিম্বা পুষ্টি-কামনাযুক্ত এবং শত্রুবর্গের উদ্বেগ-প্রার্থী লোকের সম্বন্ধে (অর্থাৎ বিজয় ইত্যাদি কামনায়) 'ঐন্দ্রী' মহাশান্তি। অদ্ভুতের জন্য যে সকল জাগতিক বিকার তার নিবৃত্তি এবং রাজ্যাভিলাষী মনুষ্যের সম্বন্ধে 'মাহেন্দ্রী' মহাশান্তি। অর্থাভিলাষী এবং ধনক্ষয়-নিবারণকামী লোকের পক্ষে 'কৌবেরী' মহাশান্তি। বিদ্যা, শক্তি, ধন ও আয়ুঃ প্রার্থীর 'আদিত্যা' মহাশান্তি। অন্নাভিলাষীর 'বৈষ্ণবী' মহাশান্তি। ভূতি অর্থাৎ ঐশ্বর্য কামনার এবং বাস্তু সংস্কার-কর্মে 'বাস্তোষ্পত্যা' মহাশান্তি। রোগার্ত এবং আপদগ্রস্তের 'রৌদ্রী' মহাশান্তি। বিজয়কামীর 'অপরাজিতা' মহাশান্তি। যমভয় (মহামারী) উপস্থিত হ'লে 'যম্যা' মহাশান্তি। জলভয় (প্লাবন) উপস্থিত হ'লে 'বারুণী' মহাশান্তি। বাত্যাভয় (অর্থাৎ প্রবল ঝড়ের সম্ভাবনা) উপস্থিত হ'লে 'বায়ব্যা' মহাশান্তি। কুলক্ষয়-নিবারণের জন্য 'সন্ততি' নামক মহাশান্তি। বস্ত্রনাশ নিবারণের নিমিত্ত 'ত্বাষ্ট্রী' মহাশান্তি। বালকের ব্যাধি নিবারণের জন্য 'কৌমারী' মহাশান্তি। পাপগ্রস্তের মহাশান্তির নাম 'নৈঋতী'। বলকামীর (অর্থাৎ সামর্থ্য কামনায়) 'মারুদ্গণী' মহাশান্তি। অশ্ববর্গের বিনাশ নিবারণের নিমিত্ত 'গান্ধর্বী' মহাশান্তি। হস্তিগণের বিনাশনিবৃত্তির জন্য 'পারাবতী' মহাশান্তি। ভূমি কামনাযুক্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে 'পার্থিবী' নামে মহাশান্তি। ভয়াতুরের মহাশান্তির নাম 'অভয়া'। মহাশান্তি এই

সকলের অধীন (অর্থাৎ মহাশান্তি এই পদ অমৃত ইত্যাদি অভয়ান্ত শান্তি-সমূহের প্রত্যেকের সাথে অন্বিত হচ্ছে)। অতঃপর আঙ্গিরসকল্প-নামক সূত্রের বিষয় লিখিত হচ্ছে;—প্রথমে অভিচার সম্বন্ধীয় কার্য কর্তা, (যিনি উক্ত অভিচার করেন), কারয়িতা (অর্থাৎ যিনি কার্য করতে নিযুক্ত করেন) এবং সদস্য (উক্ত কার্যের পারিদর্শক), তাদের আপন আপন আত্মরক্ষা এবং অভিচার-কর্মের উপযোগী দেশ (স্থান), কাল, গৃহ, কর্তা, কারয়িতা (প্রযোজক), দীক্ষা ইত্যাদি ধর্ম, সমিধ্ (হোমের কাষ্ঠ ইত্যাদি) ও আজ্য (হোমের বস্তু) প্রভৃতি দ্রব্য সমুদয়ের নিরূপণ প্রক্রিয়া ইত্যাদি। তার পরে আভিচারিক কার্যকলাপ এবং অন্য কর্তৃক অনুষ্ঠিত অভিচার-সকলের প্রতীকার ইত্যাদি অন্যান্য কার্য-সমূহ।

অনন্তর শান্তিককল্পের বিষয় এইরকম লিখিত হচ্ছে,—প্রথমে বৈনায়ক গ্রহগ্রস্তের সমুদায় লক্ষণ। তার শান্তির নিমিত্ত দ্রব্য-সমুহের সংগ্রহ। অভিষেক (অর্থাৎ মন্ত্রপূর্বক স্নান), বৈনায়ক হোম (বিনায়কদেবের পূজা-ব্যবস্থা) এবং আদিত্য ইত্যাদি নবগ্রহের যজ্ঞ প্রভৃতি। এই সকল কল্পে রাজ্যাভিষেকের উপযোগী দ্রব্য, প্রকৃতি-প্রদত্ত দ্রব্যের গ্রহণ ও পুরোহিত-বরণ প্রভৃতি বিষয় উক্ত হয়নি। পরিশিষ্টে সেই সব বিষয় উক্ত হয়েছে; সেই সমস্ত বিষয় কথিত হচ্ছে; যথা,—প্রথমে রাজার অভিষেক। প্রতিদিন প্রাতঃকালে রাজাকে সেই সেই মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত (অর্থাৎ মন্ত্র-পূত) বস্ত্র, গন্ধ (চন্দন ইত্যাদি গন্ধদ্রব্য), অলঙ্কার, সিংহাসন, ঘোটক, হস্তী, আন্দোলিকা (চতুর্দোলা), খড়্গ, ধ্বজ (পতাকা), ছত্র এবং চামর প্রভৃতি প্রদান ইত্যাদি পুরোহিতের কর্ম-সমুদায় তাতে বিবৃত আছে। সুবর্ণ, ধেনু, তিল এবং ভূমি দান প্রভৃতি রাজার প্রতিদিনের কর্তব্যকর্ম দৃষ্ট হয়; আর তাতে বিবৃত আছে, পূজিত-পিষ্ঠ (অর্থাৎ পবিত্র পিটুলী) দ্বারা নির্মিত দীপযুক্ত রাত্রির প্রতিমূর্তির দ্বারা রাজার আরত্রিক এবং রক্ষাবিধান ইত্যাদি যাবতীয় পুরোহিতের রাত্রি-কর্ম; রাজার পুষ্পাভিষেক; রাত্রিকালে রাজার আরত্রিকবিধান; প্রতিদিন প্রাতঃকালে ঘৃত-দর্শন; কপিলাগাভীদান; তিল ধেনু দান; রস ইত্যাদি ধেনুসমূহের নিরূপণ; কৃষ্ণাজিন দান; ভূমিদান; তুল্য-পুরুষ দান-বিধি; সূর্যমণ্ডলাকার পিষ্ঠক-দান; হিরণ্যগর্ভবিধি; হস্তীর সাথে রথ দান; কণকাশ্ব প্রভৃতি দশবিধ মহাদান; অশ্বযুক্ত রথ দান; গোসহস্র বিধি; বৃষোৎসর্গ; কোটি হোম; লক্ষ হোম; অযুত হোম; ঘৃতকম্বল বিধি; তড়াগ (পুষ্করিণী) প্রতিষ্ঠা, পাশুপত ব্রত; ইত্যাদি। অন্যান্য যাবতীয় দান ও ব্রত ইত্যাদি কর্মসমুদয় পরিশিষ্টে কথিত হয়েছে।

পরিশিষ্টের সাথে সূত্রপঞ্চকের প্রতিপাদ্য যাবতীয় কর্মের এই অনুক্রম সামান্যভাবে কথিত হলো। কিন্তু যা বিশেষ, তা সেই সূক্তের বিনিয়োগের সময় কথিত হবে। উক্ত কর্মসকল নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য ভেদে তিন রকম। তার মধ্যে জাতকর্ম ইত্যাদি নিত্য। দুর্দিন ও বজ্র-নিবারণ, অশ্বশান্তি এবং অদ্ভুত কর্ম—এইগুলি নৈমিত্তিক। আর মেধাজনন, গ্রাম-সম্পদ ইত্যাদি কর্মসমূহ কাম্য। এই স্থলে নিত্য এবং নৈমিত্তিক কর্মসমুদয় অবশ্য অনুষ্ঠেয় (অনুষ্ঠানের যোগ্য)। কারণ, না করলে প্রত্যবায় হয়,—এমন স্মৃতি আছে। স্মৃতি এই,—'নিত্য নৈমিত্তিকে কুর্যাৎ প্রত্যবায় জিঘাংসয়া।' অর্থাৎ, প্রত্যবায়-নাশের ইচ্ছায় (অর্থাৎ প্রত্যবায় দোষ না হয়, এই হেতু) নিত্য এবং নৈমিত্তিক কর্ম করণীয়। (অতএব, করলে প্রত্যবায় হয় না এমন বলায়, না করলে প্রত্যবায় হবে, এমন বোধ হচ্ছে; সুতরাং উক্ত কর্মদ্বয় অবশ্য কর্তব্য, এটাই প্রতিপন্ন হলো)। কিন্তু কাম্য-কর্ম সম্বন্ধে প্রবৃত্তি ইচ্ছাধীন (অর্থাৎ ইচ্ছা হ'লে অনুষ্ঠান করবে, না হ'লে করবে না; এতে কোনও দোষ-ত্রুটি নেই)। গ্রামের বাহিরে, পূর্ব বা উত্তর দেশে, অথবা মহানদী ও তড়াগ ইত্যাদির উত্তর তীরে, এই কাম্য কর্মসমুদয়ের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে; যেহেতু, কৌশিকসূত্রে এমন কথিত আছে। কৌশিকসূত্র

এই—পুরস্তাদুত্তরোতোহরণ্যে কর্মণাং প্রয়োগ উত্তরত উদকান্তে' (কৌ. ১।৭)। অর্থাৎ, পূর্ব বা উত্তর দেশে, বনের মধ্যে এবং জলাশয়ের উত্তরভাগে কাম্যকর্মের প্রয়োগ (অনুষ্ঠান) করবে। পুংসবন ইত্যাদি নিত্যকর্মের (অনুষ্ঠান) গৃহেতেই হবে, এই মতো রুদ্র ভাষ্যকারের মত। উক্ত কর্মের কাল পর্বদ্বয় (পূর্ণিমা ও অমাবস্যা এই দুই তিথি পর্ব নামে খ্যাত), কিংবা পুণ্য-নক্ষত্র-যুক্ত অপর যে কোনও তিথি, সেই সেই নিমিত্তের অনন্তর কালই অদ্ভুত কর্মসমূহের কাল (অর্থাৎ তাতে কোনও তিথি ইত্যাদির নিয়ম নেই)। তার প্রমাণ এই;—"অমাবস্যা পৌর্ণমাসি পুণ্য নক্ষত্রযুক্ তিথিঃ। এত এব ত্রয়ঃ কালাঃ সর্বেষাং কর্মণাং স্মৃতাঃ অদ্ভুতানাং সদাকালং আরম্ভঃ সর্বকর্মণাং" ইতি। অর্থাৎ, অমাবস্যা, পৌর্ণমাসি (পূর্ণিমা) এবং শুভ-নক্ষত্রযুক্ত যে কোনও তিথি এই কালত্রয় মাত্র সকল নিত্য কর্ম সম্বন্ধে স্মৃত হয়ে থাকে। আর সমুদয় অদ্ভুত কর্মের আরম্ভ সকল কালেই হ'তে পারে। আভিচারিক কর্মের পক্ষে এইমাত্র বিশেষ যে, গ্রামের দক্ষিণদিকে কৃষ্ণপক্ষে এবং কৃত্তিকা নক্ষত্রে তাদের অনুষ্ঠান হবে। এই স্থলে কৌশিক সূত্র প্রমাণ; তা এই,—"অভিচারিকেষু দক্ষিণতঃ। সম্ভারমাহৃত্য আঙ্গিরসম্" ইত্যাদি (কৌ. ৬/১)। এর অর্থ এইরকম,—'আভিচারিক কর্ম-সমুদয়ের বিষয়ে অনুষ্ঠান দক্ষিণদিকে এবং আঙ্গিরসকল্পোক্ত দ্রব্য-সকল আহরণ ক'রে কার্য করবে। এই সূত্রে আঙ্গিরস পদের 'আঙ্গিরসকল্পোক্ত' এইরকম অর্থ করতে হবে। এই আভিচারিক কর্ম-সকলের প্রাচ্য এবং উদীচ্য অঙ্গ সমূহ দর্শপূর্ণমাসের সদৃশ কর্তব্য। যেহেতু, সূত্রকার বলেছেন যে,—"ইমৌ দর্শপূর্ণমাসৌ ব্যাখ্যাতৌ দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং পাকযজ্ঞাঃ" ইতি। অর্থাৎ এই পূর্ণমাস ব্যাখ্যাত হলো। এ থেকেই পাকযজ্ঞ-সকল (সম্পন্ন হবে)।" উক্ত সূত্রে 'পাকযজ্ঞ' এই শব্দের দ্বারা সমস্ত অথর্ব-বেদোক্ত কর্ম কথিত হচ্ছে। সেই কর্ম দু'প্রকার; আজ্যতন্ত্র এবং পাকতন্ত্র। যে কর্মে আজ্য (ঘৃত) প্রধান হবিঃ অর্থাৎ হবনীয় দ্রব্য, তা-ই আজ্যতন্ত্র কর্ম। আর যে কর্মে চরু, পুরাডাশ প্রভৃতি দ্রব্যই প্রধান, তা-ই পাকতন্ত্র কর্ম। উক্ত আজ্যতন্ত্রের বিষয়ে অনুষ্ঠানের ক্রম এইরূপ,—প্রথমে কর্তা কর্তৃক 'অব্যসশ্চ' এই মন্ত্রের জপ, কুশচ্ছেদন, বেদি, উত্তর বেদি। অগ্নিপ্রণয়ণ। অগ্নির প্রতিষ্ঠাপন। ব্রতগ্রহণ। কুশ পবিত্র-নির্মাণ। পবিত্রের দ্বারা যজ্ঞীয় কাষ্ঠের প্রোক্ষণ এবং উক্ত কাষ্ঠসকলকে সমীপে স্থাপন। কুশপ্রোক্ষণ। ব্রহ্মার আসন। ব্রহ্মার স্থাপন। কুশাস্তরণ এবং আস্তীর্ণ কুশের প্রোক্ষণ। আপন আসন (অর্থাৎ, কর্মকর্তার আসন)। জলপাত্র স্থাপন। আজ্যসংস্কার। স্রুবগ্রহণ। গ্রহের (গ্রহনামক পাত্রবিশেষের) গ্রহণ। যাবতীয় পূর্ব কর্তব্য হোম এবং আজ্য ভাগদ্বয়। 'সবিতা প্রসবানাম' (৫/২৪)। প্রসব-কর্মের দেবতা সবিতা। এই কর্মে (অর্থাৎ প্রসবনিমিত্ত কর্মে) 'অভ্যাতান দ্বারা আজ্যহোম করবে' এই রকম সূত্রকারের উক্তি হেতু অভ্যাতান কর্ম-সমুদয়। এই পর্যন্ত পূর্বতন্ত্র অর্থাৎ আজ্যতন্ত্রের প্রথম তন্ত্র। তারপর উপদেশানুযায়ী প্রধান হোম। এইভাবে উত্তরতন্ত্র কথিত হচ্ছে, —অভ্যাতান কর্মসকল। পার্বণহোম। সমৃদ্ধিহোম। সন্নতিহোম। স্বিষ্টকৃৎ হোম। সর্বপ্রায়শ্চিত্তসম্বন্ধী হোম। স্কন্নহোম। 'পুনর্মৈত্বিন্দ্রিয়ম্' এই মন্ত্রের দ্বারা হোম। স্কন্নাস্মৃতি হোমদ্বয়। সমুদয়-সংস্থিতি হোম। চতুর্গৃহীত হোম। বর্হিহোম (অর্থাৎ,দর্ভজুটিকা হোম)। সংস্রাবহোম। সমস্ত বিষ্ণুক্রম। ব্রতবিসর্জন। দক্ষিণাদান এবং ব্রহ্মার উত্থাপন। পাকতন্ত্রে অভ্যাতান কর্ম নেই, এইমাত্র বিশেষ। অন্য সবই আজ্যতন্ত্রের সমান। এই বিষয়ে গোপথব্রাহ্মণ প্রমাণ। তন্ত্রের অদ্ভুত কর্ম-সমুদয় আজ্য-তন্ত্রের মধ্যে গণ্য হ'লেও তাতে পাকতন্ত্রের মতো অভ্যাতান কর্মের অভাব আছে। এই সম্বন্ধে কেশব বলেছেন যে,—"অভ্যাতান কর্মসকল পাকতন্ত্রে এবং সমুদায় অদ্ভুত-কর্মে বিনিযুক্ত হয় না; কিন্তু অন্যান্য সমস্ত কর্মে সেই সমুদায় প্রযুক্ত হয়ে থাকে" (কে. ১৪/১)।

ওঁ

অথর্ববেদ-সংহিতা।

প্রথম কাণ্ড।

প্রথম অনুবাক

প্রথম সূক্ত : মেধাজননম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : বাচস্পতি। ছন্দ : অনুষ্টুপ, বৃহতী]

প্রথম মন্ত্র

ওঁ যে ত্রিষপ্তাঃ পরিয়ন্তি বিশ্বা রূপাণি বিভ্রতঃ।
বাচস্পতির্বলা তেষাং তন্বো অদ্য দধাতু মে ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — যে লোকপ্রসিদ্ধ অনন্ত-ঐশ্বর্যশালী 'ত্রিসপ্ত'—অশেষ রূপ পরিগ্রহ ক'রে, নিখিল বিশ্বের মঙ্গল-সাধনে সর্বদা সর্বতোভাবে পরিভ্রমণ করছেন, বেদবিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতা হে বাচস্পতি! আপনি সেই ত্রিসপ্তের (নিখিল দেবস্বরূপের) আত্মশক্তি এক্ষণে আমার সম্বন্ধে বিধান করুন (যে প্রকারে আমি সেই শক্তি লাভ করতে পারি, সেই জ্ঞান আমাকে প্রদান করুন) ॥ ১॥

মন্ত্রার্থ আলোচনা — অথর্ববেদের প্রথম মন্ত্র ('যে ত্রিষপ্তা' ইত্যাদি) মেধাজনন-প্রার্থনা-মূলক। কর্মমাত্রেই মেধা, বুদ্ধি বা জ্ঞান, প্রধান ও প্রথম প্রয়োজন। এই মন্ত্রে, কর্মারম্ভের প্রথমেই তাই জ্ঞানাধিপতি দেবতার (বাচস্পতির) নিকট ভগবদাত্মভূত শক্তি-সামর্থ্যের প্রার্থনা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে,—'হে জ্ঞানাধিপতি দেব, ভগবানের সম্বন্ধযুত শক্তি-সামর্থ্য-জ্ঞান আপনি আমাকে দান করুন।' লক্ষ্য এই যে, তদাত্মশক্তিসম্পন্ন হ'লে শ্রেয়োলাভে আর কোনই বিঘ্ন ঘটবে না। সৎ-জ্ঞানের মধ্য দিয়েই সেই শক্তি লাভ হয়; তাই জ্ঞানাধিষ্ঠাতৃ দেবতার নিকট মেধাজনন জন্য প্রার্থনা জানান হচ্ছে। কি ভাবে, কি অবস্থায় এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়, ভাষ্যে তার আভাষ আছে। কর্মিগণ উপযুক্ত গুরুর সাহায্যে সেই কর্মে প্রবৃত্ত হ'তে পারবেন।

এই মন্ত্রটি অতি গভীর ভাবদ্যোতক। এর অন্তর্গত প্রথম শব্দ, 'যে'। এই সর্বনাম পদ পূর্ববর্তী আকাঙ্ক্ষার দ্যোতনা করছে। তা থেকে বোঝা যাচ্ছে,—ঐ 'যে' শব্দে সেই 'লোকপ্রসিদ্ধ সর্বেশ্বরের' প্রতিই লক্ষ্য আসছে। তার পর—'ত্রিষপ্তাঃ'। এই পদ সম্বন্ধে ভাষ্যকার বহু গবেষণা করেছেন। তিন আর সাত (ত্রি ও সপ্ত)—এই দুই-এর যত কিছু সম্বন্ধ থাকতে পারে, ঐ শব্দে তা-ই আমনন করা হয়েছে। পরিশেষে ঐ শব্দে

যে সেই অনন্তরূপ পরমেশ্বরকেই বুঝিয়ে থাকে, ভাষ্যকারগণ তা-ই সিদ্ধান্ত ক'রে গেছেন। 'ত্রি' শব্দে 'ত্রিকাল' এবং 'সপ্ত' শব্দে সপ্তলোক; তিন কাল (চিরকাল) সপ্তলোক (অখণ্ড বিশ্ব) ব্যেপে যিনি বিদ্যমান রয়েছেন, ঐ দু'টি শব্দের প্রয়োগে তা-ই বোঝা যায়। সত্ত্বরজস্তমঃ—তিন গুণকে বা তিন গুণের আধারকে 'ত্রি' শব্দে বোঝাতে পারে; ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর ঐ 'ত্রি' শব্দেই অভিব্যক্ত হন। সপ্তশব্দে সপ্তর্ষি, সপ্তগ্রহ, সপ্তমরুৎবর্গ, সপ্তলোক প্রভৃতি অর্থও এখানে ভাষ্যকার গ্রহণ করেছেন। 'ত্রিসপ্ত' বলতে শেষে 'অনন্ত' ভাব স্বীকৃত হয়েছে। 'ত্রিসপ্ত' থেকে 'একবিংশ' রূপ অর্থও গ্রহণ করা হয়। সেই অনুসারে, পঞ্চমহাভূত, পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণসমন্বিত দেহ বা দেহীকে বুঝিয়ে থাকে। এইভাবে, নানা অর্থের মধ্য দিয়ে শেষে ঐ 'ত্রিষপ্তাঃ' শব্দে অনন্তরূপ পরমেশ্বরের প্রতিই লক্ষ্য আসে। তারপর ক্রিয়াপদ 'পরিয়ন্তি'। প্রতি দিন, প্রতি কল্পে, প্রতি শরীরে, যথাবিধি পর্যাবর্তন করছেন অর্থাৎ জড় অজড় সকল পদার্থে সর্বদা বিদ্যমান রয়েছেন—এই ভাবে ঐ ক্রিয়াপদে প্রকাশ করছে। শ্রীভগবান্ যে সকলের মধ্যেই বিরাজমান থেকে ক্রিয়া করছেন, এখানে তা-ই বোঝা যায়। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ—'বিশ্বরূপাণি বিভ্রতঃ'। ভাবার্থ এই, জগতের সকলের প্রতিই অনুগ্রহ-বিতরণের জন্য তিনি সকল রূপ সকল আকার পরিগ্রহ ক'রে আছেন। তিনি চেতনাচেতনাত্মক সকল বস্তুকে অভিমত ফল প্রদান পূর্বক পোষণ করছেন। মন্ত্রের প্রার্থনা—সেই যে তিনি 'ত্রিষপ্তা' তিনি অদ্য তাঁর আত্মশক্তি আমাকে প্রদান করুন। মন্ত্রে আছে—'তন্ব' এবং 'বলা'। ঐ দুই শব্দের (তন্বা, বলানি) সাধারণ অর্থ—শরীরের বল। সেই 'ত্রিষপ্তা' আমাকে তাঁদের শরীরের বল দেন,—বাক্যার্থ এমন হ'লেও, তার ভাবার্থ এই যে,—'তদাত্মভূত শক্তি যেন আমরা পাই।' কিন্তু 'তদাত্মভূত শক্তি' বলতে কি বোঝায়? এখানে ভগবানের স্বরূপ স্মরণ করতে হয়। বহু ব্যষ্টি-শক্তির সমষ্টিতে তিনি সমষ্টিভূত শক্তি; তাই তাঁকে 'ত্রিষপ্তাঃ' অনন্ত-নামরূপধারী অনন্ত-শক্তিসম্পন্ন বলা হয়েছে। তাঁর যে শক্তি, সে শক্তি অবিমিশ্র সত্ত্বভাবাপন্ন। যত কিছু দেবশক্তি, সকলই তাঁর সেই শক্তির অন্তর্নিহিত। এখানে তাই বলা হয়েছে—তদন্তর্গত দেবশক্তিসমূহ যেন আমি প্রাপ্ত হই। বাচস্পতি—জ্ঞানদাতা দেব। জ্ঞানের মধ্য দিয়েই সকল শক্তি—সকল সৎ-ভাবমূলক শক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই জ্ঞানাধিপতি দেবতাকে প্রথমেই আহ্বান করা হয়েছে। জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে—সৎ-বৃত্তি সৎ-ভাবের সমাবেশে ভগবানের স্বরূপ-শক্তি লাভ হয়। এখানকার প্রার্থনা,—'হে দেব! আমায় সেই জ্ঞান দাও, যেন আমি সেই জগৎপতি জগন্নাথের স্বরূপ প্রাপ্ত হই।'—এই মন্ত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার, দেবতত্ত্ব-বিষয়ে আলোচনা করেছেন। পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ রূপে, বাদ-প্রতিবাদ-সূত্রে ভাষ্যে দেবকর্তৃত্ব প্রতিপন্ন করা হয়েছে ॥ ১॥

◆

দ্বিতীয় মন্ত্র

পুনরেহি বাচস্পতে দেবেন মনসা সহ।
বসোষ্পতে নি রময় ময্যেবাস্তু ময়ি শ্রুতং ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — হে জ্ঞানাধিপতি! সত্ত্বগুণের দ্বারা (আমাকে) উদ্ভাসিত ক'রে আমার মনের সাথে আপনি মিলিত হোন। (হে দেব! আপন জ্ঞানরূপ প্রকাশের দ্বারা আমার অন্তঃকরণকে সত্ত্বগুণযুক্ত ক'রে, সেই অন্তঃকরণে আপনি বিরাজ করুন)। হে জ্ঞানরূপ ঐশ্বর্যের অধিপতি! আমার অন্তরে অধিষ্ঠিত থেকে, আমাকে মেধাসমৃদ্ধি প্রদানপূর্বক আনন্দিত করুন। আপনার প্রসাদে আমার জ্ঞান প্রমাদ-পরিশূন্য হোক ॥ ২॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই মন্ত্র পূর্ব-মন্ত্রোক্ত বাচস্পতির উদ্দেশ্যেই প্রযোজিত হয়েছে। মন্ত্রের প্রথম অংশে সাধকের আপন অন্তঃকরণে জ্ঞানাধিপতির মিলন, আগমন অর্থাৎ বিকাশ প্রার্থনা সূচিত রয়েছে।

এই অংশে 'মনসা' পদের যে 'দেবেন' বিশেষণ দৃষ্ট হয়, তা অতি গভীর ভাবোদ্দীপক। এস্থলে 'দেব' শব্দের অর্থ-দীপ্তিযুক্ত। যখন অন্তঃকরণে বিশুদ্ধ জ্ঞান বিকাশ পায়, তখন তাতে রজঃ তমঃ গুণ থাকতে পারে না; কেবল সত্ত্বগুণ আশ্রয় করে; সেই সত্ত্বগুণের প্রভাবে মন (অন্তঃকরণ) স্বচ্ছ আলোক প্রাপ্ত হয়; এখানে তেমনই অন্তঃকরণ লক্ষ্য রয়েছে। যতক্ষণ সত্ত্বগুণ সম্পূর্ণভাবে অন্তঃকরণকে অধিকার না করে, ততক্ষণ মন কলুষিত বা মলিন ভাবাপন্ন হয়ে থাকে; সেই মলিনাবস্থায়, মলিন দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায়, পরমেশ্বরের দর্শন পাওয়া যায় না। অতএব, মনের মালিন্য দূর করতে হ'লে, বিশুদ্ধ জ্ঞানপ্রবাহের আবশ্যক। তাই সাধক ডাকছেন,—'হে জ্ঞানাধিপতি! আমার সত্ত্বগুণযুক্ত অন্তঃকরণের সাথে মিলিত হোন; আমার হৃদয়ের তমঃ ও রজঃ গুণ নাশ ক'রে আমাতে পরিপূর্ণ সত্ত্বগুণের বিকাশ করুন।'—মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের 'বসোস্পতে' পদের দ্বারাও সেই জ্ঞানাধিপতিকেই আহ্বান করা হয়েছে। কিন্তু ভাষ্যকার 'বসু' শব্দে 'গ্রামাদিরূপ সম্পত্তির অধিপতি' অর্থ ক'রে, পরে 'প্রাণাধিপতি' অর্থ করেছেন। যাই হোক, আমরা 'বসু' শব্দে মেধা-জ্ঞানরূপ সম্পত্তিকে ধ'রে, উক্ত শব্দে 'হে মেধা-জ্ঞানরূপ সমৃদ্ধিস্বামিন্' অর্থ গ্রহণ করলাম। এ ক্ষেত্রে, প্রথম 'ময়ি' পদে 'সামীপ্যার্থে সপ্তমী' ও 'এব' শব্দে দূর-ব্যবচ্ছেদ করা হয়েছে। সুতরাং ঐ দুই পদে 'আমার নিকটেই—দূরে নয়' এইরকম অর্থই প্রতীত হয়। দ্বিতীয় 'ময়ি' পদে আধার (আশ্রয়) অর্থে সপ্তমী, সুতরাং 'আমার আশ্রিত' এমন অর্থও হ'তে পারে। যিনি যে পদার্থের অধিস্বামী, প্রার্থীকে তিনি তা দান করতে পারেন। তাই সাধক তাঁকে ডাকছেন,—'হে সমস্ত মেধা-জ্ঞান-সমৃদ্ধি-স্বামিন্ ভগবন্! আপনি আমার মধ্যে প্রকটিত হয়ে, আমাকে মেধা ও জ্ঞানরূপ সম্পত্তি প্রদানের দ্বারা আনন্দিত করুন' ॥ ২॥

◆

তৃতীয় মন্ত্র

ইহৈবাভি বি তনূভে আর্ত্নী-ইব জ্যয়া।
বাচস্পতির্নি যচ্ছতু ময্যেবাস্তু ময়ি শ্রুতং॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ — হে জ্ঞানাধিদেব! যেমন ধনুকে যোজিত গুণ (ছিলা) ধনুকের দুই অগ্রভাগকে শরক্ষেপকের অভিমুখে আকর্ষণ করে, সেই রকম আপনার উপাসক এই আমাকে ঐহিক ও পারত্রিক ফল-সাধক যে মেধা ও জ্ঞান—এই উভয়ের প্রতি সর্বতোভাবে আকর্ষণ করুন। হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমার-বিষয়িণী বেদরূপা বাণীকে নিয়মিত করুন; (যাতে আমার সমুদায় ব্যক্য পরমার্থের অনুসরণ করে, সেইরকম বিধান করুন)। আপনার অনুগ্রহে আমার শাস্ত্রজ্ঞান (গুরু গণের নিকট হ'তে যে সকল উপদেশ-বাক্য শ্রবণ করেছি, সেই সমুদায়) আমাতে সুস্থির হোক। (ভাবার্থ—হে দেব! আপনি বাক্যের অধিপতি, সুতরাং আপনিই বাক্যকে যথাযথ নিয়মিত করতে সমর্থ। অতএব, যেভাবে আমার বাণী (বাক্য) সত্য অর্থ প্রকাশ করতে সমর্থ হয়, সেই ভাবে তাকে নিয়মিত করুন ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই মন্ত্রও বাচস্পতিদেবের নিকট প্রার্থনা-মূলক। এই মন্ত্রের কয়েকটি পদ বিশেষ ভাবে আলোচ্য। 'ইহ এব' এই স্থলে 'ইদম্' শব্দ নিষ্পাদিত 'ইহ' শব্দে অতি নিকটস্থিত বস্তুকে বোঝায়। যিনি যে দেবতার উপাসনা করেন, তিনি ক্রমশঃ তাঁর নিকটে অগ্রসর হ'তে থাকেন। মানস-দৃষ্টিতে

বা অন্তরদৃষ্টিতে উপাস্যকে অতি নিকটেই দেখতে পাওয়া যায়।...এই স্থলে 'ইহ' শব্দ উপাস্য-উপাসক ভাব-সম্বন্ধের দ্বারা বাচস্পতিদেবের ও সাধকের পরস্পর নিকটবর্তিত্ব সূচিত করছে। 'উভে' এই পদস্থিত 'উভ' শব্দ স্বভাবতঃ দু'টি বস্তুকে বোঝায়। ঐ পদে পূর্বপ্রার্থিত মেধা ও জ্ঞানকে বোঝাচ্ছে। উক্ত মেধা ও জ্ঞান—ঐহিক ও পারত্রিক এই উভয়বিধ শুভ ফলের জনক। ...এই মন্ত্রে প্রার্থনাকারী আপন উপাস্যদেব ভগবান্ বাচস্পাতির নিকট উক্ত দু'রকম ফলজনক মেধা ও জ্ঞানের অসাধারণ বৃদ্ধি প্রার্থনা করছেন।— মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে যে 'বাচস্পতিঃ' শব্দ আছে, ভাষ্যকারের মতে তার অর্থ 'বিধাতা'। 'বাচঃ + পতিঃ' এমন বিশ্লেষণের দ্বারা অর্থ করলেও লক্ষ্য স্থির হয়। 'পতি' শব্দের অর্থ পালক বা রক্ষাকর্তা। সেই অনুসারে মেধা ইত্যাদির সমৃদ্ধির পালক সেই ভগবান্ বাচস্পতিই লক্ষ্যস্থল হন। তা' হ'লে 'নিযচ্ছতু' এই ক্রিয়ার সাথে অন্বয় করবার জন্য যুষ্মদর্থক 'ভবৎ' (ভবান) শব্দ অধ্যাহার করার আবশ্যক হয়। এবং 'বাচঃ' এই বিশ্লিষ্ট পদের অর্থ বেদরূপ ব্যাক্যসমূহ অথবা জ্ঞানপ্রযুক্ত ভাষা—স্বীকার করতে হয়। তাতে ভাবার্থ দাঁড়ায় এই যে,—'যিনি প্রভু, তাঁর অসাধ্য কি আছে! হে দেব! আপনি প্রভু; আপনি আমার ভ্রমপ্রমাদজড়িত বাক্যসমূহকে বিশুদ্ধ ক'রে প্রকৃত পরমার্থপথে পরিচালিত করুন; আমি যেন আপনার প্রসাদে শাস্ত্রীয় গূঢ়ার্থ সম্পদ বাক্যসমূহ হৃদয়গত করতে পারি' ॥ ৩॥

◆

চতুর্থ মন্ত্র

উপহূতো বাচস্পতিরুপাস্মান্ বাচস্পতির্হ্বয়তাং।
সং শ্রুতেন গমেমহি মা শ্রুতেন বি রাধিষি ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ — হে দেব! আপনি জ্ঞানাধিপতি ও ভক্তপ্রার্থনাপূরক। আমাদের অর্চনার দ্বারা আহুত হয়ে আপনি বেদজ্ঞানের নিমিত্ত আমাদের (আমাকে) মেধা ইত্যাদি শক্তি প্রদান করুন। যাতে (আমি) আমরা (যথাবিধি অধীত বেদ ইত্যাদি শাস্ত্রজনিত) জ্ঞানের সাথে মিলিত হ'তে পারি; এবং সেই জ্ঞানের সম্বন্ধ হ'তে কখনও যেন বিচ্ছিন্ন না হই। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—যাতে কখনও আমি শাস্ত্রজ্ঞানচ্যুত না হই, সেই ভাবে আমার মেধা ও বল সম্পাদন করুন) ॥৪॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই মন্ত্রের প্রথম অংশে 'বাচস্পতিঃ' পদ দু'বার উল্লিখিত হয়েছে। ভাষ্যকারের মতে—ঐ দুই পদেরই অর্থ এক। কিন্তু একই বিষয়ে একই অর্থে একই পদের পুনরুল্লেখ হওয়া সঙ্গত নয়। অতএব দ্বিতীয় 'বাচস্পতিঃ' পদের 'বাচঃ + পতিঃ' এইরকম পদ বিশ্লেষণের দ্বারা অর্থসঙ্গতি হবে। 'বাচঃ' এই পদে বেদরূপ বাক্য বোঝাচ্ছে। ভাষ্যকারের মতে 'উপহূতঃ' এই পদের অর্থ 'সমীপে আহুত'। কিন্তু এখানে 'উপ' শব্দের অর্থ পূজা। তাতে, 'পূজার্থ আহুত' এইরকম অর্থ করা যেতে পারে। 'উপহ্বয়তাং' এই পদের 'অনুজ্ঞা করুন—আদেশ করুন' এইরকম অর্থ ভাষ্যকারও প্রকাশ করেছেন। যিনি বাক্য বা জ্ঞানের অধিপতি, তাঁর প্রদত্ত শক্তি ব্যতীত কি ভাবে জ্ঞানলাভ সম্ভবপর? অতএব, তাঁরই নিকটে মেধা ইত্যাদি লাভরূপ অনুকম্পা প্রার্থনা করা হয়েছে।—মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে সাধক প্রার্থনা করছেন—'আপনার প্রসাদে প্রাপ্ত মেধা ইত্যাদির সমৃদ্ধির দ্বারা আমি যেন জ্ঞানের সাথে মিলিত হই; কখনও যেন জ্ঞান-সম্বন্ধ হ'তে বিচ্যুত না হই।' জ্ঞান না হ'লে, মনুষ্য কখনই মনুষ্য হ'তে পারে না। এ জ্ঞান সাধারণ জ্ঞান নয়; যে জ্ঞানালোকে পরম-পদার্থ দৃষ্ট হয়, সেই জ্ঞানই এখানকার প্রার্থনীয়। মেধা (ধারণাশক্তি) না থাকলে, শাস্ত্র ইত্যাদির উপদেশ বিস্মৃত হ'তে হয়। যা শুনলাম, তা যদি ভুলে গেলাম, তা হ'লে সে উপদেশ শ্রবণে ফল

কি? অতএব, মেধাই এই সূক্তের প্রধান প্রার্থনীয় বস্তু।—'জীব! যদি পরিত্রাণ পেতে চাও, তবে সাধনার মূলীভূত সামগ্রী সত্ত্বভাবকে মেধার সাহায্যে (ধৃতির বন্ধনে) হৃদয়ে আবদ্ধ ক'রে রাখো।' এটাই এই সূক্তের শিক্ষা ॥ ৪॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : রোগোপশমনম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : পর্জন্য। ছন্দ : অনুষ্টুপ, গায়ত্রী]

প্রথম মন্ত্র

বিদ্মা শরস্য পিতরং পর্জ্জন্যং ভূরিধায়সং।
বিদ্মো ষ্বস্য মাতরং পৃথিবীং ভূরিবর্পসং ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — সাধকের অভীষ্টদায়ক, চরাচরাত্মক জগতের পোষণকর্তা, লোকহিতকারী ও অভিলষিত প্রদানের দ্বারা ভক্ত-বাঞ্ছাপূরক, এবম্ভূত পরমপুরুষকে আমরা রিপুহিংসক, অজ্ঞানরূপ ব্যূহভেদকারী শরের (যোগকর্মের) জনক ব'লে জানি; অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা দেখতে পাই। চরাচর জগতের আধারস্বরূপ, বিস্তীর্ণা পৃথিবীকে (প্রকৃতিকে) তার (শরের, যোগকর্মের) জননী-রূপে জানি। (ভাব এই যে,—জনকস্বরূপ পুরুষের জগৎপোষক গুণের প্রভাবে শরযোগকর্মও সেইরকম শক্তিসম্পন্ন ব'লে প্রতীত হয়। এইরকম জননীস্বরূপ প্রকৃতির বহুরূপাশ্রয়ত্বগুণের দ্বারা তার নানাবিধত্ব সপ্রমাণ হয়ে থাকে ॥ ১॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সংগ্রাম-জয়ের প্রধান কারণ বাণের উৎপত্তি এবং তার জনক-জননীর বিষয় ভাষ্যকার আলোচনা করেছেন। এদিকে আবার, যুদ্ধজয় কার্য, জ্বরাতিসার প্রভৃতি রোগের শান্তি, অপরাজিতা নামক মহাশান্তি ও পুষ্পাভিষেক কর্ম—এই সমস্ত বিষয়েও দ্বিতীয়সূক্তস্থিত মন্ত্রসকল প্রযুক্ত হয়,—এ-ও ভাষ্যকারই অনুক্রমণিকায় বলেছেন।...মন্ত্র নিত্য-সত্য। তার প্রয়োগ একাধিক কার্যে সুসিদ্ধ হয়। সংগ্রাম-জয়-বিষয়েও মন্ত্রের যেমন উপযোগিতা, রোগ ইত্যাদির শান্তি প্রভৃতির পক্ষেও তার সেইরকম আবশ্যকতা।—মন্ত্র সর্ব-জ্ঞানের আধার।...মন্ত্রের উদ্দেশ্য জীব সর্বদা সৎপথে সৎকর্মে নিরত হোক; আত্মজ্ঞান লাভ ক'রে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হোক। এই মন্ত্রও সেই ভাবই প্রকাশ করছে।—মন্ত্রের প্রথম অংশ 'বিদ্মা শরস্য'। 'শরস্য' এই পদে 'শর' শব্দের অর্থ—যে হিংসা করে। যে শত্রুগণকে হিংসা বা নাশ করে, অথবা যার দ্বারা অজ্ঞানরূপ আবরণ বিদীর্ণ হয়, সেই পদার্থই 'শর' শব্দের অভিধেয়। ভাষ্যকারও শর শব্দের ঐরকম ব্যুৎপত্তি করেছেন। কিন্তু তাঁর ব্যাখ্যায় দাঁড়িয়েছে—শর শব্দের অর্থ বাণ। আমরা মনে ক'রি, যে অন্তঃশত্রু কাম-ক্রোধ প্রভৃতি নাশ করে, সেই যোগই (সাধনাই) এখানে 'শর' শব্দের লক্ষ্য। 'পর্জন্য' পদে—যিনি তৃপ্তি দান করেন এবং যিনি সর্বজনের মঙ্গল ক'রে থাকেন, তাঁকেই বুঝিয়ে থাকে। ভাষ্যেও ঐরকম অর্থই দেখা যায়।....'ভূরিধায়সং' পদ পরমপুরুষের গুণ প্রকাশ করছে। যিনি ভূরি অর্থাৎ বহুকে ধারণ বা পোষণ করেন, তিনিই 'ভূরিধায়স'।...'পিতরং' পদের সাধারণতঃ যে জনক-রূপ অর্থ প্রচলিত আছে, এখানেও সেই অর্থ অব্যাহত মনে ক'রি। যিনি বিশ্বজগতের জনক, যাঁ থেকে এই চরাচর উৎপন্ন হয়েছে, তিনিই যে যোগ বা সাধনার জনক, তা বলাই বাহুল্য। এই সকল বিষয় বিবেচনা করলে,

মন্ত্রের প্রথম অংশের ভাবার্থ হয় এই যে,—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য এই ছয় রিপু সর্বদা জীবাত্মার সাথে সংগ্রাম করছে। ঐ অন্তঃশত্রুসকলের দমনকারী 'শর' (যোগ-সাধনা) জীবন-যুদ্ধে জীবের একমাত্র সহায়। সর্বনিয়ন্তা, চরাচর জগতের হিতৈষী, সেই পরমপুরুষই সেই শরের বা যোগের জনক,—এটা আমরা জ্ঞান-চক্ষে দেখতে পাই।—মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের 'পৃথিবী' এই পদের 'পৃথিবী' শব্দে বিস্তীর্ণ ভূমিকে বোঝায়—এটাই ভাষ্যকারের মত। কিন্তু 'পৃক্ষু' অর্থাৎ স্থূলবস্তু; তার-সম্বন্ধিনী এই অর্থেও 'পৃথিবী' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। তাতে স্থূলদেহ-সম্বন্ধিনী যে প্রকৃতি, তা-ই পৃথিবী শব্দ থেকে পাওয়া যায়। আমরা মনে ক'রি, এখানে পৃথিবী শব্দের অর্থ প্রকৃতি। 'ভূরিবর্পসং' শব্দ পৃথিবীর বিশেষণ। 'ভূরিবর্পস্' শব্দের অর্থ,—'যাতে ভূরিবর্পস্ অর্থাৎ বহুবিধ রূপ, চরাচরময় জগৎ বিদ্যমান আছে বা দৃষ্ট হয়ে থাকে। ভাষ্যে ঐরকম অর্থই দেখতে পাই। তাহ'লে, মন্ত্রের ভাবার্থ হয় এই যে,—'চরাচর জগতের আধারস্বরূপা স্থূলদেহসম্বন্ধিনী ত্রিগুণময়ী এই প্রকৃতিই যোগ বা সাধনার জননী। এই স্থূলদেহেই প্রথমে সাধনার অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, পরে ক্রমশঃ সাধক সূক্ষ্ম পথে সক্ষ্মতত্ত্ব অবগত হয়ে, পরমাত্মায় যুক্ত (মিলিত) হ'তে পারেন। তাঁতে বিলীন হওয়াই সাধনার পরাকাষ্ঠা বা মুক্তি।'—এই মন্ত্রে শরের এবং তার পিতা-মাতার উল্লেখ আছে দেখে, কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার তৃণপর্যায়ভুক্ত শরকে লক্ষ্য করেছেন। 'পর্জন্য' শব্দে 'মেঘ' এবং 'ভূরিধারসং' শব্দে প্রচুর বর্ষণশীল প্রভৃতি অর্থ ক'রে, মেঘকেই শরের জনক ব'লে কল্পনা করা হয়েছে। পৃথিবীই তাদের উৎপত্তিস্থান—এইজন্য পৃথিবীকে তাদের মাতা রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, প্রায় সকলেই এই মতেরই প্রতিধ্বনি ক'রে থাকেন। সায়ণের ভাষ্যেও এই মত প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান রয়েছে। তবে এই সূত্রে, বেদের নিত্যত্ব অনিত্যত্ব, পৌরুষেয়ত্ব অপৌরুষেয়ত্ব প্রভৃতি বিষয় আলোচনা ক'রে, তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা বিশেষ অনুধাবনার বিষয়। শেষ পর্যন্ত তিনি বিচার ক'রে দেখিয়েছেন—বেদ স্বতঃসিদ্ধ, প্রামাণ্য এবং পুরুষ প্রযত্ন বিরহিত ব'লে নিত্য ॥ ১॥

◆

দ্বিতীয় মন্ত্র

জ্যাকে পরি-ণো নমাশ্মানং তন্বং কৃধি।
বীডুর্বরীয়োঽরাতীরপ দ্বেষাংস্যা কৃধি ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — হে সর্বজগতের বিলয়ভূমি প্রকৃতি! তুমি আমার সম্বন্ধে সত্ত্বগুণরূপে পরিণত হও; (তুমি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণস্বরূপা হ'লেও আমার অন্তরে কেবল সত্ত্বগুণস্বরূপা হয়েই বিরাজ করো)। আমার শরীরকে পাষাণের ন্যায় কঠিন করো, অর্থাৎ আমাকে সাধনায় সক্ষম করো। (প্রথমে প্রকৃতিকে প্রার্থনা ক'রে সাধক পরে জীবনসংগ্রামে একমাত্র সহায় সেই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করছেন) হে অনন্তশক্তিশালিন্ সর্বশ্রেষ্ঠ দেব! অন্তঃশত্রু কাম ইত্যাদির সহকারী মোহ-মায়া প্রভৃতির স্তম্ভনকর্তা আপনি আমার বহিঃশত্রু ও কাম ইত্যাদি অন্তঃশত্রু এবং তাদের কৃত অপকার-সকলকে দূর করুন; তারা যেন আর আমাকে উদ্বিগ্ন (আক্রমণ) করতে না পারে। (ভাবার্থ—হে ভগবন্! আপনার কৃপায় কাম ইত্যাদি শত্রুভয়ে যেন আমাকে ভীত হ'তে হয় না) ॥ ২॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই মন্ত্রে প্রকৃতির ও পুরুষের নিকট প্রার্থনা করা হয়েছে। মন্ত্রের প্রথম পদদ্বয়—'জ্যাকে পরি'। 'জ্যাকে' এই পদটি 'জ্যাকা' শব্দের সম্বোধনে নিষ্পন্ন। 'জ্যা' শব্দে সাধারণতঃ ধনুকের ছিলাকে বোঝায়। 'কুৎসিত জ্যা' এই অর্থে জ্যাকা শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে; এমন অর্থই ভাষ্যে লিখিত

আছে। কিন্তু আমরা ব'লি,—'যাতে চরাচর জীর্ণ হয়' এই ব্যুৎপত্তি থেকে 'জ্যা' শব্দে প্রকৃতিকে পাচ্ছি; এবং ঐ 'জ্যা' শব্দের উত্তর বিহিত 'কন্' (ক) প্রত্যয়ে 'সেই প্রকৃতির স্বভাব অতি দুর্বোধ' এমন অর্থ প্রকাশ করছে। ...'পরিণম' এই ক্রিয়াটির দ্বারা সাধক নিজের সম্বন্ধে প্রকৃতির পরিণতি অর্থাৎ স্থিতি প্রার্থনা করছেন। কিন্তু প্রকৃতির পরিণম বা স্থিতি কি ভাব প্রকাশ করে? এই চরাচরের স্থিতি ও লয়, যথাক্রমে রজঃ, সত্ত্ব ও তমঃ এই গুণত্রয়ের দ্বারা সংসাধিত হয়ে থাকে; এবং এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি হ'তেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সাধিত হয়। সত্ত্বভাবই স্থিতি বা পরিণাম। 'প্রকৃতি সত্ত্বগুণময়ী হোক'—এটাই এখানে সাধকের প্রার্থনা।—দ্বিতীয় প্রার্থনার বিষয়—'তন্বং অশ্মানং (তনুং অশ্মসদৃশীং) অর্থাৎ আমার শরীরকে পাষাণের ন্যায় কঠিন করো।—সাধনার পথে অনেক অন্তরায়, বহু বিঘ্ন। মায়া, মমতা, স্নেহ, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ইত্যাদি বহু উপসর্গ এসে মনকে বিচলিত ক'রে নিয়ে যায়, এবং শরীরকে নানারকম ক্লেশ দান ক'রে বিপথে বিভ্রান্ত করে। সেই আশঙ্কায় সাধক, প্রকৃতিদেবীর সমীপে শরীরের (স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের) প্রস্তরের ন্যায় কঠিনতা প্রার্থনা করছেন।—অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের একটি বিশিষ্ট পদ—'বীড়ুর্বরীয়ঃ'। এই অংশে 'বরীয়ঃ' পদটি 'বরীয়স্' শব্দের সম্বোধনে নিষ্পন্ন। ঐ পদের দ্বারা কোন শ্রেষ্ঠ পুরুষকে সম্বোধন করা হয়েছে বোঝা যায়। সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অদ্বিতীয়—কে তিনি? বোঝা যায়, এখানে সেই পরম পুরুষকেই আহ্বান করা হয়েছে। 'বীড়ুঃ' পদের অর্থ—যিনি লজ্জিত করেন। কিন্তু ভাষ্যে 'স্তম্ভনকারী' এমন অর্থ দেখতে পাই। যে সহসা লজ্জা প্রাপ্ত হয়,সেই স্তম্ভিত হয়ে থাকে, এটি স্বতঃসিদ্ধ। এখানে ঐ পদে কাম ইত্যাদি রিপুগণের স্তম্ভনের ভাবই অধ্যাহৃত হচ্ছে। 'অরাতীঃ' ও 'দ্বেষাংসি' এই দু'টি পদের অর্থ সাধারণতঃ 'শত্রু ও তৎকৃত অপকার', কিন্তু এটা কেবল বহিঃশত্রুকে ও বাহিরের অপকারকে বোঝাচ্ছে না। এর দ্বারা অন্তর-শত্রু কামক্রোধ প্রভৃতি এবং তাদের কৃত অনিষ্ট—এই উভয়কেও বোঝাচ্ছে। এইরকম আলোচনায়, মন্ত্রের ভাবার্থ হয় এই যে,—'হে মায়ামোহ ইত্যাদি-রহিত অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন দেব! আপনি আমার কাম ইত্যাদি অন্তঃশত্রুদের এবং তাদের সহচর মায়ামোহ প্রভৃতিকে স্তম্ভিত করুন। আমার অন্তঃশত্রু কাম ইত্যাদি ও নানারকম বহিঃশত্রুসকলকে এবং তাদের কৃত অপকারকে (অনিয়মকে) আপনি নাশ করুন। তারা আমার যেন কোনও অনিষ্ট না করতে পারে। হে দেব! আমার দেহ যেন পাষাণের ন্যায় দৃঢ় হয়, আমার অন্তর যেন সাত্ত্বিকভাবে পবিত্র হয়। আমি যেন সৎ-ভাবসম্পন্ন হয়ে আপনাকে প্রাপ্ত হই—এই আমার প্রার্থনা।'—এটাই এই মন্ত্রের স্বরূপ ॥ ২॥

◆

তৃতীয় মন্ত্র

বৃক্ষং যদ্গাবঃ পরিষস্বজানা অনুস্ফুরং শরমর্চন্ত্যৃভুং।
শরুমস্মদ্যাবয় দিদ্যুমিন্দ্র ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — মৌর্বী (ধনুর্গুণ) যেমন ধনুষ্কোটিতে আরোপিত হয়ে ধনুর্দণ্ডকে অনুসঞ্চালন-পূর্বক শাণিত শরকে (শত্রুর অভিমুখে) প্রেরণ করে, সেইরকম হে ইন্দ্রদেব! বজ্রবৎ প্রকাশমান হিংসাকারী শত্রুশরকে আমাদের নিকট হ'তে (সঞ্চালিত ক'রে) দূরে অপসারিত করুন। (ভাবার্থ—প্রক্ষেপ-বলের দ্বারা উৎক্ষিপ্ত স্বসংশ্লিষ্ট বাণ ধনুর্গুণ যেমন অন্যত্র প্রেরণ ক'রে থাকে; তেমনি, হে ভগবন্! আপনার শক্তির প্রভাবে আমি আমার অন্তরস্থিত রিপুশত্রুদের দমন করতে বা দূরে নিক্ষেপ করতে সমর্থ হবো) ॥ ৩॥

অথবা,

আমাদের জ্ঞানসমূহ, সৎ-ভাবসংশ্লিষ্ট হয়ে, মূলস্বরূপ দেবকে আপন প্রকাশ জ্ঞানে, যাতে অনাবিল যোগ-সাধনা (ভগবৎ-সান্নিধ্য) প্রাপ্ত হয়, তা করুন; আরও, হে ভগবন্! বজ্রবৎ কঠোর হিংস্র কাম-ক্রোধ ইত্যাদি রিপুশত্রুদের আমাদের নিকট হ'তে দূরে অপসারিত করুন। (ভাবার্থ—আমাদের জ্ঞান ভগবৎ-সম্বন্ধযুত হোক। হে ভগবন্! আপনি আমাদের রিপুশত্রু বিমর্দিত করুন) ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই মন্ত্রের আমরা দু'রকম অর্থ নিষ্কাষিত করলাম। এক রকম অর্থ প্রায়শই ভাষ্যের অনুসারী; অন্য অর্থ—ভাবমূলক। ভাষ্যকারও মন্ত্রটির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে নানারকম অর্থ কল্পনা করেছেন।—আমরা মন্ত্রের প্রথম যে অর্থ নিষ্কাষণ করলাম, দ্বিতীয় অর্থের সাথে তার ভাবসঙ্গতি রক্ষার চেষ্টা আছে। দুই দিকের দুই অর্থই একই ভাব ব্যক্ত করছে। অথচ শব্দার্থ দুই দিকেই বিভিন্ন প্রকার। প্রথম ব্যাখ্যায়, শব্দার্থ বিষয়ে সায়ণেরই অনুসরণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যায়, শব্দের ভাব মাত্র পরিগৃহীত। প্রথম ব্যাখ্যায়, আমরা মনে ক'রি; একটি উপমা প্রকাশ পেয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই, উভয় প্রকার ব্যাখ্যার মধ্যেই, একজন কর্তার প্রতি লক্ষ্য আসছে। ধনুকে জ্যা যোজনা করলে শর যেমন ধনুর্দণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অপরের (শত্রুর) প্রতি ধাবমান হয়, অর্থাৎ ধনুকের সাথে যেমন শরের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; হে ভগবন্! আমার সাথে শত্রুর সম্বন্ধ সেইরকমভাবে বিচ্ছিন্ন ক'রে দাও। আমার দেহরূপ ধনুষ্কোটিতে কাম-ক্রোধ ইত্যাদি রূপ হিংস্র শর সংলগ্ন হয়ে আছে; সে শর যার প্রতি প্রযুক্ত হবে, তারই মর্মস্থান ভেদ করবে। তাই প্রার্থনা—'আমা হ'তে তাদের বিচ্ছিন্ন ও বিচ্যুত করুন। আমার সঙ্গে তাদের সংযোগ থাকলে, তারা কারও-না-কারও কোনও-না-কোনও অনিষ্টসাধন করবেই করবে।'—এটা অবশ্য স্থূলতঃ প্রার্থনা।—সূক্ষ্ম ভাবে দেখলে উপমার একটা সার্থকতা লক্ষ্য করা যায়। শর শত্রুর প্রতি সাধারণতঃ নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। আমার সাথে সম্বন্ধযুত শরকে আমা হ'তে অপসৃত করুন; অথবা, আমার শত্রুর প্রতি তা বিক্ষিপ্ত হোক,— এরকম উক্তিতে কি ভাব মনে আসে? কাম-ক্রোধ ইত্যাদি রিপুবর্গকে যদি একবার শর ও একবার শত্রু পর্যায়ে গ্রহণ করা যায়, তাহ'লে পূর্বরূপ উক্তির সার্থকতা সুন্দরভাবে প্রতিপন্ন হয়। ঐ যে রিপুশত্রুগণ, তারা আবার পরস্পর পরস্পরেরই বিরুদ্ধাচারী। এ ক্ষেত্রে 'কণ্টকেনৈব কণ্টকং' নীতির অনুসরণে, আমার এক অসৎ-বৃত্তির দ্বারা অন্য অসৎ-বৃত্তিকে পর্যুদস্ত করুন—এটাই এ পক্ষে এ মন্ত্রের প্রার্থনা বলা যেতে পারে। দুই ব্যাখ্যাতেই এই একই ভাব আসে। জ্ঞান যদি সৎ-ভাবসংশ্লিষ্ট হয়, চিত্তবৃত্তি যদি মূলাধার ভগবানকে স্বপ্রকাশ ব'লে বুঝতে পারে, তাহ'লেই ভগবানের সাথে সাধকের মিলনরূপ যোগসাধন আরম্ভ হয়। আর, সে যোগ-সাধনার ফলে, কামক্রোধ ইত্যাদি রিপুবর্গকে ভগবান্ দূরে অপসারিত করেন। এ মন্ত্রের এমন মর্মই আমরা পরিগ্রহ করলাম ॥ ৩॥

◆

চতুর্থ মন্ত্র

যথা দ্যাং চ পৃথিবীং চান্তস্তিষ্ঠতি তেজনং।
এবা রোগং চাস্রাবং চান্তস্তিষ্ঠতু মুঞ্জ ইৎ ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — যে প্রকারে দ্যুলোকের ও পৃথ্বীলোকের মধ্যে (উন্নত হয়ে, অর্থাৎ দ্যুলোককে ও পৃথ্বীলোককে অধোদেশে রেখে) বংশদণ্ড অবস্থান করে; সেইরকম, সাধারণ রোগের ও মূত্রাতিসারের (প্রকোপের) মধ্যে মুঞ্জমেখলা অবস্থান করুক। (এই মন্ত্র পাঠ ক'রে মুঞ্জমেখলা প্রভৃতি

ধারণ করলে মূত্রাতিসার ইত্যাদি বহু রকম রোগের শান্তি হয়—মন্ত্র এই ভাব দ্যোতন করে) ॥ ৪ ॥

অথবা,

স্বর্গলোকের এবং পৃথিবীর (প্রলোভন-সমূহের) মধ্যে যে প্রকারে ভগবান্ তেজোরূপে অবস্থান করছেন, অর্থাৎ সাধকের হৃদয়ে জ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠিত থেকে তাকে রক্ষা ক'রে আসছেন, সেইরকম, এই পার্থিব ব্যাধি-বিপত্তির মধ্যে এবং পারলৌকিক ইষ্টনাশের মধ্যে মুঞ্জমেখলার ন্যায় যোগসাধনা অবস্থান করুক; অর্থাৎ, যোগ-সাধনার দ্বারা মনুষ্য ঐহিক-পারত্রিক বিঘ্ন ও বিপত্তি হ'তে উদ্ধার লাভ করুক (ভাব এই যে,—দ্যাবাপৃথিবী সম্বন্ধি বিবিধ প্রলোভন হ'তে ভগবান্ যেমন সাধককে রক্ষা করেন, সেইরকম যোগ মানুষকে ঐহিকামুষ্মিক (ইহকাল ও পরকালের) বিবিধ বিপদ হ'তে উদ্ধার করুক) ॥ ৪ ॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এ মন্ত্রেরও আমরা দু'রকম অর্থই প্রকাশ করলাম। প্রথম ব্যাখ্যা ভাষ্যের অনুসারী; দ্বিতীয় ব্যাখ্যা—ভাবার্থমূলক। ভাষ্যে প্রকাশ—দ্বিতীয় সূক্তের চারটি মন্ত্র বহু বিঘ্ন দূরীকরণে এবং রোগনাশপক্ষে প্রযুক্ত হয়। তার মধ্যে এই চতুর্থ মন্ত্রটি মূত্রাতিসার রোগ নাশের পক্ষে অমোঘ অস্ত্র-স্বরূপ প্রযুক্ত হ'তে পারে। মুঞ্জমেখলা ধারণে এবং এই মন্ত্র উচ্চারণে, মূত্র নিঃসারণ হয়, ব্যাধি দূরে পলায়ন করে। কিন্তু সেইপক্ষে কি ভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয় এবং কিভাবে মুঞ্জমেখলা ধারণ করার বিধি আছে, ভাষ্যের অনুসরণে তা বোধগম্য হয় না। আপাততঃ আমরা মন্ত্রের ঐ মর্মার্থ প্রকাশ ক'রেই নিরস্ত হলাম।— আমরা মনে ক'রি এই মন্ত্রে পরম যোগতত্ত্বের আভাষ প্রদত্ত হয়েছে। কি দ্যুলোক, কি ভূলোক—সর্ব লোকই সেই জ্ঞানস্বরূপ জগদীশ্বরের জ্ঞানের সাথে সম্বন্ধবিশিষ্ট হয়ে অবস্থান করছে। তিনি তেজোরূপে সর্বত্র ওতঃপ্রোত বিস্তৃত রয়েছেন। তাঁর সম্বন্ধ না থাকলে কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। তাঁর সেই সম্বন্ধেরই নামান্তর যোগ। সেই যোগ-সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হ'লে, সৃষ্টির অস্তিত্ব একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। এইজন্যই তাঁর এক নাম—অযুত। সৃষ্টির মধ্যে সমষ্টিভাবে তাঁর যেমন সম্বন্ধ (সংযোগ) আছে, সাধকের হৃদয়ে জ্ঞানরূপে তাঁর তেমনই প্রতিষ্ঠা আছে। সাধক যে আধি-ব্যাধি শোকতাপে বিজড়িত নন, তাঁর হৃদয় যে সদা আনন্দময়, তার কারণই এই যে, তাঁর অন্তরে ভগবানের ধারণা প্রস্ফুট রয়েছে।—সেই ভগবানের সাথে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, মন্ত্রের সেটাই শিক্ষা। মন্ত্র বলছেন—'রোগ হোক শোক হোক, ইষ্টনাশের শত আশঙ্কার মধ্যেও, মুঞ্জমেখলার বন্ধনরূপ যোগের দ্বারা, ভগবানকে চিত্তের সাথে সংযুক্ত ক'রে রাখো।' এটাই যোগ-সাধনা ॥ ৪ ॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : মূত্রমোচনম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : পর্জন্য ইত্যাদি। ছন্দ : পংক্তি, অনুষ্টুপ]

প্রথম মন্ত্র

বিদ্মা শরস্য পিতরং পর্জন্যং শতবৃষ্ণ্যং।
তেনা তে তন্বেত শং করং পৃথিব্যাং তে
নিষেচনং বহিষ্টে অস্তু বালিতি ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ — যোগসাধনার জনকস্থানীয়, অশেষ কামনা-পূর্ণকারী, অভীষ্টবর্ষী পর্জন্যদেবকে

জানা একান্ত কর্তব্য; যোগের প্রভাবে (যোগজনক দেবতার সাথে মিলনের দ্বারা) তোমার দেহের মঙ্গলবিধান কর্তব্য; তোমার শক্তি এবং প্রাণের নিমিত্ত তোমার অন্তরস্থিত ক্লেদরাশি ইহসংসার হ'তে অপসারিত হোক। (ভাবার্থ—ভগবানই যোগের জনক বা উৎপত্তি-স্থানীয়। যোগের প্রভাবে তোমার ক্লেদরাশি দূরীভূত হোক; এবং তাতে তোমার অশেষ মঙ্গল সাধন হোক) ॥ ১॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — মন্ত্রে তৃণজাতীয় শরকেই লক্ষ্য করা হয়েছে, ভাষ্যানুসারে তা বুঝতে পারা যায়। পর্জন্য (মেঘ) হ'তে বৃষ্টি হয়। সেই বৃষ্টির দ্বারা তৃণ-পর্যায়ভুক্ত শর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সেইজন্যই পর্জন্যকে শরের পিতা ব'লে অভিহিত করা হচ্ছে।....ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের প্রথম অংশের অর্থ—'অপরিমত বীর্যশালী (বৃষ্টিপ্রদ) যে পর্জন্যদেব, তিনি শরের পিতা, তাঁকে আমরা জানি।' ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের যে অর্থ অধ্যাহৃত হয়, অতঃপর তার একটু আভাষ দিচ্ছি—'সেই যে শর, যার পিতাকে আমরা জানি, সে মূত্রনিরোধ ইত্যাদি ব্যাধিগ্রস্ত জনের শরীরের রোগ নাশ করে।' কি প্রকারে? 'নিষেচনং' ও 'বহিষ্টে' পদে তা-ই প্রকাশিত হয়েছে। ঐ শরের প্রভাবে মূত্র নিঃসারণ হয়ে থাকে। সেইজন্যই ঐ দুই পদের সার্থকতা। প্রসঙ্গতঃ একটি শব্দ উচ্চারণের বিষয়ও তাতে খ্যাপিত হয়; বলা হয়ে থাকে যে, 'বালিতি' শব্দ উচ্চারণ করতে করতে রোগীর শরীর হ'তে বদ্ধমূত্র ভূমিতে পতিত হয়। মন্ত্র কিভাবে উচ্চারণ করতে হয়, তার ক্রিয়াপদ্ধতির বিষয় একমাত্র অভিজ্ঞ জনই বলতে পারবেন। তাছাড়া, এই সূক্তের অনুক্রমণিকায় দেখতে পাই,—মূত্র পূরিষ নিরোধের অবস্থায় এই সূক্তের মন্ত্র কয়েকটি উচ্চারণ পূর্বক রোগীর শরীরে হরিতকী ও কর্পূর বন্ধ করা হয়ে থাকে। ঐ এবং আরও কয়েকটি দ্রব্যের ব্যবহার-বিষয় ঐ অনুক্রমণিকায় থাকলেও সেগুলির বিশেষরূপ ব্যাবহার-বিধি ভাষ্যের মধ্যে বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না।—ভাষ্যে যে অর্থই প্রকাশ থাকুক না কেন, আমরা কিন্তু মন্ত্রের মধ্যে এক সর্বজনীন অর্থ লক্ষ্য করলাম। আমাদের মনে হয়, এই মন্ত্রও যোগসাধনার নিমিত্ত জীবকে উদ্বুদ্ধ করছে। ব্যাধিপ্রতিষেধের বিষয় ভাবতে গেলেও বলতে পারি,—যোগসাধনাই ব্যাধিনিবৃত্তির প্রকৃষ্ট উপায়। তোমার ঔষধ-পথ্যে কতটুকু কি করতে পারে? যদি যোগের প্রভাবে ভগবানের সাথে মিলিত হ'তে পারো, ব্যাধি-বিপত্তি তখন আপনিই দূর হয়ে যাবে। বলা হয়েছে,—যিনি 'যোগের জনক', তিনি 'শতবৃষ্ণ্য' (অশেষ কামনাপূরক); তাঁর নাম 'পর্জন্যদেব'। বারিবর্ষণে তিনি ধরণীতে শান্তি-শীতলতা আনয়ন করেন; তাঁর স্নেহাভিষেচনে শুষ্ক বীজ স্নেহভাব প্রাপ্ত হয়। প্রথমেই পর্জন্য-দেবতার সেই স্নেহ ভাবের সম্বন্ধ সূচনা করা হলো; তাৎপর্য এই যে,—তোমার নীরস শুষ্ক হৃদয়ে যদি শুদ্ধসত্ত্ববীজের অঙ্কুরোদ্গম আশা করো, তাঁকে অভীষ্টবর্ষণকারী পর্জন্যদেব ব'লে হৃদয়ে ধারণা করতে অভ্যস্ত হও। সেই তো এক যোগ। 'সেই যোগের দ্বারা' মন্ত্র বলছেন—'দেহের মঙ্গলসাধন হবে, তোমার শক্তি প্রাণ প্রতিষ্ঠার অন্তরায়ভূত অন্তরস্থিত ক্লেদরাশি ইহলোক হ'তে অপসারিত হবে।' এ মন্ত্রে এইরকম আধ্যাত্মিক ভাব আমরা পরিস্ফুট দেখতে পাই ॥ ১॥

◆

দ্বিতীয় মন্ত্র

বিদ্মা শরস্য পিতরং মিত্রং শতবৃষ্ণ্যং।
তেনা তে তন্বে ৩ শং করং পৃথিব্যাং তে
নিষেচনং বহিষ্টে অস্তু বালিতি ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — যোগসাধনার জনকস্থানীয়, অশেষ-কামনা-পূর্ণকারী, মিত্রবৎ স্নিগ্ধতেজঃসম্পন্ন

মিত্রদেবকে জানা একান্ত কর্তব্য; যোগের প্রভাবে (যোগজনক দেবতার সাথে মিলনের দ্বারা) তোমার দেহের মঙ্গলবিধান কর্তব্য; তোমার শক্তি এবং প্রাণের নিমিত্ত তোমার অন্তরস্থিত ক্লেদরাশি ইহসংসার হ'তে অপসারিত হোক। ॥ ২ ॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — সায়ণভাষ্যানুসারে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা, মূত্রনিরোধ ইত্যাদি ব্যাধিগ্রস্তের মূত্রনিঃসারণ সম্বন্ধসূচক। এই পক্ষে, এই সূক্তের ১ম মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা উল্লিখিত হয়েছে, এ মন্ত্রেও সেই ব্যাখ্যা প্রযোজ্য। কেবল, 'পর্জন্য' স্থলে 'মিত্র' (স্নিগ্ধালোকরশ্মি) প্রভৃতি রূপ পরিবর্তন হবে।—সূক্তের প্রথম মন্ত্রের সাথে এই দ্বিতীয় মন্ত্রের পার্থক্য—কেবল একটি মাত্র পদের প্রয়োগ-বিষয়ে। প্রথম মন্ত্রে 'পিতরং' পদের পর 'পর্জন্য' পদ ছিল; এখানে তার পরিবর্তে 'মিত্রং' পদ প্রযুক্ত দেখতে পাই। এইরকম পরপর পাঁচটি মন্ত্র একই ছন্দে একই রূপ শব্দসমষ্টিতে সংগ্রথিত; কেবল, এক একটি মাত্র পদের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। কেন এমন হলো? কোনও ভাষ্যকার কেউই এ পর্যন্ত এ বিষয়ে আলোকপাত করেননি। আমরা মনে ক'রি, যদিও শব্দের পার্থক্য একটি পদ-মাত্র; কিন্তু ভাবের পার্থক্য—নিগূঢ় তত্ত্বমূলক।—প্রথম মন্ত্রে দেখলাম—যোগসাধনার ক্ষেত্রে পর্জন্যদেব এসে জলসেচন করলেন। বীজ অভিষিক্ত হলো। কিন্তু কেবল জলাভিষেকে বীজে অঙ্কুর উদ্গত হয় না তো! সুতরাং স্নিগ্ধরশ্মিসম্পাতের প্রয়োজন হলো। তখন মিত্র-ভাবে মিত্রদেব এসে সহায় হলেন। প্রথম মন্ত্রে পর্জন্যদেবকে আহ্বানের পর, দ্বিতীয় মন্ত্রে তাই মিত্রদেবকে আহ্বান করা হলো। এ পক্ষে এই মন্ত্র যোগ-সাধনার দ্বিতীয় স্তর। পর্যায়ক্রমে দুই মন্ত্রে ভগবানকে হৃদয়ে দুই ভাবে ধারণা করা হলো ॥ ২॥

◆

তৃতীয় মন্ত্র

বিদ্মা শরস্য পিতরং বরুণং শতবৃষ্ণ্যং।
তেনা তে তম্বে৩ শং করং পৃথিব্যাং তে
নিষেচনং বহিষ্টে অস্তু বালিতি ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — যোগসাধনার জনকস্থানীয়, অশেষ-কামনা-পূর্ণকারী, ছায়াদানে পরিবৃদ্ধিকারক বরুণদেবকে জানা একান্ত কর্তব্য; যোগপ্রভাবে (যোগজনক দেবতার সাথে মিলনের দ্বারা) তোমার দেহের মঙ্গলবিধান কর্তব্য; তোমার শক্তি এবং প্রাণের নিমিত্ত তোমার অন্তরস্থিত ক্লেদরাশি ইহসংসার হ'তে অপসারিত হোক ॥ ৩ ॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই মন্ত্রে পুনরায় 'মিত্রং' পদের পরিবর্তন। এখানে তার পরিবর্তে 'বরুণং'। এটা যেন অঙ্কুরোদ্গমের তৃতীয় স্তর। বর্ষণের পর কেবল স্নিগ্ধ উত্তাপ পেলেও অঙ্কুর উদ্গত হয় না। সেই পক্ষে স্নিগ্ধচ্ছায়ার প্রয়োজন। মৃদুমধুর শিশির-সম্পাত আবশ্যক। তাই, মিত্রদেবতার পর বরুণদেবতার অর্চনার আবশ্যক হলো।—হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাবের বিকাশের পক্ষে তিনটি মন্ত্রে পর পর তিনটি বিষয় বিবৃত রয়েছে। যোগসাধনায় প্রবৃত্ত হয়ে সাধক, প্রথমে ভগবানের পর্জন্যদেব-রূপ বিভূতি প্রত্যক্ষ করলেন। তার পর তাঁর মিত্রদেব-রূপ বিভূতি হৃদয়ঙ্গম হলো। তারপর তিনি আবার স্নিগ্ধ বরুণদেব-রূপ বিভূতিতে সাধকের হৃদয়ে প্রতিভাত হলেন। বীজ, অঙ্কুরোদ্গমের অবস্থা প্রাপ্ত হলো।—সায়ণভাষ্যানুসারে এই সূক্তের এ মন্ত্রের ব্যাখ্যাও মূত্রনিরোধ ইত্যাদি ব্যাধিগ্রস্তের মূত্রনিঃসারণ সম্বন্ধসূচক। প্রথম মন্ত্রের 'পর্জন্য' স্থলে এখানে 'বরুণ'

(স্নিগ্ধছায়াদানকারী) প্রভৃতি-রূপ পরিবর্তন হবে ॥ ৩॥

◆

চতুর্থ মন্ত্র

বিদ্মা শরস্য পিতরং চন্দ্রং শতবৃষ্ণ্যং।
তেনা তে তন্বে৩ শং করং পৃথিব্যাং তে
নিষেচনং বহিষ্টে অস্তু বালিতি ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — যোগসাধনার জনকস্থানীয়, অশেষ-কামনা-পূর্ণকারী, বিকাশ-উন্মেষক চন্দ্রদেবকে জানা একান্ত কর্তব্য; যোগের প্রভাবে (যোগজনক দেবতার সাথে মিলনের দ্বারা) তোমার দেহের মঙ্গলবিধান কর্তব্য; তোমার শক্তি এবং প্রাণের নিমিত্ত তোমার অন্তরস্থায়ী ক্লেদরাশি ইহসংসার হ'তে অপসারিত হোক ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — সায়ণভাষ্যানুসারে এ মন্ত্রের ব্যাখ্যা, মূত্রনিরোধ ইত্যাদি ব্যাধিগ্রস্তের মূত্রনিঃসারণ সম্বন্ধসূচক। এ পক্ষে এই সূক্তের প্রথম মন্ত্রের ব্যাখ্যায় যা বলা হয়েছে, এখানে সেই ব্যাখ্যাই প্রযোজ্য। কেবল, 'পর্জন্য' স্থলে 'চন্দ্র' (বিকাশ-উন্মেষক) প্রভৃতি-রূপ পরিবর্তন হবে।—আমরা মনে ক'রি, এই মন্ত্র অঙ্কুরের উদ্গম-ভাব-দ্যোতক। এই মন্ত্রে পুনরায় পদ-পরিবর্তন ঘটেছে। এখানে পূর্ববর্তী মন্ত্রের 'পর্জন্য' বা 'মিত্র' বা 'বরুণ' পদ 'চন্দ্রং' পদে পর্যবসিত। চন্দ্রদেবই অঙ্কুরের উন্মেষক। প্রকৃতি যে মুকুল-মুঞ্জরায় বিভূষিত হয়, তাতে চন্দ্রদেবেরই প্রভাব প্রকটিত হয়ে থাকে। প্রথম মন্ত্রে বীজে জলসেক, দ্বিতীয় মন্ত্রে স্নিগ্ধ উত্তাপ, তৃতীয় মন্ত্রে মৃদুমন্দ ছায়া, তারপরে এই চতুর্থ মন্ত্রে বীজে অঙ্কুরোদ্গম-ক্রিয়া।—ভগবান্, চন্দ্রদেব-রূপ হ্লাদিনী মূর্তিতে, সাধকের হৃদয়ক্ষেত্রে শুদ্ধসত্ত্বভাবের বীজকে অঙ্কুরিত ও মুকুলিত করলেন। চন্দ্রদেবরূপ ভগবৎ-বিভূতির ধারণায় সেই অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়। এ মন্ত্রকে সেই পক্ষে যোগ-সাধনার চতুর্থ স্তর ব'লে মনে করতে পারি। এই চারটি মন্ত্রে চার স্তরে সাধকের হৃদয় কন্দর হ'তে প্রতিধ্বনি উঠছে—'এস দেব!—এস! তুমি পর্জন্য-রূপে এস। আমার এ বিশুষ্ক হৃদয়-মরুভূমি তোমার করুণারূপ সুধাধারায় অভিষিঞ্চিত হোক। শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবের যে বীজটুকু এই হৃদয়-মরুভূমির এক প্রান্তে শুষ্ক হয়ে পড়ে আছে, তাকে আর্দ্র করো। এস দেব! এস সখে! স্নিগ্ধকিরণরূপে মিত্রদেব হয়ে এস! সে আর্দ্রবীজ, একটু জীবনী-শক্তি প্রাপ্ত হোক। এস দেব!—এস তুমি! স্নিগ্ধচ্ছায়ারূপে বরুণদেব হয়ে এস; বীজ নবভাব প্রাপ্ত হোক। অবশেষে, এস দেব! এস তুমি, চন্দ্ররূপে এসে সে বীজ মুকুলিত মুঞ্জরিত ক'রে দাও।' পর পর মন্ত্র-চারটিতে এই চার স্তরের প্রার্থনা প্রকাশ পেয়েছে ॥ ৪॥

◆

পঞ্চম মন্ত্র

বিদ্মা শরস্য পিতরং সূর্যং শতবৃষ্ণ্যং।
তেনা তে তন্বে৩ শং করং পৃথিব্যাং তে
নিষেচনং বহিষ্টে অস্তু বালিতি ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ — যোগসাধনার জনকস্থানীয়, অশেষ-কামনা পূর্ণকারী, পূর্ণরূপে প্রকাশক সূর্যদেবকে জানা একান্ত কর্তব্য; যোগের প্রভাবে (যোগজনক দেবতার সাথে মিলনের দ্বারা) তোমার দেহের মঙ্গলবিধান কর্তব্য; তোমার শক্তি এবং প্রাণের নিমিত্ত তোমার অন্তরস্থিত ক্লেদরাশি ইহসংসার হ'তে অপসারিত হোক ॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — সায়ণভাষ্যানুসারে এই মন্ত্র মূত্রনিরোধ ব্যাধিগ্রস্তের মূত্রনিঃসারণ সম্বন্ধসূচক। এ পক্ষে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা পূর্বের চারটি মন্ত্রের মতোই। কেবল, 'পর্জন্য' ইত্যাদির স্থলে 'সূর্য' (পূর্ণ-প্রকাশক)-রূপ পরিবর্তন হবে।—আমরা দেখছি, পূর্ব মন্ত্রে ছিল 'চন্দ্রং', এবার হলো 'সূর্যং'। বীজ অঙ্কুরিত মুকুলিত হয়েছিল; এবার প্রস্ফুটিত ফুলফলসমন্বিত পরিপক্ক হলো। প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে বীজের উন্মেষ-অভিব্যক্তি সম্বন্ধে যে প্রক্রিয়া-পদ্ধতি বিধাতা বিধান ক'রে রেখেছেন, সাধনার ক্ষেত্রে ভক্তের হৃদয়ের মধ্যেও সেই প্রক্রিয়া-পদ্ধতি অব্যাহত রয়েছে। পরিদৃশ্যমান পৃথিবীর-বিধিবিধানের উপমার দ্বারাই ধ্যানধারণার সামগ্রীকে আয়ত্তীকৃত করবার প্রয়াস হয়েছে।...যদি জ্ঞানলাভের অভিলাষী হও, স্তরে স্তরে অগ্রসর হ'তে আরম্ভ করো। তখন সেই পূর্ণ জ্যোতিষ্মান্ ভগবান্, সূর্যরূপে প্রকাশমান হয়ে, তোমার চির অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশ আলোকিত পুলকিত করবেন। পর পর পাঁচটি মন্ত্র, যোগসাধনার এই পরম পন্থা প্রদর্শন করছে ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ মন্ত্র

যদান্ত্রেষু গবীন্যোর্যদ্বস্তাবধি সংশ্রিতং।
এবা তে মূত্রং মুচ্যতাং বহির্বালিতি সর্বকং ॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ — তোমার শক্তি ও প্রাণের নিমিত্ত, (তোমার) অন্ত্রমধ্যগত যে পাপ, এবং (তোমার) দেহস্থিত যে পাপ, —তোমাতে সংশ্রিত হয়ে আছে, সেই সমস্ত পাপ, মূত্রাশয়স্থিত নাড়ীদ্বয় হ'তে মূত্র নিঃসরণের ন্যায়, বহির্দেশে বিনির্গত হোক ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই মন্ত্রের 'সংশ্রিতং' স্থলে 'সংশ্রুতং' পাঠ দেখা যায়। সায়ণ-ভাষ্যে 'সংশ্রিতং' পাঠেরই পোষকতা দেখা যায়। আমরা সেই পাঠই গ্রহণ করেছি।—এ মন্ত্রটি বিষম সমস্যাপূর্ণ। সূক্তানুক্রমণিকা এবং মন্ত্রভাষ্য অনুসরণ করলে প্রতীত হয়, মূত্রকৃচ্ছ্ররোগীর মূত্রনিঃসারণ-বিষয়ে সহায়তার জন্য এই সূক্তের অপর সকল মন্ত্রের মতোই প্রযুক্ত হয়। তবে, বলা বাহুল্য, কোন্ পদ্ধতি-প্রক্রিয়া-অনুসারে মন্ত্র প্রয়োগ করলে সেই ভীষণ ব্যাধি হ'তে মুক্তিলাভ করা যায়, তার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।—এই মন্ত্রটির মধ্যে আন্ত্র, গবিনী, বস্তি প্রভৃতি যে সকল শব্দ পরিদৃষ্ট হয়, তার দ্বারা শারীরতত্ত্বাভিজ্ঞতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় বটে। মূত্রাশয়ের সঙ্গে ভাষ্য-লিখিত উদরান্তর্গত 'পুরীতৎসু'র (নাড়ি-ভুঁড়ির) ও 'গবিনী' নাড়ি দু'টির কী সম্বন্ধ, শারীরতত্ত্ববিদ্ বৈজ্ঞানিক ভিন্ন অন্যে তা অবগত নন। মূত্রের মূত্রাশয়-প্রাপ্তির সাধনের পক্ষে 'গবিনী' নাড়ীদ্বয় অবস্থিত থাকে। বস্তি বলতে ধনুরাকারে অবস্থিত মূত্রাশয়কে বুঝিয়ে থাকে। মূত্রনিঃসরণের শব্দকে 'বালিতি' ব'লে অভিহিত করা হয়। এ সকল বিষয় পর্যালোচনা করলে এবং পরবর্তী মন্ত্রগুলির সাথে এই মন্ত্রের সম্বন্ধের বিষয় ঐ দৃষ্টিতে লক্ষীভূত হ'লে, সেই কঠিন মূত্রকৃচ্ছ্রব্যাধির প্রতিকারের উপায়ই মন্ত্রের লক্ষ্যস্থল ব'লে প্রতীতি জন্মে।— পক্ষান্তরে দেখতে পাই, এ মন্ত্রে যোগ-সাধনার সাফল্যের বিষয়ই পরিকীর্তিত হয়েছে। পরন্তু, মূত্রকৃচ্ছ্রব্যাধি-শান্তির উপমার—অতি সমীচীনতাই প্রতিপন্ন

হয়। মূত্রকৃচ্ছব্যাধি—মহাপাতকের ফল। মূত্র-অবরোধের কারণে এই ব্যাধির যন্ত্রণা—অতীব অসহনীয়।... সর্বাপেক্ষা ক্লেশপ্রদ এই ব্যাধি এবং এর শীঘ্র উপশমের উপমা, অশেষপাপতাপক্লিষ্ট জনগণকে ভগবৎ-আরাধনায়—যোগসাধনায় প্রবুদ্ধ করছে। মন্ত্র যেন বলছেন,—'তোমার যতরকম পাপ আছে; অন্তরের পাপ, বাহিরের পাপ, সকল প্রকার পাপ, যোগ-সাধনার প্রভাবে বিধৌত হয়ে যাবে। ভগবানের স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হ'লে—তাঁর প্রতি একান্তে ন্যস্তচিত্ত হ'তে পারলে, মূত্রকৃচ্ছরোগীর মূত্র-নিঃসারণের ন্যায়, তোমার সর্ববিধ পাপ ঝটিতি দূরীভূত হবে। রোগী যেমন শান্তিলাভ করে তখন তুমিও সেইরকম শান্তি লাভ করবে।'

মন্ত্রটিতে উপমার ছলে পরম তত্ত্বে মনকে আকৃষ্ট করা হয়েছে। যিনি যে দৃষ্টিতে দেখতে চাইবেন; তিনি সেই দৃষ্টিতেই মন্ত্রার্থের অনুসরণ করুন। যে জন মূত্রকৃচ্ছরোগাক্রান্ত, সে জন মন্ত্রনির্দিষ্ট মুঞ্জমেখলা ধারণপূর্বক মন্ত্রের অনুধ্যান করুন। আর যে জন ভীষণ ভবব্যাধিগ্রস্ত, সে জন, মন্ত্রকথিত আধ্যাত্মিক ভাব আপন হৃদয়-প্রদেশে স্তরে স্তরে সজ্জিত ক'রে রাখুক ॥ ৬॥

◆

সপ্তম মন্ত্র

প্র তে ভিনদ্মি মেহনং বর্ত্তং বেশন্ত্যা ইব।
এবা তে মূত্রং মুচ্যতাং বহির্বালিতি সর্বকং ॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ — তোমার শক্তি ও প্রাণ প্রাপ্তির নিমিত্ত, পল্বলস্থিত জলের ন্যায় ক্লেদপূরিত তোমার পাপের আধারকে সম্যক্‌রূপে বিদীর্ণ করছি। তোমার পাপসমূহ, মূত্র-নিঃসরণের ন্যায়, বহির্দেশে বিনির্গত হোক ॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই মন্ত্র ও এর ভাষ্য পাঠ করলে, মনে হয়, যেন কোন মূত্রকৃচ্ছ-রোগীর মূত্রনালীতে লৌহশলাকা প্রবেশ করানো হচ্ছে। আর, ঋত্বিক বা ভিষক্ অস্ত্রপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে এই মন্ত্র উচ্চারণ করছেন। 'মেহনং' প্রভৃতি কয়েকটি পদ, ঐ রকম অর্থের দ্যোতনা করে।—আমরা মনে ক'রি, এই মন্ত্রের উচ্চারণ-কালে সাধক, যোগ-সাধনার একটু উন্নত স্তরে আরূঢ় হয়েছেন। এখন তিনি স্পর্ধা ক'রে বলতে পারছেন,—'এইবার আমি আমার পাপের আধারকে উদ্ভিন্ন করছি।' অন্তরের মধ্যে পাপের যে ক্লেদরাশি সঞ্চিত হয়, সেই সমুদায়কে নিঃসারিত করার ক্ষমতা যখন আসে, তখনই মানুষ এই কথা বলতে পারে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য—হৃদয়ের মধ্যে বিদ্যমান এই রিপুবর্গ একে একে যখন বিদায় প্রাপ্ত হয়েছে, তখনই সাধক বলতে পারেন—'হে পাপ! তব বর্ত্তং প্রতিনদ্মি।' এটাই এ মন্ত্রের শিক্ষা ॥ ৭॥

◆

অষ্টম মন্ত্র

বিষিতং তে বস্তিবিলং সমুদ্রস্যোদধেরিব।
এবা তে মূত্রং মুচ্যতাং বহির্বালিতি সর্বকং ॥ ৮॥

বঙ্গানুবাদ — শক্তি ও প্রাণ প্রাপ্তির নিমিত্ত, তোমার দেহাভ্যন্তরস্থ স্নিগ্ধভাবকে অনন্ত সিন্ধুর

ন্যায় (ভগবৎ-বিভূতির মতো) বিমুক্ত (সম্প্রসারিত) করো; তোমার পাপসমূহ, মূত্র-নিঃসরণের (প্রস্রাবের) ন্যায় বহির্দেশে নির্গত হোক ॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই মন্ত্রকে পূর্বমন্ত্রেরই পরিপোষক ব'লে মনে করতে পারি। দু'দিকের দু'রকম অর্থেই সে পরিপোষণের ভাব প্রকাশ পায়। মূত্রকৃচ্ছরোগীর পক্ষে মূত্রবর্ত্ম-বিমুক্তির ভাব আসে। আধ্যাত্মিক পক্ষে অন্তরস্থায়ী সৎ-ভাবসমূহের বিস্তৃতিকরণ অর্থ প্রতিভাত হয়।—এস্থলে আধ্যাত্মিক অর্থেই উপমান-উপমেয় সম্যক্ শোভনীয় হয়েছে। 'সমুদ্রস্য উদধেরিব' বাক্য অনন্ত ভাবজ্ঞাপক। তাতে ভগবানের অনন্তত্বের বিষয় মনে আসে।...জ্ঞান ইত্যাদি ষড়ৈশ্বর্য নিয়ে ভগবানের ভগবত্ত্ব। ভগবানের ভগবত্ত্ব বলাও যা, সমুদ্রের উদধি বলাও তা-ই। অন্যপক্ষে এর সাদৃশ্য 'বস্তিবিলং' শব্দে প্রত্যক্ষ করা যায়। দেহের অভ্যন্তরে মনুষ্যজীবনে স্নেহভাবই সার সম্পৎ নয় কি? দয়াদাক্ষিণ্য-সত্য-সরলতা-ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি সৎ-গুণরাশিই মানুষকে পশু হ'তে পৃথক করেছে। দেহের বিল—সেই স্নিগ্ধসত্ত্বভাবের দ্যোতনা করছে। সেই বিল যখন বিমুক্ত হয়, সত্ত্বভাবসমূহ যখন বিস্তৃতি লাভ করে, তখন অনন্তের সাথেই তার সাদৃশ্য এসে পড়ে ॥ ৮॥

◆

নবম মন্ত্র

যথেষুকা পরাপতদবসৃষ্টাধি ধন্বনঃ।
এবা তে মূত্রং মুচ্যতাং বহির্বালিতি সর্বকং ॥ ৯॥

বঙ্গানুবাদ — যেমন হস্তস্খলিত বাণ, ধনুর নিকট হ'তে আপনা-আপনি বিমুক্ত হয়ে যায়, এবং মূত্র যেমন মূত্রনাল হ'তে নির্গত হয়; সেইরকম, তোমার শক্তি ও প্রাণ প্রাপ্তির নিমিত্ত, (তোমার) পাপসমূহ বহির্দেশে বিনির্গত হোক। (তোমাতে যেন পাপের সম্বন্ধমাত্র না থাকে) ॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'ইষুকা' পদটি বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। বাণার্থক 'ইষু' শব্দের উত্তর অজ্ঞাতার্থে 'ক' প্রত্যয় ক'রে উক্ত 'ইষুকা' পদটি নিষ্পন্ন হয়েছে। তাতে অর্থ হয়, 'অজ্ঞাত বাণ'। কিন্তু এতে কি বোঝায়? আমরা মনে ক'রি, এর দ্বারা 'লক্ষ্যহীন' অর্থ সূচিত হয়েছে। ধনুষ্মান্ যখন বাণ পরিত্যাগ করে, তখন কোনও প্রাণী বা পদার্থের প্রতি লক্ষ্য থাকে; বাণ সেই প্রাণী বা পদার্থকে বিদ্ধ করে। তাতে ধানুকির হিংসার ভাব প্রকাশ পায়। কিন্তু এখানে 'ইষুকা' বলতে লক্ষ্যহীন—অর্থাৎ কাউকেও হিংসা করা উদ্দেশ্য নয়—এই ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। আমার দেহ হ'তে পাপক্লেদ বিদূরিত হোক; কিন্তু তার দ্বারা অপর কেউ যেন কলুষিত না হয়। মন্ত্রে এমন মহান্ অভিপ্রায় পরিস্ফুট দেখি।—সে পাপ মূত্রকৃচ্ছরোগীর মূত্রনিঃসরণের ন্যায় নির্গত হবে। চারটি মন্ত্রে পর পর পাপ নির্গমনের পক্ষে এই একই উপমা বিনিযুক্ত হয়েছে। এ উপমার বিশেষ লক্ষ্য আছে ব'লে আমরা মনে ক'রি। প্রথম লক্ষ্য—পরম শান্তিলাভ। মূত্ররূপ ক্লেদ দেহে অবরুদ্ধ থাকলে, মূত্রকৃচ্ছরোগীর যন্ত্রণার অবধি থাকে না। সেই মূত্র বহির্দেশে নির্গত হ'লেই রোগী শান্তি লাভ করে। এখানেও সেই ভাব পরিব্যক্ত। শরীরের (বা অন্তরের) মধ্যে পাপ অবরুদ্ধ হয়ে থাকলে কষ্টের অবধি থাকে না। সে পাপ নির্গত হয়ে গেলে, পাপের সাথে সকল সম্বন্ধ বিচ্যুত হ'লে পরম শান্তি লাভ করা যায়। এক পক্ষে উপমায় এই ভাব প্রকাশ করে। অন্যপক্ষে, ত্যাগের পর মূত্র যেমন হেয় অপরিগ্রহীতব্য হয়, পাপও যেন সেইরকম হেয় ও অগ্রহীতব্য হয়,—এটাই

নিগূঢ় তাৎপর্য। মন্ত্রের প্রথম পাদের সার্থকতা এ দৃষ্টিতে বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হয়ে থাকে। সে পাপ এমনভাবে পরিত্যক্ত উপেক্ষিত হোক—সে যেন কাউকেও আর স্পর্শ না করে, কারও সাথে সে পাপ যেন কখনও আর সম্বন্ধবিশিষ্ট না হয়—এটাই মর্মার্থ ॥ ৯॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : অপাং ভেষজম্

[ঋষি : সিন্ধুদ্বীপ, কৃতির্বা। দেবতা : আপঃ। ছন্দ : গায়ত্রী, বৃহতী]

প্রথম মন্ত্র

অম্বয়ো যন্ত্যধ্বভির্জাময়ো অধ্বরীয়তাং।
পৃঞ্চতীর্মধুনা পয়ঃ ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — দেবারাধনায় ইচ্ছুক আমাদের হিতকরী মাতৃস্থানীয় জল (জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা), মাধুর্যরসের দ্বারা অমৃত (প্রাণশক্তি) সঞ্চার করতে করতে, দেবযজন-পথে বাহিত হয়ে (দৈবকার্যের সঙ্গে সঙ্গে) ভগবৎসমীপে উপস্থিত হয় ॥ ১॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — ভাষ্যকারের মতে—এই সূক্তের মন্ত্র কয়েকটির প্রয়োগে সর্বপ্রকার রোগে শান্তি লাভ, লাভালাভ ও জয় পরাজয় বিষয়ে অভিজ্ঞতা, অর্থপ্রাপ্তি, বিঘ্ননাশ প্রভৃতি ঘটে থাকে। গো-জাতির রোগ উপশমন ও পুষ্টি-সংজনন পক্ষে এ সূক্তের মন্ত্র-কয়টি অশেষ ফলোপধায়ক ব'লে অভিহিত হয়। 'অম্বয়ো যন্তি' প্রভৃতি মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক লবণযুক্ত জল বা কেবলমাত্র জল গোজাতিকে পান করালে, তাদের সকলরকম ব্যাধিনাশ ও পুষ্টি সংসাধিত হয়ে থাকে। জলপড়ার দ্বারা এবং মন্ত্রের দ্বারা রোগনাশের চেষ্টা—অধুনাও আমাদের দেশে পরিদৃষ্ট হয়।

সে ক্ষেত্রে, অথর্ববেদের মন্ত্র যদি যথোপযুক্ত হয়, তাহ'লে, কি সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়—তা সহজেই অনুমেয়।—আধ্যাত্মিক ভাবেও এই মন্ত্রে গুরুত্ব রয়েছে। এই মন্ত্রে এবং এর পরবর্তী দু'টি মন্ত্রে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতার উপাসনা আছে। এ মন্ত্রে বলা হচ্ছে, যাঁরা দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ ইত্যাদি সৎ-কর্মের অনুষ্ঠান ক'রে থাকেন, জলদেবতা তাঁদের মাতৃস্থানীয়া এবং পরমহিতকারিণী। জননী যেমন স্তন্যদানে সন্তানের শক্তি-বর্ধন ক'রে সন্তানকে জীবন পথে পরিচালিত করেন, মাতৃস্বরূপিণী জলদেবতাও সেইরকম অমৃতবৎ প্রাণশক্তি দানে সৎকর্মের কর্তাকে ভগবৎসমীপে সংবাহিত ক'রে নিয়ে যান। এখানকার প্রার্থনার ভাব এই যে, সেই মাতৃস্বরূপিণী জলদেবতা আমাদের জীবনী শক্তি দানে ভগবৎসমীপে নিয়ে চলুন। এ মন্ত্রের অন্তর্গত 'অম্বয়ঃ', 'মধুনা' ও 'পয়ঃ'—এই তিনটি শব্দ উপমায় বহুভাব প্রকাশ করছে। জলের স্নেহভাব, দেবতার মাতৃত্বের সূচনা করছে। 'পয়ঃ' শব্দে দুগ্ধ ও অমৃত—দুই ভাবই আনয়ন করে। জননী যেমন দুগ্ধদানে সন্তানকে পালন করেন, জলাধিষ্ঠাত্রী দেবী সেইরকম জননীর স্নেহে সন্তানকে জ্ঞানামৃত দান করেন। এখানে উপমায় সেই উদার উচ্চ ভাব ব্যক্ত রয়েছে।—ভাষ্যকার, মন্ত্রস্থিত অধ্বর পদের অর্থ লিখেছেন—'যাতে হিংসা নেই, তা-ই অধ্বর।' কিন্তু শ্রুতিবাক্যে যখন আছে—'যজ্ঞে পশুহনন করবে'; তখন, যজ্ঞকে কি ক'রে হিংসারহিত বলতে পারি? এর উত্তরে তিনি বলেছেন,—'সাধারণ-বিধি বিশেষ-বিধির দ্বারা বাধিত হয়।' কিন্তু এ সম্বন্ধে একটি নিগূঢ় তত্ত্ব বোঝবার ও ভাববার আছে। সায়ণ বলেন,—এস্থলে হিংসার অভাব বলছি

না, প্রত্যবায়ের অভাব বলছি। অর্থাৎ, তাঁর মতে, যজ্ঞে পশুবলিতে হিংসা হয় বটে; কিন্তু পাপ হয় না। আমরা মানি, সাধারণ পশু-হত্যা ও যজ্ঞে পশুবলি এক নয়। যজ্ঞের পশুবলি হলো শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে যজ্ঞকারীর যজ্ঞকার্য। যাজ্ঞিক হিংসার ভাব নিয়ে যজ্ঞ করেন না. সুতরাং যজ্ঞ হিংসারহিত 'অধ্বর' ব'লে অভিহিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, হিংসা অন্তরের ভাব; হনন-দৈহিক কার্য। অন্তরে হিংসারূপ পাপপ্রবৃত্তির অস্তিত্ব না থাকলেও হননকার্য সংসাধিত হ'তে পারে ॥ ১॥

◆

দ্বিতীয় মন্ত্র

অমূর্যা উপ সূর্যে যাভির্বা সূর্যঃ সহ।
তা নো হিন্বন্ত্বধ্বরং ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — সেই যে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ, তাঁরা জ্ঞানস্বরূপ সূর্যদেবের সাথে সামীপ্য-সম্বন্ধ-যুক্ত অথবা জ্ঞানময় সূর্যদেবই তাঁদের সাথে ওতঃপ্রোতঃ অবস্থিত। সেই জলাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ আমাদের যাগ ইত্যাদি সৎকর্মনিবহ সর্বতোভাবে সুসিদ্ধ করুন ॥ ২॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — মন্ত্রে ভগবানের সাথে দেবতার—ব্যষ্টিগত দেববিভূতির সাথে সমষ্টিগত দেবতার সম্বন্ধসূত্রের আভাষ পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে এক দেবতার সাথে অন্য দেবতার সম্বন্ধের বিষয়ও এ মন্ত্রে সূচিত হয়েছে, মনে করা যেতে পারে।—সূর্যদেব বলতে জ্ঞানরূপ জ্ঞানাধার ভগবানকেও বোঝাতে পারে, আবার ভগবৎ-বিভূতি জ্ঞানমাত্রকে লক্ষ্য হয়েছে, তা-ও বলতে পারি।...ফলতঃ, ভগবান্ হ'তে ভগবৎ-বিভূতি যে পৃথক নয়; অপিচ দেববিভূতিগুলির পরস্পরের মধ্যে যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ,—এ মন্ত্রের তা-ই মুখ্য লক্ষ্য।—'হে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা, জ্ঞানের সাথে আপনার সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন। আপনি আমাদের যজ্ঞ ইত্যাদি কর্ম সুসম্পন্ন ক'রে দিন। স্নেহ-করুণা ইত্যাদি স্নিগ্ধভাবের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের ঔজ্জ্বল্যে আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হোক। আমরা যেন স্বরূপ অবগত হই।'—মন্ত্রের এটাই প্রার্থনা ॥ ২॥

◆

তৃতীয় মন্ত্র

অপো দেবীরুপ হ্বয়ে যত্র গাবঃ পিবন্তি নঃ।
সিন্দুভ্যঃ কর্ত্বং হবিঃ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — জলাধিষ্ঠাত্রী (সেই) দেবতাকে সমীপে আহ্বান করছি। যে জলদেবতার অভ্যন্তরে আমাদের জ্ঞানসমূহ, (অমৃত) পান ক'রে থাকে; অথবা, জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা সমীবর্তিনী হ'লে জ্ঞান-সমূহ আমাদের অধিকার করে (অর্থাৎ, আমাদের হৃদয় জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়); সেই জলদেবতার উদ্দেশে পূজা-অর্চনা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই মন্ত্রের অন্তর্গত "যত্র গাবঃ পিবন্তি নঃ" বাক্যের অর্থ নিয়ে নানারকম জল্পনা-কল্পনা চলেছে। প্রধানতঃ সকলেই অর্থ ক'রে গেছেন, 'আমাদের গরুসকল যে জল পান করে।' সেই

অনুসারে মন্ত্রের ভাবার্থ দাঁড়িয়েছে এই যে—'আমাদের গাভীরা যে জল পান করে—সেই জলদেবীকে আমরা আহ্বান ক'রি। প্রবহমানা নদীকে আমাদের হবির্দান করা কর্তব্য।'—হায়, গরুতে জল পান করে, অতএব সেই জল দেবী এবং আরাধ্যা,—এমন অর্থ কল্পনা করতেও সঙ্কোচ বোধ হয়। অল্প-মাত্র চিন্তা করলেই বোঝা যায়, এ মন্ত্রে পূর্বোক্ত ভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবই ব্যক্ত আছে। বেদের যে যে স্থলে 'গো' শব্দের ব্যবহার আছে, সর্বত্র সামঞ্জস্য রক্ষা করতে গেলে, 'গো' শব্দে 'গরু' না বুঝিয়ে, কিরণ, জ্যোতিঃ, জ্ঞান প্রভৃতি অর্থই সঙ্গত ব'লে প্রতিপন্ন হয়। এখানে এ মন্ত্রে, 'গাবঃ' শব্দে জ্ঞানসমূহকেই বোঝাচ্ছে। নানা বিষয়ে নানারকম জ্ঞান সঞ্জাত হ'লে, জ্ঞানের পূর্ণতা সাধিত হয়। এখানে 'গাবঃ' পদ, সেই বহুবিষয়ক জ্ঞানের ভাব ব্যক্ত করছে। আমাদের বিবিধ-বিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা আমরা যে অমৃত পান করতে সমর্থ হই, এখানে সেই কথাই বলা হয়েছে।—জ্ঞানের সাহায্যে দেবতত্ত্ব অবগত হ'তে পারলে, অমৃতত্ত্ব প্রাপ্তি ঘটে,—এটাই এ মন্ত্রের প্রার্থনা ॥ ৩॥

◆

চতুর্থ মন্ত্র

অপ্স্বন্তরমৃতমপ্সু ভেষজং।
অপামুত প্রশস্তিভিরশ্বা ভবথ বাজিনো
গাবো ভবথ বাজিনীঃ ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতার মধ্যে সুধা এবং ঔষধ বর্তমান আছে (অর্থাৎ, জলদেবতার অনুগ্রহে আমরা ব্যাধিশূন্য ও অমর হ'তে পারি)। অতএব, (তা লাভ করবার জন্য) হে আমার অন্তর্নিহিত দেবভাব ও জ্ঞাননিবহ! তোমরা জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের স্তোত্রবিষয়ে (উপাসনায়) ত্বরান্বিত হও ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এ মন্ত্রে সাধারণ দৃষ্টিতে জলের এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতার অর্চনার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। জল যে অমৃতস্বরূপ, ব্যাধিনাশক, জলপক্ষেও তা প্রতিপন্ন হয়। আবার, জলদেবতার উপাসনার মধ্য দিয়েও যে পরম জ্ঞান লাভ হয়, এই প্রসঙ্গে তা-ও বুঝতে পারা যায়। এখানে দু'দিকে দু'ভাবই ব্যক্ত হয়েছে, মনে করতে পারি।....একপক্ষে, জলকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করতে করতে, জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার প্রতি লক্ষ্য পড়বে; অন্য পক্ষে, যাঁরা সাধনার একটু উচ্চস্তরে আরোহণ করেছেন, তাঁরা জলের মধ্যেই নারায়ণকে প্রত্যক্ষ করতে পারবেন—জলদেবতার স্বরূপ-জ্ঞানে, আমরা যে নীরোগ ব্যাধিশূন্য হ'তে পারি, এবং ক্রমশঃ অমরত্ব-লাভে সমর্থ হই,—এ মন্ত্রে সেই দুই তত্ত্ব জ্ঞাপিত হচ্ছে। এখানে, জল-চিকিৎসার বিষয় (Hydropathy) ব্যক্ত আছে মনে করা যায়; আবার, জলরূপে ভগবান, জীব-জীবনের শান্তিবিধান করছেন—প্রতীত হয়।....কিন্তু ভাষ্যের আভাষে বোঝা যায়, মন্ত্রে যেন অশ্বকে এবং গরুকে মন্ত্রপূত জল পানের নিমিত্ত আহ্বান করা হয়েছে। কিন্তু আমরা সে ভাব আদৌ সঙ্গত ব'লে মনে ক'রি না। অন্তরস্থ দেবভাবসমূহকে ও জ্ঞানকে সাধক এখানে 'অশ্বাঃ' এবং 'গাবঃ' পক্ষে সম্বোধন করছেন। তিনি যখন দেবতত্ত্ব—জলদেবতার মাহাত্ম্য—অবগত হ'তে পেরেছেন; তখনই তিনি আপন অন্তরস্থিত দেবভাবসমূহকে এবং শুদ্ধসত্ত্বজ্ঞানকে জাগ্রৎ ক'রে তুলছেন। দেবতত্ত্ব অবগত হ'তে পারলেই, দেবতা-বিষয়ে সত্যজ্ঞান সঞ্জাত হ'লেই, দেবারাধনায় মানুষের প্রবৃত্তি আসে। এ মন্ত্রে সেই সনাতন সত্য-তত্ত্ব পরিব্যক্ত রয়েছে ॥ ৪॥

পঞ্চম সূক্ত : অপাং ভেষজম্

[ঋষি : সিন্ধুদ্বীপ, কৃতির্বা। দেবতা : আপঃ। ছন্দ : গায়ত্রী]

প্রথম মন্ত্র

আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন ঊর্জে দধাতন।
মহে রণায় চক্ষসে ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — হে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ! আপনারা স্বতঃই সুখদায়িনী! (প্রার্থনা ক'রি) আমাদের বলপ্রাণের অধিকারী করুন; এবং আমরা যাতে সেই মহৎ পরব্রহ্মের সাথে মিলিত হ'তে পরি, সেই অবস্থায় আমাদের উপনীত করুন ॥ ১॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এ মন্ত্রের প্রার্থনা, সাধারণ সরলভাবে প্রযুক্ত। জলদেবতা স্বতঃই সুখদায়িকা। তিনি শক্তি ও প্রাণ প্রদান করুন, তাঁর মধ্য দিয়ে পরব্রহ্মের প্রতি দৃষ্টি ন্যস্ত হোক। তাঁর মধ্য দিয়েই যেন পরব্রহ্মের সম্বন্ধ লাভে সমর্থ হই। এটাই এ মন্ত্রের প্রার্থনা।—জল—স্নেহ-ভাবাপন্ন। তাই ভগবৎ-বিভূতি সেখানে দেবীরূপে পরিকল্পিত। স্নেহের ভাব দেবীর মধ্যে সর্বতঃ অভিব্যক্ত হয়। স্নেহভাব নানা দিক দিয়ে প্রাণে শান্তিশীতলতা সিঞ্চন করে। তাই বহুবচনাত্ত 'অপ্' শব্দে দেবীকে আহ্বান করা হয়েছে।—মন্ত্রের 'ঊর্জে' পদে সায়ণ 'বলকরায় অন্নায়' অর্থ লিখেছেন। ভাব এই যে,—জলসেচনের ফলে অন্নমূল ধান্য ইত্যাদি পরিপুষ্ট হয় এবং সেই পুষ্ট অন্ন ইত্যাদির দ্বারা জীব পরিপুষ্টি লাভ করে। কিন্তু 'ঊর্জে' পদে বল ও প্রাণ দুই-ই বোঝায়। জলকে সাধারণ জলভাবে দেখলে, হৃদয়ে স্নেহকারুণ্য-রূপ সলিল-সেচনে সত্ত্বভাবপরিবৃদ্ধিকর অন্নবল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ শব্দে দুই দৃষ্টিতে দুই ভাবই প্রকাশ পায়। 'মহে রণায় চক্ষসে' বাক্যে সায়ণ নানারকম ভাব গ্রহণ করেছেন। 'পূজনীয় রমণীয়' বস্তুকে দেখবার প্রার্থনা তাতে প্রকাশ পেয়েছে। অপিচ, ঋগ্বেদের ভাষ্যে তিনি এই মন্ত্রের যে অর্থ লিখেছেন, অথর্ববেদের ভাষ্যে সে অর্থের কিছু ব্যত্যয় দেখা যায়। সেখানকার ভাব যেন জলকে আহ্বান ক'রে বলা হয়েছে,—'হে জল! তুমি অতি চমৎকার বৃষ্টি দান করো।' কিন্তু 'রণায়' পদে রমণীয় পূজনীয় হ'তে পরব্রহ্মের প্রতি লক্ষ্য আসে। সায়ণ, অথর্ববেদের ভাষ্যে, উপসংহারে, সেই ভাবই ব্যক্ত করেছেন। ফলতঃ, ভগবৎ-বিভূতি দেবীরূপে স্নেহকারুণ্য ইত্যাদি গুণোপেত হয়ে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হোন এবং তার ফলে আত্মদর্শন-লাভ হোক, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-লাভ ঘটুক,—এ মন্ত্র এইরকমই প্রার্থনার ভাব ব্যক্ত করছে। ॥ ১॥

◆

দ্বিতীয় মন্ত্র

যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ।
উশতীরিব মাতরঃ ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — হে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ! আপনাদের মধ্যে অশেষকল্যাণ-স্বরূপ যে সারভূত

রস (পরমার্থতত্ত্ব) বিদ্যমান আছে, কল্যাণকামী স্নেহময়ী জননীর (স্তন্যদানের) ন্যায়, সেই রস ইহলোকে আমাদের প্রদান ক'রে পোষণ করুন ॥ ২॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — পূর্ব মন্ত্রে বল-প্রাণ প্রাপ্তির জন্য এবং পরব্রহ্মের সাথে সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছিল। এখানে আর একটু ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সূচিত হলো। এখানে, সন্তান হয়ে জননীর স্নেহ-করুণা পাবার জন্য প্রার্থনা জানানো হয়েছে।—'জননী যেমন স্তন্যদানে সন্তানকে পোষণ করেন, স্নেহকরুণার আধার হে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ! আপনারা আমাদের পরমার্থতত্ত্বরূপ সুধারস প্রদান ক'রে আমাদের পরম মঙ্গল করুন।' সম্বন্ধ যখন ঘনিষ্ঠ হয়, যখন জননীর ক্রোড়ে আশ্রয় নেবার অধিকার জন্মে, তখনই এমন প্রার্থনা করবার সামর্থ্য আসে,—তখনই সাধক মাতৃ-সম্বোধনে তাঁকে সম্বুদ্ধ করেন ॥ ২॥

তৃতীয় মন্ত্র

তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ।
আপো জনয়থা চ নঃ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ! সেই ব্রহ্মতত্ত্বরূপ পরমরস দান ক'রে আপনারা আমাদের তৃপ্তি-সাধন করুন। আপনারা যে রসের দ্বারা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে প্রাণশক্তিসম্পন্ন ক'রে রেখেছেন, সেই রস আমাদের সম্বন্ধে পরিবৃদ্ধি হোক ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই মন্ত্রের নানারকম ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। 'ক্ষয়ায়', 'জিন্বথ', 'জনয়থ' আর 'গমাম'—মন্ত্রের এই পদ-কয়েকটির বিশ্লেষণ উপলক্ষে সেই অর্থান্তর সংসূচিত হয়ে থাকে। 'ক্ষয়ায়' পদের, কেউ অর্থ করেছেন,—'পাপের ক্ষয়ের নিমিত্ত', কেউ অর্থ করেছেন,—'অভিবৃদ্ধির নিমিত্ত'; আমরা অর্থ করলাম,—'এই ক্ষয়শীল ধ্বংসশীল জগতের নিমিত্ত।' 'গমাম' পদের, কেউ অর্থ করেছেন,—'প্রস্তুত আছ', কেউ অর্থ করেছেন,—'প্রাপ্ত হও'; আমরা অর্থ করলাম,—'তৃপ্ত করছ।' 'জিন্বথ' পদের অর্থ কেউ বলেছেন, —'জলদানে শস্য ইত্যাদির পুষ্টিসাধন করো', কেউ বলেছেন,—'মস্তকে জল নিক্ষেপ করো'; আমরা অর্থ করলাম,—'প্রাণশক্তিদানে পরিতৃপ্ত করো।' 'জনয়থ' পদের অর্থ কেউ করলেন, 'বংশবৃদ্ধি করো', কেউ অর্থ করলেন,—'আমাদের পুত্র ইত্যাদিরূপে উৎপন্ন করো।' আমরা অর্থ করলাম,—'পরমার্থতত্ত্বদানে পরিবৃদ্ধ করো।' এতে, বিভিন্ন দিক থেকে মন্ত্রের অর্থ বিভিন্ন রকম দাঁড়িয়ে গেছে। এক অর্থে যেন জলকে সম্বোধন ক'রে বলা হচ্ছে,—'হে জল! পাপক্ষয়ের জন্য তোমাকে মস্তকের উপর ছিটাচ্ছি। তোমরা আমাদের বংশবৃদ্ধি করো।' আর এক মতে অর্থ দাঁড়াচ্ছে,—'হে জল! তোমরা অন্নের পরিবৃদ্ধিকারক; তোমাদের বর্ষণে শস্য উৎপন্ন হয়; আমাদের বংশবৃদ্ধি হোক।' ইত্যাদি।—এই মন্ত্রটি এবং এর পূর্বের দু'টি মন্ত্র ব্রাহ্মণের ত্রিসন্ধ্যায় নিত্য-ব্যবহার্য। অথচ, এর অর্থ সম্বন্ধে এমনই মতান্তর দেখা যায়। আমরা ব'লি, বিভিন্ন শ্রেণীর উপাসকের পক্ষে এ মন্ত্র এমনই বিভিন্ন অর্থই দ্যোতনা করে বটে। যে জন অন্নের জন্য লালায়িত, তার অভীষ্ট-পূরণের পক্ষে এ মন্ত্রে অন্নবৃদ্ধিরই প্রার্থনা প্রকাশ পাচ্ছে। তেমনি, যার পুত্র পৌত্রাদির কামনা, তার পক্ষে এ মন্ত্রের অর্থে সেই প্রার্থনাই প্রকাশ পাচ্ছে। আবার যাঁরা পরব্রহ্মের সাথে সম্বন্ধ-স্থাপনকেই চরম প্রার্থনা ব'লে মনে করেন, তাঁদের প্রার্থনাও ঐ মন্ত্রে প্রকাশমান রয়েছে। আমরা সেই অর্থই সম্যক্ সমীচীন ব'লে মনে ক'রি। কেননা, ধনজনপুত্রবিত্ত—সকল প্রার্থনার সার প্রার্থনাই যখন মন্ত্রের মধ্যে পাচ্ছি; তখন

তার এক এক ক'রে প্রার্থনা করবার কি প্রয়োজন? আমায় 'এটা দাও, সেটা দাও' ইত্যাদি না ব'লে, যদি ব'লি,—'আমায় সব দাও'; তাতে যে ভাব প্রকাশ পায়, মন্ত্র সেই ভাবই হৃদয়ে ধারণ ক'রে আছে ॥ ৩॥

◆

চতুর্থ মন্ত্র

ঈশানা বার্যানাং ক্ষয়ন্তীশ্চর্যণীনাং।
অপো যাচামি ভেষজং ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — শ্রেষ্ঠ-ধনের নিয়ন্ত্রী হে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ! আপনারা মনুষ্যগণের (আত্মোৎকর্ষসাধনসম্পন্ন জনগণের) আশ্রয়স্থানভূতা। আমি আপনাদের নিকট শান্তিপ্রদ অমৃতের প্রার্থনা করছি ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই মন্ত্রটির তিনরকম অর্থ আমনন করা যেতে পারে। দু'রকম অর্থ প্রচলিত দেখি। শেষোক্ত প্রকারের আধ্যাত্মিক-ভাবমূলক অর্থই আমরা পরিগ্রহ করলাম।—প্রথম প্রকার অর্থে, —'চর্যণীনাং' পদ দৃষ্টে, কৃষকগণের ইষ্টসাধন-পক্ষে মন্ত্রটির প্রয়োগ হয়েছে ব'লে স্বীকার করা হয়। ভাব এই যে, কৃষকেরা যেন বৃষ্টির প্রার্থনা করছে। তাতে "বার্যানাং ঈশানাঃ" পদ দু'টি বারিরাশির—সলিল সমূহের অধিকারিণী-রূপ ভাব পরিগৃহীত হয়। "হে দেবীগণ! আপনারা সেই কৃষকগণের 'ক্ষয়ন্তী' অর্থাৎ আশ্রয়স্থানস্বরূপ হ'ন।"—অন্য পক্ষে, —"অভিলষিত বস্তুর অধীশ্বর জলেরাই আছেন। মনুষ্যগণকে তাঁরাই বাস করিয়ে থাকেন; সেই জলবর্গকে আমি ঔষধের জন্য প্রার্থনা ক'রি।" এই রকমে মন্ত্রের অনুবাদ করা হয়।—অতঃপর আমাদের পরিগৃহীত ভাবের কথা ব'লি। 'চর্যণীনাং' পদে আমরা 'আত্মোৎকর্ষসাধনসম্পন্ন জনগণের' অর্থ গ্রহণ ক'রি। 'ঈশানাঃ' ষড়ৈশ্বর্যশালিনী দেবগণ যে সাধকের আশ্রয়স্থান হন, সাধনার প্রভাবে মনুষ্য যে মুক্তির পর্যন্ত অধিকারী হয়, এখানে সেই ভাবই পরিব্যক্ত। 'ক্ষয়ন্তীঃ' পদের সার্থকতা সেই অর্থেই অধিক সঙ্গত হয়। 'ক্ষী' ধাতু ক্ষীণ হওয়ার বা ক্ষয়প্রাপ্তির ভাব প্রকাশ করে। অতএব 'ক্ষয়ন্তীঃ' পদে যে নিবাস-স্থানকে বোঝায়, তাকে কর্মক্ষয়মূলক মোক্ষরূপ নিবাসস্থানই বলতে পারি। 'আমায় অমৃতত্ব দাও,—আমি যেন মোক্ষলাভে সমর্থ হই',—এটাই এ মন্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য ॥ ৪॥

◆

ষষ্ঠ সূক্ত : অপাং ভেষজম্

[ঋষি : সিন্ধুদ্বীপ। দেবতা : আপঃ। ছন্দ : গায়ত্রী।]

প্রথম মন্ত্র

শং নো দেবীরভিষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে।
শং যোরভি স্রবন্তু নঃ ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — দীপ্তিদানাদিগুণবিশিষ্টা স্নেহকরুণারূপা জলাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ! আমাদের অভীষ্টসাধনের জন্য এবং তৃষ্ণা-নিবারণের জন্য, আমাদের মঙ্গলবিধান করুন। সুখসম্বন্ধযুতা হে

জলাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ! আমাদের প্রতি আপনাদের করুণাধারা বর্ষিত হোক ॥ ১॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এ মন্ত্রে পানের নিমিত্ত জলের প্রার্থনা অথবা যজ্ঞকার্যের জন্য সুখবিধানের আকাঙ্ক্ষা,—ভাষ্যাভাষে প্রকাশ দেখি। "যজ্ঞের জন্য সুখের বিধান করুন—পানের উপযোগী হোন, মঙ্গলবিধান ও অমঙ্গল-নিবারণ করুন, আমাদের মস্তকে ক্ষরিত হোন," মন্ত্রের এইরকম অর্থই প্রধানতঃ প্রচলিত আছে।—আমরা বুঝছি, এখানে 'আপঃ' সম্বোধনে মাত্র জলকে আহ্বান করা হয়নি। 'দেবীর' পদের দ্বারা—জলের-অতীত ধারণার-বিষয়ীভূত সামগ্রীকেই বোঝাচ্ছে। 'অভিষ্টয়ে' পদে 'যজ্ঞের জন্য' অর্থ গ্রহণ না ক'রে, ঐ শব্দে যজ্ঞফল অভীষ্টসিদ্ধিরূপ কামনা প্রকাশ পেয়েছে ব'লে আমরা মনে ক'রি। তাতে, 'অভীষ্টসিদ্ধির জন্য' বলতে, নানা ভাব মনে আসে। কেবল যদি জলপান উদ্দেশ্য হতো, তাহলে 'পীতয়ে' পদেই সে ভাব ব্যক্ত হতো; যদি কেবল বারিবর্ষণের ভাবই ব্যক্ত করার অভিপ্রায় থাকত, তাহলে 'স্রবন্তু' পদে সে ভাব প্রকাশ পেত। কিন্তু ঐ দুই পদের উপরেও 'অভিষ্টয়ে' পদ আছে। সুতরাং কেবল জলের প্রার্থনা ভিন্ন তার মধ্যে অন্য প্রার্থনা নিশ্চয়ই প্রকাশ পেয়েছে। সর্বাপেক্ষা উচ্চ অভীষ্ট-সিদ্ধি হয়—পরমার্থ-লাভে। ঐ শব্দে সেই চরম আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পেয়েছে। 'পীতয়ে' পদ সে পক্ষে বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। তৃষ্ণার জ্বালায় ছট্‌ফট্ করবার সময় পানীয়ের প্রার্থনা আবশ্যক হয়। সংসারের পাপের জ্বালায় মানুষ যখন জ্বলে মরে, তখন সে পুণ্যসমুদ্ভূত শান্তিবারির প্রার্থনা জ্ঞাপন করে। 'আমার অভীষ্ট পূরণ করো, আমার তৃষ্ণা নিবারণ করো,'—এইরকম উক্তিতে 'অশান্তি দূর ক'রে আমাকে শান্তিধামে নিয়ে যাও', এমন আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পায়। 'আমার সুখের বা আমার মঙ্গলের বিধান করো, আমার প্রতি করুণাধারা বর্ষণ করো, আমি শান্তি-শীতলতা প্রাপ্ত হই',—এখানে মন্ত্রের তাৎপর্য এইরকম প্রার্থনা-মূলক ব'লে আমরা মনে ক'রি ॥ ১॥

◆

দ্বিতীয় মন্ত্র

অপ্‌সু মে সোমো অব্রবীদন্তর্বিশ্বানি ভেষজা।
অগ্নিং চ বিশ্বসম্ভুবং ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — জলদেবতার মধ্যে সর্বপ্রকার ভেষজ এবং সর্বসুখকর জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব বিদ্যমান আছেন। সোম (অন্তরস্থায়ী শুদ্ধসত্ত্বভাব, ভক্তিভাব, পরাজ্ঞান) আমাদের তা বলেছেন ॥ ২॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এ মন্ত্রে অনেকগুলি বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে সাধারণ জলের বিশেষণ-মূলক উক্তি এ মন্ত্রে দৃষ্ট হয়। জল ভেষজ ইত্যাদি গুণসম্পন্ন, জল সর্বব্যাধিবিনাশক ইত্যাদি উক্তিতে, বর্তমান কালের জল-চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব এর অন্তর্নিহিত আছে, বুঝতে পারা যায়। জলের মধ্যেও যে অগ্নি বিদ্যমান—এ মন্ত্রে সেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়; আবার অন্যপক্ষে, সকল মঙ্গলনিলয় জ্ঞানের এবং সর্বব্যাধি-শান্তিকারক ভেষজের সন্ধান—জলদেবতার অর্চনায় যে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তা-ও জানতে পারি।—এ মন্ত্রে আর একটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়—'সোমঃ' শব্দ। বেদের সোম যে সোমলতা নয়,—এ মন্ত্রে তা সপ্রমাণ হয়। "সোমঃ অব্রবীৎ" অর্থাৎ সোম বলেছিল—এতেই সোমের লতা-ভাব দূর হচ্ছে। সোমলতা, সোমলতার রস, মাদকদ্রব্য প্রভৃতি সম্বন্ধে যারা উচ্চ চীৎকার করেন, যাঁদের গবেষণার প্রভাবে পূতিকা পর্যন্ত ঐ সোম-পর্যায়ে গণ্য হয়, তাঁরা এইবার বুঝুন—সোম কি?

'সোম বলেছিল' বলতে, 'পুঁইগাছ বলেছিল'—বলা যাবে কি? এখানেই বোঝা যায়—'সোম' শব্দে আমরা যে অর্থ গ্রহণ ক'রে এসেছি,—'শুদ্ধসত্ত্বভাব' 'ভক্তিভাব'—এখানে সেই অর্থেরই সার্থকতা প্রতিপন্ন হচ্ছে।' —'আমার হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাব আমাকে বলেছিল', 'আমার সৎ-বৃত্তি সমূহের সাহায্যে আমি জেনেছিলাম', 'আমার বিবেক-বুদ্ধি আমাকে জ্ঞাপন করেছিল'—'সোমঃ অব্রবীৎ' বাক্যে সেই ভাবই ব্যক্ত করছে।...হৃদয়ে জ্ঞানের সঞ্চার হ'লে, অন্তর আপনিই ব'লে দেয়,—'দেবতা কেমন বা কি ভাবে অবস্থিত আছেন!' এখানে এ মন্ত্রে, সেই বিষয়ই ব্যক্ত রয়েছে। সায়ণকেও এখানে 'সোম' শব্দে 'সোমলতা' অর্থ পরিহার করতে হয়েছে। 'অন্তর্বর্তমানং সোমঃ'—এই বাক্য তাঁর ভাষ্যেই প্রকাশ পেয়েছে।—জলদেবতা যে সর্বপ্রকার ভেষজগুণসম্পন্ন, তাঁকে প্রাপ্ত হ'লে যে আধি-ব্যাধি-শোক-সন্তাপ দূরীভূত হয়, আবার তাঁরই মধ্যে যে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব বিদ্যমান রয়েছেন,—অন্তর ভক্তিযুত হ'লে, হৃদয় সৎ-ভাবপূর্ণ হ'লে, আপনা-আপনিই মানুষ তা জানতে পারে,—সোমরূপ শুদ্ধসত্ত্বভাবই সে তত্ত্বে বিজ্ঞাপিত হয়।...প্রার্থনা পক্ষে এই মন্ত্রের মর্মার্থ এই যে, 'সোমস্বরূপ আমার অন্তর্নিহিত হে সৎ-বৃত্তি বা সৎ-ভাব, আমাকে জলদেবতার স্বরূপ-তত্ত্ব জ্ঞাপন করুন। সে তত্ত্ব অবগত হয়ে, আমি যেন সর্ববিধ ব্যাধিশূন্য হই এবং সর্বজ্ঞানে জ্ঞানান্বিত হয়ে পরম-মঙ্গল লাভ ক'রি।'—বস্তুতঃ এর অপেক্ষা উচিৎ প্রার্থনা আর কিছুই হ'তে পারে না ॥ ২॥

◆

তৃতীয় মন্ত্র

আপঃ পৃণীত ভেষজং বরূথং তন্বেত মম।
জ্যোক্ চ সূর্যং দৃশে ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা! প্রার্থনাকারী আমার শরীরের নিমিত্ত আপনি রোগনাশক ঔষধ প্রেরণ (পূরণ) করুন। তাতে আমরা নীরোগ হয়ে চিরকাল জ্ঞান-স্বরূপ জ্যোতির্ময় আপনাকে (সর্বত্র) দর্শন করতে সমর্থ হই ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এ মন্ত্রের অর্থ সরল ও সুবোধ্য। দেহ ব্যাধিগ্রস্ত হ'লে ভগবানের আরাধনায় বিঘ্ন ঘটে। এখানকার প্রার্থনা তাই,—'হে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা! আপনি রোগ-নিবারক ঔষধ প্রদান করুন; আমি যেন তার দ্বারা সুস্থ ও নীরোগ থেকে একাগ্রচিত্তে আপনার অর্চনা করতে সমর্থ হই। অর্থাৎ, যে কর্মের প্রভাবে নীরোগ ও সুস্থদেহ হয়ে সৎস্বরূপ জ্ঞান-লাভের অধিকারী হই, হে দেবতা! আপনি আমার পক্ষে তা-ই বিহিত করুন। এই মন্ত্রের অন্তর্গত "সূর্যং" শব্দে জ্যোতির্ময় জ্ঞানময় ভগবানের প্রতি লক্ষ্য আসে।...এ ঋকের অন্তর্গত 'বরূথং' পদে এক নূতন ভাব পরিগ্রহ করা যায়। শত্রু থেকে দূরে গুপ্ত-স্থানে অবস্থিতি রূপ নিরাপদ অবস্থা 'বরূথং' পদের দ্যোতক হয় ॥ ৩॥

◆

চতুর্থ মন্ত্র

শং ন আপো ধন্বন্যাঃ শমু সন্ত্বনূপ্যা।
শং নঃ খনিত্রিমা আপঃ শমু যাঃ কুম্ভ আভৃতাঃ
শিবা নঃ সন্তু বার্ষিকীঃ ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — মরুদেশসম্ভূতা হে জলসকল (অথবা, আমার মরুসদৃশ হৃদয়-দেশে ক্ষীণাকারে বিদ্যমানা স্নেহকারুণ্যরূপিণী জলাধিষ্ঠাত্রী হে দেবীগণ)! আপনারা আমাদের মঙ্গলপ্রদায়িনী হোন; হে প্রভূতজলপ্রদেশস্থা আপ (অথবা, প্রবলস্নেহ-কারুণ্যপূর্ণ হৃদয়স্থিত ভগবৎ-বিভূতিনিচয়)! আপনারা সর্বতোভাবে আমাদের মঙ্গলপ্রদায়িনী হোন; খনন দ্বারা উদ্ভূতা জল (অথবা, অতীব প্রয়াসের দ্বারা অধিগতা হে দেবভাবাবলি!), আপনারা আমাদের সুখকারী হোন; কুম্ভে (অথবা, ঘটান্তর হ'তে) সংগৃহীত যে জল (অথবা, স্নেহভাবাবলি) এবং বর্ষণহেতু যে জল (অথবা, ভগবৎকৃপায় প্রাপ্ত যে স্নেহভাবাবলি!), আপনারা আমাদের মঙ্গলপ্রদ হোন ॥ ৪ ॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — দু'ভাবে এই মন্ত্রের দু'রকম অর্থ অধ্যাহার করা যায়। এক অর্থে, নানারকম জলকে সম্বোধন ক'রে মন্ত্র প্রযুক্ত হয়েছে বলতে পারি; অন্যরকম অর্থে, ভগবানের স্নেহ-কারুণ্য ইত্যাদি বিভূতিকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়াস দেখতে পাই। বলা বাহুল্য, প্রথম প্রকারের অর্থই সাধারণ্যে প্রচারিত আছে। শেষোক্ত প্রকারের অর্থ মন্ত্রের অভ্যন্তরে চিরলুক্কায়িত রয়েছে। প্রথম প্রকার অর্থে মনে হয়, প্রার্থনাকারী যেন বলছেন,—'হে মরুদেশের জল! তোমরা আমাদের মঙ্গল করো; হে জলপূর্ণদেশের জল! তোমরা আমাদের সুখী করো; হে খননের দ্বারা উৎপন্ন জল (অর্থাৎ কূপ ইত্যাদির জল)! তোমরা আমাদের সুখবিধান করো; হে কুম্ভস্থিত জল অথবা বৃষ্টির জল! তোমরা আমাদের পক্ষে সুখকারী হও।' বলা বাহুল্য, এ অর্থে বুঝতে পারা যায় না যে, কোনও জলশূন্যদেশের প্রার্থী, জলের নিকট এমন প্রার্থনা করছেন। জনপদের অধিবাসীরা, কূপোদক ভিন্ন গত্যন্তর নেই যাদের, কুম্ভে জল রক্ষাকারী কিংবা বৃষ্টির জলের জন্য যারা অপেক্ষা ক'রে থাকে—তারা এমন প্রার্থনা জানাতে পারে। কিন্তু তাতে কি ইষ্ট সাধিত হয়, তা বোধগম্য হয় না। পরন্তু এই প্রার্থনার মধ্যে যদি সর্বজনীন ভাব লক্ষ্য করবার প্রয়াস পাই, তাহ'লে বুঝতে পারি,—এ মন্ত্র সকল দেশের সকল লোকের সকল অবস্থার উপযোগী। বুঝতে পারি,—এ মন্ত্র এক পরম পবিত্র প্রার্থনা বক্ষে ধারণ ক'রে আছে।—মন্ত্রের এক একটি শব্দের বিষয় অনুধ্যান করলেই, সে মর্মার্থ আপনিই হৃদয়গত হবে। "ধন্বন্যাঃ আপঃ" বলতে কি ভাব মনে আসে? আমাদের মরুসদৃশ এই হৃদয় কখনও স্নেহকরুণার সুধারসে আর্দ্র হলো না। কখনও লোকহিতকর কোনও বৃত্তি তার মধ্য থেকে জেগে উঠলো না। ভগবৎ-প্রেরিতা যে ক্ষীণা স্রোতঃস্বতী (দয়াদাক্ষিণ্য ইত্যাদি) অন্তঃশীলা বইছে, সংসারের বিষম পাপতাপের মধ্যে পড়ে সেটুকুও বিশুষ্ক হ'তে চললো! তাই প্রার্থনা—'আমার মরুসদৃশ হৃদয়ের মধ্যে ক্ষীণাকারে যে স্নেহ-করুণার ধারা প্রবাহিত হচ্ছিল, তারা আবার জেগে উঠুক,—প্রবলভাবে বর্ষার প্লাবনের মতো প্রবাহিত হয়ে বিশুষ্ক হৃদয়-ভূমিকে রসগুণে আর্দ্র করুক।...মন্ত্রের প্রথমাংশ (শং নো আপো ধন্বন্যাঃ) সেই প্রার্থনার ভাব প্রকাশ করছে। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ ('শমুসন্তনূপ্যাঃ') এক পক্ষে সাবধানতা-সূচক, অন্য পক্ষে প্রাচুর্যভাবজ্ঞাপক। প্রবল করুণা-স্নেহের বশে বিভ্রান্ত হয়ে মানুষ অনেক সময় অনেক অপকর্ম ক'রে বসে। এক পক্ষে এ মন্ত্রের প্রার্থনার বিষয় তাই মনে হয়,—'হে আমার হৃদয়স্থ প্রবল স্নেহ-করুণা! তোমরা আমাদের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ হও; অর্থাৎ, যেখানে যেভাবে স্নেহ-কারুণ্য বিতরণ করা কর্তব্য, আমরা যেন সেখানে সেইভাবে তোমাদের বিতরণ করতে সমর্থ হই।' অন্য পক্ষে, ভগবৎ-বিভূতি-রূপে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত প্রচুর সৎ-গুণাবলি যেন প্রাচুর্য লাভ ক'রে আমাদের মঙ্গল-বিধানে সমর্থ হয়।—অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয় পংক্তির 'খনিত্রিমা' পদে—খননের দ্বারা—কষ্টের দ্বারা অতি প্রয়াসের দ্বারা যে দেবভাব হৃদয়ে সঞ্জাত হয়, তা-ই লক্ষ্য হয়। কোনওরকমে, অপরের দৃষ্টান্ত অনুসারে, হৃদয়ে যে একটু সত্ত্বভাবের সঞ্চার হয়, অথবা ভগবানের কৃপায় যে একটু সত্ত্বভাবের অধিকারী হওয়া যায়, উপসংহারে সেই দুই ভাবের প্রতিষ্ঠাকল্পে—পরিবৃদ্ধির বিষয়ে, প্রার্থনা করা হচ্ছে। অতঃপর 'কুম্ভে' ও 'বার্ষিকীঃ' পদ দু'টির সার্থকতা উপলব্ধি করুন।... বলা হচ্ছে,—'যদি কোনও রকমে হৃদয়ে একটু সত্ত্বভাবের উদয় হয়, যদি কদাচিৎ ভগবানের অনুকম্পায়

একটু সত্ত্বভাবের অধিকারী হই, হে দেবীগণ! সেই ভাবের বিকাশের পক্ষে আপনারা আমায় অনুগ্রহ করুন। সর্বরূপে প্রাপ্ত স্নেহ-করুণা ইত্যাদি দেব-বিভূতি-সমূহ আমাদের মঙ্গলপ্রদ ও সুখের হেতুভূত হোক।' স্থূলতঃ, এটাই মন্ত্রের প্রার্থনা ॥ ৪॥

দ্বিতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত : যাতুধাননাশনম্

[ঋষি : চাতন। দেবতা : অগ্নি ও ইন্দ্র। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্]

প্রথম মন্ত্র

স্তুবানমগ্ন আ বহ যাতুধানং কিমীদীনং।
ত্বং হি দেব বন্দিতো হন্তা দস্যোর্বভুবিথ ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আমাদের দেবার্চনাপরায়ণতা প্রদান করুন (আমাদের হৃদয়ে দেবভাব আনয়ন করুন); ইতস্ততঃ প্রচ্ছন্ন-ভাবে বিচরণশীল শত্রুকে আপনি অপসারিত করুন। হে দ্যোতমান দেবতা! যেহেতু আপনি শত্রুর নাশকারী হন,—সেই হেতু আপনি সকলের বন্দনীয় হন ॥ ১॥

মন্ত্রার্থ আলোচনা — এই মন্ত্রের প্রতি পদের আলোচনা করলে মন্ত্রের নানা রকম অর্থ আমনন করা যেতে পারে। সায়ণের ভাষ্যেও নানারকম অর্থের আভাষ দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রের 'স্তুবানং' পদ উপলক্ষে তিনি তিনরকম অর্থ কল্পনা করেছেন।...'অগ্নি' পদও, তাঁর ব্যাখ্যায়, নানা অর্থ নানা ভাব প্রাপ্ত হয়েছে। 'ব্যাপ্তি' অর্থে তাঁর নাম অগ্নি, 'অগ্রণী' গুণহেতু তাঁর নাম অগ্নি, তাঁতে স্নেহভাব নেই ব'লে তাঁর নাম অগ্নি ইত্যাদি। আমাদের কাছে 'অগ্নে' অর্থে 'হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নি'-ই সমীচীন মনে হয়েছে। 'যাতুধানং' পদে সায়ণ 'রাক্ষসং' প্রতিবাক্য গ্রহণ করেছেন। ভাব এই যে, যে রাক্ষসগণ যজ্ঞ নষ্ট করতো, ঐ পদে তাদের প্রতিই লক্ষ্য আছে। 'আবহ' ক্রিয়াপদ উপলক্ষে এক অর্থে 'যজ্ঞক্ষেত্রে দেবগণকে আনয়ন'—ভাব প্রকাশ পেয়েছে; অন্য অর্থে 'হিংসক রাক্ষসগণকে দণ্ড-প্রদানের জন্য আনয়ন করুন' ভাব আনা হয়েছে।—আমরা মনে ক'রি, এখানে 'যাতুধানং' বলতে মন্ত্রে অন্তরস্থিত শত্রুগণের প্রতিই লক্ষ্য আসে। তারা যেন বিস্তৃতি লাভ করতে না পারে, তারা যেন দূরীভূত হয়, হৃদয় যেন দেবভাবে পরিপূর্ণ হয়ে আসে,—এটাই এ মন্ত্রের প্রার্থনার মর্মার্থ ॥ ১॥

◆

দ্বিতীয় মন্ত্র

আজ্যস্য পরমেষ্ঠিন্ জাতবেদস্তনূবশিন্।
অগ্নে তৌলস্য প্রাশান যাতুধানান্ বি লাপয় ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — শ্রেষ্ঠস্থাননিবাসিন্ (শুদ্ধসত্ত্বভাবান্তর্বর্তিন্), জ্ঞানাধার, সকল প্রাণীশরীরে নিবাসিন্, হে অগ্নিদেব! আপনি আমাদের শ্রেষ্ঠ হবনীয়াংশ (বিশুদ্ধা ভক্তিকে) সর্বথা গ্রহণ করুন, আর আমাদের শত্রুগণকে বিশেষরূপে বিনাশ করুন ॥ ২॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই মন্ত্রে 'পরমেষ্ঠিন্' পদে 'স্বর্গ ইত্যাদি উৎকৃষ্ট স্থানের অধিবাসী অর্থ ভাষ্যকার নির্ধারণ করেছেন। এইভাবে তিনি 'আজ্যস্য' পদে 'ঘৃতের ভাগ', 'জাতবেদঃ' পদে 'যিনি বেদ জানেন', 'তনূবাসিন্' অর্থে 'যিনি সকল দেহের মধ্যে অবস্থিত', 'তৌলস্য' পদে 'স্রুক-স্রুবা' ইত্যাদি অর্থ নিষ্পন্ন করেছেন। ইত্যাদি। কিন্তু একটু বিবেচনা করলে বোঝা যায়, এ ঋকের মধ্যে স্থূল-বস্তুর সাথে সম্বন্ধ আদৌ নেই। যিনি সকলের দেহের মধ্যে বিদ্যমান আছেন, যিনি জাতবেদ অর্থাৎ সকল জ্ঞানের আধার-স্থান, স্থূল ঘৃতের দ্বারা তাঁর কি উপাসনা করবে? 'আজ্যস্য' পদের সাথে 'তৌলস্য' পদের সম্বন্ধের বিষয় বিচার করলে সূক্ষ্মবিষয়ের সম্বন্ধই সংসূচিত হয়। আমরা তুলনার্থক 'তুল' ধাতু থেকে 'তৌলস্য' পদের ব্যুৎপত্তি স্বীকার ক'রি। তাতে বোঝা যায়, যে হবনীয় তুলনায় শ্রেষ্ঠ ব'লে প্রতিপন্ন হয়, সেই হবনীয়ের প্রতিই লক্ষ্য রয়েছে।.....এখানে বলা হয়েছে—'তুলনায় হৃদয়ের যে ভাব শ্রেষ্ঠ ব'লে প্রতীত হয়, হে দেব! আপনি আমার সেই ভাবটি মাত্র গ্রহণ করুন; হৃদয়ের আর যে আমার অন্যভাব আছে—অসৎ-ভাবসমূহ আছে—তাদের আপনি দূর ক'রে দিন। ভাব এই যে, আমার বিশুদ্ধা ভক্তিটুকু আপনাতে ন্যস্ত হোক। 'যাতুধানদের বিনাশ করুন'—এই বাক্যে বোঝা যায়, হৃদয়ের শত্রুদের হৃদয় হ'তে 'দূর ক'রে দিন'। ইত্যাদি ॥ ২॥

◆

তৃতীয় মন্ত্র

বি লপন্তু যাতুধানা অত্রিণো যে কিমীদিনঃ।
অথেদমগ্নে নো হবিরিন্দ্রশ্চ প্রতি হর্যতং ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে জ্ঞানদেব! সেই সর্বভুক্, ভক্ষদ্রব্য অন্বেষণে ইতস্ততঃ বিচরণশীল, শত্রুগণ (রিপুগণ) আপনার দ্বারা বিনাশ-প্রাপ্ত হোক; শত্রুবিনাশের পর আমাদের হৃদয়স্থিত শ্রেষ্ঠ শুদ্ধসত্ত্বভাবকে লক্ষ্য ক'রে, আপনি এবং আপনার ঐশ্বর্য-বিভূতি-সমূহ আমাদের প্রাপ্ত হোক ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — মনুষ্যখাদক রাক্ষসেরা যজ্ঞকারীদের ভক্ষণ করবার জন্য ইতস্ততঃ বিচরণ করতো। ভগবান্ অগ্নিদেব, তাদের সংহার করুন এবং তিনি ও ইন্দ্রদেব উভয়ে মিলিত হয়ে আমাদের প্রদত্ত হবিঃ গ্রহণ করুন—ভাষ্যানুসারে এটাই মন্ত্রের অর্থ হয়।—শব্দানুসারে মন্ত্রের অর্থ ঐরকমই বটে; কিন্তু ভাব অন্যরকম। মন্ত্রের মুখ্য অর্থ আধ্যাত্মিক-ভাবমূলক। 'কিমীদিনঃ' অর্থাৎ ইতস্ততঃ সকলের হৃদয়ে, 'অত্রিণঃ' অর্থাৎ সকল সৎ-বৃত্তি-ভক্ষণকারী যে 'যাতুধানাঃ' অর্থাৎ শত্রুগণ বর্তমান রয়েছে, তাদের হনন না করলে, বিশুদ্ধ হবির (অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বভাবের) উন্মেষ হয় না।...ভক্ত প্রার্থনা করছেন যে, ভগবান্ তাঁর হৃদয়ের শত্রুগণকে একে একে নিঃশেষিত করুন। একে একে অসৎ-বৃত্তিগুলি তাঁর হৃদয় হ'তে দূরীভূত করুন। তাঁর হৃদয়ে সত্ত্বভাব জাগিয়ে তুলুন; আর সেই সত্ত্বভাবের মধ্যে সকল ঐশ্বর্য সহ আপনি বিরাজমান হোন ॥ ৩॥

চতুর্থ মন্ত্র

অগ্নিঃ পূর্ব আ রভতাং প্রেন্দ্রো নুদতু বাহুমান্।
ব্রবীতু সর্বো যাতুমান্ অয়মস্মীত্যেত্য ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব, সর্বদেববর্গের অগ্রণী হয়ে, শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হোন; আর প্রচণ্ড বলশালী দেবরাজ ইন্দ্রদেব, শত্রুগণকে দূরীভূত করুন। দেবতার প্রভাবে বিধ্বস্ত হয়ে, শত্রুসেনানায়ক (দুর্বুদ্ধি ইত্যাদি) সকল শত্রুসেনা-সহ দেবতার সমীপে আগমন পূর্বক, 'আমি এই হই' ব'লে (অর্থাৎ পরাজয় স্বীকার-পূর্বক) পলায়ন করুক ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — পদাবলি যে ভাবেই বিন্যস্ত থাকুক, এই মন্ত্রের তাৎপর্য সহজেই হৃদয়ে ধারণা করা যায়।—জ্ঞানই সর্ব-অপকর্ম-নিবারণে অগ্রণী—জ্ঞানই সকল পাপ দূরীকরণে প্রথম সহায়। জ্ঞানের উন্মেষ না হ'লে, কে শত্রু—কে মিত্র বুঝতে না পারলে, কিভাবে শত্রু দমিত ও মিত্র সংবর্ধিত হবে? তাই জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবকে 'সকল দেবগণের অগ্রণী' ব'লে অভিহিত করা হয়। জ্ঞানোদয়ের পরেই শক্তিসঞ্চয়। শক্তির রাজা—ইন্দ্রদেব। দেবভাবের নায়ক তিনি; তাই তিনি দেবরাজ। জ্ঞানের উদয়েই দেবভাব প্রবল হয়। তখন, শত্রুসেনার নায়ক দুর্বুদ্ধিই বলো, আর মায়া-মোহই বলো, বিধ্বস্ত হ'তে থাকে।...তখন কোন্ রিপুর কোন্ কার্য, মানুষ তা বুঝতে পেরে একে একে এক এক শত্রুকে তাড়িয়ে দিতে পারে। আমরা মনে ক'রি, প্রার্থনার ছলে, সেই নিগূঢ় তত্ত্বই এই মন্ত্রের মধ্যে বিধৃত রয়েছে ॥ ৪॥

◆

পঞ্চম মন্ত্র

পশ্যাম তে বীর্যং জাতবেদঃ
প্র ণো ব্রূহি যাতুধানান্ নৃচক্ষঃ।
ত্বয়া সর্বে পরিতপ্তাঃ পুরস্তাৎ
ত আ যন্তু প্রব্রুবাণা উপেদং ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ — জ্ঞানের আধার হে দেব! আপনার শত্রুদমনের সামর্থ্য আমরা নিয়ত প্রত্যক্ষ করছি; হে সকল কর্মের দ্রষ্টা! আমাদের শত্রুগণকে দূরীভূত হবার জন্য আপনি আদেশ করুন; আপনার প্রভাবে সর্বথা পরিতপ্ত সেই শত্রুগণ, আপন আপন অপরাধ স্বীকার পূর্বক, এই সৎকর্মের সমীপে বা সৎ-জ্ঞানের সান্নিধ্যে বিনাশপ্রাপ্ত হোক ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এ মন্ত্রে পূর্ব-মন্ত্রের প্রার্থনাই দৃঢ়ীকৃত হচ্ছে। সাধনার পথে অগ্রসর হ'তে হ'তে সাধক দেখতে পান—জানতে পারেন—ভগবানের কি অপার মহিমা! তখনই তিনি বলতে পারেন,—'হে ভগবন্! আপনার বীর্য-সামর্থ্য এইবার আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।' তারপর বলতে পারেন,—'হে ভগবন্! আপনি যখন আমাদের সৎ-অসৎ সকল কর্মের দ্রষ্টা, আমাদের কোনও কর্মই যখন আপনার অ-দৃষ্ট নেই; তখন কাজেই বলতে হয়, শত্রুদের দূর করবার আজ্ঞা দিন। আপনার আজ্ঞা প্রচারিত না হ'লে, জ্ঞানবার্তা

বিঘোষিত না হ'লে, তারা আপন অধিকার-স্থান পরিত্যাগ করতে বাধ্য হবে কেন? আপনার আদেশেই জ্ঞানের প্রভাব। জ্ঞানের প্রভাব বিস্তার হ'লেই শত্রুগণ পলায়ন করতে বাধ্য হবে।'—মন্ত্রের শেষাংশ—পূর্ববর্তী মন্ত্রেরই শেষাংশের দৃঢ় প্রতিধ্বনি। শত্রুগণ পরিতপ্ত হোক; আত্মদোষ খ্যাপন করুক; নিজেদের অপকর্মের ফল নিজেরা উপভোগ ক'রে নিজেরাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক। 'ইদং উপ' এই যে দু'টি পদ, এদের বিশেষ সার্থকতা দেখি। পাপ ভস্মীভূত হয়—কোথায়? পুণ্যের প্রভায়। দুষ্কৃত বিনাশ-প্রাপ্ত হয়—কোথায়? সুকৃতের শাণিত খড়্গাঘাতে। দুর্বুদ্ধি অপসারিত হয়—কোন্ সময়? সৎ-বুদ্ধি এসে যখন হৃদয় অধিকার করে। ঐ দুই পদ সেই তত্ত্ব ব্যক্ত করছে। এইভাবে বোঝা যায়, এই মন্ত্র সত্ত্বভাবের উদ্বোধক হয়ে ভক্তকে শত্রু-নাশের সন্ধান প্রদান করছে ॥ ৫ ॥

◆

ষষ্ঠ মন্ত্র

আ রভস্ব জাতবেদোঽস্মাকার্থায় জজ্ঞিষে।
দূতো নো অগ্নে ভূত্বা যাতুধানান্ বি লাপয় ॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ — হে জ্ঞানাধার দেব! শত্রুসংহার-কার্যে ব্রতী হয়ে আমাদের ইষ্টসাধনের নিমিত্ত আপনি প্রাদুর্ভূত হয়ে থাকেন। হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আমাদের দূতস্বরূপ (সুহৃৎ) হয়ে, আপনি শত্রুদের বিনাশ করুন ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই মন্ত্রে দু'টি তত্ত্ব অনুধাবন করবার আছে। প্রথমতঃ, জ্ঞানের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যে শত্রুহনন কার্য আরম্ভ হয়, মন্ত্রের প্রথমাংশে সেই তত্ত্ব পরিব্যক্ত। শত্রুদমনের সঙ্গে সঙ্গেই অগ্নিদেব জন্মগ্রহণ করেন। এরকম বাক্যের মর্মার্থই এই যে, জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞানতা মোহান্ধকার দূরীভূত হয়। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের শব্দগত অর্থ এই যে,—'হে দেব! আমার পক্ষের দূত হয়ে গিয়ে তুমি শত্রুকে সংহার ক'রে এসো।' এখানকার অর্থে, এক পক্ষে এই ভাব প্রকাশ পায়; এখানে যেন বলা হচ্ছে,—'আপনি দূতরূপে বিপক্ষের শিবিরে প্রবেশ ক'রে গুপ্তভাবে শত্রুকে সংহার ক'রে আসুন।' যাঁরা অগ্নি প্রভৃতি দেবগণকে মনুষ্য-রূপে কল্পনা করেন, তাঁদের মতে এই অর্থই সমীচীন ব'লে পরিগৃহীত হয়। কিন্তু পক্ষান্তরে এখানকার মর্ম অন্যরকম। এখানে বলা হচ্ছে যে, জ্ঞানের সাথে পরিচিত হওয়া মাত্রই অজ্ঞানতা বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। হত্যাকার্য-সাধনের উদ্দেশে 'দূত' শব্দ প্রয়োগের একটু বিশেষ সার্থকতা আছে। দূত নিরপেক্ষভাবে শত্রুর সন্নিহিত হয়ে তৎক্ষণাৎ বিনাযুদ্ধে শত্রুর বিনাশসাধনে সমর্থ হয়। সেইরকম, দ্বন্দ্ব উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানতা প্রতিহত হয়ে থাকে। আলোক ও আঁধারের দৃষ্টান্তই এ ক্ষেত্রে সম্যক্ সমীচীন। আলোকের উপস্থিতি-মাত্রই অন্ধকার দূরে যায়। আলোক ও অন্ধকার কখনও একত্র যুগপৎ থাকতে পারে না ॥ ৬॥

◆

সপ্তম মন্ত্র

ত্বমগ্নে যাতুধানান্ উপবদ্ধাঁ ইহাবহ।
অথৈষামিন্দ্রো বজ্রেনাপি শীর্ষাণি বৃশ্চতু ॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ — জ্ঞানস্বরূপ হে অগ্নিদেব! আপনি আমার শত্রুগণকে (রিপুশত্রুগণকে) আবদ্ধ (সংযত) ক'রে, এই যজ্ঞে আনয়ন করুন (এই কর্মে নিয়োগ করুন); আর, সেই দেবাধিপতি ইন্দ্র, তীক্ষ্ম বজ্রের দ্বারা তাদের মস্তক ছেদন করুন (পরে কর্ম-শক্তির দ্বারা তারা নাশ-প্রাপ্ত হোক) ॥ ৭ ॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — ভাষ্যানুসারে এই ঋকের মর্ম এই যে,—'হে অগ্নি! আপনি রজ্জু প্রভৃতির দ্বারা রাক্ষসদের হস্ত-পদ ইত্যাদি অবয়ব বন্ধন ক'রে এই দেশে আনয়ন করুন; দেবতাদের অধিপতি ইন্দ্রদেব, সেই রাক্ষসদের মস্তক বজ্রের দ্বারা ছেদন করুন।' এই অনুসারে নানা উপাখ্যানের ও প্রত্নতত্ত্বের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হ'তে পারে। রাক্ষসেরা ঋষিদের যজ্ঞ নষ্ট করতো; সেইজন্য ঋষিরা যেন অগ্নিকে বা রাজসেনাপতিকে বলছেন,—'আপনি ঐ রাক্ষসদের বেঁধে আনুন; পরিশেষে রাজা তাদের মস্তক ছেদন করবেন। শত্রু নিপাত হ'লে, আমরা সুখস্বচ্ছন্দে যজ্ঞকার্যে সমর্থ হবো।' প্রত্নতত্ত্বের পক্ষে এ মন্ত্রের অর্থ হয়, —অনার্যের বা দস্যুর উৎপীড়নে ভারতবর্ষে নবাগত আর্যগণ বড় বিপন্ন হয়ে পড়েন। তাঁরা তখন ঐ মর্মের বাক্যে অগ্নিকে সম্বোধন ক'রে বলেছিলেন।—আমরা কিন্তু মন্ত্রটিকে সাধারণ দৃষ্টিতে দর্শন ক'রি। এখানে প্রথমে জ্ঞানের দ্বারা রিপুশত্রুদের দমন করাবার বিষয় বলা হয়েছে। রিপুদের দমিত সংযত ক'রে কার্যে প্রবৃত্ত করাতে পারলে, ভগবান্ আপনিই তাদের বিনষ্ট করেন,—তারা আপনা আপনিই তখন আত্ম-প্রবৃত্তি ত্যাগ ক'রে সৎমার্গে সৎকর্মে প্রধাবিত হয়। একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বিষয়টি বোঝাবার চেষ্টা করা যাচ্ছে।—কাম (কামনা) একটা প্রবল রিপু। তার দ্বারা যে কত অপকর্ম সাধিত হ'তে পারে, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু ঐ কামকে যদি জ্ঞানের দ্বারা রজ্জুবদ্ধ অর্থাৎ সংযত ক'রে কর্মে নিয়োগ করতে পারি, তাতে অশেষ সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। মনে করুন—কামনা যদি পরোপকারে বা পরসেবায় আসে, কামনা যদি বিপন্নের বিপদ-উদ্ধারে বিনিযুক্ত হয়, কামনা যদি ভগবানের প্রতি অচলা থাকে,—তাতে কিরকম শ্রেয়ঃ সাধিত হ'তে পারে! তারই পরবর্তী অবস্থার বিষয় মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে বিবৃত রয়েছে। পূর্বোক্তরূপ কামনার বা কামনামূলক কর্মের ফলে নিষ্কাম কর্মের সূচনা হয়। নিষ্কাম-কর্মই সে ক্ষেত্রে মুক্তির প্রকৃষ্ট সোপান হয়ে দাঁড়ায়।—তুমি তোমার রিপুগণকে সংযত করো এবং ক্রমশঃ সৎকার্যে বিনিযুক্ত করো। তোমার শ্রেয়োলাভ আপনিই সাধিত হবে। এটাই মন্ত্রের উপদেশের মর্মার্থ ॥ ৭ ॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : যাতুধাননাশনম্

[ঋষি : চাতন। দেবতা : বৃহস্পতি ও অগ্নীষোম। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্]

প্রথম মন্ত্র

ইদং হবির্যাতুধানান্ নদী ফেনমিবাবহৎ।
য ইদং স্ত্রীপুমানকরিহ স স্তবতাং জনঃ ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ — আমাদের অনুষ্ঠিত এই পূজা (হবিঃ), তরঙ্গিণী যেমন আপন প্রবাহের দ্বারা ফেনপুঞ্জকে মহাসমুদ্রে বহন ক'রে নিয়ে যায়, সেইরকম আমাদের রিপুশত্রুগণকে সম্যক্‌প্রকারে ভগবৎ সমীপে নিয়ে যাক (অর্থাৎ ভগবৎকার্যে সৎকার্যে নিযুক্ত করুক); স্ত্রী বা পুরুষ, যে জন এই রকম হবনীয় (পূজা) করে (করতে পারে), সেই জনই প্রকৃত ভগবৎপূজাপরায়ণ হয়ে থাকে ॥ ১ ॥

মন্ত্রার্থ আলোচনা — ভাষ্য-ভাবে বোঝা যায়, এই মন্ত্রে যেন অভিচার কর্মের বিষয় বিবৃত হয়েছে। প্রথমে বলা হচ্ছে,—'হে আজ্য (মন্ত্রঃপূত ঘৃত)! এই রাক্ষস, পিশাচ ইত্যাদিকে তুমি দূরীকৃত করো। তরঙ্গিণী যেমন ফেনাকে দেশ-দেশান্তরে নিয়ে যায়, এই শত্রুদেরও সেইরকম অন্যত্র নিয়ে যাও।' তারপরে বলা হয়েছে—'যে পুরুষ বা যে স্ত্রী এইরকম আভিচারিক হবিঃ শত্রুকৃত উপদ্রব-নিবারণের উদ্দেশে বিহিত করেন, অগ্নি ইত্যাদি দেবের কৃপায় তাঁরা নিরুপদ্রবে তাঁদের সেবাপরায়ণ থাকেন।' শত্রুনাশ-কামনায় আভিচারিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান ক'রে যে সুফল লাভ করা যায়,—এক পক্ষে এটাই মন্ত্রের তাৎপর্য।—এখন, আমরা যে দিক দিয়ে যে অর্থের অধ্যাহার করলাম, তার মর্ম প্রকাশ করছি। মন্ত্রে আছে,—'নদীফেনমিব'। এতে 'ফেনকে নদী যেমন দেশদেশান্তরে নিয়ে যায়'—এই অর্থ প্রকাশ করে। আমরা কিন্তু 'দেশ দেশান্তর' না ব'লে 'মহাসমুদ্রে' নিয়ে যায়—এমন অর্থই সঙ্গত ব'লে মনে করলাম। তাতে উপমার উপযোগিতাই প্রতিপন্ন হয়। আমার হবিঃ বা পূজা, ভগবানের নিকট যেন আমার রিপুশত্রুগণকে পৌঁছিয়ে দেয়; কাম ইত্যাদি রিপু ভগবৎ-কর্মে নিযুক্ত হোক,—এটাই মন্ত্রের প্রথম অংশের মর্ম।...ফলতঃ, মনোবৃত্তিসমূহ, কাম ইত্যাদি রিপুগণ, সৎপথে পরিচালিত হোক।' তারাই আমায় শ্রেয়ঃ লাভ করাবে,—তাদের দ্বারাই আমার মুক্তিপথের সকল আশঙ্কা বিদূরিত হবে। এটাই মর্মার্থ ॥ ১॥

◆

দ্বিতীয় মন্ত্র

অয়ং স্তুবান আগমদিমং স্ম প্রতি হর্য্যত।
বৃহস্পতে বশে লবব্ধাগ্নীষোমা বি বিধ্যতং ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — হে দেবগণ! এই শত্রুপীড়িত রিপুনির্যাতনগ্রস্ত জন আপনাদের পূজাপরায়ণ হয়ে অনুগ্রহ-প্রাপ্তির নিমিত্ত অগ্রসর হয়েছে; সেই অর্চনা-পরায়ণ জনকে আপনার ব'লে গ্রহণ করুন। হে দেবশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি! আপনার অর্চনাপরায়ণ জনের প্রতি উপদ্রবকারী শত্রুদের আপনার আয়ত্তাধীন ক'রে অর্চনাকারীকে রক্ষা করুন। হে একাধারে কঠোর-কোমল-ভাবাপন্ন অগ্নি ও সোম নামক যুগ্ম দেবদ্বয়! আপনারা বিপরীত-মার্গগামী উপদ্রবকারী বৈরিগণকে বিতাড়িত করুন ॥ ২॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই মন্ত্রে তিন রকম প্রার্থনা প্রকাশ পেয়েছে। সে প্রার্থনা তিন শ্রেণীর দেবতার নিকট তিন রকমে প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম—সমস্ত দেবগণকে সম্বোধন ক'রে বলা হয়েছে—'হে দেবগণ! আপনাদের অর্চনাকারী এই আমাদের মধ্যে আপনাদের সকল প্রকার বিভূতির সমাবেশ হোক।...' মর্ম এই যে,—সকল দেবভাবের আমরা যেন অধিকারী হই; দেবগণের অঙ্কে আমাদের যেন স্থান হয়। শত্রুনিপীড়িত নির্যাতনগ্রস্ত জনের এমন প্রার্থনাই সঙ্গত। দ্বিতীয় প্রার্থনা—বৃহস্পতি দেবতার নিকট। বৃহস্পতির পরিচয়ে ভাষ্যকারই বলেছেন—সকল দেবতার (বা দেবভাবের) রক্ষাকর্তাই এখানে বৃহস্পতি নামে অভিহিত হয়েছেন। তাঁর নিকট প্রার্থনা জানানো হলো—'হে সকল দেবের সংরক্ষক! আমার শত্রুদের আপনার আয়ত্তাধীন ক'রে আপনি আমাকে রক্ষা করুন।' এই স্থলে শত্রুদের একেবারে মেরে ফেলার প্রার্থনা জানানো হলো না। বলা হলো,—'তাদের বশে রেখে আমাদের শ্রেয়ঃ সাধন করুন।' এর তাৎপর্য এই যে,— 'ইহ সংসারে কাম ইত্যাদি রিপুর একেবারে বিসর্জন—দূরের (উচ্চ স্তরের) বিষয়। প্রথমে, তারা যাতে ভগবৎপদাঙ্কানুসারী হয়, তারই চেষ্টা পেতে হবে। তারপর, তারা ক্রমশঃ লয়প্রাপ্ত হবে।' প্রথম সূক্তের সপ্তম মন্ত্রে এ প্রসঙ্গের আভাষ আছে।—উপসংহারে মন্ত্রের তৃতীয় প্রার্থনা—'অগ্নীষোম' দেবদ্বয়ের নিকট। ঐ যুগ্ম

দুই দেবতায় দুই ভাবের দ্যোতনা করে। অগ্নি—জ্ঞানমূর্তি—তীব্রতেজঃসম্পন্ন—দীপ্তিমন্ত। সোম-স্নিগ্ধমূর্তি-আবরক-স্নেহভাবের দ্যোতক। একপক্ষে জ্বালামালার ভাব; পক্ষান্তরে স্নিগ্ধতা-দানের ভাব। এ পক্ষে নিগূঢ় আলোচনায় বোঝা যায়, এখানে যেন বলা হচ্ছে—'হে কঠোর-কোমল-ভাবাপন্ন দেবযুগল! আপনারা কঠোর-শাসনে আমার রিপুশত্রুদের সন্ত্রস্ত করুন। তারা দমিত বা বিমর্দিত হ'লে, স্নেহভাবের পোষণে যেন কার্য করে,—এটাই প্রার্থনার ভাব। দুর্দান্ত ও সদা অসৎকার্যে বিনিযুক্ত রিপুগণ অগ্নি-শক্তির দ্বারা স্থির হোক; সোম-শক্তির দ্বারা তারা সুপথে পরিচালিত হোক;— এখানকার এটাই তাৎপর্য।—কেউ কেউ এ মন্ত্রে আর্য-অনার্যের যুদ্ধের সংস্রব আনতে পারেন। সে দিকের অর্থে, দেবগণ কর্তৃক শত্রু থেকে আর্যদের রক্ষার কথা, সেনাপতি বৃহস্পতি কর্তৃক শত্রুদের আয়ত্তাধীন করা এবং অগ্নি ও সোম বা অগ্নীষোম কর্তৃক শত্রুদের বিতাড়ন,—প্রভৃতি অর্থই অধ্যাহৃত হয় ॥ ২॥

◆

তৃতীয় মন্ত্র

যাতুধানস্য সোমপ জহি প্রজাং নয়স্ব চ।
নি স্তবানস্য পাতয় পরমক্ষ্যুতাবরং ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে সোমপ (শুদ্ধসত্ত্বভাবগ্রহণশীল দেব)! আপনি রিপুশত্রুদের (অথবা তৎসংক্রান্ত অসদ্ভাব-পরম্পরাকে) নাশ করুন; আপনার অনুগত জনকে (আমাকে) অভিমত ফল দান করুন (আমার ইষ্ট সাধিত হোক); স্তবপরায়ণের (আমার) শ্রেষ্ঠ দর্শন লাভ হোক (আপনার অর্চনাকারীকে পরম পদার্থের দর্শনশক্তি প্রদান করুন); আর, নিকৃষ্ট শত্রুকে নিঃশেষে বিনাশ করুন ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — ভাষ্যানুসারে এ মন্ত্রের প্রথমাংশের অর্থ—'হে সোমরসপানশীল অগ্নিদেব! আপনি রাক্ষসদের পুত্রপৌত্র ইত্যাদি নাশ করুন; অথবা আমাদের প্রতি উপদ্রবকারী রাক্ষসকে হনন করুন। আর আমাদের অভিমত ফল প্রদান করুন, আমাদের অনিষ্ট দূর ক'রে আমাদের ইষ্ট-প্রাপ্তির ব্যবস্থা করুন।' সেই অনুসারে দ্বিতীয় অংশের অর্থ—'আর, ভীত হয়ে যে শত্রু আপনার স্তুতিপরায়ণ হয়েছে, সেই শত্রুর উৎকৃষ্ট দক্ষিণ চক্ষুঃ এবং নিকৃষ্ট বাম চক্ষুঃ স্বস্থানচ্যুত অর্থাৎ উৎপাটিত করুন। শত্রু বিনষ্ট হোক।' ইত্যাদি। —আমাদের অর্থ কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে। আমরা 'যাতুধানদের প্রজা' বলতে, 'রিপুগণ হ'তে উৎপন্ন অসৎ-ভাবসমূহ অর্থ গ্রহণ করলাম। রিপুগণ এবং তাদের সম্বন্ধীয় অসৎ-ভাব বা কুকার্য-পরম্পরা নাশ প্রাপ্ত হোক—আমরা মনে ক'রি, এটাই এক প্রার্থনা। দ্বিতীয় প্রার্থনা,—'আপনার অনুগত আমায় ইষ্টদান করুন।' মন্ত্রের দ্বিতীয় পংক্তির 'স্তবানস্য' পদে 'রাক্ষসদের মধ্যে যারা আপনার স্তুতিপরায়ণ হয়'—এ অর্থ না ধ'রে, আমরা 'আপনার স্তবপর অর্চনাকারী' অর্থ গ্রহণ করলাম। 'স্তবানস্য' অর্থাৎ স্তবকারীর দক্ষিণ ও বাম দুই চক্ষু উৎপাটন ক'রে নাও—এ অর্থও আমরা সঙ্গত মনে ক'রি না। মন্ত্রের দ্বিতীয় পংক্তিতে আমরা দু'টি প্রার্থনা দেখি। প্রথম, অর্চনাকারীকে (আমাকে) পরমার্থ-দর্শনশক্তি দিন; দ্বিতীয়, নিকৃষ্ট যে শত্রু, তাকে বিনষ্ট করুন। অথবা আপনার কৃপায় সাধু পরিত্রাণ লাভ করুক; অসাধুর সংহার সাধিত হোক ॥ ৩॥

◆

চতুর্থ মন্ত্র

যত্রৈষামগ্নে জনিমানি বেত্থ গুহা সতামত্রিণাং জাতবেদঃ।
তাংস্ত্বং ব্রহ্মণা বাবৃধানো জহ্যেষাং শততর্হমগ্নে ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — জ্ঞানোৎপন্ন জ্ঞানস্বরূপ হে অগ্নিদেব! নিভৃত-হৃদয়কন্দরে আশ্রয়প্রাপ্ত শুদ্ধসত্ত্বভাবগ্রাসকারী এই রিপুশত্রুগণ যে স্থানে অবস্থিতি করে এবং যেভাবে উৎপন্ন (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত) হয়, আপনি তা অবগত আছেন। হে অগ্নিদেব! মন্ত্রশক্তির প্রভাবে আপনি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে (আমাদের অর্চনায় প্রকাশমান হয়ে), আপনি সেই শত্রুদের সংহার করুন এবং সেই শত্রুকৃত অশেষপ্রকার হিংসা নাশ করুন ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্রের মর্মার্থ এই যে,—'নরভুক্ রাক্ষসেরা যে নিভৃত গিরিগুহায় লুক্কায়িত থাকতো, অগ্নিদেব তা অবগত ছিলেন।' তাই, তাঁর নিকট প্রার্থনা করা হচ্ছে,—'আপনি মন্ত্রের দ্বারা (আভিচারিক শক্তির দ্বারা) বর্ধিত-বল হয়ে, আপন স্থানে অধিষ্ঠিত সেই রাক্ষসগণকে নাশ করুন এবং তারা আমাদের প্রতি যে শতপ্রকার হিংসা করে, তা নিবৃত্ত করুন।' এরকম ভাষ্যাভাষে আর্য-অনার্যের দ্বন্দ্বের বিষয় অথবা ঋষিদের যজ্ঞনাশকারী রাক্ষসদের দমনের প্রশ্নই মনে আসে। সে পক্ষে, অগ্নিকে সেনাপতি অথবা আভিচারিক ক্রিয়াপরায়ণ ব'লে মনে করা যায়।—আমরা যে পথ অনুসরণ ক'রে অর্থ নিষ্পন্ন করছি, তাতে আধ্যাত্মিক পক্ষে সুষ্ঠু-সঙ্গত ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'গুহা সতাং' পদে পর্বতের গুহায় লুক্কায়িত থাকার ভাব গ্রহণ না ক'রে, আমরা 'হৃদয়-রূপ গুপ্ত-গৃহের অভ্যন্তরে অবস্থিত' অর্থই সঙ্গত ব'লে মনে ক'রি। এই মন্ত্রের একটি পদ—'অত্রিণাং'। সায়ণ এখানে অত্রি ঋষির সম্বন্ধ-সূচনা করেননি। তিনি ঐ পদের 'নরভুক্' অর্থ গ্রহণ করেছেন। আমরা তা না ক'রে ঐ পদের 'শুদ্ধসত্ত্বভাবগ্রাসকারী' অর্থেরই সমীচীনতা দেখি। রিপুশত্রুগণ হৃদয়ের নিভৃত গুহাতে উৎপন্ন ও পরিপুষ্ট হয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাবকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে। এমন কি, তাদের ধর্মই এই—তারা সৎ-ভাবনিচয়কে গ্রাস করবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা ক'রে থাকে। আমরা যখন তা জানতে সমর্থ হই, তখনই কাতরভাবে জ্ঞানস্বরূপ দেবতার শরণাপন্ন হয়ে থাকি। পরে, সাধনার প্রভাবে শুদ্ধসত্ত্বজ্ঞান অধিকৃত হ'লে—জ্ঞানাগ্নির জ্যোতিতে আমরা শত্রুর প্রকৃত অবস্থা ও শক্তি-সামর্থ্যের বিষয় দেখতে পাই ও জানতে পারি।—তখন মন্ত্র-শক্তির প্রভাবে, ভগবৎ-অর্চনার ফলে, জ্ঞান প্রকাশ পায়; তাতে শত্রু নাশপ্রাপ্ত হয়, শত্রুকৃত শত-সহস্র প্রকার উপদ্রব বিদূরিত হয়ে থাকে। এই যে সরল সত্য দার্শনিক তত্ত্ব—মন্ত্রের মধ্যে সেটাই বিবৃত রয়েছে.—'হে জ্ঞানাধার ভগবন্! আমাকে জ্ঞান দাও; আমি যেন শত্রুদের চিনতে পারি। আমায় শক্তি দাও; আমি যেন তাদের দূরীভূত করতে সমর্থ হই,—আমার নিকট তাদের প্রভাব যেন আদৌ কার্যকরী না হয়।'—প্রার্থনা-পক্ষে মন্ত্রের নিগূঢ় মর্ম এটাই ॥ ৪॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : বিজয়ায় প্রার্থনা

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : বসব, ইন্দ্র, পূষা, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি ইত্যাদি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

প্রথম মন্ত্র

অস্মিন্ বসু বসবো ধারয়ন্ত্বিন্দ্রঃ পূষা
বরুণো মিত্রো অগ্নিঃ।

ইমমাদিত্যা উত বিশ্বে চ দেবা উত্তরস্মিন্
জ্যোতিষি ধারয়ন্ত ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — নিবাসহেতুভূত দেবগণ, পরমৈশ্বর্যশালী দেব, পোষণকারী দেবতা, অভীষ্টবর্ষী দেবতা এবং বিপদে উদ্ধারকারী দেব, প্রার্থনাকারী এই আমাতে (আমাকে) ধন (পরমার্থ) স্থাপন (প্রদান) করুন। অপিচ, অনন্তের অংশভূত অনন্তস্বরূপ আদিত্য-নামক দেবগণ এবং দ্যোতমান দেববিভূতিসকল, প্রার্থনাকারী এই আমাকে অতিশয় উৎকৃষ্ট জ্যোতিতে (পরব্রহ্মে) স্থাপিত করুন। (অর্থাৎ আমি যেন দেবানুগ্রহে পরব্রহ্ম লাভ করতে সমর্থ হই) ॥ ১॥

মন্ত্রার্থ আলোচনা — উপক্রমণিকায় দেখতে পাওয়া যায়,—'অস্মিন্ বসু' ইত্যাদি মন্ত্রবিশিষ্ট সূক্ত, নানা কার্যে ব্যবহৃত হয়। এর দ্বারা সকলরকম সম্পত্তিকামেচ্ছু ব্যক্তি বাসিত কৃষ্ণলমণিদ্বয় (নীলা) ধারণ করবে এবং অন্নের মধ্যে পুরুষের আকৃতি লিখে সেই অন্ন ভোজন করবে। এস্থলে 'বাসিত' শব্দের অর্থ — ত্রয়োদশী ইত্যাদি তিথিত্রয়ে দধি ও মধু-পূর্ণ পাত্রে মণি (নীলা) প্রক্ষেপ ক'রে রেখে তার পরদিবস অর্থাৎ চতুর্থ দিনে সেই মণিবন্ধন। শত্রু কর্তৃক রাজ্যচ্যুত রাজার পুনরায় স্বরাজ্যে প্রবেশের নিমিত্ত এই সূক্তমন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত অন্ন ভোজন আবশ্যক। আয়ুষ্কাম ব্যক্তি যুগ্মকৃষ্ণল-মণি স্থালীপাকে প্রক্ষেপ ক'রে এই সূক্তমন্ত্রের দ্বারা সেই মণিবন্ধন ও স্থালীপাক-উদ্ভব অন্ন ভোজন করবেন। উপনয়ন-কর্মে মাণবকের অনুমন্ত্রণ বিষয়েও এই সূক্ত বিনিযুক্ত হয়। ঐরাবতী নামক মহাশান্তিতে, বার্হস্পতি নামক মহাশান্তিতে এবং পুষ্পাভিষেক কর্মে এই সূক্তের বিনিয়োগ হয়ে থাকে।—সূক্তের এই প্রথম মন্ত্রটির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ভাষ্যকার সায়ণ বলেন,—'এই সর্বসম্পদ ইত্যাদিকামী ব্যক্তিতে, নিবাসহেতুভূত বসুগণ অভিলষিত ধন স্থাপন করুন। কেবল যে বসুগণই ধন স্থাপন করবেন, তা নয়; পরন্তু, পরমৈশ্বর্যযুক্ত দেবগণের অধিপতি ইন্দ্রদেব, পোষণকারী পূষাদেব, সকল জগৎকে নিগৃহীত করবার নিমিত্ত পাশজালের দ্বারা ব্যাপ্তকারা রাত্রির অধিষ্ঠাতা বরুণদেব, সকলকে মরণ হ'তে ত্রাণ করেন ব'লে মিত্রনামক দিবসের অধিষ্ঠাতা দেব এবং ইন্দ্র দেববৃন্দের অগ্রণী অগ্নিদেবও এই পুরুষে ধন স্থাপন করুন। অপিচ, অদীনা দেবমাতা, তাঁর পুত্র—ধাতা অর্যমা ইত্যাদি আদিত্যগণ এবং অন্য সমস্ত দেবগণ, এই পুরুষকে উৎকৃষ্টতর তেজের মধ্যে স্থাপন করুন।' ভাষ্যের প্রতি দৃষ্টি করলে এই সূক্তের এবং সূক্তের অন্তর্গত এই প্রথম মন্ত্রের এইরকম অর্থই অবগত হওয়া যায়। আমরা ইন্দ্র ইত্যাদি দেবনামের পূর্বাপর যেভাবে অর্থ-সঙ্গতি রক্ষা ক'রে এসেছি, ভাষ্যকার এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে সেই সমস্ত দেব-নামের অর্থ সেইরকমই গ্রহণ করেছেন।—সায়ণ-ভাষ্যে প্রায় সর্বত্রই দেবগণে ব্যক্তিত্ব আরোপিত দেখি। কোনও কোনও দেবতা-বিষয়ে, তাঁদের মাতা-পিতা পর্যন্ত তিনি কল্পনা করেছেন। পুরাণে রূপকের মধ্যে ঐ সকল বিষয় বিবৃত আছে। সেই সকল স্থলে ভাষ্যকারকে তারই অনুসরণকারী বলা যেতে পারে। কিন্তু তাতে হিতে বিপরীত ফল ফলেছে। বেদের কদর্থকারিগণ তা দর্শন ক'রে দেবতায় ব্যক্তিত্ব আরোপ ক'রে বেদ-বাক্যের নিত্যত্ব ইত্যাদিতে বিঘ্ন ঘটিয়েছেন।—এক একটি মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত ভগবানের এক একটি বিভূতির বিকাশ, এ কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। এখানে, ভাষ্যকার প্রত্যেক ভগবৎ-বিভূতির—এক একটি কার্যকারণ ইত্যাদি, শাস্ত্রান্তর হ'তে প্রমাণ উধৃত ক'রে সপ্রমাণ করেছেন।—মন্ত্রের প্রথমেই 'অস্মিন্' একটি পদ। 'অস্মিন্' বলতে অন্য একটি বিশেষ পদকে আকাঙ্ক্ষা করে। মন্ত্রে তার কোনও উল্লেখ নেই। ভাষ্যকার, 'সর্বসম্পদাদিফলকামে জনে' পদ অধ্যাহার করেছেন। আমরা এ মন্ত্রটি, সাধকের নিজের প্রার্থনার বেদক ব'লে, ঐ পদে 'প্রার্থনাকারিণী ময়ি' পদ উহ্য করেছি। তাতে প্রার্থনার ভাবে মন্ত্রের প্রথমাংশের অর্থ হয়—'নিবাসহেতুভূত দেবগণ, পরমৈশ্বর্যশালী দেব, পোষণকারী দেবতা, অভীষ্টবর্ষী দেবতা এবং বিপদ-উদ্ধারকারী দেবতা, প্রার্থনাকারী আমাকে পরমার্থ ধন প্রদান করুন।' এ অপেক্ষা দেবতার

নিকট উচ্চ প্রার্থনা আর কি হ'তে পারে? অতঃপর মন্ত্রের শেষাংশে উক্ত প্রার্থনার সামঞ্জস্য রক্ষিত হলো। এই অংশে তিনি মুক্তি—ভগবৎসাযুজ্য প্রার্থনা করছেন। তাঁর প্রার্থনা—এখানে সমস্ত দেবভাবের নিকট। প্রথম অংশের মতো এখানে এক একটি দেবতার কাছে প্রার্থনা জ্ঞাপন করলেন না; তাঁর প্রার্থনা—এখানে সমস্ত দেবভাবের নিকট। অর্থাৎ তাঁর দেবতাতে ভেদজ্ঞান অপসৃত হয়েছে। তিনি জেনেছেন—সকল দেবতাই তো ভগবানের বিভূতি। তাই সকল দেবতার কাছে তাঁর প্রার্থনা—'হে দেবগণ! হে অনন্তাংশসম্ভূত অনন্তস্বরূপ আদিত্যগণ! প্রার্থনাকারী আমাকে পরব্রহ্মে মিশ্রিত করুন। আপনাদের অনুগ্রহে আমি যেন পরব্রহ্মে মিলিত হই।' আমরা এই মন্ত্রে এমনই প্রার্থনা লক্ষ্য করছি ॥ ১॥

◆

দ্বিতীয় মন্ত্র

অস্য দেবাঃ প্রদিশি জ্যোতিরস্তু সূর্যো
অগ্নিরুত বা হিরণ্যং।
সপত্না অস্মদধরে ভবন্তূত্তমং নাকমধি
রোহয়েমং ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — হে সর্বদেবগণ (ভগবৎ-বিভূতিনিবহ)! আপনাদের অনুজ্ঞার প্রভাবে এই প্রার্থনাকারীর (আমার) হৃদয়ে দেবভাবের সঞ্চার (জ্ঞানের উন্মেষ) হোক;—সর্বপ্রকাশক সূর্য, অঙ্গনাদিগুণবিশিষ্ট সর্বত্র পরিব্যাপ্ত অগ্নি এবং সুবর্ণ ইত্যাদি ঐশ্বর্য (স্নিগ্ধদ্যুতি), এই প্রার্থীকে (আমাকে) সুখ প্রদান করুন; শত্রুগণ এই অর্চনাকারীর (আমার) নিকট নিকৃষ্ট (উপক্ষীণ) হোক; এই প্রার্থনাকারীকে (আমাকে) শ্রেষ্ঠ-সুখ-স্থানে অধিরোহণ করিয়ে দিন। (সে অর্থাৎ আমি যেন, পরম সুখ প্রাপ্ত হই) ॥ ২॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই মন্ত্রটি গ্রামাদি ফলের কামনায় ইন্দ্রদেব-সকলের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়েছিল, ভাষ্যাভাষে তা-ই প্রকাশ আছে। সেই অনুসারে এই মন্ত্রের সাথে পুরাবৃত্তের সম্বন্ধ আছে মনে করা যায়।—আমরা কিন্তু মন্ত্রটিকে নিত্যপ্রার্থনামূলক ব'লেই মনে ক'রি। আমরা দেখছি, মন্ত্রে তিন রকম প্রার্থনা বিদ্যমান। প্রথম—প্রার্থী দেবভাবের যাচ্ঞা করছেন; বলছেন—'হে দেববিভূতিনিবহ! আপনাদের জ্যোতিঃ আমার মধ্যে বিচ্ছুরিত হোক; আমি যেন দেবভাবের অধিকারী হ'তে পারি।' জ্যোতিঃ—অর্থাৎ প্রকারান্তরে জ্ঞানোন্মেষেরই প্রার্থনা। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে, সেই জ্যোতিঃ বা জ্ঞানোন্মেষ যে কিভাবে সংঘটিত হবে, প্রার্থীর আকাঙ্ক্ষা যে কত উচ্চ, তা-ই ব্যক্ত হচ্ছে। প্রার্থী বলছেন,—'সূর্যের, অগ্নির এবং হিরণ্যের জ্যোতিঃ যেন আমাতে সমাবেশ হয়।' এখানে, তিনটি শব্দে তিনরকম ভাব জ্ঞাপন করছে। 'সূর্যের জ্যোতিঃ আমাকে দাও,'—এ রকম প্রার্থনার মর্ম এই যে,—'আমি যেন আত্মজ্ঞানে পরমাত্মার স্বরূপ প্রাপ্ত হই; আমার জ্ঞানে যেন পারিপার্শ্বিক সকলেই জ্ঞানী হয়।' সাধনার উচ্চস্তরে উপনীত সাধক এইভাবে নিজেও উদ্ধার পান, অপরকেও উদ্ধার করেন। 'অগ্নির জ্যোতিঃ' চাওয়ার অর্থ হলো,—'আমাতে বিস্তৃত হয়ে সে জ্ঞান—সে দেবভাবনিবহ—সর্বত্র ওতঃপ্রোতঃ বিস্তৃত হোক।' এই হেন উদার বিশ্বজনীন প্রেমের ভাবে অন্বিত প্রার্থনাতেও যেন তৃপ্তি হলো না। পুনরায় প্রার্থনা জানানো হলো—'যেন অগ্নির জ্যোতিরূপে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকলের মধ্যে সে দেবভাব (সে জ্ঞান) বিস্তৃত হয়ে পড়ে।' অবশেষে 'হিরণ্যং' পদ। ঐ পদে প্রধানতঃ

স্নিগ্ধতার ভাব মনে আসে। জ্যোতির—দীপ্তির ঔজ্জ্বল্যে, যেন নয়ন ঝলসিয়ে না যায়,—যেন হৃদয় প্রপীড়িত না হয়। স্নিগ্ধতার সাথে—তৃপ্তির সাথে, দেবভাবের দীপ্তি যেন হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়। যেন সহনীয় মনোমদভাবে হৃদয় দেবত্বে আকৃষ্ট হ'তে পারে। এটাই এই প্রার্থনার মর্ম। 'হিরণ্যং' বলতে, সুবর্ণ ইত্যাদির দ্যুতি বোঝালেও, প্রলোভনের ভাব আসে; সম্পদের ঐশ্বর্যের মত্ততা উপস্থিত হয়। যেন স্নিগ্ধতা দেখে প্রলুব্ধ হয়ে, দেবভাবের প্রতি আকৃষ্ট হয়, সে পক্ষে এটাই তাৎপর্য।—মন্ত্রের শেষাংশ—শত্রুদমনের এবং ঐহিক ও পারত্রিক পরম সুখলাভের প্রার্থনামূলক। হৃদয়ে দেবভাবের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমার রিপুকুল হীনবীর্য হোক, পরম সুখ মোক্ষধন আমার অধিগত হোক;—এটাই আকাঙ্ক্ষা ॥ ২॥

◆

তৃতীয় মন্ত্র

যেনেন্দ্রায় সমভরঃ পয়াংস্যুত্তমেন ব্রহ্মণা জাতবেদঃ।
তেন ত্বমগ্ন ইহ বর্ধয়েমং সজাতানাং
শ্রৈষ্ঠ্য আ ধেহ্যেনং ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — জ্ঞানোৎপন্ন (সর্বজ্ঞ) জ্ঞানস্বরূপ হে অগ্নিদেব! যে প্রসিদ্ধ উৎকৃষ্টতম মন্ত্রশক্তির দ্বারা (জ্ঞানের দ্বারা—আহুত হয়ে) হবনীয় দ্রব্যাদি (সত্ত্বভাব ইত্যাদি) ভগবানকে প্রাপ্ত হয়, আপনি সেইরকম মন্ত্রের (জ্ঞানের) দ্বারা এই অর্চনাকারীকে ইহলোকে সমৃদ্ধিযুক্ত করুন, এবং এই প্রার্থীকে সমানজাতগণের (দেবগণের) মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থানে প্রতিষ্ঠিত রাখুন ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এখানে 'জাতবেদঃ' পদের দ্বারা আমরা জ্ঞানোৎপন্ন ('বেদ' অর্থাৎ 'জ্ঞান', তা থেকে 'জাত' অর্থাৎ উৎপন্ন) অর্থ নির্দেশ করলাম। জ্ঞান যে জ্ঞান হ'তেই উৎপন্ন হয়, অগ্নি যে অগ্নি হ'তেই সঞ্জাত হয়, তা আর বলার প্রয়োজন হয় না। 'জাতবেদঃ' সেই জন্যই অগ্নিকে বুঝিয়ে থাকে। 'ব্রহ্মণা' পদে 'মন্ত্রশক্তিপ্রভাবেন' বা 'জ্ঞানেন' অর্থ গৃহীত হয়েছে। 'ব্রহ্ম' পদ-জ্ঞানবোধক। জ্ঞানই ব্রহ্ম—শ্রুতিতে আছে। তাতে 'ব্রহ্মণা' পদের অর্থ হয়—মন্ত্রশক্তির দ্বারা বা জ্ঞানের দ্বারা। ভাব এই যে, জ্ঞানের বা মন্ত্রশক্তির সাহায্যে। 'পয়াংসি' পদে ভাষ্যকার—'ক্ষীরোজ্যাদিরূপিণী হবীংষি' লিখেছেন। আমরা তাঁরই অনুসরণে 'পয়স্' শব্দের অর্থ 'দ্রব্য' গ্রহণ করলাম। এখানে দ্রব্যও হ'তে পারে; শুদ্ধ-সত্ত্বভাব বা ভক্তি অর্থও আসতে পারে। তাতে ভাব দাঁড়ায় এই যে,—মন্ত্রপূত বা জ্ঞানসহযুত যে পয়ঃ (শুদ্ধ-সত্ত্বভাব, ভক্তি ইত্যাদি হবনীয়)। 'সজাতানাং' পদে ভাষ্যকার, ভাবে 'জ্ঞাতিগণের' অর্থ এনেছেন। তাতে প্রার্থনা দাঁড়িয়েছে,—'আপনারা, এই উপাসককে তার জ্ঞাতিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদ প্রদান করুন।' এ ভাবের এমন অর্থ, রাজার নিকট বা কোনও প্রধান ব্যক্তির নিকট প্রার্থনায় প্রকাশ পেতে পারে। কিন্তু ভগবানের দ্বারে দণ্ডায়মান সাধকের প্রার্থনায়, এমন উক্তি কখনও সঙ্গত নয়। সাধনাক্ষেত্রে জ্ঞাতির মধ্যে বড় হবার কামনা কে করে? আমরা সে ভাব গ্রহণ করলাম না। 'সজাতানাং' পদকে আমরা এখানে দেব-ভাবের দ্যোতক ব'লে মনে ক'রি। এখানকার ভাব এই যে, অগ্নিদেবকে সম্বোধন ক'রে বলা হচ্ছে,—'আপনার সহজাতদের মধ্যে'। অগ্নির (জ্ঞানের) সহজাত বলতে দেবভাবকেই বুঝিয়ে থাকে ॥ ৩॥

◆

চতুর্থ মন্ত্র

এষাং যজ্ঞমুত বর্চো দদেঽহং রায়স্পোষমুত চিত্তান্যগ্নে।
সপত্না অস্মদধরে ভবন্তূত্তমং
নাকমধি রোহয়েমম্ ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — হে তেজঃস্বরূপ অগ্নিদেব! বিঘ্ননাশ-ইষ্টপ্রাপ্তি-সম্বন্ধীয় সৎ-অনুষ্ঠানে, আপনার অনুগ্রহপ্রার্থী আমি, ব্রতী হয়েছি, আমার তেজের এবং ধনের (পরমার্থের) পুষ্টি এবং চিত্তের সৎ-ভাববিধান আপনি করুন; শত্রুগণ এই অর্চনাকারীর নিকট নিকৃষ্ট (উপক্ষীণ) হোক; এই প্রার্থনাকারীকে শ্রেষ্ঠ সুখস্থানে অধিরোহণ করিয়ে দিন (আপনার কৃপায় সে যেন পরম সুখ প্রাপ্ত হয় ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — মন্ত্রটিকে আমরা চার অংশে বিভক্ত করেছি। প্রথম অংশে ("অগ্নে" থেকে "আ দদে" অংশে) অর্চনাকারী নিজেকে সৎকর্ম সৎ-অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করছেন। দ্বিতীয় অংশে ("উত" থেকে "চিত্তানি মহ্যং বিধেহি" অংশে) তাঁর প্রার্থনা—তেজের পুষ্টি; তিনি চাইছেন—চিত্তে সৎ-ভাবের সমাবেশ হোক। তার পরের প্রার্থনা—পূর্বের (দ্বিতীয় মন্ত্রের মতো) শত্রুদমন এবং শ্রেষ্ঠ সুখ প্রাপ্তির কামনা সেখানে প্রকাশ পেয়েছে ॥ ৪॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : পাশ-বিমোচনম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : অসুর, বরুণ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্]

প্রথম মন্ত্র

অয়ং দেবানামসুরো বি রাজতি বশা
হি সত্যা বরুণস্য রাজ্ঞঃ।
ততস্পরি ব্রহ্মণা শাশদান উগ্রস্য
মন্যোরুদিমং নয়ামি ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — দেবগণের মধ্যে পাপীর (অসতের) দণ্ডদাতা এই বরুণদেব, বিশেষভাবে প্রকাশমান আছেন; কেন-না, সত্যভাব রাজা বরুণেরই বশে আছে। সেই কারণে, সর্বতোভাবে সত্যজ্ঞানের দ্বারা বলীয়ান হয়ে, আমি সেই কঠোরশাসক বরুণ-দেবের ক্রোধ হ'তে এই জীবনকে পরিত্রাণ করছি ॥ ১॥

মন্ত্রার্থ আলোচনা — এই সূক্তের মন্ত্র-কয়েকটির যে প্রয়োগ-বিধি আছে, তাতে বোঝা যায়, জলোদর-রোগ-নিবৃত্তির পক্ষে এই মন্ত্র-কয়েকটি অব্যর্থ ফল প্রদান করে। এই মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্বক ঘটস্থিত

জলকে গৃহতৃণদর্ভপিঞ্জলীর দ্বারা (শান্তিজল) রোগীর গাত্রে প্রক্ষেপ করতে হয়। তাতেই রোগমুক্ত হওয়া যায়।—ভাষ্যে প্রকাশ, ইন্দ্র ইত্যাদি দেবগণের মধ্যে বরুণদেবই কঠোর শাসক (অসুর)। (এখানে 'অসুর' পদ পাপীদের শাসনকর্তা—প্রকারান্তরে দেবতা অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছে। ঋগ্বেদেও আমরা দেখেছি, 'অসুর' শব্দে কোথাও দেবতা অর্থে এবং কোথাও বা 'যারা সুর নয়' অর্থাৎ দৈত্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে)। তিনি সত্য-ভাষণশীল এবং সত্যবস্তু থেকেই তাঁর উৎপত্তি। অথবা, সত্য তাঁর বশে আছে। বরুণ-বিষয়ক এই মন্ত্রের দ্বারা তাঁর আরাধনা করলে, তিনি সন্তুষ্ট হন। তখন তাঁর অনুগ্রহে শক্তি-সামর্থ্য পাওয়া যায়। আর, তার ফলে, পরম উগ্র সেই বরুণদেবের ক্রোধ থেকে মুক্তিলাভ হয়। জলোদরগ্রস্ত রোগী, জলোদর রোগ থেকে মুক্তি লাভ করে। 'আমি জলোদরগ্রস্ত রোগী, আমি রোগশান্তির জন্য, এই মন্ত্রে বরুণদেবের উপাসনা করছি।'—ভাষ্যে মন্ত্রের এমন অর্থই প্রকাশমান আছে।—আমরা যে দৃষ্টিতে দেখছি, তাতে ব'লি—মন্ত্রের অর্থে কেবল যে জলোদরগ্রস্ত রোগীর রোগ-শান্তির প্রার্থনা মাত্র প্রকাশ পেয়েছে, তা নয়। পরন্তু এ মন্ত্রে সংসার-তাপগ্রস্ত জন, শান্তিধামে উপনীত হবার প্রার্থনা করছে,—সাধারণতঃ এই ভাবই প্রকাশ পেয়েছে। ...আমরা ব'লি 'ইমং' পদ 'এই জীবনকে' বোঝাচ্ছে', এবং 'উন্নয়ামি' পদে 'উদ্গমনের ভাব' এসেছে। বরুণদেবের উপাসনায়, তাঁর আদর্শে সত্যপর হয়ে, আমরা যেন আমাদের জীবনকে ঊর্দ্ধদেশে ভগবৎসকাশে নিয়ে যাই—প্রার্থনায় এই ভাবই প্রকাশ পেয়েছে। অসৎকে পাপীকে বরুণদেব দণ্ডদান করেন, —বরুণের পাশে আবদ্ধ হয়ে পাপী নির্যাতনগ্রস্ত হয়। আমরা যেন সৎ হই, তাতে তাঁর তৃপ্তি আসবে, আমরা শান্তিধামে উপনীত হবো। এটাই এ প্রার্থনার সাধারণ মর্মার্থ। জলোদররোগগ্রস্তের রোগশান্তির পক্ষেও এ মন্ত্রের প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়; পরন্তু, ভবব্যাধি নাশের পক্ষেও এ মন্ত্রের উপযোগিতা উপলব্ধ হয় ॥ ১॥

◆

দ্বিতীয় মন্ত্র

নমস্তে রাজন্ বরুনাস্তু মন্যবে বিশ্বং
হ্যুগ্র নিচিকেষি দ্রুগ্ধং।
সহস্রমন্যান্ প্র সুবামি সাকং শতং জীবাতি
শরদস্তবায়ং ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — পাপীগণের দণ্ডদাতা হে দ্যোতমান্ বরুণদেব! (আমাদের পাপকর্মজনিত) আপনার ক্রোধ শান্তি হোক। হে কঠোর-শাসক দেব! সকল প্রাণিকৃত অপরাধ আপনি অবগত আছেন। তথাপি, হয় তো আপনার অপরিজ্ঞাত আছে—আমার এমন সকল সহস্র সহস্র অপরাধ সহ, আমি সর্বতোভাবে আপনার শরণাগত হচ্ছি। এই পাপনিপীড়িত জন, আপনার অনুগ্রহে (পাপক্ষালনের উদ্দেশে সৎ-কর্মের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত) শত সংবৎসর জীবিত থাকুক—এই প্রার্থনা ॥ ২॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — ভাষ্যাভাষে বোঝা যায়, এ মন্ত্রটি যেন জলোদরগ্রস্ত রোগীর প্রতিনিধিস্বরূপ পুরোহিত উচ্চারণ করছেন। তিনি বলছেন,—'হে দেব! আপনার ক্রোধকে নমস্কার। সকলের পাপের সমাচার আপনি অবগত আছেন। তা জানার কারণেই সকলের প্রতি আপনার অশেষ ক্রোধ সঞ্জাত হয়। যাই হোক, আপনার সেই ক্রোধের শান্তির জন্য সহস্র পাপকর্মপরায়ণ জনগণের পক্ষ হয়ে, তাদের

প্রতিনিধিস্বরূপ আমি প্রার্থনা করছি যে, এই ব্যাধি-পীড়িত জনকে নীরোগ করুন এবং শতবর্ষ পরমায়ু দান করুন।'—শান্তিস্বস্ত্যয়ন-কর্মে জলোদরগ্রস্ত রোগীর রোগ-উপশমের উদ্দেশে যখন এই মন্ত্র প্রযুক্ত হয়, তখন এই অর্থে এই ভাবেই এর প্রয়োগ সঙ্গত ব'লে মনে করতে পারি। কিন্তু আমরা মনে ক'রি, এ মন্ত্রটি সাধারণ ভবব্যাধিগ্রস্তের পক্ষেও প্রযুক্ত হ'তে পারে। আমরা মন্ত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের অর্থ প্রায়ই ভাষ্যানুমত রেখেছি। তৃতীয় অংশে ("তথাপি অন্যান্" থেকে "জীবাতি অংশে) দু'টি ভাব আমনন ক'রে এনেছি। আমরা মনে ক'রি এখানে 'অন্যান্' পদে প্রার্থীর মনে আত্মকৃত অপরের অপরিজ্ঞাত—নানা পাপকর্মের বিষয় উদয় হয়েছে। তিনি যেন আত্মগ্লানিতে জরজর হয়ে বলছেন—'হে দেব! সকল পাপ আপনার জানা আছে সত্য; কিন্তু আমি এত পাপ করেছি যে, তার অনেকগুলি হয় তো আপনার অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। আমার মনের অগোচরে তো পাপ নেই। তাই অতি সঙ্কোচে আমি আপনার শরণ গ্রহণ করছি। আপনার জ্ঞাত ও অজ্ঞাত আমার যত পাপ আছে, সেই সকল পাপ বিমোচনের আপনি উপায় বিধান করুন।'—এইরকম 'অয়ং' পদের পর 'পাপক্ষালনার্থং সৎকর্মানুষ্ঠানকরণায়' বাক্যাংশও ঐ অর্থেরই সম্যক্ সঙ্গতি রক্ষার পক্ষে অধ্যাহার করতে হয়েছে। 'শত শরৎ অর্থাৎ শত বৎসর পরমায়ু দাও'—এ প্রার্থনা সাধারণ নিম্নশ্রেণীর প্রার্থীর উপযোগী হ'তে পারে; কিন্তু উচ্চস্তরের সাধক কেবল বাঁচতে চান না। তাঁরা সৎকর্মের অনুষ্ঠানে পাপক্ষয়কারী জীবনেরই প্রার্থী হন। সুতরাং আমরা মনে ক'রি—'হে ভগবন্! যাতে আমার পাপের ক্ষয় হয়, চরমে আমি পরম আনন্দলাভ করতে সমর্থ হই, দয়া ক'রে তারই উপায় বিহিত করুন।'—এটাই এ মন্ত্রের মর্মার্থ ॥ ২॥

◆

তৃতীয় মন্ত্র

যদুবক্থানৃতং জিহ্বয়া বৃজিনং বহু।
রাজ্ঞস্ত্বা সত্যধর্মণো মুঞ্চামি বরুণাদহং ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — বাক্যের দ্বারা যে-কিছু অসত্য উক্ত হয়ে থাকে, তাতে অধিক পাপ সঞ্জাত হয়। সত্যধর্মপালনশীল, (দণ্ডদানের) বিধানকর্তা পাশবদ্ধকারী যেই বরুণদেব হ'তে, হে আমার জীবন! তোমাকে আমি (আমার কর্মের প্রভাবে) মুক্ত করছি। (ভাবার্থ,—অনৃতই পাপের মূলীভূত। পাপ হ'তে অশেষ ক্লেশ উৎপন্ন হয়। সেই পাপ বিনাশের নিমিত্ত আমি সত্যরক্ষক ভগবানের অনুসরণ করছি) ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — আমরা মনে ক'রি, জলোদরগ্রস্ত রোগীর রোগ-নিরাময়ের জন্য প্রযুক্ত হ'লেও এই মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধনমূলক। সাধক এখানে সঙ্কল্প করছেন,—'জীবন! তুমি পাপের পাশে আবদ্ধ হয়েছ; আমি তোমায় মুক্ত করছি—এই সঙ্কল্প করলাম।' কিভাবে মুক্ত করব? বরুণদেবের আদর্শের অনুসরণ ক'রে। তিনি সত্য-সংরক্ষক; তিনি সত্যের পালক। আমি যদি সত্যপর হ'তে পারি, তিনি অবশ্যই আমায় রক্ষা করবেন,—অবশ্যই আমার পাপ মোচন হবে। আমি সত্যপর হবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সুতরাং আমার জীবনের বন্ধনমোচনেও আর সংশয়ের কারণ নেই।—পাপের ভার লাঘব করবার পক্ষে, পাপের পাশ ছিন্ন করবার সম্বন্ধে, সত্যভাষণ—সত্যের অনুসরণ—একমাত্র উপায়। এই মন্ত্র সেই শিক্ষাই দিচ্ছেন। মন্ত্রের বক্তব্য—'যত রোগের মূল—অসত্যকথন; অসত্য পরিবর্জন করো, সত্যে একনিষ্ঠ হও, তোমার সকল সন্তাপ দূরীভূত হবে।'—তবে ভাষ্যের ভাব—অবশ্যই একটু স্বতন্ত্র প্রকারের। ভাষ্যকার বলেন,—'এ মন্ত্র

জলোদরগ্রস্ত রোগীকে সম্বোধন ক'রে প্রযুক্ত হয়। তাতে পুরোহিত যেন বলেন,—'তুমি মিথ্যা-কথনের ফলস্বরূপ জলোদর-রোগগ্রস্ত হয়েছ। আমি বরুণদেবের প্রসাদে মন্ত্র শক্তির দ্বারা তোমায় রোগমুক্ত করছি।' মিথ্যাকথনের ফলে জলোদর রোগের সঞ্চার হয়। এই মন্ত্র উচ্চারণ করলে, শান্তিকর্মের ফলে, সেই রোগ নাশ পায়। এটাই এ মন্ত্রের ভাষ্যের ভাব। ॥ ৩॥

◆

চতুর্থ মন্ত্র

মুঞ্চামি ত্বা বৈশ্বানরাদর্ণবান্মহতস্পরি।
সজাতানুগ্রেহা বদ ব্রহ্ম চাপ চিকীহি নঃ ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — হে আমার জীবন! তোমাকে অগ্নিদেবের কোপ হ'তে (জ্বলন-জ্বালা হ'তে) এবং জলাধিপতির ভীষণ কোপ হ'তে (জলসম্বন্ধি ভীষণ ব্যাধি হ'তে) আমার কর্মপ্রভাবের দ্বারা সর্বতোভাবে মুক্ত করছি (অথবা, হে আমার জীবন! বিশ্বহিতসাধক কর্মের দ্বারা তোমাকে সেই ভীষণ সংসার-সমুদ্র হ'তে সর্বতোভাবে উত্তীর্ণ করছি)। হে দুর্দমনীয় (বিচঞ্চল) ! তুমি তোমার কর্মসম্বন্ধ হ'তে তোমার সহচর অসৎপ্রবৃত্তিদাতাগণকে সর্বতোভাবে অপসারণ করো; মন্ত্ররূপ স্তুতি সর্বতোভাবে উচ্চারণ করো এবং ব্রহ্মকে অবগত হও। (মন্ত্রটিতে পাপক্ষালনের জন্য উদ্বোধনা প্রকাশ পাচ্ছে। পাপমোচনের সঙ্কল্পও এতে পরিদৃষ্ট হয়। ব্রহ্মকে অনুধ্যান ক'রে অসৎপ্রবৃত্তি বিনাশ করো এবং তার দ্বারা সকল যন্ত্রণা বিদূরিত হোক—মন্ত্রে এই ভাব প্রকাশিত হয়েছে) ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — জলোদরগ্রস্ত রোগীর রোগমুক্তির জন্য এইটি চতুর্থ মন্ত্র। মিথ্যাকথনজনিত পাপে জলোদর রোগ উৎপন্ন হয়। মিথ্যাকে পরিত্যাগ ক'রে, সত্যের অনুসারী হয়ে, এই মন্ত্রের ক্রিয়ার দ্বারা সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। রক্তহীনতায় জলসঞ্চয়ে যে সকল রোগী নিত্য নিত্য কালের কবলে পতিত হচ্ছে, তারা বিধিপূর্বক এই সূক্তের মন্ত্র-কয়টি প্রয়োগ ক'রে সাফল্য লাভ করুন।—ভাষ্যের মত এই যে, মন্ত্রের প্রথমাংশে জলোদরগ্রস্ত রোগীকে এবং শেষাংশে বরুণদেবকে সম্বোধন করা হয়েছে। প্রথমাংশে রোগীকে সম্বোধনপূর্বক বলা হচ্ছে,—'হে রোগগ্রস্ত! তোমাকে সেই বিশ্বনরহিতকারী ভীষণ সমুদ্র হ'তে অর্থাৎ জলাভিমানী দেবতার কোপ হ'তে (জলোদর রোগ হ'তে) মুক্ত করছি। দুশ্চিকিৎস্য যে জলরোগ, এই মন্ত্রের প্রভাবে, তা হ'তে তুমি মুক্তি পাও।' এইরকম, মন্ত্রের শেষাংশে বরুণ দেবতাকে সম্বোধন ক'রে বলা হচ্ছে, —'হে উগ্র! আপনিও আপনার সহকারীগণকে এই পুরুষের বিষয়ে বলুন। তাঁরা আগত হয়ে আর যেন এই পুরুষকে পীড়ন না করেন, তা সর্বতোভাবে ব'লে দিন। আমাদের অন্নরূপ হবিঃ বা স্তুতির দ্বারা অপরাধ বিস্মৃত হোন এবং আমাদের জ্ঞাত হোন।'—মন্ত্রের প্রয়োগ-সম্বন্ধে এবং মন্ত্রের রোগনাশিকা শক্তির বিষয়ে আমাদের কোনই মতান্তর নেই। আমাদের বক্তব্য, মন্ত্রের ভাব-বিষয়ে। আমরা মনে ক'রি, মন্ত্রটি সর্বথা আত্ম-উদ্বোধন-মূলক। ভাষ্যকার বলেছেন,—মন্ত্রের প্রথমাংশে জরাগ্রস্তকে এবং শেষাংশে উগ্রমূর্তি বরুণদেবকে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু আমরা ব'লি, মন্ত্রের দু'টি অংশেই আপন জীবনের উদ্দেশে সম্বোধন আছে। জীবন (মন বলতেও পারা যায়) দুর্দমনীয় বিচঞ্চল যথেচ্ছকর্মকারী; তাই 'উগ্র' পদ প্রযুক্ত দেখি। জীবনের সহচর—অসৎপ্রবৃত্তিনিচয়। তাই 'সজাতান' পদের প্রয়োগ আছে। মন্ত্রের উপদেশ, তাদের দূরীকৃত ক'রে, মন্ত্রের দ্বারা—উপাসনার দ্বারা—ব্রহ্মকে অবগত হও। সেই তোমার প্রকৃত কর্ম। সেই কর্মের প্রভাবেই তুমি পাপের কবল থেকে মুক্তি পেতে পারো। মিথ্যাচারিতার দরুণ রোগসঞ্চার হয়। সকল রোগের

মধ্যে নিদারুণ জলরোগ—রক্তশূন্যতা। সেই রোগ দূর হয় কিসে? সে রোগের সে যন্ত্রণার উপশম হয় কিভাবে? মন্ত্রে সেই উপদেশ প্রদত্ত হয়েছে ॥ ৪॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : নারী-সুখপ্রসূতি

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : পূষা, অর্যমা, বেধাঃ, সূষা ইত্যাদি। ছন্দ : পংক্তি, অনুষ্টুপ্ ইত্যাদি]

প্রথম মন্ত্র

বষট্ তে পূষন্নস্মিন্ৎ সূতাবর্যমা হোতা
কৃণোতু বেধাঃ।
সিস্রতাং নার্যৃত প্রজাতা বি পর্বাণি
জিহতাং সূতবা উ ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — হে প্রাণিসমূহের পোষণকারী (পূষা) দেবতা! আপনার প্রীতিসাধনের নিমিত্ত দেবগণের আহ্বাতা এই উপাসক, সেই প্রাণিসমূহের প্রেরক (অর্যমা দেবতা) এবং জগতের নির্মাতা বিধাতা (বেধাঃ দেবতা) যে দেবতা আছেন, তাঁদের প্রতি চিত্ত ন্যস্ত ক'রে, ইহজগতের পুনর্জন্মের নিবৃত্তির বিষয়ে, কল্যাণপ্রদ বষট্ মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা, আপনার উদ্দেশে ভক্তিরূপ হবিঃ' অর্পণ করছে। গর্ভিণী নারী যেমন সন্তানবতী হয়ে প্রসবজনিত ক্লেশ হ'তে বিমুক্ত হন, সেইরকম পুনর্জন্মের নিবৃত্তি-বিষয়ে মায়ামোহরূপ বন্ধনসমূহ হ'তে (আপনার কৃপায়) জগতের সকলে মুক্তিলাভ করুক। (মন্ত্রে দু'রকম ভাব প্রকটিত। একরকম অর্থে ভগবৎ-অর্চনাপরায়ণ হয়ে ঋত্বিক গর্ভযন্ত্রণা-মোচনের প্রার্থনা করছেন; অন্য অর্থে, জন্মগতি রোধের নিমিত্ত সাধকের ব্যাকুলতা প্রকাশ পাচ্ছে) ॥ ১॥

মন্ত্রার্থ আলোচনা — এই মন্ত্র এবং এই সূক্তের অন্তর্গত এর পরবর্তী কয়েকটি মন্ত্র—সুপ্রসব কার্যে ব্যবহৃত হয়। গর্ভিণী গর্ভ যন্ত্রণায় দারুন কষ্ট পাচ্ছেন, সেই সময় যথাবিধি দেবপূজনের পর এই সূক্তের মন্ত্র কয়েকটি উচ্চারণ-পূর্বক শান্তিজল গ্রহণ করণীয়। গর্ভিণীর মস্তক হুতোষ্ণ শান্তিজলে সিক্ত ক'রে মন্ত্রোচ্চারণ করলে, তৎক্ষণাৎ সুপ্রসব—সুখে সন্তানজনন কার্য সাধিত হয়ে থাকে।—এ পক্ষে এই মন্ত্রসম্বন্ধে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা এইরকম; যথা,—'হে সকল প্রাণিজাতের পোষক দেব! দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক, প্রাণিসমূহের প্রেরক অর্যমা-নামক দেবতার (আদিত্যের) প্রতি একাত্ম হয়ে বষট্ মন্ত্রের দ্বারা হবিঃ অর্পণ করছে এবং সকল জগতের নির্মাতা 'বেধাঃ' দেবতার সাথে ধ্যান-বিশেষের দ্বারা একাত্মভূত হয়ে বষট্ মন্ত্রে হবিঃ দান করছে। সেই হবিঃ গ্রহণপূর্বক তুমি তুষ্ট হও। তার পুণ্যফলে এই গর্ভিণী স্ত্রী, সন্তান-প্রসব ক'রে, প্রসবজনিত ক্লেশ হ'তে বিমুক্ত হোক,—অক্লেশে সে প্রসব করুক। আর তার সুখপ্রসবের জন্য তার প্রসব-নিরোধক সন্ধিবন্ধনগুলি দূর হোক, অর্থাৎ বিশ্লথ হয়ে আসুক।'—ভাষ্যের অর্থই প্রচলিত; এবং সে অর্থ যে অসঙ্গত, তা আমরা বলছি না। তবে, আমাদের মত এই যে, কেবল সুপ্রসবের জন্য কেন, এই মন্ত্র ভববন্ধন-মোচনের জন্যও প্রযুক্ত হ'তে পারে। কেবল নারীর সম্বন্ধেই বা কেন, নরনারী সকলের সম্বন্ধেই এ মন্ত্রের সার্থকতা লক্ষ্য ক'রি। মন্ত্রের দু' একটি পদের অর্থ-বিষয়ে একটু অনুধাবন করলেই, তাতে এক

সৎ-ভাবপূর্ণ বিশ্বজনীন ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। মূলের 'সুতৌ' ও 'সুতবে' পদের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হ'লেই মন্ত্রের ভাব পরিস্ফুট হয়। ভাষ্যকার, 'সুতৌ' পদের প্রতিবাক্য লিখেছেন —'সুখপ্রসব কর্মাণি'। আমরা প্রতিবাক্যে বলছি—'জন্মকর্মবিষয়ে, পুনর্জন্মনিবৃত্তৌ'। 'সুতবে' পদে ভাষ্যকার লিখেছেন—'সুখপ্রসবার্থং'; আমরা ব'লি—'পুনর্জন্মনিবৃত্তিবিষয়ে'।—মূলের একটি বাক্য—'হোতা বষট্ কৃণোতু'। একভাবে তার অর্থ দাঁড়িয়েছে—'হোতা সুপ্রসবের জন্য বষট্ মন্ত্র উচ্চারণে হবিঃ অর্পণ করছেন'; অন্যভাবে অর্থ দাঁড়াচ্ছে—'হোতা পুনর্জন্ম-নিবৃত্তি-বিষয়ে বষট্ মন্ত্র উচ্চারণে হবিঃ অর্পণ করছেন।' এক ভাবে গর্ভিণী যাতে বিনাক্লেশে সন্তান প্রসব করে—এই প্রার্থনা। অন্যভাবে—'আমার যেন জন্মগতি রোধ হয়। আর যেন আমায় গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করতে না হয়।'—হোতা যখন অর্যমার ভাবে ভাবুক হ'তে পারেন, হোতা যখন ধাতার (বেধাঃ) ধ্যানে আত্ম-সম্মিলনে সমর্থ হন, কল্যাণপ্রদ বষট্ মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভক্তিরূপ হবিঃ যখন প্রাণিসমূহের পোষণকারী দেবতার উদ্দেশে সমর্পিত হয়ে থাকে; তখনকার প্রার্থনায় সুপ্রসবের কামনা তুচ্ছাদপি তুচ্ছ কামনা; সে কামনায়, সে প্রার্থনায়, পরম ধনই—জন্মগতি রোধরূপ মোক্ষ ধনই—প্রাপ্ত হওয়া যায়—সে পক্ষে মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে একটি উপমার ভাব প্রকাশ পেয়েছে ব'লে আমরা মনে ক'রি। এ সংসারে গর্ভ-যন্ত্রণাকে একটি বিষম যন্ত্রণা ব'লে চিহ্নিত করা হয়। গ্রন্থিবন্ধন (পর্বাণি) সে যন্ত্রণার প্রধান কারণ। সে বন্ধন বিশ্লথ হ'লে, প্রসব সুখদ হয়ে আসে। গর্ভ যেমন ক্লেশের কারণ, জন্ম তেমনই দুঃখের কারণ। গর্ভের যেমন গ্রন্থিবন্ধন ক্লেশ-প্রদায়ক, পুনর্জন্মের নিবৃত্তির বিষয়ে সেইরকম মায়ামোহরূপ বন্ধন সকলই অশেষ ক্লেশের কারণ। জন্ম হ'লেই জরা-মৃত্যু এসে কষ্ট দেবে; এই জন্মই আমাকে পুনর্জন্ম গ্রহণের চক্রে নিষ্পেষিত করবার জন্য আবদ্ধ করবে। স্নেহের বন্ধন, মমতার বন্ধন, মায়ার বন্ধন, মোহের বন্ধন—আমাকে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলছে। আমি পরিত্রাণ পাবো কি ক'রে? এখানকার তাই প্রার্থনা—'হে প্রাণিসমূহের পোষণকারী পূষাদেবতা! আপনার তৃপ্তির জন্য হোতা আমি— দেবভাবের আহ্বানকারী আমি, আপনার অর্চনা করছি। আপনাকে অর্চনা করবার সঙ্গে সঙ্গে, আমি আমার প্রেরক দেবতার শরণাপন্ন হয়েছি, আমি আমার নির্মাতা বা ধারক দেবতার শরণাপন্ন হয়েছি। অর্থাৎ, এখন তাঁদের জানাচ্ছি, তাঁরা যেন আর আমাকে ইহসংসারে প্রেরণ না করেন, তাঁরা যেন আর আমাকে নির্মাণ বা ধারণ না করেন। তাঁদের অনুধ্যান করার এটাই আমার লক্ষ্য।' ইত্যাদি।—মন্ত্র সুপ্রসবের জন্যও প্রযুক্ত হোক; আবার নিজের গতি মুক্তির জন্যও প্রযুক্ত হোক। এটাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা ॥ ১॥

◆

দ্বিতীয় মন্ত্র

চতস্রো দিবঃ প্রদিশশ্চতস্রো ভূম্যা উত।
দেবা গর্ভং সমৈরয়ন্ তং ব্যূর্ণুবন্তু সূতবে ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — দ্যুলোকের এবং ভূলোকের যে চারটি দিক্ এবং চারটি বিদিক্ আছে, সেই সকল দিকের দেবগণ (দেবভাবসমূহ), জন্মগ্রহণের মূল গর্ভকে (সংযত) করুন; পুনর্জন্মের নিবৃত্তির বিষয়ে সেই দেবগণ, গর্ভকে (জীবকে) বিমুক্ত করুন। (ভাবার্থ, —বিভিন্ন দিকে অবস্থিত দেবগণ মুক্তিমার্গে সহায় হোন। তাঁরা সকলে জন্মগতি রোধ ক'রে দিন) ॥ ২॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — ভাষ্যানুসারে এ মন্ত্রের প্রচলিত ভাব এই যে,—দ্যুলোক-সম্বন্ধী চারটি (প্রাচী ইত্যাদি) প্রধান দিক্ আছে। এবং ভূলোকেরও ঐ রকম চারটি প্রধান দিক আছে। সেই সকল দিকের

অধিপতি ইন্দ্র ইত্যাদি দেবগণ পূর্বে যে গর্ভ সঙ্গত করেছেন, অর্থাৎ যে গর্ভের উৎপত্তি তাঁদের দ্বারা সাধিত হয়েছে, অধুনা সেই দেবগণ প্রসবের নিমিত্ত সেই গর্ভাশয়ের ভ্রূণকে বহির্গত ক'রে দিন, গর্ভ বিগতাচ্ছাদন হোক,—'জরায়ুর বাধা অপসারিত হোক।' সুপ্রসবের পক্ষে মন্ত্র এই অর্থেই প্রযুক্ত হয়ে থাকে।—এই অর্থ এক পক্ষে অসঙ্গত নয়। পক্ষান্তরে মন্ত্র থেকে মুক্তির কামনাও প্রকাশ পায়। তার মর্ম এই যে, সকল দিকের সকল দেবভাব এসে জন্মগ্রহণমূলকে সঙ্গত করুন; আর পুনর্জন্মনিবৃত্তি বিষয়ে বাধা অপসৃত হোক. হৃদয়ে দেবভাবসমূহ জাগরূক হ'লে, পুনর্জন্মগ্রহণের পথ ক্রমশঃ রুদ্ধ হ'তে থাকে;—জন্মগতিরোধের পক্ষে যে সকল বাধা ছিল, সেগুলি সবই একে একে দূর হ'তে থাকে। এপক্ষে, এখানে সেই প্রার্থনাই প্রকাশ পেয়েছে ব'লে আমরা মনে ক'রি ॥ ২॥

◆

তৃতীয় মন্ত্র

সূষা ব্যূর্ণোতু বি যোনিং হাপয়ামসি।
শ্রথয়া সূষণে ত্বমব ত্বং বিষ্কলে সৃজ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — জ্ঞানদাত্রী (সূষা) দেবতা অজ্ঞানাবরণ অপসারণ করুন; হে দেবতে! আপনি (আমার) উৎপত্তিমূলকে বিশেষ ভাবে মুক্ত করুন (প্রার্থনা—আমার কর্মের দ্বারা আমার উৎপত্তিমূল যেন আর দৃষ্ট না হয়); হে উদ্ধারকারিণি (মুক্তিপ্রদায়িনি) দেবতে! আপনি, আমার সন্ধিবন্ধনসমূহকে বিমুক্ত করুন (যেন আমার বন্ধন দিন দিন শ্লথ হয়ে আসে); হে কালরূপিণি দেবতে! আপনি, আমাকে আপনাতে লীন করুন। (আমি যেন আপনার সাথে মিলিত হই)। (মন্ত্রের এক অর্থ সুপ্রসবমূলক। অপর অর্থে পরিত্রাণ লাভের প্রার্থনা প্রকাশ পেয়েছে) ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এ মন্ত্রটি সুপ্রসব-সংক্রান্ত তৃতীয় মন্ত্র। গর্ভিণীর প্রতি লক্ষ্য ক'রে, মন্ত্রে সূষা প্রভৃতি দেবতার নিকট সুপ্রসবের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হচ্ছে। এই লক্ষ্যে ভাষ্যে যে অর্থ হয়, তার মর্ম—'সূষা দেবতা গর্ভের জরায়ুবন্ধন শ্লথ করুন, তার আবরণ বা বাধা দূর হোক। গর্ভিণীর সুপ্রসবের জন্য (গর্ভস্থ শিশু যাতে সুখে নির্গত হয়, সেই অভিপ্রায়ে) আমরা গর্ভ-নির্গম-মার্গকে বিস্তৃত ক'রি। হে সূষণে দেবতে! সুখপ্রসব নিমিত্তক আমাদের এই কর্মের দ্বারা প্রীত হয়ে যোনিদ্বার বিশ্লথ করো,—গর্ভিণীর সন্ধিবন্ধন মোচন হোক। হে দেবি বিষ্কলে (কালস্বরূপিণি দেবতে)! আপনি গর্ভস্থ জীবকে অবাঙ্‌মুখি (অধোভাগে মুখ রেখে) প্রেরণ করুন।'—কেবল গর্ভিণীর গর্ভযন্ত্রণা লাঘবের প্রতি বা সুপ্রসবের প্রতি লক্ষ্য রেখে মন্ত্র উচ্চারিত হ'লে, ঐ অর্থই গৃহীত হয়—হোক। তবে এই সকল মন্ত্রের মধ্যে আমরা অপর তত্ত্বের সন্ধান ক'রি। আমরা মনে ক'রি, এ সকল মন্ত্রের প্রয়োগ সকলের পক্ষে সমভাবে হ'তে পারে। গর্ভযন্ত্রণা কেবল যে গর্ভিণী নারীই ভোগ করছে, তা নয়। জীবমাত্রকেই সে রকম যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে।....আমরা মনে ক'রি, সেই সকল যন্ত্রণা থেকে মুক্তির প্রার্থনাই এখানে প্রকাশ পেয়েছে।—প্রথম, দেবতাকে 'সূষা' ব'লে অভিহিত করা হয়েছে। 'সূষণে' 'বিষ্কলে' রূপে তাঁর সম্বোধন আছে। 'সূষা', 'সূষণে' ও 'বিষ্কলে' পদ তিনটির অর্থ-বিষয়ে ভাষ্যকার বিস্তর গবেষণা প্রকাশ করেছেন। আমরা 'সূষা' পদে 'জ্ঞানদাত্রী' অর্থ গ্রহণ ক'রি। আবার 'সু-উষা' এমন বিশ্লেষণেও এই ভাবই অধ্যাহৃত হয়। উষা জ্ঞান-প্রকাশিকা দেবতা। 'সূষণে' সম্বোধন পদেও ঐ ভাবেরই প্রকাশ রয়েছে। জ্ঞানদাত্রী দেবীকে তাই উদ্ধারকারিণী বলা হয়েছে। সুপ্রসব পক্ষেও উদ্ধার করার ভাব আসে; আবার মুক্তির পক্ষেও সেই ভাবই ব্যক্ত করে। 'বিষ্কলে' পদের ধাতুগত অর্থে ব্যাপ্তি ও কাল

বুঝিয়ে থাকে। তা থেকেই দেবতাকে 'কালস্বরূপিণী' ব'লে প্রখ্যাত করেছি; ইত্যাদি।—মূলে আছে—'ত্বং অব সৃজ'। ভাষ্যকার বলেছেন—'গর্ভং অবাঙ্‌মুখে প্রেরয়'—গর্ভকে নীচুমুখ ক'রে অবস্থিত করো। প্রত্নতত্ত্ব এখানে আর্যগণের এক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সন্ধান পাবেন; অর্থাৎ প্রসবের সময় সন্তানের মুখ নিম্নভাগে অবস্থিত হ'লে সুপ্রসব হয়—এ বিষয় তাঁদের জানা ছিল, বলতে পারবেন। 'অব' পদ রক্ষার্থ 'অব্' ধাতু থেকে উৎপন্ন। সেই রক্ষার ভাব নিয়েই ভাষ্যকার 'অব সৃজ' বাক্যের অর্থে 'মুখ নীচু দিকে হোক'—এই ভাব গ্রহণ করেছেন; কিন্তু, এখানেও মুখ্য লক্ষ্য সেই রক্ষা। কেন-না, তাহলেই সন্তান রক্ষাপ্রাপ্ত হবে. আমরা এখানে সেই রক্ষার অর্থ অন্যভাবে গ্রহণ করলাম। দেবতাকে 'কালস্বরূপিণী' বলা হয়েছে। তাঁর নিকট প্রার্থনা করা হচ্ছে,—''অব সৃজ' অর্থাৎ আমায় এমনভাবে সৃষ্টি করুন, যেন আমি রক্ষা প্রাপ্ত হই। আমার 'রক্ষা' কি? কালস্বরূপ দেবতায় লীন হওয়াই—ভগবানে আশ্রয় পাওয়াই আমার রক্ষা। আমরা তাই অর্থ করেছি—'হে কালস্বরূপিণী দেবতে! ত্বং মাং তয়ি লীনং কুরু।' এই প্রার্থনাই রক্ষার প্রার্থনা। 'হে ভগবন্! আপনি আমাকে আপনাতে লীন ক'রে নিন,'—এটাই তো চরম প্রার্থনা ॥ ৩॥

◆

চতুর্থ মন্ত্র

নৈব মাংসে ন পিবসি নৈব মজ্জস্বাহতং।
অবেতু পৃশ্নি শেবলং শুনে জরাযবত্তবেহব
জরায়ু পদ্যতাং ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — হে পরিত্রাণপ্রার্থী! শরীরগত মাংসের প্রতি তুমি কখনও পিপাসিত (আকাঙ্ক্ষিত) হয়ো না; মজ্জার সাথেও তুমি কখনও আবদ্ধ হয়ো না; (ভাব এই যে, অস্থি-মাংস-মেদ-মজ্জাযুত দেহের প্রতি যেন তোমার কামনা না থাকে)। জলের উপরিস্থিত শৈবালের ন্যায় এই সংসারের সম্বন্ধ মনে ক'রে, হৃদয়ে জ্ঞানকিরণ ধারণ করো; (ভাব এই যে,—নির্লিপ্তভাবে সংসারে বিচরণ ক'রে, ভগবানের কর্ম ক'রে যাও)। হে গতাগতিশীল! তোমার জন্ম-সম্বন্ধ (গতাগতি) নাশের জন্য তোমার জীবসম্বন্ধকে (জীবনকে) সেই রক্ষকসকাশে প্রেরণ করো (এ জীবন যাঁর হ'তে এসেছে, তাঁতেই গিয়ে পুনর্মিলিত হোক—এমন ভাবে তাঁতে আত্মসমর্পণ করো)। (ভাবার্থ,—'হে পরিত্রাণপ্রার্থী! পুনর্জন্ম-গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা পরিহার করো। ভগবানে আত্মসমর্পণ করো।' মন্ত্রে এই রকমই আত্ম-উদ্বোধনের ভাব প্রকাশ পেয়েছে) ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — সমস্যাপূর্ণ মন্ত্রের সমস্যাপূর্ণ অর্থ আমনন করা হলো। এ মন্ত্রটি সুপ্রসব সংক্রান্ত চতুর্থ মন্ত্র। কিন্তু আমাদের অর্থে দাঁড়াচ্ছে,—মন্ত্রটি ভগবানে আত্মলীন হওয়ার পক্ষে আত্ম-উদ্বোধন-মূলক।—ভাষ্যকারের অর্থের উপর আমাদের এই অর্থান্তরকল্পনার প্রয়াসের কারণ এই যে, এই জাতীয় মন্ত্রের এক সর্বজনীন অর্থ আছে—তা আমরা অবশ্যই মনে ক'রি।—এই যে চতুর্থ মন্ত্রটি, প্রচলিত ভাষ্যানুসারে এটি প্রসবিত্রীকে বা জরায়ুকে সম্বোধন পূর্বক উচ্চারিত হয়েছে—প্রতিপন্ন হয়। তাতে ভাব হয়—'হে প্রসবিত্রি! উদরগত মাংসের দ্বারা তোমার স্থূলতা সাধিত হবে না। অথবা, হে জরায়ু! শরীরগত মাংস সম্বন্ধের দ্বারা তুমি সম্বন্ধ নও।' তোমাদের সে সম্বন্ধ কেমন? না, জলে যেমন (শৈবাল) থাকে, সেইরকম। অতএব, শ্বেতবর্ণ যে জরায়ু, তুমি গর্ভ হ'তে সত্বর পতিত হও। মল যেমন পরিত্যাজ্য, জরায়ুর

ও প্রসবিত্রীর সম্বন্ধও তেমনই। তাদের পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়া আবশ্যক। অতএব, হে জরায়ু! তুমি সত্বর পতিত হও।'—এই মন্ত্রটির এই ভাবেই অর্থ এখন প্রচলিত।—কিন্তু, আমরা মনে ক'রি, পরিত্রাণকামী এখানে নিজে নিজেকে সম্বোধন ক'রে মোক্ষপক্ষে অগ্রসর হবার জন্য নিজেকে নিজে প্রস্তুত করছেন। তিনি বলছেন, 'হে আমার জীবন! যদি তুমি পরিত্রাণ কামনা করো, মাংসের প্রতি মমতাবান্ হয়ো না, মজ্জার প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করো, দেহের অর্থাৎ জন্মের সম্বন্ধ যাতে পরিহার করতে পারো, সেই মতো চেষ্টান্বিত হও। বন্ধন-মোচনের চেষ্টা করো; আনন্দের অধিকারী হবে।'—ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা এ মন্ত্রটিকে চার অংশে বিভক্ত করেছি। প্রথম দুই অংশে ("মাংসেন নৈব পিবসি" এবং "মজ্জসু আহতং নৈব" অংশ দু'টিতে) প্রায়ই ভাষ্যকারের অনুসরণ আছে। কেবল সম্বোধনপদ অধ্যাহারে ও 'পিবসি' পদের অর্থ-বিষয়ে আমরা অন্যমত গ্রহণ করেছি। পানার্থক 'পা' ধাতু হ'তে ঐ 'পিবসি' পদের বুৎপত্তি স্বীকার করলে ঐরকম অর্থই সিদ্ধ হয়—কাঙ্ক্ষসি, আকাঙ্ক্ষিতো ভবসি। আমরা মন্ত্রের তৃতীয় ও চতুর্থ শব্দার্থ সামান্য পরিবর্তিত করেছি। কিন্তু ভাবে আকাশ-পাতাল পার্থক্য দাঁড়িয়েছে। 'শৈবলং' পদের প্রতিবাক্যের সাথে আমরা কেবল 'ইতি মত্বা' বাক্যাংশ অধ্যাহার করেছি। 'পৃশ্নি' পদে 'শ্বেত'। সুতরাং 'জরায়ুকে' লক্ষ্য না ক'রে ঐ পদে 'জ্ঞানকিরণকে' লক্ষ্য করছে—বুঝছি। তাতে, মন্ত্রাংশের ভাব যা দাঁড়িয়েছে, বঙ্গানুবাদেই তা অভিব্যক্ত হয়েছে। পদ্মপত্রস্থিত জলের মতো নির্লিপ্ত ভাবে সংসারে অবস্থান ক'রে জ্ঞানের সেবাপরায়ণ হও—এটাই এখানকার তাৎপর্য ব'লে আমরা মনে ক'রি। চতুর্থ অংশের 'শুনে' পদের অর্থে ভাষ্যকার সমস্যা গণনা করেছেন। আমরা, ঐ পদকে গতার্থক 'শুন্' ধাতুর দ্বারা নিষ্পন্ন—শুন শব্দের সম্বোধনের রূপ ব'লে গ্রহণ করেছি। তাতে অর্থ আসে—গতাগতিশীল। যারা আত্মার উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করতে না পেরে কর্মবন্ধকে কেবলই আবদ্ধ হয়ে সংসারে গতাগতি করে, ঐ পদে তাদেরই লক্ষ্য করছে। 'শুন' শব্দে 'কুক্কুর' ও 'নীচ' প্রভৃতি অর্থ সেই কারণেই আসে। এখানে প্রার্থনাকারী নিজেকে নিজেই ঐ সম্বোধনে সম্বুদ্ধ করছেন। তাতে তাঁর আত্মগ্লানির ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। মূলে 'জরায়ু' পদ দু'বার প্রযুক্ত দেখি। আমরা এক অর্থে 'জন্ম-সম্বন্ধং' অন্য অর্থে 'জীবসম্বন্ধং' প্রতিবাক্য গ্রহণ করেছি। তাতে প্রথমকে নাশের জন্য এবং শেষকে ভগবানের সাথে স্থাপন করবার জন্য ভাব প্রকাশ পেয়েছে। 'অব পদ্যতাং' পদের,—আমরা মনে ক'রি এটাই যথাযোগ্য প্রতিবাক্য—'রক্ষকসকাশে বা ভগবৎ-সকাশে প্রেরয়তাং।' জন্মসম্বন্ধ যাতে ছিন্ন হয় এবং ভগবানের সাথে সম্বন্ধ যাতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তা-ই এখানকার লক্ষ্য। ইত্যাদি ॥ ৪॥

◆

পঞ্চম মন্ত্র

বি তে ভিনদ্মি মেহনং বি যোনিং বি গবীনিকে।
বি মাতরং চ পুত্রং চ বি কুমারং জরায়ুণাব
জরায়ু পদ্যতাং ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ — হে আমার জীবন! তোমার কর্মক্লেদরূপ উৎপত্তিমূল জন্মাধার-স্থানকে আমি বিচ্ছিন্ন করছি, তোমার উৎপত্তিসম্বন্ধযুত নাড়ীকেও আমি বিচ্ছিন্ন করছি; তোমার মাতৃস্নেহ-সম্বন্ধকে ও পুত্রস্নেহ-সম্বন্ধকে আমি বিচ্ছিন্ন করছি, এবং জরায়ুসম্বন্ধ বিশিষ্টের সাথে তোমার কৌমার অবস্থাকে বিচ্ছিন্ন করছি। তোমার জরায়ুরূপ জন্মসম্বন্ধকে তুমি সেই রক্ষকসকাশে প্রেরণ করো। (সংসার-বন্ধনের হেতুভূত সর্ববিধ সম্বন্ধ—স্নেহসম্বন্ধ, কাম-সম্বন্ধ প্রভৃতির বিচ্ছিন্ন

করবার আকাঙ্ক্ষা মাত্র প্রকাশ পেয়েছে) ॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — সুপ্রসব-পক্ষে এটি পঞ্চম মন্ত্র। তবে এ মন্ত্রটি পড়ে মনে হ'তে পারে, যেন কোনও যন্ত্র-ব্যবহারের দ্বারা সন্তান বাহির করা হচ্ছে। প্রত্নতত্ত্বের পক্ষে এ মন্ত্রকে ধাত্রীবিজ্ঞানের পোষক মন্ত্র ব'লে মনে করা যেতে পারে। ভাষ্যের মতে, এই মন্ত্রের উচ্চারণের দ্বারা সুখপ্রসব সাধিত হয়।—সে অর্থ অসঙ্গত বলছি না। তবে, আমরা মনে ক'রি, মন্ত্রের মধ্যে ক্লেদকর্মরূপ আত্ম-উৎপত্তির সম্বন্ধ ছিন্ন করবার সঙ্কল্প প্রকাশ পাচ্ছে। প্রকারান্তরে এক শ্রেণীর যোগসাধন ব'লেও মনে করা যেতে পারে। মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধন মূলক। মন্ত্রোচ্চারণকারী নিজেকে নিজে মুক্তির পথে অগ্রসর করছেন। কামসম্বন্ধই উৎপত্তির মূলীভূত। স্নেহ মায়া মমতা সবই তা হ'তে উৎপন্ন হয়। সাধক, এখানে প্রথম সেই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করছেন। স্নেহ-মমতা ইত্যাদি বন্ধনের মূল। কাম-সঙ্গ তিনি প্রথমেই পরিত্যাগ করতে সঙ্কল্পবদ্ধ হ'লেন। তারপর মাতার স্নেহ, পুত্রের মমতা বা নির্ভরতা একে একে সমস্তই পরিহারের পক্ষে প্রতিজ্ঞা করলেন। পরিশেষে তাঁর সঙ্কল্প হলো, জরায়ুর মধ্য দিয়ে সংসারে আর পরিভ্রমণ করবেন না। তাঁর জীব-সম্বন্ধকে তিনি ভগবৎ-পাদপদ্মে উৎসর্গ করলেন ॥ ৫ ॥

◆

ষষ্ঠ মন্ত্র

যথা বাতো যথা মনো যথা পতন্তি পক্ষিণঃ।
এবা ত্বং দশমাস্য সাকং জরায়ুণা পতাব
জরায়ু পদ্যতাং ॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ — হে গর্ভস্থশিশুবৎ সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞ (হে দশাবস্থামধ্যগত)! জরায়ু সহ (জরায়ু যেমন বন্ধন মুক্ত হয়ে ভূপতিত হয় সেই রকম, অথবা জরায়ু অবস্থা হ'তেই) তুমি ভগবৎ সকাশে নিপতিত হও (তাঁতে আত্মসমর্পন করো); অবাধগতিহেতু যে প্রকারে বায়ু ত্বরিতগমনশীল, যে প্রকারে অপ্রতিবদ্ধ হয়ে মন শীঘ্রতর গতিবিশিষ্ট, পক্ষিগণ অপ্রতিহত-গতিনিবন্ধন যে প্রকারে আকাশমার্গে অবাধে উড্ডীয়মান হয়; তুমিও সেই প্রকারে তোমার জীব-সম্বন্ধকে (সকল বাধা হ'তে মুক্ত ক'রে) রক্ষক সমীপে (ভগবৎ-সমীপে) প্রেরণ করো। (ভাবার্থ এই যে,—প্রতিবন্ধক-সমূহ অপসৃত হ'লে মানুষ সত্বরই ভগবানকে প্রাপ্ত হয়ে থাকে) ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই মন্ত্র সুপ্রসব-সংক্রান্ত ষষ্ঠ বা শেষ মন্ত্র। দ্বিতীয় অনুবাকেও এটি শেষ মন্ত্র।—ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্রের অর্থ এই যে,—'হে দশম-মাসীয় গর্ভস্থ শিশু! তুমি সত্বর গর্ভ হ'তে পতিত হও। বায়ু যেমন অবাধে গমন করে, মন যেমন যথেচ্ছ বিচরণ করতে সমর্থ হয়, পক্ষীসকল যেমন অবাধে আকাশে উড্ডীয়মান হয়ে থাকে; তুমিও সেইরূপ অবাধে গর্ভ হ'তে নির্গত হও। কোনরূপ বাধা যেন তোমাকে আটকিয়ে না রাখে।'—আমাদের অর্থ অনুসারে মন্ত্রটিকে সংসার-বন্ধন মোচনের পক্ষে উদ্বোধনা-মূলক ব'লে মনে করা যেতে পারে। 'দশমাস্য' পদ ভাষ্যকারের মতে 'দশমাসকাল গর্ভে অবস্থিত শিশুর' সম্বোধনে প্রযুক্ত হয়েছে। আমরা ঐ পদটিকে 'সংসার-জ্ঞানানভিজ্ঞ' অর্থে প্রযুক্ত ব'লে মনে করেছি। একটু দূর কল্পনায় ঐ পদে দশ-দশাপন্ন মনুষ্যমাত্রকেই বোঝাচ্ছে ব'লেও মনে করা যেতে পারে। যাই হোক, ঐ 'দশমাস্য' সম্বোধনে বলা হয়েছে,—'তুমি জরায়ু সহ পতিত হও।' আমরা ব'লি,—সে পক্ষে তার ভাব

এই যে,—বন্ধনমুক্ত হ'লে ভ্রূণ যেমন সংসারে পতিত হয়, তুমি সেইভাবে ভগবৎ-পাদপদ্মে পতিত হও।—সকল বন্ধন ছিন্ন ক'রে তুমিও সেইরকম তাঁতে আত্মসমর্পণ করো।—পূর্ব মন্ত্রে সেই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করার ভাবই ব্যক্ত হয়েছে। এ মন্ত্রে তা-ই দৃঢ়তার সাথে প্রখ্যাপিত হচ্ছে। —'এখানে যে তিনটি উপমার বিষয় আছে, সে তিনটিতেই অবাধ গতির ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। বায়ু অবশ্যই দ্রুতগতিশীল; মনের ন্যায় দ্রুতগতি, সংসারে আর কার আছে? এই যে দ্রুত অবাধগতি, এই উপমার মধ্যেই বন্ধনমুক্তির ভাব প্রকট হয়ে রয়েছে। পক্ষিগণের গতির উপমায়ও সেই ভাবই ব্যক্ত করছে। বন্ধন-মুক্ত পক্ষিগণই আকাশে অবাধে বিচরণ করে। ঐ উপমা তিনটিতে লক্ষ্য করবার বিষয়-বন্ধনমুক্তি। এই সকল উপমাই যেন বলছে,—'এখানে সংসারী মায়ামোহবদ্ধ জীবের প্রতি বন্ধনমোচনের উপদেশ আছে।' এখানে মন্ত্র যেন তারস্বরে বলছে, 'রে ভ্রান্ত জীব! কেন তুমি নিত্য নিত্য অভিনব বন্ধনের ডোরে আবদ্ধ হচ্ছো? ভগবানের কর্মে আত্মনিয়োগ করো। তাঁর শরণে আশ্রয় লও। বন্ধন হ'তে মুক্তিলাভ করবে। তাতেই পরমসুখ মোক্ষ তোমার অধিগত হয়ে আসবে।' আমরা মনে ক'রি এটাই এ মন্ত্রের শিক্ষা ॥ ৬॥

◆ ◆

তৃতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত : যক্ষ্মনাশনম্

[ঋষি : ভৃগ্বঙ্গিরা। দেবতা : যক্ষ্মনাশনম্। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্]

প্রথম মন্ত্র

জরায়ুজঃ প্রথম উস্রিয়ো বৃষা বাতব্রজা
স্তনয়ন্নেতি বৃষ্ট্যা।
সনো মৃড়াতি তন্ব ঋজুগো রুজন য
একমোজস্ত্রেধা বিচক্রমে ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ — জরায়ু হ'তে উৎপন্ন (আমার ন্যায়) জীব, শরীর গ্রহণের নিমিত্ত (জন্মহেতুভূতকর্মে আনন্দিত হয়ে থাকে; বায়ুবৎ সর্বত্র গতিশীল আদিজ্ঞানকিরণ-বিশিষ্ট অভীষ্ট বর্ষণকারী যে দেবতা মহত্তর করুণা বিতরণের সাথে আপন সত্তা জ্ঞাপন করিয়ে (আমাদের ন্যায় জীবের উদ্ধারের উদ্দেশে) জীব-সকাশে আগমন করেন, সেই অভীষ্টপ্রদ দেবতা আমাদের (আধিদৈবিক ইত্যাদি) দুঃখত্রয়কে নিবৃত্তি ক'রে (আপন) অভিন্ন তেজকে ত্রিলোকে প্রকাশপূর্বক বিশেষভাবে ব্যাপ্ত রয়েছেন। (ভাবার্থ,—আমরা সদাসর্বদা জন্মহেতু-ভূত কর্ম-সম্পাদনেই নিরত থাকি। কিন্তু করুণানিদান ভগবান্ জ্ঞানকিরণ বিতরণে আমাদের ত্রিবিধ দুঃখনাশের জন্য সর্বদা প্রযত্নপর রয়েছেন, মন্ত্রের এটাই তাৎপর্য) ॥ ১॥

মন্ত্রার্থ আলোচনা — অনুক্রমণিকায় দেখতে পাই, এই সূক্তের মন্ত্রগুলি বাতপিত্তশ্লেষ্মাবিকার-জনিত রোগগুলির প্রতিকারার্থে বিনিযুক্ত হয়। দুর্দিন-নিবারণে এবং অতিবৃষ্টি নিবারণেও এই সূক্তের মন্ত্র কয়েকটির প্রয়োগ বিহিত রয়েছে। 'মুঞ্চশীর্ষক্ত্যা' ইত্যাদি তৃতীয় মন্ত্রটি সর্বব্যাধি-নাশক ব'লে উক্ত আছে। এই সকল

মন্ত্রের দ্বারা অভিষেক কার্য করলে সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়—প্রচলিত আছে।—এখন প্রথম মন্ত্রের যে অর্থ ভাষ্যে প্রকাশিত, তার একটু আভাষ দিচ্ছি। ভাষ্যকার বলেন,—'জরায়ুজঃ' পদটি—'বৃষা' পদকে লক্ষ্য করছে। 'বৃষা' শব্দের অর্থ সূর্য। তিনি অদিতির পুত্র, সুতরাং জরায়ুজ। এমতে, 'প্রথমঃ' 'উস্রিয়ঃ' ও 'বাতব্রজা' এই তিনটি পদও সূর্যেরই বিশেষণ। এইরকম সূর্য, তিনি মেঘ সকলকে গর্জন করিয়ে মহত্তর প্রকর্ষের সাথে আগমন করেন—ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের প্রথম মন্ত্রের এটাই মর্ম। সেই আদিত্য আমাদের দেহকে ত্রিদোষজনিত (বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মার বিকারজনিত) রোগ নাশ ক'রে সুখী করুন। অকুটিলগতি সেই সূর্য অভিন্ন তেজকে তিন প্রকার—অগ্নি বায়ু ও সূর্যরূপে পৃথিবী ইত্যাদি লোকত্রয় আক্রমণপূর্বক অধিপতিরূপে স্থিত আছেন। ভাষ্যানুসারে এটাই মন্ত্রের দ্বিতীয় পংক্তির মর্ম।—আমরা মন্ত্রটিকে অন্যভাবে গ্রহণ ক'রি। আমরা জীব, নিয়তই কর্মের দ্বারা আবদ্ধ হচ্ছি। জন্মের পর আবার জন্ম হোক,—আমাদের কর্মের এটাই যেন লক্ষ্য ব'লে মনে হয়। উচ্চগতি প্রাপ্তির আশা অতি অল্পই থাকছে; পরন্তু, নীচগতির দিকেই আমাদের কর্ম আমাদের আকর্ষণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। এই মন্ত্র সেই কর্মতত্ত্বের বিষয় ব্যক্ত করছে। একদিকে আমরা আমাদের বন্ধন-মূলক কর্মের প্রতি ধাবমান হচ্ছি, অন্যদিকে সেই করুণানিদান ভগবান্ আমাদের সাবধান করছেন। সংসার-সমরাঙ্গনে যেন এক বিষম সংগ্রাম চলেছে। আমরা বিপথে অগ্রসর হচ্ছি; ভগবান্ আমাদের ফেরাবার চেষ্টা করছেন।—মন্ত্রের উপসংহারের সাথে আরম্ভের সামঞ্জস্য কেমন সুন্দরভাবে রক্ষিত হয়েছে, লক্ষ্য করা যেতে পারে। সেই দেবতা—'ঋজুগঃ' অর্থাৎ অকুটিলগামী, সকলের প্রতি সমান অনুগ্রহ-পরায়ণ। আমাদের (জীবের) দুঃখত্রয় নিবৃত্তি করবার জন্য তিনি তাঁর অভিন্ন তেজের সাথে ত্রিলোকে ব্যাপ্ত রয়েছেন। তাঁর করুণার পার নেই; তিনি নিয়ত সকলকে অনুগ্রহ করবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন। জীবের (আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক) দুঃখত্রয় যাতে দূর হয়, তার প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিয়ত প্রধাবিত আছে। কিন্তু আমরা কর্মঘোরে এতই বিভ্রান্ত যে, তাঁর প্রতি ফিরেও চাইছি না। যে কর্মের দ্বারা শ্রেয়ঃ-সাধিত হয়, নিঃশ্রেয়স্ অধিগত হয়, তার প্রতি আমাদের আদৌ লক্ষ্য নেই। আমরা কেবলই কর্মের বন্ধনে দিন দিন আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ হচ্ছি। এই মন্ত্র সেই পক্ষে আমাদের সাবধান ক'রে দিচ্ছেন ॥ ১ ॥

◆

দ্বিতীয় মন্ত্র

অঙ্গে অঙ্গে শোচিষা শিশ্রিয়াণং নমস্যন্তস্ত্বা
হবিষা বিধেম।
অঙ্কান্ৎসমঙ্কান্ হবিষা বিধেম যো অগ্রভীৎ
পর্বাস্যা গ্রভীতা ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — সকল জীবের মধ্যে দীপ্তি (জ্যোতিঃ) রূপে বিদ্যমান আপনাকে, হে ভগবন্! স্তুতি নমস্কার ইত্যাদির দ্বারা আমরা পূজা ক'রি, এবং হবনীয়দ্রব্যের দ্বারা (ভক্তিভাবে) আপনার পরিচর্যা করব (ঐরূপ পূজা ও পরিচর্যা করা আমাদের কর্তব্য); ভগবৎসম্বন্ধযুত অন্য সকল দেবতাকেও (তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরূপ দেবভাবসমূহকেও) হবনীয়ের দ্বারা আমরা অবশ্য পরিচর্যা করব (অর্থাৎ তাঁদেরও পরিচর্যা করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য); জীবের আক্রমণকারী, জীবের বন্ধনহেতুভূত যে অসৎ-ভাব (অসত্য), জীবের কর্মসমূহকে ব্যেপে অবস্থিত আছে, তার নিবৃত্তির জন্য তার নিবৃত্তিকারক দেবতাকে (দেবভাবকে) আহবনীয়ের দ্বারা আমরা অবশ্য পরিচর্যা করব

(অর্থাৎ, তাঁরও পরিচর্যা করা অবশ্য কর্তব্য)। (ভাব এই যে,—কেবল যে ভগবানকেই পূজা করব, তা নয়; পরন্তু ভগবৎসম্বন্ধি সকল দেবভাব সমূহেরই পরিচর্যা করব। অসৎ-ভাব দূরীকরণের জন্য অসৎ-ভাব দূরীকরণে সমর্থ দেবতাকে অর্চনা ক'রি) ॥ ২॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই মন্ত্রে তিনটি বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। প্রথম—সেই সর্বেশ্বরের পূজা ও পরিচর্যার বিষয়। দ্বিতীয়—তাঁর যাঁরা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তাঁদের পরিচর্যার বিষয়। তৃতীয়—তাঁর সাথে মিলনের পথে যারা বাধাস্বরূপ বিদ্যমান আছে, তাদের যিনি অপসারিত করতে পারেন, তাঁর পরিচর্যার বিষয়।—প্রথম যাঁর প্রসঙ্গ, তিনি 'অঙ্গে অঙ্গে শোচিযা শিশ্রিয়াণং'। সকলেরই মধ্যে তিনি দীপ্তিরূপে জ্যোতিঃরূপে আত্মরূপে ব্যেপে আছেন। এখানেই বোঝা যায়,—কার প্রতি লক্ষ্য আছে।...দ্বিতীয়ের ও তৃতীয়ের পরিচর্যার প্রসঙ্গে তাঁরই সমীপস্থ হওয়ার পথ কিভাবে পরিষ্কৃত হয়, তা বোঝানো হয়েছে। ভগবৎ-বিভূতিগুলি তাঁর অনুচর অন্তরঙ্গ অথবা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব'লে নির্দেশ করতে পারি। তাঁরাই দেবতা বা দেবভাব।...দেবভাবের সেবা করতে করতে, দেবত্বের অনুসরণ করতে করতে, মানুষ ভগবৎ-সামীপ্য লাভ করে।—ভাষ্যে যে অর্থ প্রকাশিত আছে, তার সাথে আমাদের অর্থের যে অল্প প্রভেদ রয়েছে, উপসংহারে সেই বিষয় একটু আলোচনা করছি। ভাষ্যের মত এই যে, সূর্যকে সম্বোধন ক'রে এই মন্ত্র প্রযুক্ত হয়েছে। বলা হয়েছে,—'জ্বর ইত্যাদির পোষক রোগ এই পুরুষের শরীরের সন্ধিস্থানসমূহ আক্রমণ ক'রে আছে। সেই রোগের নিবৃত্তির জন্য এই হবিঃ প্রদানে পূজা করা কর্তব্য।' এখানে রোগকে (আক্রমণকারীকে) হবিঃ প্রদান করতে হবে, এইরকম ভাবই প্রধানতঃ প্রকাশ পায়। দেবতার সঙ্গে অপদেবতার পূজা আমাদের দেশে যে প্রচলিত আছে, এই অর্থেই তার সঙ্গতি দেখা যায়। জ্বরনাশক দেবতারও পূজা করা, আর জ্বরপ্রবর্ধক জ্বরাসুরেরও পূজা করা,—বোধ হয় এই কারণেই প্রবর্তিত হয়ে থাকবে....তবে আমরা যে লক্ষ্য রেখে অর্থ ক'রে যাচ্ছি, তাতে সৎ ভিন্ন অসতের সেবা উপপন্ন হয় না, দেবভাব ভিন্ন অসুরভাবের সেবা সাধারণতঃ স্বীকার করা যায় না ॥ ২॥

◆

তৃতীয় মন্ত্র

মুঞ্চ শীর্ষক্ত্যা উত কাস এনং
পরুস্পরুরাবিবেশা যো অস্য।
যো অভ্রজা বাতজা যশ্চ শুষ্মো
বনস্পতীন্‌ৎসচতাং পর্বতাংশ্চ। ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে ভগবন্! শিরঃসম্বন্ধীয় রোগ হ'তে (মস্তকের বন্ধন হ'তে) এই দেহকে মুক্ত করুন; যে ক্ষয়কারক রোগ (অথবা সত্যনাশকারী যে কর্মপ্রভাব) এই দেহের সকল সন্ধিবন্ধনকে অধিকার করেছে, তা হ'তেও মুক্তিদান করুন; যে ব্যাধি (অথবা-বন্ধন) বায়ুবিকৃতিজাত (অথবা—রজোভাববিকৃতি হেতু উৎপন্ন), যে ব্যাধি (অথবা—বন্ধন) পিত্তবিকারজনিত (অথবা—সত্ত্ববিকৃতিজ), তা বৃক্ষসমূহকে বা পর্বতসমূহকে প্রাপ্ত হোক (অর্থাৎ, সেরূপ ব্যাধিতে বা বন্ধনে লোকসমাজ যেন কখনও আক্রান্ত না হয়)। (অন্তর্ব্যাধি বহির্ব্যাধি উভয় ব্যাধিই বন্ধনহেতুভূত। তাই মন্ত্রে সর্বব্যাধি নাশের কামনা এবং সর্ববন্ধন ছেদনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাচ্ছে) ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই মন্ত্রে সাদাসিদাভাবে ব্যাধিমুক্তির প্রার্থনাই প্রকাশ পেয়েছে। 'এই পুরুষকে

শিরোরোগ হ'তে মুক্ত করুন। এই পুরুষের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে শ্লেষ্মা প্রবেশ করেছে; এবং যে ক্ষয়কর কাশরোগে এই পুরুষ আক্রান্ত হয়েছে, তা হ'তে একে রক্ষা করুন। বাতপিত্তকফজনিত যে ব্যাধি, সে ব্যাধি বৃক্ষসমূহে এবং পর্বতসমূহে সমাবিষ্ট হোক।' মন্ত্রের অর্থে, প্রথম দৃষ্টিতে এই ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভাষ্যেও এই ভাবের অর্থই প্রকাশিত দেখি। কিন্তু পূর্বাপর মন্ত্রের সাথে এই মন্ত্রের অর্থসঙ্গতি রক্ষার পক্ষে উদ্বুদ্ধ হয়ে, আমরা মন্ত্রে দু'রকম অর্থ প্রকাশ করলাম। এক অর্থ—ভাষ্যের অনুসারী রইলো। অন্য অর্থ—আমাদের ব্যাখ্যায় পরিগৃহীত পন্থারই অনুগত হলো। তবে ভাব-পক্ষে আমাদের প্রকাশিত দু'রকম ব্যাখ্যাতেই সমান অর্থ পাওয়া যাবে।—যেমন,—'শীর্ষক্ত্যাঃ' পদ। এর প্রকৃত অর্থ—'শিরের (মস্তকের) সাথে যা ব্যাপ্য বা অবস্থিত অর্থাৎ সম্বন্ধবিশিষ্ট।' এ থেকে 'শিরোরোগ' অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের বক্তব্য এই যে, 'অসৎ-ভাবের সমাবেশ-রূপ যে বন্ধন মস্তিষ্ককে ঘিরে থাকে,' এই পদ তা-ই ব্যক্ত করছে। সেই বন্ধন হ'তে দেহকে মুক্ত করাই প্রধান মুক্তি।...আবার, 'কাসঃ' পদটি। এর সাধারণ অর্থ—ক্ষয়কর কাসরোগ। কিন্তু বলা হয়েছে, যা সকল সন্ধিস্থলে প্রবিষ্ট হয়ে আছে। ক্ষয়কারী কাস-রোগে শরীরের সকল অঙ্গ-গ্রন্থি শিথিল করে। এক পক্ষে এই ভাবই আসে। অন্য পক্ষে, ক্ষয়রোগের ন্যায় ক্রমে ক্রমে আত্মধ্বংসকারী যে সকল সৎ-ভাববিনাশক অপকর্ম নিত্য নিত্য অনুষ্ঠান ক'রে মানুষ নিজের সকল অঙ্গকে দিন দিন শিথিল করছে এবং সেই কর্মের দ্বারা সেই সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে দিন দিন দৃঢ়তর ও দৃঢ়তম বন্ধনপাশে আবদ্ধ করছে, এখানে "যঃ কাসঃ অস্য পরুঃ পরুঃ আবিবেশ" বাক্যে সেই ভাবই প্রকাশ পাচ্ছে।—আবার, 'অভ্রজাঃ' 'বাতজাঃ' ও 'শুষ্ম' পদে যদি যথাক্রমে কফ-পিত্ত-বাত ঐ তিন ধাতুকেই বোঝাচ্ছে মনে ক'রি, তাতেও ঐ তিন ধাতুর বিকৃতির ভাব আসে না কি? ত্রি-ধাতুর সাম্যই স্বাস্থ্যাবস্থা।...এই দিকের এই অর্থ থেকেই গুণসাম্যের ভাব আসতে পারে। শ্লেষ্মা বা কফ—তমোভাবের দ্যোতক। বায়ুর দ্বারা রজোভাবের এবং পিত্তের দ্বারা সত্ত্বভাবের আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায়।—বস্তুতঃ, ব্যাধির ও রোগের উপমার মধ্য দিয়ে। এখানে পরমার্থতত্ত্ব বিবৃত আছে, পূর্বাপর ভাবসঙ্গতি-রক্ষায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।—এই সকল বিষয় বিবেচনা ক'রে মন্ত্রের প্রার্থনার ভাবার্থ এইরকম নির্দেশ করতে পারি;—'হে ভগবন্! আমার মস্তিষ্ককে কলুষ-চিন্তার সংস্রব হ'তে মুক্ত রাখুন। আমার দেহজাত কর্মসমূহকে অসৎ সংস্রব হ'তে পৃথক ক'রে দিন। আমার অন্তরস্থিত সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণের কোন গুণে যেন বৈষম্য উপস্থিত না হয়। আমি যেন আমার সকল প্রকার বন্ধন-মোচনে আপনার করুণার স্রোত উন্মুক্ত দেখি।'—এটা অবশ্যই সুসঙ্গত প্রার্থনা ॥ ৩॥

◆

চতুর্থ মন্ত্র

শং মে পরস্মৈ গাত্রায় শমস্ত্ববরায় মে।
শং মে চতুর্ভ্যো অঙ্গেভ্যঃ শমস্তু তন্বেত মম ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — হে ভগবন্! আমার শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সূক্ষ্ম দেহে সুখ (মঙ্গল) হোক; আমার নিকৃষ্ট দেহে অর্থাৎ মেদমাংসবিশিষ্ট এই দেহে সুখ (মঙ্গল) হোক; আমার চতুরঙ্গে অর্থাৎ কর্মাকর্ম হেতু চতুর্বিধ দেহ-ধারণে সুখ (মঙ্গল) হোক; আমার স্থূলসূক্ষ্মাত্মক সকল প্রকার শরীরে সুখ (মঙ্গল) হোক। (ভগবানের অনুকম্পায় আমার স্থূলসূক্ষ্ম সকল শরীর সর্বকালে সুখস্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করুক—মন্ত্র এই ভাব প্রকাশ করছেন) ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — বন্ধনই দুঃখ। বন্ধন-মোচনেই সুখ। বিবিধ কর্মে বিভিন্ন অঙ্গকে বিবিধ প্রকারে

আবদ্ধ ক'রে ফেলে। কর্মের দ্বারা যেমন শ্রেষ্ঠ অঙ্গ মস্তক আবদ্ধ হয়, কর্মের দ্বারা তেমন নিম্ন অঙ্গ হস্ত-পদ ইত্যাদি আবদ্ধ হয়ে থাকে। স্থূল-শরীর সম্বন্ধে যে ভাব, সূক্ষ্মশরীর সম্বন্ধেও সেই ভাব। কর্মের ফল ভোগ করবার জন্য প্রতি অঙ্গ কর্মের ডোরে আবদ্ধ থাকে। এখানে তাই প্রতি অঙ্গের প্রতি অবস্থার কথা সুখ-কামনা করা হয়েছে: প্রতি শরীরের প্রতি অবস্থান্তরের মঙ্গল-প্রার্থনা করা হয়েছে।—ভাষ্যকার দৈহিক ব্যাধিনাশের দিক থেকে অর্থ করেছেন: সে পক্ষে মন্ত্রটিকে দৈহিক ব্যাধিনাশমূলক ব'লে গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা আধ্যাত্মিক ব্যাধি-নাশ-পক্ষে প্রার্থনামূলক ব'লে মন্ত্রটিকে গ্রহণ করেছি। তাতে দেহের ব্যাধি ও মনের ব্যাধি উভয় ব্যাধিরই শান্তিকামনা প্রকাশ পেয়েছে।—যেমন,—মন্ত্রে 'পরস্মৈ' এবং 'অবরায়' দু'টি পদকে ভাষ্যকার দেহের সম্বন্ধে প্রযুক্ত ব'লে ঐ দু'টি পদের যথাক্রমে ''পরস্তাৎ উপরি বর্তমানায় শিরোরূপায়'' এবং ''অবস্থাদ্ বর্তমানায় চরণ লক্ষণায় অঙ্গায়'' অর্থ গ্রহণ করেছেন। একে মস্তক বোঝাচ্ছে, অন্যে চরণ ইত্যাদি নিম্নাঙ্গকে বোঝাচ্ছে। আমরা 'পর' পদে 'শ্রেষ্ঠ সূক্ষ্ম' অর্থ গ্রহণ করেছি। তাতে 'পরস্মৈ' পদে 'সূক্ষ্ম শরীরকে—প্রাণকে—আত্মাকে' বোঝাচ্ছে। আমাদের মতে, 'অবরায়' পদে—'নিকৃষ্ট শরীরকে' অর্থাৎ 'মেদমজ্জামাংসভূত এই দেহকে' বোঝাচ্ছে। সেই অনুসারে ঐ দুই পদের মর্ম হয় এই যে, 'আমার প্রাণ (আত্মা) শান্তিলাভ করুক,—আমার দেহ শান্তিলাভ করুক।' কেবল মস্তক আর নিম্ন অঙ্গ ব্যাধিশূন্য হ'লে, কেবল দেহের (বহিরঙ্গের) সুখ হ'লে, প্রকৃত শান্তিলাভ হয় কি? প্রাণে অশান্তি থাকলে, দেহে সুখ থাকে কি? দেহে ও প্রাণে—শান্তি উভয়ত্রই চাই। আমরা মনে ক'রি, ঐ দুই পদে সেই ভাব পরিব্যক্ত আছে।—শেষে দেখুন, ''মম তন্বে'' পদ। ভাষ্যের অর্থ—'মধ্যশরীরায় সর্বসমষ্টিরূপায় শরীরায় বা।' আমরা অর্থ করেছি—'স্থূলসূক্ষ্মাত্মকে সর্বভাবাপন্নে দেহে।' এখানে কর্মাকর্মের বিষয় মনে আসে। স্থূল-শরীর ও সূক্ষ্ম-শরীর দুই দেহে জীবাত্মা কর্মাকর্মের সুখ-দুঃখ ভোগ করে। এখানে তাই প্রার্থনা করা হচ্ছে,—'হে ভগবন্! কিবা আমার স্থূল-শরীর, কিবা আমার সূক্ষ্ম-শরীর,—আমার উভয় শরীরে আমি যেন শান্তি পাই।' ফলতঃ ক্রমে ক্রমে যেন আমার উৎকর্ষ সাধিত হয়,—আমি যেন ক্রমে ক্রমে ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হই। এটাই এই মন্ত্রের প্রার্থনার মর্মার্থ ॥ ৪॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : বিদ্যুৎ

[ঋষি : ভৃগ্বঙ্গিরা। দেবতা : বিদ্যুৎ। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্-বৃহতীগর্ভা পংক্তি]

প্রথম মন্ত্র

নমস্তে অস্তু বিদ্যুতে নমস্তে স্তনয়িত্নবে।
নমস্তে অস্ত্বশ্মনে যেনা দূড়াশে অস্যসি ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — হে ভগবন্! আপনার জ্যোতীরূপ আমার নমস্কার প্রাপ্ত হোক, আপনার শব্দরূপ আমার নমস্কার প্রাপ্ত হোক, আপনার ব্যাপক-রূপ আমার নমস্কার প্রাপ্ত হোক। যে কারণে দুঃখভাগী জনে (আমাতে) দুঃখ প্রাপ্ত হয়, সেই কারণকে আপনি সর্বতোভাবে দূরে নিক্ষেপ করুন। ভাব এই যে,—ভগবান্ জ্যোতিঃরূপে, শব্দরূপে, ব্যাপ্তিরূপে সর্বত্র বিরাজমান রয়েছেন। আমাদের সর্বপ্রকার দুঃখনিবৃত্তির জন্য সর্বব্যাপী সেই ভগবান্‌কে নমস্কার ক'রি) ॥ ১॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — সূক্তানুক্রমণিকায় লিখিত আছে,—অশনিপাত-নিবারণের জন্য এই সূক্তের মন্ত্রগুলি প্রযুক্ত হয়ে থাকে; এবং এই মন্ত্রের সঙ্গে 'সোমদর্ভকুষ্ঠলোষ্ঠমঞ্জিষ্ঠা ইত্যাদি' দ্রব্য গৃহক্ষেত্র ইত্যাদিতে নিখননে বিনিযুক্ত হয়। এই সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা দেবতার উদ্দেশ্যে ঘৃতাহুতি প্রদান করলে, অশনি পাতের আশঙ্কা দূরীভূত হয়ে থাকে, গৃহে বজ্রপাত হয় না। এটাই প্রসিদ্ধি।—ভাষ্যানুসারে, এই মন্ত্রটিতে যেন বিদ্যুৎকে, বজ্রধ্বনিকে এবং মেঘকে নমস্কার করা হয়েছে। ভাষ্যের মতে, মন্ত্রের সম্বোধ্য 'পর্জন্য'। পর্জন্যকে সম্বোধন ক'রে যেন বলা হচ্ছে,—"হে পর্জন্য! তোমার বিদ্যুৎকে নমস্কার ক'রি, তোমার ধ্বনিকে (গর্জনকে) নমস্কার ক'রি, তোমার মেঘকে নমস্কার ক'রি। সেই নমস্কারের জন্য, যে জন তোমাকে স্তুতি-নমস্কার-হবিঃ প্রদান করে না, তার প্রতি তুমি বজ্র ত্যাগ করো। অর্থাৎ, আমরা যখন তোমার বিদ্যুৎকে, শব্দকে ও মেঘকে নমস্কার করছি, তখন তুমি আমাদের প্রতি তুষ্ট হও; এবং যে জন তোমার পূজা করে না, তাকে বজ্রাঘাতে বধ করো।' ভাষ্যেরও এই অর্থ; পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণও এই অর্থই গ্রহণ করেন। বেদের সময় আদিম অসভ্য মনুষ্যগণ যে প্রকৃতির এক একটি ক্রিয়া দেখে বিস্মিত হয়ে তাদেরই পূজায় প্রবৃত্ত হতো, এই উপলক্ষে তথাকথিত পণ্ডিতগণ তা-ই প্রতিপন্ন করবার প্রয়াস পান।—আমাদের অর্থ কিন্তু সে পথ দিয়েই যায়নি, বরং বিপরীত ভাবই প্রকাশ করেছে। অসভ্য অবস্থার কথা কি বলব? এই মন্ত্রে দেখতে পাই, অতি সভ্য সমুন্নত আধ্যাত্মিক জগতে লব্ধপ্রবেশ জনের প্রার্থনাই প্রকাশ পেয়েছে। অপিচ, অধ্যাত্ম-দর্শনের অতি গূঢ়তত্ত্ব এই মন্ত্রে ব্যক্ত দেখি। আমরা দেখছি, এই মন্ত্রে প্রথমে ভগবানের স্বরূপ-শক্তির পরিচয় আছে। তিনি যে এই সংসারে তিন ভাবে তিনরূপে অবস্থিত আছেন, এই মন্ত্রে তার আভায প্রাপ্ত হই।—প্রথম—এই মন্ত্রের সম্বোধন। সম্বোধন পর্জন্যকে কেন বলবো? পরন্তু পর্জন্যকে সম্বোধন হয়েছে মনে করতে গেলে 'অশ্মনে' পদের মেঘ-অর্থই বা কেমন ক'রে আনতে পারি? পর্জন্য ও মেঘ সমপর্যায়ভুক্ত। মেঘকে ডেকে কী বলা সঙ্গত হয়,—'আমি তোমার এই বিদ্যুৎকে, বজ্রকে আর মেঘকে নমস্কার ক'রি?' যদি 'অশ্মনে' পদের পরিবর্তে, 'তোমাকে' বোঝাবার উপযোগী কোনও পদ থাকতো, বরং কতকটা অর্থ উদ্ধার করা যেতে পারতো। কিন্তু তা নেই। সুতরাং পর্জন্যকে সম্বোধন আমরা সঙ্গত ব'লে মনে করি না। আমরা ব'লি—এখনকার সম্বোধ্য—'ভগবন্'।—প্রকাশরূপ, শব্দ-রূপ, আর ব্যাপ্তি-রূপ—এই তিন রূপে তিনি জগৎ ব্যেপে আছেন। তিনের মধ্যেই তাঁকে বিদ্যমান দেখি। এই তিন ভিন্ন অন্য রূপ থাকতে পারে না। এই তিনের মধ্যেই সকল রূপের সকল প্রকার অভিব্যক্তির বীজ নিহিত রয়েছে। বিশ্বরূপে যে বিশ্বনাথ বিদ্যমান, এই তিনের দ্বারাই তা প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম—জ্যোতিঃ। জ্যোতিঃই তাঁর প্রকাশ-রূপ। বিদ্যুতে সেই জ্যোতির পরাকাষ্ঠা। তাই বলা হয়েছে 'বিদ্যুতে আমার নমস্কার সমর্পিত হোক।' দ্বিতীয়—শব্দ। শব্দ তাঁর এক অভিব্যক্তি। আবার শব্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শব্দ—অশনি। তাই প্রার্থনা করা হলো,—'হে ভগবন্! আপনার 'স্তনয়িত্নবে' (বজ্রনিনাদে, শব্দরূপে) আমার নমস্কার সমর্পিত হোক।' তৃতীয়— ব্যাপ্তি। তাই প্রার্থনা—তাঁর ব্যাপক-রূপ লক্ষ্য ক'রে। 'অশ্মনে' পদের অর্থ, ভাষ্যেরই মতো, 'ব্যাপনশীলায়'। এ সংসারে মেঘের—মেঘের উপাদান বাষ্পের সর্বব্যাপকতা প্রসিদ্ধ। অতএব প্রার্থনা করা হলো,—'হে ভগবন্! আপনার ব্যাপক-রূপে গিয়ে আমার নমস্কার মিলিত হোক।'—ভাষ্যের মতে "যেন দূড়াশে অস্যসি" বাক্যের অর্থ—'যারা তোমার পূজা করে না, তাদের প্রতি তোমার বজ্র (রোষ) নিক্ষিপ্ত হোক।' অর্থাৎ—'আমরা তোমায় নমস্কার করছি; আর, তার ফলে, যারা নমস্কার করে না, তারা নিহত হোক।' এ অর্থে, বড়ই স্বার্থপরতার, বড়ই নীচ অন্তঃকরণের, পরিচয় প্রকাশ পায়। বিশ্বপ্রেম বেদের মন্ত্রে এমন ভাব, পরের অনিষ্টসাধনের প্রার্থনা—কোথাও দেখা যায় না। হৃদয়ের অসৎ বৃত্তিসমূহকে এবং কাম-ক্রোধ ইত্যাদি রিপুবর্গকে, রূপকে রাক্ষস ইত্যাদি অভিধায়ে অভিহিত ক'রে, বধ করার প্রার্থনা অনেক স্থলেই আছে বটে; কিন্তু 'হে ভগবন্! তারা তোমার উপাসনা করে না, সুতরাং তাদের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করো,'—এমন ভাবের প্রার্থনা, এ পর্যন্ত তো কোথাও দেখিনি।...বরং এখানে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবই ব্যক্ত দেখি। এ পক্ষে, আমাদের মতে,—'আমাদের, জগতের সকলেরই—দুঃখের যে

মূল কারণ, হে ভগবন্! আপনি সেই কারণকে দূর করুন'—এই প্রার্থনাই এখানে প্রকাশ পেয়েছে।—এখানে আর একটি ভাবের কথা অধ্যাহার করা যেতে পারে। মন্ত্রের শেষাংশে দুঃখের যে কারণ নাশ করবার প্রার্থনা প্রকাশ পেয়েছে, সে কারণ কি রকমে নাশ পেতে পারে? আমরা মনে ক'রি, মন্ত্রের প্রথমাংশে যে কর্মানুষ্ঠানের উপদেশ আছে, তা-ই সেই কারণ-দূরীকরণের উপায়। সেই যে নমস্কার, সেই যে ভগবানের পূজা,—তা-ই দুঃখনিবৃত্তির হেতুভূত। মন্ত্রের প্রথমাংশে তাই যেন উপদেশ দেওয়া হয়েছে,—'তিনি যে জ্যোতীরূপে বিদ্যমান, তা জেনে তাঁকে নমস্কার করো। তিনি যে বাষ্পরূপে মেঘরূপে বিশ্ব ব্যেপে আছেন, তা বুঝে তাঁকে নমস্কার করো। তিনি যে শব্দরূপে বিদ্যমান, তা জেনে তাঁকে নমস্কার করো। তাঁর পূজায়—তাঁর নমস্কারে—তাঁর অর্চনায়, তাঁর ধ্যান-ধারণায়, সকল বিপদ দূরে যাবে।'—এটাই তাৎপর্যার্থ ॥ ১॥

◆

দ্বিতীয় মন্ত্র

নমস্তে প্রবতো নপাদ্ যতস্তপঃ সমূহসি।
মৃড়য়া নস্তনূভ্যো ময়স্তোকেভ্যস্কৃধি ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — বিপথগামিগণের ভয়প্রদাতা হে ভগবন্! আমার নমস্কার আপনাকে প্রাপ্ত হোক; তাতে, পাতকদাহক আপনার তেজঃ সংহত করুন; সর্বতোভাবে আমাদের এই দেহে (জীবনে) সুখ প্রদান করুন, আমাদের অপত্যগণের (সংসারের সকলের) মঙ্গল করুন; (অর্থাৎ এই নমস্কারের ফলে সংসারের মঙ্গল হোক)। হে ভগবন্! আমরা বিপথগামী হ'লে আপনি আমাদের সাবধান ক'রে দিন। কেবলমাত্র আমাদের নয়, পরন্তু নিখিল জনগণের মঙ্গল-বিধান করুন। মন্ত্রে এই ভাব প্রকাশ পেয়েছে) ॥ ২॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — ভাষ্যকারের মত এই যে, এই মন্ত্রেও পর্জন্যকে সম্বোধন করা হয়েছে। এর জন্য তিনি 'প্রবতো নপাৎ' পদ দু'টির অর্থ দু'রকমে নিষ্পন্ন ক'রে পরিশেষে ভাবে ঐ দুই পদে 'পর্জন্য' অর্থ অধ্যাহার ক'রে নিয়েছেন। তাঁর প্রথম প্রকার অর্থের ভাব—'যারা স্তুতি-নমস্কার হ'তে বিরত আছে, তাদের যিনি পালন করেন না; অর্থাৎ অসেবককে যিনি অশনিভয় প্রদর্শন করেন।' তাঁর অন্য অর্থ—'প্রগতের অর্থাৎ উপাসনাহীন জনের নিকট হ'তে তিনি বৃষ্টির পতন রোধ ক'রে রাখেন; অনাবৃষ্টি-নিবন্ধন তারা কষ্ট পায়।' ইত্যাদি।—যে পথে ভাষ্যকার 'প্রবতো নপাৎ' শব্দে পর্জন্য অর্থ গ্রহণ করেন, সেই পথেই সাদাসিধাভাবে বিপথগামীদের ভয়প্রদর্শনকারী অর্থ-ই পাওয়া যায়। ভগবান্‌কেই লক্ষ্য ক'রে ঐ দুই পদ প্রযুক্ত হয়েছে... এখন, প্রার্থনার বিষয় লক্ষ্য করুন। প্রথম প্রার্থনা,—'আপনার পাতক-দাহক তেজঃ সম্বরণ করুন।' ভাব এই যে,—আমরা পাপী; পাপের জ্বালায় অহর্নিশি দগ্ধীভূত হচ্ছি, জ্বলে পুড়ে মরছি। আপনি সে জ্বালা নিবারণ করুন।' দ্বিতীয় প্রার্থনা,—'আমাদের এই দেহে সর্বতোভাবে সুখ উৎপাদন করুন।' প্রথম মন্ত্রে দুঃখের কারণকে দূর করতে বলা হয়েছিল। এখানে সর্বতোভাবে সুখের প্রার্থনা প্রকাশ পেলো। সে সুখ—পরম সুখ—নিঃশ্রেয়স-রূপ সুখ। এটাই আমরা মনে ক'রি।—মন্ত্রের তৃতীয় প্রার্থনা (ভাষ্যের মতে)—'আমাদের সন্তানসন্ততিগণকে সুখী করুন।' আমরা ঐ স্থানে আর একটু প্রশস্ত ভাব গ্রহণ ক'রি। মন্ত্রে 'তোকেভ্যঃ' পদে শিশু বা ছেলে-মেয়ে অর্থ বোঝালেও, কেবল আপন সন্তান-সন্ততি অর্থ কেন করব? 'সর্বজনীন' 'সকলের' ভাব ঐ পদে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তার পর 'শিশু' এই অর্থ আসায়, অজ্ঞজনমাত্রকে (জ্ঞানপক্ষে শিশু) মনে করা যেতে পারে। সে পক্ষে এই অংশের তাৎপর্য এই যে, 'আমাদের ন্যায় আর যারা অজ্ঞ আছে,

জ্ঞানরাজ্যের শিশু আছে, তাদেরও মঙ্গলদান করুন। কুপথ হ'তে ফিরিয়ে সংসারের সকলের প্রতি করুণাবর্ষী হোন।' আমরা মনে ক'রি, এই সর্বজনীন প্রীতির ভাব এই মন্ত্রাংশে পরিব্যক্ত রয়েছে ॥ ২॥

◆

তৃতীয় মন্ত্র

প্রবতো নপান্নম এবাস্তু তুভ্যং নমস্তে
হেতয়ে তপুষে চ কৃণ্মঃ।
বিদ্ম তে ধাম পরমং গুহা যৎ সমুদ্রে
অন্তর্নিহিতাসি নাভিঃ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — সৎ-মার্গত্যাগীর অরক্ষক (অসৎমার্গগামীর সংহারক) হে ভগবন্! আপনাকে আমরা নমস্কার করছি; এই প্রকারে আপনার সকল বিভূতিকেই আমাদের নমস্কার প্রাপ্ত হোক; হননকারণ (দুষ্কৃতের নাশের জন্য) সন্তাপদানকারী আপনার আয়ুধকেও আমরা নমস্কার ক'রি; (পরমার্থপ্রদ) শ্রেষ্ঠ প্রসিদ্ধ আপনার যে নিবাসস্থান, তা গুহাবৎ অপরের অনধিগম্য ব'লে আমরা জানছি; সেখানে, অন্তরিক্ষে প্রাণবায়ুর ন্যায় (দেহের মধ্যে নাভিচক্রের মতো) অদৃশ্যভাবে আপনি বিদ্যমান রয়েছেন। (ভগবান্ সর্বব্যাপী। কেবল সর্বব্যাপী নন; পরন্তু সকলেরই অপ্রত্যক্ষীভূত। একমাত্র সাধকই তাঁর নিবাসস্থানের বিষয় অবগত আছেন। তা ব্যতীত অন্য কেউ অবগত নন। সেই ভগবান্‌কে লক্ষ্য ক'রে প্রার্থনাকারী বিবিধ প্রকারে নমস্কার করছেন। ভরসা, করুণাপ্রকাশপূর্বক করুণানিদান ভগবান্ যদি তাঁর তত্ত্ব বিজ্ঞাপিত করেন অর্থাৎ জানিয়ে দেন) ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই মন্ত্রে শেষাংশের ভাব বড়ই জটিল। যাই হোক, ভাষ্যকারের মতে, এই মন্ত্রেও পর্জন্যকে সম্বোধন আছে। সেই অনুসারে পর্জন্যকে দু'বার এবং তাঁর সম্বন্ধী অশনিকে একবার নমস্কার করা হয়েছে। মন্ত্রের প্রথম পংক্তির এটাই মর্মার্থ। দ্বিতীয় পংক্তির ''বিদ্ম তে ধাম পরমং গুহা'' এই অংশের অর্থে, আমাদেরও মত আছে। ভাষ্যের শেষাংশ—''যৎ সমুদ্রে অন্তর্নিহিতাসি নাভীঃ''। এই অংশের অর্থ নিষ্কাশনের পক্ষে ভাষ্যকার এইরকম ভাবের অধ্যাহার করেছেন। 'সমুদ্রে' পদে তিনি 'অন্তরীক্ষে' অর্থ গ্রহণ করেন। তাতে 'অন্তরীক্ষ মধ্যে নাভি' এমন বাক্য দাঁড়ায়। তার ভাবে তিনি লিখেছেন,—''যেমন দেহমধ্যে নাভিচক্রে সকল নাড়ী আবদ্ধ আছে, সেইরকম পর্জন্যে সমস্ত মেঘমণ্ডল বদ্ধ আছে।'' সেই অনুসারে তিনি ঐ অংশের অর্থে লিখেছেন, 'হে পর্জন্য! তুমি সেখানে স্থাপিত নাভি হও; অর্থাৎ, সমগ্র মেঘমণ্ডলের ধারকত্বহেতু নাভিচক্রবৎ তুমি অন্তরীক্ষের মধ্যে অবস্থিত আছ।'—আমরা কিন্তু 'প্রবতোনপাৎ' পদে (পূর্ব মন্ত্রের মতোই) ভগবান্‌কে সম্বোধন করা হয়েছে ব'লে মনে ক'রি। তিন বার নমস্কারে, প্রথমে সমষ্টিভাবে তাঁকে নমস্কার করা হয়েছে; তারপর, তাঁর বিভূতিসমূহকে এবং পরিশেষে তাঁর তীব্র শাসন-শক্তিকে নমস্কার প্রকাশ পেয়েছে।...প্রার্থনা-পক্ষে ভাব প্রকাশ পেল,—'হে অসৎ-মার্গগামীর প্রতি তীক্ষ্ণ দণ্ডধর! আপনার নিকট আমরা প্রণত হচ্ছি। কুপথ পরিত্যাগ ক'রে আপনার নির্দিষ্ট পথে চলতে সঙ্কল্প করেছি। আমাদের প্রতি আর দণ্ড ধারণ করবেন না। আপনার অঙ্গীভূত সত্ত্বভাবসমূহকে আমাদের দ্বিতীয় নমস্কার। তাঁরা এসে আমাদের সাথে মিলিত হোন। সৎপথানুবর্তিতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয়ে সত্ত্বভাব জেগে উঠুক। শেষ নমস্কার আপনার উগ্রভাবকে। সে যেন আর আমাদের দহন না করে।' মন্ত্রের প্রথম

পংক্তিতে আমরা এই ভাব এই অর্থই প্রাপ্ত হই।—মন্ত্রের দ্বিতীয় পংক্তিটিকে, একই সম্বন্ধ সূত্রে, দুই অংশে বিভক্ত করা যায়। প্রথমাংশের মর্ম,—'ভগবানের ধাম নিগূঢ় গুহার ন্যায়;—অর্থাৎ সে ধাম যে কোথায়, কেউই সহজে তা জানতে পারে না। তাঁকে পেতে হ'লে, তাঁর সেই ধামে পৌঁছাতে হ'লে বহু ধ্যান-ধারণা-সাধনার প্রয়োজন।' এই ভাব এই অংশে প্রকাশমান। শেষাংশের জটিলতার মধ্যে, একটি পদ পাই—'অন্তর্নিহিতাসি'। এতে মন্ত্রের লক্ষ্যস্থানীয় ভগবানের প্রতিই দৃষ্টি পড়ে। তিনি যে সকলের অভ্যন্তরে অদৃশ্যভাবে অবস্থিত আছেন, ঐ পদে সেই ভাব মনে আসে। "সমুদ্রে নাভীঃ" পদ দু'টিতে—সেই যে তাঁর সর্বত্র অদৃশ্যভাবে অবস্থান, সে কি রূপ—তা ব্যক্ত করছে। কিন্তু 'নাভিঃ' ও 'সমুদ্রে' এই দুই পদের সম্বন্ধ সন্ধান ক'রে পাওয়া বড়ই কঠিন। আমরা তিনরকমে একই লক্ষ্য রেখে ঐ দুই পদের মর্মানুসন্ধানে প্রয়াসী হয়েছি। পুরাণে রূপকে বিষ্ণুর নাভিপদ্ম সংক্রান্ত ব্যাপার এবং সেই সঙ্গে অনন্ত মহাসমুদ্রের বিষয়ে আমরা লক্ষ্য করেছি। সমুদ্রের সে নাভিমূল যেমন সকলের অলক্ষ্য, ভগবানের অবস্থিতি-স্থানও সেইরকম নিগূঢ় তত্ত্বমূলক। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সাধক কেবল সে অবস্থা—সে সমুদ্রের সে নাভিপদ্ম দেখতে পান। অনেকে তা দেখতে পায় না। এই সকল ভাব এই অংশে ব্যক্ত আছে ব'লে মনে করতে পারি ॥ ৩॥

◆

চতুর্থ মন্ত্র

যাং ত্বা দেবা অসৃজন্ত বিশ্ব ইষুং কৃণ্বানা
অসনায় ধৃষ্ণুং।
সা নো মৃড় বিদথে গৃণানা তস্যৈ তে
নমো অস্তু দেবি ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — সৎ-বৃত্তিস্বরূপিণী হে দেবি! সকল দেবগণ (সত্ত্বসমষ্টিভূত জগৎপাতা) সাধুগণের রক্ষার নিমিত্ত যে তোমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং পাপীগণের প্রতি প্রক্ষেপণের জন্য স্বতঃবর্ষী হিংসক (অসৎ-বৃত্তির নাশক) শরকে সৃষ্টি করেছেন; সেই তুমি, আমাদের সৎকর্মানুষ্ঠানে স্তূয়মান হয়ে, আমাদের সুখী করো; সেই কারণে, আমাদের নমস্কার তোমাকে প্রাপ্ত হোক। (ভাবার্থ—সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য দেবীস্বরূপিণী সৎ-বৃত্তিসমূহকে এবং পাপীগণের দণ্ডদানের জন্য সংহাররূপিণী অসৎ-বৃত্তিকে দেবগণ সৃষ্টি করেছেন। আমরা সৎ-বৃত্তিসমূহ প্রার্থনা ক'রি) ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই মন্ত্রটি একটু জটিল-ভাবাপন্ন। পূর্বের তিনটি মন্ত্রে পুরুষভাবে সম্বোধন ছিল। এখানে প্রকৃতিভাব এসে পড়লো। অর্থনিষ্কাষণে, ভাষ্যকারও সমস্যায় পড়লেন; আমাদেরও সমস্যা উপস্থিত হলো।—ভাষ্যকার বললেন,—'এবার অশনিকে সম্বোধন করা হলো।'—তিনি সেই অনুসারে অর্থ নিষ্পন্ন করলেন,—'হে অশনে! ইন্দ্র ইত্যাদি দেবগণ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন; অনভিমত (বিরুদ্ধপক্ষীয়) পুরুষের প্রতি নিক্ষিপ্ত হবার জন্য ধৃষ্ণু ইষু (প্রগল্‌ভ শর) সৃষ্ট হয়েছে। সেই যে তুমি অশনি, এই যজ্ঞে স্তূয়মান হয়ে, তুমি আমাদের সুখী করো। হে দেবি! আমাদের নমস্কার সেই হেন তোমাকে প্রাপ্ত হোক।' ভাষ্যে মন্ত্রের এই মর্মই প্রকাশিত হয়েছে। আমরা কিন্তু এখানে অশনিকে পূজার বা অশনির সম্বোধনের ভাব গ্রহণ করলাম না। আমরা বুঝলাম, এখানে সৃষ্টপদার্থ দু'প্রকারের আছে। ক্রিয়াবাচক 'সৃজন্ত' এবং 'কুর্বানা' এই দুই পদের প্রয়োগে সেই দু'রকম ভাব-ব্যক্তির ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। সুখপ্রাপ্তির জন্য মানুষ পূজা করে—

সত্ত্বভাবকে—দেবভাবকে। এটাই স্বাভাবিক। অসৎ-ভাবের বা অপদেবতার পূজা, তাদের দূরীকরণ বিহিত হ'তে পারে। কিন্তু সুখ-প্রাপ্তির কামনা যেখানে, দেবভাবের বা দেবতার পূজাই সেখানে সঙ্গত ব'লে মনে ক'রি। এখানে 'মৃড়' (সুখয়) পদ রয়েছে। সুতরাং সেইরকম পূজার ভাবই অধ্যাহৃত হচ্ছে। মন্ত্রে 'দেবি' এই সম্বোধন আছে। দেবি—এই সম্বোধনের সার্থকতা উক্ত অর্থেই উপপন্ন হয়। দেবী—দীপ্তিদানাদিগুণবিশিষ্ট। এ অর্থে 'অশনি' কখনই দেবী পর্যায়ভুক্ত হ'তে পারে না। অতএব, আমরা মনে ক'রি, এ মন্ত্রের সম্বোধন 'দেবি' পদ সৎ-বৃত্তি-স্বরূপিণী অন্তরস্থিতা দেবীকেই বোঝাচ্ছে।—এপক্ষে, এখানকার প্রার্থনার ভাব এই যে, —'সেই দেবীরূপিণী সৎ-বৃত্তি এসে আমার হৃদয় অধিকার করুক। পাপীর দণ্ডকারণে যে শরনিক্ষেপ আবশ্যক হয়, তখন আর তার প্রক্ষেপের প্রয়োজন হবে না।....উপসংহারে এই সূক্তের মন্ত্রগুলি কি উদ্দেশে প্রযুক্ত হয়, সেই পক্ষে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রি। এই সূক্তের মন্ত্র চারটির দ্বারা শান্তিকর্ম করলে, বজ্রভয় হ'তে মুক্তি পাওয়া যায়, কখনও দেবরোষে পড়তে হয় না। সেই পক্ষে মন্ত্রের যথা-প্রয়োগ হোক, সুফল আসুক—এই-ই আকাঙ্ক্ষা ॥ ৪ ॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : কুলপা কন্যা

[ঋষি : ভৃগ্বঙ্গিরা। দেবতা : বরুণ, যম। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

প্রথম মন্ত্র

ভগবস্যা বর্চ আদিষ্যধি বৃক্ষাদিব স্রজং।
মহাবুধ্ন ইব পর্বতো জ্যোক্ পিতৃষ্বাস্তাং ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ — হে ভগবন্! মালী যেমন পুষ্পিত বৃক্ষ হ'তে পুষ্পসমূহ চয়ন ক'রে অন্যকে প্রদান করে, সেইরূপ সেই সৎ-বৃত্তিরূপিণী দেবী হ'তে ভাগ্য ও তেজঃ (গ্রহণ-পূর্বক) সর্বতোভোবে আপনি আমায় প্রদান করুন। আমার চিত্ত দৃঢ়মূল অচল পর্বতবৎ পিতৃলোক-সম্বন্ধী (ভগবৎ-সম্পর্কীয়) সত্ত্বভাবে চিরকাল (অবিচলিতভাবে) অবস্থিতি করুক। ভাবার্থ,—হে ভগবন্! আমরা যেন আপনার অনুগ্রহে সত্ত্বভাবের অধিকারী এবং পিতৃপদাঙ্কের অনুসারী হই) ॥ ১ ॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই সূক্তে চারটি মন্ত্র। এই মন্ত্র-ক'টি স্ত্রীর বা পুরুষের দুর্ভাগ্য-নিবারণের জন্য বিহিত। যে স্ত্রী কখনও পতির গৃহে আশ্রয় পায় না, যে স্ত্রীর প্রতি তার পতি বিরূপ ও বিরক্ত, এই মন্ত্রানুগত ক্রিয়ার ফলে, সে স্ত্রী পতির সুনয়নে পতিত হবে এবং পতিগৃহে আশ্রয় পাবে। এই রকমে এই মন্ত্রের প্রভাবে পুরুষেরও সৌভাগ্যোদয় ঘটবে। মন্ত্রের কার্যপ্রণালী কর্মীর আয়ত্তাধীন। কর্মী গুরু-পুরোহিতের দ্বারা কর্মানুষ্ঠান করাতে হবে।—এক্ষণে আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের কথা ব'লি। ভাষ্যের মতে মন্ত্রের অর্থ এইরকম—'এই মন্ত্রের প্রভাবে এই অনভিমতা (অর্থাৎ পতির অমনোনীতা) স্ত্রীর ভাগ্য ও তৎ-হেতুভূত শারীরিক অসাধারণ তেজঃ প্রদত্ত হোক। পুষ্পিত বৃক্ষ হ'তে মানুষেরা যেমন পুষ্পনিকর প্রদান করে; সেইরকম ভাবে এই নারী ভাগ্য ও তেজঃ প্রাপ্ত হোক। দৃঢ়মূল পর্বত যেমন আপন স্থান হ'তে বিচলিত হয় না, সেইরকম এই অতি দুর্ভাগা স্ত্রী চিরকাল পিতৃগৃহেই বাস করছে; পিতৃগৃহ হ'তে কখনও পতিগৃহে গিয়ে পতির মুখ-দর্শনে এর সৌভাগ্য হলো না।' ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের এইরকম অর্থ ও এই রকম ভাব প্রাপ্ত হওয়া

যায়।—এবার আমাদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দু' চারটি কথা বলা যাক। মন্ত্রে একটি 'অস্যা' পদ আছে। তা হ'তে ভাষ্যকার ''অনভিমতয়াঃ স্ত্রীয়াঃ'' অর্থ অধ্যাহার করেছেন। কিন্তু আমরা ব'লি, ''অস্যাঃ'' পদ পূর্ব-সম্বন্ধ-দ্যোতক। তার বাংলা ভাব—ইহার। অর্থাৎ, পূর্বে যার কথা বলা হয়েছে, যাঁর প্রসঙ্গ চলেছে, ঐ পদে তাঁকেই লক্ষ্য আছে। হঠাৎ এখানে পতি-পরিত্যাক্তা স্ত্রীকে কেন সন্ধান ক'রে আনি? পূর্ব সূক্তের শেষ মন্ত্রে (এই মন্ত্রের অব্যবহিত পূর্বেই) দেবীর প্রসঙ্গ আছে। সেই দেবী যে সৎ-বৃত্তিরূপিণী দেবী, তা আমরা সেখানেই প্রতিপন্ন করেছি। আমরা ব'লি, এখানে ''অস্যাঃ'' পদে সেই দেবীকেই নির্দেশ করছে। কা'কে সম্বোধন ক'রে মন্ত্রটি উচ্চারিত হয়েছে, ভাষ্যে তার নির্দেশ নেই।...এই সকল কারণে, বিশেষতঃ ''বৃক্ষাদিব স্রজং'' এই উপমার অর্থানুসরণে, আমরা এই মন্ত্রের সম্বোধনে ভগবানের প্রতি লক্ষ্য আছে—মনে ক'রি।—আমরা মনে ক'রি, মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক।...তাই প্রার্থনা করা হলো,—'হে ভগবন্! পুষ্পিত তরু হ'তে পুষ্প-সম্ভার চয়ন-পূর্বক মালী যেমন অপরকে প্রদান করে, সৎবৃত্তিরূপিণী দেবীর ঐশ্বর্য ও তেজঃ আপনি সেইরকম আমায় প্রদান করুন।' পুষ্পিত তরুর পুষ্পসম্ভার দান-প্রাপ্তির প্রার্থনা—এ ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ও সঙ্গত উপমাই হয়েছে।—মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের প্রার্থনা—'দৃঢ়মূল পর্বতের ন্যায় অচল অটল হয়ে আমার চিত্ত সেই ভগবৎ-পাদপদ্মে (সত্ত্বভাবের মহাসমুদ্রে) চিরকাল অবিচলিত-ভাবে আশ্রয় গ্রহণ করুক।'—এই সকল বিষয় বিবেচনা করলে, মন্ত্রে আমরা যে অর্থ গ্রহণ করলাম, সেই অর্থই সঙ্গত হয় ॥ ১ ॥

◆

দ্বিতীয় মন্ত্র

এষা তে রাজন্ কন্যা বধূর্নি ধূয়তাং যম।
সা মাতুর্বধ্যতাং গৃহেহথো
ভ্রাতুরথো পিতুঃ ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — সংযম-মূল দ্যোতমান হে শুদ্ধসত্ত্ব-ভাব। সৎ-বৃত্তিরূপা আপনার এই কন্যা মনোরূপ-বরের পরিণীতা পত্নী হন; সেই বধূ পতিগৃহ হ'তে বিতাড়িতা হয়েছেন (অর্থাৎ, মন আর সৎ-বৃত্তিকে পোষণ করতে চায় না, তাই তাকে দূরীভূত করেছে); এইভাবে বিতাড়িতা হয়ে, সেই বধূ এখন আপন জননীর এবং ভ্রাতার এবং পিতার গৃহে (আশ্রয় নিয়ে সেখানেই) চিরতরে আবদ্ধ রয়েছে। (ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বভাব হ'তে নিঃসৃত যে সৎ-বৃত্তি, সে আমার অন্তঃকরণে স্থান-লাভ করেনি। অন্তঃকরণ হ'তে বিতাড়িত হয়ে সৎ-বৃত্তি সম্প্রতি উৎপত্তি-মূল ভগবানে বিলীন হয়ে আছে)। ॥ ২॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — মন্ত্রটি বিষম কুহেলিকা-পূর্ণ। পতিপরিত্যক্তা স্ত্রী যাতে পতিগৃহে পুনরায় আশ্রয় পায় এবং পতির প্রিয় হয়, সেই উদ্দেশ্যেই মন্ত্রটির প্রয়োগ-বিধি আছে। তা থাকুক। কিন্তু মন্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য কি, তা-ই অনুধাবনার বিষয়। ভাষ্যকার বলেন, এখানে 'রাজন্' পদে 'সোমকে' সম্বোধন করা হয়েছে। 'যম' তাঁর বিশেষণ। মন্ত্রে বলা হয়েছে—'হে রাজমান সোম! এই কন্যা বা স্ত্রী তোমার বধূ (জায়া); প্রথমে তুমি একে পরিগ্রহ করেছিলে। কিন্তু এক্ষণে দুর্ভাগ্যবশতঃ পতিগৃহ হ'তে (তোমার গৃহ হ'তে) সে নিঃসারিতা হয়েছে। এই প্রকারে নিঃসারিতা হয়ে, সে এখন আপন জননীর গৃহে, আপন ভ্রাতার গৃহে, এবং আপন পিতার গৃহে চিরতরে আবদ্ধা রয়েছে। সে এমনই দুর্ভাগা যে, পিতৃমাতৃগৃহে তাকে চিরকাল (যাবজ্জীবন) বাস করতে হলো; সে আর কখনও পতিগৃহে প্রবেশ করতে পেলো না।'—আমরা মনে ক'রি,

এই মন্ত্রের সম্বোধ্য—'শুদ্ধসত্ত্বভাব'। 'রাজন্' পদ হ'তে এবং ঐ পদের প্রতিবাক্যে ভাষ্যকার যে 'সোম' শব্দ ব্যবহার করেছেন, তা হ'তে, আমরা ঐ সম্বোধন আমনন করতে পারি। 'সোম' শব্দে যে শুদ্ধসত্ত্বভাবকে (ভক্তি প্রভৃতিকে) বোঝায়, তা আমরা পুনঃ পুনঃ প্রতিপন্ন ক'রে আসছি। 'রাজন্' ও 'যম' এই দুই পদই শুদ্ধসত্ত্বের প্রকৃত দ্যোতক। সত্ত্বভাবের ন্যায় দীপ্যমান (রাজমান) সংসারে আর কি আছে? সংযমসাধনার পক্ষেও সত্ত্বভাবই শ্রেষ্ঠ উপাদান। 'এষা' পদে পূর্বমন্ত্রকথিতা সৎ-বৃত্তিকেই লক্ষ্য করে। 'তে কন্যা' অর্থাৎ 'তোমার কন্যা'—অর্থাৎ সত্ত্বভাব থেকেই সৎ-বৃত্তির উৎপত্তি। সুতরাং সত্ত্বভাবকে সৎ-বৃত্তির পিতৃস্থানীয় বলা যেতেই পারে। এখন অবশিষ্ট রইলো—"বধূঃ" পদ। এখানে "মনোরূপস্য বরস্য" বাক্য অধ্যাহার করেছি। মন্ত্রের ঐ 'বধূঃ' পদ, ঐ বরের সঙ্গে ভিন্ন অন্য বরের সাথে সম্বন্ধযুত হ'তে পারে না।... 'বধূ' পদের তাৎপর্য এই যে, পত্নী যেমন পতির সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়, সৎ-বৃত্তি সেইরকম প্রথমে এসে মনের সাথে মিলিত হয়। মানুষের প্রথম অবস্থায়, নবজীবনে, তরুণ মনে, প্রথমে সৎ-বৃত্তিরই স্বতঃ বিকাশ হয়। পরে ক্রমে, পারিপার্শ্বিক পাপ-প্রলোভনের মোহে পড়ে, নিজের অন্তরস্থিত সৎ-বৃত্তিকে মানুষ তাড়িয়ে দেয়। বড় সঙ্গত উপমা!—মন্ত্রের শেষাংশের ভাব,—'পতি-পরিত্যক্তা বধূকে যেমন মাতৃগৃহে ভ্রাতৃগৃহে ও পিতৃগৃহে আশ্রয় নিয়ে দিনযাপন করতে হয়, সৎ-বৃত্তিকেও সেইরকম আপন উৎপত্তিস্থানে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়।' এখানে মাতা, ভ্রাতা ও পিতা তিনটি পদ আছে। সৎ-বৃত্তির পিতা—শুদ্ধসত্ত্বভাব। তার জননী-পর্যায়ে হৃদয়কে বা মস্তিষ্ককে নির্দেশ করতে পারি। তার ভ্রাতা বলতে—সত্য, সরলতা, দয়া প্রভৃতি সৎ-গুণাবলিকে নির্দেশ করতে পারি। তখন, পতিগৃহ হ'তে বিতাড়িত হয়ে, যেখানে শুদ্ধসত্ত্বভাব আছে, সেখানে গিয়ে সে আশ্রয় গ্রহণ করে,—যেখানে দয়া, সত্য, সরলতা প্রভৃতি গুণের সমাবেশ আছে, সেখানে গিয়ে সে বসতি করে, যে হৃদয়ে বা মস্তিষ্কে একটু জ্ঞান আছে—সেইখানে গিয়ে সে আবদ্ধ থাকে। 'বদ্ধতাং' পদের সার্থকতা এই যে, সেই হৃদয়ে বা সেই মস্তিষ্কেই সে বদ্ধ থেকে যায়,—বাহিরে এসে, পরিত্যাগকারীর কাছে এসে, সে আর আপন কর্মকারিতা প্রকাশ করে না।—এইভাবে আমরা মনে ক'রি, মন্ত্র যে কার্যে, যে ভাবেই প্রযুক্ত হোক, মন্ত্রের লক্ষ্য,—ভ্রমান্ধ মনকে সতর্ক করা ॥ ২॥

◆

তৃতীয় মন্ত্র

এষা তে কুলপা রাজন্ তামু তে পরি দদ্মসি।
জ্যোক্ পিতৃষ্বাসাতা আ শীর্ষ্ণঃ সমোপ্যাৎ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে দ্যোতমান শুদ্ধসত্ত্ব! সৎ-বৃত্তিরূপা তোমার এই কন্যা কুলপবিত্রকারিণী (অর্থাৎ, সে কখনও ব্যাভিচারিণী বিপথগামিনী হয় না); অতএব, সৎ-বৃত্তিরূপা তোমার সেই কন্যাকে তোমারই আশ্রয়ে রক্ষা করো, সে চিরকাল পিতৃগৃহে (সত্ত্ব সম্বন্ধেই) বাস করুক; তাতেই তার মস্তক ভুলুণ্ঠিত হোক (অর্থাৎ, সেই অবস্থাতেই সে তোমাতে লীন হোক)। (ভাবার্থ,—মন হ'তে পরিত্যক্ত সেই সৎ-বৃত্তি উপায়ান্তর বিহীন হয়ে উৎপত্তিকারণ সত্ত্বভাবের সাথে লীন হয়ে আছে) ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — ভাষ্যে এ মন্ত্রেও সোমকে সম্বোধন আছে। ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্রের মর্মার্থ এই যে,—'তোমার এই স্ত্রী পাতিব্রত্যের দ্বারা কুলের পালয়িত্রী। যেহেতু বিবাহকালে প্রথমতঃ তোমা কর্তৃক এই স্ত্রী পরিগৃহীত হয়েছিল, তুমি এর রক্ষণাবেক্ষণ করবে ব'লেই এই কন্যা তোমাকে দান করা হয়। তোমার

নিকট প্রত্যাখ্যাতা হয়ে এক্ষণে সে চিরকালের জন্য পিতৃগৃহে বাস করছে। সেখানেই তার মস্তক ভূপতিত হ'তে চললো, অর্থাৎ সেই অবস্থাতেই তার মরণ নিকটে এলো।' এ মতে, পত্নী-পরিত্যাগকারী কোনও পতিকে সম্বোধন ক'রে যেন এই মন্ত্রটি উচ্চারিত হয়েছিল, এটাই প্রতিপন্ন হয়। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ এই ব্যাখ্যারই অনুমোদন ও অনুসরণ করেন।—আমরা পূর্বাপর ভাব-সঙ্গতি রক্ষা-পক্ষে 'রাজন্' ও 'এষা' পদ দু'টিতে যথাক্রমে 'সত্ত্বভাবকে' ও 'সৎ-বৃত্তিকে' লক্ষ্য ক'রে এসেছি। মন যখন সৎ-বৃত্তির সংশ্রব পরিত্যাগ করে, তখন সৎ-বৃত্তি আর কোথায় যাবে? যে সৎ হ'তে এসেছিল, সে তখন সেই সতেই গিয়ে আশ্রয় নেয়। এখানে সেই কথাই রূপকের আবরণে উপমার মধ্য দিয়ে পরিবর্ণিত হয়েছে। পতি যদি আপন পত্নীকে পরিত্যাগ করে, আর সে পত্নী যদি ব্যাভিচারিণী না হয়; তাহ'লে, তার পিতা তাকে আশ্রয় দেন,—পালন করেন; সে যদি আর স্বামিগৃহে আশ্রয় না পায়, তাহ'লে পরিশেষে পিতৃগৃহেই তার আয়ুঃ শেষ হয়। সাংসারিক এই নিত্যপরিদৃশ্যমান ব্যাপারের মধ্য দিয়ে, এখানে মনস্তত্ত্বের এক নিগূঢ় রহস্য ব্যক্ত করা হয়েছে। ...সৎ-বৃত্তি সত্ত্বভাবসম্ভূতা। যেখানে সত্ত্বভাব, সে তো গিয়ে সেখানে বিলীন হলো। এই অর্থেই পিতৃগৃহ-বাসের উপমা। সংসারী লোকের চক্ষে স্বামী-পরিত্যক্তা অবস্থায় পিতৃগৃহে নারীর জীবনযাপন—বিসদৃশ দৃশ্য। তাতে তার মস্তক ভূলুণ্ঠিত হলো—ভাব আসে।...কিন্তু, তা হ'লেও, সে যখন আপন পাতিব্রত্য-ধর্ম অক্ষুণ্ণ রেখে, পতির ধ্যানে, পরমেশ্বরের পূজায়, জীবন যাপন করে; তার পারলৌকিক মঙ্গল অবিসম্বাদী। এখানে সেই আভাষই পাওয়া যায়।—এ পক্ষে মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'মানুষ! তুমি সৎ-বৃত্তিকে পরিত্যাগ ক'রে যেও না। সে আশ্রয়বিহীন নয়। কিন্তু তাকে পরিত্যাগ ক'রে তোমাকেই শেষে নিরাশ্রয় হ'তে হবে।' এই মন্ত্রের ভাব উপলব্ধি ক'রে, মানুষ যখন বলতে পারবে,—'হে দেবি! তুমি আমারই গৃহে থাকো, পিতৃগৃহে তোমার যাওয়ার প্রয়োজন নেই'—তখনই মন্ত্রের লক্ষ্য সিদ্ধ হবে ॥ ৩॥

◆

চতুর্থ মন্ত্র

অসিতস্য তে ব্রহ্মণা কশ্যপস্য গয়স্য চ।
অন্তঃকোশমিব জাময়োঽপি নহ্যামি তে ভগম্ ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — হে আমার মন! তোমার দুষ্কৃতিকে, অসিত কশ্যপ ও গয় নামক মহর্ষি-ত্রয়ের প্রবর্তিত (অথবা—পাপ-কালিমা-নাশক, দণ্ড-নিবারণ-কারক এবং উন্মার্গতাজনিত দোষপরিহারক) মন্ত্রের দ্বারা অপনোদন করছি; সেই মন্ত্রের দ্বারা, তোমার সৌভাগ্যকে নিত্যপরিবর্ধনশীল বিত্তকে (অথবা, অপত্য ইত্যাদিকে) নিগূঢ় স্থানে লুক্কায়িত রত্নের ন্যায় প্রকটিত করছি। (মন্ত্রশক্তি অব্যর্থ-ফলপ্রদায়িনী। হে মন! সেই মন্ত্রশক্তির প্রভাবে তোমার উৎকর্ষসাধন করছি।—মন্ত্রটি এমনই আত্ম-উদ্বোধনমূলক) ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — ভাষ্যে এ মন্ত্রে নারীকে সম্বোধন আছে। তাকে সম্বোধনে বলা হচ্ছে,—'হে নারি! অসিত ঋষির, কশ্যপ ঋষির এবং গয় ঋষির মন্ত্রের দ্বারা, তোমার ভাগ্যের বাধা দূর করছি; গৃহের মধ্যে অবস্থিত ধনের ন্যায় তোমার সৌভাগ্য ও অপত্য ইত্যাদি প্রাপ্ত করছি।' ভাষ্যে মন্ত্রার্থে সংক্ষেপতঃ এই ভাবই প্রকাশ পেয়েছে।—কেবল নারীকে কেন, ভাষ্যকারের অনুসরণেই আমরা বলতে পারি, মনকে অথবা সৎ-বৃত্তিকে (বরকে অথবা বধূকে) দু'য়ের যে কোনটির সম্বোধনে মন্ত্রটি প্রযুক্ত হয়েছে—এমনও বলা যেতে পারে।...তাতে, দু'য়ের একের সম্বোধনে প্রযুক্ত মনে করলে, উভয়ের যে কাউকে সম্বোধন-পূর্বক বলা যায়,

'মন্ত্রের দ্বারা তোমার ভাগ্যপরিবর্তন সাধিত করছি।' আমাদের দৃষ্টিতে অবশ্য, মনঃ-সম্বোধনে মন্ত্রের প্রয়োগই অধিকতর সঙ্গত ব'লে প্রতীত হয়। পিতৃগৃহে বাসের উপমায় (পূর্ব মন্ত্র দ্রষ্টব্য) যদি খর্বভাব—সৌভাগ্যহানির ভাব গ্রহণ করা যায়, তাতে মন্ত্রটি সৎ-বৃত্তির পক্ষে প্রযুক্ত হয়েছে মনে করলেও মনে করতে পারি। কিন্তু সে পক্ষে প্রথম 'তে' পদটির সার্থকতা থাকে না। ভাষ্যকার ঐ 'তে' পদটি গণনায় আনেননি।—আমরা মনে ক'রি, এখানে দু'রকম বিষয় প্রখ্যাত হয়েছে। প্রথম—দুষ্কৃত-নাশ, দ্বিতীয়—সৌভাগ্য-লাভ। দুষ্কৃতি নাশ না পেলে, সৌভাগ্য কিভাবে আসবে? উভয়ের পারস্পরিক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। তাই দু'টি 'তে' পদের ব্যবহারে আমরা ঐ ভাব অধ্যাহার করছি। মন্ত্রের প্রভাবে, তোমার দুষ্কৃত (পত্নীত্যাগ-রূপ সৎ-বৃত্তির পরিত্যাগ) দূর হবে; আর তুমি সৌভাগ্য (পরমৈশ্বর্য) প্রাপ্ত হবে। হঠাৎ কোনও গুপ্তধন প্রাপ্ত হ'লে মানুষের যে আনন্দ হয়, মন্ত্রের প্রভাবে, দুর্ভাগ্যের মধ্যে সৌভাগ্যের উদয়ে তুমি সেই আনন্দ লাভ করবে। 'অন্তঃকোশমিব' উপমায় সেই ভাব প্রকাশ করছে।...মন্ত্রের নিগূঢ় শিক্ষা,—'তোমার আপন অবস্থা তোমার আপন উদ্যমে পরিবর্তন করতে হবে। প্রস্তুত হও—প্রস্তুত হও।'—মন্ত্রে 'অসিত', 'কশ্যপ' এবং 'গয়' এই তিনটি পদের দ্বারা ঐ তিন নামধেয় তিন জন ঋষির সংশ্রব সূচিত হয়। এ পক্ষে আমরা দু'রকম অর্থ আমনন করলাম। মনে করতে হবে, ঐ সব নামে অনন্ত-সম্বন্ধ আছে। কালচক্রনেমির বিন্দুরূপে ঐ সকল মহাত্মা সংসারে আবির্ভূত হন এবং সংসার হ'তে তিরোহিত হন। —'মন্ত্রশক্তি অব্যর্থ ফলপ্রদ। মন্ত্রশক্তির অনুধ্যানে আত্মজয়ী হও।' এটাই এখানকার প্রার্থনার গূঢ় উপদেশ ॥ ৪॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : পুষ্টিকর্ম

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : সিন্ধব, বায়ু, পতত্রিণ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, পংক্তি]

প্রথম মন্ত্র

সং সং স্রবন্তু সিন্ধবঃ সং বাতাঃ সং পতত্রিণঃ।
ইমং যজ্ঞং প্রদিবো মে জুষন্তাং সংস্রাব্যেণ
হবিষা জুহোমি ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — হে জলাধিষ্ঠাত্রী সর্বাভীষ্টবর্ষণকারী স্নেহকারুণ্যরূপী (সর্বধারণক্ষম) দেবতা, (আপনারা) আমাদের প্রভূত মঙ্গল সাধন করুন। হে বায়ুর অধিষ্ঠাত্রী (সর্বত্রগমনশীল, সর্বব্যাপী) দেবতা! (আপনারা) আমাদের মঙ্গল (বিধান করুন); হে পতিত-উদ্ধারকারী দেবতা! আপনারা আমাদের সুখ প্রদান করুন। (অর্থাৎ ভগবানের সকল বিভূতিসমূহের অনুগ্রহে আমাদের সর্বপ্রকার শ্রেয়ঃ সাধিত হোক)। (ভাবার্থ—ভগবানের বিভূতিসমূহ আমাদের অনুকূল হোক এবং সর্বমঙ্গল বিধান করুক। অপিচ, তাদের অনুগ্রহে আমাদের সর্বরকম শ্রেয়ঃ সাধিত হোক) ॥ ১॥

অথবা,

হে দেবভাবসমূহ! (আপনারা) সংসার-সমুদ্রে নিমজ্জিত জনগণের উদ্ধার সাধন করেন (অথবা ভগবৎ-অভিমুখী কিম্বা আপনাদের অনুগ্রহপ্রার্থী জনগণকে ত্বরায় ভগবানের সাথে সম্মিলিত করেন); (আপনারা) চঞ্চলচিত্ত জনের চিত্তস্থৈর্য বিধান ক'রে ভগবানে সম্মিলিত করেন; (আপনারা)

পতিত ও পতনোন্মুখ জনগণের (দুষ্কৃত দূর ক'রে) তাদের মঙ্গল সাধন করেন (সৎকর্মনিরত ক'রে উদ্ধার-সাধন করেন)। (ভাবার্থ—তাদের দুষ্কৃত দূর ক'রে সৎকর্মপরায়ণ করুন) ॥ ১॥

অথবা,

হে দেববিভূতিসমূহ! আপনারা জলচর প্রাণীদের, অন্তরীক্ষচারী জীবগণের এবং স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সকল প্রকার প্রাণীর সুখ ও মঙ্গল বিধায়ক হন। (ভাব এই যে ভগবান্ সকলেরই মঙ্গল বিধান করেন)। প্রাচীনগণের স্তুত্য দীপ্তিদানাদি গুণযুক্ত সেই আদিদেব (পূর্বোক্ত বিভূতি-সমূহ পরিবৃত হয়ে) প্রার্থনাকারী আমাদের এই অনুষ্ঠান-সমূহ প্রাপ্ত হোন। আমরা পবিত্র (তাঁর সমীপে নয়নসমর্থ) সত্ত্ব ইত্যাদি গুণের দ্বারা তাঁর সেবা করছি; (সত্ত্ব ইত্যাদির দ্বারা তাঁকে পাবার প্রার্থনা করছি) ॥ ১॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — নানা ভাবে এ মন্ত্রের নানারকম অর্থ অধ্যাহার করা যেতে পারে। এক অর্থে, মন্ত্রের প্রথমাংশে জলদেবতাকে, বায়ুদেবতাকে এবং বনদেবতাকে সম্বোধন করা হয়েছে, বলা যেতে পারে। আর এক অর্থে, ভগবানের বিভিন্ন বিভূতিগুলিকে আহ্বান ক'রে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস হয়েছে, বলতে পারি। আর এক অর্থে, ভগবান্ বিভিন্ন বিভূতিরূপে প্রকটিত হয়ে, বিভিন্ন জনের যে উদ্ধার সাধন ক'রে থাকেন, মন্ত্রে তা-ই খ্যাপিত দেখি।—ভাষ্যানুসারে বোঝা যায়, সূক্তের অন্তর্গত এই মন্ত্রগুলি সর্বপুষ্টি-কর্মে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে, ভাষ্যকার মন্ত্রের প্রথমাংশের অর্থ করেছেন,—'স্যন্দনশীল নদীসমূহ আমাদের অনুকূলে প্রবাহিত হোক; গমনশীল বায়ু আমাদের অনুকূল হোক। অর্থাৎ, জল, বায়ু ও বন সর্বত্রবিহারী প্রাণিগণ আমাদের সহায় হোক।' মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের অর্থ, ভাষ্যকারের মতে,—'পুরাতন দেবগণ আমাদের এই যজ্ঞের সমীপবর্তী হয়ে হবিঃ স্বীকার করুন। আমরা সংস্রাবণীয় আজ্য ইত্যাদি হবিঃ অগ্নিতে নিক্ষেপ করছি।' মন্ত্রের এই ব্যাখ্যাই অধুনা সাধারণ্যে প্রচলিত। বহির্যাজ্ঞিকের পক্ষে এমন প্রার্থনা—এমন কামনা সঙ্গত হ'লেও, অন্তর্যাজ্ঞিকের—মুক্তিপ্রার্থী জনের পক্ষে, এ মন্ত্রে অন্যভাব প্রতিভাত।—একটু বিবেচনা ক'রে দেখলে বুঝতে পারা যায়, স্থূল-বস্তুর সাথে এ মন্ত্রের আদৌ সম্বন্ধ নেই। ব্যষ্টিভাবে সমষ্টিভূত ভগবানের বিভিন্ন বিভূতির সম্বোধনে সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকেই এই মন্ত্রে লক্ষ্য করা হয়েছে। অসীমকে সসীম মনের মধ্যে ধারণা করা যায় না; তাই তাঁর বিভিন্ন রূপ ও বিভিন্ন আকৃতির কল্পনা করা হয়ে থাকে। অধিকারী অনুসারে বিভিন্ন জন বিভিন্ন বিভূতির ধারণা ক'রে নেয়।...মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের 'প্রদিবঃ' পদের মর্মগ্রহণ একটু দুরূহ। সায়ণ ঐ শব্দের অর্থ করেছেন,—'পুরাতনা দেবাঃ'। আমরা এই অর্থের কোনও সার্থকতা উপলব্ধি করতে পারলাম না। নূতন ও পুরাতন—দেবতার এই পর্যায়-নির্দেশ বড়ই বিসদৃশ। বেদবাক্য নিত্য-সত্য-সনাতন ব'লে স্বীকার করলে, এমন স্তরনির্দেশে তার অপৌরুষেয়ত্বে বিঘ্ন ঘটে। তাই আমরা ঐ পদে দুই বিভিন্ন অর্থ নির্দেশ করেছি। প্রথম, 'পুরাতনৈঃ ঈড়িত স আদিদেবঃ'; দ্বিতীয়, 'দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত স জ্ঞানদেবঃ যদ্বা অগ্রগামিনঃ দেবঃ।' প্রথম অর্থে বোঝা যায়,—সেই দেবতাকে যে কেবল আমরাই আরাধনা করছি, তা নয়; আমাদের পূর্ববর্তিগণ—পিতৃপিতামহ এবং তাঁদেরও পূর্ববর্তিগণ—এই ভাবে অনন্ত অতীত কালে, অনন্ত অতীত জনগণ, তাঁদের পূজা ক'রে গিয়েছেন। তাঁরাও বলেছেন—পুরাতন; আমরাও বলছি—পুরাতন, আমাদের পরবর্তিগণও বলবেন—পুরাতন। সুতরাং যিনি পুরাতনগণের স্তুত্য, সেই পুরাণ-পুরুষ আদিদেবকেই ঐ 'প্রদিবঃ' পদে লক্ষ্য করা হয়েছে। আমাদের দ্বিতীয় অর্থে বোঝা যায়—'আমাদের হৃদয়ে নিহিত দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত সেই জ্ঞানদেবতা আমাদের অনুষ্ঠানসমূহ—দেবভাবসমূহ—ভগবৎসকাশে সংবাহিত করুন।'—'হে দেববিভূতিনিবহ অথবা হে দেবভাবনিবহ! আপনারা আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। সৎ-ভাব-সহযুত সৎকর্মসমূহ আপনাদের প্রদান করছি। আপনারা তা গ্রহণ

করুন,—আমাদের পরমার্থসন্নিকর্ষলাভে সহায় হোন, এবং আমাদের ভগবানের সমীপে নিয়ে যান।'—প্রার্থনাপক্ষে মন্ত্রের এটাই মূল ভাব ॥ ১॥

◆

দ্বিতীয় মন্ত্র

ইহৈব হবমা যাত ম ইহ সংস্রাবণা
উতেমং বর্ধয়তা গিরঃ।
ইহৈতু সর্বো যঃ পশুরস্মিন্ তিষ্ঠতু
যা রয়িঃ ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — হে দেবভাবনিবহ! আমাদের স্তুতির দ্বারা (প্রসন্ন হয়ে) আমাদের এই কার্যে (আমাদের হৃৎ-প্রদেশে) আগমন করুন (অধিষ্ঠিত হোন)। স্রপণশীল (অভীষ্টবর্ষণশীল, আমাদের হৃদয়ে নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব ইত্যাদির দ্বারা সম্বর্ধিত হয়ে) আপনারা এই কার্যে (অনুষ্ঠানকারী আমাদের হৃদয়ে) আগমন করুন (প্রতিষ্ঠিত হোন)। আমাদের উচ্চারিত এই স্তুতিমন্ত্রসমূহকে (আমাদের প্রদত্ত এই হবিকে) প্রবৃদ্ধ করুন (অর্থাৎ, আমাদের স্তুতিতে প্রসন্ন হয়ে আমাদের সমৃদ্ধিশালী করুন); হে দেবগণ! আমাদের ইহলোকসম্বন্ধি সমস্ত মঙ্গল আমাদের প্রাপ্ত হোক, অপিচ পরলোক-সম্বন্ধি কল্যাণ আমাদের প্রতি বর্ষিত হোক। (ভাবার্থ—হে দেবগণ! আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হোন। আপনাদের অনুগ্রহে আমাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয়প্রকার মঙ্গল বিহিত হোক। অপিচ, আমাদের মোক্ষফল প্রদান করুন। মন্ত্রে এই প্রার্থনার ভাব দ্যোতিত হচ্ছে) ॥ ২॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এ মন্ত্র সরল প্রার্থনামূলক। ভাষ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন করেছেন, দু' এক স্থান ব্যতীত অন্য কোনও স্থলেই তাঁর সাথে আমাদের মতানৈক্য নেই। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় প্রকাশ,—হে দেবগণ! আমাদের আহ্বান শ্রবণ ক'রে, আমাদের আহ্বানের উদ্দেশে, আপনারা আমাদের সমীপে আগমন করুন। অন্য সকল পরিত্যাগ ক'রে কেবল আমার সমীপেই উপস্থিত থাকুন। আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমরা সংস্রবণীয় ইত্যাদির দ্বারা হোম নিষ্পন্ন ক'রি। হে দেবগণ! আমাদের কর্তৃক স্তূয়মান হয়ে হবিপ্রদানকারী আমাদের প্রজা-পশু-অশ্ব ইত্যাদির দ্বারা সমৃদ্ধশালী করুন। আমাদের অনুগ্রহে লোকপ্রসিদ্ধ গো-অশ্ব-মহিষ ইত্যাদি এবং ধান্য-কনক ইত্যাদি আমাদের গৃহে আগমন করুক।' ইত্যাদি। সায়ণ 'পশুঃ' এবং 'রয়িঃ' পদ দু'টিতে যথাক্রমে 'গো-অশ্ব-মহিষ ইত্যাদি পশু' ও 'ধান্য-কনক ইত্যাদিরূপ ধন' অর্থ করেছেন। লৌকিক হিসাবে এমন অর্থ অসঙ্গত নয়; কিন্তু মোক্ষপ্রার্থী ভক্তসাধক ঐহিক সুখলাভের কামনা করেন না। তাঁদের পশু ইত্যাদি লাভের কামনা ইহলৌকিক মঙ্গলপ্রাপ্তি—শুদ্ধসত্ত্বলাভে, সৎকর্মের সম্পাদনে সাধিত হয়ে থাকে। তাই এখানে 'পশুঃ' পদে আমরা 'ইহলৌকিক মঙ্গল' অর্থ অধ্যাহার করেছি। 'রয়িঃ' পদে 'পারলৌকিক মঙ্গল' অর্থ অধ্যাহৃত হয়েছে।— প্রার্থনাপক্ষে মন্ত্রের ভাব এই যে,—'হে দেবভাবনিবহ! আপনারা প্রসন্ন হয়ে আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হোন; আমাদের হৃদয়নিহিত শুদ্ধসত্ত্বভাবের দ্বারা সম্বর্ধিত হয়ে আমাদের হৃদয়ে আসন গ্রহণ করুন। আমাদের উচ্চারিত স্তুতিমন্ত্রসমূহ যাতে ভগবৎ-অনুসারী হয়, আপনারা তার বিধান করুন। অপিচ, আমাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল সাধন ক'রে আমাদের পরমার্থলাভে সহায় হোন। হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উদয় হোক, আমরা সৎকর্মের সাধনে অনুপ্রাণিত হই, ফলে

সংসারসমুদ্র তরে যাই।'—আমরা মনে ক'রি, মন্ত্রে এই প্রার্থনাই প্রকটিত রয়েছে ॥ ২॥

◆

তৃতীয় মন্ত্র

যে নদীনাং সংস্রবন্ত্যুৎসাসঃ সদমক্ষিতাঃ।
তেভির্মে সর্বৈঃ সংস্রাবৈর্ধনং সং স্রাবয়ামসি ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — নদীগর্ভস্থিত এবং উৎস-উৎপন্ন (গিরিকন্দর হ'তে উৎপন্ন) সলিলরাশি যেমন অবিচ্ছিন্ন-গতিতে প্রবাহিত হয় (অথবা নদী ও উৎস-সমূহ যেমন স্ব স্ব সলিলরাশি সাগরের অভিমুখে সংবাহিত করে), সেই রকম, হে দেবগণ! আমাদের সৎ-ভাব-সহযুত সৎকর্মনিবহকে ভগবানে সংযোজিত করুন (অথবা, ভগবানের সমীপে পৌঁছিয়ে দিন)। (ভাব এই যে,—হে দেব! আমরা যেন— সৎ-ভাব-সহযুত সৎকর্মের প্রভাবে ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হই) ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এ মন্ত্রটির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ একটু সমস্যা-মূলক। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায়ই সে সমস্যার অবতারণা হয়েছে। মন্ত্রের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে ভাষ্যকার বলেন,—'গঙ্গা ইত্যাদি নদীপ্রবাহ এবং গিরিকন্দর-উদ্ভিন্ন নির্ঝর-সমূহ অবিরাম-গতিতে প্রবাহিত হয়; গ্রীষ্মকালেও তার ক্ষয় নেই। সেই জলপ্রবাহ ইত্যাদির দ্বারা আমরা গো-হিরণ্য ইত্যাদি ধন প্রাপ্ত হবো। অথবা জলপ্রবাহের অবিচ্ছিন্ন অবাধগতির ন্যায় আমরাও অবিচ্ছিন্নভাবে সমৃদ্ধিসম্পন্ন হবো।'—মন্ত্রের এমন ব্যাখ্যাই সাধারণ্যে প্রচলিত। কিন্তু মন্ত্রের মধ্যে যে এক অতি উচ্চ উদার ভাব চিরলুক্কায়িত আছে, তার প্রতি এ পর্যন্ত কেউই লক্ষ্য করেননি।—'জল প্রবাহের দ্বারা আমাদের ধনবৃদ্ধি করব'—এমন উক্তি বড়ই সমস্যাপূর্ণ। এ থেকে সাধারণ-দৃষ্টিতে দু'রকম অর্থ আমনন করা যেতে পারে। নদী ও সমুদ্রগর্ভে নানারকম ধনরত্ন লুক্কায়িত থাকে; সেই সকল ধনরত্নের আহরণে সমৃদ্ধ হবো—এই একরকম ভাব আসতে পারে। আর একরকম ভাব এই যে,—নদীর ও উৎসের জল অবিচ্ছেদে সংবাহিত ক'রে সিঞ্চন করলে শস্য ইত্যাদি বৃদ্ধি হবে। আর তার দ্বারা আমাদের অভীষ্টপূরণ হবে। বহির্যাজ্ঞিকের পক্ষে, ঐহিকসুখপ্রয়াসী জনগণের পক্ষে, সংসারী সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে, এমন ধনলাভের প্রার্থনা সঙ্গত বটে।—আমরা কিন্তু মনে ক'রি, এ মন্ত্র দেবভাবসমূহকে সম্বোধন ক'রে উচ্চারিত হচ্ছে। মন্ত্রের মধ্যে, আমাদের মতে যে কয়েকটি উপমা বিদ্যমান, তার বিশ্লেষণে মন্ত্রের নিগূঢ় ভাব হৃদয়ঙ্গম হবে। মন্ত্রে বলা হচ্ছে,—'নদী ও উৎস-সমূহ যেমন আপন আপন সলিলরাশি সাগরের অভিমুখে সংবাহিত করে, সেইরকম হে দেবভাবনিবহ! আপনারা আমাদের সৎ-ভাব-সহযুত সৎকর্মনিবহকে ভগবানের নিকট সংবাহিত করুন।'—আমরা মনে ক'রি, মন্ত্রের মধ্যে এই নিগূঢ় ভাবই প্রচ্ছন্ন রয়েছে ॥ ৩॥

◆

চতুর্থ মন্ত্র

যে সর্পিষঃ সংস্রবন্তি ক্ষীরস্য চোদকস্য চ।
তেভির্মে সর্বৈঃ সংস্রাবৈর্ধনং সং স্রাবয়ামসি ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — সর্পণশীল জ্ঞানকিরণ, ক্ষরণশীল সত্ত্বভাব ইত্যাদি এবং দ্রবণশীল সৎকর্মনিবহ (ভক্তিভাব ইত্যাদি) আপনা-আপনিই ভগবৎ-অভিমুখী হয়। জ্ঞানকিরণ, সত্ত্বভাব এবং সৎকর্মনিবহ বা ভক্তি প্রভৃতির সাহায্যে আমাদের চতুর্বর্গের ফললাভরূপ অভীষ্ট সিদ্ধ হোক। (ভাবার্থ,—জ্ঞানের সত্ত্বভাব ইত্যাদির এবং সৎকর্মের প্রভাব সর্ববিদিত। অতএব, তাদের আনুকূল্যে আমি যেন চতুর্বর্গফলরূপ—ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ—অভীষ্টধন প্রাপ্ত হই ॥ ৪ ॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — পূর্ব-মন্ত্রের ন্যায় এ মন্ত্রটিও জটিলতাপূর্ণ। ভাষ্যে যে অর্থ প্রকাশিত, তা হ'তে বোঝা যায়,—'সর্পি, ক্ষীর এবং উদক্ প্রভৃতি যে সকল আজ্য যজ্ঞকালে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়, তারই অবয়ব (সারাংশ) নদীরূপে প্রবাহিত হয়ে থাকে। নদীসমূহ যেমন অবিচ্ছেদে সর্বদা প্রবাহিত হয়, সেইরকম আমরাও অবিচ্ছিন্নভাবে শস্য ইত্যাদির দ্বারা সমৃদ্ধ হ'তে থাকি।'—সাধারণভাবে মন্ত্রে এই অর্থই অধ্যাহৃত হয়। এক্ষণে আমাদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দু'চারটি কথা বলা যাক। মন্ত্রের অন্তর্গত 'সর্পিষঃ' পদে আমরা 'সর্পণশীলস্য জ্ঞানকিরণস্য' অর্থ আমনন করেছি। ধাতুগত অর্থের অনুসরণে ঐ অর্থই সঙ্গত।—'ক্ষীরস্য' পদে আমরা 'ক্ষরণশীলস্য সত্ত্বভাবাদেঃ' অর্থ আমনন করলাম। জ্ঞানের সঙ্গে সত্ত্বভাবের নিত্য-সম্বন্ধ। জ্ঞান হ'তেই সত্ত্বভাবের সৎ-ভাবসমূহের উৎপত্তি। ক্ষীর যেমন দুগ্ধের সারভূত; সৎ-ভাব ইত্যাদিও সেইরকম জ্ঞানের সারভূত। জ্ঞানের উদয় না হ'লে সৎ-অসৎ বিচারশক্তির উন্মেষ হয় না।—'উদকস্য' পদের আমরা 'দ্রবণশীলস্য সৎকর্মনিবহস্য ভক্তিরসস্য' অর্থ অধ্যাহার করেছি। এ-ও ধাতুগত অর্থের অনুসরণে সঙ্গত।—প্রার্থনাপক্ষে, এ মন্ত্রে যে ভাব উপলব্ধ হয়, তা প্রকটিত করছি;—জ্ঞানকিরণ, সত্ত্বভাব ইত্যাদি এবং ভক্তিসহযুত সৎকর্মনিবহ, মুক্তিপ্রার্থীজনগণকে ভগবানের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। এ পক্ষে ঐ তিনের প্রভাব অপরিসীম। মুক্তিপ্রার্থীজন তাই আকুল কণ্ঠে বলছেন,—'হে দেব! আমরা চতুর্বর্গধনলাভের প্রয়াসী; আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানের বিচ্ছুরণ ঘটাও, হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার ক'রে দাও, ভগবানের কার্য—সৎকার্যসম্পাদনে প্রবৃত্তি আসুক। জ্ঞানের উদয়ে হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হোক, সৎকার্যসম্পাদনে তৎপরতা লাভ ক'রি। তা হ'লেই আমাদের পরমার্থসিদ্ধি হবে;—তাহ'লেই, আমরা আমাদের আরাধ্য-দেবতা-সকাশে উপনীত হ'তে সমর্থ হবো।' আমরা মনে ক'রি, সর্বপুষ্টি-কর্মে প্রযুক্ত এই মন্ত্রটিতেও আধ্যাত্মিকভাবে এই ভাবই অভিব্যক্ত ॥ ৪ ॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : শত্রুবাধনম্

[ঋষি : চাতন। দেবতা : অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ ইত্যাদি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

প্রথম মন্ত্র

যেঽমাবাস্যাংত রাত্রিমুদস্থুর্ব্রাজমত্রিণঃ।
অগ্নিস্তুরীয়ো যাতুহা সো অস্মভ্যমধি ব্রবৎ ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ — লোকপ্রসিদ্ধ সর্বসংহারক যে শত্রুগণ অমানিশাবৎ অন্ধ তমসাচ্ছন্ন হৃদয়কে, অপিচ স্বল্প-প্রদীপ্ত-হৃদয় ব্যক্তিকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়, দেবগণের অগ্রগামী পরমৈশ্বর্যশালী অগ্নিদেব (জ্ঞানদেবতা), সেই শত্রুসমূহকে বিনাশ করেন। শত্রুহন্তা সেই অগ্নিদেব, আমাদের

পরিত্রাণের জন্য, (আমাদের অন্তর হ'তে) শত্রুবর্গকে বিদূরিত করুন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানের প্রভাব সর্বজনবিদিত। জ্ঞানের প্রভাবে আমাদের অন্তশত্রু বিনষ্ট হোক, আমাদের মায়ামোহ দূরে যাক; আমরা পরমার্থের সন্নিকর্ষলাভের অধিকারী হই) ॥ ১॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই সূক্তের মন্ত্রগুলির প্রয়োগ সম্পর্কে বলা হয়েছে 'দ্বেষ্যমারণার্থং অভিমন্ত্রিত সীসচূর্ণমিশ্রান্নপ্রদানং তদ্গাত্রস্থাবরণসংস্পর্শনং'...ইত্যাদি।—সে তো সাধারণ অর্থে। আমরা এই মন্ত্রে প্রধানতঃ দু'টি ভাব উপলব্ধি ক'রি। প্রথমতঃ—জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞানতারূপ শত্রুসকল বিধ্বস্ত হয়, দ্বিতীয়তঃ—শত্রুদমনের—অজ্ঞানতা-নাশের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানদেব প্রকাশিত হন। ফলতঃ, জ্ঞানোদয়ই অজ্ঞানতা নাশের মূলীভূত। ভাষ্যের অর্থে মন্ত্রের ভাবগ্রহণ পক্ষে বিষম অন্তরায় উপস্থিত হয়। এই পঞ্চম সূক্তের অনুক্রমণিকায় প্রকাশ, (আমরা প্রথমেই উল্লেখ করেছি), দ্বেষ্যমারণ বা হিংসা নিবারণের জন্য সূক্তের মন্ত্রসমূহ প্রযুক্ত হয়ে থাকে। সূক্তের অন্তর্গত মন্ত্রগুলির দ্বারা সীসচূর্ণমিশ্রিত অন্নসমূহ নিক্ষেপ করতে হবে, রোগাক্রান্ত ব্যক্তির গাত্র স্পর্শ করতে হবে এবং স্বয়ংছিন্ন বেনুযষ্টির দ্বারা তাকে তাড়ন করতে হবে।—এই সূত্রেই ভাষ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ প্রকাশ করেছেন, এই স্থলে তার উল্লেখ করছি।—'অমাবস্যার রাত্রিতে যে সকল রক্ষঃপিশাচ ইত্যাদি নীরোগ হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তিগণের প্রতি হিংসার জন্য বিচরণ করে, তাদের নিবারণ করবার জন্য আত্মরক্ষা-মূলক রাক্ষোঘ্ন ইষ্টির অনুষ্ঠান করবে। অগ্নিদেব সেই সকল রক্ষঃপিশাচ ইত্যাদি নিহত করেন। সুতরাং সেই অগ্নিদেব রক্ষঃপিশাচ ইত্যাদিজনিত আমাদের ভয় নিবারণ করুন।' ইত্যাদি।... রাত্রিকালে বিচরণশীল অসুরসংহারই কি কেবল অগ্নিদেবতার কার্য? এরকম অর্থে মন্ত্রে কোনও সৎ-ভাবের কল্পনা নিতান্ত দূরূহ। 'অমাবস্যাং রাত্রিং' শব্দ দু'টিতে আমরা 'অমানিশাবৎ অন্ধতমসাচ্ছন্নহৃদয়ং' অর্থ আমনন করেছি। তাতে ভাব হয় এই যে,—'ঘোরান্ধকার রজনীর ন্যায় যাদের হৃদয় অজ্ঞানতায় সমাচ্ছন্ন।' অজ্ঞানতাই যে সকল অনর্থের মূল, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।—'ব্রাজং রাত্রিং' পদ দু'টির ভাষ্যকার অর্থ করেছেন,—'ভ্রাজমানাং তারকাদিভির্দীপ্যমানাং রজনীং'; আমরা অর্থ করলাম,—'দীপ্তবৎ প্রতীয়মানং ন তু সম্যক্ প্রদীপ্তান্তরং।' এ স্থলেও অজ্ঞানতার ভাবই প্রকাশ পেয়েছে। জ্ঞানের জ্যোতি এখানে সম্যক্ বিচ্ছুরিত হয়নি। এখানে জ্ঞান-অজ্ঞানের দ্বন্দ্ব চলছে। মেঘের কোলে বিজলীর ন্যায় এক একবার জ্ঞানরশ্মি বিকাশ পাচ্ছে; আবার অমনি অন্ধকারে মিশে যাচ্ছে। নক্ষত্র-তারকা ইত্যাদি সম্যক্ জ্যোতিশীল নয়; কিন্তু তবুও তারা যেমন অন্ধকার রজনীতে অন্তরীক্ষে সঞ্চারিত হয়ে অন্ধকার-নাশের কিছুটা প্রয়াস পায়, জ্ঞানাঙ্কুর উদ্গমের প্রথম অবস্থায়ও সেই ভাব পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। নক্ষত্র ও তারকা ইত্যাদির ক্ষীণরশ্মি যেমন রজনীর গাঢ় অন্ধকার ভেদ করতে পারে না; স্ফুরণোন্মুখ জ্ঞানজ্যোতিও সেইরকম প্রথম অবস্থায় অজ্ঞানতিমির নাশ ক'রে হৃদয় আলোকিত করতে সমর্থ হয় না। তখনও অন্তঃশত্রু-সমূহ সে হৃদয় আক্রমণ ক'রে বিধ্বস্ত করবার প্রয়াস পায়। 'ব্রাজং রাত্রিং' পদ দু'টিতে আমরা মনে ক'রি, সেই ভাবই প্রকাশ পেয়েছে। জ্ঞানলাভেই হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব জাগরিত হয়, শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবেই ভগবানের ঐশ্বর্যবিভূতি-সমূহ অধিগত হয়ে আসে। এই জন্যই জ্ঞানাগ্নি 'যাতুহা' বিশেষণে বিশেষিত হয়েছেন।—মন্ত্রে অগ্নিদেবের একটি বিশেষণ আছে—'তুরীয়'। ঐ পদের নানা অর্থ কল্পিত হয়ে থাকে। সায়ণ ঐ পদের অর্থ করেছেন,—'চতুর্থঃ অগ্নিঃ'। এই প্রসঙ্গে একটি পৌরাণিক উপাখ্যানের অবতারণা হয়ে থাকে। সে মতে অগ্নি চারপ্রকার—বৈতানিক, গার্হ্য, সংগ্রামিক ও আঙ্গিরস। ভাষ্যকারের মতে এস্থলে শেষোক্ত অগ্নির প্রতিই লক্ষ্য আছে। এ হিসাবেও 'তুরীয়' পদে এক উচ্চ ভাব পরিব্যক্ত হয়েছে, বুঝতে পারি। চতুর্থ অগ্নি অর্থাৎ পূর্ণ জ্ঞান। জ্ঞানের চরম সীমায় উঠতে পারলে, তখন আর শত্রুভয় থাকে না। 'তুরীয়' পদে এ ভাবও ব্যক্ত হ'তে পারে। তবে সাধারণভাবে—তুরীয়ঃ অর্থাৎ চতুর্থ অগ্নি বা আঙ্গিরস অগ্নি বললে কোনও বিশেষ ভাব উপলব্ধ হয় না, তাই আমরা 'তুরীয়ঃ' পদে 'অঙ্গনাদিগুণযুক্ত, পরিত্রাতা, পরমৈশ্বর্যশালী' অর্থ গ্রহণ করেছি।—মন্ত্রে আছে,

'অগ্নিদেব অজ্ঞান হৃদয়ের সকল শত্রু সংহার করেন; ভাব এই যে,—আমরা অজ্ঞান-তিমিরে ডুবে আছি; কামক্রোধ ইত্যাদি রিপু শত্রুর ভীষণ আক্রমণে বিধ্বস্ত হচ্ছি, মায়ামোহ প্রভৃতি এসে আমাদের অভিভূত ক'রে ফেলছে। পুত্রকলত্রের বন্ধন, ঐশ্বর্যসম্পদের বন্ধন, নানা বন্ধন আমাদের আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। তাই প্রার্থনা করছি,—''হে জ্ঞানদেবতা! আপনি 'যাতুহা' ব'লে সর্ববিদিত। আপনি এসে আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হোন; হৃদয় জ্ঞানের কিরণে প্রোদ্ভাসিত হোক। অজ্ঞানান্ধকার দূরে যাক; মায়ামোহরূপ সংসার-বন্ধন টুটে যাক; সৎকর্মের প্রভাবে হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হোক; সত্ত্বের প্রভাবে সৎ এসে হৃদয়-মন্দিরে আসন গ্রহণ করুন; আমরা সংসার-সমুদ্র ত'রে যাই; আত্মায় আত্ম-সম্মিলনে সমর্থ হই।' এর চেয়ে তুরীয় প্রার্থনা আর কি হ'তে পারে? ॥ ১॥

◆

দ্বিতীয় মন্ত্র

সীসায়াধ্যাহ বরুণঃ সীসায়াগ্নিরুপাবতি।
সীসং ম ইন্দ্রঃ প্রাযচ্ছৎ তদঙ্গ যাতচাতনং ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — স্নেহকারুণ্যরূপী বরুণদেব, (আমাদের মঙ্গলার্থ) স্নেহকারুণ্যাদি সত্ত্বভাব পোষণ করেন; দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত জ্ঞানরূপী অগ্নিদেব (আমাদের মঙ্গলের জন্য) আমাদের (হৃদয়ে জ্ঞানকিরণরূপ) অভীষ্টফল বর্ষণ করেন; পরমৈশ্বর্যশালী ইন্দ্রদেব শত্রুনাশসামর্থ্য প্রদান করেন। হে মন! তাঁদের অংশভূত সেই সকল বিভূতি শত্রুনাশে সমর্থ। (অতএব, হে মন! শত্রুনাশের জন্য তাঁদের সেই বিভূতি সমূহ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাপিত করো) ॥ ২॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এ মন্ত্রে সরল প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পেয়েছে। ভগবানের বিভিন্ন বিভূতির, স্নেহকারুণ্যরূপী বরুণদেবের এবং জ্ঞানরূপী অগ্নিদেবের স্তুতি করতে করতে, শেষে সেই বিভূতি-সমূহের আধারভূত পরমৈশ্বর্যশালী আদিদেবতার প্রতি লক্ষ্য পড়েছে। ভেদভাব দূরীভূত হয়ে অভেদভাবের সঞ্চার হয়েছে।...ভাষ্যকারের মতে, এ মন্ত্রে প্রয়োগসাধন-দ্রব্যের বিষয় উক্ত হয়েছে। সূত্রপরিভাষার অনুসরণে 'সীসায়' পদের তাই তিনি অর্থ করেছেন, 'নদীফেনরূপায়'। রক্ষঃপিশাচ ইত্যাদির হিংসানিবারণে মন্ত্রে সীস নামক পদার্থের বৈশিষ্ট্য প্রখ্যাপিত হয়েছে। 'সীস'কে জলের ও অগ্নির সম্মুখে স্থাপন ক'রে এই মন্ত্রের প্রয়োগ-বিধি নিবদ্ধ আছে। এইভবে মন্ত্রপূত ক'রে সীস-ধারণের বিধি দূর হয়। ভাষ্যকারের মতে, মন্ত্রের শেষাংশে সাধককে সম্বোধন ক'রে বলা হয়েছে,—'হে সাধক! দেবগণের প্রদত্ত, দ্বেষ ইত্যাদি নিরসনে সমর্থ এই সীস রক্ষঃ পিশাচ ইত্যাদির নাশ-সমর্থ।' কিন্তু আমরা মন্ত্রটিকে মনঃসম্বোধন মূলক ব'লে মনে ক'রি ॥ ২॥

◆

তৃতীয় মন্ত্র

ইদং বিষ্কন্ধং সহত ইদং বাধতে অত্রিণঃ।
অনেন বিশ্বা সসহে যা জাতানি পিশাচ্যাঃ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — এই (পূর্বোক্ত) সীস (জ্ঞানকর্ম) শত্রুকৃত বিঘ্ন (জন্মকারণ) নিবারণ করে,

শত্রুসমূহ (অন্তরস্থিত রিপুশত্রু) বিমর্দিত করে (অর্থাৎ, জ্ঞানের সাহায্যে জন্মগতি নিবারিত হয়)। (অতএব) জ্ঞানের দ্বারা (আমি) শত্রুকৃত (পিশিত-সঞ্জাত কর্মক্লেদরূপ) নিখিল উপদ্রব (দুঃখকারণ সমূহ) নিবারণ (নিবর্তিত) করব। (ভাব এই যে—অজ্ঞানই সকল অনর্থের মূল। জ্ঞানের প্রভাবে যখন আমরা শত্রুদমনে সমর্থ হবো, তখনই মোক্ষপথ সুগম হয়ে আসবে ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এ মন্ত্রটিও রক্ষপিশাচ ইত্যাদির হিংসা-নিবারণ-মূলক। ভাষ্যকারের মতে, মন্ত্রের অর্থ এই যে,—'এই সীস রক্ষপিশাচ ইত্যাদিকৃত বিঘ্নজাত (গতিপ্রতিবন্ধক) নিবারণ করে। অপিতু এই সীস-দ্বারা রক্ষপিশাচ ইত্যাদি শত্রু নিহত হয়। অর্থাৎ, কেবল যে রক্ষপিশাচ ইত্যাদির কৃত উপদ্রব নিবারিত হয়,তা নয়; পরন্তু বিঘ্ন-উৎপাদনকারী রক্ষপিশাচ ইত্যাদিও বিধ্বস্ত হয়ে থাকে। অতএব, সেই রক্ষসমূহকৃত পীড়াকর উপদ্রব ইত্যাদি এই সীস-সাহায্যে আমি বিদূরিত করব।' সাধারণতঃ মন্ত্রের এই অর্থই প্রচলিত আছে। আমাদের মতে, মন্ত্রের ভাব অন্যরূপ। এখন সাধকের হৃদয় জ্ঞানকিরণে প্রোদ্ভাসিত হয়েছে। তাই তিনি বলছেন,—জ্ঞানের সাহায্যে আমি আমার অন্তঃশত্রুজনিত সমস্ত উপদ্রব নিবারণ করবো, আমি আমার জন্মগতি রোধ করবো, জ্ঞানের সাহায্যে ভগবানের সাথে মিলিত হবো। মনে এমনই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে এই মন্ত্রের অবতারণা।—এ মন্ত্রে কর্মের প্রভাব প্রখ্যাপিত ব'লে আমরা মনে ক'রি।—মন্ত্রের অন্তর্গত 'বিষ্কন্ধং' পদ আমরা জন্মকারণানি অর্থে গ্রহণ করেছি।—আমরা পূর্বেই বলেছি,—'কর্মের দ্বারা কর্মবন্ধন ছিন্ন করতে হবে।'...মনে হ'তে পারে,—সে এমন কোন্ কর্ম, যার দ্বারা কর্মবন্ধন ছিন্ন হয়? সে কর্ম আর কিছুই নয়; সে কর্ম সৎকর্ম, শোভন-কর্ম। সৎকর্মের অনুষ্ঠানেই হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হয়। কিন্তু তার মূলীভূত সেই জ্ঞান। ...অর্থাৎ, জ্ঞানের উদয়ে কার্য ও কারণ উভয়ই নিরাকৃত হয়।—কিন্তু কোন্ কর্ম বন্ধনজনক, আর কোন্ কর্মই বা বন্ধনমোচক? এর উত্তর—ফলাকাঙ্ক্ষারহিত কর্ম করতে পারলেই সকল বন্ধন টুটে যায়। যা কু বা অসৎকর্ম—সকাম কর্ম, তা-ই বন্ধনের হেতুভূত। আর, অজ্ঞানতাই—সকাম-কর্মের জনয়িতা এবং জ্ঞানই নিষ্কাম-কর্মের প্রবর্তয়িতা।—মন্ত্রে তাই সাধক বলছেন,—অন্তরের যে রিপুশত্রুসমূহ জন্মগতির মূলীভূত, যাদের কর্মের প্রভাবে দুঃখকারণ সঞ্জাত হয়, জ্ঞানাগ্নির সাহায্যে—সৎকর্মের প্রভাবে সে শত্রু বিমর্দিত হয়। আমরা জ্ঞান-বলে শত্রু বিনাশ ক'রে জন্মগতি রোধ করবো। ফলে, আমরা পরাগতি-লাভে সমর্থ হবো ॥ ৩॥

◆

চতুর্থ মন্ত্র

যদি নো গাং হংসি যদ্যশ্বং যদি পূরুষং।
ত্বং ত্বা সীসেন বিধ্যামো যথা নোহসো অবীরহা ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — হে রিপুশত্রুগণ! যদি তোমরা কখনও আমাদের (সংযতচিত্ত জনের) শুদ্ধজ্ঞাননিবহকে, ব্যাপ্তরূপ সৎ-ভাবসমূহকে এবং পুরুষসামর্থ্যোপেত সৎকর্মনিবহকে হিংসা করতে প্রবৃত্ত হও; (তাহ'লে), যাতে তোমরা আমাদের বীর্যসম্পন্ন জ্ঞানকর্ম সত্ত্বভাবসমূহকে বিনাশ করতে না পারো, সেইভাবে আমাদের হৃদয়নিহিত সুদৃঢ় দেবভাবসমূহের সাহায্যে তোমাদের বিমর্দিত করবো (অর্থাৎ, রিপুশত্রুগণ হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন থেকে সময় সময় হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব ও জ্ঞানকর্মসমূহকে বিদূরিত করবার অর্থাৎ অজ্ঞানতায় সমাচ্ছন্ন করবার প্রয়াস পায়; সেই জন্য

শুদ্ধসত্ত্ব ইত্যাদির দৃঢ়তা-সম্পাদনে তাদের মূলোচ্ছেদ করা কর্তব্য। এই মন্ত্রে সাধকের দৃঢ় সঙ্কল্প প্রকাশ পেয়েছে) ॥ ৪ ॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এ মন্ত্র সরল ভাবপূর্ণ। সাধক এখানে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ হয়েছেন। পুনঃ পুনঃ অজ্ঞানতায় লাঞ্ছিত হয়ে পুনঃ পুনঃ রিপুশক্রর উৎপীড়নে উৎপীড়িত হয়ে, তিনি বুঝেছেন, অজ্ঞানতার ও রিপুশক্রর নাশ ভিন্ন উপায়ন্তর নেই। তাই তিনি বলেছেন,—'যা হবার হয়ে গিয়েছে; যে লাঞ্ছনা পাবার পেয়েছি; আর নয়! এখন দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ হলাম। আবার যদি কখনও তারা আমার হৃদয়-ক্ষেত্র আক্রমণ করতে অগ্রসর হয়, তাহ'লে জ্ঞানের দ্বারা তাদের মূলোচ্ছেদ করবো।'—ভাষ্যকারের অর্থে যে ভাব প্রকাশিত, তা বড়ই সমস্যাপূর্ণ। ভাষ্যকারের মতেও এ মন্ত্র শক্রগণের সম্বোধন মূলক। রক্ষঃপিশাচ ইত্যাদি শক্রগণকে সম্বোধন ক'রে এই মন্ত্রে বলা হয়েছে,—'যদি তোমরা আমাদের গো-অশ্ব-ভৃত্য ইত্যাদিকে নিহত করতে উদ্যত হও; আমরা তোমাদের এই সীসের দ্বারা বিদ্ধ ক'রে সংহার করবো। আমরা এমনইভাবে তোমাদের বিদ্ধ করবো যে, তোমরা আর আমাদের পুত্র-পশু ইত্যাদিকে হিংসা করতে না পারো।' মন্ত্রের এই অর্থই—এই ভাবই সাধারণ্যে প্রচারিত। এই ভাবেই এই মন্ত্রের উচ্চারণে রক্ষঃপিশাচ ইত্যাদিজনিত বিঘ্ন-নিরাকরণের উপদেশ আছে।—আমরা দেখেছি, মন্ত্রের মধ্যে কয়েকটি সমস্যামূলক পদ আছে,—'গাং, অশ্বং ও পুরুষং।' ঐ তিন পদেই যত সংশয় আনয়ন করেছে। 'গাং' পদের সায়ণ অর্থ করেছেন —'গোজাতং।' আমরা তার অর্থ করলাম, 'শুদ্ধজ্ঞাননিবহং।' বেদের সর্বত্রই আমরা 'গাং' পদের ঐ অর্থই অধ্যাহার করেছি। ঐ অর্থই যে সমীচীন, তা-ও সেই সেই স্থলে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। হৃদয়ের শুদ্ধজ্ঞানই অজ্ঞানতায় সমাচ্ছন্ন হয়; আধ্যাত্মিক পক্ষে 'গাং' শব্দের ঐ অর্থই সঙ্গত।—'অশ্বং' পদে, ভাষ্যকারের মতে 'অশ্ব' নামধেয় পশু বোঝাচ্ছে। কিন্তু আমরা তার 'ব্যাপ্তরূপং সত্ত্বভাবং' অর্থ আমনন করলাম। ব্যাপ্ত্যর্থক অশ্ ধাতু থেকে 'অশ্বং' পদ নিষ্পন্ন। মন্ত্রের 'পুরুষং' পদের অর্থে সায়ণ বলেছেন,—'অস্মদীয়ং ভৃত্যাদিরূপং পুরুষং।' আমাদের মতে ঐ পদে 'পুরুষসামর্থ্যোপেতং সৎকর্মনিবহং' বোঝাচ্ছে। কর্মেই পৌরুষ সঞ্জাত হয়, কর্মী ব্যক্তিই পৌরুষসামর্থ্যসম্পন্ন। সৎকর্মের প্রভাবেই পৌরুষ অধিগত হয়ে থাকে।—এ পক্ষে মন্ত্রের ভাব এই যে,—কামক্রোধ ইত্যাদি রিপুশক্র সময় সময় হৃদয়ের সৎ-বৃত্তি সমূহকে বিধ্বস্ত করবার প্রয়াস পায়। হৃদয়ে দেবভাবসঞ্জাত হোক, জ্ঞান-কিরণ বিচ্ছুরিত হোক, সৎকর্মের অনুষ্ঠানে উদ্‌বুদ্ধ হই। তাহ'লেই সে সকল শক্রকে বিমর্দিত করতে সমর্থ হবো। আমাদের মনে হয়, মন্ত্রে এই ভাবই পরিব্যক্ত রয়েছে ॥ ৪ ॥

◆ ◆

চতুর্থ অনুবাক

প্রথম সূক্ত : রুধিরস্রাবনিবৃত্তয়ে ধমনীবন্ধনম্

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : যোষিত, ধমনী। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী]

প্রথম মন্ত্র

অমূর্যা যন্তি যোষিতো হিরা লোহিতবাসসঃ।
অভ্রাতর ইব জাময়স্তিষ্ঠন্তু হতবর্চসঃ ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ — সেবিকাধর্মাবলম্বী (ভগবৎসেবাপরায়ণ) পরিদৃশ্যমান (সর্বজনবিদিত) তেজঃপূর্ণ

যে প্রসিদ্ধ কর্মশক্তিসমূহ, সহায়হীন (সহযোগীশূন্য) অবস্থায় হততেজস্ক হয়ে আছে; আকাঙ্ক্ষণীয় সেই কর্মশক্তিসমূহ সহযোগীবিশিষ্ট (সৎসহযুত বল-সমন্বিত) হোক। (অর্থাৎ, যে সকল চিত্তবৃত্তি বা কর্মশক্তি, সৎকর্মের সাধনে সামর্থ্যহীন হয়েছে; তারা সত্ত্বভাবের সহযোগে শক্তিসম্পন্ন হোক ॥ ১॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই মন্ত্রটি চতুর্থ অনুবাকের প্রথম সূক্তের প্রথম মন্ত্র। এই সূক্তের মন্ত্রগুলিতে শস্ত্রাঘাতজনিত কারণে রুধিরপাত নিবারণের নিমিত্ত এবং বিশেষভাবে স্ত্রীলোকের অতিরিক্ত রজোরক্তস্রাব বন্ধ করবার উদ্দেশে প্রযুক্ত হওয়ার বিধি আছে। আলোচ্য মন্ত্রটি শান্তিকর্মসূচক। তবে এই মন্ত্রে শান্তিকামনার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতমুখে 'রথ্যাপাংসুসিকতা' প্রক্ষেপ করতে হয়। 'অর্মকপালিকা' দ্বারা নাড়ী বন্ধন করতে হয়। শেষোক্ত পদে 'শুষ্কপঙ্কমৃত্তিকা' বা 'কেদারমৃত্তিকা' বোঝায়—এই মাত্র সূক্তের ভাষ্যানুক্রমণিকায় লিখিত আছে। ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের অর্থে প্রকাশ,—'স্ত্রীলোকের সম্বন্ধীয় সম্মুখে দৃশ্যমান এই লোহিত বস্ত্র অথবা লোহিত রক্তের আশ্রয়ভূতা যে শিরায় অর্থাৎ রজোবহনকারী নাড়ীসমূহে ব্যাধিহেতু সর্বদা রক্ত নিঃসরণ করছে, সেই নাড়ীসকল এই ভৈষজ্যক্রিয়ার দ্বারা তেজোহীনা হোক, অর্থাৎ সেই সকল হ'তে যেন আর রক্তক্ষরণ না হয়। এ বিষয়ে উদাহরণ; যথা,—ভ্রাতৃহীনা ভগিনীর ন্যায়। অর্থাৎ তারা যেমন পিতৃকুলে সন্তানোচিত কর্মের জন্য—পিণ্ডদান ইত্যাদির জন্য—অবস্থিতি করে, সেইরকম।'—মন্ত্রে ঐরকম অর্থ যে গ্রহণ করা যায় না, তা আমরা ব'লি না। তবে আমরা যে দৃষ্টিতে দেখছি, যে পথে অগ্রসর হয়েছি, তাতে সর্বত্র সকল সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়—যদি আমাদের পরিগৃহীত অর্থের বিষয় বিচার করা যায়। আমাদের ব্যাখ্যায় মন্ত্রটিকে আত্মউদ্বোধনমূলক ব'লে মনে হবে। মন্ত্রোচ্চারণকারী এই মন্ত্রে আপন চিত্তবৃত্তিসমূহকে সত্ত্বভাবের সহযোগে শক্তিসমন্বিত হবার জন্য উদ্‌বুদ্ধ করছেন।—'যোষিতঃ' পদের সাধারণ অর্থ—স্ত্রীলোক-সম্বন্ধীয়। কিন্তু 'যোষিৎ' শব্দে যে স্ত্রীকে বোঝায়, তার মূলতত্ত্ব কি? 'যুষ্‌' ধাতু হ'তে ঐ পদ নিষ্পন্ন। তার অর্থ—'সেবা করা'। স্ত্রী—পতির সেবাপরায়ণা হন, তাই তাঁর সংজ্ঞা—'যোষিৎ'। স্ত্রী যেমন পতির সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন, সাধকগণও অনেক সময় সেইরকম পতিভাবে ভগবান্‌কে দর্শন ক'রে তাঁর সেবাপরায়ণ হন। এখানে 'যোষিতঃ' পদে, সেই 'সেবাধর্ম-পরায়ণ-জনের ভাব গ্রহণ করা যায়। আবার—'অমূঃ লোহিতবাসসঃ' পদের ভাব লক্ষ্য করুন। 'অমূঃ' পদের প্রতিবাক্যে আমরা 'পরিদৃশ্যমানাঃ সর্বজনবিদিতাঃ' পদ গ্রহণ করেছি। 'লোহিতবাসসঃ' পদে 'তেজঃপূর্ণাঃ' ভাব পরিগ্রহণ ক'রি। ভগবানের সেবায় যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের তেজঃশক্তি সর্বজনবিদিত। 'যোষিতঃ অমূঃ লোহিতব্যাসসঃ' বাক্যাংশে এই ভাব পরিব্যক্ত। রক্তই তেজের মূলীভূত; রক্তহীন দেহে তেজঃ আদৌ তিষ্ঠিতে পারে না। তাই লোহিতবাসসঃ পদে 'তেজঃপূর্ণাঃ' অর্থ পরিগ্রহণ করলাম। 'যাঃ' পদে 'প্রসিদ্ধাঃ' এবং 'হিরাঃ' পদে 'শিরাঃ' বা কর্মশক্তয়ঃ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করেছি। রক্তপূর্ণ তেজঃপূর্ণ শিরাই কর্মশক্তির প্রবর্তক। এ থেকেই ঐ ভাব প্রাপ্ত হই। 'অভ্রাতর ইব' পদদু'টিতে উপমায় 'সহায়হীন সহযোগীশূন্য অবস্থা' ব্যক্ত করে। সত্ত্বভাবসমূহ মানুষের জন্মসহচর হয়ে আসে। সুতরাং তাদের ভ্রাতার ন্যায় সহায়স্বরূপ মনে করা যেতে পারে। ইত্যাদি। আমরা মনে ক'রি—'যে চিত্তবৃত্তিসমূহ বা কর্মশক্তিসমূহ সৎকর্মের সাধনে সামর্থ্যহীন হয়েছে, তারা সত্ত্বভাবসহযোগে শক্তিসম্পন্ন হোক'—এ পক্ষে সমগ্র মন্ত্রের এটাই মর্ম ॥ ১॥

◆

দ্বিতীয় মন্ত্র

তিষ্ঠাবরে তিষ্ঠ পর উত ত্বং তিষ্ঠ মধ্যমে।
কনিষ্ঠিকা চ তিষ্ঠতি তিষ্ঠাদিদ্ধমনির্মহী ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমার নিকৃষ্টকর্মে আপনি অবস্থান করুন; আমার শ্রেষ্ঠকর্মে আপনি অবস্থান করুন; আমার মধ্যম কর্মে আপনি অবস্থান করুন, (অর্থাৎ, আমার সর্বপ্রকার কর্মের সাথে সত্ত্বভাবের সংশ্রব অক্ষুণ্ণ থাকুক); আর, আমার যে ক্ষুদ্র শক্তিটুকু আছে, তা মহতী (মহৎকার্যের সম্পাদনে সমর্থ) হোক ॥ ২॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — ভাষ্যে প্রকাশ, এই মন্ত্রে ধমনীসমূহকে প্রার্থনা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে,—'হে অবরে অর্থাৎ অধোভাগবর্তিনি শিরে (নাড়ী)! তুমি 'তিষ্ঠ' অর্থাৎ অস্ত্রাঘাতজনিত রক্তস্রাব হ'তে নিবৃত্ত হও। সেইরকম, হে পরে অর্থাৎ উর্ধ্বাঙ্গবর্তিনি শিরে! তুমিও 'তিষ্ঠ'। অপিচ, হে 'মধ্যমে' অর্থাৎ মধ্যভাগবর্তিনি শিরে! তুমিও 'তিষ্ঠ' (প্রকৃতিস্থ হও)। আর, 'কনিষ্ঠিকা' অর্থাৎ সূক্ষ্মতরা যে নাড়ী এবং 'মহী' অর্থাৎ স্থূলতরা যে নাড়ী, তারাও নিবৃত্তরুধিরস্রাব হয়ে অবস্থিতি করুক।' ফলতঃ, পূর্বমন্ত্রে স্ত্রীলোকের যে রক্তস্রাবের বিষয় প্রখ্যাপিত হয়েছে, এ মন্ত্রে নাড়ীসকলকে সম্বোধন ক'রে তাদের রক্তস্রাব বন্ধ হোক—তারা প্রকৃতিস্থ হোক, —এই ভাব প্রকাশ পেয়েছে। এটাই ভাষ্যের অভিমত।—আমাদের ব্যাখ্যার বিচারের পূর্বে স্মরণ রাখবেন, আমাদের সাধারণ মত এই যে, যে কার্যেই মন্ত্রসকল প্রযুক্ত হোক, সকল মন্ত্রের মধ্যেই আত্মোৎকর্ষ বিধায়ক পরমার্থসম্বন্ধবিশিষ্ট ভাব বিদ্যমান রয়েছে। পূর্ব মন্ত্রে 'অভ্রাতর ইব' পদ দু'টির ব্যাখ্যায় সত্ত্বভাব-সংশ্রব-শূন্যতার ভাব আমনন করেছি। সেই সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখবার আকাঙ্ক্ষা এখানে প্রকাশ পেয়েছে। সে পক্ষে এখানকার সম্বোধন শুদ্ধসত্ত্ব। মন্ত্রোচ্চারণকারী এখানে শুদ্ধসত্ত্বকে সম্বোধন ক'রে বলছেন,—'অধম উত্তম মধ্যম আমার ত্রিবিধ কর্মে যেন শুদ্ধসত্ত্বের সংশ্রব থাকে। অপিচ, আমার যে ক্ষুদ্রশক্তি, তা যেন সত্ত্বসংশ্রবযুত হয়ে মহৎ কার্য-সম্পাদনে সমর্থ হয়।' আমরা মনে ক'রি, এটাই এ মন্ত্রের প্রার্থনা। এখানে প্রকারান্তরে নিষ্কাম কর্ম সাধনেরই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে ॥ ২॥

◆

তৃতীয় মন্ত্র

শতস্য ধমনীনাং সহস্রস্য হিরাণাং।
অস্থুরিন্মধ্যমা ইমাঃ সাকমন্তা অরংসত। ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — শতসংখ্যক ধমনীর এবং সহস্রসংখ্যক হিরার (নাড়ীর) শক্তি, আমার এই ক্ষীণশক্তির মধ্যে অবিচ্ছিন্নভাবে বিরাজমান হোক; আর, সকল শক্তির সাথে আমার এই ক্ষীণশক্তিসকল কর্মশীল হোক; (শুদ্ধসত্ত্বভাবের সাথে সম্মিলিত হয়ে, আমার এই ক্ষুদ্রশক্তি সৎকর্মের সম্পাদনে প্রবলা হোক—এই আকাঙ্ক্ষা) ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — ভাষ্যে এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রখ্যাপিত হয়েছে, তার মর্ম এই যে,—'শতসংখ্যক প্রধান নাড়ী এবং সহস্রসংখ্যক ক্ষুদ্র নাড়ীর মধ্যে এই যে সকল নাড়ী হ'তে রক্তস্রাব হচ্ছিল, মন্ত্রশক্তি' প্রভাবে তাদের সে রক্তস্রাব নিবৃত্ত হয়েছে। সেই সকল নাড়ীর রক্তস্রাব নিবৃত্ত হওয়ার পর যে সকল নাড়ী অবশিষ্ট ছিল, তারা পূর্বের ন্যায় ক্রিয়াশীল হয়েছে।' এখানেও রোগিণীর প্রতি ভাষ্যকারের লক্ষ্য অব্যাহত আছে। তাঁর লক্ষ্য যে অসঙ্গত, মন্ত্রের প্রয়োগবিধি স্মরণ করলে, তা কখনই বলা যায় না।—তবে আমরা যে দৃষ্টিতে যে ভাবে মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাষণ করছি, তা-ও যে অযৌক্তিক, বলতে পারা যায় না। মন্ত্রান্তর্গত "ইমাঃ" পদের লক্ষ্যস্থল নির্দিষ্ট হ'লেই আমাদের অর্থের সার্থকতা বোঝা যায়। পূর্বে বলা হয়েছে,—'আমার শক্তি ক্ষীণ,

আমার শক্তি ক্ষুদ্র।' এখন বলা হচ্ছে, আমার এই ক্ষীণ শক্তির মধ্যে সহস্র রকমের শক্তি সন্নিবিষ্ট হোক। ভগবানের কৃপা হ'লে, ক্ষুদ্রশক্তিই অনন্তশক্তির সাথে মিলিত ও অনন্তসামর্থ্য প্রাপ্ত হয়। এখানে এই ভাবই পরিব্যক্ত। 'অন্তাঃ' পদের অর্থে শক্তির শেষ (অবশিষ্ট) অর্থাৎ 'ক্ষীণশক্তিসমূহ' অর্থ গ্রহণ ক'রি। ফলতঃ, এই মন্ত্রের প্রার্থনা বা আকাঙ্ক্ষা এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বভাবের সাথে সম্বন্ধবিশিষ্ট হয়ে আমার ক্ষুদ্রশক্তিসকল সৎকর্মের সম্পাদনে প্রবল-সামর্থ্যযুক্ত হোক ॥ ৩॥

◆

চতুর্থ মন্ত্র

পরি বঃ সিকতাবতী ধনূর্বৃহত্য ক্রমীৎ।
তিষ্ঠতেলয়তা সু কং ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — হে কর্মশক্তিসমূহ! শত্রু তোমাদের ব্যেপে আছে; তোমরা মহৎ সত্ত্বভাবে আর্দ্রীভূত হয়ে অবস্থান করো; আর, আমাদের সুষ্ঠু সুখ প্রেরণ করো। (কর্মসত্ত্বভাবসহযুত হ'লে, শত্রুর ভয় কখনও তিষ্ঠিতে পারে না—এটাই ভাব) ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — ভাষ্যে মন্ত্রের যে অর্থ দৃষ্ট হয়, তা তমসাচ্ছন্ন। তার ভাব এই যে,—'হে নাড়ীসকল! তোমাদের সিকতাবতী (রজঃস্রাববিশিষ্ট, রজঃসম্বন্ধীয় ব্যাধি উৎপাদক নাড়ী) ও ধনু (ধনুবৎ বক্র, মূত্রাশয়স্থ নাড়ীবিশেষ) সর্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত করেছে। তার দ্বারা তোমাদের রুধিরপ্রবাহের পথ বন্ধ হয়েছে। এই হেতু হে নাড়ীসকল! তোমরা নিবৃত্তরক্তস্রাব হও। আর এই লোকের সুখ প্রেরণ করো। রক্তস্রাব-নিরোধ হেতু এর সুখ হোক।' ভাষ্যের এই ভাব। সূক্তের মন্ত্র-কয়েকটি যে উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত, এখানেও সেই ভাবেই ব্যাখ্যা হয়েছে।—আমরা ব'লি, এ মন্ত্রের সম্বোধন—'কর্মশক্তি সমূহ!' সেক্ষেত্রে, এখানে আপন কর্মশক্তি-সমূহকে সম্বোধন ক'রে বলা হচ্ছে,—'শত্রু অর্থাৎ কাম-ক্রোধ ইত্যাদি রিপু তোমাদের চারদিকে ঘিরে আছে। তুমি সত্ত্বভাবকে আশ্রয় করো। সত্ত্বভাব-সহযুত হ'লে, সে শত্রুরা তোমাকে আক্রমণ করতে পারবে না। অতএব, তুমি সত্ত্বসহযুত হয়ে অবস্থান করো। তার দ্বারা আমরা পরমসুখে সুখী হবো।' কর্ম যদি সত্ত্বসহযুত হয়, তাহ'লে শত্রুর আক্রমণের বিভীষিকা থাকে না; পরন্তু পরম সুখ অধিগত হয়। আমরা মনে ক'রি, আধ্যাত্মিক-পক্ষে এ মন্ত্রের এটাই মর্মার্থ। তবে সাধারণে প্রচলিত এই মন্ত্রের প্রয়োগ অসঙ্গত বলা যায় না ॥ ৪॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : অলক্ষ্মীনাশনম্

[ঋষি : দ্রবিণোদা। দেবতা : বিনায়ক, সবিতা, বরুণ, মিত্র, অর্যমা ইত্যাদি।
ছন্দ : বৃহতী, জগতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্]

প্রথম মন্ত্র

নির্লক্ষ্ম্যং ললাম্যং নিররাতিং সুবামসি।
অথ যা ভদ্রা তানি নঃ প্রজায়া অরাতিং নয়ামসি ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — হে ভগবন্! আমার ললাটস্থিত অদৃষ্টগত অসৌভাগ্যকর চিহ্নকে সম্পূর্ণরূপে উৎসারণ করুন, (অর্থাৎ, যার দ্বারা আমার কর্মফল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তার ব্যবস্থা ক'রে দিন); আমার অসৎ-বৃত্তিনিবহকে (অথবা, শত্রুভয়কে, নরক-ভয়কে আপনি বিদূরিত ক'রে দিন। অতঃপর, স্বর্গ ইত্যাদি প্রাপক রূপ যে কল্যাণসমূহ আছে, সেই সমুদায় আমাদের পুত্রপৌত্র ইত্যাদি পারিপার্শ্বিক সকল লোককে প্রাপ্ত হোক; আর, পূর্বনিঃসারিত অসৌভাগ্যকর চিহ্নসকল আমাদের শত্রুকে প্রদান করুন, (অর্থাৎ, অসৌভাগ্যকর অসৎ-বৃত্তিসমূহকে হৃদয় হ'তে দূর ক'রে দণ্ডদানের নিমিত্ত নরকে নিক্ষেপ করুন ॥ ১॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — সামুদ্রিক শাস্ত্রানুসারে হস্ত-পদ-মুখ প্রভৃতি অঙ্গে স্ত্রীলোকের কতকগুলি দুশ্চিহ্ন লক্ষিত হয়। সেই সকল দুশ্চিহ্ন-দূরীকরণের জন্য শাস্ত্রীয় প্রক্রিয়ায় মুখপ্রক্ষালন ও হোম ইত্যাদি কার্যের অনুষ্ঠান আবশ্যক। দুর্লক্ষণ-নিবৃত্তি-বিষয়ক শান্তিকল্পে মহাশান্তির উদ্দেশ্যে এই সূক্তের মন্ত্রগুলি উচ্চারিত হবার বিধি আছে। এই সূক্তটি সেই দুর্লক্ষণ-নিবারক ব'লে কথিত হয়।—মন্ত্রের ভাষ্যানুসারী অর্থের লক্ষ্য—সাধারণতঃ দুর্লক্ষণ-দূরীকরণ। সেই ভাবেই মন্ত্রের অর্থ অধ্যাহৃত হয়ে এসেছে। মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাষণে আমরা প্রায়ই ভাষ্যের অনুসরণ করেছি। তবে আমাদের ব্যাখ্যার বিশেষত্ব এই যে, প্রার্থনাকারী এখানে আপন জন্মগত কর্মফল-নাশের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করছেন। 'অসৎ-বৃত্তিসমূহ দূরে অপসৃত হোক, আমার অন্তরে সৎকর্ম সাধনের প্রবৃত্তি জাগ্রত হোক, আর তার ফলে আমার কর্মফল বিধ্বংস হোক, আমি পরমা-গতি লাভ ক'রি।' আমাদের মতে, মন্ত্রের এটাই লক্ষ্য ॥ ১॥

◆

দ্বিতীয় মন্ত্র

নিররণিং সবিতা সাবিষক্ পদোর্নির্হস্তয়োর্বরুণো
মিত্রো অর্যমা।
নি:স্মভ্যং অনুমতী ররাণা প্রেমাং দেবা
অসাবিষুঃ সৌভগায় ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — জ্ঞানপ্রদাতা সবিতা দেবতা আমাদের দুর্ভাগ্য দূর করুন; অভীষ্টবর্ষণকারী পাপবারক বরুণদেব, মিত্রস্থানীয় মিত্রদেব, অভিমত-ফল-প্রদাতা গতিকারক অর্যমা-দেব, আমাদের হস্তদ্বারা কৃত ও পদদ্বারা কৃত পাপকে দূর করুন; এবং আমাদের অনুভবযোগ্যা (ধারণার অন্তর্গতা) দেবতা, আমাদের দ্বারা সম্পূজিতা হয়ে, আমাদের জন্য, দুষ্কর্মকে দূর করুন। দেবভাবসমূহ, আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, আমাদের ধারণার অন্তর্ভূতা দেবতাকে, আমাদের পরমার্থ প্রাপ্তি-রূপ সৌভাগ্য দানের জন্য, প্রেরণ ক'রে থাকেন। (দেবভাবের সাহায্যেই আমরা দেবানুগ্রহ-লাভে সমর্থ হই) ॥ ২॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — ভাষ্যের অভিমত এই যে,—হস্তে এবং পদে মানুষের যে সমস্ত দুর্লক্ষণ থাকে, এই মন্ত্রে সেই সকল দুর্লক্ষণ অপসারণ-পক্ষে প্রার্থনা জানানো হয়েছে। সামুদ্রিক শাস্ত্রানুসারে, ললাটের কতকগুলি চিহ্ন যেমন দুর্লক্ষণ প্রকাশ করে; হস্ত-পদের কতকগুলি চিহ্নও সেইরকম দুর্লক্ষণ প্রকাশক। এই

মন্ত্রে দুর্লক্ষণ দূর করবার জন্য প্রথমে সাধারণভাবে সবিতা দেবতাকে আহ্বান করা হয়েছে। তার পর, বিশেষভাবে হস্তের ও পদের দুর্লক্ষণ দূর করবার জন্য, বরুণ মিত্র ও অর্যমা দেবতার অনুগ্রহ প্রার্থনা আছে। এটাই মন্ত্রের প্রথম পাদের ভাষ্যানুমোদিত ভাব। মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদে 'অনুমতিঃ' দেবতার প্রসঙ্গ আছে। ঐ দেবতার স্বরূপ-পরিচয়ে ভাষ্যকার লিখেছেন—'সর্বেষাং অনুমন্ত্রী দেবতা'। সেই দেবতা আমাদের কর্তৃক স্তুত হয়ে আমাদের সকল শরীরাবয়বের দুর্লক্ষণকে দূর করুন;—এটাই দ্বিতীয় পাদের প্রথমাংশের প্রার্থনা। ঐ পাদের দ্বিতীয় অংশের ভাব এই যে, ইন্দ্র ইত্যাদি দেবগণ ঐ অনুমতি দেবতাকে আমাদের সৌভাগ্যের জন্য প্রেরণ করেন। ফলতঃ, দেহাবয়বের দুশ্চিহ্নসমূহকে দূর করাই এই মন্ত্রের লক্ষ্য। এটাই ভাষ্যের ভাব। মন্ত্রার্থে ভাষ্যের অনুসরণ করলেও আমাদের বক্তব্য এই যে, এ মন্ত্রের স্থূলমর্ম—পাপ-সম্বন্ধ-পরিত্যাগের কামনা। মানুষের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য যে উপস্থিত হয়, সে কেবল কর্মের ফল মাত্র। কর্মের দ্বারা যে অদৃষ্ট সঞ্চিত হয়, তা-ই সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য-রূপে প্রকাশ পায়। এখানে প্রধানতঃ তাই বলা হয়েছে—'দেবগণ আমাদের পাপকর্ম হ'তে নিবৃত্তি দান করুন। আমরা যেন পাপকর্মে প্রবৃত্ত হয়ে দুর্ভাগ্যের সঞ্চয় না ক'রি।'... মানুষ হস্তের দ্বারা, পদের দ্বারা এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা নানা অপকর্ম ক'রে থাকে। তাতে নানাভাবে পাপ সঞ্জাত হয়। সেই সকল পাপ দূরীকরণের জন্য, নিজের পরম মঙ্গল কামনা ক'রে, মন্ত্রের উচ্চারণকারী এখানে বলছেন,—'হে দেবগণ! আপনারা আমার সর্বরকম পাপকার্যে আমায় বিরত করুন।' আমাদের সন্ধ্যার মন্ত্রে আচমন উপলক্ষে এমন প্রার্থনাই আছে।—উপসংহারে 'অনুমতিঃ' দেবতার বিষয় এবং দেবগণ কর্তৃক আমাদের সৌভাগ্যের জন্য আমাদের নিকট তাঁকে প্রেরণের বিষয় লিখিত হয়েছে। তার মর্ম কি?...অনেক দেবতাকে আমরা অনুভবে অন্তরে ধারণা করতে পারি। বিবেক-বাণী-রূপে দেবতাগণ অনেক সময়ে আমাদের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হন। 'অনুমতিঃ' দেবতায় সেই ভাব প্রকাশ পায়। ভাষ্যের 'সর্বেষাং অনুমন্ত্রী দেবতা' বাক্যেও এই আভাষ প্রাপ্ত হই। সেই দেবতা আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে আমাদের সৎপথ প্রদর্শন করেন—সৎকার্য-সাধনে সুমন্ত্রণা দেন—মনে হয়, এই জন্যই তাঁর নাম 'অনুমতিঃ' দেবতা। 'সেই অনুমতি দেবতা দেবগণ কর্তৃক প্রেরিত হন,' এমন বাক্যের মর্ম এই যে,—দেবভাব হ'তেই অনুমতি দেবতাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, অর্থাৎ বিবেকবাণীরূপা অথবা অনুভবযোগ্যা যে দেবতার কৃপা, দেবভাবসমূহই আমাদের তা প্রদান করেন। দেবতার অনুগ্রহ, আমরা আমাদের সত্ত্বসম্বন্ধযুত কর্মের অর্থাৎ দেবভাব হ'তেই প্রাপ্ত হই॥ ২॥

◆

তৃতীয় মন্ত্র

যত্ত আত্মনি তন্বাং ঘোরং অস্তি যদ্বা
কেশেষু প্রতিচক্ষণে বা।
সর্বে তদ্বাচাপ হন্মো বয়ং দেবস্ত্বা
সবিতা সূদয়তু ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে জীব (আত্ম-উদ্বোধন)! দ্যোতমান জ্ঞানপ্রেরক সবিতাদেব তোমাকে শ্রেয়োদান করুন; তাতে, তোমার হৃদয়ে ও দেহে অনুভূয়মান বা পরিদৃশ্যমান যে পাপ (অজ্ঞানতা-রূপ যে ঘোর) বিদ্যমান রয়েছে, অথবা তোমার শিরোভাগে মস্তিষ্কে এবং দৃষ্টিসাধনভূত নেত্রে যে পাপ বিদ্যমান আছে; বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ সেই সকল পাপকে, ভগবৎ-অনুগ্রহ-

প্রার্থনাকারী আমরা, মন্ত্রশক্তির দ্বারা অপহত ক'রি (দূরীভূত করতে সমর্থ হবো। জ্ঞানপ্রেরক সবিতা দেবতা কৃপাপরায়ণ হ'লে, মন্ত্রশক্তির প্রভাবে আমরা আমাদের সর্বপ্রকার পাপনাশে সমর্থ হবো—এটাই ভাবার্থ) ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই মন্ত্রের ভাব বড়ই জটিল। মন্ত্রের সম্বোধ্যই বা কে, আর প্রার্থনাই বা কি,—ভাষ্য-অনুসারে তা বোধগম্য হওয়া বড়ই কঠিন। ভাষ্যের ভাব এই যে,—এখানে দুর্লক্ষণাক্রান্ত পুরুষকে সম্বোধন ক'রে মন্ত্ররূপ বাক্য যেন বলছেন—'হে দুর্লক্ষণোপেত পুরুষ! তোমার আত্মীয়স্থানীয় শরীরে যে ভয়ঙ্কর দুর্লক্ষণ (দুশ্চিহ্ন) বিদ্যমান আছে, অথবা তোমার শরীরোপহিত পুরুষে যে ভয়ঙ্কর পাপ (চিহ্ন) রয়েছে; অথবা শিরঃস্থিত কেশে বা শিরোরূঢ় যে পাপ (দুশ্চিহ্ন) অথবা তোমার দর্শনসাধনভূত চক্ষুতে যে ঘোর (পাপ—দুশ্চিহ্ন) আছে; সেই আভ্যন্তর ও বাহ্য সর্বরকম পাপসমূহকে, আমরা প্রয়োগকুশল মন্ত্ররূপ বাক্যের দ্বারা অপহনন করছি।' এই রকমে অনিষ্ট-নিবৃত্তি ক'রে, পরিশেষে ইষ্ট প্রার্থনা করা হচ্ছে, 'দ্যোতমানাত্মক সবিতা (প্রেরক) দেব তোমাকে শ্রেয়োধামে প্রেরণ করুন। দুর্লক্ষণ দূর ক'রে তিনি তোমার সাথে শ্রেয়ের সম্বন্ধ স্থাপিত ক'রে দিন।' ভাষ্যে মন্ত্রের এমনই অর্থ প্রকটিত দেখি।—আমরা মনে ক'রি, মন্ত্রটি আত্মোদ্বোধনমূলক। এখানে প্রার্থী প্রথমে নিজেকে নিজেই সম্বোধন ক'রে বলছেন,—"হে জীব! হে 'অহং'! ভগবানের অনুগ্রহ-প্রার্থনাকারী আমরা, দেবতার পূজাপরায়ণ আমরা, দেবতার অনুগ্রহে, মন্ত্রশক্তির প্রভাবে, সকল প্রকার পাপকে অপসৃত করবো। সে পক্ষে প্রথমে তুমি জ্ঞানপ্রেরক সেই সবিতা-দেবতার দ্বারে অনুগ্রহপ্রার্থী হয়ে দণ্ডায়মান হও; জ্ঞানদাতা সেই দেবতা তোমায় অনুগ্রহ করবেন—তোমার শ্রেয়োবিধান করবেন। তাঁর সেই অনুগ্রহের ফলে, জ্ঞানোদয়ের প্রভাবে, তোমার সকল প্রকার পাপ দূরীভূত হবে। তোমার অন্তরে পাপ আছে; তুমি কত রকম কু-কল্পনার দ্বারা কত রকম পাপই সঞ্চয় করছো। সেই যে পাপ, তা-ই তোমার 'আত্মনি ঘোরঃ' (হৃদয়স্থিত পাপ)। তার পর, ভেবে দেখো দেখি—তোমার দেহের দ্বারা তুমি কত রকম পাপই না করছো। সেই পাপই তোমার 'তন্বাং ঘোরং' (শরীরকৃত পাপ)। তার এক পাপ অনুভূয়মান; অন্য পাপ পরিদৃশ্যমান। ('যৎ' পদ সেই ভাবই প্রকাশ করে)। এই যে উভয়বিধ পাপ, অথবা তোমার মস্তিষ্ক যে পাপে ঘিরে আছে, তোমার দর্শনে যে পাপ ওতঃপ্রোতঃ বিদ্যমান রয়েছে, তোমার কলুষচিন্তার ফলে যে পাপ সঞ্জাত হয়েছে, তোমার দর্শনে বা কু-দৃষ্টির দ্বারা যে পাপ সঞ্চয় করছো, তোমার আভ্যন্তর ও বাহ্য সেই সমস্ত রকম পাপই (ঘোর অন্ধতামস) অপসৃত হবে;—দেবতার কৃপালাভে সমর্থ হ'লে, এই মন্ত্রশক্তির প্রভাবে, আমরাই সকল পাপকে দূর করতে সমর্থ হবো।" এমন আত্ম-উদ্বোধনের ভাবই এই মন্ত্রে লক্ষ্য করা যায়। আমরা মনে ক'রি, মন্ত্রে বলা হয়েছে—'যদি সবিতা দেবতা কৃপাপরায়ণ হন, যদি জ্ঞানার্জনে সমর্থ হই, মন্ত্রশক্তির দ্বারা আমরা নিজেরাই নিজেদের সকল পাপকে দূরীভূত করতে পারবো।'—মন্ত্রের এটাই মর্মার্থ ॥ ৩॥

◆

চতুর্থ মন্ত্র

রিশ্যপদীং বৃষদতীং গোষেধাং বিধমামুত।
বিলীঢ্যং ললাম্যং তা অস্মন্নাশয়ামসি ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — হে ভগবন্! আমাদের কর্মশক্তিকে হিংসা দ্বেষ ইত্যাদি ক্রূরকর্মান্বিতা, সৎ-ভাবনাকারিণী, বিপথানুবর্তিনী ও মিথ্যাভাষণশীলা করবেন না; অপিচ, ঐ সকল অসৎ-বৃত্তিকে

আমাদের নিকট হ'তে বিদূরিত করুন; আর, আমাদের অদৃষ্টগত কর্মফলভোগকে (আমাদের কর্মের দ্বারাই) নিঃশেষ ক'রে দিন ॥ ৪ ॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — ভাষ্যের অনুসরণে এই মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে বড়ই উদ্বেগ পেতে হলো। ভাষ্যে প্রকাশ,—এই মন্ত্রের লক্ষ্য—দুর্লক্ষণাক্রান্ত স্ত্রীগণ। সেই অনুসারে প্রথম 'রিশ্যপদীং' (পাঠান্তরে 'ঋশ্যপদীং') পদের অর্থ করা হয়—যে স্ত্রীর পদদ্বয় হরিণের শৃঙ্গের ন্যায় বক্র; এবং ঐ পদে সেইরকম বক্রপদ-বিশিষ্টা স্ত্রীকে বোঝাচ্ছে। দ্বিতীয়—'বৃষদতীং'। ভাষ্যানুসারে ঐ পদে, 'বৃষের ন্যায় দন্তবিশিষ্টা'—'স্থূলদন্তা' স্ত্রীকে বোঝায়। তৃতীয়—'গোষেধাং'। ভাষ্যমতে ঐ পদের অর্থ—'গোরুর ন্যায় যে স্ত্রী গমন করে, অথবা যে স্ত্রীর শব্দ বিকৃত, যে স্ত্রী ফুৎকার ইত্যাদি নানা বিকৃতশব্দকারিণী' অর্থাৎ যে স্ত্রী 'বিকৃতগমনশীলা'। তার পর, ভাষ্যকারের ভাব এই যে,—স্ত্রীগণই যেন প্রার্থনা করছেন,—'ঐরূপ ঋশ্যপদাদিজনিত যে সকল দুর্লক্ষণ, সেই সমুদায় আমাদের নিকট হ'তে আমরা নাশ করছি; অর্থাৎ, মন্ত্রশক্তিপ্রভাবে তাদের নিবৃত্ত করছি।' তার পর, 'ললাম্যং' পদে 'ললাটপ্রান্তে উৎপন্ন' এবং 'বিলীঢ্যং' পদে 'কেশসমূহের প্রতিলোম-রূপে ললাটপ্রান্তে বর্তমান যে দুর্লক্ষণ'—তাকে বোঝায়। ভাষ্যে এই ভাব প্রকাশমান। 'রিশ্যপদী' প্রভৃতি পদ ব্যবহারহেতু স্ত্রীগণ-সম্পর্কেই মন্ত্র প্রযুক্ত হয়েছে, এই ভাবই সাধারণতঃ পরিগৃহীত হয়। কিন্তু বিলীঢ্য-রূপ দুর্লক্ষণ স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হয়েছে—মনে করা যায়। [স্ত্রীগণের পদ ও কেশ, চলন ও বলন প্রভৃতিতে সুলক্ষণ দুর্লক্ষণ বিদ্যমান আছে,—আমাদের দেশে এই ভাব আজও পোষিত হয়। বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপনে ঐ সব লক্ষণের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য দেখা যায়। বোধহয় আলোচ্য মন্ত্রের মতো মন্ত্রগুলির অর্থই ঐরকম পরীক্ষার ভাব মনে জাগরূক ক'রে রেখেছে]। যাই হোক, এ তো ভাষ্যের ভাব। আমরা কিন্তু পূর্ব পূর্ব মন্ত্রের সম্বোধন এবং কর্মশক্তির সাথে সেই সকল মন্ত্রের সম্বন্ধের বিষয়, এই মন্ত্রার্থ-অলোচনার সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করা আবশ্যক ব'লে মনে ক'রি। আমরা ব'লি,—এই মন্ত্রের সম্বোধন—ভগবান্‌কে। তাঁর নিকট প্রার্থনা জানানো হচ্ছে,—'আমাদের কার্যশক্তি যেন বিপথগামিনী না হয়। আমাদের কর্মের দ্বারা আমরা যেন আমাদের ভাগ্যরেখা—ললাট-লিপি—পরিবর্তন করতে সমর্থ হই।' যেমন—'রিশ্যপদীং'। ঐ পদের ভাব 'বক্রগতিবিশিষ্ট, ক্রূরভাবাপন্ন'। হিংসা দ্বেষ ইত্যাদির প্রাবল্যে কর্মশক্তিসমূহ 'রিশ্যপদীং' অর্থাৎ বক্রগতিবিশিষ্টা হয়ে থাকে। দ্বিতীয়—'বৃষদতীং'। স্থূল অর্থ—'স্থূলদন্তে চর্বণপরায়ণা'। 'বৃষ' পদে 'অভীষ্টবর্ষণের' ভাব আসে; সত্ত্বভাবেই অভীষ্ট পূরণ হয়। যে দন্ত সেই অভীষ্টকে চর্বণ করে, অভীষ্টপূরণের পথ রোধ করে, এখানে সেই ভাব আসে। তৃতীয়—'গোষেধাং'। ঐ পদের ভাব—'বিপথে গমনশীলা'। গো-শব্দের জ্ঞান অর্থ গ্রহণ করলেও ঐ ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'গো' অর্থাৎ জ্ঞান হ'তে চলে যাওয়ার ভাব ('বিধু গত্যাং' এই ধাতু-অর্থ অনুসারেই) পাওয়া যায়। জ্ঞান-পথ হ'তে চলে যাওয়াই—বিকৃত গমন। 'গোষেধাং' পদ ঐ ভাব প্রকাশ করে। চতুর্থ—'বিধমাং'। বিকৃত বা বিরুদ্ধ স্বরই মিথ্যাভাষণ। যা সত্য, তা বিকৃত বা বিরুদ্ধ নয়; মিথ্যাই বিকৃত-স্বর। এ পক্ষে ঐ 'বিধমাং' পদে মিথ্যাভাষণের অর্থই প্রাপ্ত হই।—'এই সকল ভাব আমাদের কর্মশক্তির সাথে সম্বন্ধযুক্ত না হয়, আমাদের কর্মশক্তিকে তাদের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করবেন না'; মন্ত্রের প্রথমাংশে এইরকম প্রার্থনা প্রকাশিত হয়েছে।—মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ—'তাঃ অস্মৎ নাসয়ামসি'। তার 'নাশয়ামসি' ক্রিয়াকে ভাষ্যকার প্রথম পুরুষের বহুবচনের ক্রিয়াপদ গণ্য করছেন। কিন্তু আমরা মনে ক'রি, ঐ পদ মধ্যমপুরুষের একবচনের ক্রিয়াপদ। তাই ঐ পদের 'নাশয়ামঃ' প্রতিবাক্য-গ্রহণ না ক'রে, আমরা 'বিনাশয়' 'বিদূরয়' প্রতিবাক্য গ্রহণ করেছি।...এই সব বিষয় বিবেচনা করলে, এখানকার ভাব হয় এই যে,—হে ভগবন্! ঐ সকল অসৎ-সংশ্রবকে আমার কর্মশক্তি হ'তে দূরে অপসারণ করুন। মন্ত্রের উপসংহার—'ললাম্য বিলীঢ্যং নাশয়।'—'হে ভগবন্! আমার ললাটলিপি পরিবর্তন ক'রে

দিন।...আমার কর্মের দ্বারা আমার অদৃষ্টকে ফিরিয়ে নেবার সামর্থ্য আমাতে আসুক।'—সূক্তের শেষে, সকল প্রার্থনার শেষে এই প্রার্থনাই সমীচীন ও সঙ্গত হয় ॥ ৪॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : শত্রুনিবারণম্

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : ঈশ্বর, (ইন্দ্র, দৈবী, রুদ্র, দেবা)। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পংক্তি]

প্রথম মন্ত্র

মা নো বিদন্ বিব্যাধিনো মো অভিব্যাধিনো বিদন্।
আরাচ্ছরব্যা অস্মদ্বিষূচীরিন্দ্র পাতয় ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — বিশেষরূপে অস্ত্রের দ্বারা তাড়নশীল শত্রুগণ (বহির্দেশ হ'তে আগত পারিপার্শ্বিক শত্রুগণ) আমাদের আক্রমণ করতে যেন সমর্থ না হয়; সন্নিহিত শত্রুগণ (অন্তরস্থিত কামক্রোধ ইত্যাদি রিপু-শত্রুগণ) আমাদের নিকট হ'তে দূরীভূত হোক। হে পরমৈশ্বর্যশালিন্ (ভগবন্ ইন্দ্রদেব)! শত্রুগণ কর্তৃক বহু দিক হ'তে নিক্ষিপ্ত শরসমূহ (শত্রুগণের সর্বতোমুখী আক্রমণ), নানামুখে গতিশীলা হয়ে, আমাদের নিকট হ'তে দূরদেশে পতিত হোক। (প্রার্থনা,—আমাদের প্রতি শত্রুগণের শর-সন্ধান সর্বথা ব্যর্থ হোক) ॥ ১॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই নতুন সূক্তে আবার নতুনরকমের প্রার্থনা আরম্ভ হলো। সূক্তানুক্রমণিকায় প্রকাশ,—এই সূক্তটি এবং এর পরবর্তী আরও দু'টি সূক্ত সংগ্রামে বিজয়-শ্রী লাভের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়। "বিদ্মা শরস্য" (১কা-২সূ) প্রভৃতি মন্ত্রের ন্যায় এই সূক্তের মন্ত্র ইত্যাদির বিনিয়োগ-বিধি নির্দিষ্ট আছে। আয়ুধ-ধারণ প্রভৃতি সংক্রান্ত আজ্যহোমে 'মা নো বিদ্যম্' ইত্যাদি সূক্তের মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ হবে। এ বিষয়ের আর আর বিধি, কর্মীর নিকট অবগত হওয়া কর্তব্য। আমাদের ব্যাখ্যা প্রায়ই মন্ত্রের অনুসারী আছে। তবে যুদ্ধজয়ের ব্যাপারে মন্ত্রের প্রয়োগ আছে—এই মাত্র লক্ষ্য রেখে, মন্ত্রের অর্থে ভাষ্যকার যে দূরস্থ ও নিকটস্থ যোদ্ধা-সৈনিকের শরনিক্ষেপ প্রতিহত করবার উদ্দেশ্যে মন্ত্রটি বিহিত হয়েছে নির্দেশ করেছেন, আমরা সে ভাব সম্পূর্ণ পরিগ্রহ করিনি। আমাদের মত এই যে,—এই মন্ত্রে আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক দু'রকম সংগ্রাম-ক্ষেত্রের চিত্র চিত্রিত আছে। মন্ত্রে বলা হয়েছে,—'হে ভগবন্! আমাদের বহিঃশত্রুকে আপনি দূরীভূত করুন; আমাদের অন্তরস্থ শত্রুও আপনার প্রভাবে বিনাশ-প্রাপ্ত হোক।' ইন্দ্র-সম্বোধনে এখানে দেবাসুরের যুদ্ধের প্রসঙ্গ উঠতে পারে। আর্যগণের সাথে অনার্যগণের যুদ্ধের বিষয়ও খ্যাপন করা যায়। যে দৃষ্টিতে যিনি দেখবেন, মন্ত্রে সেই ভাবই আমনন করতে পারবেন। তবে আমাদের লক্ষ্য,—সেই এক। সে পক্ষে প্রার্থনার মর্ম এই যে,—'হে ভগবন্! অন্তঃশত্রু বহিঃশত্রু উভয় শত্রু আমাদের আক্রমণে নিয়ত শরসন্ধান ক'রে আছে; আপনি তাদের আক্রমণ প্রতিহত করুন,—সেই দুই রকমের শত্রুকে দূরে অপসারণ ক'রে দিন। একদিকে কাম ইত্যাদি রিপুগণের প্রলোভন-রূপ শর, অন্যদিকে অপকর্মের ফলস্বরূপ পারিপার্শ্বিক বিপদ-পরম্পরা-রূপ শর,—দু'রকম শত্রুর নিক্ষিপ্ত দু'রকম শর,—চারদিক হ'তে আমাদের আক্রমণ করতে আসছে। হে ভগবন্! সেই সকল শত্রুর আক্রমণ হ'তে আমাদের রক্ষা করুন।' এটাই এখানকার প্রার্থনা ॥ ১॥

◆

দ্বিতীয় মন্ত্র

বিষ্বঞ্চো অস্মচ্ছরবঃ পতন্তু যে অস্তা যে চাস্যাঃ।
দৈবীর্মনুষ্যেষবো মমামিত্রান্ বি বিধ্যত ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — হিংসাকারী শত্রুগণ! আমাদের নিকট হ'তে তোমরা বিপরীত পথে গমন করো; (আমাদের পরিত্যাগ ক'রে অন্যত্র যাও); যে শত্রু আমাদের আক্রমণের জন্য আমাদের অভিমুখে প্রধাবিত হয়েছে, যে শত্রুগণ আমাদের আক্রমণের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হচ্ছে, তারা সকলে বিপরীত পথে নিপতিত হোক। 'দৈবীঃ' অর্থাৎ দেব সম্বন্ধীয় অস্ত্র ইত্যাদি (আমাদের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব ইত্যাদি) এবং 'মনুষ্যেষবঃ' (অর্থাৎ মনুষ্যসম্বন্ধীয় অস্ত্র ইত্যাদি) অর্থাৎ আমাদের মনুষ্যোচিত কর্মের দ্বারা সঞ্জাত আয়ুধ ইত্যাদি, আমাদের ঐ শত্রুদের সংহার করুক ॥ ২॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — ভাষ্যানুসারে এ মন্ত্রে মানুষের সাথে মানুষের যুদ্ধের বিষয় প্রখ্যাপিত। তা থেকে দেবাসুরের যুদ্ধ অথবা আর্যগণের সাথে অনার্যগণের যুদ্ধ অধ্যাহার করা যায়। ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের প্রথম পাদের অর্থ এই যে,—'শত্রুর যে শর ধনু হ'তে বিনির্মুক্ত হয়েছে, তারা অন্য পথে গমন করুক; আর যে শর তূণীরে সংগৃহীত আছে, তারাও নিপতিত অর্থাৎ ব্যর্থ হোক।' শত্রুর শর সম্বন্ধে এমন অভিপ্রায় প্রকাশ ক'রে, পরিশেষে নিজেদের শরের কার্যকারিতা-বিষয়ে প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে,— 'আমাদের পক্ষে 'দৈবীঃ' অর্থাৎ আগ্নেয়-বারুণ ইত্যাদিরূপ অস্ত্রসমূহ, আর 'মনুষ্যেষবঃ' এই আমাদের প্রযুক্ত অস্ত্র ইত্যাদি আমাদের শত্রুগণের সংহার সাধন করুন।' এখানে মানুষে মানুষে যুদ্ধে এক পক্ষে দেবতাগণের সহায়তা প্রার্থনা করা হচ্ছে, অন্য পক্ষে নিজেদের কৃতিত্বেরও কামনা প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের ভাব ভাষ্যের ভাব হ'তে একটু স্বতন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা মনে ক'রি, এ মন্ত্রের মুখ্য সম্বোধন—ভগবান্‌কে। তাঁর অনুগ্রহে আমাদের সকলরকম শত্রু বিনষ্ট হোক,—এটাই প্রার্থনা। শত্রু বা শর বলতে এখানে হৃদয়স্থিত কামক্রোধ ইত্যাদি রিপু-শত্রুকে লক্ষ্য আছে। শর—প্রলোভন ইত্যাদি-রূপ তাদের কর্ম। 'তাদের যে কর্ম আরব্ধ হয়েছে, অর্থাৎ তারা আমাদের প্রতি যে শর পরিত্যাগ (নিক্ষেপ) করেছে, সে শর বা সে কর্ম অন্যদিকে বিপরীত-পথে গমন করুক';—এইরকম প্রার্থনার মর্ম এই যে,—'শত্রুশরের কার্য—হিংসা ইত্যাদি —আমাদের মধ্যে যেন আর কার্যকরী না হয়।' এর ভাব এই যে,—'শত্রুর প্রলোভন ইত্যাদি যেন আমাদের প্রতি আদৌ কার্যকরী না হয়।' আমরা মনে ক'রি, মন্ত্রের প্রথম পাদের এটাই মর্মার্থ। ভাষ্যানুসারে দ্বিতীয় পাদের 'দৈবীঃ' পদের অর্থ 'আগ্নেয় ইত্যাদি অস্ত্র' ব'লে আমরা মনে ক'রি না। রিপু দমনের পক্ষে দেবতার সত্ত্বভাবই প্রধান অস্ত্র; এখানে তাই প্রখ্যাপিত হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছে,—'দৈবী অস্ত্র অর্থাৎ আমার হৃদয়াভ্যন্তরস্থিত সত্ত্বভাবসমূহই আমার শত্রুকে বিনাশ করতে সমর্থ হোক।' তারপর বলা হয়েছে,—'আমার মনুষ্যোচিত কর্ম—আমার সৎকর্ম-নিবহ—তাদের বিমর্দিত করুক।' ফলতঃ, আমি আমার কর্মের দ্বারা যেন আমার সকল অসৎ-ভাবকে দূর করতে সমর্থ হই; হে ভগবন্! আমায় সেই কর্মশক্তি প্রদান করো।'—এটাই এই মন্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য॥ ২॥

◆

তৃতীয় মন্ত্র

যো নঃ স্বো যো অরণঃ সজাত উত নিষ্ট্যো
যো অস্মাঁ অভিদাসতি।
রুদ্র শরব্যয়ৈতান্ মমামিত্রান্ বি বিধ্যতু ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — যে সকল প্রসিদ্ধ আত্মসম্বন্ধী অন্তঃশত্রু (হৃদয়স্থিত রিপুশত্রু) আমাদের পীড়ন করে; যে সকল প্রসিদ্ধ জন্মসহজাত শত্রু (অসৎ বৃত্তিনিচয়) আমাদের নিপীড়িত করে; যে সকল বহিঃশত্রু আমাদের হিংসা করতে উদ্যত হয়; অপিচ, আর যে সকল নিকৃষ্টবল শত্রু আমাদের পীড়া উৎপাদন করে; সংহর্তা রুদ্রদেব আমাদের সেই সকল শত্রুকে আমাদের সৎকর্ম-রূপ আয়ুধের দ্বারা বিনাশ (সংহার) করুন ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই মন্ত্রটির ভাব-পরিগ্রহ করা একটু আয়াস-সাপেক্ষ। ভাষ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ অধ্যাহার করেছেন, তাতে জ্ঞাতি সজাতি সমবলসম্পন্ন মানুষ-শত্রুর উপদ্রব-নিবারণে এই মন্ত্র প্রযুক্ত হয়েছে ব'লে বোঝা যায়। ভাষ্যের অর্থে প্রকাশ,—'আমাদের যে জ্ঞাতিশত্রু অধিক বলসম্পন্ন হয়ে, আমাদের ক্ষেত্র-ধন ইত্যাদি অপহরণে আমাদের পীড়ন করছে, হে দেব! আপনি সেই সকল শত্রুর বিনাশ সাধন করুন। আমাদের সম্ভাব্য যে সব শত্রু, আমাদের সমানজন্মা সমবল সজাতি যে সব শত্রু এবং অপরাপর হীনবল যে সব শত্রু আমাদের প্রতি নানারকম উপদ্রব করছে, আমাদের সেই সব শত্রুকে, নানা আয়ুধ-সহকারে নিহত করুন। 'আমাদের ব্যাখ্যা ভিন্ন পদ অবলম্বন করেছে। যেমন,—মন্ত্রের অন্তর্গত 'স্বঃ' পদের ভাষ্যকার অর্থ করেছেন,—'জ্ঞাতিঃ।' আমরা অর্থ করেছি,—'আত্মসম্বন্ধী অন্তঃশত্রুঃ যদ্বা অস্মাকং হৃদিস্থিতঃ রিপুশত্রুঃ'। 'সজাতঃ' পদের অর্থে ভাষ্যকার লিখেছেন—'সমানজন্মা সমবলঃ জ্ঞাতি অরাতির্বা।' আমরা ঐ পদের অর্থ অধ্যাহার করলাম—'জন্মসহজাতঃ অসৎ বৃত্তিনিচয়ঃ'। ভাষ্যকারের অর্থকে অনুসরণ করলে মানুষের সাথে মানুষের দ্বন্দ্বের—জ্ঞাতি সজাতির সাথে বিবাদ বিসম্বাদের ভাব আসে। কিন্তু, বেদমন্ত্র যে পারিবারিক দ্বন্দ্বকলহের বা জ্ঞাতিনাশের বিষয় বর্ণনা করেননি, তা বেশ উপলব্ধ হয়। বেদমন্ত্রসমূহ উচ্চশিক্ষামূলক; তাতে ইহলৌকিক অনিত্য-সম্বন্ধের বিষয় প্রকটিত হয়নি। ইত্যাদি ॥ ৩॥

◆

চতুর্থ মন্ত্র

যঃ সপত্নো যোঽসপত্নো যশ্চ দ্বিষঞ্ছপাতি নঃ।
দেবাস্তং সর্বে ধূর্বন্তু ব্রহ্ম বর্ম মমান্তরং ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — আমাদের অন্তরস্থিত যে শত্রু, আমাদের কর্মের দ্বারা সঞ্জাত যে শত্রু এবং যে শত্রু আমাদের প্রতি দ্বেষপরায়ণ হয়ে আমাদের অভিসম্পাত করে (বাক্য ইত্যাদির দ্বারা আমাদের অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হয়); সেই সকল শত্রুকে আমাদের দেবভাবসমূহ (পরম ঐশ্বর্যশালী দেবগণ) বিনাশ করুন; আর, আমার প্রযুজ্যমান মন্ত্রজাল ব্যবধায়ক বর্মস্বরূপ বিদ্যমান থাকুক। (অর্থাৎ, মন্ত্ররূপ বর্মের দ্বারা যেন আমরা শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে সমর্থ হই) ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — ভাষ্যে এই মন্ত্রের 'সপত্নঃ' পদে 'জ্ঞাতিরূপ শত্রু' এবং 'অসপত্ন' পদে 'জ্ঞাতিব্যতিরিক্তঃ শত্রুঃ' অর্থ গৃহীত হয়েছে। এই দু'রকম শত্রু; আর এক রকম শত্রু—'যারা হিংসা ক'রে আমাদের গালি দেয়'। এই তিন রকম শত্রুকে, ইন্দ্র ইত্যাদি দেবগণ এসে বধ করুন; আর, আমাদের উচ্চারিত মন্ত্র আমাদের বর্ম-স্বরূপ হয়ে শত্রুর ও আমাদের মধ্যে ব্যবধান রক্ষা করুক। ভাষ্যানুসারে মন্ত্রে এই ভাব পরিব্যক্ত। প্রত্নতত্ত্বের দিক থেকে আবার বলা যায়, আর্যগণ যখন এদেশে আসেন (আমরা অবশ্য তা স্বীকার ক'রি না); তখন এ দেশের লোকের মধ্যে দু'টি দল হয়। একদল আর্যগণের পক্ষ অবলম্বন করেন; আর এক দল, তাঁদের প্রতিযোগী হন। সেই প্রতিযোগী দলের মধ্যে, অনেকে অনেকের জ্ঞাতিশত্রু ছিলেন, অনেকে আবার বাহিরের শত্রু ছিলেন। অনেকে নিকটে এসে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধবিগ্রহে প্রবৃত্ত হ'তেন না; তাঁরা দূরে থেকেই নিন্দাবাদে অনিষ্ট-সাধনের চেষ্টা পেতেন। এ পক্ষে প্রার্থনার অর্থ এই যে,—'সেই ইন্দ্র ইত্যাদি দেবগণ এসে, ঐ তিনরকম শত্রুকে বধ করুন; আর মন্ত্র, আমাদের বর্মরূপে রক্ষা করুক।' দেবাসুরের সংগ্রাম এবং আর্য-অনার্যের যুদ্ধের সাথে এই মন্ত্রের সংশ্রব রাখতে গেলে, মন্ত্রে এইরকম অর্থই—এইরকম ভাবই নিষ্কাশন করা যায়।—কিন্তু সকল মন্ত্রের সাথে এই সূক্তের মন্ত্র-কয়েকটির সামঞ্জস্য রাখতে হ'লে, এবং আধ্যাত্মিক জগতের সাথে এই সকল মন্ত্রের সম্বন্ধ আছে বুঝতে পারলে আমরা যে পথে যে ভাবে অর্থ নিষ্কাশন করছি, তার যৌক্তিকতা উপলব্ধ হবে। আমরা মনে ক'রি, হৃদয়-ক্ষেত্রে অহরহ যে সংগ্রাম চলেছে, এখানে সেই সংগ্রামের বিষয়ই প্রখ্যাত আছে। কতকগুলি শত্রু আমাদের অন্তরের মধ্যে আমাদের জন্মসহচর হয়ে আছে। আর কতকগুলি শত্রুকে আমরা আমাদের কর্মের দ্বারা আহ্বান ক'রে আনি। সেই দু'রকম শত্রুকে 'সপত্নঃ' ও 'অসপত্নঃ' আখ্যায় আখ্যাত করা হয়েছে। একরকম শত্রু সঙ্গে সঙ্গেই থাকে (অন্তঃশত্রু); তাই 'সপত্নঃ'। অন্য শত্রুকে আমরা আমাদের কর্মের দ্বারা আহ্বান ক'রে আনি (বহিঃশত্রু); তাই সে 'বিপত্নঃ'। তা ছাড়া, তৃতীয় যে শত্রু—তারা অলক্ষ্যে থাকে; কিন্তু আমাদের অনিষ্ঠ সাধন করে। সে শত্রুকেও কর্মজ শত্রু বলা যেতে পারে। এমন অনেক অপকর্ম আছে, আমাদের অজ্ঞাতে সাধিত হয়। সে সকল কর্মের ফলাফল আমরা বুঝতে পারি না, বোঝবার চেষ্টাও ক'রি না; অথচ সে সকল কর্ম সম্পাদন ক'রে থাকি। এখানে সেই সকল কর্ম-কৃত শত্রুকে লক্ষ্য করা যায়। উপসংহারে—মন্ত্রে বলা হয়েছে,— 'দেবগণ তিনপ্রকার শত্রুকে নাশ করুন।' আমরা মনে ক'রি, এখানকার প্রার্থনার মর্ম এই যে,—'হে ভগবন্! আমরা যেন আমাদের দেবভাবসমূহের দ্বারা তিন প্রকারে উৎপন্ন তিন প্রকার শত্রুকে সংহার করতে পারি।' দেবভাবে—সত্ত্বভাবে—সকল অসৎ-ভাব দূর হয়। আমাতে সেই দেবভাবসমূহ—সত্ত্বভাবসমূহ আসুক, আর তার প্রভাবে শত্রু বিমর্দিত হোক। এটাই প্রার্থনার ভাব।—'মন্ত্র আমার বর্ম হোক'—এই বাক্যের মর্ম এই যে,—মন্ত্রের অনুধ্যানে আমি যেন নিমগ্ন থাকি। তাহ'লে অসৎ-ভাব আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।' মন্ত্রে হৃদয়ে সত্ত্বভাব আনয়ন করে; অসৎ-ভাবকে দূর ক'রে দেয়। তাই মন্ত্রকে বর্মরূপে গ্রহণের কথা বলা হলো ॥ ৪ ॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : শত্রুনিবারণম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : সোম, মরুত, মিত্রাবরুণ, বরুণ, ইন্দ্র। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ]

প্রথম মন্ত্র

অদারসৃদ্ ভবতু দেব সোমাস্মিন্ যজ্ঞে
মরুতো মৃড়তা নঃ।

মা নো বিদদভিভা মো অশস্তির্মা নো
বিদদ্ বৃজিনা দ্বেষ্যা যা ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — হে দ্যোতমান শুদ্ধসত্ত্বপোষক দেব! আমাদের শত্রু স্বস্থান-চ্যুত হোক; (আপনার কৃপায় আমাদের হৃদয় হ'তে অন্তর্হিত হোক)। হে বিবেকরূপী মরুৎ-দেবগণ! আমাদের অনুষ্ঠিত কর্মে (হৃদয়ের সৎ-বৃত্তির দ্বন্দ্বে) আমাদের ইষ্টফল প্রদান করুন; (জয়যুক্ত ক'রে সুখী করুন); অপিচ, আমাদের অভিমুখে আগমনকারী শত্রুর তেজঃ যেন আমাদের অভিভূত করতে না পারে; আমাদের অকীর্তিরূপ-শত্রু যেন আমাদের প্রাপ্ত না হয়; (অপিচ) হিংসা ইত্যাদি পাপসম্বন্ধযুত আমাদের অভীষ্টফলনাশক যে সকল শত্রু আছে, তারা যেন আমাদের অভিভূত করতে না পারে। (অর্থাৎ, আমরা যেন আমাদের কর্মের দ্বারা সৎ-ভাব-সহযুত হয়ে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে সমর্থ হই) ॥ ১॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই সূক্তের মন্ত্রগুলিও শত্রুসমরে বিজয়লাভ-মূলক। শত্রুসংগ্রামে বিজয়লাভের জন্য এই সূক্তের মন্ত্র-সমূহে নানা প্রার্থনার দ্যোতনা হয়েছে। মন্ত্রের আমরা যে ব্যাখ্যা করেছি, তা প্রায়ই ভাষ্যের অনুসারী হয়েছে। মন্ত্রটিকে আমরা চার ভাগে ভাগ করেছি। প্রথম অংশে শুদ্ধসত্ত্বের পোষক জ্ঞানদেবতার নিকট হৃদয়ের শত্রুসমূহকে—অজ্ঞানতা ও তার সহচর কামনা-বাসনা ইত্যাদি রিপুশত্রুগুলিকে বিনাশ করবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। হৃদয়ের শত্রুসমূহই ইহলোকে পরলোকে বিষম অনিষ্টের সূত্রপাত করে।...মন্ত্রের প্রথমাংশে তাই অজ্ঞানতা রূপ শত্রুনাশে হৃদয়ের নির্মলতাসাধনের বিষয়ে দেবতার নিকট প্রার্থনা করা হয়েছে।—মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে, সৎকর্মের ফলে সৎস্বরূপের সামীপ্যলাভের প্রার্থনা প্রকটিত। ঐ অংশে দু'রকম ভাব উপলব্ধ হয়। বিবেকরূপী মরুৎ-দেবতার নিকট শত্রুসমরে বিজয়-লাভের প্রার্থনা এবং সৎকর্মের ফলে পরাগতি মুক্তিলাভের কামনা প্রকাশ পেয়েছে। হৃদয়ে অহরহ সৎ-অসৎবৃত্তির দ্বন্দ্ব চলেছে। সেই দ্বন্দ্বে জয়লাভের বা অসৎ-বৃত্তি-নাশের প্রার্থনা অথবা সৎকর্মের ফলে সৎ-স্বরূপের সামীপ্য-লাভের কামনা দ্যোতিত হচ্ছে। মন্ত্রের শেষ তিন অংশে সর্বশত্রু-সংহারের প্রার্থনা করা হয়েছে। প্রথম—'অভিভাঃ' অর্থাৎ, দীপ্তির দ্বারা অভিভবকারী যে শত্রু। পার্থিব সুখ-ঐশ্বর্যের দীপ্তি মোহকর। কামনা-বাসনা ইত্যাদিই তার জনয়িতা। পার্থিব ধনরত্নের লাভের আশায় আমরা মোহগ্রস্ত না হই, কামনা-বাসনা ইত্যাদিরূপ শত্রু এসে আমাদের মোহনীয় লোভনীয় সামগ্রীর দীপ্তির দ্বারা অভিভূত না করে, এ স্থলে সেই প্রার্থনা সূচিত হয়েছে। দ্বিতীয়—অকীর্তি-রূপ শত্রু। আমরা যেন এমন কর্মে লিপ্ত না হই, যাতে আমাদের প্রাক্তন নষ্ট না হয়, যাতে আমাদের সৎকার্যের সুযশ লোপ প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ,—আমরা যেন সৎকার্যের—শোভন কার্যের অনুষ্ঠানে অনুপ্রাণিত হই। আমরা যেন সৎ-আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, আর সংসার যেন সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। তৃতীয়—পাপ-রূপ শত্রু। পাপ-কর্ম—অসৎ-কর্ম—মানুষের সকল সন্তাপের জনক। পাপেই সংসার ভস্মীভূত হয়;—পাপই মানুষকে নিরয়গামী করে। সেই পাপ-রূপ শত্রুকে বিনাশ করবার জন্য দেবতার নিকট প্রার্থনা জানানো হয়েছে ॥ ১॥

◆

দ্বিতীয় মন্ত্র

যো অদ্য সেন্যো বধোঽঘায়ূনামুদীরতে।
যুবং তং মিত্রাবরুণাবস্মদ্যাবয়তং পরি ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — ইদানীং (কর্মপ্রারম্ভে) সহচর হিংসা ইত্যাদি পাপশত্রুগণের হননসাধক যে আয়ুধ-জাল আমাদের অভিমুখে নিপতিত হয়, হে সখ্যকারুণ্য-রূপী দেব! আপনারা আমাদের সেই হ'তে সেই সকল আয়ুধ বিযুক্ত করুন; (শত্রুর আয়ুধ আমাদের যাতে স্পর্শ করতে না পারে, হে দেবদ্বয়! আপনারা তার বিধান করুন) ॥ ২॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — মন্ত্রটি শত্রু-শর প্রতিষেধক। সাধারণতঃ মানুষের সাথে মানুষের দ্বন্দ্বের বিষয়ই প্রথম দৃষ্টিতে মন্ত্রে উপলব্ধ হয়। যুদ্ধ-জয়-ব্যাপারে মন্ত্রের প্রয়োগ আছে,—লক্ষ্য ক'রে, ভাষ্যকার ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান ত্রিকালের শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করবার উদ্দেশ্যে মন্ত্রের প্রয়োগ সিদ্ধান্ত করেছেন। আমরা সে হিসাবে মন্ত্রের ভাব পরিগ্রহ করিনি।—আমাদের মতে, এ মন্ত্রে আধ্যাত্মিক সংগ্রামের চিত্র চিত্রিত হয়েছে। মন্ত্রে শত্রুকৃত 'বধ' নিবারণের প্রার্থনা আছে। এখানে শত্রু বলতে অজ্ঞানতাকে বোঝাচ্ছে। কাম-ক্রোধ ইত্যাদি অজ্ঞানতার সহচর; হিংসা, পাপ, প্রলোভন এবং কামনা-বাসনা প্রভৃতি তাদের অস্ত্রপর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। শত্রুর অস্ত্র ইত্যাদি অর্থাৎ কামনা-বাসনা ইত্যাদি বা প্রলোভন প্রভৃতি যেন আমাদের স্পর্শ করতে না পারে, তাদের আয়ুধ-প্রহারে আমরা যেন বিচ্ছিন্ন না হই, তাদের ভয়ে আমরা যেন সৎপথ-ভ্রষ্ট না হই। মন্ত্রে এই প্রার্থনার ভাব সূচিত হয়েছে।—'হে ভগবন্! আমাদের সৎকর্মের প্রভাবে আমরা যেন সকল অসৎ-ভাব দূর করতে সমর্থ হই। হে ভগবন্! আমাদের সেই কর্ম-শক্তি প্রদান করো; আমাদের সেই জ্ঞান দান করো; তোমার জ্ঞানে তোমার স্বরূপ বুঝে যেন তোমার সাথে সম্মিলিত হই। হে ভগবন্! আমাদের সকল সন্তাপ দূরে যাক।'—মন্ত্রে এইরকম প্রার্থনার ভাবই প্রকাশ করে ॥ ২॥

◆

তৃতীয় মন্ত্র

ইতশ্চ যদমুতশ্চ যদ্ বধং বরুণ যাবয়।
বি মহচ্ছর্ম যচ্ছ বরীয়ো যাবয়া বধং ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — স্নেহকারুণ্যবর্ষণকারী হে বরুণদেব! আমাদের নিকটবর্তী শত্রুর (হৃদয়ে বিদ্যমান অন্তঃশত্রুর) এবং আমাদের দূরবর্তী (কর্মের দ্বারা সঞ্জাত) শত্রুর যে হনন-সাধন আয়ুধ আমাদের প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ আমাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়) সেই সমুদায় আয়ুধকে আপনি আমাদের হ'তে বিযুক্ত করুন (শত্রুর সেই সকল অস্ত্র যেন আমাদের স্পর্শ করতে না পারে)। অপিচ, হে দেব! আপনি আমাদের শ্রেষ্ঠ সুখ (আশ্রয়) প্রদান করুন; এবং দুষ্পরিহর অস্ত্র-শস্ত্রাদি (আমাদের হ'তে) বিযুক্ত করুন অর্থাৎ দূরে নিক্ষেপ করুন ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এ মন্ত্রে স্নেহকরুণাধার ভগবানের বরুণরূপী বিভূতির নিকট শত্রুনাশের প্রার্থনা জানানো হয়েছে। লৌকিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রেই এই প্রার্থনা জানানো যেতে পারে। যে সকল শত্রু নিকটে বর্তমান অর্থাৎ জ্ঞাতি প্রতিবেশী প্রভৃতির যে শত্রুতাচরণ, আর যে সকল শত্রু দূরে দৃশ্যমান অর্থাৎ ভিন্ন দেশীয় শত্রু—উভয়রকম শত্রুর আক্রমণ হ'তে নির্মুক্ত করবার আকাঙ্ক্ষা এই মন্ত্রে প্রকাশ পেয়েছে। এ হিসাবে, ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে কেউ কেউ আর্য-অনার্যের যুদ্ধের সম্বন্ধও খ্যাপন করতে কুণ্ঠা বোধ করেননি। যাই হোক, লৌকিক হিসাবেও মন্ত্রে যে উচ্চভাবের সূচনা হ'তে পারে, এস্থলে তার বিবৃতি করছি। নিকটে অবস্থিত এবং দূরে অবস্থিত শত্রুর আক্রমণ হ'তে বিযুক্ত করবার প্রার্থনায় এই ভাব প্রকাশ পেয়েছে যে, 'হে

ভগবন্! আমাদের এমন আদর্শ-কর্মী করো, যেন আমাদের প্রতিবেশী বা জ্ঞাতি অথবা ভিন্ন-দেশবাসী বা গ্রামবাসী কেউই আমাদের সাথে শত্রুতাচরণে সমর্থ না হয়। অর্থাৎ আমাদের কর্মগুণে যেন আমরা সকলকেই আপন ক'রে নিতে পারি। সকলেই যেন আমাদের ব্যবহারে ও পরিচর্যায় পরিতুষ্ট হয়ে আমাদের মিত্রের মধ্যে পরিগণিত হয়। আমরা যেন এমনই উদারচেতা—এমনই লোকপ্রিয় হই, যেন এ পৃথিবীর সকলকেই স্বজাতি-স্বজন ব'লে মনে করতে পারি।' লৌকিক হিসাবে, এ অর্থও সঙ্গত হ'তে পারে।—আধ্যাত্মিক হিসাবে, সন্নিহিত শত্রু—'ইতশ্চ' পদে, হৃদয়ের অন্তঃশত্রুসমূহকে বুঝিয়ে থাকে; আর দূরবর্তী শত্রু—'অমূতঃ' পদে, আমাদের কর্মের দ্বারা সঞ্জাত পাপ ইত্যাদি শত্রুকে বোঝায়। সময় সময় আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারে এমন সকল কর্মের অনুষ্ঠান ক'রি, যার দ্বারা পাপ সঞ্চিত হয়ে যায়। কর্ম যদি সত্ত্ব-সহযুত হয়, তাহ'লে আর সে আশঙ্কা থাকে না। তাহলে 'অমূতঃ' রূপ শত্রুর আক্রমণের বিভীষিকা দূরে পলায়ন করে। শত্রুর আয়ুধ অর্থে প্রলোভন ও কামনা-বাসনা ইত্যাদি-রূপ তাদের অস্ত্র-শস্ত্রাদি। 'নিকটস্থিত ও দূরস্থিত শত্রুর আয়ুধ আমাদের হ'তে বিযুক্ত করুন'। এই প্রার্থনার মর্ম এই যে,—'হিংসা, প্রলোভন, পাপ-কর্ম, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি যেন আমাদের মধ্যে কার্যকারী না হয়। অর্থাৎ, আমরা যেন সর্বতোভাবে হিংসা প্রভৃতি পরিশূন্য হই, শত্রুর প্রলোভন ইত্যাদি যেন আমাদের বিপথগামী করতে সমর্থ না হয়, মায়ামোহ-হিংসা-দ্বেষ ইত্যাদি যেন আমাদের অভিভূত করতে না পারে। ফলতঃ, সর্বতোভাবে আমাদের হৃদয় নির্মল হোক, কাম ক্রোধ ইত্যাদি দূরীভূত হোক।—মন্ত্রে শত্রু-সংহারে অনিষ্ট-নিবৃত্তিতে, ইষ্ট অর্থাৎ মোক্ষলাভের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। দেবতার কাছে প্রার্থনা জানানো হয়েছে—'আমাদের শ্রেষ্ঠ সুখ বা আশ্রয় দান করুন।' পরমাত্মায় আত্মলীন হওয়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সুখ আর কি থাকতে পারে? ভগবানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্রয়ই বা আর কি আছে?—ভক্ত সাধক কাতরকণ্ঠে ডেকে বলছেন—'হে দেব! আপনি সুপ্রসন্ন হোন। শত্রুর আক্রমণে জরজর হচ্ছি; আপনি সে সকল শত্রু নির্মূল ক'রে দিন। আমি আপনার শরণ গ্রহণ করছি—আত্মনিবেদন করছি। ক্ষুদ্র হৃদয়-সিংহাসন পেতে রেখেছি। ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলী প্রস্তুত রয়েছে। আসুন, গ্রহণ করুন। আমি পরমাশ্রয় প্রাপ্ত হই।'—এই তো তাঁতে আত্মলীন হবার প্রার্থনা ॥ ৩॥

◆

চতুর্থ মন্ত্র

শাস ইত্থা মহাঁ অস্যমিত্রসাহো অস্তৃতঃ।
ন যস্য হন্যতে সখা ন জীয়তে কদা চন ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — হে দেব! হিংসারহিত আপনি শত্রুগণ কর্তৃক অহিংসিত, শত্রুগণের সংহার-কর্তা, বিশ্বের নিয়ন্তা এবং মহত্ত্ব ইত্যাদি গুণোপেত সর্বশ্রেষ্ঠ পরমৈশ্বর্যশালী হন; এই হেতু দেবতার (আপনার) শরণাগত (মিত্রভূত) জনকে শত্রুগণ হিংসা করতে পারে না, এবং শত্রু কর্তৃক কখনও সে জন পরজিত হয় না ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — সূক্তের উপসংহারে এই মন্ত্রে অতি উচ্চভাব প্রকটিত। মন্ত্রে ভগবানের শরণ নেওয়ার উপদেশ আছে। নানা গুণ-বিশেষণের অবতারণা ক'রে বলা হয়েছে,—'ভগবানের শরণাগত ব্যক্তি কখনও শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয় না' ইত্যাদি। এতে সংসারের সকল প্রাণীকেই তাঁর শরণাপন্ন হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। বক্ষ্যমান মন্ত্রে সাধক আপন মনকে ভগবানের শরণাপন্ন হবার জন্য উদ্বোধিত করছেন। ভগবান বিশ্বনিয়ন্তা; তিনি বিশ্বের হিতে রত। তিনি কেবল বিশ্বপালক নন; তিনি আবার

শত্রু-সংহারক। অন্তঃশত্রুর ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে মানুষ সর্বদা বিব্রত। ভগবান্‌কে শত্রুনাশক জেনে, শত্রুনাশের কামনায় তাঁর দিকে মানুষের মনকে আকৃষ্ট করার প্রচেষ্টা এখানে বিদ্যমান দেখি। সুখশান্তিহারা হয়ে, আধিব্যাধিশোকতাপে জর্জরিত হয়ে, মানুষ যতই আর্তনাদ করছে, করুণার সাগর দয়াল ভগবান্ ততই অভয় দিয়ে ডেকে ডেকে বলছেন,—"কেন ভয় পাও; আমার দিকে অগ্রসর হও; 'মামেকং শরণং ব্রজ', তোমার সকল সন্তাপ দূরে যাবে; তোমার সকল দুঃখ—সকল অশান্তি তিরোহিত হবে।"—মন্ত্রে ইন্দ্রদেব 'অস্তৃতঃ' ব'লে বিশেষিত হয়েছেন। তিনি 'অস্তৃতঃ' অর্থাৎ হিংসা ইত্যাদি বিরহিত; পরন্তু তিনি শত্রুদেরও অহিংসিত। এর তাৎপর্য এই যে, তাঁকে কেউ রক্ষা করে না; তিনি স্বয়ংই স্বয়ংকে রক্ষা ক'রে থাকেন। পরন্তু তিনি স্থাবর-জঙ্গম-চরাচর সকলই ধারণ ক'রে আছেন ও রক্ষা করছেন। —তাঁর ন্যায় শ্রেষ্ঠ আর কে আছে? পার্থিব বন্ধুত্ব জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই অবসান হয়। কিন্তু মরণের পরও যাঁর সাথে বন্ধুত্ব চিরবিদ্যমান থাকে, তিনিই তো প্রকৃত শ্রেষ্ঠ বন্ধু। ইহলোকের বন্ধুত্ব অবস্থা-বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অবসান হয়। কিন্তু সৎস্বরূপের সাথে সখিত্ব মরণের পরও বর্তমান থাকে। তাঁর সাথে সখিত্ব স্থাপনে সমর্থ হ'লে, তার আর অবসান হয় না। ভাষ্যের ব্যাখ্যায় প্রকাশ—এই মন্ত্রটি ইন্দ্রদেবতার সম্বোধনে প্রযুক্ত হয়েছে। মন্ত্রের মধ্যে ইন্দ্রের সম্বোধনমূলক কোন পদ দৃষ্ট হয় না। মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের ১৫২ সূক্তের প্রথম ঋক্। মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তা এই,—"আমি শাস এইভাবে ইন্দ্রকে স্তব করছি।—হে ইন্দ্র! তুমি মহৎ, শত্রুভক্ষণকারী ও আশ্চর্য, তোমার সখার মৃত্যু নেই, তার কখনও পরাজয় হয় না।" মন্ত্রে 'শাসঃ' পদ আছে। সম্ভবতঃ তা হ'তেই ব্যাখ্যাকার শাস নামক ব্যক্তিবিশেষের কল্পনা করেছেন। ভাষ্যকার সে অর্থ গ্রহণ করেননি। এমন ব্যাখ্যায় মন্ত্রের ভাব-পরিগ্রহ করা সুকঠিন। ভাষ্যেও এমন অর্থ গৃহীত হয়নি। ॥ ৪॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : শত্রুনিবারণম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

প্রথম মন্ত্র

স্বস্তিদা বিশাং পতির্বৃত্রহা বিমৃধো বশী।
বৃষেন্দ্র পুর এতু নঃ সোমপা অভয়ঙ্করঃ ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ — পরমার্থপ্রদাতা (শাশ্বতফলবিধায়ক) নিখিল প্রজাপালক (বিশ্বপালক) বৃত্রহন্তা (অজ্ঞানতানাশক), শত্রুবিমর্দক, নিখিল প্রাণিগণের অধিপতি, অভীষ্টবর্ষক, শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণকারী ইন্দ্রদেব (ভগবান্), অভয়প্রদ হয়ে, আমাদের পুরোভাগে (হৃদয়ে) আগমন করুন (অধিষ্ঠিত হোন) ॥ ১॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই সূক্তের মন্ত্র চারটিও শত্রুদমনে সংগ্রাম ইত্যাদি কর্মে বিজয়শ্রী লাভ করবার জন্য প্রযুক্ত ব'লে সূক্তানুক্রমণিকায় উক্ত হয়েছে। ('স্বস্তিদাঃ' ইত্যস্য অপরাজিতগণে পাঠাৎ সাংগ্রামিকাদিকর্মসু গণপ্রযুক্তো বিনিয়োগ উক্ত॥...)। গ্রাম ইত্যাদিতে গমনের সময়ে স্বস্ত্যয়ন ইত্যাদিতে এই সূক্তের মন্ত্র পাঠ ক'রে প্রথমে দক্ষিণ পাদক্ষেপণ, শর্করাতৃণপ্রক্ষেপণ এবং ইন্দ্রোপস্থান প্রভৃতি করতে হয়। পিশাচ ইত্যাদি নিবারণ কার্যে, উদ্বেগ-বিনাশনে এবং বেদিনির্মাণকার্যে এই সূক্তোক্ত মন্ত্রগুলি জপ করবার

বিধি আছে। এই সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় ব্রাহ্মণান্তরে বিবৃত আছে। আলোচ্য মন্ত্রটি—ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের ১৫২ সূক্তের দ্বিতীয় ঋক্। মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা সাধারণতঃ প্রচলিত আছে প্রথমে তার একটি প্রকাশ করছি; যথা,—"যিনি কল্যাণ দান করেন, যিনি প্রজাবর্গের অধিপতি, বৃত্রের বিনাশকর্তা, যুদ্ধে বৃত, শত্রুকে বশ করেন, বৃষ্টি বর্ষণ করেন, সোম পান করেন, অভয় দান করেন, সেই ইন্দ্র আমাদের সমক্ষে আগমন করুন।" ভাষ্যের ভাব একটু স্বতন্ত্র। আমরা উপরোক্ত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এটুকুই বলতে পারি যে, কেবলমাত্র সাধারণ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হ'তে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণে অন্য অর্থ গৃহীত হয়।—মন্ত্রে ভগবানের যে সকল বিশেষণ পদ দৃষ্ট হয়, তার বিশ্লেষণ করলেই মন্ত্রের ভাব উপলব্ধ হ'তে পারবে। তাতে বোঝা যাবে—ইন্দ্র নামে সেই অনাদি অনন্তকে লক্ষ্য করা হয়েছে। প্রথম বিশেষণ পদ—'স্বস্তিদাঃ'। অবিনাশী নাম-সমূহের মধ্যে 'স্বস্তি' পদ উল্লিখিত হয়।—অবিনাশী—শাশ্বত সুখ—মোক্ষ বা মুক্তি ভিন্ন আর কি হ'তে পারে? আর, এই মোক্ষ বা মুক্তি ভগবান্ ব্যতীত আর কে-ই বা দিতে পারে? ভগবান্‌কে 'স্বস্তিদাঃ' বিশেষণে বিশেষিত করায় তাঁর নিকট পরম সুখ প্রাপ্তির—চিরশান্তি-লাভের প্রার্থনা জানানো হয়েছে। ইন্দ্রদেবের আর একটি বিশেষণ—'বৃত্রহা'। সায়ণের মতে ঐ পদের অর্থ—'বৃত্রো নাম জলাধার-ভূতো মেঘঃ।...' অর্থাৎ বৃষ্টির জন্য জলের আধারভূত বৃত্র নামক মেঘকে হনন করেন ব'লে তাঁর নাম—'বৃত্রহা'; অথবা ত্বষ্টার উৎপাদিত বৃত্র নামক অসুরকে হনন করেন ব'লে তাঁর নাম বৃত্রহা। আমরা ঐ পদের অর্থ করেছি—'অজ্ঞানতাবিনাশকঃ'। 'বৃত্র' পদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেই যত কিছু মতান্তরের সৃষ্টি। নিরুক্তকার যাস্ক আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক অর্থ ভেদে তার দু'রকম অর্থ নিষ্পন্ন করেছেন। আধিদৈবিক অর্থে অর্থাৎ ভাষ্যকারের প্রথম অর্থ অনুসারে, ঐ পদের যে অর্থ নিষ্পন্ন হয়, তা এই—ইন্দ্র শব্দে সূর্য বোঝায়। বৃত্র—বৃ ধাতু হ'তে উৎপন্ন। তার অর্থ—আবরণ। সে হিসাবে, 'বৃত্র' অর্থে—সূর্যের আবরক মেঘকে বুঝিয়ে থাকে। সূর্যের রশ্মি-সম্পাতে, উত্তাপে, পৃথিবী নবজীবন লাভ করে; তাতে বৃক্ষলতা ও জীবজন্তু-সমূহ জীবন প্রাপ্ত হয়। বৃত্র অর্থাৎ মেঘ সূর্যকে আবৃত করলে পৃথিবীতে তাঁর রশ্মির গতিরোধ হয়। এইভাবে, আলোকের জনয়িতা ইন্দ্রের বা সূর্যের সাথে অন্ধকারের উৎপাদক বৃত্রের বা মেঘের দ্বন্দ্ব চলে থাকে। বৃত্র জয়লাভ করলে পৃথিবী অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়,—সূর্যদেব (ইন্দ্র) অদৃশ্য হয়ে পড়েন। তাতে সংসারে বিষম অনর্থের সূত্রপাত হয়, কিন্তু ইন্দ্রের পরাক্রম অপরিসীম। ইন্দ্রের প্রখর প্রভাবের নিকট বৃত্র তিষ্ঠিতে পারে না। তখন বৃত্র নিহত হয় অর্থাৎ মেঘ বিগলিত হয়ে জলরূপে ধরাতলে নিপতিত হয়ে থাকে;—ইন্দ্রের জ্যোতিঃ পূর্ণরূপে প্রকটিত হয়ে পড়ে। সাধারণ দৃষ্টিতে বৃত্র ও ইন্দ্রের যুদ্ধের বিষয় এই ভাবেই পরিগৃহীত হয়ে থাকে ইত্যাদি। ভাষ্যকারের নিষ্পন্ন 'বৃত্রহা' পদের দ্বিতীয় অর্থ অনুসারে পৌরাণিক উপাখ্যানের প্রতি লক্ষ্য পড়ে। কিন্তু সে উপাখ্যানেও নানা মতান্তর দেখা যায়। কোনও পুরাণে বৃত্রাসুর ত্বষ্টার পুত্র, কোনও পুরাণে বৃত্রাসুর গয়াসুরের পুত্র—এইরকম উল্লেখ আছে। যাই হোক, দধীচির অস্থি-নির্মিত বজ্রের দ্বারা ইন্দ্র বৃত্রকে নিহত করেন,—এ সম্বন্ধে প্রায়ই মতান্তর নেই।—আমরা 'বৃত্রহা' পদের যে অর্থ পরিগ্রহণ করেছি, তা আধ্যাত্মিকতা-মূলক—নিরুক্তকার যাস্কের মতের অনুসারী।—মেঘ যেমন সূর্যরশ্মি আবৃত ক'রে সংসারকে অন্ধকারে ঢেকে ফেলে, অজ্ঞানতা-রূপ মেঘও তেমনই মানুষের হৃদয়কে সমাচ্ছন্ন ক'রে মানুষকে সৎ-অসৎ-বিচার-বিমূঢ় ক'রে ফেলে। সূর্যের উদয়ে যেমন মেঘ অপসারিত হয়ে অন্ধকার বিদূরিত হয়; সেইরকম হৃদয়াকাশে জ্ঞান-সূর্যের উদয়েও অজ্ঞানতারূপ অন্ধকার দূরীভূত হয়ে থাকে।...এ হিসাবে মন্ত্রের 'ইন্দ্রঃ' পদে সেই প্রজ্ঞানরূপী পরমেশ্বর ব্যতীত আর কাকেই বা বোঝাতে পারে? তিনি আলোকদাতা, তিনি জ্ঞানের, সকল ধর্মের, সকল সত্যের আধার স্থানীয়। সঙ্ক্ষেপতঃ, তিনি সৎ—তিনি সৎস্বরূপ। বৃত্র তাঁর বিরুদ্ধ-প্রকৃতিসম্পন্ন। বৃত্র—মূর্তিমান অজ্ঞানান্ধকার—কুকর্মের জনয়িতা। ইত্যাদি।—এই মন্ত্রে ইন্দ্রদেবের

আর কয়েকটি বিশেষণ—'বিমৃধঃ', 'বশী', 'বৃষ' এবং 'সোমপাঃ'। ...এই সব বিশেষণের লক্ষ্যই সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরমেশ্বর—পরমাত্মা। মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে দেব! আপনার শরণ নিলাম। 'স্বস্তিদাঃ' আপনি; আপনি আমাদের নিত্যসুখ পরমশান্তি প্রদান করুন।' 'বিশাং পতি'—বিশ্বের অধিপতি বিশ্বেশ্বর আপনি; 'বশী'—বিশ্বের নিয়ন্তা আপনি।... আপনি 'বৃত্রহা'—'বিমৃধঃ'। আপনি আমাদের অজ্ঞানতারূপ শত্রুকে বিনাশ করুন।'...ইত্যাদি ॥ ১॥

◆

দ্বিতীয় মন্ত্র

বি ন ইন্দ্র মৃধো জহি নীচা যচ্ছ পৃতন্যতঃ।
অধমং গময়া তমো যো অস্মাঁ অভিদাসতি ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — হে পরমৈশ্বর্যশালী দেব! আমাদের মঙ্গলের জন্য সংগ্রামকারী শত্রুদের বিনাশ করুন; (হিংসাপ্রলোভন ইত্যাদিরূপ) শত্রুসৈন্যগণকে নীচ (অবনমিত) ক'রে অভিভূত করুন; অপিচ, যে সকল শত্রু আমাদের হিংসা করতে উদ্যত হচ্ছে, তাদের নিকৃষ্ট মরণাত্মক করুন অর্থাৎ তাদের (সর্বথা) বিনষ্ট করুন ॥ ২॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার ১০ম মণ্ডলের ১৫২ সূক্তের চতুর্থ ঋক্। এখানে এই মন্ত্রে সেই একই ভাব—একই প্রার্থনা প্রকটিত। এখানেও সেই শত্রুনাশের কামনা—এখানেও সেই পরাগতি মুক্তিলাভের বাসনা।—মন্ত্রের যে বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তা এই,—"হে ইন্দ্র! আমাদের শত্রুদের বধ করো; যুদ্ধাভিলাষী বিপক্ষদের হীনবল করো। যে আমাদের মন্দ করে, তাকে জঘন্য অন্ধকারে নিমগ্ন করো।" এ অর্থে মানুষের সাথে মানুষের বিবাদ-বিসম্বাদের বিষয়ই উপলব্ধ হয়। ভাষ্যকারের অর্থও এ অপেক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হয়নি। তিনিও ক্ষেত্র-ধন ইত্যাদি অপহরণকারী শত্রুর বিনাশের বিষয় প্রখ্যাপিত করেছেন। মন্ত্রে 'তমঃ' পদ আছে। সম্ভবতঃ তার প্রতি লক্ষ্য ক'রেই সাধারণভাবে মন্দকারী শত্রুদের অন্ধকারে নিক্ষেপের বিষয় ব্যাখ্যাকার উপলব্ধি করেছেন। ভাষ্যকার কিন্তু সে ভাব গ্রহণ করেননি। তিনি ঐ পদের অর্থ করেছেন—'মরণাত্মকং'। অর্থাৎ ক্ষেত্র-ধন অপহরণকারী শত্রুগণকে আপনি এমনভাবে শাস্তি প্রদান করুন যাতে তারা আর কুকার্যে (ক্ষেত্র-ধন ইত্যাদি অপহরণে) প্রবৃত্ত হ'তে না পারে; তাদের এমনই হীনবল এবং মরণাত্মক করুন। এ হিসাবে ইন্দ্রদেবকে একজন দৈববলসম্পন্ন যোদ্ধৃপুরুষ ব'লেই মনে হয়। লৌকিক হিসাবে মন্ত্রের প্রয়োগ যাই হোক, আধ্যাত্মিক হিসাবে মন্ত্র অন্য অর্থ সূচনা করে। হৃদয়ের যজ্ঞাগারে সৎ-অসৎ বৃত্তির দ্বন্দ্ব অহরহ চলেছে। তাতে কাম-ক্রোধ ইত্যাদি অজ্ঞানতা-সহচর—সৈন্যসামন্ত, হিংসা-প্রলোভন ইত্যাদি-রূপ আয়ুধ প্রয়োগ ক'রে যজ্ঞভঙ্গ করবার জন্য উদ্যুক্ত হয়। সেই সব শত্রু যাতে বিধ্বস্ত হয়, হৃদয়-ক্ষেত্র আক্রমণ করতে না পারে, যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়—দেবতার নিকট সেই প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। ইন্দ্রদেব আর কে? তিনি তো ভগবানেরই প্রজ্ঞানরূপী বিভূতি। হৃদয়ে জ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞানতা-সহচর অসৎ-বৃত্তিসমূহ নাশ-প্রাপ্ত হয়, এই ভাবই এখানে পরিব্যক্ত। যিনি ঐহিক চিন্তায় নিরত, যিনি বাহ্য-পূজানুষ্ঠানে একান্ত অনুরক্ত, আধিভৌতিক উপদ্রবে মানুষ-শত্রুর আক্রমণে, তাঁর ঐহিক-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বিঘ্ন ঘটবে মনে ক'রে, তিনি ইন্দ্রদেবের নিকট ঐহিক সেই সকল শত্রুনাশের প্রার্থনা জানাতে পারেন। তাঁর এ প্রার্থনা স্বাভাবিক;—তাতে সুফল লাভেরও আশা আছে। কিন্তু যিনি আধ্যাত্মিক

পথের পথিক, যিনি অন্তর্যাজ্ঞিক, তাঁর প্রার্থনা অন্যরূপ; তিনি ঐহিক সুখের কামনা করেন না; ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিও তাঁর মন আকৃষ্ট নয়। তাই ইহলৌকিক শত্রুর ভয়ে তিনি ভীত নন; তাই তাঁর প্রার্থনা—ঐহিক—পার্থিব শত্রু নাশের জন্যও নয়; তিনি সেজন্য উৎকণ্ঠিতও নন। ইহসংসারে তাঁর শত্রু থাকতে পারে না। তাঁর ঔদার্যে, তাঁর বিশ্বজনীন প্রীতির ভাবে সকলেই মুগ্ধ;...তাই তাঁর প্রার্থনা—অন্তঃশত্রুনাশের জন্য; তাঁর কামনা জ্ঞান-কিরণ লাভের জন্য।—প্রজ্ঞান-স্বরূপ ভগবানের নিকট মন্ত্রে তিন রকম প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। প্রথমতঃ—'হে দেব! আমাদের শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত আমাদের সমুদায় শত্রুকে বিনাশ করুন।' তার পর সেই সকল শত্রুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমতঃ সংগ্রামে উদ্যোগী শত্রু—হিংসা-প্রলোভন ইত্যাদি এবং আমাদের অভিভবকারী মায়ামোহ প্রভৃতি শত্রুর বিনাশ-সাধন ॥ ২॥

◆

তৃতীয় মন্ত্র

বি রক্ষো বি মৃধো জহি বি বৃত্রস্য হনূ রুজ।
বি মন্যুমিন্দ্র বৃত্রহন্নমিত্রস্যাভিদাসতঃ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — শত্রুনাশক পরমৈশ্বর্যশালী হে দেব! আপনি আমাদের সৎ-ভাববিরোধী (কামক্রোধরূপ) শত্রুগণকে বিশেষভাবে নাশ করুন; (হিংসা প্রলোভন ইত্যাদিরূপ) যুদ্ধেচ্ছু শত্রুদের বিদূরিত করুন; অজ্ঞানতা-রূপ (মায়া-মোহ ইত্যাদি রূপ) শত্রুর অনিষ্ট-সাধন-সামর্থ্য নিবারণ করুন; অপিচ, আমাদের বিনাশে উদ্যত অর্থাৎ সৎকর্মের অনুষ্ঠানে বিঘ্ন-উৎপাদনকারী (কামনা-বাসনা-রূপ) শত্রুর ক্রোধরূপ (পাপসম্বন্ধসূচক) আয়ুধকে বিনষ্ট করুন (অর্থাৎ, মায়ামোহের প্রবল আক্রমণ হ'তে আমাদের সর্বথা রক্ষা করুন ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — প্রথমতঃ মন্ত্রের একটি প্রচলিত অর্থ এস্থলে উদ্ধৃত করছি। মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাকার লিখেছেন,—'হে বৃত্রসংহারী ইন্দ্র! রাক্ষসকে ও শত্রুদের বধ করো; বৃত্রের দুই হনু ভেঙ্গে দাও। অনিষ্টকারী বিপক্ষের ক্রোধকে নিষ্ফল করো।' ভাষ্যের অনুসরণেই এমন ব্যাখ্যার অবতারণা হয়েছে। যেমন, —ভাষ্যকার 'হনূ' পদে 'কপালৌ' অর্থ নিষ্পন্ন করেছেন। ...আমরা ঐ 'হনূ' পদের অর্থ 'মরণসাধকান আয়ুধান' অর্থ নিষ্পন্ন করেছি। হননার্থ হন্ ধাতু হ'তে হনূ পদ নিষ্পন্ন। সেই মতে, যার দ্বারা হনন করা যায়, তা-ই হনূ। অস্ত্রশস্ত্র-আয়ুধ ইত্যাদির দ্বারাই হনন-কার্য সমাহিত হয়ে থাকে।—যাই হোক, মন্ত্রটির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে আমরা মন্ত্রটিকে চার ভাগে বিভক্ত করেছি। প্রথম অংশে সৎ-ভাবের বিরোধী কাম-ক্রোধ ইত্যাদি শত্রুর নাশের প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত হয়েছে। ...দ্বিতীয় অংশে সংগ্রামেচ্ছু শত্রুগণের—হিংসা প্রলোভন ইত্যাদির—বিনাশের প্রার্থনা সূচিত।...মন্ত্রের তৃতীয় অংশে হিংসা-দ্বেষ ইত্যাদি প্রবল শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করবার প্রার্থনা দেখতে পাওয়া যায়। পৌরাণিক আখ্যায়িকার প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে এস্থলে অনেকে ইন্দ্র ও বৃত্রের যুদ্ধের প্রসঙ্গ টেনে আনেন।...আমরা কিন্তু 'বৃত্রস্য' পদে "অজ্ঞানস্য, মায়ামোহাদিরূপস্য শত্রোঃ" অর্থ অধ্যাহার করেছি।...মন্ত্রের শেষাংশে (চতুর্থাংশে) সৎ-অনুষ্ঠানে বিঘ্ন-উৎপাদনকারী কামনা-বাসনা-রূপ অমিত্রের ক্রোধ অর্থাৎ পাপ-সম্বন্ধ বিনাশের প্রার্থনা প্রখ্যাপিত।...মন্ত্রে এইভাবে একে একে সকল শত্রুনাশের প্রার্থনা সূচিত দেখতে পাই। এই মন্ত্রটিও ঋগ্বেদ-সংহিতার ১০ম মণ্ডলের ১৫২ সূক্তের তৃতীয় ঋক্ ॥ ৩॥

চতুর্থ মন্ত্র

অপেন্দ্র দ্বিষতো মনোঽপ জিজ্যাসতো বধং।
বি মহচ্ছর্ম যচ্ছ বরীয়ো যাবয়া বধং ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — হে পরমৈশ্বর্যশালী দ্যোতনাত্মক দেব! শত্রুর হিংসাপূর্ণ ক্রূর মনকে (পরের অনিষ্ট সাধনের প্রবৃত্তিকে) বিনষ্ট করুন; আমাদের হননেচ্ছু শত্রুর হননসাধন আয়ুধকে অপসৃত করুন; হে দেব! আপনি আমাদের শ্রেষ্ঠ সুখ (আশ্রয়) প্রদান করুন; এবং (শত্রুর) দুষ্পরিহর আয়ুধসমূহকে (আমাদের হ'তে) বিযুক্ত করুন; (অর্থাৎ দূরে নিক্ষেপ করুন) ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — যেমন সূক্তের সূচনায়, তেমনই সূক্তের উপসংহারে (অর্থাৎ এই সূক্তে এই শেষ বা চতুর্থ মন্ত্রে) সেই শত্রুনাশে ইষ্টলাভের প্রার্থনা সূচিত হয়েছে। কেবল শত্রুনাশ নয়; পরন্তু তাদের অনিষ্ট-সাধনের প্রবৃত্তি-নাশের প্রার্থনাও এস্থলে প্রকট দেখি।...ঐহিক ধনসম্পদ—ভোগ-বিলাস ইত্যাদি, জীবনে সঙ্গে সঙ্গেই অবসান হয়। কিন্তু যা জীবনের পরও সুখের হেতুভূত হয়ে থাকে, জ্ঞানীজন সেই ইষ্টফল-লাভেরই কামনা করেন। হৃদয়ের অন্তঃশত্রুনাশে মোক্ষফললাভের কামনাই তাঁর একমাত্র প্রার্থনা। তিনি ধন-সম্পদ চান না;—মানুষ-শত্রুর অপেক্ষা যে প্রবল শত্রু—কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ প্রভৃতি—তিনি তাদেরই নিধনের বাসনা করেন।...মানুষের রিপুশত্রুই তার জন্মগতি-রোধের পথ রুদ্ধ ক'রে দেয়।... এখানকার প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে দেব! শত্রুর আক্রমণে প্রপীড়িত হয়ে তোমার শরণাপন্ন হচ্ছি। তুমি আমাদের মানসক্ষেত্রের শত্রুদের সংহার ক'রে আমাদের ইষ্টফল প্রদান করো। প্রজ্ঞানস্বরূপ তুমি; আমাদের হৃদয়ে জ্ঞান-বহ্নি প্রজ্বলিত ক'রে দাও। কামক্রোধ ইত্যাদি ভস্মীভূত হোক; উষালোকে আঁধারের মতো অজ্ঞানতা বিদূরিত হোক। তোমার আলোকে আলোক-লাভ ক'রে, আমরা তোমাতে লীন হয়ে যাই।'— আমরা মনে ক'রি, মুক্তিকামী জন এ স্থলে এমনই প্রার্থনা করছেন। ঋগ্বেদ-সংহিতা ১০।১৫২।৫ ॥ ৪॥

পঞ্চম অনুবাক

প্রথম সূক্ত : হৃদ্রোগ-কামিলা-নাশনম্

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : সূর্য, হরিমা ও হৃদ্‌রোগ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

প্রথম মন্ত্র

অনু সূর্যমুদয়তাং হৃদ্দ্যোতো হরিমা চ তে।
গো রহিতস্য বর্ণেন তেন ত্বা পরি দধ্মসি ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — হে জীব (আত্ম-সম্বোধন)! তোমার হৃদয়সম্বন্ধী রোগ (বন্ধনহেতুভূত অন্তর্ব্যাধি) এবং কামিলাদি-রূপ শারীর-ব্যাধি (বন্ধনমূল বহির্ব্যাধি অর্থাৎ সৎপথ-অবরোধক কর্মপ্রভাব ইত্যাদি)

সূর্যদেবের (শত্রুসন্তাপকারী শুদ্ধসত্ত্বের) উদ্দেশে প্রেরণ করো (অথবা অনুক্রম সহকারে একে একে প্রাপ্ত করাও); ভাব এই যে, 'শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে বন্ধনমূল—অন্তর্ব্যাধি ও বহির্ব্যাধি—একে একে নাশ করো)। লোহিতবর্ণ (সৎ-ভাবজনক, সৎসমীপে নয়নসমর্থ) জ্ঞানকিরণের সেই প্রসিদ্ধ (ব্যাধিনাশ-সমর্থ অথবা বন্ধন-মোচন-সমর্থ) দীপ্তির দ্বারা (তুমি) তোমাকে আচ্ছাদিত (দীপ্তিমন্ত) করো ॥ ১ ॥

মন্ত্রার্থ আলোচনা — নতুন অনুবাকে নতুন সূক্তের নতুন মন্ত্রে এক নতুন রকমের প্রার্থনা প্রকাশ পেয়েছে। সূক্তানুক্রমণিকায় প্রকাশ,—'অনু সূর্যং' প্রভৃতি মন্ত্র হৃৎ-রোগ এবং কামিলাদি (বা কামলা ইত্যাদি) রোগ শান্তির জন্য বিনিযুক্ত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে যে সকল প্রক্রিয়া-পদ্ধতি অবলম্বিত হয়, তার বিধিও ঐ সূক্তানুক্রমণিকায় সঙ্ক্ষেপে উল্লিখিত আছে। সেখানে দেখতে পাই,—হৃৎ-রোগ ইত্যাদি প্রশমনের জন্য রোগীকে রক্তবর্ণ বৃষের রোমমিশ্রিত জল পান করাতে হয়। তারপর, রক্তবর্ণ গোচর্ম এবং অচ্ছিদ্র মণি গোক্ষীরে নিক্ষেপ করবার বিধি আছে। অনুক্রমণিকায় প্রকাশ,—সেই গোচর্ম পেতে, রোগীকে তার উপর উপবেশন করাবে এবং মন্ত্রপূত ক'রে সেই মণি বেঁধে দেবে; পরে সেই গোক্ষীর তাকে পান করাবে। অতঃপর নবমবর্ষীয়া বালিকাকে হরিদ্রা-মিশ্রিত অন্ন ভোজন করিয়ে রোগীকে তার উচ্ছিষ্ট ভোজন করাবে এবং ভুক্তাবশিষ্ট রোগীর দুই পদে লিপ্ত ক'রে রোগীকে খাটের উপর উপবেশন করাবে। তারপর, শুক, কাষ্ঠশুক এবং পীতনকশুক—এই তিন রকম পক্ষীর সব্যজঙ্ঘা হরিৎবর্ণ সূত্রের দ্বারা সেই খাটের সাথে বেঁধে দেবে। মন্ত্রের অন্য যে সব প্রয়োগ-বিধি আছে, তা কর্মীর নিকট অবগত হওয়া কর্তব্য।—মন্ত্রটি বিশেষ জটিলতাপূর্ণ। ভাষ্যে মন্ত্রের যে অর্থ প্রকটিত, তা এই,—'হে ব্যাধিত পুরুষ! তোমার হৃদয়-সন্তাপক হৃৎ-রোগ এবং কামিলা ইত্যাদি-জনিত শরীরের হরিৎ-বর্ণ রোগ—এই উভয়প্রকার ব্যাধি সূর্যকে লক্ষ্য ক'রে প্রেরিত হোক; অর্থাৎ, পূর্বোক্ত সন্তাপজনক দু'রকম রোগ তোমার শরীর পরিত্যাগ ক'রে সন্তাপক সূর্যকে প্রাপ্ত হোক। তার পর লোহিতবর্ণ বিশিষ্ট গোজাতিসম্বন্ধীয় বর্ণে অর্থাৎ লোহিত বর্ণে তোমার শরীর আচ্ছাদিত হোক। স্থূলতঃ, অনভিমত রোগজনিত তোমার শরীর যে বিকৃতবর্ণ প্রাপ্ত হয়েছে, তা বিদূরিত হয়ে শরীর সুস্থ হোক এবং প্রকৃষ্ট (অর্থাৎ সুস্থতার লক্ষণযুক্ত) বর্ণ ধারণ করুক। সাদাসিধা-ভাবে মন্ত্রে এই রকম ব্যাধি মুক্তির প্রার্থনাই প্রকাশ পেয়েছে।—আমরা মন্ত্রের পদসমূহের অন্বয়ে দু'রকম ভাব গ্রহণ করেছি। এক অর্থ—সায়ণের অনুসারী; এবং অন্য অর্থ—আমাদের পরিগৃহীত পন্থারই অনুগামী হয়েছে।—মন্ত্রের সমস্যামূলক প্রথম পদ—'হৃদ্যোতঃ'। সায়ণ ঐ পদের অর্থ করেছেন,—'হৃদয়ং দ্যোতয়তি সন্তাপয়তীতি হৃদ্যোতঃ হৃদ্রোগঃ'—অর্থাৎ, যাতে হৃদয়ের সন্তাপ জন্মায়, হৃদয়ের সাথে যা ব্যাপ্য, অবস্থিত বা সম্বন্ধ-বিশিষ্ট এবং সন্তাপজনক, তা-ই হৃদ্দ্যোতঃ। এ থেকেই 'হৃদ্দ্যোতঃ' পদে 'হৃদ্রোগ' অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, যা হৃদয়ের সন্তাপজনক—তা-ই হৃদয়ের ব্যাধি—তা-ই অন্তর্ব্যাধি। কামনা-বাসনায় এবং অসৎপ্রবৃত্তির সমাবেশ রূপ যে ব্যাধি অহরহ হৃদয়কে নিপীড়িত করে, আমাদের মতে, 'হৃদ্দ্যোতঃ' পদে সেই ভাবই ব্যক্ত করে। হৃদয়ের ব্যাধি—অন্তর্ব্যাধি—ভব-ব্যাধির মোচনই প্রধান মুক্তি। শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা জ্ঞানকিরণের সাহায্যে তাকে দগ্ধীভূত করতে পারলেই ইষ্টলাভের সম্ভাবনা। এই জন্যই আমরা 'হৃদ্দ্যোতঃ' পদে, ভাষ্যকারের অর্থ-ব্যতিরিক্ত 'হৃদিসন্তাপকং ব্যাধিমূলং, বন্ধনহেতুভূতঃ অন্তঃশত্রুঃ' অর্থ গ্রহণ করেছি।—মন্ত্রের দ্বিতীয় সমস্যাপূর্ণ পদ—'হরিমা'। সায়ণ ঐ পদের অর্থ গ্রহণ করেছেন,—"কামিলাদিরোগজনিতঃ শারীরো হরিদ্বর্ণঃ;" অর্থাৎ কামিলা ইত্যাদি রোগের আক্রমণে শরীর যে হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে,—ভাষ্যকারের মতে 'হরিমা' পদে তা-ই উপলব্ধ হয়। এ অর্থে সাধারণতঃ ব্যাধির বিষয়ই প্রখ্যাপিত হয়েছে। কিন্তু ভাষ্যকারের নিষ্পন্ন অর্থ ব্যতীত, 'হরিমা' পদে তার এক অতি উচ্চ ভাব সূচিত হ'তে পারে। ধাতু-অর্থের আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়,—হৃ ধাতু হ'তে 'হরিমা' পদ নিষ্পন্ন। হৃ ধাতুর

অর্থ হরণ বা ক্ষয় করা। যে রোগে শরীরের সামর্থ্য ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়, তা-ই হরিমা-পদবাচ্য। তা' থেকে আমরা "শরীরক্ষয়করঃ ব্যাধিঃ—যদ্বা, সৎপথাবরোধকঃ কর্মপ্রভাবঃ, বন্ধনমূলঃ বহির্ব্যাধিঃ" অর্থ আমনন করেছি। কামিলা ইত্যাদি রোগে যেমন শরীর ক্ষয় হয়ে আসে, রক্তহীনতা জন্মে, শরীরের সমস্ত সামর্থ্য নষ্ট হয়ে যায়; সেইরকম, ঐ সকল রোগের ন্যায়, আত্মধ্বংসকারী সত্ত্বভাবনাশক যে সকল অপকর্মের অনুষ্ঠান—জ্ঞাতসারেই হোক আর অজ্ঞাতসারেই হোক— আমরা নিত্য ক'রে থাকি, তাতে আমাদের প্রাক্তন ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়, আর তাতে আমাদের সংসার-বন্ধন ক্রমে দৃঢ় হ'তে দৃঢ়তর দৃঢ়তম হয়ে আসে।—সেই অবস্থায় মানুষ হিতাহিত সৎ-অসৎ-বিচারশূন্য হয়ে পড়ে; ফলে, তার পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। সেই অবস্থাই কামিলা ইত্যাদি রোগের অবস্থা বলা যেতে পারে। কামিলা ইত্যাদি রোগগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট যেমন সংসারের যাবতীয় সামগ্রী হরিদ্রাবর্ণ ব'লে প্রতীয়মান হয়, অর্থাৎ সবই যেমন তার নিকট বিকৃত বর্ণবিশিষ্ট ব'লে বোধ হয়, সে যেমন প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারে না; কামনা-বাসনায় নিমজ্জিত ব্যক্তিরও সেই অবস্থা ঘটে। প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব হয়। এইভাবে, মন্ত্রের প্রথমাংশে যে বলা হয়েছে,—'তোমার হৃৎ-রোগ এবং কামিলা ইত্যাদি শারীরব্যাধি সূর্যদেবের উদ্দেশে প্রেরণ করো,' তার তাৎপর্য এই যে,—তোমার অন্তর্ব্যাধি ও বহির্ব্যাধি, শত্রুসন্তাপক শুদ্ধসত্ত্বপোষক সূর্যরূপী বা প্রজ্ঞান-স্বরূপ পরব্রহ্মের প্রভাবে বিনষ্ট করো। অর্থাৎ তুমি সৎকর্মের প্রভাবে হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চয় করো; হৃদয়ে জ্ঞানের জ্যোতিঃ আহরণ করো; জ্ঞানসূর্যের উদয়ে শুদ্ধ-সত্ত্ব-পোষক ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করতে সমর্থ হবে; ফলে, হৃদ্রোগ (অন্তর্ব্যাধি)—কামক্রোধ ইত্যাদি জনিত চিত্তের বিক্ষোভ এবং কামিলা ইত্যাদি রোগ (শারীরব্যাধি)—বহির্ব্যাধি—অসৎ-প্রবৃত্তি বা অসৎকর্ম-সঞ্জাত আত্মধ্বংসকারী পাপকর্মের অনুষ্ঠান হ'তে মুক্ত হ'তে পারবে।—এখানে এক সংশয় বা প্রশ্ন উঠতে পারে। 'ব্যাধিসমূহকে সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করো' বলা হলো কেন? এরও এক নিগূঢ় তাৎপর্য আছে। আলোক ভিন্ন সংসারে কিছুই তিষ্ঠিতে পারে না। আলোকই—তেজই শক্তির জনয়িতা। সূর্যদেব সেই আলোকের—সেই শক্তির—সেই তেজের আধারভূত।—মন্ত্রের আর একটি সমস্যামূলক বাক্য—'গো রোহিতেস্য বর্ণেন'। ভাষ্যকার ঐ বাক্যের অর্থ করেছেন,—"লোহিতবর্ণস্য গোজাতীয়স্য বর্ণেন লৌহিত্যেন।" অর্থাৎ, 'লোহিতবর্ণবিশিষ্ট গোজাতি সম্বন্ধীয় লৌহিত্য-বর্ণের দ্বারা।' আমরা বলেছি—'গো' অর্থে 'জ্ঞানকিরণস্য'; 'রোহিতস্য' অর্থে 'লোহিতবর্ণস্য, সৎ-ভাবজনকস্য, সৎসমীপনয়নসমর্থস্য—যদ্বা সৎসামীপ্য প্রদানসমর্থস্য'; 'বর্ণেন' অর্থে 'প্রভাবেন, দীপ্ত্যা' ইত্যাদি। কেন? কারণ 'গো' শব্দে কিরণ, রশ্মি প্রভৃতি বোঝায়। তা থেকেই 'জ্ঞানকিরণস্য' অর্থ পরিগৃহীত হয়েছে। 'রোহিতস্য' পদ 'রুহ্' ধাতু হ'তে নিষ্পন্ন। উৎপন্ন করা, আরোহণ করা—এই দুই অর্থেই 'রুহ্' ধাতুর প্রয়োগ দেখতে পাই। সুতরাং ঐ পদের অর্থ 'সৎসামীপ্যপ্রদানসমর্থস্য' অযৌক্তিক নয়।—এখানে, এই মন্ত্রে ব্যাধির ও ব্যাধিশান্তির উপমার মধ্য দিয়ে এক পরম-তত্ত্ব বিবৃত দেখি। কামনা-বাসনা ইত্যাদিই মানুষের পাপ-প্রবৃত্তির উত্তেজক। ব্যাধি যেমন অলক্ষিতে শরীরে প্রবিষ্ট হয়ে, শরীরকে জর্জরিত ক'রে ফেলে, কামনা-বাসনা ইত্যাদিও সেইরকম হৃদয়ের অসৎ-বৃত্তিসমূহকে উত্তেজিত ক'রে মানুষকে অশেষ যন্ত্রণা প্রদান করে। ইত্যাদি। যাই হোক, মন্ত্রের অন্তর্গত বিভিন্ন পদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের বিষয়, বিবেচনা ক'রে মন্ত্রে যে ভাব উপলব্ধ হয়, তা এই,—'হে সংসার-তাপতপ্ত জীব! যদি বন্ধন-মোচনের অভিলাষ থাকে, তাহ'লে তোমার অন্তর ও বাহির ব্যাধি-নির্মুক্ত করো; অর্থাৎ তোমার অসৎ-বৃত্তিসমূহ এবং কর্মক্ষেত্রের পাপ-সংস্রব জ্ঞানের সাহায্যে দূর করে দাও। এমন কর্মী হও—এমন কর্ম সম্পাদন করো, যাতে হৃদয়ে জ্ঞানের দিব্য-জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হয়। তাহ'লেই অসৎ-বৃত্তির নিবারণে হৃদয়ে সৎ-বৃত্তির সঞ্চার হবে;—শুদ্ধস্বভাবগুলি এসে হৃদয় অধিকার করবে। তিনি জ্ঞানময়; জ্ঞানের সাহায্যেই তুমি সৎ-স্বরূপ ভগবানকে

জানতে পারবে। তাঁকে জানতে পেরে তাঁর শরণ গ্রহণ করলেই তোমার সকল বন্ধন টুটে যাবে। দেখবে, তোমার অন্তর্ব্যাধি ও বহির্ব্যাধি কেউই আর তোমাকে তখন পীড়া দিতে সমর্থ হবে না।' এইভাবেই এই মন্ত্র, মনকে জ্ঞানের অন্বেষণে ভগবানের অনুধ্যানে নিরত হ'তে আহ্বান জানাচ্ছে ॥ ১॥

◆

দ্বিতীয় মন্ত্র

পরি ত্বা রোহিতৈর্বর্ণৈর্দীর্ঘায়ুত্বায় দধ্মসি।
যথায়মরপা অসদথো অহরিতো ভুবৎ ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — হে জীব (আত্মসম্বোধন)! দীর্ঘজীবন-লাভের জন্য (ভগবানের সমীপে চিরাবস্থানের নিমিত্ত) সৎসামীপ্যপ্রদানসমর্থ (জ্ঞানকিরণের) দীপ্তির দ্বারা (তুমি) তোমাকে আচ্ছাদিত (দীপ্তিমন্ত) করো। যে রকমে জীব (আমি) অপগতপাপ (নির্মলচিত্ত) হ'তে পারে (পারি) এবং পাপক্ষয়ের পরে সৎভাববিনাশকারী পাপসম্বন্ধরহিত হয় (হই), সেই ভাবে জ্ঞানজ্যোতিতে দীপ্তিমান্ হও ॥ ২॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এ মন্ত্রও আত্ম-উদ্বোধনমূলক। ভাষ্যকারের মতে, লোহিতবর্ণ পরিধানের ফল প্রকটনের জন্য এই মন্ত্রের অবতারণা। ভাষ্যের ভাবে ব্যাধিত ব্যক্তিকে সম্বোধন ক'রে বলা হচ্ছে—'হে ব্যাধিত! দীর্ঘায়ু অর্থাৎ শতবর্ষপরিমিত আয়ু লাভের নিমিত্ত, তুমি পূর্বকথিত গো-সম্বন্ধী লোহিত বর্ণের দ্বারা তোমার দেহ আবৃত করো; যাতে তোমার পাপ অপগত হয় এবং পাপ অপগতের পরে যাতে তুমি কামিলা ইত্যাদি রোগ-জনিত হরিদ্বর্ণরহিত হয়ে দীর্ঘায়ু লাভ করতে পারো, হে চিকিৎসিত ব্যক্তি, তুমি সেইরকম হরিদ্বর্ণ প্রাপ্ত হও।' বলা বাহুল্য, রোগ-উপশমের জন্য মন্ত্রের প্রয়োগ-ব্যবস্থায় মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন হ'তে পারে, ভাষ্যাভাষে তা-ই প্রকটিত হয়েছে। এই লৌকিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের কিছুই বলার নেই। তবে আধ্যাত্মিকভাবে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমাদের অর্থ অন্য পথ পরিগ্রহ করলো। আমরা মনে ক'রি, হৃৎ-রোগে এবং কামিলা ইত্যাদি রোগে শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে, রোগী যেমন অন্তর্দশা প্রাপ্ত হয়; সেইরকম, অন্তর্ব্যাধি ও বহির্ব্যাধি প্রভৃতি মানুষের সৎপ্রবৃত্তিগুলির ক্ষয় ক'রে তার গতি-মুক্তির পথ রোধ ক'রে দেয়। উত্তম চিকিৎসায় রোগ-নির্ণয়ে প্রকৃত ঔষধের ব্যবস্থা হ'লে, যেমন রোগ উপশম হয়,—শরীর সুস্থতা অবলম্বন করে; সেইরকম জ্ঞানকিরণের সাহায্যে অন্তরের ব্যাধিমূল কামনা-বাসনা ইত্যাদি বিদূরিত ক'রে মনের স্থৈর্য সাধনে সমর্থ হ'লে গতি-মুক্তির পথ আপনিই সুগম হয়ে আসে। আমাদের মনে হয়, মন্ত্রে সেই ভাবই প্রকটিত হয়েছে।—ব্যাধিপ্রশমনের দৃষ্টান্তে মন্ত্রে ভগবৎ-ভক্ত সাধক নিজের মনকে সম্বোধন ক'রে বলছেন—'যদি গতিমুক্তিলাভের অভিলাষ থাকে, যদি ভগবানের সাথে চিরাবস্থানের অভিলাষ ক'রে থাকো, তাহ'লে জ্ঞানজ্যোতিঃ আহরণে প্রবৃত্ত হও। সেই জ্যোতিতে হৃদয় আলোকিত করতে পারলে, তুমি সকল পাপ-সম্বন্ধ হ'তে পরিত্রাণ লাভ করতে পারবে। জ্ঞানজ্যোতিঃ সৎপথের প্রদর্শক; তোমাকে সৎপথে পরিচালিত ক'রে, তা-ই তোমাকে সৎস্বরূপের নিকট পৌঁছিয়ে দেবে। তাই ব'লি মন, তুমি জ্ঞানার্জনে নিরত হও। সৎপথে অগ্রসর হয়ে সৎকর্মসাধনে উদ্বুদ্ধ হও। তাহ'লেই তুমি 'অরপা' অর্থাৎ পাপসম্বন্ধবিহীন হ'তে সমর্থ হবে,—তাহ'লেই তুমি দীর্ঘায়ু লাভ করতে সমর্থ হবে, আর তা হ'লেই তুমি তাঁর সাথে চিরাবস্থিত হতে পারবে। তাহ'লেই তোমার জন্মগতি রোধ হয়ে যাবে।'—মন্ত্রে এই ভাবই পরিব্যক্ত ব'লে আমরা মনে ক'রি ॥ ২॥

◆

তৃতীয় মন্ত্র

যা রোহিণীর্দেবত্যা৩ গাবো যা উত রোহিণীঃ।
রূপংরূপং বয়োবয়স্তাভিষ্ট্বা পরি দধ্মসি ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — দেবভাবসম্ভূত যে ভগবৎপ্রাপ্তিসামর্থ্য, আর জ্ঞানকিরণোদ্ভূত যে ভগবৎ প্রাপ্তিসামর্থ্য (হৃদয়ে উপজিত হয়), তার দ্বারা অরূপ ভগবানের অনন্তরূপকে এবং বয়োহীন ভগবানের অনন্তযৌবনকে তোমার সাথে সংযোজিত করো। (ভাব এই যে, জ্ঞানের প্রভাবে সৎ-ভাবের সাহায্যে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধ হয়) ॥ ৩॥

অথবা,

সৎপ্রবৃত্তিপ্রভাবে এবং সৎকর্মসাহায্যে (হৃদয়ে) ভগবৎসামীপ্যপ্রদানে সামর্থ্য যে জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হয়, তার দ্বারা, হে জীব! সেই ভগবানের অনন্তরূপকে এবং তাঁর অনন্তযৌবনকে আহরণ ক'রে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করো। (অর্থাৎ—জ্ঞানের সাহায্যে সৎকর্মের দ্বারা সেই অনন্তরূপ অথবা অরূপ এবং অনন্তযৌবন অর্থাৎ চিরনবীন ভগবান্‌কে হৃদয়ে ধারণ করো ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই সূক্তের সকল মন্ত্রই দুর্বোধ্য। ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তা এই—'লোহিতবর্ণবিশিষ্ট যে সকল কামধেনু আছে এবং লোহিত বর্ণবিশিষ্ট যে সকল সাধারণ গোজাতি পরিদৃষ্ট হয়, সেই উভয়বিধ গোজাতির লোহিতবর্ণ এবং সর্বব্যক্তিগত যৌবন আহরণ ক'রে, হে রুগ্ন, তোমার শরীরে সংযোজিত করো।' রোগ-প্রশমন-পক্ষে সাধারণভাবে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, ভাষ্যভাযে তা-ই প্রকটিত হয়েছে ব'লে মনে ক'রি।—আমরা মনে ক'রি, একদিকে যেমন ব্যাধিশান্তি, অন্যদিকে তেমনই সংসারী জীবকে ভগবৎ-অনুসারী করবার প্রয়াস, মন্ত্রের মধ্যে নিহিত রয়েছে।—আমরা দু'রকম দিক হ'তেই দু'টি বঙ্গানুবাদে তা ব্যক্ত করেছি।—মন্ত্রের একটি সমস্যামূলক পদ—'রোহিণীঃ'। ভাষ্যে ঐ পদের প্রতিবাক্যে 'রোহিণ্যঃ লোহিতবর্ণাঃ' পদ দৃষ্ট হয়। 'গাবঃ' পদে ভাষ্যে 'গরুগণকে' অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে। তাতে 'রোহিণ্যঃ গাবঃ' পদ দু'টিতে 'লোহিতবর্ণা গাভীগণ' অর্থ দাঁড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু বেদে 'গাবঃ' পদে 'জ্ঞানরশ্মিসমূহ' অর্থই প্রধানতঃ প্রত্যক্ষ ক'রি। 'রোহিণীঃ' পদ আরোহণের ভাবমূলক 'রুহ্' ধাতু হ'তে উৎপন্ন। তাতেই অর্থ আসে—'ভগবৎ সমীপে উন্নীত করবার উপযোগী যে জ্ঞানরশ্মিসমূহ।' এই অর্থেই সকল ভাব সঙ্গত হয়ে আসে। আমরা এই ভাবেরই অনুসরণ করেছি।—মন্ত্রটি আত্মসম্বোধনমূলক। 'রূপংরূপং' এবং 'বয়োবয়ঃ' পদ দু'টি বিশেষ দুর্বোধ্য। সাধারণতঃ ঐ দুই পদের যে অর্থ পরিগৃহীত হয়, ভাষ্যে তা প্রকটিত। আমাদের মতে, 'রূপংরূপং' পদে রূপহীনের অনন্তরূপ এবং 'বয়োবয়ঃ' পদে বয়োহীনের—ভগবানের—অনন্ত যৌবন অর্থ হওয়াই সঙ্গত ব'লে বোধ হয়। ভগবানের অনন্তরূপ হৃদয়ে ধারণ করতে পারলে, তাঁর অনন্ত-যৌবনের—চিরনবীনত্বের বিষয় উপলব্ধি করতে সমর্থ হ'লে, পার্থিব রূপ-যৌবনের প্রতি আর আসক্তি থাকে কি? সে রূপের—সে নবীনত্বের ধারণা জন্মে কিভাবে? সে ধারণা জন্মে—সৎ-ভাবের সমাবেশে; সে ধারণা জন্মে—সৎপ্রবৃত্তির উন্মেষে। মন্ত্রে এক পক্ষে যেমন ব্যাধিনাশের কামনায় লোহিতবর্ণ ধারণের উপদেশ আছে; অন্যপক্ষে তেমনই জন্মগতিরোধের জন্য ভগবানের স্বরূপ জেনে তাঁতে আত্মসমর্পণে সংসারতাপতপ্ত জীবকে উদ্বোধিত করা হয়েছে ॥ ৩॥

চতুর্থ মন্ত্র

সুকেযু তে হরিমাণং রোপণাকাসু দধ্মসি।
অথো হারিদ্রবেযু তে হরিমাণং নি দধ্মসি ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — হে জীব (আত্মসম্বোধন)! তোমার সৎভাবনাশক পাপপ্রবৃত্তি সমূহকে দীপ্তিমান্ সৎ-ভাবজনক জ্ঞানকিরণ সমূহে সংন্যস্ত করো; আর, তোমার সৎ-ভাব-হরণশীল কর্মপ্রভাব সমূহকে পাপহারী দেবভাব সমূহে সংস্থাপিত করো। (ভাব এই যে, সৎ-অসৎ সকল কর্ম ভগবানে সমর্পণ করো এবং ফলাকাঙ্ক্ষা-বিবর্জিত হয়ে কর্ম ক'রে যাও। তাতেই শ্রেয়ঃ সাধিত হবে) ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — ভাষ্যের সূচনায় প্রকাশ, পূর্বোক্ত মন্ত্র তিনটিতে রুগ্নশরীরে গরু ইত্যাদি পশুসম্বন্ধি উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ প্রবেশের পর, রোগজনিত হরিদ্বর্ণ কি গতি প্রাপ্ত হবে, তা পরিস্ফুট করবার জন্য, এই মন্ত্রের অবতারণা। মন্ত্রের অর্থ এই যে,—'হে ব্যাধিত! তোমার শরীরগত রোগজনিত হরিদ্বর্ণ, শুক এবং কাষ্ঠশুক নামক হরিদ্বর্ণ পক্ষিসমূহে সংস্থাপিত ক'রি। অনন্তর তোমার শরীরগত সেই হরিদ্বর্ণ পীতনক নামক হরিদ্বর্ণ পক্ষিবিশেষে স্থাপন করছি।' মন্ত্রের এই অর্থে, চিকিৎসক যেন রুগ্ন ব্যক্তিকে সম্বোধন ক'রে, এই সকল মন্ত্র উচ্চারণ করছেন,—এমন ভাব পাওয়া যায়।—লৌকিক হিসাবে মন্ত্রের প্রয়োগপ্রণালী যা-ই হোক, মন্ত্রের অর্থ সাধারণ্যে যা-ই প্রচলিত থাকুক, মন্ত্রে যে এক উচ্চ আদর্শ পরিব্যক্ত হয়েছে, মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তা-ই উপলব্ধ হয়। আমাদের মতে, মন্ত্র নিষ্কাম-কর্মের শিক্ষা প্রদান করছেন। নিষ্কাম-কর্মের মূল-সূত্র গীতায় শ্রীভগবানের উক্তিতে সুন্দর পরিস্ফুট দেখতে পাই— 'যৎকরোষি...মদর্পণম্।' ফলাকাঙ্ক্ষা পরিশূন্য হয়ে, কর্মফল শ্রীভগবানে সমর্পণ ক'রে কর্ম করতে পারলেই নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান হয়। এখানে এই মন্ত্রে সেই আকাঙ্ক্ষাই, ব্যাধি-প্রশমনের দৃষ্টান্তে, উপদেশ দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রের অন্তর্গত জটিলতাপূর্ণ দুর্বোধ্য পদগুলি—'হরিমাণং হারিদ্রবেযু রোপণাকাসু সুকেযু'। ভাষ্যের মতে ঐ সব পদের যে অর্থ নিষ্কাষিত হয়েছে উপরোক্ত মন্ত্রের অর্থেই তা প্রকটিত হয়েছে।—আমরা 'হরিমাণং' পদে 'সৎ-ভাব-নাশকং পাপপ্রবৃত্তিং' স্থির করেছি। 'সুকেযু', 'রোপণাকাসু' এবং 'হারিদ্রবেযু' পদ তিনটিতে যথাক্রমে 'দীপ্তিমৎসু', 'সৎ-ভাবজনকেযু দীপ্তিপ্রদেযু জ্ঞানকিরণেযু' এবং 'পাপাপহারকেযু দেবেযু' অর্থ নিষ্পন্ন করেছি। ধাতু-অর্থানুসারে আমাদের পরিগৃহীত অর্থেরই সার্থকতা বোঝা যায়। ইত্যাদি। এখন মন্ত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে যে ভাব সূচিত হয়, তা প্রদর্শিত হচ্ছে। মন্ত্রের প্রথমাংশে বলা হয়েছে— 'তোমার সৎ-ভাব-নাশক পাপ-প্রবৃত্তিসমূহকে দীপ্তিমান্ সৎ-ভাব-জনক জ্ঞান-কিরণে নিবেশিত করো।' ভাব এই যে—জ্ঞানকিরণের সাহায্যে সৎ-ভাব-নাশক পাপবৃত্তি-সমূহকে বিদূরিত করো; হৃদয়ে সৎ-ভাবের সঞ্চার হোক।—মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে,—'সৎ-ভাব-হরণশীল কর্মের প্রভাব ভগবানে সংন্যস্ত করো।' অর্থাৎ 'ভগবৎ-অনুসারী হও। তাঁতে সকল কর্মফল অর্পণ করো; তাহ'লেই অসৎকর্মে, পাপের অনুষ্ঠানে আর তোমার প্রবৃত্তি আসবে না। তখন তোমার অনুষ্ঠিত কর্ম, তাঁর কর্ম জেনে তাঁরই শরণ নিতে পারবে।' ভাব এই যে,—'ভগবৎকর্মের অনুষ্ঠান করো; যাতে তাঁর প্রীতি, তাতে তোমারও প্রীতি, এই মনে ক'রে, সৎকর্মের অনুষ্ঠানে নিরত হও। তাহ'লেই তুমি ব্যধি-নির্মুক্ত হ'তে পারবে' ॥ ৪॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : শ্বেতকুষ্ঠনাশনম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : বনস্পতি (অসিক্নি)। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

প্রথম মন্ত্র

নক্তংজাতাস্যোযধে রামে কৃষ্ণে অসিক্নি চ।
ইদং রজনি রজয় কিলাসং পলিতং চ যৎ ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — কর্মফলাবসানে বিমুক্তদেহ, চিরনবীনাবস্থাপ্রাপ্ত সৎ-বৃত্তি! যদিও তুমি মায়ামোহজ (এই) দেহ হ'তে উৎপন্ন, তথাপি বিশ্বরমণশীল বিশ্বনাথের এবং আকর্ষণ-পরায়ণ ভগবানের সাথে সম্বন্ধযুত হয়েছ। (ভাব এই যে,—ভগবানের সাথে সম্বন্ধযুত হওয়াতেই তুমি বিমুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হ'তে পেরেছ)। হে কালস্বরূপিণি আবরণকারিণি! তুমি এই দৃশ্যমান, কলুষলাঞ্ছিত, পতনোন্মুখ, মায়ামোহ হ'তে উদ্ভূত দেহকে চিরতরে বিনাশ করো। (ভাব এই যে,—আমাদের দেহসম্বন্ধ হ'তে বিচ্যুত করো ॥ ১॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই পঞ্চমানুবাকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দু'টি সূক্ত শ্বেতকুষ্ঠ ও পলিতকুষ্ঠ ব্যাধিনাশের পক্ষে অমোঘ ঔষধ ব'লে অভিহিত হয়। সূক্তের মন্ত্রগুলি আবৃত্তি ক'রে হোমক্রিয়া সম্পাদনের বিধি আছে। তা ছাড়া, ব্যাধিত স্থানে নিম্নবিধিমতে প্রলেপ প্রদান করবার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। ভৃঙ্গরাজ, হরিদ্রা, ইন্দ্রবারুণি ও নীলিকা—এই কয়েকটি দ্রব্য বিশেষভাবে পেষণ ক'রে, প্রলেপ প্রস্তুত করতে হবে। সেই প্রলেপ ঐ দুইরকম কুষ্ঠাক্রান্ত স্থানে লেপন করণীয়। শ্বেতকুষ্ঠসম্বন্ধে নিয়ম এই যে,—প্রলেপ দেবার পূর্বে শুষ্ক গোময়ের দ্বারা ব্যাধিযুক্ত স্থানে এমনভাবে ঘর্ষণ কর্তব্য, যেন সেই স্থানটি রক্তবর্ণ ধারণ করে। পলিতকুষ্ঠ-সম্বন্ধে নিয়ম,—পলিতকুষ্ঠে প্রলেপটি এমনভাবে লাগাতে হবে—যেন ক্ষতস্থান সম্পূর্ণভাবে আবৃত হয়। ক্ষতস্থানে প্রলেপ দেওয়া এবং আজ্যহোমে মন্ত্রোচ্চারণে শান্তিলাভ—এটাই ঐ দুইরকম কুষ্ঠনাশের ঔষধ। ঔষধ ব্যবহারের বিষয়ে এবং মন্ত্রের প্রয়োগ-সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে,—সে বিষয়ে আমাদের মতদ্বৈধের কারণ নেই। মন্ত্র যথাযথ প্রযুক্ত হ'লে এবং ঔষধ যথারীতি ব্যবহৃত হ'লে, দুরারোগ্য রোগ যে উপশম হয়, তা আমরা বিশ্বাস ক'রি। তবে বর্তমানে মন্ত্রের যথাযথ প্রয়োগও হয় না, আবার ঔষধও যথারীতি প্রস্তুত হয় না; সুতরাং সুফলও সর্বথা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এটাই ক্ষেভের বিষয়। তবে আমরা মনে ক'রি,—মন্ত্রের প্রার্থনা কেবল এই দেহের ব্যধিনাশমূলক নয়; তাতে দেহব্যাধিনাশের দৃষ্টান্তে ভবব্যাধি বিনাশের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। ভাষ্যে মন্ত্রের যে অর্থ প্রকটিত, তার ভাব এই,—'হে ওষধে অর্থাৎ হরিদ্রাখ্যে! তুমি রাত্রিতে উৎপন্ন হও। সেই হেতু তুমি শৈত্য (কুষ্ঠ) নাশে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ হও। সেইরূপে, হে রামে অর্থাৎ ভৃঙ্গরাজাখ্য ওষধে! হে কৃষ্ণে অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণসম্পাদন-সমর্থ ইন্দ্রবারুণি নামক ওষধে, এবং হে অসিক্নি অর্থাৎ অসিতবর্ণোৎপাদিকে হে নীলিকা! তোমরাও রাত্রিতে উৎপন্ন ব'লে কুষ্ঠব্যাধিনাশে সম্পূর্ণ সমর্থ। হে রজনি! তুমিও এই কিলাস ও পলিত ব্যাধিগ্রস্তকে রঞ্জিত ক'রে নাও অর্থাৎ ঢেকে নাও।' এই অর্থে 'রামে' পদে 'ভৃঙ্গরাজ', 'কৃষ্ণে' পদে 'ইন্দ্রবারুণি' এবং 'অসিক্নি' পদে 'নীলিকা' অর্থ অধ্যাহৃত হয়ে থাকে।—আমাদের মনে হয়, আয়ুর্বেদ অথর্ববেদের অন্তর্ভুক্ত ব'লে, ঐ সব পদার্থের সংশ্রব মন্ত্রে অধ্যাহার করা হয়েছে। আমাদের আরও মনে হয়,—যখন মন্ত্রশক্তির প্রতি মানুষের শ্রদ্ধার হ্রাস হয়ে

এলো: সেই সময়ই দ্রব্যবিশেষের দ্বারা রোগনাশের প্রস্তাব উপলব্ধি ক'রে, এইরকম অর্থ পরিগৃহীত হয়েছে।—এবার আমাদের পরিগৃহীত অর্থের কথা ব'লি। প্রথম—'ওষধে' পদ। ফল পরিপক্ক হ'লে যে বৃক্ষ নাশপ্রাপ্ত হয়, তাকেই ওষধি বলে। আমরা মনে ক'রি, এই পদটি অন্তরস্থ সৎ-বৃত্তির সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়েছে। সৎ-বৃত্তি যখন পরিপক্ক হয়, হৃদয় যখন সৎ-ভাবে পরিপূর্ণ হয়ে আসে, তখন তার আধারভূত দেহ লোপপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। সেই লোপেরই নামান্তর—মোক্ষ বা মুক্তি।...দ্বিতীয় আলোচ্য পদ—'অসিক্নি'। ধাতু-অর্থের অনুসরণে ঐ পদে 'চিরনবীন' অবস্থার ভাব প্রাপ্ত হই। 'সিত' অর্থাৎ শ্বেতবর্ণ হয়নি যার কেশ, তাকেই 'অসিক্নি' বলে। ফলতঃ বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়েও যে নবীনত্ব-সম্পন্ন, সেই 'অসিক্নী'।...মন্ত্রের তৃতীয় আলোচ্য পদ—'নক্তংজাত'। এর প্রচলিত অর্থ রাত্রি হ'তে উৎপন্ন। এখানে পূর্ণ অজ্ঞানান্ধকারকে বা মায়ার প্রভাবকে লক্ষ্য করছে। মায়া হ'তেই—অজ্ঞানতা হ'তেই—এই মায়িক দেহের উৎপত্তি। কিন্তু এই দেহের মধ্যেই আবার সৎ-বৃত্তির স্ফূর্তি হয়; আর সেই সৎ-বৃত্তির সহায়তাতেই কর্মফল পরিপক্ক হয়ে আসে—মানুষ মুক্তির পথে অগ্রসর হয়। তাই বলা হলো,—'হে ওষধে! হে অসিক্নি! যদিও তুমি এই মায়ার দেহ হ'তে উৎপন্ন হয়েছ; তথাপি তুমি যে এই অবস্থায় উপনীত হ'তে পেরেছ, তার কারণ—'রামে' ও 'কৃষ্ণে' তোমরা সম্বন্ধযুত'। মন্ত্রের অন্তর্গত 'রামে' ও 'কৃষ্ণে' পদ দু'টি ভাষ্যকার বিভক্তি-ব্যত্যয়ে সম্বোধনের পদ ব'লে পরিগ্রহ করেছেন। কিন্তু আমরা ঐ দুই পদকে সপ্তমীর পদ ব'লে গ্রহণ ক'রি। তাতে ঐ দুইয়ের সাথে সম্বন্ধ-হেতু—ঐ দুইয়ে অবস্থিতি হেতু—'ওষধি' ও 'অসিক্নী' অবস্থা সঞ্জাত হয়েছে,—সেটাই বোঝা যায়।—অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের মর্ম অনুধাবন করা যাক। ঐ অংশের সম্বোধ্য পদ—'রজনি'। ঐ পদে আবরণের—আচ্ছাদনের-বিনাশের ভাব বোঝায়। আলোক বিকাশমান ছিল; অন্ধকারের উদয়ে লোপ পেলো। সুতরাং যিনি বিলোপকারিণী, তাঁকে সম্বোধন ক'রে এই পদ প্রযুক্ত হয়েছে, এটাই আমরা মনে ক'রি। তাহ'লে, কি বিলোপের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে?' বলা হচ্ছে,—'আমার এই যে দেহ—যে দেহ কলুষ-লাঞ্ছিত যে দেহ পতনোন্মুখ; সেই দেহকে আপনি বিধ্বংস করুন। সে দেহের সাথে সম্বন্ধ যেন আমার আর না হয়। জন্ম-জরা-মরণই দুঃখের হেতুভূত; দেহের চিরনাশে জন্ম-জরা-মরণের কবল হ'তে আমি যেন মুক্ত হই। আপনি তারই ব্যবস্থা ক'রে দিন। এ দেহ আবৃত হোক। এ দেহ চির অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকুক; এ দেহের প্রকাশের আর প্রয়োজন নেই। আপনি এমনই ভাবে আমার সাথে এ দেহের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ক'রে দিন।' এ অংশের প্রার্থনার এটাই মর্ম। আমার সৎ-বৃত্তি ভগবৎ-অনুসারিণী হয়ে আমাকে দেহ-সম্বন্ধ-বিমুক্ত জন্মজরামরণরহিত অবস্থা প্রদান করুক; এটাই আমার আকাঙ্ক্ষা। আমরা মনে ক'রি,—মন্ত্রের মধ্যে বন্ধনমোচনের এইরকম প্রার্থনাই নিহিত আছে ॥ ১॥

◆

দ্বিতীয় মন্ত্র

কিলাসং চ পলিতং চ নিরিতো নাশয়া পৃষৎ।
আ ত্বা স্বো বিশতাং বর্ণঃ পরা
শুক্লানি পাতয় ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — হে সৎ-বৃত্তি! মায়ামোহ হ'তে উৎপন্ন, কলুষক্লেদবিশিষ্ট ও জরামধ্যগত, সমুদ্রে বিন্দুবৎ, এই দেহকে সর্বপ্রকারে নিঃশেষে বিনাশ করো (এর লয় সাধন করো); হে সৎ-বৃত্তি! তোমাকে আমরা সর্বতোভাবে আহ্বান করছি; তুমি তোমার আত্মগত শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাব আমাদের

মধ্যে প্রবিষ্ট (সঞ্চারিত) করো; তার দ্বারা আমাদের শ্রেষ্ঠ সত্ত্বভাব প্রাপ্ত করিয়ে দাও। (ভাব এই যে,—সৎ-বৃত্তির প্রভাবে আমাদের জন্ম জরা মরণক্লেশহেতুভূত দেহধারণ নাশপ্রাপ্ত হোক; তার দ্বারা আমরা যেন সত্ত্বাবস্থায় সংবাহিত হই) ॥ ২॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্রের অর্থ—পূর্ব মন্ত্রেরই অনুসারী। সেই অনুসারে প্রথম পাদের সম্বোধন—'হে ওষধে' এবং দ্বিতীয় পাদের সম্বোধন —'হে রুগ্ন'। অর্থাৎ, প্রথম পাদে হরিদ্রাকে সম্বোধন ক'রে বলা হচ্ছে,—'হে হরিদ্রা! তুমি আমার এই কিলাস আর পলিত অবস্থাকে আমাদের দেহ হ'তে দূরীভূত করো।' তার পর, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে সম্বোধন ক'রে বলা হচ্ছে,—'হে রুগ্ন! তোমার দেহে লোহিতাদি বর্ণ প্রবেশ করাও। তোমার শুক্লতা অপসৃত হোক। তোমার শরীরগত যে শুক্লবর্ণ, তাকে দূরে প্রেরণ করো। সে যেন তোমাকে আর স্পর্শ করতে না পারে।'—আমরা কিন্তু সূক্তের প্রথম মন্ত্রটিকে যেমন সৎ-বৃত্তির সম্বোধনমূলক (আত্ম-উদ্বোধনসূচক) ব'লে গ্রহণ করেছি, এই মন্ত্রটি এবং এর পরবর্তী মন্ত্রটিকেও সেই অনুসারী মনে করছি। এখানেও সম্বোধ্য—সৎ-বৃত্তি। আমরা প্রতিটি পদকে বিশ্লেষণ ক'রে মন্ত্রের যে ভাব প্রাপ্ত হই, তা এই—'সৎ-বৃত্তির প্রভাবে আমাদের এই জন্মজরামরণক্লেশহেতুভূত দেহধারণের বিনাশ হোক; কেন-না তার দ্বারাই আমরা সত্ত্বাবস্থায় সংবাহিত হয়ে থাকি' ॥ ২॥

◆

তৃতীয় মন্ত্র

অসিতং তে প্রলয়নমাস্থানমসিতং তব।
অসিক্ন্যস্যোষধে নিরিতো নাশয়া পৃষৎ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে সৎ-বৃত্তি! অজ্ঞানান্ধকার (মায়ামোহ-রূপ) তোমার উৎপত্তি-স্থান; আবার মায়ামোহ-রূপ অন্ধকারই তোমার আশ্রয় (অবলম্বন); কর্মফলের অবসানে বিমুক্ত তুমি চিরনবীনতাসম্পন্ন হও; এক্ষণে, মায়ামোহ হ'তে উৎপন্ন সমুদ্রে বিন্দুবৎ এই দেহকে তুমি সর্বপ্রকারে নিঃশেষে বিনাশ (লয়) ক'রে ফেল ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — ভাষ্যে প্রকাশ, এই মন্ত্রটি 'নীলি' সম্বোধনে প্রযুক্ত হয়েছে। সেই অনুসারে মন্ত্রের প্রথম অংশের অর্থ এই যে,—'হে নীলি! তোমার 'প্রলয়নং' অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান 'অসিতং' অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ। সেখানেই তোমার 'আস্থানং' অর্থাৎ সেখানে হ'তেই পুরুষগণ কর্তৃক তুমি আনীত হয়েছ এবং কৃষ্ণবর্ণ আছ।' দ্বিতীয় অংশে 'ওষধে' সম্বোধন আছে। ভাষ্যে প্রকাশ, এখানেও ঐ নীলির সম্বোধন। এখানকার ভাব এই যে,—'হে ওষধে নীলি! তুমি অসিতবর্ণা হও। যেহেতু তোমার স্বভাব এরূপ, অতএব শ্বিত্রাদিরোগদূষিত অঙ্গে আলেপনাদির দ্বারা, তোমার সঙ্গ হেতু অঙ্গ হ'তে কিলাস ও পলিত পৃথকীকৃত ক'রে নিঃশেষে বিনাশ করো।' ফলতঃ, নীলি কুষ্ঠরোগ নাশ করুক—মন্ত্রে নীলির নিকট এমন প্রার্থনা করা হয়েছে। এটাই ভাষ্যের ভাবার্থ।—আমরা এই মন্ত্রের ভাবে যে অর্থ গ্রহণ করেছি, তা ভাষ্যকারের অর্থ হ'তে কিছুটা দূরত্বে অবস্থিত হ'লেও আধ্যাত্মিক ভাবপক্ষে পূর্বাপর সামঞ্জস্যপূর্ণ।—আমাদের যে সৎ-বৃত্তি, তার উৎপত্তি স্থান—আমাদের এই দেহ। জন্ম-জরা-মরণের অধীনতা পাশে আবদ্ধ, মায়ামোহ থেকে উৎপন্ন, এই দেহের অভ্যন্তরেই সৎ-বৃত্তির স্ফূর্তি হয়। সেই দেহের মধ্যে অবস্থিত থেকেই তা কার্য করে। 'অসিতং তে প্রলয়ং' এবং 'অসিতং তব আস্থানং' বাক্য দু'টিতে সেই ভাব প্রকাশ করছে। ''ওষধে অসিক্নী অসি''—এই

বাক্যের ভাব প্রথম মন্ত্রেই প্রকাশ পেয়েছে। কর্মফলের অবসানে বিমুক্ত যে অবস্থা, তা চিরনবীন নিত্য—এই ভাব ঐ বাক্যে প্রকাশমান।—উপসংহারে এই মন্ত্রে কি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে, তা-ই লক্ষ্য করুন। আকাঙ্ক্ষা এই যে,—'জলবিন্দু যেমন সমুদ্রে বিলীন হয়, সৎ-বৃত্তির সাহায্যে আমি যেন সেইরকম সেই অনন্ত ব্রহ্ম-সমুদ্রে বিলীন হ'তে পারি। যদিও আমরা কর্মবশে এই জগতে পরিভ্রাম্যমান, তথাপি সৎ-বৃত্তির সাহায্যে যেন পরাগতি প্রাপ্ত হই।'—আমরা মনে ক'রি মন্ত্রের এটাই নিগূঢ় অর্থ ॥ ৩॥

◆

চতুর্থ মন্ত্র

অস্থিজস্য কিলাসস্য তনূজস্য চ যৎ ত্বচি।
দূষ্যা কৃতস্য ব্রহ্মণা লক্ষ্ম শ্বেতমনীনশং ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — হে সৎ-বৃত্তি! অস্থিজাত, দেহজাত, কর্মজাত, কলুষ-ক্লেদের যে কলঙ্ক দেহে লক্ষ্যীভূত পাপচিহ্নরূপে প্রকাশমান, ব্রহ্মসম্বন্ধযুত হয়ে তুমি তার লয়সাধন করো। (ভাব এই যে, —দেহধারণ কর্মমূলক পাপচিহ্ন-জ্ঞাপক; সেই চিহ্ন লোপ প্রাপ্ত হোক) ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — মন্ত্রের ভাব পরিগ্রহণের পক্ষে বিষম সমস্যায় পড়তে হয়। এই মন্ত্রের যে 'শ্বেতং' পদ, তা হ'তে কুষ্ঠরোগ অর্থই সাধারণতঃ পরিগৃহীত হয়ে থাকে। অস্থির সাথে, ত্বকের সাথে, মাংসের সাথে ঐ ব্যাধির সম্বন্ধ। মন্ত্রের দ্বারা সেই ব্যাধির উপশম হোক—ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের অর্থে এই মাত্র ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়।—আমরা যে ভাবে অর্থ পরিগ্রহণ ক'রে আসছি, সেই পক্ষেই মন্ত্রের সঙ্গতি লক্ষ্য ক'রি। যে কর্মের ফলে—অথবা যে পাপের প্রভাবে, আমাদের দেহধারণ করতে হয়; সে কর্ম বা সে পাপ, নানা রকমে সঞ্চিত হয়ে থাকে। ইহজীবনে আমরা আমাদের শরীরের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা পাপানুষ্ঠান ক'রে থাকি। তার দ্বারা পুনরায় দেহ উৎপন্ন হয়। তাতে পাপের চিহ্নসমুদায়ও প্রকাশ পায়। সেই সকল পাপচিহ্নসমন্বিত দেহ যাতে চিরতরে লোপ পায়, সৎ-বৃত্তির সাহায্যে তার ব্যবস্থা হ'তে পারে। এখানে এই মন্ত্রে সেই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। আমার এ পাপ-সমুদ্ভূত দেহ লোপ-প্রাপ্ত হোক, আমি যেন ভগবানে আশ্রয় প্রাপ্ত হই,—এটাই মন্ত্রের মর্ম ॥ ৪॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : শ্বেতকুষ্ঠনাশনম্

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : আসুরী বনস্পতি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, পংক্তি]

প্রথম মন্ত্র

সুপর্ণো জাতঃ প্রথমস্তস্য ত্বং পিত্তং আসিথ।
তদ্ আসুরী যুধা জিতা রূপং
চক্রে বনস্পতীন্ ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — হে জীব! প্রথমে তুমি ভগবানের সাথে সম্বন্ধযুত (ঊর্ধ্বগতিপ্রাপ্তি-সামর্থ্য-বিশিষ্ট) হয়ে জন্মগ্রহণ করো; কিন্তু আসুরী মায়া বিষম দ্বন্দ্বে তোমাকে জয় করে, তখন, তুমি ক্লেদবিশিষ্ট (পাপকলুষলাঞ্ছিত) দেহ প্রাপ্ত হও; তখন সেই মায়া তোমার হৃদয়-রূপ অরণ্যের অধিপতিগণকে (সত্ত্বভাব ইত্যাদিকে) মরণধর্মশীল দেহ প্রদান করে। (ভাব এই যে,—জন্মসহজাত সত্ত্বভাবসমূহ সংসারের কুটিল মায়ার প্রভাবে বিলুপ্ত হয়ে থাকে। তাতেই জীব নীচ গতি প্রাপ্ত হয়। তা হ'তে তুমি নিজেকে উদ্ধারের চেষ্টা করো) ॥ ১॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — প্রথমে ভাষ্যে এই মন্ত্রে কি ভাব পরিগৃহীত হয়েছে, তার একটু আভাষ প্রদান ক'রি।—ভাষ্যে প্রকাশ, ঔষধের বীর্যাতিশয় প্রবচনের জন্য এখানে একটি উপাখ্যানের সমাবেশ হয়েছে। সেই অনুসারে 'সুপর্ণঃ' পদে 'শোভনপক্ষদ্বয়বিশিষ্ট গরুড় পক্ষী' অর্থ পরিগৃহীত। গরুড় পক্ষী প্রথমে দু'টি পক্ষসহ জন্মগ্রহণ করে। তারপর মায়ার সাথে তার যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে আসুরী মায়া জয়যুক্ত হয়েছিল। এ বিষয়ে পুরাণেও নানা উপাখ্যান আছে। একটি উপাখ্যান এই যে,—গরুড়ের পক্ষে ইন্দ্রের বজ্র নিক্ষিপ্ত হয়; তাতে গরুড়ের যদিও কোনও অনিষ্ট হয় না; কিন্তু গরুড় বজ্রের বা ইন্দ্রের সম্মানার্থে একটি পক্ষ পরিত্যাগ করে। সে পক্ষটি সুবর্ণের ন্যায় মনোহর ছিল। ইন্দ্র ইত্যাদি দেবগণ তাই গরুড়ের নাম সুপর্ণ রাখেন। ভাব এই যে, স্বর্ণপক্ষবিশিষ্ট ছিল ব'লে, গরুড় 'সুপর্ণ' আখ্যা প্রাপ্ত হয়। যাই হোক, ঐ দুই রকম উপাখ্যানের সাথে এই মন্ত্রের যে কি সম্বন্ধ আছে, ভাষ্যে তা উপলব্ধ হয় না; যাই হোক ভাষ্যে টেনে-বনে মন্ত্রের একটা অর্থ করা হয়েছে। সে অর্থ,—মন্ত্রটি নীলি প্রভৃতি ওষধিকে সম্বোধন ক'রে প্রযুক্ত; মন্ত্রে বলা হচ্ছে,—'হে নীলি প্রভৃতি ওষধে! তুমি পূর্বে সেই গরুড়ের পিত্ত (পিত্তাখ্য দোষ) ছিলে। যুদ্ধে সেই পিত্তকে (তোমাকে) আসুরী মায়া জয় করে। জয় ক'রে তোমাকে সে পিত্তরূপই প্রদান করেছিল। ঔষধাত্মক তোমাকে সেই দোষ-নিবারণে ব্যবহার করা কর্তব্য। তোমাদের রূপ এই যে, তোমরা বনস্পতি।' এইভাবে নীলি প্রভৃতির সুপর্ণ-পিত্তত্ব প্রতিদানের দ্বারা, তাদের অমোঘবীর্যত্বের বিষয় কথিত হয়েছে। ভাষ্যের এটাই মর্ম। এ মর্মের মর্ম আমরা অবশ্য অনুধাবন করতে পারিনি।—এখন, আমাদের বিশ্লেষণ সম্পর্কে কিছু ব'লি। আমরা মনে ক'রি, মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধনমূলক। মন্ত্রের সম্বোধ্য—জীব 'অহং'। মন্ত্রের অন্তর্গত 'তস্য' পূর্বসম্বন্ধ খ্যাপন করছে। অর্থাৎ ভাষ্যকারের মতোই আমরাও মনে ক'রি—পূর্বের দ্বিতীয় সূক্তের সাথে এই তৃতীয় সূক্তের সম্বন্ধ রয়েছে; অর্থাৎ উভয়ত্রই লক্ষ্য সেই ভগবৎ-সম্বন্ধ প্রাপ্তি। মন্ত্রের 'তস্য' পদ সেই সম্বন্ধের বিষয়ই জ্ঞাপন করছে। তারপর 'সুপর্ণঃ' পদ। শব্দার্থ অনুসরণে 'শোভনপক্ষবিশিষ্ট' অর্থ থেকে 'ঊর্ধ্বগতিপ্রাপ্তিসামর্থ্যযুত' ভাব আমরা প্রাপ্ত হ'তে পারি। উদ্গমন—ভগবৎসামীপ্য-লাভ—মানুষের আকাঙ্ক্ষা। 'সুপর্ণঃ' পদ সেইরকম শক্তির বিষয় প্রকাশ করে। সত্ত্বভাবই সেই শক্তির নিদানভূত। সত্ত্বভাব থেকেই ঊর্ধ্বগতি লাভ হয়।—'প্রথমঃ জাতঃ' পদদ্বয়ে জীবের জন্মসহচর হয়ে যে সত্ত্বভাব সংসারে প্রবেশ করে, তারই বিষয় প্রখ্যাত হয়েছে। এই অনুসারে মন্ত্রের প্রথম অংশের ('ত্বং প্রথমঃ সুপর্ণঃ জাতঃ'—এই বাক্যের) মর্ম হয় এই যে,—'হে জীব! তোমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের সাথে সম্বন্ধস্থাপনকারী ভগবান্‌কে পাইয়ে দেবার পক্ষে উপযোগী সত্ত্বভাব তোমাতে সঞ্চিত থাকে। তারপর মন্ত্রের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অংশের ভাবসঙ্গতির বিষয় অনুধাবনীয়। সেই যে জন্মসহজাত সত্ত্বভাব—সে ভাব, সংসারের প্রলোভন ইত্যাদির মধ্যে পড়ে, মায়ামোহ ইত্যাদির সংঘর্ষে বিধ্বস্ত হয়। 'আসুরী যুধা জিতা' এই বাক্যাংশে সেই ভাব প্রাপ্ত হই। তখন যে কি অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়, মন্ত্রের তৃতীয় অংশে সেই অবস্থার বর্ণনা দেখতে পাই। জীব তখন পাপকলুষলাঞ্ছিত (ক্লেদবিশিষ্ট) দেহ প্রাপ্ত হয়। 'পিত্তং' পদে পাপ-কলুষলাঞ্ছিত দেহ বুঝিয়ে থাকে। 'পিত্তং আসিথ' বাক্যে—সেই অবস্থা প্রাপ্তির বিষয় খ্যাপন করে। তা হ'তেই আমাদের এই জন্মজরামরণাধীন দেহ-ধারণ। সত্ত্বভাব ইত্যাদিই আমাদের হৃদয়রাজ্যের অধিনায়কগণ। সত্ত্বভাব ইত্যাদি তখন সূক্ষ্ম অবস্থা

পরিহার ক'রে স্থূল অবস্থা ধারণে বাধ্য হয়। মায়া তখন আমাদের সৎ-বৃত্তিসমূহে অসৎ-ভাবের সংশ্রব ঘটিয়ে তাদের মরণধর্মশীল দেহ-উৎপত্তির কারণের মধ্যে পরিগণিত করে।—'বনস্পতি' পদে বেদে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকটিত করলেও আমরা দেখিয়েছি যে, ঐ পদে 'হৃদয়রূপারণ্য স্বামিনঃ, সত্ত্বভাবাদীন্' অর্থই সমীচীন ও সঙ্গত ('বন' অর্থে অরণ্য এবং 'পতি' অর্থে স্বামী)। এ থেকেই হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব ইত্যাদি অর্থ সূচিত হয়। 'রূপং' পদে বিনাশধর্মশীল দেহকে বুঝিয়ে থাকে।—এই সব বিবেচনা করলে মন্ত্রের শেষাংশের ভাব দাঁড়ায়,—'মায়ার দ্বারা আহত হয়ে আমরা যে দেহ প্রাপ্ত হই, সত্ত্বভাবের নাশে তার উৎপত্তি হয়ে থাকে। জীব! সেই দেহ-প্রাপ্তির পক্ষে তুমি সতর্ক হও।' এই রকম আত্ম-উদ্বোধনায় সৎ-বৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করাই এই মন্ত্রের লক্ষ্য ব'লে মনে ক'রি ॥ ১॥

◆

দ্বিতীয় মন্ত্র

আসুরী চক্রে প্রথমেদং কিলাসভেষজং
ইদং কিলাসনাশনং।
অনীনশৎ কিলাসং সরূপাং অকরৎ ত্বচং ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — আসুরী মায়া প্রধানা হয়ে (শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ক'রে) জন্মজরামরণ-কবলিত ধ্বংসশীল এই দেহ প্রদান করেন; আর, আমাদের হৃদয়স্থিত সেই শুদ্ধসত্ত্বভাব, আমাদের কলুষক্লেদ-নিবৃত্তিকারক ঔষধ-স্বরূপ হয়ে কলুষক্লেদ বিদূরণে সমর্থ হন; সেই শুদ্ধসত্ত্বই কলুষক্লেদকে দূর করেন এবং এই ত্বগাদি-ধাতুবিশিষ্ট কায়াকে প্রকৃত-রূপ-সম্পন্না (মোক্ষপথপ্রাপিকা) করেন। (ভাব এই যে,—মায়ার প্রভাবে আমরা মরদেহ প্রাপ্ত হই; শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের নিত্য অবিনশ্বর কায়া প্রদান করেন) ॥ ২॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — ভাষ্যে এ মন্ত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব দেখি। তাতে ভাব আসে;—আসুরী মায়াই আমাদের কিলাস-নামক ভেষজ দান করে এবং সেই মায়াই কিলাস অপনোদন ক'রে আমাদের স্বরূপ প্রদান ক'রে থাকে। এ পক্ষে ভাষ্যের অভিমত এই যে,—'পূর্ব মন্ত্রে উক্তা অসুরমায়ারূপা স্ত্রী শ্বিতচিকিৎসার আদিভূতা হয়ে এই সুপর্ণপিত্তের দ্বারা নির্মিত নীলি প্রভৃতি কিলাস-ভেষজকে, কিলাসের (শ্বিত্রের—কুষ্ঠের) নিবর্তক ঔষধকে, প্রস্তুত করেছেন। সেই হেতু নীলি প্রভৃতি অধুনা লোকে কিলাসনামক অর্থাৎ শ্বিত্ররোগের নিবর্তক হয়েছে। তাতে নীলি প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগে শ্বিত্ররোগ বিনাশপ্রাপ্ত হয়, এবং শ্বিত্রদূষিত ত্বগ্ধাতু সমানরূপ পায়, অর্থাৎ শ্বিত্ররহিত ত্বক্ সমানবর্ণ প্রাপ্ত হয়ে থাকে।' এ থেকে নীলি প্রভৃতি যে কুষ্ঠরোগ নিবারণের ঔষধ, তা-ই বুঝতে পারা যায়।—আমরা মন্ত্রটিকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছি। প্রথমতঃ আসুরী মায়ার যে কর্ম, তা-ই প্রখ্যাপিত হয়েছে। মায়া যখন প্রধান স্থান অধিকার করে, মায়া যখন প্রবলা হয়, তখনই ধ্বংসশীল দেহের উৎপত্তি হয়ে থাকে। মায়িক এই দেহ, মায়ার প্রভাবেই উৎপন্ন হয়। মন্ত্রের প্রথমাংশের ('আসুরী প্রথমা ইদং চক্রে'—বাক্যাংশের) এটাই মর্মার্থ। তারপর, শুদ্ধসত্ত্বই যে কলুষক্লেদ নিবৃত্তির ঔষধস্বরূপ, শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবেই যে আমরা আমাদের কলুষক্লেদকে অপসৃত করতে পারি, মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে ('ইদং কিলাসভেষজং কিলাসনাশকং'—এই মন্ত্রাংশে) এই ভাবই বর্তমান। মন্ত্রের এই দু'টি অংশের মর্ম হৃদয়গত হ'লেই, শেষাংশের মর্ম উপলব্ধির পক্ষে আর কোনও সংশয় আসতে পারে না। শুদ্ধসত্ত্বভাবই

যে কলুষ-ক্লেদ নাশ করতে সমর্থ হয়, শুদ্ধসত্ত্বভাবের দ্বারাই যে এই পঞ্চভূতাত্মক দেহ মোক্ষপথের অধিকারী হ'তে পারে,—এখানে সেই ভাব পরিব্যক্ত। সেই লক্ষ্য রেখেই 'ত্বচং' আর 'সরূপাং' পদ দু'টির প্রতিবাক্যে আমরা যথাক্রমে 'ত্বগাদিধাতুবিশিষ্টাং কায়াং' এবং 'প্রকৃতরূপসম্পন্নাং মোক্ষপথপ্রাপিকাং' প্রতিবাক্য পরিগ্রহণ করেছি। ফলতঃ, একপক্ষে নিত্যসত্যতত্ত্ব- প্রকাশক, পক্ষান্তরে আত্ম-উদ্বোধনমূলক এই মন্ত্রের ভাব এই যে,—'মায়া এই মরদেহকে সৃষ্টি করছে, শুদ্ধসত্ত্বভাব তাকে অমরত্ব দিচ্ছে।' আত্ম-উদ্বোধনার পক্ষে মন্ত্রের ভাব এই যে,—'জীব! মায়ার মোহ পরিত্যাগ করো। শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়ে প্রবুদ্ধ হও। তা-ই তোমার শ্রেয়ঃসাধক।'—এটাই আমাদের অভিমত ॥ ২॥

◆

তৃতীয় মন্ত্র

সরূপা নাম তে মাতা সরূপো নাম তে পিতা।
সরূপকৃৎ ত্বমোষধে সা সরূপমিদং কৃধি ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — কর্মফলের অবসানে বিমুক্তদেহ হে সৎ-বৃত্তি! তোমার মাতা নামে 'সরূপা' অর্থাৎ সমানরূপা, তোমার পিতা নামে 'সরূপ' অর্থাৎ সমানরূপ; তুমিও সমানরূপপ্রদাত্রী হও; সেই তুমি (সমানরূপ-মাতাপিতা হ'তে উৎপন্ন) এই দেহকে সমানরূপসম্পন্ন করো। (ভাব এই যে—সৎ-বৃত্তি সত্ত্বভাব হ'তেই সমুৎপন্ন এবং সত্ত্বভাব-প্রদানে সমর্থ; সেই সৎ-বৃত্তি আমাদের সৎ-ভাবসম্পন্ন করুক) ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — ভাষ্যে প্রকাশ, এই মন্ত্রটিও নীলি প্রভৃতি ওষধিকে সম্বোধন ক'রে প্রযুক্ত হয়েছে। ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের ভাব এই যে,—'হে ওষধে! তোমার জননী ভূমি, তিনি সরূপা অর্থাৎ তোমার সাথে সমান-কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্টা। এইরূপ, তোমার পিতা দ্যুলোক (আকাশ)। (অথবা, 'পিতৃ' শব্দে বীজবিশেষকে বুঝিয়ে থাকে)। সেও সরূপ অর্থাৎ তোমার সাথে সমানবর্ণ। উভয় স্থলেই 'নাম' শব্দ প্রসিদ্ধবাচক।' মন্ত্রের প্রথম পাদে এইরকম অর্থ ভাষ্যে প্রকাশমান। মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদের অর্থ, ভাষ্যে প্রকাশ,—'হে ওষধে (অর্থাৎ নীলি প্রভৃতি রূপসম্পন্ন)! তুমি স্বরূপকৃৎ অর্থাৎ সংসৃষ্ট পদার্থকে আত্মসমান বর্ণ প্রদান করো। সমানরূপ পিতামাতা হ'তে উৎপন্ন, সেই তুমি এই শ্বিত্ররোগদূষিত অঙ্গকে সমানবর্ণ দান করো।' ভাষ্যানুসারে, মন্ত্রের এইরকম অর্থ প্রচলিত।—আমরা কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাব-পক্ষে 'ওষধে' পদে শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থাপ্রাপ্ত সৎ-বৃত্তিকে বুঝেছি। এখানেও আমরা মন্ত্রটিকে তিন অংশে বিভক্ত করেছি। প্রথমাংশে সৎবৃত্তির একটু পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে—সৎ-বৃত্তি সত্ত্বভাব হ'তেই উৎপন্ন, সত্ত্বভাবই তার পোষক। পিতা ও মাতা যথাক্রমে সরূপ ও সরূপা। সতেই সতের অবস্থিতি। সতেই সতের উৎপত্তি। এখানে পিতামাতার পরিচয়েই বুঝতে পারি 'ওষধি' সৎ-বৃত্তিই। দ্বিতীয় অংশে সৎবৃত্তির শক্তির বিষয় প্রখ্যাত হয়েছে। বলা হচ্ছে,—'তুমি সমানরূপপ্রদাত্রী।' বাস্তবিক, সৎ-ভাবেই সৎস্বরূপকে পাওয়া যায়। উপসংহারে—মন্ত্রের শেষাংশে ('সা ইদং সরূপং কৃধি'—বাক্যে) আত্ম-উদ্বোধনার ভাব প্রকাশ পেয়েছে। এখানে বলা হচ্ছে—'হে আমার সৎ-বৃত্তি! তুমি আমাকে সত্ত্বভাবাপন্ন করো। আর তার ফলে, আমার এই জন্মজরামরণবন্ধন-হেতুভূত দেহ তোমার সমানরূপ সৎ-অবস্থা প্রাপ্ত হোক।"—আমরা মনে করি, মন্ত্রে এই ভাবই, এই আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পেয়েছে ॥ ৩॥

◆

চতুর্থ মন্ত্র

শ্যামা সরূপংকরণী পৃথিব্যা অধ্যুদ্ভৃতা।
ইদমূ ষু প্র সাধয় পুনা রূপাণি কল্পয় ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — সমানরূপদাত্রী (অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্নকারিণী) অজ্ঞানান্ধকাররূপা অসৎ-বৃত্তি ইহসংসারের মধ্যেই নিত্য উৎপন্ন হচ্ছে; অতএব, হে সৎ-বৃত্তি! তুমি এই কলুষক্লেদযুক্ত দেহকে সুষ্ঠুভাবে প্রকৃষ্টরূপে সাধুভাবাপন্ন (সৎ-ভাবান্বিত) করো; আর, সর্বতোভাবে তাতে সত্ত্বভাবের সম্পাদন করো। (ভাব এই যে,—'অজ্ঞানান্ধকারে পৃথিবী সদাকাল আচ্ছাদিত হচ্ছে; অতএব, হে সৎ-বৃত্তি, তোমার প্রভাবে আমরা যাতে জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হই, অজ্ঞানতার দ্বারা আচ্ছন্ন না হই, তা-ই করো') ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্রও নীলি প্রভৃতির সম্বোধনে প্রযুক্ত। নীলি প্রভৃতি ওষধি শ্যামা অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণা। কৃষ্ণবর্ণের মিশ্রণে অন্য দ্রব্য কৃষ্ণবর্ণ হয়, কৃষ্ণবর্ণ অন্য বর্ণকে কৃষ্ণবর্ণ প্রদান করে। তাদের সংস্পর্শে অন্য দ্রব্য কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হয়। তাই তাকে (ঐ ওষধিকে) 'সরূপংকরণী' বলা হয়েছে। সেই যে কৃষ্ণবর্ণপ্রদানকারিণী, তাকে বলা হচ্ছে,—'তুমি ভূমির উপরে উদ্ভূত হও,—আসুরী মায়ার দ্বারা উৎপন্ন হয়ে থাক। এই কারণে, হে ওষধে! তুমি এই কিলাসাক্রান্ত অঙ্গকে সুষ্ঠুভাবে রোগনির্মুক্ত করো; আর ব্যাধিগ্রস্ত হওয়ার পূর্বের যে রূপ, তাকে ফিরিয়ে দাও,—ব্যাধিদূরীকরণের পর আমায় স্বাভাবিক রূপ প্রদান করো।' ভাষ্যানুসারে মন্ত্রে এই ভাবই প্রাপ্ত হই। সে পক্ষে, ওষধি-সম্বোধনে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তি কর্তৃক এই মন্ত্র উচ্চারিত হয়—এটাই প্রখ্যাত।—কুষ্ঠরোগনাশে মন্ত্র এবং মন্ত্রকথিত ঔষধ ইত্যাদি যে সুফল প্রদান করে, সেই পক্ষে আমরা সংশয় রাখি না। তবে আমাদের মত এই যে, এই মন্ত্রে পক্ষান্তরে ভবব্যাধি নাশের আকাঙ্ক্ষাও প্রকাশ পেয়েছে। যেমন, মন্ত্রান্তর্গত প্রথম পদ— 'শ্যামা'। ঐ পদের 'কৃষ্ণবর্ণা' প্রতিবাক্য থেকেই ভাব আসে—'অজ্ঞানান্ধকাররূপা'। এখন বুঝে দেখুন—কে সেই অজ্ঞানরূপা? সে সেই অসৎ-বৃত্তি নয় কি? অসৎ-বৃত্তিই অজ্ঞানরূপা। সে-ই আবার অন্যকে আচ্ছন্ন করে। তাই মন্ত্রের দ্বিতীয় পদ—'সরূপংকরণী'। ঐ পদে শ্যামা যে কেমন, শ্যামা যে কি শক্তিশালিনী, তারই পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে। অসৎ-বৃত্তিই অজ্ঞানতারূপা—অজ্ঞানতার জননী; আর অজ্ঞানতার ধর্মই আচ্ছন্ন করা। যে অজ্ঞানরূপা, তার কার্যই অজ্ঞানতার দ্বারা হৃদয়কে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলা। তাই 'সরূপংকরণী' পদের সার্থকতা। সেই অজ্ঞানতারূপা অসৎ-বৃত্তির জন্মস্থান যে এই পৃথিবী, তাতে আর কি সংশয় আছে? পার্থিব মায়ামোহের মধ্যেই অসৎ-বৃত্তির উৎপত্তি হয়। 'পৃথিব্যা অধি উদ্ভৃতা (উদ্ভূতা)'—বাক্যাংশে—এই ভাবই ব্যক্ত হয়েছে।—এর পর মন্ত্রের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের অর্থ-সঙ্গতির বিষয় লক্ষ্য করা যাক। এই অংশ সৎ-বৃত্তির সম্বোধনমূলক। প্রথমে অসৎ-বৃত্তির কার্যের বিষয় প্রখ্যাত হয়েছে। তার পর, সৎ-বৃত্তিকে সম্বোধন ক'রে বলা হচ্ছে,—'তুমি আমায় সৎ-ভাবান্বিত করো; তুমি আমাকে সরূপ প্রদান করো। অসৎ-বৃত্তি অজ্ঞানান্ধকারে সংসারকে ঘিরে আছে। হে আমার সৎ-বৃত্তি! তুমি উদ্বুদ্ধ হও। আমাদের অসৎ-বৃত্তি অজ্ঞানান্ধকার দূর হোক।'—আমরা মনে ক'রি মন্ত্র এই ভাবই দ্যোতনা করছেন ॥ ৪॥

চতুর্থ সূক্ত : জ্বর-নাশনম্

[ঋষি : ভৃগু-অঙ্গিরা। দেবতা : যক্ষ্মনাশনোঽগ্নি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্]

প্রথম মন্ত্র

যদগ্নিরাপো অদহৎ প্রবিশ্য যত্রাকৃণ্বন্
ধর্মধৃতো নমাংসি।
তত্র ত আহুঃ পরমং জনিত্রং স নঃ সংবিদ্বান্
পরি বৃঙ্গ্ধি তক্মন ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ — যে কারণে দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত জ্ঞানদেবতা হৃদয়ে প্রাদুর্ভূত হয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব প্রদীপ্ত (উন্মেষিত) করেন (অথবা, অজ্ঞানান্ধকার বা মায়ামোহ নাশ করেন); যে কারণে সেই জ্ঞানদেবতা আমাদের সম্যক্ জ্ঞানবান্ করেন; সেই কারণে, হে পাপ (পাপপ্রবৃত্তিপ্রবর্ধক)! তুমি আমাদের পরিত্যাগ করো। যে জ্ঞানাগ্নিতে ভগবৎমার্গানুসারিগণ আহুতিস্বরূপ সত্ত্বভাব ইত্যাদি প্রদান করেন, হে জীব! সেই অগ্নিতেই তোমার শ্রেষ্ঠ-নিবাসস্থান নির্দিষ্ট (জেনো)। (ভাব এই যে—হে জীব! পাপ-সম্বন্ধ পরিহার ক'রে জ্ঞানলাভে প্রবুদ্ধ হও। তাহ'লে সেই শ্রেষ্ঠ নিবাস-স্থান ভগবান্‌কে পাবার নিমিত্ত তোমার সামর্থ্য জন্মাবে) ॥ ১ ॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — মন্ত্রটি বড় সমস্যামূলক। সূক্তানুক্রমণিকায় দেখতে পাই,—জ্বর ইত্যাদি রোগ-নিবারণে এই মন্ত্র এবং এর পরবর্তী মন্ত্র-কয়েকটি প্রযুক্ত হয়। ঐকাহিক, দ্বি-আহিক (একদিন, দু'দিন) প্রভৃতি জ্বর, কম্পজ্বর, সন্তত (জ্বালাযুক্ত বা সন্তাপক) জ্বর, বেলাজ্বর প্রভৃতি বিদূরিত করবার জন্য মন্ত্র-প্রয়োগের সার্থকতা। সেই অনুসারে যে প্রক্রিয়া-পদ্ধতি অবলম্বিত হয়, সূক্তানুক্রমণিকায় তা নিম্নরূপে বিবৃত হয়েছে;যথা,—প্রথমতঃ একটি লৌহকুঠার অগ্নির তাপে উষ্ণ করণীয়। উষ্ণ জলের মধ্যে সেই কুঠার স্থাপন পূর্বক, সেই জলে রোগীর দেহ সিঞ্চিত করা কর্তব্য। এইরকম প্রক্রিয়া প্রয়োগের সময় মন্ত্র-জপের বিধিও অনুক্রমণিকায় পরিদৃষ্ট হয়।—ভাষ্যে মন্ত্রের যে অর্থ অধ্যাহৃত হয়েছে, তার মর্মের মর্ম এই যে,—'অঙ্গনাদিগুণযুক্ত অগ্নিদেব তপ্তপরশু-সহযোগে জলের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে তাকে দগ্ধ (তা হ'তে ক্বাথ আকর্ষণ) করেছেন। এই হেতু জলের মধ্যে ঔষ্ণগুণযুক্ত অগ্নি বিদ্যমান আছেন। অগ্নি-বিশিষ্ট উষ্ণোদকের দ্বারা রুগ্ন ব্যক্তিকে অভিষিঞ্চিত করা হচ্ছে, এই জন্য, হে শরীরের কষ্টদায়ক জ্বর, তুমি তোমার উৎপত্তিকারণবিৎ অগ্নির সাথে আমাদের শরীর পরিত্যাগ ক'রে নির্গত হও। (অর্থাৎ শরীরে উষ্ণোদক সিঞ্চিত হচ্ছে; সেই উষ্ণ জলের উষ্ণতার সাথে জ্বরের উষ্ণতা প্রশমিত হোক'—এই ভাব এখানে প্রকটিত)। [আমাদের মনে হয়—অধুনা চিকিৎসকগণ দুরারোগ্য জ্বরে উষ্ণোদকে গামছা বা বস্ত্র সিক্ত ক'রে রোগীর দেহ মুছিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। তাতে অনেক সময় জ্বর আরোগ্য হয় এবং রোগী সুস্থতা লাভ করে—মন্ত্রে সেইরকম ব্যবস্থা-প্রক্রিয়ারই মূল সূত্র প্রকটিত]। 'যাগ ইত্যাদি অনুষ্ঠানকারী যজমানগণ যে অগ্নিতে হবির্লক্ষণ অন্ন ইত্যাদি প্রদান করেন, হে জ্বর! সেই অগ্নিতেই তোমার জন্ম ব'লে কথিত হয়। চিকিৎসকগণ বলেন,—অগ্নি দুষ্ট হ'লেই জ্বর-বিকার প্রভৃতির উৎপত্তি হয়ে থাকে। অগ্নিসাধনভূত জলে অগ্নির বিদ্যমানতা হেতু, সেই অগ্নি তোমাকে দগ্ধ করছে। অতএব তুমি (অর্থাৎ জ্বর) আমাদের শরীর পরিত্যাগ ক'রে

উষ্ণোদক-প্রবিষ্ট তোমার উৎপত্তিমূলীভূত অগ্নির সাথে নির্গত হও, অর্থাৎ আমাদের পরিত্যাগ করো।'—আমাদের অর্থ কিন্তু আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণে ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছে। বোধ-সৌকর্যার্থে মন্ত্রটিকে আমরা চার অংশে বিভক্ত করেছি। প্রজ্ঞানরূপী ভগবান্ হৃদয়ে জ্ঞানরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে অজ্ঞানান্ধকার নাশ করেন; অজ্ঞানতা দূর হয়ে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাবের উন্মেষ হয়; ফলে মায়ামোহের আবরণ নষ্ট হয়ে যায়,—মন্ত্রের প্রথম অংশে ('যৎ' হ'তে 'অদহৎ' পর্যন্ত অংশে) এই ভাবই পরিব্যক্ত ব'লে আমরা মনে ক'রি। আমরা মনে ক'রি—মন্ত্রে জ্ঞানের উদয়ের, অজ্ঞানতা-নাশের, পাপকলুষ-বিধ্বংসের এবং মায়ামোহরূপ ভববন্ধন-মোচনের সত্য-তত্ত্ব নিহিত রয়েছে।—মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে ('সঃ' হ'তে 'সংবিদ্বান্' পর্যন্ত অংশে) জ্ঞানদেবের নিকট সম্যক্ জ্ঞান-লাভের প্রার্থনা জানানো হয়েছে। বলা হচ্ছে—'হে প্রজ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনি আমাদের সম্যক্ জ্ঞান প্রদান করুন।' প্রথমাংশে বলা হলো,—'জ্ঞানদেবতা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়ে অজ্ঞানতা নাশ করেন এবং শুদ্ধসত্ত্বভাবের উন্মেষ ক'রে দেন।' দ্বিতীয় অংশে তাই প্রার্থনা—'(অতএব) তিনি আমাদের হৃদয়ে উদিত হয়ে, আমাদের বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রদান করুন।' তৃতীয় অংশের ভাব, পূর্ববর্তী অংশ দু'টির সাথে সামঞ্জস্য-বিধানে এই হয় যে,—'হে সৎ-ভাব-ক্ষয়কারী পাপবৃত্তি! তোমরা আমাদের পরিত্যাগ করো।' মন্ত্রের শেষাংশে ('যত্র' হ'তে 'আহু' পর্যন্ত অংশে) ভগবানই যে পরম আশ্রয়স্থান, তাঁর হ'তেই যে উৎপত্তি আর তাঁতেই যে লয় হ'তে হবে,—সেই ভাব প্রকাশ পেয়েছে।—এইরকম বিশ্লেষণে মন্ত্রের যে ভাব হয়—আমরা বঙ্গানুবাদে তা ব্যক্ত করেছি; অর্থাৎ—'পাপপ্রকৃতি নাশ করো, সৎ-ভাবের সমাবেশ হোক। তাহ'লে, উৎপত্তিমূল ধ্বংস হবে। তাহ'লে, সেই শ্রেষ্ঠনিবাসস্থান ভগবানে আশ্রয় লাভ করতে পারবে।' আমাদের মনে হয়—মন্ত্রে, আধ্যাত্মিক পক্ষে, এই ভাবই পরিব্যক্ত ॥ ১॥

◆

দ্বিতীয় মন্ত্র

যদ্যর্চির্যদি বাসি শোচিঃ শকল্যেষি
যদি বা তে জনিত্রং।
হূডুর্নামাসি হরিতস্য দেব স নঃ সংবিদ্বান্
পরি বৃঙ্গ্ধি তক্মন্ ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — হে কৃচ্ছ্রজীবনকারী পাপ (অথবা পাপকারণভূত জ্বর)! যেহেতু তুমি দাহকর, যেহেতু তোমার উৎপত্তিস্থান জ্বলননিদানভূত অগ্নি, যেহেতু হরিৎ-বর্ণ রক্তশোষক (ব'লেই) তোমার পরিচয় প্রসিদ্ধ হয়; সেই ভীষণতাসম্পন্ন তুমি, আমাদের পরিত্যাগ করো। আর, দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত হে জ্ঞানদেব! আপনি আমাকে সম্যক্ জ্ঞানবান্ করুন। (ভাব এই যে,—অজ্ঞানতাই পাপসন্তাপ-মূলক। অতএব প্রার্থনা,—'পাপ! তুমি দূর হও। হে জ্ঞানদেব! আপনি জ্ঞানদানে আমাদের সর্বথা পরিত্রাণ করুন) ॥ ২॥

অথবা,

হে পাপ! যদিও তুমি স্বভাবতঃ জ্বালাকর, যদিও তুমি স্বভাবতঃ দাহকর, যদিও তোমার উৎপত্তি স্থান দাহ্য-পদার্থ, যদিও তোমার 'রক্তশোষক' নাম সর্বত্র প্রসিদ্ধ আছে; তথাপি হে দেব! আমাদের মধ্যে তোমার উৎপত্তিকারণ অবগত হয়ে, সেই ভীষণতাসম্পন্ন তুমি, কৃপাপূর্বক আমাদের

ত্যাগ ক'রে যাও ॥ ২॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই মন্ত্রে দু'রকম সম্বোধন আছে। এক সম্বোধন—'তক্মন্' (পূর্ব মন্ত্রে আমরা এই পদটির অর্থ আমনন করেছিলাম—'পাপ প্রবৃত্তি'); অন্য সম্বোধন 'দেব'। মন্ত্রার্থে দুই সম্বোধন একজনকে লক্ষ্য ক'রে প্রযুক্ত হয়েছে ব'লেও মনে করা যায়;—আবার দুই সম্বোধনের লক্ষ্য যে দু'রকম স্বতন্ত্র বস্তু, তা-ও মনে করতে পারি। পূর্বোক্ত দু'রকম অর্থে আমরা এই দুই ভাবই ব্যক্ত করেছি। একরকম অর্থে 'তক্মন' সম্বোধনে (পূর্বের মন্ত্রের ন্যায়) পাপকে সম্বোধন ক'রে তাকে 'দূর হ'তে' বলা হয়েছে; আর, সে পক্ষে 'দেব' সম্বোধনে দেবতার অনুগ্রহের প্রার্থনা রয়েছে। দ্বিতীয় রকম অর্থে, পাপকেই যেন মিনতি ক'রে বলা হচ্ছে,—'হে পাপ! আর আমায় কষ্ট দিও না। যথেষ্ট কষ্ট দিয়েছ। এখন তুমি আমায় ত্যাগ করো। আমি তোমার শরণাপন্ন।' ইহসংসারে দেখতে পাই, শত্রুকে বিমর্দিত বা বশীভূত করতে হ'লে হয় আত্মশক্তির প্রয়োগ নয় অনুগ্রহ প্রার্থনার আবশ্যক হয়। এখানে দুই অর্থে সেই দুই ভাবই প্রকাশ পেয়েছে বুঝতে হবে।—ভাষ্যে কিন্তু প্রকাশ এই মন্ত্রটিও প্রথম মন্ত্রের মতোই জ্বর-ব্যধি-নাশের উদ্দেশে প্রযুক্ত হয়। এই সূক্তের চারটি মন্ত্র জ্বরের প্রকোপ নাশ উপলক্ষেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নির্দিষ্ট ক্রিয়ার পর এই সকল মন্ত্রে শান্তিজল গ্রহণের বিধি আছে। জ্বর-নাশের পক্ষে যে ভাবই এই মন্ত্রের প্রয়োগ-বিধি থাকুক, সে বিষয়ে আমাদের বলবার কিছুই নেই। আমরা, আধ্যাত্মিক পক্ষে, মন্ত্রের নিগূঢ় ভাবার্থ নিয়েই আলোচনা করব।—ভাষ্যের মত এই যে, এই মন্ত্রে জ্বরকে সম্বোধন ক'রে বলা হচ্ছে—'কৃচ্ছ্রজীবনকারিন্ হে জ্বর! যদিও তুমি উষ্ণগুণযুক্ত হও, যদিও তুমি শরীরসন্তাপক হও, যদিও তোমার জন্ম অগ্নি হ'তেই হয়েছে, তথাপি হে দেব (জ্বর)! তুমি পুরুষশরীরে পীতবর্ণের উৎপাদক 'রূঢ়ু' নামে প্রসিদ্ধ হও। যদিও তোমার অনেক নাম আছে, তথাপি ঐ নামে তোমার প্রসিদ্ধি। তুমি এখন আমাদের পরিত্যাগ ক'রে, তোমার স্বকারণভূত অগ্নিকে জ্ঞাত হয়ে, সেই অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করো।' মন্ত্রের এই ভাবের অর্থই সাধারণতঃ প্রচলিত আছে।—আমরা পূর্বেই ব'লেছি, এই মন্ত্রের 'তক্মন্' এবং 'দেব' এই দুই পদে এক অর্থে পাপকে এবং অন্য অর্থে পাপনাশকারী দেবতাকে সম্বোধন করা হয়েছে। এক রকম অর্থে, 'তক্মন্'—পদে পাপের এবং 'দেব' পদে জ্ঞানাধার দেবতার সম্বোধন লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ পাপকে বলা হচ্ছে,—'হে সন্তাপকারক দারুণক্লেশপ্রদ পাপ! তুমি আমায় ত্যাগ করো, আমার সম্বন্ধ ত্যাগ ক'রে দূরে চলে যাও। তোমার সংস্পর্শে আমায় যেন আর থাকতে না হয়।' এইভাবে পাপের সংস্পর্শ-ত্যাগের উদ্বোধনার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানাধার দেবতার নিকট প্রার্থনা করা হচ্ছে—'হে দেবতা! আপনি আমায় জ্ঞানদান করুন। অজ্ঞানতাই সকল পাপের মূল। অজ্ঞানতা দূরীভূত হ'লেই আমি যন্ত্রণা হ'তে নিষ্কৃতি পাই।' এই মন্ত্র এই ভাবের প্রার্থনা নিয়েই প্রকাশ পেয়েছেন। পাপ দূর হোক—এটাই মন্ত্রের নিগূঢ় লক্ষ্য। দ্বিতীয় রকম অর্থে, ঐ একই ভাব প্রাপ্ত হই। তবে সে অর্থে 'দেব' সম্বোধনও পাপ-পক্ষেই যুক্ত হয়।—প্রসঙ্গতঃ, মন্ত্রান্তর্গত একটি পদ বড়ই সমস্যামূলক। সে পদটি 'হূড়ুঃ'। ঐ পদটির নানারকম পাঠ দেখতে পাওয়া যায়। সায়ণ-ভাষ্যে এটির 'রূঢ়ঃ' পাঠ পরিগৃহীত হয়েছে। কোথাও 'হূড়ুঃ', কোথাও বা 'হুঢুঃ' পাঠ দেখা যায়। কখনও বা হ-কার হ্রস্ব-উকারান্ত, কখনও বা দীর্ঘ-উকারান্ত পরিদৃষ্ট হয়। ঐ পদটি যে কি অর্থ দ্যোতনা করে, তা বোঝবার উপায় নেই। সায়ণ ঐ পদের ব্যুৎপত্তি-মূল 'রুহ্', ধাতু নির্দেশ করেছেন; তার অর্থ,—'বীজজন্মনি প্রাদুর্ভাবে'। ঐ পদের সাথে রূঢ়-পদের সাদৃশ্য-সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়। সেই অনুসারে, ঐ পদে 'প্রবৃদ্ধ প্রসিদ্ধ' প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ করতে পারি; আর, সেই অর্থেই ভাবের সঙ্গতি থাকে। ঐ পদকে পাপের প্রতিবাক্যস্বরূপ মনে করা যেতে পারে। পাপ যে রক্তশোষক ব'লে প্রসিদ্ধ, পাপ যে জীবনকে শোষণ করে, বিকৃত ক'রে ফেলে, "হরিতস্য নাম হূড়ুঃ অসি" এই বাক্যে তা-ই প্রখ্যাত হয়েছে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'হরিতস্য' পদ উপমার ভাবে শোষকতার পরিচয় দেয়। জ্বররোগে রক্তশূন্যতার অবস্থা উপস্থিত হ'লে দেহ হরিদ্বর্ণ প্রাপ্ত হয়। রক্তশূন্য ও হরিদ্বর্ণ-প্রাপ্ত দেহ যেমন মানুষকে

মৃত্যুর পথে আকর্ষণ করে; পাপ সেইরকম জীবকে বিধ্বস্ত ক'রে ফেলে। অজ্ঞানতাই পাপের মূল বা পাপমূর্তিতে বিদ্যমান। সেই অজ্ঞানতাকে দূর করবার জন্যই এই মন্ত্রে জ্ঞানদেবতার স্মরণ নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রের সম্বোধ্য যে জ্বর ব'লে কথিত হয়, তাতে কি সার্থকতা আছে—বুঝতে পারিনা। জ্বরকে সম্বোধন করলে, জ্বরের কি শক্তি আছে যে, সে অপসৃত হবে? ঔষধের দ্বারা জ্বরকে অপসারণ করতে হয়। এখানে অজ্ঞানতারূপ জ্বরকে বা পাপকে জ্ঞানের সাহায্যে বিতাড়িত করতে হবে।—উপসংহারে মন্ত্রের সম্বোধ্য 'দেব' পদের বিষয় একটু আভাষ দেওয়া যাক। পাপকে সম্বোধনে ঐ পদ প্রযুক্ত হ'লেও ঐ সম্বোধনে তার সন্তুষ্টি-সম্পাদনের ভাব আসে। আমাদের শাস্ত্রে দেবতার ও অপদেবতার উভয়েরই পূজার বিধি আছে। এ পক্ষে সেই ভাবই গ্রহণ করা যায় ॥ ২॥

◆

তৃতীয় মন্ত্র

যদি শোকো যদি বাভিশোকো যদি বা
রাজ্ঞো বরুণস্যাসি পুত্রঃ।
হ্রূডুর্নামাসি হরিতস্য দেব স নঃ সংবিদ্বান্
পরি বৃঙ্গ্ধি তক্মন্ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে কৃচ্ছ্রজীবনকারী পাপ! যেহেতু তুমি শোক (তাপক), যেহেতু তুমি সর্বশরীরে সন্তাপক, যেহেতু তুমি মিথ্যাসহজাত হও, যেহেতু রক্তশোষক (ব'লেই) তোমার পরিচয় প্রসিদ্ধ হয়; পূর্বোক্তরূপ ভীষণতাসম্পন্ন সেই তুমি, আমাদের পরিত্যাগ করো। আর, দীপ্তিদানাদিগুণযুত হে জ্ঞানদেব! আপনি আমাদের সম্যক্ জ্ঞানবান্ করুন। (এখানে, পাপ-সম্বন্ধ ত্যাগের কামনার সাথে জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে) ॥ ৩॥

অথবা,

এই প্রসঙ্গে পূর্বমন্ত্রের ব্যাখ্যা ('দেব' সম্বোধন প্রভৃতি বিষয়ে) দ্রষ্টব্য ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই মন্ত্রের ভাবও পূর্বমন্ত্রেরই অনুরূপ। এমনকি, এই মন্ত্রের একটি চরণই পূর্বমন্ত্রের অনুবৃত্তি মাত্র—'হ্রূডুর্নামাসি...তক্মন্'। তবে এই মন্ত্রে 'তক্মন্' পদে শীতজ্বরকে, কম্পজ্বরকে সম্বোধন করা হয়েছে,—এটাই ভাষ্যের অভিমত। এ ছাড়া এই মন্ত্রে তিনটি বিষয় নূতন আছে; প্রথম — 'শোকঃ', দ্বিতীয়—'অভিশোকঃ', তৃতীয়—'রাজ্ঞো বরুণস্য পুত্রঃ'। এর মধ্যে শেষোক্ত পদটিই বিশেষ সমস্যামূলক। প্রথম দু'টি পদের ভাব সহজেই অধিগত হ'তে পারে। এক পদে আত্মীয়স্বজন-সংক্রান্ত শোক বা তাপ, অন্য পদে আত্মসম্পর্কিত শোক বা তাপ বোঝাচ্ছে—মনে করতে পারি। কিন্তু 'রাজ্ঞো বরুণস্য পুত্রঃ' বলতে কি ভাব প্রাপ্ত হই? সায়ণ 'রাজ্ঞঃ' পদে 'রাজমানস্য', 'বরুণস্য' পদে 'পাপকারিণাং শিক্ষকস্য' প্রতিবাক্য গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাতেও কিছু বোধগম্য হয় না। তবে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের বচন হ'তে এবং পুরাণের মতে 'বরুণাত্মজা' পদের অর্থ হ'তে, ''রাজ্ঞঃ বরুণস্য পুত্রঃ' বাক্যের প্রতিবাক্যে আমরা ''মায়য়া উৎপন্নঃ'' ''মিথ্যাসহজাতঃ'' পদ দু'টি গ্রহণ করেছি। পাপের যে কার্য, যে কার্যে আমরা নিত্য অশেষ ক্লেশ ভোগ ক'রি, তা মায়া বা মিথ্যা হ'তে উৎপন্ন হয়। এখানে ঐ বাক্যাংশে পাপের পরিচয় বা স্বরূপ পরিবর্ণিত হয়েছে। 'বরুণ' পদে অভীষ্টবর্ষী কৃপাপর দেবতা অর্থই প্রায়শঃ আমরা গ্রহণ ক'রে এসেছি। কিন্তু এখানে

'বরুণস্য' পূর্বে 'রাজ্ঞ' পদের ও পরে 'পুত্র' পদের সমাবেশে ভাব পরিবর্তিত দেখছি। পাপ যেন এখানে নন্দদুলাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাই হোক, ভাবপক্ষে কোনই ব্যত্যয় দেখা যায় না। প্রার্থনা—অজ্ঞানতা দূরীকরণের। প্রার্থনা—জ্ঞানলাভের। মন্ত্রের এটাই অন্তরস্থ তাৎপর্য ॥ ৩॥

◆

চতুর্থ মন্ত্র

নমঃ শীতায় তক্মনে নমো রূরায় শোচিযে কৃণোমি।
যো অন্যেদ্যুরুভয়দ্যুরভ্যেতি তৃতীয়কায় নমো অস্তু তক্মনে ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — প্রাণশক্তির নাশক শৈত্যের সাধক পাপকে আমি নমস্কার ক'রি; সেই হিংসক শোষককে আমি নমস্কার ক'রি; যে পাপ প্রতিদিন সঞ্জাত হয়, ত্রিকালস্থিত সদাভূত পাপকে আমার নমস্কার (জ্ঞাপন করছি)। (ভাব এই যে,—আমার নমস্কারে প্রীত হয়ে সকল রকম পাপ আমায় পরিত্যাগ করুক) ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — শাস্ত্রে দেবতার পূজার বিধি আছে, আবার অপদেবতারও পূজা-প্রক্রিয়া দেখতে পাই। পূজায় পরিতুষ্ট হয়ে দেবতা এসে আমাতে সম্মিলিত হোন, দেবভাবে আমার হৃদয় পূর্ণ হোক, আর তার দ্বারা আমি দেবত্ব-লাভের অধিকারী হই,—দেবতার পূজার এটাই লক্ষ্য। অপদেবতার পূজার উদ্দেশ্য—অন্যরকম। অপদেবতা—পাপরূপী দেবতা—আমায় পরিত্যাগ করুন, তাঁর সম্বন্ধ আমা হ'তে বিচ্ছিন্ন হোক, —সে পক্ষে প্রার্থনার এটাই উদ্দেশ্য। [এই সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে এই ভাব ব্যক্ত হয়েছে]। তবে এই উপলক্ষে, (বিশেষতঃ পূর্বের তিনটি মন্ত্রের সম্বোধনে প্রযুক্ত দেব-শব্দ উপলক্ষে), একটা সংশয়-প্রশ্ন প্রায় মনে উদয় হ'তে পারে। সে প্রশ্ন—'দেব সম্বোধনে তবে কি অপদেবতাকেও (পাপকেও) বোঝাত?' এই বিষয়ে আমাদের উত্তর এই যে, ঐ 'দেব' শব্দ গুণবাচক—দাতৃত্ব ইত্যাদি গুণের প্রকাশক। সে পক্ষে, 'দেব' সম্বোধনে, 'করুণাময় আপনি—করুণা প্রকাশ করুন'—এখানে এইভাবই ব্যক্ত হচ্ছে। এই যুক্তির সমর্থক-স্বরূপ বেদে বিভিন্ন স্থানে 'অসুর' পদ যে দেবগণের সম্বোধনে ব্যবহৃত হয়েছে, তা নির্দেশ করতে পারি। দেব-শব্দ যেখানে দেবভাবের বিপরীত বস্তু সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়েছে, সেখানে সেই বস্তুতে দেবত্বের আরোপ ক'রে, সত্ত্বভাবের সমাবেশ ক'রে ইষ্টবস্তু-প্রাপ্তির কামনাই প্রকাশ পেয়েছে। সেখানকার ভাব এই যে,—'হে পাপ! হে অসৎ! তুমি দেবত্বসম্পন্ন সৎ-ভাবসমন্বিত হও। তার ফলে, আমা হ'তে তোমার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ুক।' এই অর্থ এই ভাব নিয়েই 'তক্মন্' ও 'দেব' সম্বোধন একই লক্ষ্যে সেখানে প্রযুক্ত হয়েছে—মনে করতে পারি। অন্য অর্থে, দুই পদে দুইয়ের সম্বোধন কল্পনা করা যায়। সেই অনুসারে প্রথমে পাপকে সম্বোধন ক'রে তাকে দূরে যেতে বলা হয়েছে; তারপর দেবতাকে হৃদয়ে অধিষ্ঠান-পক্ষে প্রচেষ্টা আছে। পাপ দূরীভূত হ'লেই দেবত্বে হৃদয় পূর্ণ হয়। সে পক্ষে এই ভাবই পরিব্যক্ত। তবে উভয় পক্ষেরই মর্ম অভিন্ন।—যাই হোক, ভাষ্যে এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তা এইরকম,—'শীতজনক কৃচ্ছ্রজীবনকারী রোগকে নমস্কার ক'রি। আর শীতান্তরভাবী শোষক জ্বরকে নমস্কার ক'রি। পরদিনে অর্থাৎ অদ্য যে শীতজ্বর আসে, দ্বিতীয় দিনে যে শীতজ্বর আসবে, তৃতীয় চতুর্থ ইত্যাদি দিনে যে শীতজ্বর হবে, ঐকাহিক দ্বি-আহিক, ত্রি-আহিক চাতুর্থিক ইত্যাদি (এক, দুই, তিন, চার ইত্যাদি দিবসে) সকল প্রকার শীতজ্বরকে আমার নমস্কার প্রাপ্ত হোক। এই রকম নমস্কারে প্রীত হয়ে জ্বর আমাদের পরিত্যাগ করুক।' ভাষ্যে এই অর্থই প্রকটিত।—আমরা মনে ক'রি, সকল রকম ক্লেশপ্রদায়ক পাপকে দূরীভূত করার

কামনাই এখানে বিদ্যমান। জ্বর ইত্যাদি পীড়া—সেও তো পাপেরই ফল। পাপ বিদূরিত হ'লেই সকল আপৎ শান্তি হয়। এটাই মন্ত্র কয়েকটির মর্মার্থ ॥ ৪॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : শর্মপ্রাপ্তিঃ

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : ইন্দ্র, ভগ, সবিতা, মরুত। ছন্দ : গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্]

প্রথম মন্ত্র

আরেঽসাবস্মদস্তু হেতির্দেবাসো অসৎ।
আরে অশ্মা যমস্যথ ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — হে দেবগণ (হে আমার সত্ত্বভাবনিচয়)! দূরে পরিদৃশ্যমান (অথবা—অন্তরস্থিত) শত্রুর নিক্ষিপ্ত হননসাধক আয়ুধ (অথবা—রিপুশত্রুর প্রভাব) আমাদের নিকট হ'তে দূরে গমন করুক, অর্থাৎ তারা যেন আমাদের স্পর্শ করতে না পারে। আর, হে রিপুগণ! তোমরা যে হননায়ুধ আমাদের হননের নিমিত্ত নিক্ষেপ করছ, সেই অস্ত্র আমাদের নিকট হ'তে দূরে গমন করুক। (মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে দেবগণ! আমাদের রক্ষা করুন, এবং রিপুশত্রুগণের প্রভাব খর্ব করুন; আর হে শত্রুগণ! তোমরা আমাদের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করো') ॥ ১॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — পঞ্চম অনুবাকের পঞ্চম সূক্তে চারটি মন্ত্র আছে। ঐ মন্ত্র-কয়েকটি শত্রুর আক্রমণ নিবারণের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়। সূক্তানুক্রমণিকায় এই সূক্তের মন্ত্র-কয়েকটির প্রয়োগ-বিষয়ে এইরকম লিখিত আছে,—'আরেসৌ' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা খড়্গ ইত্যাদি সকল শস্ত্রের নিবারণ-কর্মের জন্য উষাকালে হোম করতে হবে। শত্রু যখন আক্রমণ করতে আসছে, সেই সময় এই মন্ত্র জপ করলে শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ হয়ে যাবে। কৌশিতকী ব্রাহ্মণে এ বিষয়ে 'আরেসাবিতাপনোদনানি' ইত্যাদি সূক্ত আছে। কোনরকম দুর্লক্ষণের চিহ্ন দর্শন করলেও এই সূক্ত জপ করণীয়। তাতে দুর্লক্ষণ জনিত বিপদ দূরে যাবে। কোনও বিষয়ে জয়লাভ অভিলাষ করলে, এই সূক্তের দ্বারা হোম করণীয় এবং খড়্গ ইত্যাদি শস্ত্রকে সেই হোম উপলক্ষে অভিমন্ত্রিত ক'রে নেবে। শয়নকালে এবং সুপ্তোত্থিত হবার সময়ে, এই মন্ত্র অনুসারে নানা প্রক্রিয়ার বিধি আছে। ফলতঃ, এই সূক্তের সহযোগে হোম-কর্মে শত্রুকে অভিভূত করা যাবে এবং জয়শ্রী অধিগত হবে। এই সূক্তের মন্ত্র চারটির ফল সম্বন্ধে এইরকম অনুক্রমিত আছে। এই মন্ত্রে দেবগণকে এবং শত্রুগণকে সম্বোধনের বিষয় সূত্রিত হয়। ভাষ্যেও সেই ভাব গৃহীত হয়েছে। আমরাও সেই ভাব গ্রহণ করলাম। তবে, এই মন্ত্রে অন্তরস্থ শত্রুগণকে—রিপুশত্রুগণকে বিমর্দনের আকাঙ্ক্ষাও প্রকাশ পেয়েছে ব'লে আমরা মনে ক'রি। মন্ত্র-জপে, সৎ-ভাবের অনুধ্যানে, মানুষ-শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারা যায়;—এটা অসম্ভব নয়। কিন্তু মন্ত্রের অনুধ্যানে হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সমাবেশে, রিপুশত্রুগণের আক্রমণ যে বিধ্বস্ত করতে পারা যায়, তাতে কোনই সংশয় নেই। তাই মন্ত্রের সেই অর্থকেই আমরা প্রকৃষ্ট অর্থ ব'লে গ্রহণ ক'রি। সেই অনুসারেই "অসৌ" পদে 'অন্তরস্থিতঃ', 'হেতিঃ' পদে 'হননাস্ত্রঃ—কামক্রোধাদি' প্রতিবাক্য গ্রহণ করেছি। ঐ সব প্রতিবাক্যের মর্ম অনুসরণ করলেই মন্ত্রের তাৎপর্যার্থ অধিগত হবে ॥ ১॥

◆

দ্বিতীয় মন্ত্র

সখাসাবস্মভ্যমস্তু রাতিঃ সখেন্দ্রো।
ভগঃ সবিতা চিত্ররাধাঃ ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — প্রসিদ্ধ পরমহিতসাধক মিত্রদেবতা, আমাদের অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত আমাদের মিত্রস্থানীয় সুহৃৎ হোন; আর, ভাগ্যপ্রদাতা পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন ইন্দ্রদেবতা, আমাদের মিত্রস্থানীয় সুহৃৎ হোন; আর, বৈচিত্র্য বিশিষ্ট পরমধনসম্পন্ন জ্ঞানপ্রেরক সবিতা দেবতা, আমাদের মিত্রস্থানীয় সুহৃৎ হোন। (ভাব এই যে,—আমাদের কর্মের প্রভাবে দেবগণ আমাদের মিত্রস্থানীয় হোন) ॥ ২॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব সরল ও সহজবোধ্য। দেবগণ আমাদের সখাস্থানীয় হয়ে আমাদের রক্ষা করুন,—এটাই প্রার্থনার তাৎপর্যার্থ। ভাষ্যে প্রকাশ, শত্রুর শস্ত্রসমূহ নিবারণের জন্যই এই প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। এই পক্ষে মানুষ-শত্রুর প্রযুক্ত শস্ত্রও মনে করা যেতে পারে; আবার হৃদয়স্থিত রিপুশত্রুর দমন-বিষয়ক প্রার্থনাও মনে আসতে পারে। মন্ত্র-উচ্চারণে, মন্ত্রের ভাবে ভাবুক হ'তে পারলে, দু'রকম শত্রুর আক্রমণ হ'তেই নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভবপর। অন্তঃশত্রু বহিঃশত্রু দুই রকম শত্রুই এই ভাবে দেবারাধনার ফলে পর্যুদস্ত হ'তে পারে। মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটি পদ লক্ষ্য করবার অছে। প্রথম—'রাতিঃ' পদ। ঐ পদে সায়ণ 'সূর্য' 'মিত্র' প্রভৃতি অর্থ করেছেন। দানার্থক 'রা' ধাতু হ'তে ঐ পদ নিষ্পন্ন। সুতরাং স্বতঃকিরণদানশীল সূর্যদেবকে এবং স্বতঃ অনুগ্রহপ্রদানশীল মিত্রদেবতাকে ঐ 'রাতিঃ' পদ লক্ষ্য করে। যে দেবতার করুণা স্বতঃবর্ষণশীল, তিনিই ঐ পদের অভিধেয়। মিত্রদেব বলতে বা সূর্যদেব বলতে কি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় নানা প্রসঙ্গে তা' আলোচনা করা হয়েছে। ফলতঃ, করুণার আধার দেবতাই ঐ 'রাতিঃ' পদের লক্ষ্য। 'ইন্দ্রঃ' ও 'সবিতা' দেবতার বিষয়ও পূর্বে আলোচিত হয়েছে। জ্ঞানপ্রেরক দেবতাই 'সবিতা' এবং পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন দেবই 'ইন্দ্র' অভিধায়ে অভিহিত হন। যে দেবতার সাহায্যে মানুষ জ্ঞানের অধিকারী হয়, সে দেবতা যে বৈচিত্র্যসম্পন্ন পরমার্থযুত হবেন, তা আপনা-আপনিই মনে আসে। সেই জন্যই 'চিত্ররাধাঃ' পদের সার্থকতা। যিনি ভাগ্যদাতা ('ভগঃ'), তিনিই যে পরমৈশ্বর্যশালী, তা স্বতঃসিদ্ধ। এইসব বিষয় বিবেচনা করলে, এই মন্ত্রে ঐ দেবতার উপাসনায় সর্বরকম কামনার পরিপূরণ-প্রার্থনা প্রকাশ পেয়েছে ॥ ২॥

◆

তৃতীয় মন্ত্র

যূয়ং নঃ প্রবতো নপান্মরুতঃ সূর্যত্বচসঃ।
শর্ম যচ্ছাথ সপ্রথাঃ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — বিপথগামীগণকে ভয়প্রদানকারী জ্ঞানকিরণ সমন্বিত বিবেকরূপী হে মরুৎ-দেবগণ! আপনারা আমাদের সর্বতোভাবে সুখপ্রদান করুন। (ভাব এই যে,—বিবেকরূপী দেবগণের কৃপায় বিবেক উন্মেষের সাথে আমাদের শ্রেয়োলাভ হোক—এটাই কামনা ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — ভাষ্যে এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তা থেকে আমাদের অর্থ সম্পূর্ণরূপ বিভিন্নভাব পরিগ্রহ করলো। ভাষ্যের মতে, 'প্রবতো নপাৎ' পদ দু'টিতে 'পর্জন্যকে' বোঝায়। তাঁর মতে, —'প্রবতস্য' (অর্থাৎ ভূমি হ'তে প্রচণ্ড সূর্যকিরণের দ্বারা উর্ধ্বে উত্থিত উদকের) 'নপাৎ' (অর্থাৎ, পতন না হওয়ায় অবস্থা) এই পদ দু'টিতে, অকালে উদক অধোভাগে পতিত না হয়ে মেঘমণ্ডলে অবস্থিতি করে—এই অর্থে, পর্জন্যকে বুঝিয়ে থাকে। 'সূর্যত্বচসঃ' পদে, ভাষ্যকার সূর্যসমানতেজস্কাঃ' অর্থ গ্রহণ করেছেন। সূর্যের 'ত্বকে'র ন্যায় 'ত্বক' যার—এই বাক্যে তিনি ঐ পদ নিষ্পন্ন করেছেন। 'মরুতঃ' পদে, তাঁর মতে, মরুৎসংজ্ঞক সপ্তগণাত্মক দেবগণকে বোঝায়। ইংরেজীতে বা অন্যান্য ভাষায় যাঁরা এই মন্ত্রের অনুবাদ করেছেন, তাঁদের সকলেরই মত এই যে, ঝড়ঝঞ্ঝাবাতকে লক্ষ্য ক'রেই এই মন্ত্রের প্রার্থনা প্রকাশ পেয়েছে। অসভ্য আদিম অবস্থার লোকে ঝড়ঝঞ্ঝাবাতকেও দেবতা ব'লে মনে করতো, এবং তাদের উদ্দেশে পূজা করতো। সে মতে, এখানে সেই ভাব প্রকাশমান। সে পক্ষে যে অর্থ সিদ্ধ হয় না, তা আমরা বলছি না। বরং তার পোষকতায় বলতে পারি, 'প্রবতো নপাৎ' এবং 'সূর্যত্বচসঃ' বিশেষণ দু'টিতে ঝড়ঝঞ্ঝাবাতকে বেশ লক্ষ্য করা যায়। পর্জন্য হ'তে পর্জন্যসম্বন্ধভূত হয়েই, অনেক সময় ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতের আবির্ভাব হয়। আবার, সেই ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতের দ্বারাই মেঘ-সঞ্চালিত হয়ে সূর্যরশ্মিকে আবৃত করে,—সূর্যের ত্বকস্বরূপে ('সূর্যত্বচসঃ') বিস্তৃত হয়ে পড়ে। সায়ণভাষ্যের অনুসরণে সাধারণতঃ এইরকম লৌকিক অর্থই আসতে পারে।—কিন্তু, সেই রকম অর্থের সঙ্গতিবিষয়ে নানারকম বাধা আছে। ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত রূপ সেই মরুৎ-দেবগণ কিভাবে সুখ দান করতে পারেন? ভাষ্যকার যে 'শর্ম' পদের প্রতিবাক্যে 'শরণং গৃহং সুখং বা' পদ তিনটি গ্রহণ ক'রে গেছেন; সেই শরণ, গৃহ বা সুখ কি রকমে ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত হ'তে মানুষ লাভ করতে পারে? এ পক্ষে ভাবের সঙ্গতি রক্ষা করা বড়ই কঠিন হয়। সুতরাং এখানে রূপকে বা উপমায় এক আধ্যাত্মিক তত্ত্বই প্রকাশ পেয়েছে—বোঝা যায়। সে সম্পর্কে মন্ত্রের অন্তর্গত চারটি পদের অর্থ উপলব্ধ হ'লে, ভাবগ্রহণ সুস্পষ্ট হয়ে আসবে। প্রথম—'প্রবতো নপাৎ' পদ দু'টি। এই অথর্ববেদেরই বিভিন্ন স্থানে এবং ঋগ্বেদে ও সামবেদে বিভিন্ন মন্ত্রে এই পদের প্রয়োগ দেখেছি। তাতে 'প্রবতো নপাৎ' এই দুই পদে আমাদের পরিগৃহীত 'বিপথগামিনো ভয়প্রদাতরঃ' অর্থই সঙ্গত ব'লে বুঝতে পারি। এই সায়ণভাষ্যেই অন্যত্র (১কা-৩অনু-২সূ-২ম) 'প্রবতো নপাৎ' পদ দু'টির যে ব্যাখ্যা আছে, তা থেকেই আমাদের অর্থের পোষক ভাব প্রাপ্ত হই। সেই স্থলে ভাষ্যে প্রকাশ—''হে প্রবতো নপাৎ প্রবতঃ প্রগতস্য স্বস্মাৎ প্রচ্যুতস্য ত্বদ্বিষয়স্তুতিনমস্কারাদ্য কর্তুঃ পুরুষস্য নপাৎ ন পাতঃ ন পালক। অসেবকস্য অশনিভয় প্রদারিত্যর্থঃ।'' বলা বাহুল্য, ঐ স্থলে দেবতার সম্বোধনে 'প্রবতো নপাৎ' পদ দু'টি ব্যবহৃত হয়েছে। আর সেই সূত্রেই ভাষ্যকার লিখে গিয়েছেন,—'অসেবিকে অর্থাৎ ভগবৎসেবাবিহীন জনকে (অসৎ পথাবলম্বী জনকে) ভয়প্রদর্শক দেবতার সম্বোধনেই ঐ পদ প্রযুক্ত হয়েছে।' সুতরাং আমাদের পরিগৃহীত অর্থের সার্থকতা প্রতিপাদনের জন্য অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করবার আর কোনই আবশ্যক হচ্ছে না। সায়ণের ব্যাখ্যাতেই আমাদের পরিগৃহীত অর্থ আসছে। মন্ত্রের আলোচ্য অপর পদ—'সূর্যত্বচসঃ'। ঋগ্বেদ সংহিতায় (১ম-৪৭সূ-৯ঋ) 'সূর্যত্বচা' পদ পেয়েছি। সেখানে রথের বিশেষণে ঐ পদ প্রযুক্ত দেখি; আর এখানে, মরুৎ-দেবগণ সম্বন্ধে ঐ পদ দৃষ্ট হয়। রথ বলতে যদি শকট বোঝায়, তাতেও ঐ বিশেষণের সার্থকতা থাকে না, আবার মরুৎ-গণ বলতে যদি ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত বোঝায়, তাতেও ঐ বিশেষণের সার্থকতা থাকতে পারে না। ভাবে, উভয় ক্ষেত্রেই রথের বা ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতের অতীত সামগ্রীর প্রতি লক্ষ্য আসে। তাই সেখানে 'রথ' বলতে 'সৎকর্ম-রূপ-যান' অর্থ সঙ্গত ব'লে সিদ্ধান্তিত হয়েছে; আর এখানে মরুৎ-দেবগণ বলতে 'বিবেকরূপী দেবতার' প্রসঙ্গই প্রখ্যাপিত হচ্ছে। যে দেবতা বিবেকরূপে আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন, যে দেবতা নানা রকম বিতাড়ন ও ভর্ৎসনার দ্বারা আমাদের সৎপথাবলম্বী করতে প্রয়াস পান, মরুৎ-দেবগণ বলতে তাঁদের প্রতিই লক্ষ্য আসে।—সকল স্থানেই ব্যাখ্যার সামঞ্জস্য থাকে, যদি মরুৎ-দেবগণ বলতে বিবেক-উন্মেষণকারী বিবেক-রূপী দেবভাবনিচয়কে লক্ষ্য করা হয়।—এই

সকল বিষয় বিবেচনা করলে, এই মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব দাঁড়ায়,—'হে বিবেকোন্মেষণকারী দেবগণ! হে সত্ত্বভাবের প্রস্ফুরণকারী দেবভাবনিবহ! আপনারা এসে আমাদের হৃদয়ে উদয় হয়ে, সর্বতোভাবে আমাদের মঙ্গলবিধান করুন। বিপথগামীরাই আপনাদের আগমনে সন্ত্রস্ত হয়। আপনারা জ্ঞান-বিতরণের দ্বারা মনুষ্যগণকে সুখ প্রদান করুন।' মন্ত্র এমনই প্রার্থনার ভাবে পরিপূর্ণ ॥ ৩॥

◆

চতুর্থ মন্ত্র

সুষূদত মৃড়ত মৃড়য়া নস্তনূভ্যো।
ময়স্তোকেভ্যস্কৃধি ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — হে দেবগণ! আপনারা আমাদের পাপসকলকে বিদূরিত করুন, এবং আমাদের সুখদান করুন। হে দেব! আমাদের সুখী করুন; এবং আমাদের অনিষ্ট দূর ক'রে আমাদের দেহ-সকলকে ও বংশপরম্পরাকে সুখে রাখুন। ভাব এই যে,—আমাদের অনুষ্ঠিত কর্মের দ্বারা অন্যকে সুখী করুন, এবং আমাদের সর্বপ্রকার সুখবৃদ্ধি করুন,—এটাই আকাঙ্ক্ষা) ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই মন্ত্রের সম্বোধ্য বিষয়ে আপনা-আপনিই সংশয় আসে। কেন-না, চারটি ক্রিয়াপদ এই মন্ত্রের অবলম্বন দেখি। অপিচ, সেই ক্রিয়াপদের দু'টিতে একবচনের প্রয়োগ দেখি। অতএব, এখানে সম্বোধনে দু'রকম পদ অধ্যাহৃত হয়ে থাকে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'সুষূদত' এবং 'মৃড়ত' এই দুই ক্রিয়াপদের সম্বন্ধে সম্বোধন-মূলক 'দেবাঃ' সম্বোধন-পদ অধ্যাহৃত হয়; এবং পরবর্তী 'মৃড়য়' ও 'কৃধি' ক্রিয়াপদ দু'টির সম্বন্ধে 'দেব' এই সম্বোধন-পদ অধ্যাহার করা হয়ে থাকে। এ পক্ষে আমরা ভাষ্যেরই অনুবর্তন করলাম। তবে, এ সম্বন্ধে নিগূঢ় তাৎপর্য অনুসন্ধান করা যেতে পারে। বিভিন্ন দেবতার মধ্য দিয়ে, অসংখ্য অগণ্য দেবদেবীর বিকাশ-মূল হ'তেই, যে সেই একের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়, এখানে আমরা সেই ভাবেরই দ্যোতনা দেখতে পাই। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিভিন্ন দেবতাকে আহ্বান করতে করতে, পরিশেষে সেই একেরই প্রতি লক্ষ্য পড়ে। ব্রহ্ম-সর্বদেবময়, তিনি এক হয়েও বহুরূপে বিকাশমান। এই মন্ত্রে যথাক্রমে 'দেবাঃ' ও 'দেব' সম্বোধনে সেই তত্ত্বই উদ্ভাসিত দেখি. ॥ ৪॥

◆

ষষ্ঠ সূক্ত : স্বস্ত্যয়নম্

[ঋষি : অথর্বা (স্বস্ত্যয়নকাম)। দেবতা : চন্দ্রমা ও ইন্দ্রাণী। ছন্দ : অনুষ্টুপ্ ও পংক্তি]

প্রথম মন্ত্র

অমূঃ পারে পৃদাক্বস্ত্রিষপ্তা নির্জরায়বঃ।
তাসাং জরায়ুভির্বয়মক্ষ্যাহবপি
ব্যয়ামস্যঘায়োঃ পরিপন্থিনঃ ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — সেই হৃদয়স্থিতা অসত্যনাশিকা ত্রিগুণসাম্যসাধনভূতা মরণরহিতা দেবতাগণ সংসারের কুটিলতা হ'তে নিশ্চয়ই দূরে অবস্থিতি করছেন; তাঁদের হ'তে উৎপন্ন সত্ত্বভাব ইত্যাদির দ্বারা, সৎকর্মের বাধক হিংসাকারী শত্রুর চক্ষু দু'টিকে (হিংস্রদৃষ্টিশক্তিকে) ক্ষুদ্রশক্তিসম্পন্ন এই আমরাও আচ্ছন্ন করতে (আমাদের প্রতি সঞ্চালনে বাধা প্রদানে) সমর্থ হই। (ভাব এই যে, হৃদয়স্থ সত্ত্বভাবসমূহ এখন দূরে অবস্থিতি করছে; তাদের সহায়তা প্রাপ্ত হ'লে ক্ষুদ্রসামর্থ্য আমরাও প্রবল শক্তিশালী শত্রুদের অভিভব করতে সমর্থ হই) ॥ ১॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই ষষ্ঠ সূক্তের মন্ত্র চারটির প্রয়োগ সম্বন্ধে অনুক্রমণিকায় লিখিত আছে যে, যুদ্ধজয়ের জন্য অস্ত্রগ্রহণ উপলক্ষে স্বস্ত্যয়ন-কর্মে এই মন্ত্রের প্রয়োগ-বিধি দৃষ্ট হয়। পূর্ব সূক্তের অনুসরণে এই সূক্তের অনুষ্ঠিত ক্রিয়া ইত্যাদি সম্পন্ন করতে হবে। প্রক্রিয়া-পদ্ধতি যেমনই বিহিত থাকুক, সে বিষয়ে আমাদের বক্তব্য কিছুই নেই। আমরা মাত্র এখানে মন্ত্রের ভাব সম্বন্ধেই আলোচনা করছি।—এই মন্ত্রের পদ কয়েকটি জটিল ভাবাপন্ন। ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে তাদের আরও জটিলতা সম্পন্ন ক'রে তুলেছে। যেমন,—মূলের "পৃদাক্ব" পদ। ভাষ্যে তার প্রতিবাক্য 'সর্পজাতয়'। মূলের "ত্রিষপ্তাঃ"; ভাষ্যে তার প্রতিবাক্য 'ত্রিগুনিতসপ্তসংখ্যাকাঃ' অর্থাৎ 'একুশ'। মূলের "নির্জরায়বঃ" পদের ভাষ্যগৃহীত প্রতিবাক্য "জরারহিতা দেবা ইব"। মূলের "পারে" পদের ভাষ্যগৃহীত অর্থ "ভূম্যাঃ পারদেশে নাগলোকে"। মূলের "তাসাং" পদে 'পৃদাকূনাং' পদকে লক্ষ্য করছে—এই অভিমত ভাষ্যে প্রকাশ পেয়েছে। মূলের "জরায়ুভিঃ" পদ থেকে ভাষ্যকার 'সর্পকঞ্চুকা দ্বারা' ভাবার্থ গ্রহণ করেছেন। মূলে "ব্যয়ামসি" পদ আছে। ভাষ্যকার ঐ পদের বিভক্তিব্যত্যয় স্বীকার ক'রে, তার অর্থে ভাবে "আচ্ছাদয়ামঃ" প্রতিবাক্য গ্রহণ করেছেন।—এ পক্ষে মন্ত্রার্থে ভাষ্যের ভাব এই দাঁড়িয়েছে যে,—'পরিদৃশ্যমান সর্পজাতির অন্তর্ভুক্ত একবিংশসংখ্যক জরারহিত দেবগণ নাগলোকে বাস করেন; সেই সর্পজাতীয় দেবতার শরীরের বেষ্টক ত্বকের অর্থাৎ সর্পকঞ্চুকের দ্বারা হিংসনেচ্ছুক যুদ্ধার্থী শত্রুগণের চক্ষু দু'টি আমরা আচ্ছাদিত ক'রি। অর্থাৎ, যুদ্ধ ইত্যাদির সময়ে শত্রুগণ যেন আমাদের দেখতেই না পায়—সেই ভাবে তাদের চক্ষু দু'টি সাপের খোলস দিয়ে ঢেকে দিই।' বলা বাহুল্য, এই রকম অর্থে মন্ত্রটিকে হেঁয়ালি-মাত্র ব'লেই মনে হয়, এর দ্বারা মন্ত্রোচিত কোনও সৎ-ভাবই পাওয়া যায় না।—এইবার আমাদের পরিগৃহীত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা যাক। মন্ত্রের প্রথম পদ "অমূঃ"। এই পদে আমরা "প্রসিদ্ধাঃ, হৃদিস্থিতা" প্রতিবাক্য গ্রহণ করেছি। দেবতার স্থান যে হৃদয়ে, দেবতা যে অন্তরে অন্তর্যামী হয়ে বিদ্যমান থাকেন,—সেই ধারণা হ'তেই এই প্রতিবাক্য। দ্বিতীয়—"পৃদাক" পদে আমরা "অসত্যনাশিকাঃ" প্রতিবাক্য গ্রহণ করেছি। হিংসাকরণেই সর্পজাতির পরিচয়। যারা হিংসাকারী, তাদের তাই সর্প প্রকৃতির লোক বলা হয়। কিন্তু এখানে দেবতা-সম্পর্কে ঐ পদ প্রযুক্ত হওয়ায়, ঐ অর্থই সৎ-ভাবের প্রকাশক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষতঃ এখানে, দেবতার সম্বন্ধে দুই পক্ষের দুই রকম বিশেষণ যথাপর্যায় লক্ষ্য করলে, সেই ভাবই অধিগত হ'তে পারে। এক বিশেষণ—"পৃদাক্বঃ", অন্য বিশেষণ—"ত্রিষপ্তাঃ"। দেবতায় যে কঠোর-কোমল দুই ভাব বিদ্যমান, এখানে ঐ দু'টি পদে তা-ই ব্যক্ত করছে। তাঁরা যে 'পৃদাক্বঃ" (হিংসাকারী), সে কাদের পক্ষে? না—পাপাচারীর পক্ষে—অসৎ-বৃত্তির পক্ষে। পাপাচারিগণকে তাঁরা হিংসা করেন, হনন করেন; আর তাঁরা পুণ্যকর্মানুষ্ঠাতৃগণের গুণসাম্যবিধান করেন, তাঁদের সত্ত্বভাব প্রদান করেন। এখানে ঐ দুই পদে দেবতাগণের সেই অভিনব মাহাত্ম্য-তত্ত্বই প্রখ্যাত হয়েছে। সেই অনুসারেই " পৃদাকঃ' ও 'ত্রিষপ্তাঃ' পদ দু'টির প্রয়োগের সার্থকতা। "নির্জরাঃ" পদে, দেবতাগণের বা দেবভাবসমূহের অমরত্বের বিষয় প্রকাশ করছে। এ পদের অর্থ-বিষয়ে ভাষ্যকারের সাথে আমাদের কোনই মতবিরোধ নেই। তার পর "পারে" পদ। আমরা ব'লি, এই পদের ভাব এই যে,—'সংসারের কুটিল ভাবের দূরে'। দেবতাগণ সংসারের কুটিলতা হ'তে দূরে অবস্থিতি করেন। যে হৃদয় কুটিলতায় ভরা, দেবতার স্থান—সেখানে নয়। দেবতা বা দেবভাব

হৃদয়েরই সামগ্রী বটে; কিন্তু সে হৃদয়ে তাঁরা থাকেন না—যেখানে কুটিলতা স্থান পেয়েছে। আমরা মনে ক'রি, ''অমু'' আর ''আরে'' এই পদ দু'টিতে যুগপৎ এই ভাব ব্যক্ত হয়েছে।—মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে প্রথম ''তাসাং'' পদ। এই পদটিতে ব্যাখ্যাকারগণকে বড়ই সমস্যায় ফেলেছে। এই 'তাসাং' পদ কার সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়েছে, তা নির্ধারণ পক্ষে ভাষ্যই গণ্ডগোলের সৃষ্টি করেছে। ভাষ্যের মত, ঐ পদ 'পৃদাকঃ' (সর্পজাতয়ঃ) পদের সাথে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। এখানে কেন এ ভাব এলো, তার একটু কারণও দেখতে পাই। বহুবচনের স্ত্রীলিঙ্গান্ত ''জরারহিতাঃ দেবতাঃ'' না লিখে, ভাষ্যে ''জরারহিতা দেবা ইব''—এইরকম পুংলিঙ্গের বহুবচনান্ত পদ ব্যবহৃত হয়েছে। গণ্ডগোল তাতেই বেধেছে। এ অবস্থায়, 'দেবাঃ' পদ ব্যবহার ক'রে, 'তাসাং' পদের সম্বন্ধ-দ্যোতক পদকে সহসা সন্ধান ক'রে পাওয়া যায় না। তাই বোধ হয়, ''পৃদাকঃ'' পদটিকে স্ত্রীলিঙ্গান্ত ধ'রে, 'পৃদাক' পদের সাথে 'তাসাং' পদের সম্বন্ধ সূচনা করা হয়েছে। কিন্তু, একটু অভিনিবেশ সহকারে দেখলেই দেখা যায়, এখানকার বিশেষণপদ কয়েকটিই স্ত্রীলিঙ্গের বহুবচন; এবং ''দেবতাঃ'' পদই ঐ সকল পদের দ্যোতক। 'অমূ' 'পৃদাকঃ', 'ত্রিষপ্তাঃ', 'নির্জরাঃ', 'তাসাং'—এই সব পদ পরস্পর সম্বন্ধ-বিশিষ্ট; এবং এদের সকলেই দেবতার গুণবিশেষণ প্রকাশ করছে। তাই আমরা 'তাসাং' পদের প্রতিবাক্যে ''দেবভাবানাং'' পদ গ্রহণ করেছি। এই অংশের দ্বিতীয় আলোচ্য পদ—''জরায়ুভিঃ''। ঐ পদে কেন 'সর্পের খোলস' অর্থ টেনে আনি? কত দূরের কল্পনায় ঐ অর্থ আনতে হয়, তা সহজেই বোঝা যায়। 'জরায়ু' থেকে প্রাণিজাত উৎপন্ন হয়। সে পক্ষে ''জরায়ুভিঃ'' (জরায়ুর দ্বারা) বলতে, তা হ'তে উৎপন্ন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা আসে। সুতরাং ''তাসাং (দেবতানাং) জরায়ুভিঃ'' বলতে আমরা ভাবে 'সত্ত্বভাবের দ্বারা' অর্থই পরিগ্রহণ করেছি। একমাত্র সত্ত্বভাবই যে পাপকে দূর করতে সমর্থ হয়, একমাত্র সত্ত্বভাবকেই যে পাপের আবরক বলতে পারা যায়, তাতে সংশয় আসতে পারে না। এ পক্ষে সেই ভাবই ব্যক্ত করছে। তার পর, মন্ত্রের আলোচ্য দু'টি পদ—''পরিপন্থিন অঘয়োঃ''। এই দুই পদে সৎকর্মে বাধাপ্রদানকারী শত্রুকে বোঝায়। অন্তঃশত্রু বহিঃশত্রু দু'রকম শত্রুর পরিকল্পনাই এ পক্ষে সঙ্গত হ'তে পারে। তার পর ''অক্ষৌ'' পদ। ঐ পদে সাধারণতঃ চক্ষু-দু'টিকে বোঝায়। তা থেকেই হিংস্র দৃষ্টিশক্তির ভাব আসে। উপসংহারে আর একটি সমস্যামূলক পদ—''ব্যয়ামসি''। আধুনিক ব্যকরণ অনুসারে এ পদ সিদ্ধ হয় না। অপিচ, এই পদের বিভক্তিতে, মধ্যম পুরুষের এক-বচনান্ত কর্তার আকাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু এখানে ''বয়ং'' এই কর্তৃপদ পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং ক্রিয়াপদটির ছান্দস-প্রয়োগ স্বীকার ছাড়া গত্যন্তর নেই। অতএব, ভাষ্যের অনুসরণেই আমরাও ঐ পদের অর্থ গ্রহণ করলাম।—প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে মানুষের শত্রু মানুষের সাথে যুদ্ধের বিষয়ই মন্ত্রে প্রখ্যাপিত আছে, দেখতে পাই। অথচ, সে অর্থে, বিশেষতঃ সর্পের খোলসের দ্বারা বিপক্ষের চক্ষু আবৃত করার প্রসঙ্গে, কোনই ভাব প্রাপ্ত হ'তে পারি না। কিন্তু মন্ত্রে মনস্তত্ত্বের বিষয়—হৃদয়স্থ শত্রুর সাথে সংগ্রামের কাহিনী—বিবৃত আছে মনে করলেই, সুষ্ঠু ভাব ও অর্থ পাওয়া যায়। এ সব বিষয় বিবেচনার পর, মন্ত্রের যে ভাবার্থ হয়, আমরা আমাদের বঙ্গানুবাদে তা-ই প্রকাশ করেছি। মন্ত্রে বলা হয়েছে,—'দেবতা বা দেবভাবসমূহ হৃদয়ের বস্তু। হৃদয়-রূপ গৃহেই তাঁরা অধিষ্ঠিত থাকেন। কিন্তু আমাদের কর্ম-বৈগুণ্যে তাঁরা দূরে গিয়ে পড়েন,—কুটিল সংসারের পর-পারে তাঁদের আশ্রয় নির্দিষ্ট হয়। অথচ, সেই দেবতাগণের সহজাত যে সত্ত্বভাবসমূহ, তার সাহায্য যদি আমরা প্রাপ্ত হই, তাতে অতি বড় শত্রুর আক্রমণেও আমরা বাধা দিতে পারি। আমরা ক্ষুদ্র বটে, আমাদের শক্তিসামর্থ্য অল্প বটে; আর, আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রু প্রবল ও পরাক্রান্ত সত্য; কিন্তু সত্ত্বভাবের সহায়তা পেলে, হৃদয়ে সৎ-ভাবের বিকাশ করতে সমর্থ হ'লে, আমরা নিশ্চয়ই শত্রুদের হিংস্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হ'তে পরিত্রাণ পেতে পারি; সেইরকম অবস্থায়, তারা আমাদের প্রতি দৃষ্টিসঞ্চালনেই সমর্থ হয় না।' (প্রার্থনাপক্ষে এই মন্ত্রের ভাব এই যে,—হে দেবতা! আর দূরে থেকো না। হৃদয়ের নিধি, হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থেকে, আমাদের শত্রুর কবল হ'তে পরিত্রাণ করো) ॥ ১॥

◆

দ্বিতীয় মন্ত্র

বিষূচ্যেতু কৃন্ততী পিনাকমিব বিভ্রতী।
বিষ্বক্ পুনর্ভুবা মনোঽসমৃদ্ধা অঘায়ব ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — পিনাকের ন্যায় ভীষণ আয়ুধধারী, আমাদের বিদারণকারী, অজ্ঞানতা-সম্বন্ধী শত্রুসেনা বিমুখে গমন করুক (প্রতিহত বিত্রস্ত হোক); সেই হেন শত্রুসেনা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হয়, তাহ'লে তাদের সৎকর্মনাশের প্রবৃত্তি বিমুখ (অর্থাৎ বিনষ্ট) হোক; সৎকর্মের নাশক শত্রুগণ সর্বথা পরাজিত হোক। (ভাব এই যে,—'সকল শত্রু বিচ্ছিন্ন ও বিনাশপ্রাপ্ত হোক,—এটাই আকাঙ্ক্ষা') ॥ ২॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্রের ভাবার্থ এই যে,—'ঈশ্বরের ধনু পিনাকের ন্যায় শত্রুহননক্ষম আয়ুধধারী, অতএব শত্রুবিদারণকারী—শত্রুসেনাসমূহ নানাদিকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গমন করুক। যদি সেই সকল শত্রুসৈন্য পুনরায় সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে আগমন করে, তাহ'লে তাদের চিত্ত অন্যদিকে প্রধাবিত হোক; তারা কার্যাকার্য বিচারশূন্য হয়ে থাকুক। আর, সেইরকম পরিভ্রাম্যমাণ সৈন্যসমূহের পরিচালক শত্রুসমূহ রাষ্ট্রকোষ ইত্যাদি ভ্রষ্ট হোক।'—ভাষ্যের এই অর্থে মানুষ-শত্রুর বিষয়ই উপলব্ধ হয়। কিন্তু মন্ত্রে মানুষ-শত্রু অপেক্ষা প্রবলতর শত্রুর প্রসঙ্গই প্রখ্যাপিত হয়েছে, বুঝতে পারি।—আমাদের অর্থ তাই একটু স্বতন্ত্র পথ পরিগ্রহ করেছে। ভাষ্যকার 'ঈদৃশী শাত্রবী সেনা' পদ অধ্যাহার ক'রে 'বিভ্রতী' এবং 'কৃন্ততী' পদ দু'টি সেই সেনা-পদের বিশেষণ-রূপে পরিকল্পনা করেছেন। আমরাও তা-ই করেছি। তবে মানুষ-শত্রু বা মনুষ্য-সেনা ভাব গ্রহণ না ক'রে, আমরা অন্তরস্থ শত্রুর প্রসঙ্গই সমীচীন ব'লে বুঝেছি। 'বিষূচী' পদের অর্থ, আমাদের মতে—'বিমুখং'; অর্থাৎ, আমাদের দিক হ'তে অন্য দিকে (বিপরীত দিকে)। এর নিগূঢ় তাৎপর্য এই যে,—শত্রুর অস্ত্র শত্রুকেই আঘাত করুক; আপন বিষে আপনিই জর্জরিত হয়ে শত্রু নাশপ্রাপ্ত হোক; 'কণ্টকেনৈব কণ্টকং'—শত্রুর দ্বারাই শত্রু যে উন্মূলিত হয়—এটাই আকাঙ্ক্ষা।—দেবতা বা দেবভাবসমূহ হৃদয়ের বস্তু। সংসারমোহপঙ্কে নিমজ্জমান নরহৃদয়ে তাঁদের স্থান কোথায়?...হৃদয় নির্মল হ'লে—হৃদয়ের পাপ-ক্লেদ-ময়লামাটি দূর হ'লে, তবে সে হৃদয়ে দেবতার বা দেবভাবের অধিষ্ঠান হয়। তাই এই মন্ত্রে যেন বলা হয়েছে,—'সংসারের কুটিলতা দূরে অবস্থিতি করুক; দেবতা এসে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হোন'।—এখানে শত্রু-শব্দে অন্তঃশত্রু বহিঃশত্রু—উভয় রকম শত্রুকেই বোঝাচ্ছে।...সেই পক্ষে এখানকার নিগূঢ় তাৎপর্য এই যে,—'আমাদের হৃদয়ে দেবভাব সঞ্জাত হোক; কুটিল শত্রুগণ পরস্পর বৈরী ভাব অবলম্বন ক'রে আপনা-আপনিই নিধন-প্রাপ্ত হোক।' মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের ভাব এই যে, দেবতা বা দেবভাব সংসারের কুটিলতা হ'তে দূরে অবস্থিতি করছেন। শত্রু যদি সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে হৃদয়কে আক্রমণ করে, তাহ'লে বিষম বিপদের আশঙ্কা। তাই আকাঙ্ক্ষা,—'দেবতা হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হোন; তাঁদের অধিষ্ঠানে, শত্রুগণের সৎকর্ম-নাশের প্রবৃত্তি নষ্ট হোক; শত্রুগণ পরাজিত হয়ে দূরে পলায়ন করুক।' এখানে, এই ভাবে, হৃদয় নির্মল করবার উপদেশই লক্ষিত হয়। মন্ত্র উপদেশ দিচ্ছেন,—'জীব! সংসারের আবিলতা হ'তে দূরে সরে এসো। হৃদয় নির্মল করো। মনের কুটিলতা দূর হোক। তাহ'লেই, হৃদয় দেবতার ও দেবভাবের অধিষ্ঠানের যোগ্য হবে; দেবভাবের উন্মেষে শত্রুর আক্রমণে হৃদয় আর বিধ্বস্ত হবে না। শত্রু যদি সংহার-মূর্তিও ধারণ করে, শত্রু যদি শিবের ত্রিশূলের ন্যায় (পিনাকমিব) আয়ুধও প্রাপ্ত হয়, তাতেও ভয়ের কারণ নেই। যদি দেবতার সহায়তা লাভ করতে পারো, তবে তোমার ন্যায় অকিঞ্চনও শত্রুনাশে সমর্থ হ'তে পারে। এমন কি, তাতে

শত্রুগণই পরস্পর মারামারি কাটাকাটি ক'রে আপনা-আপনিই নির্মূল হয়ে পড়বে।' আমাদের মনে হয়, মন্ত্রে এই ভাবই প্রকটিত রয়েছে ॥ ২॥

◆

তৃতীয় মন্ত্র

ন বহবঃ সমশকন্ নার্ভকা অভি দাধৃষুঃ।
বেণোরদ্গা ইবাভিতোঽসমৃদ্ধা অঘায়বঃ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে ভগবন্! বহুসংখ্যক অথবা বহুশক্তিসম্পন্ন শত্রুগণ যেন আমাদের অভিভূত করতে সমর্থ না হয়; অল্পসংখ্যক অথবা অল্পশক্তিসম্পন্ন শত্রুগণ যেন আমাদের অভিমুখে দৃষ্টি করতেও না পারে। (ভাব এই যে, শত্রুগণ আমাদের যেন সৎসম্বন্ধচ্যুত করতে সমর্থ না হয়)। পরিদৃশ্যমান সৎ-ভাবনাশক শত্রুসমূহ যেন ছিন্ন-বেণুশাখার ন্যায় সমৃদ্ধিরহিত হয়ে পরাজিত হয়। (ভাব এই যে,—আমাদের সত্ত্বভাবের প্রভাবে আমাদের সকল রকম শত্রু বিনাশপ্রাপ্ত হোক) ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই সহজ ও সরলভাব সমন্বিত মন্ত্রে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল রকম শত্রুর বিনাশের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। ছোটই হোক আর বড়ই হোক—শত্রুকে কখনই হীনবল ব'লে মনে করবে না—মন্ত্রের অভ্যন্তরে এই সত্য উপদিষ্ট হয়েছে। 'বহবঃ' এবং 'অর্ভকাঃ' পদ দু'টিতে সেই ভাব পরিব্যক্ত ব'লে মনে ক'রি। মন্ত্রের অর্থ-বিষয়ে ভাষ্যকারের সাথে আমাদের বিশেষ কোনও মতদ্বৈধ নেই। 'বহবঃ' পদে ভাষ্যকার 'হস্ত্যশ্বরথপদাতিযুক্তা বহুলাঃ শত্রবঃ' অর্থ গ্রহণ করেছেন। আমরা সাধারণভাবে 'বহুশক্তিসম্পন্নাঃ) শত্রবঃ' অর্থ গ্রহণ করেছি।...মন্ত্রের অন্তর্গত 'বেণোরদ্গা ইব' বাক্যে শত্রুগণের অবস্থিতির বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। ভাব এই যে,—বেণুশাখা (কঞ্চি) যেমন অসংহত বিচ্ছিন্নভাবে হীনবল হয়ে অবস্থিতি করে, শত্রুগণও সেই রকম পরাজিত বিধ্বস্ত হয়ে অসহায়ে অবস্থিতি করুক; অর্থাৎ, পুনরাক্রমণে সমর্থ না হয়,—এইরকমভাবে তারা বিধ্বস্ত হোক। ফলতঃ, হৃদয়ের সৎ-ভাবের প্রভাবে সকল শত্রুই বিনষ্ট হোক, মন্ত্রে সেই আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পেয়েছে। এইভাবে বোঝা যায়, এই মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে, —ভগবান্ যেন আমাদের হৃদয়ে এমন সৎ-ভাবসমূহ উপজিত করুন, যার প্রভাবে আমাদের সকলরকম শত্রু নাশপ্রাপ্ত হয়। পাপপঙ্কে নিমজ্জিত আমরা; আমাদের হৃদয় কুটিলতাময়। তিনি সেই কুটিলতা দূর করুন; আমাদের হৃদয়ে দেবভাবের সমাবেশ হোক; শত্রুনাশে সামর্থ্য আসুক ॥ ৩॥

◆

চতুর্থ মন্ত্র

প্রেতং পাদৌ প্র স্ফুরতং বহতং
পৃণতো গৃহান্।
ইন্দ্রাগ্নে তু প্রথমাজীতামুষিতা পুরঃ ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — জ্ঞানভক্তি-রূপ (অথবা সকাম-নিষ্কাম কর্মরূপ) যানদ্বয়! তোমরা প্রকৃষ্ট-রূপে

আমাদের কর্মে (অথবা জ্ঞানভক্তি সহ) মিলিত হও; (আকাঙ্ক্ষা এই যে, আমাদের কর্মের সাথে জ্ঞানভক্তির সম্মিলন হোক); তার দ্বারা আমাদের কর্মকে (অথবা জ্ঞানভক্তিকে) প্রকৃষ্টরূপে সৎপথে ঊর্ধ্বে নিয়ে যাও; ইষ্টফল-প্রদানে আমাদের তুষ্ট করো; এবং সেই শ্রেষ্ঠনিবাস ভগবান্‌কে প্রাপ্ত করাও। তোমাদের কৃপায় পরমৈশ্বর্যশালিনী দেবী (শক্তি) আমাদের শ্রেষ্ঠা (সকলের বরণীয়া), অনির্জিতা (অজেয়া), অনুমিতা (অনপহৃতা, চিরস্থায়িনী) হোন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানভক্তির প্রভাবে আমাদের কর্মশক্তি চিরজয়শ্রীমণ্ডিতা হোন ॥ ৪ ॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এ মন্ত্রটি একটু জটিলতা-পূর্ণ। প্রথম সম্বোধন 'পাদৌ' পদেই সেই জটিলতার সৃষ্টি করেছে। তাতে অর্থ দাঁড়িয়েছে,—'হে জয়েচ্ছু জনের পদদ্বয়!'—ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের যে ভাব হয়, তা এই,—'হে জয়েচ্ছু জনের পদদ্বয়! তোমরা প্রকৃষ্ট-রূপে গমন করো; এবং পুনঃ পুনঃ শীঘ্র চলে গমন-কার্য সম্পন্ন করো। কি অবধি গমন করবে? ইষ্টফলদানে আমাদের পরিতুষ্ট করা পর্যন্ত এবং উদ্দিষ্ট পুরুষের গৃহপ্রাপ্তি পর্যন্ত। অথবা, শত্রুর পালনকারী সেই পররাষ্ট্রাধিপতির গৃহে আমাদের সৈন্যগণের পৌঁছানো পর্যন্ত। হে ইন্দ্রপত্নী! আগমন করুন। আপনি প্রথমা, সকলেরই অজেয়া, আপনি অনপহৃতা অর্থাৎ সকলেরই অনভিভাব্য। অতএব, আপনার অনুগ্রহে আমাদের সৈন্যগণ শত্রুগণকে পরাজিত ক'রে তাদের গৃহ আক্রমণ করুক।' মন্ত্রের এইরকম অর্থে কি উচ্চ ভাব প্রকাশ পায়—বুঝি না। বরং এ অর্থে জটিলতাই বৃদ্ধি পায়। আমরা কিন্তু 'পাদৌ' পদের দু'রকম অর্থ গ্রহণ করেছি। তাতে, জ্ঞানভক্তিরূপ যান-দ্বয়কে সম্বোধন করা হয়েছে ব'লেও বুঝতে পারি, অথবা সকাম ও নিষ্কাম দুই কর্মের সম্বোধনও ঐ পদের লক্ষ্য ব'লে নির্দেশ করতে পারি। দুই অর্থেই একই রকম ভাব প্রাপ্ত হই। দুই অর্থেই জ্ঞান ও ভক্তির সম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়। যখন সম্বোধন জ্ঞানভক্তিকে হবে, তখন কর্মকে তার সাথে মিলিত করবার প্রার্থনা প্রকাশ পাবে। যখন সকাম ও নিষ্কাম দু'রকম কর্মকে আহ্বান করব, তখন জ্ঞানভক্তিকে তার সাথে সম্মিলিত করবার প্রার্থনা ব্যক্ত হবে।—প্রথমতঃ 'পাদৌ' পদে 'জ্ঞানভক্তিরূপৌ যানৌ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করেছি, এবং ভাষ্যের 'জিগমিষতঃ' স্থলে 'মুক্তিমিষতঃ' ভাব গ্রহণ করতে প্রবুদ্ধ হয়েছি। পদ দু'টির পরিচালনরূপ কর্মের দ্বারা মানুষ যেমন ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হয়ে গন্তব্য স্থানে পৌঁছাতে পারে; সৎকর্ম-পরিচালিত জ্ঞান-ভক্তি-রূপ যান সেইরকম মুক্তিকামী জনকে ভগবানের দিকে ক্রমে অগ্রসর করিয়ে দেয়। যার দ্বারা বহন ক'রে নেয়, তা-ই যান। মানুষের পদদ্বয়ও সে হিসেবে যানস্বরূপ। জ্ঞান-ভক্তি-সহযুত কর্ম মানুষকে ক্রমে ক্রমে ভগবানের দিকে নিয়ে যায়। তাই তাদের 'পাদৌ' বা যান বলা যেতে পারে। এই ভাব উপলব্ধি ক'রেই, এখানে রূপকে এই ভাব পরিব্যক্ত আছে বুঝেই, মন্ত্রের অন্তর্গত 'পাদৌ' পদে আমরা "জ্ঞানভক্তি-রূপৌ-যানৌ' বা "সকাম-নিষ্কাম-কর্মরূপৌ যানৌ" অর্থ আমনন করেছি। তাতে যে অর্থ হয় তা বঙ্গানুবাদে ব্যক্ত হয়েছে।—কর্ম যদি জ্ঞানভক্তি-সম্মিলিত সৎ-উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয়, তাহ'লেই সে কর্ম ইষ্টফল প্রদান করতে পারে। তা-ই কর্ম, যাতে ভগবান্ পরিতুষ্ট হন। সেই কর্ম অর্থই জ্ঞানভক্তিসহযুত কর্ম—সৎকর্ম। সৎস্বরূপ ভগবান্, সৎকর্ম ও সৎ-অনুষ্ঠানেই পরিতৃপ্ত হন।—পক্ষান্তরে, মানুষের দু'রকম কর্মও—সকাম ও নিষ্কাম—মানুষকে (ঐ দুই কর্মরূপ যানই) ভূলোক হ'তে স্বর্গলোকে নিয়ে যায়। সকাম ভাবেই সাধিত হোক, আর নিষ্কাম-ভাবেই সাধিত হোক,—সৎকর্মে শুভফল-লাভ অনিবার্য। সে পক্ষে সকাম ও নিষ্কাম কর্মদ্বয় জ্ঞানভক্তির সাথে মিলিত হোক, এইরকম আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়। মর্ম উভয়ত্রই অভিন্ন। মন্ত্রের 'গৃহান্' পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ—'উদ্দিষ্ট পুরুষস্য গৃহান্' অথবা 'পালকস্য পররাষ্ট্রাধীশস্য শত্রোঃ গৃহান্'। মন্ত্রে 'গৃহান্' পদ বহুবচনে প্রযুক্ত হয়েছে। কিন্তু আমরা এটির বচন-ব্যত্যয় স্বীকার করেছি; সেই অনুসারে আমাদের অর্থ—'শ্রেষ্ঠনিবাসং ভগবন্তং'। ভগবান্ এক; কিন্তু তিনি এক হয়েও বহু, আবার বহু হয়েও এক। এই ভাব উপলব্ধি ক'রেই আমরা তাতে একবচন স্বীকার করেছি।—মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে 'ইন্দ্রাণী' পদ আছে। 'ইন্দ্রাণী'

—ভগবানের শক্তিরূপা বিভূতি। কর্মেই শক্তি প্রকাশ পায়। ভগবানের শক্তিরূপা বিভূতিকে লক্ষ্য করবার তাৎপর্য এই যে, আমরা যেন শ্রেষ্ঠ শক্তিসমন্বিত হই।—মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব হয় এই যে,—'সৎকর্মের প্রভাবে শক্তিসঞ্চয়ে, আমরা যেন আমাদের অন্তঃশত্রু বহিঃশত্রু সকল শত্রুকেই বিনাশ করতে পারি। জ্ঞান-ভক্তি-কর্মের সহায়তায় অগ্রসর হয়ে আমরা যেন আমাদের ইষ্টফল মোক্ষ প্রাপ্ত হই এবং ভগবানে লীন হয়ে যাই।' মোক্ষলাভাকাঙ্ক্ষী সাধক এমন প্রার্থনাই ক'রে থাকেন। এটাই তাঁর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ॥ ৪॥

◆

সপ্তম সূক্ত : রক্ষোঘ্নম্

[ঋষি : চাতন। দেবতা : অগ্নি, যাতুধানী। ছন্দ : অনুষ্টুপ, বৃহতী, পংক্তি]

প্রথম মন্ত্র

উপ প্রাগাদ্দেবো অগ্নী রক্ষোহামীবচাতনঃ।
দহন্নপ দ্বয়াবিনো যাতুধানান্ কিমীদিনঃ ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ — হিংসক শত্রুগণের (রিপুশত্রুসমূহের) নাশকারী, পাপপ্রবৃত্তিরূপ রোগসমূহের বিনাশক, দ্যোতমান জ্ঞানদেব, সেই মায়াবী রন্ধ্রান্বেষী (প্রচ্ছন্নচারী) সর্বশোষক শত্রুগণকে ভস্মসাৎ ক'রে, জ্ঞানলাভে ব্যাকুলচিত্ত সাধককে অথবা শত্রুর আক্রমণে উদ্বিগ্নচিত্ত ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ তাঁর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন। (মন্ত্রটি ভগবান্ জ্ঞানদেবের মাহাত্ম্যমূলক। জ্ঞানের উদয়ে জ্ঞানের প্রভাবে সকল শত্রুই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অতএব অজ্ঞান আমরা, জ্ঞান-সঞ্চয়ে প্রবুদ্ধ হই) ॥ ১॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই মন্ত্রটি সরল ভাব-প্রকাশক। ভাষ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ গ্রহণ করেছেন, আমাদের পরিগৃহীত অর্থের সাথে তার প্রায়ই মতান্তর ঘটেনি। আমাদের অর্থ উপরোক্ত বঙ্গানুবাদেই পরিব্যক্ত।—উদ্বিগ্নমানস ব্যক্তির উদ্বেগনিবৃত্তির জন্য এই মন্ত্রের প্রয়োগের বিষয় সূক্তানুক্রমণিকায় উল্লিখিত হয়েছে। সেই অর্থে শুক্লবীরিণোষিকার দ্বারা মনিবন্ধন এবং উল্মুকদ্বয় ঘর্ষণ প্রভৃতির বিধি আছে। সেই অনুসারে ভাষ্যের ভাব দাঁড়ায় এই যে,—'দ্যোতমান দানাদিগুণযুক্ত এবং অঙ্গনাদিগুণবিশিষ্ট অগ্নিদেব উদ্বেগকারী রক্ষ প্রভৃতি শত্রুর বিনাশের জন্য উদ্বেগযুক্ত ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হন। কিন্তু সেই অগ্নির সেইরকম সামর্থ্য কোথায়? সে বিষয়ে কথিত হচ্ছে; যথা,—তিনি 'রক্ষোহা' অর্থাৎ হিংসক পিশাচ ইত্যাদির হন্তা, তিনি 'অমীবচাতনঃ' অর্থাৎ রোগসমূহের নাশয়িতা। দ্বিভাবসম্পন্ন মায়াময় রন্ধ্রান্বেষণবুদ্ধিযুক্ত রাক্ষসগণকে ভস্মসাৎ ক'রে তিনি উদ্বিগ্নচিত্ত ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হন।'—আমাদের ব্যাখ্যা অনেকাংশে ভাষ্যকারের মতের অনুবর্তী হ'লেও কোনও কোনও স্থলে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। ভাষ্যানুসারী ব্যাখ্যা ছাড়াও মন্ত্রের মধ্যে যে আর এক ভাব নিহিত আছে, তাতে তা-ই প্রকাশ পেয়েছে। চিত্তের উদ্বেগ যে কেবল যজ্ঞনাশকারী রাক্ষসগণের দ্বারাই সাধিত হয়—তা' নয়। সেও এক উদ্বেগের কারণ বটে; বহিঃশত্রু মানুষকে নানাভাবেই উদ্বিগ্ন ক'রে থাকে সত্য; কিন্তু সে বহিঃশত্রু ছাড়াও, আন্তরশত্রুও যে আছে—তারাও যে নানারকমে উদ্বিগ্ন করতে পারে; মন্ত্রার্থে এমন ভাবও অধ্যাহৃত হয়না কি? বিশেষতঃ যে দেবতার করুণা প্রার্থনা করা হয়েছে, তাঁকে যখন 'রক্ষোহা' ও 'অমীবচাতনঃ' বিশেষণে পরিচিত হ'তে দেখছি; তখন মন্ত্রে বহিঃশত্রুর ও অন্তঃশত্রুর, দু'রকম শত্রুর, উপদ্রবজনিত উদ্বেগ-নাশের কামনাই প্রকাশ পেয়েছে, বুঝতে পারি। ভাষ্যকার

সাধারণ-ভাবেই মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করেছেন। কিন্তু তার মধ্য হ'তেও মন্ত্রে অন্যভাব নিষ্কাশিত হ'তে পারে।—ভাষ্যকার মন্ত্রের 'উপ প্রাগাৎ' পদের অর্থ করেছেন,—"উদ্বিজমানং পুরুষং উপগমৎ" অর্থাৎ উদ্বেগপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকটে গমন করেন অথবা তাকে প্রাপ্ত হন। শান্তি-অপহারক শত্রু অথবা রাক্ষস চিরদিনই মানুষকে অহরহ আক্রমণ করছে—সদাকাল মানুষের শান্তি অপহরণ ক'রে তাকে উদ্বিগ্ন ক'রে তুলছে। সে শত্রু সকলের হৃদয়েই চিরবিদ্যমান—সে শত্রু অতি কপটচারী, সে শত্রু সর্বশোষক। এই শত্রুকে আমরা অজ্ঞানতা এবং তার সহচর কাম ইত্যাদি রিপুশত্রু প্রভৃতি ব'লেই মনে ক'রি। অজ্ঞানতাই যে মানুষের পরম শত্রু, অজ্ঞানতাতেই যে মানুষের সকল সুখ-শান্তি নষ্ট হয়, অজ্ঞানতার প্রভাবেই যে আন্তর-বাহ্য সকল রকম উদ্বেগ অশান্তির উদয় হয়, তা আর বোঝাতে হবে না। ভগবান্ যখন সেই শত্রুকে মানুষের সম্বন্ধ হ'তে বিচ্ছিন্ন করেন, তখনই মানুষের সকল উদ্বেগ নষ্ট হয়। তখনই মানুষ প্রকৃত সুখ-শান্তির অধিকারী হ'তে পারে। তখনই জ্ঞানজ্যোতীরূপে ভগবান্ হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন।...জ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞানতা যেমন নাশ প্রাপ্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে তার সহচর রিপুগণের প্রভাবও তেমনই অন্তর্হিত হয়ে থাকে। কিন্তু মানুষের সে জ্ঞানলাভ হয় কখন? ভগবান্ কখন এসে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন? যখন মানুষ তাঁকে পাবার জন্য অকুলি-ব্যাকুলি করে, যখন জ্ঞানলাভের জন্য মানুষ একান্ত উৎসুক হয়, তখনই তাঁর আবির্ভাব সম্ভবপর। যতক্ষণ সংসারের ক্লেদ কালিমা মানুষকে ঘিরে থাকে, যতক্ষণ মানুষের আন্তর বাহ্য কপটতা বিদূরিত না হয়, ততক্ষণ তার জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষাও হয় না—ভাগবান্‌কে পাবার জন্যও সে ব্যাকুল হ'তে পারে না। সেই জন্যই মন্ত্রের 'উপ প্রাগাৎ' পদের সার্থকতা। যখনই মানুষের সে আকাঙ্ক্ষা জন্মে, তখনই সকল বাধা-বিঘ্ন অপসারিত ক'রে, ভগবান্ তার অন্তরে দিব্যজ্ঞানজ্যোতিঃ বিকীরণ ক'রে থাকেন। মন্ত্রের 'উপ-প্রাগাৎ' পদের এটাই তাৎপর্য ব'লে মনে ক'রি।—মন্ত্রে 'অমীবচাতনঃ' পদেরও সেই হিসেবে সার্থক-প্রয়োগ উপলব্ধ হয়। ঐ পদের ভাষ্যানুসারী অর্থ—'রোগাণাং চাতয়িতা নাশয়িতা'; অর্থাৎ, তিনি রোগসমূহকে নাশ করেন। যেমন লৌকিক হিসেবে, তেমনি আধ্যাত্মিক হিসেবে—উভয় পক্ষেই এই বিশেষণের সার্থকতা আছে। যখন দেহে ত্রি-ধাতুর (বায়ু-পিত্ত-কফের) সমতা রক্ষিত হয়, তখনই দেহ সুস্থ থাকে। কিন্তু ঐ তিনটির কোনও একটির তারতম্য ঘটলে, শরীরে রোগের উৎপত্তি হয়। উপযুক্ত ঔষধের ও পথ্যের ব্যবহারে ত্রি-ধাতুর সাম্য-সাধন হ'লে, দেহ পুনরায় সুস্থতা প্রাপ্ত হয়। সে পক্ষেও ভগবানের অনুগ্রহ যেমন প্রয়োজন, আধ্যাত্মিক পক্ষেও তাঁর অনুগ্রহ সেই রকম একান্ত আবশ্যক। পাপের সংশ্রব ভিন্ন রোগের উৎপত্তি হয় না। মানুষের অবৈধ আহারে-বিহারে যেমন ত্রি-ধাতুর বৈষম্য সাধিত হয়, সেইরকম অসৎ-আচরণে কুকর্ম-সাধনে মানুষের পাপোৎপত্তি ঘটে। মানুষে সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ ত্রিগুণের সাম্য সাধন হ'লে, সেই পাপপ্রবৃত্তি আর জন্মে না—পাপের উৎপত্তিও তখন আর সম্ভবপর হবে না।' উপযুক্ত ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থায় যেমন রোগের শান্তি হয়, সেইরকম সৎকর্মের সাধনে জ্ঞানের উদয়ে পাপ-প্রবৃত্তি-রূপ রোগ বিনষ্ট হয়ে থাকে। এস্থলে, রূপকে তাই 'অমীবচাতনঃ' পদে ভগবান্‌কে পাপ বা পাপ-প্রবৃত্তিরূপ রোগ-সমূহের নাশয়িতা বলা হয়েছে।—এইভাবে মন্ত্রের 'রক্ষোহা' ও 'দেব' প্রভৃতি বিশেষণেরও সার্থকতা আছে। বহিঃ-শত্রুকেও রাক্ষস বলা যায়; অন্তঃ-শত্রুকেও রাক্ষস বলা যায়। অজ্ঞানতাই প্রধান অন্তঃশত্রু। বহিঃশত্রু যে, সেও অজ্ঞানতার প্রভাবেই সঞ্জাত হয়।—মন্ত্রে যে প্রার্থনার ভাব প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তা এই,—'মানুষ! তুমি অহরহ শত্রুর আক্রমণে বিধ্বস্থ হচ্ছো। সে আক্রমণের ফলে, তোমার সকল সুখ—সকল শান্তি নষ্ট হচ্ছে; তুমি সর্বদা অশান্তির অনলে জ্বলে মরছো। যদি শত্রুর আক্রমণে পরিত্রাণ পেতে চাও, যদি প্রকৃত সুখ-শান্তি-লাভের আকাঙ্ক্ষা রাখো, জ্ঞানলাভে অজ্ঞানতা-নাশে প্রবুদ্ধ হও। অজ্ঞানতাই তোমার যত অনর্থের মূল। তোমার হৃদয়ে জ্ঞানের উদয় হ'লে, অজ্ঞানতা নাশপ্রাপ্ত হবে, অজ্ঞানতার সহচর কাম ইত্যাদি রিপুশত্রু দূরে পলায়ন করবে। পাপরূপ রোগসমূহের আক্রমণে আর তুমি জীর্ণ শীর্ণ হবে না। অতএব, জ্ঞানলাভে প্রযত্নপর হও। হৃদয়ে জ্ঞানের জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হ'লে, হৃদয় নির্মল হ'লে, জ্ঞানরূপী ভগবান্

আপনিই এসে সে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হবেন। তখনই তোমার সকল জ্বালার নিবৃত্তি হবে—তখনই তুমি প্রকৃত সুখ ও শান্তির অধিকারী হ'তে সমর্থ হবে।' হৃদয়ে জ্ঞানের উদয় হ'লে, মনঃপ্রাণ ভগবানে ন্যস্ত করতে পারলে, কি অন্তর-শত্রু, কি বহিঃশত্রু, সকল শত্রুই নাশ-প্রাপ্ত হয়। মন্ত্রে এই উপদেশ প্রচ্ছন্ন রয়েছে ॥ ১॥

◆

দ্বিতীয় মন্ত্র

প্রতি দহ যাতুধানান্ প্রতি দেব কিমীদিনঃ।
প্রতীচীঃ কৃষ্ণবর্তনে সং দহ যাতুধান্যঃ ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — দানাদিগুণযুক্ত দ্যোতমান হে ভগবন্! যাতনাবিধায়ক রাক্ষসগণকে (অথবা সৎ-ভাবের নাশক অন্তঃশত্রুগণকে) সর্বত্র নিঃশেষে ভস্মসাৎ করুন; রন্ধ্রান্বেষণী প্রচ্ছন্নাচারী রিপুশত্রুগণকে নিঃশেষে দগ্ধীভূত করুন; অপিচ, হে পবিত্রকারী দেব (অথবা দুষ্কৃতজনের সৎপথে নয়নকর্তা হে দেব)! জীবগণের প্রতিকূলাচারী শাত্রব উপদ্রব-সমূহকে সম্যক্‌রূপে ভস্মসাৎ করুন অর্থাৎ নিঃশেষে বিদূরিত করুন। (এই মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। এই মন্ত্রে বহিঃশত্রু ও অন্তঃশত্রুর নাশের পর জ্ঞানলাভের প্রার্থনা প্রজ্ঞাপিত হয়েছে) ॥ ২॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই সরল ও সহজবোধ্য মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ভাষ্যকারের সাথে আমাদের বিশেষ কোনও মতান্তর ঘটেনি। পূর্ব-মন্ত্রের মতো এই মন্ত্রেও শত্রুনাশের প্রার্থনা জানানো হয়েছে। ভাষ্য-পাঠে মন্ত্রে স্থূলভাবে রক্ষ-পিশাচ ইত্যাদি সাধারণ শত্রুর প্রতিই লক্ষ্য আছে। আমরা এই শত্রু বলতে কি বুঝি, তা উপরোক্ত বঙ্গানুবাদে উক্ত হয়েছে এবং পূর্বের মন্ত্রটিতে আলোচিত হয়েছে। ফলতঃ এখানে বহিরান্তর সকল দিকের শত্রু-নাশের আকাঙ্ক্ষা এবং ভগবানের প্রাপ্তি-কামনা প্রকাশ পেয়েছে।—মন্ত্রে অগ্নিকে 'কৃষ্ণবর্তনে' ব'লে সম্বোধন করা হয়েছে। অগ্নিশব্দ পর্যায়ে ঐ পদ পরিদৃষ্ট হয়। ভাষ্যকার ঐ পদের অর্থে মাত্র 'হে কৃষ্ণবর্ত্মন্' লিখেই নিরস্ত হয়েছেন। অগ্নি কেন 'কৃষ্ণবর্ত্মন্' অভিধায়ে বিভূষিত হন, সে বিষয়ের তিনি কোনই উল্লেখ করেননি এবং ঐ পদের কোনও সুষ্ঠু অর্থও প্রকাশ করেননি। আমরা ঐ সম্বোধন-পদে 'শত্রুনাশক দেব' এবং 'কৃষ্ণানাং দুরাচারিনাং বর্তনি (বর্ত্মনি) সৎপথি নয়নকর্ত্রে' অর্থ আমনন করেছি। এ-সম্বন্ধে আমাদের যুক্তি এই,—অভিধানে কৃষ্ণবর্তনি (কৃষ্ণবর্ত্মনি) পদের 'দুরাচার' 'যার পথ অন্ধকারময়' (কৃষ্ণো বর্ত্মনি মার্গো যস্য) অর্থ দৃষ্ট হয়। যে দুরাচার, যে পাপী, তার পথই তো অন্ধকারময় কৃষ্ণবর্ণ। শাস্ত্রে পাপকে কৃষ্ণমূর্তি ব'লে উল্লিখিত আছে। কিন্তু, যাঁকে দেবতা ব'লে পূজা ক'রি, যাঁর আশ্রয় গ্রহণ ক'রে সংসার-বন্ধন হ'তে মুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষা ক'রি, তাঁকে তো দুরাচার বা পাপ-সংসৃষ্ট বলতে পারি না। উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি উচ্চ আদর্শেরই অনুসরণ করে; সৎ-জন সৎ-এরই আশ্রয় পেতে চায়। মোক্ষলাভে সৎ-স্বরূপ ভগবানই একমাত্র সহায়। অগ্নি—পাবক; অগ্নি-সংস্কারে সকলই পবিত্র-ভাব ধারণ করে। অতি পাপাচারী যে, সেও যদি অগ্নি-সংস্কারে সংস্কৃত হয়, সেও পবিত্র হয়ে থাকে। অজ্ঞানতাই—পাপের জনয়িতা। অজ্ঞানতার প্রভাবেই মানুষ সংসারে নানা পাপ-প্রবৃত্তির প্রলোভনে পড়ে নিরয়কূপে নিমজ্জিত হ'তে থাকে। পাপ—অপবিত্র। সেইজন্য পাপাচারীও অপবিত্র। কিন্তু সেই পাপী যদি একবার জ্ঞানরূপ অগ্নির সংস্কারে সুসংস্কৃত হয়, তার হৃদয়ে যদি একবার জ্ঞানের পবিত্র-জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হয়, তাহলে তার সকল অপবিত্রতা নষ্ট হয়ে যায়, জ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞানতা বিদূরিত হয়, পাপ-প্রবৃত্তির প্রলোভনে তখন আর তাকে আচ্ছন্ন করতে পারে না। তখন সে সৎপথে সৎ-এর দিকেই ক্রমশঃ আকৃষ্ট হ'তে থাকে। এই ভাব উপলব্ধি

করেই আমরা ঐ 'কৃষ্ণবর্তনি' পদে 'কৃষ্ণানাং দুরাচারিণাং বর্ত্মনি সৎপথি নয়নকর্ত্রে' অর্থ অধ্যাহার করেছি।... মন্ত্রের 'প্রতীচীঃ' পদে এক বিশ্বজনীন ভাব অভিব্যক্ত হয়েছে। ঐ পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থই আমরা গ্রহণ করেছি। মন্ত্রের শেষাংশে বলা হয়েছে—'প্রতীচীঃ যাতুধান্যঃ সংদহ'। প্রাণিজাতের অর্থাৎ জীবগণের প্রতিকূলাচারী শাত্রব উপদ্রবসমূহকে সম্যক্‌রূপে ভস্মসাৎ করুন (নিঃশেষে বিদূরিত করুন)। এখানে প্রার্থনাকারী কেবলমাত্র নিজ-শত্রু-নাশের—নিজের অজ্ঞানতা-বিনাশের প্রার্থনা জানিয়েই পরিতৃপ্ত নন। নিখিল বিশ্ব যাতে জ্ঞানলাভ করে, যাতে নিখিল বিশ্বের প্রাণিগণ পাপ হ'তে প্রতিনিবৃত্ত হয়; পরন্তু জগতের সকল প্রাণীই যাতে উদ্ধার লাভ করতে পারে, এ বিশ্বে যাতে পুণ্যের পূত প্রবাহ প্রবাহিত হয়,—মন্ত্রের শেষাংশে সেই বিশ্বজনীন উদার প্রার্থনাই প্রকাশ পেয়েছে। মন্ত্রে এই ভাবই আমরা গ্রহণ ক'রি ॥ ২॥

◆

তৃতীয় মন্ত্র

যা শশাপ শপনেন যাঘং মূরমাদধে।
যা রসস্য হরণায় জাতমারেভে তোকমত্তু সা ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — যে প্রসিদ্ধ (বা পূর্বোক্ত) শত্রু, বিনাশহেতুভূত আয়ুধের (অথবা, সৎ-ভাব হরণের) দ্বারা, (আমাদের) আক্রমণ করে (অন্তর অধিকার করে); অথবা অপর যে সকল শত্রু, সকল দুষ্কৃতের অদিভূত (অথবা মোহজনক) অজ্ঞানতা-রূপ পাপের অনুষ্ঠান করে; অথবা অপর যে সকল শত্রুর অপত্য (তাদের হ'তে উৎপন্ন শত্রু) স্নেহরূপ সৎ-ভাবের (অথবা হৃদয়গত শুদ্ধসত্ত্বের) অপহরণ (বিনাশ) করতে প্রবৃত্ত হয়; সেই সকল শত্রুর (অথবা আমাদের সেই সকল শত্রুসম্বন্ধি) অপত্যকে (অথবা শত্রু হ'তে জাত সর্বপ্রকার পাপকে) আমাদের হৃদয়স্থ সত্ত্বভাব ভক্ষণ (নাশ) করেন। (মন্ত্রে বিশেষভাবে শত্রুনাশের কামনা প্রকাশ পাচ্ছে। প্রার্থনা,—ভগবান্ সত্ত্বভাবের প্রভাবে জ্ঞানকিরণ-প্রদানে পাপমূল বিনাশ করুন এবং আমাদের সৎসম্বন্ধযুত করুন) ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এ মন্ত্রটিও সরল প্রার্থনা-ব্যঞ্জক এবং বিশেষভাবে শত্রুনাশের কামনামূলক। পূর্বের মন্ত্র দু'টিতে সাধারণভাবে শত্রুনাশের প্রার্থনা আছে। এই মন্ত্রে এবং এর পরবর্তী মন্ত্রে বিশেষভাবে শত্রুনাশের বিষয়ে প্রার্থনা জানানো হয়েছে।—এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে ভাষ্যকারের সাথে আমাদের বিশেষ কোনই মতান্তর ঘটেনি। তবে আমাদের পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণে কয়েকটি পদের প্রতিবাক্যে আমরা ভাষ্যাতিরিক্ত অপর অর্থও গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। প্রথম 'শপনেন' পদ। ঐ পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ—'আক্রোশেন, নাশহেতুভূতেন পরুষবচনেন'; আমরা এর অতিরিক্ত 'বিনাশহেতুভূতেন আয়ুধেন, যদ্বা—সদ্ভাব-হরণেন' অর্থ অধ্যাহার করেছি। মানুষের হৃদয়-সঞ্জাত সৎ-ভাবসমূহ নষ্ট হ'লেই মানুষ জীবৎ-মৃত হয়ে পড়ে। পাপী যে, তার জীবনই তো বৃথা। 'মূরং' পদে আমরা ভাষ্যানুমোদিত অর্থই অক্ষুণ্ণ রেখেছি। ভাষ্যের অর্থেই মন্ত্রের ভাব অতি সুন্দর পরিরক্ষিত হয়েছে। সকল দুষ্কৃতের মূল—সেই অজ্ঞানতা হ'তেই হিংসা-ক্রোধ লোভ মায়া মোহ কামনা বাসনা প্রভৃতির উদ্ভব হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে 'অঘং' পদের 'অজ্ঞানতারূপং পাপং' অর্থ বেশ সুষ্ঠুভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। 'রসস্য' পদের আমরা 'স্নেহরূপস্য সদ্ভাবস্য', 'হৃদ্গতস্য শুদ্ধসত্ত্বস্য' অর্থ অধ্যাহার করেছি। হিংসা-প্রলোভন ইত্যাদির প্রভাবে মনে নিত্য নূতন কামনার উদয়ে, মানুষের জন্মসহজাত সৎ-ভাবরাশি নষ্ট হয়ে যায়। কামনার অ-পরিপূরণে ক্রোধ ইত্যাদির উৎপত্তি ঘটে, এবং তা হ'তে ক্রমশঃ হিতাহিত বিবেকাভাব ও পরে বুদ্ধিনাশ হয়ে মানুষ মৃতকল্প হয়। তখন হৃদয়ে

আর সৎ-ভাবের লেশমাত্র থাকে না; তখন অজ্ঞান-সহচর রিপুগুলি হৃদয়ক্ষেত্র অধিকার ক'রে বসে। সেই জন্য, অজ্ঞানতা হ'তে উৎপন্ন কামক্রোধ ইত্যাদিকে 'অজ্ঞানতার' অপত্য বলা হয়েছে।—মন্ত্রের শেষ অংশে 'তোকমত্তু সা' অংশে, পূর্বোক্ত অজ্ঞানোৎপন্ন সর্বরকম শত্রুনাশের কামনা প্রকাশ পেয়েছে। মূল যদি উচ্ছিন্ন হয়, শাখাপ্রশাখা কতক্ষণ জীবিত থাকে? যে শত্রু সকল দুষ্কৃতের মূল, যে শত্রু সংসারের সকল রকম বন্ধনের হেতুভূত সেই শত্রুকেই যদি বিনাশ করতে পারা যায়, তাহ'লে আর ভাবনা কিসের? তখন, সকল অন্ধকার টুটে যায়, তখন জ্ঞানের পূর্ণজ্যোতিঃ বিচ্ছুরণে হৃদয়-ক্ষেত্র দেবতার আসনে পরিণত হয়। তখন আর সৎ-ভাব-হারক শত্রুর আক্রমণে বিধ্বস্ত হ'তে হয় না। তখন আর হৃদয়ে সঞ্জাত শুদ্ধসত্ত্বভাবেরও অপচয় ঘটে না। তখন সৎ-ভাবে সৎ-স্বরূপকেই টেনে আনে; তখন হৃদয়ে সৎস্বরূপের অধিষ্ঠান হয়; তখন সংসারের সকল বন্ধন টুটে যায়; তখনই পরাগতি মুক্তি অধিগত হয়ে আসে। রূপকে রাক্ষস-নাশের প্রার্থনায় মন্ত্রের মধ্যে এই ভাবই নিহিত রয়েছে ব'লে আমরা মনে ক'রি ॥ ৩॥

◆

চতুর্থ মন্ত্র

পুত্রমত্তু যাতুধানীঃ স্বসারমুত নপ্ত্যম্।
অধা মিথো বিকেশ্যো ২ বি ঘ্নতাং যাতুধান্যো
২ বি তৃহ্যন্তামরায্যঃ ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — হে ভগবন্। আপনার কৃপায় রাক্ষসীগণ অর্থাৎ অজ্ঞানতাসহচারিণী সকল অসৎ-বৃত্তি, তাদের আত্মজকে অর্থাৎ আমাদের শত্রু কাম ইত্যাদি রিপুকে ভক্ষণ করুক অর্থাৎ বিনাশ করুক; এবং তাদের ভগিনীকে অর্থাৎ তাদের সহজাত অপকর্ম্মকে ভক্ষণ করুক অর্থাৎ বিনাশ করুক; আরও, তাদের পৌত্রকে অর্থাৎ কাম ইত্যাদি হ'তে উৎপন্ন নানা পাপসম্বন্ধকে ভক্ষণ করুক অর্থাৎ বিনাশ করুক; (ভাব এই যে,—কণ্টকের দ্বারা যেমন কণ্টক উৎপাটিত হয়, সেইরকম শত্রুর দ্বারাই শত্রুগণ নাশপ্রাপ্ত হোক); এই রকমে শত্রুর দ্বারা শত্রুবংশ নাশের পর সেই অসৎ-বৃত্তিসমূহ, পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহের দ্বারা বিচ্ছিন্ন-কেশা (ছিন্নভিন্ন) হয়ে, পরস্পর তাড়নার দ্বারা নিহত হোক; এই রকমে সৎকর্মনিরোধিকা পাপপ্রবৃত্তিসমূহ বিশেষভাবে পরস্পরকে হিংসা করুক। (ভাব এই যে, —বিষধর সর্প যেমন পরস্পরকে দংশন ক'রে উভয়ে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, আমাদের অসৎ-প্রবৃত্তিসমূহ সেইরকম পরস্পরের শত্রুতা-আচরণে পরস্পর নিহত হোক—) ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — মন্ত্রটি একটু জটিলতাপূর্ণ। 'পুত্র শ্বসা পৌত্র' প্রভৃতি কয়েকটি পদ মন্ত্রের মধ্যে দৃষ্ট হয়, তাতেই সেই জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। ভাষ্যমতে, এই মন্ত্রে সপুত্রবান্ধব রাক্ষসগণের বিনাশের বিষয় উক্ত হয়েছে। রাক্ষসগণ যজ্ঞ নষ্ট করতো; সেই জন্য, যজ্ঞরক্ষার উদ্দেশ্যে রাক্ষসগণের বিনাশের নিমিত্ত অগ্নির নিকট প্রার্থনা জানানো হয়েছে।—মন্ত্রের মর্মার্থ-গ্রহণে ভাষ্যকারের সাথে আমাদের মতপার্থক্য রয়েছে। ভাষ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ করেছেন, তার কিছুটা এই,—'পুত্রবান্ধবের সাথে রাক্ষসনাশের বিষয় কথিত হচ্ছে। পূর্বোক্তলক্ষণযুক্তা রাক্ষসীরা তাদের পুত্রকে ভক্ষণ করুক; তাদের ভগিনীকে ভক্ষণ করুক, এবং তাদের পৌত্রকে ভক্ষণ করুক। পুত্র, ভগ্নী ও পৌত্র ইত্যাদি ভক্ষণের পর, তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন-কেশা হয়ে পরস্পরকে পরস্পর বিতাড়ন-পূর্বক সংহার করুক। দানপ্রতিবন্ধক পিশাচীগণ পরস্পরকে হিংসা করতে

প্রবৃত্ত হোক।'—আমাদের ব্যাখ্যাতেও এই ভাবই উপলব্ধ হবে। তবে পার্থক্য এই যে, প্রচলিত ব্যাখ্যা হ'তে, আমাদের ব্যাখ্যা ভাব-পক্ষে একটু স্বতন্ত্র পথ পরিগ্রহ করেছে। আমাদের ব্যাখ্যানুসারে, অন্তর্যজ্ঞের বিঘ্ন-উৎপাদনকারী অন্তঃশত্রুর প্রতিই লক্ষ্য পড়ছে। হৃদয়ে মানসযজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়েছে; ভক্ত সাধক সে যজ্ঞে আহুতি দেবার জন্য উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন; আর অমনি রজোরূপী অন্তঃশত্রু কাম-ক্রোধ ইত্যাদি এসে সে যজ্ঞ পণ্ড ক'রে দিচ্ছে। সাধক তাই ব্যাকুল-চিত্তে, সেই সকল শত্রু-নাশের প্রার্থনা জানাচ্ছেন; বলছেন,—'দেব! এমনই করুন, যাতে শত্রুরা আপনা-আপনিই বিনষ্ট হয়; যাতে তারা আপন-আপন সন্তান-সন্ততিকে ভক্ষণ ক'রে, নিজেদের বংশের মূল নিজেরাই উন্মূলিত করে।' প্রার্থনার মর্ম এই,—'অজ্ঞানতাই প্রধান শত্রু; অসৎ-বৃত্তিসমূহ তার সহচর। কাম ইত্যাদি অজ্ঞানতা হ'তে উৎপন্ন। সুতরাং তার পুত্রস্থানীয়। জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানতা বিদূরিত হ'লে, তার সহচর অসৎ-বৃত্তি এবং তা' হ'তে উৎপন্ন কাম-ক্রোধ ইত্যাদি বিনাশ-প্রাপ্ত হয়। সুতরাং অজ্ঞানতাই তখন তাদের ভক্ষণ করে।' এইরকম ক্রম-পর্যায়ে হৃদয়ের অসৎ-বৃত্তিসমূহের একটি নষ্ট হ'লে তাদের দ্বারা উৎপন্ন অপর বৃত্তিসমূহ নষ্ট হয়ে যায়। এ থেকেই পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণের ভাব আসে। কণ্টকের দ্বারা যেমন কণ্টক উৎপাটিত হয়, সেইরকম শত্রুর দ্বারাই শত্রুরা বিনাশপ্রাপ্ত হয়।—মন্ত্রের একটি পদ—'যাতুধানী'। স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত ঐ পদের প্রতিবাক্যে ভাষ্যকার "কাচন উদীরিতলক্ষণা রাক্ষসী" অর্থ করেছেন। আমরাও সেই ভাবই অক্ষুণ্ণ রেখেছি। তবে আমাদের পরিদৃষ্ট রাক্ষসী—সাধারণ রাক্ষসী নয়। যে রাক্ষসী হৃদয়ে অবস্থিত থেকে মানুষকে অহরহ বিভ্রমগ্রস্ত ও বিপথে পরিচালিত করছে; আমরা 'যাতুধানী' পদে সেই রাক্ষসীকেই লক্ষ্য করেছি।...লৌকিক জগতে সাধারণ রাক্ষসী যেমন যজ্ঞনাশ ক'রে যজ্ঞকারীর অভীষ্ট-পূরণে বাধা জন্মায়, তেমনই হৃদয়-রাজ্যে অসৎ-বৃত্তিসমূহ হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে, হৃদয়ের সৎ-ভাব ও সৎ-বৃত্তিগুলি নষ্ট ক'রে, সাধকের অভীষ্ট-পূরণে—ভববন্ধন-ছেদনে—বিঘ্ন জন্মিয়ে থাকে।... যাতুধানীর পুত্র অর্থে, অসৎ-বৃত্তি হ'তে উৎপন্ন কাম-ক্রোধ ইত্যাদি রিপুশত্রুকে বোঝাচ্ছে। ...এখন দেখা যাক, মন্ত্রের অন্তর্গত 'পুত্রং' 'স্বসারং' 'নপ্ত্যং' প্রভৃতি 'যাতুধানীঃ' পদের সাথে কিরকম সম্বন্ধ-সূত্রে গ্রথিত রয়েছে। 'যাতুধানীঃ' পদে অজ্ঞানতাসহচারিণী অসৎ-বৃত্তি; 'পুত্রং' পদে অসৎ বৃত্তি হ'তে উৎপন্ন কাম-ক্রোধ ইত্যাদি; 'স্বসারং' পদে অসৎ-বৃত্তি-সহজাত অপকর্মসমূহ; এবং 'নপ্ত্যং' পদে কামক্রোধ ইত্যাদি হ'তে যে পাপসম্বন্ধের উদ্ভব হয়, তাকেই বোঝাচ্ছে। এ সকলই সংসার-বন্ধনের হেতুভূত;—এ সকলই মানুষের পরম শত্রু। ভগবৎ-ভক্ত সাধক, ভগবানে আত্মলীন হবার প্রয়াসী হয়ে, এই সকলের বিনাশের প্রার্থনাই ক'রে থাকেন। অন্তঃশত্রু নাশ হ'লেই বহিঃশত্রু বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। 'উদারচরিতানান্ত বসুধৈব কুটুম্বকম্।' মন নির্মল হ'লে, সকল ভূতে সমদর্শন-সামর্থ্য জন্মালে, তখন আর শত্রুমিত্র আত্মপর ভেদাভেদ জ্ঞান থাকে না; তখন সকলই এক— সকলেই সমান স্নেহপ্রীতির সামগ্রী। সেই ভাব প্রকটনের জন্যই মন্ত্রে আন্তর বাহ্য সকল শত্রু-নাশের প্রার্থনা প্রকাশ পেয়েছে। একের নাশে অপরের বিনাশের ভাব—সেই হ'তেই প্রকট হয়ে পড়েছে। মন্ত্রের 'অরায্য' পদে ভাষ্যকার 'দানপ্রতিবন্ধকাঃ পিশাচ্যঃ' অর্থ পরিগ্রহণ করেছেন। আমাদের অর্থও সেই অনুসারী হয়েছে। তবে ভাষ্যকারের অর্থে সাধারণ রাক্ষস-পিশাচ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য পড়ে। কিন্তু ঐ পদে আমাদের আন্তর শত্রুর বিষয়ই উপলব্ধ হয়। সেই ভাব উপলব্ধি ক'রেই আমরা ঐ পদের 'সৎকর্ম-নিরোধিকা পাপপ্রবৃত্তয়ঃ' অর্থ আমনন করেছি। দান ইত্যাদি কর্ম সৎ-কর্মের মধ্যে পরিগণিত। সৎবৃত্তির উন্মেষে হৃদয়ে সৎকর্মের সাধনে আকাঙ্ক্ষা জন্মে। অসৎপ্রবৃত্তিগুলি সে আকাঙ্ক্ষায় বিঘ্ন উৎপাদন করে। হৃদয়ে যদি সৎকর্ম-সাধনের আকাঙ্ক্ষাই না জন্মালো, তাহ'লে সৎকর্ম সম্পন্ন হবে কেমন ক'রে? রক্ষঃ পিশাচ ইত্যাদি যেমন বহির্যাজ্ঞিকের যাগ-যজ্ঞ ইত্যাদি সৎকর্মে বিঘ্ন উৎপাদন করে; সেইরকম অন্তরস্থ রক্ষঃ-পিশাচ-সমূহ—অসৎপ্রবৃত্তিরাজি—অন্তর্যাজ্ঞিকের সৎকর্ম-সাধন-প্রবৃত্তি-উন্মেষের অন্তরায় হয়।... এইভাবে মন্ত্রে যে উচ্চ প্রার্থনার ভাব পরিব্যক্ত, তা এই,—'কণ্টকের দ্বারা কণ্টক যেমন উৎপাটিত হয়, সর্প-দংশনে সর্প যেমন পঞ্চত্ব পেয়ে থাকে; হৃদয়ের অন্তঃশত্রু সমুদয়ও সেইরকম পরস্পর পরস্পরকে

তাড়না ক'রে বিনাশপ্রাপ্ত হোক। অর্থাৎ,জ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞানতা দূরে যাক এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সহচর, তার সহজাত ও তার হ'তে উৎপন্ন অসৎ-বৃত্তি, কাম ইত্যাদি রিপু, অপকর্ম সাধনের প্রবৃত্তি এবং সেই সমুদায় হ'তে সঞ্জাত নানা পাপ-সম্বন্ধ বিনাশপ্রাপ্ত হোক।' আমরা মনে ক'রি, মন্ত্রে এই ভাবই পরিস্ফুট। ॥ ৪॥

◆ ◆

ষষ্ঠ অনুবাক

প্রথম সূক্ত : রাষ্ট্রাভিবর্ধনম্ সপত্নক্ষয়ণং চ

[ঋষি : বশিষ্ঠ। দেবতা : ব্রহ্মণস্পতি, অভীবর্তমণি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

প্রথম মন্ত্র

অভীবর্তেন মণিনা যেনেন্দ্রো অভিবাবৃধে।
তেনাস্মান্ ব্রহ্মণস্পতেঽভি রাষ্ট্রায় বর্ধয় ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ — চক্রসন্নিবিষ্ট অথবা জ্ঞানভক্তি-পরিচালিত, সমৃদ্ধিসাধন-হেতু প্রসিদ্ধ, ঐশ্বর্যোপেত অপ্রতিহত-গমনশীল রথের দ্বারা অথবা সৎকর্ম-রূপ যানের দ্বারা (অর্থাৎ, সৎকর্মের দ্বারা) ভগবান্ সর্বত্র প্রবৃদ্ধ হন (অর্থাৎ, সর্বত্র তাঁর মহিমা প্রকটিত হয়); (উপমার ভাব এই যে,— সুপরিচালিত রথ যেমন অপ্রতিহত গতির কারণে মানুষকে গন্তব্য-স্থান প্রাপ্ত করায়, জ্ঞানভক্তি-পরিচালিত সৎকর্মের দ্বারা মানুষ সেইরকম ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হয়; অপিচ, সেই সৎকর্মের প্রভাবেই ভগবানের মহিমা উপলব্ধি করতে পারে)। হে প্রজ্ঞানাধার দেব! পূর্বোক্ত ঐশ্বর্যোপেত যানের সাহায্যে অথবা জ্ঞানভক্তিসমন্বিত সৎকর্মের দ্বারা আমাদের (মোক্ষপ্রাপ্তেচ্ছু জনকে) হৃদয়রাজ্যের ঔৎকর্ষ-সাধনের জন্য সত্ত্বভাব ইত্যাদির দ্বারা সমৃদ্ধিসম্পন্ন করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনা— হে প্রজ্ঞানাধার ভগবন্! জ্ঞানভক্তি-পরিচালিত সৎকর্মের সাহায্যে যাতে হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার করতে সমর্থ হই, অপিচ জ্ঞানভক্তি সৎ-ভাব ও সৎকর্মের দ্বারা যাতে আমরা ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হই এবং তাঁর মহিমা অবগত হ'তে পারি, আপনি তার বিধান করুন) ॥ ১ ॥

মন্ত্রার্থ আলোচনা — এই নূতন অনুবাকে নূতন সূক্তের নূতন মন্ত্রে এক নূতন প্রার্থনা প্রকাশ পেয়েছে। সূক্তানুক্রমণিকায় প্রকাশ,—শত্রুমর্দিত রাজ্যের অভিবৃদ্ধির জন্য, মাহেন্দ্রী নামক মহাশান্তির কার্যে রথনেমি-মণিবন্ধনে এই সূক্ত বিনিযুক্ত হয়ে থাকে। কৌশিতকী ব্রাহ্মণে, মণিবন্ধন সংক্রান্ত যে উপদেশ আছে, তা এই,—সূত্রোক্ত লক্ষণ অনুসারে রথচক্রনেমিমণিকে সংপাতিত ও মন্ত্রপূত ক'রে 'উদসৌ সূর্যঃ' (কৌ. ১।২৯।৪।৬) ইত্যাদি মন্ত্রে শরীরের উত্তম স্থানে বন্ধন করবে। সেই রথনেমিমণি কি সামগ্রী, সে বিষয়ে উক্ত হয়েছে; যথা—অয়স্কান্ত, লৌহ, সীসক, রজত ও তাম্র পরিবেষ্টিত স্বর্ণ, কুশের উপরে স্থাপন ক'রে 'অভিবর্তেন' প্রভৃতি মন্ত্র-চারটিতে পরিশোধিত করতে হয়। পরে সূত্রের দ্বারা বন্ধন ক'রে সেই মণি শরীরের উত্তম স্থানে ধারণ করবার বিধি আছে। (কৌ. ২।৭)।—মন্ত্রটি বড়ই জটিলতাপূর্ণ। মন্ত্রের 'অভিবর্তেন' এবং 'মণিনা' পদ দু'টিই সে জটিলতার সৃষ্টি করেছে। ভাষ্যমতে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তা এই—'সমৃদ্ধিসাধক যে প্রসিদ্ধ অপ্রতিহতগমনশীল চক্রনেমিনির্মিত মণির দ্বারা ধৃত হয়ে দেবগণের অধিপতি

ইন্দ্রদেব সর্বত্র প্রবৃদ্ধ অর্থাৎ পরমৈশ্বর্যোপেত ত্রিলোকপতি হয়েছিলেন; হে ব্রহ্মণস্পতি দেব; সেই পূর্বোক্ত মহিমোপেত মণির দ্বারা, আমাদের শত্রুপীড়িত রাজ্যের অভিবৃদ্ধির জন্য, করি (হস্তী) তুরগ (অশ্ব) ও ধন ইত্যাদির দ্বারা আমাদের সমৃদ্ধিসম্পন্ন করুন; অর্থাৎ, আপনার প্রসাদে সমৃদ্ধিশালী আমাদের রক্ষিত রাজ্য যাতে শত্রুভয়রহিত হয়ে বর্ধিত হয়, তা করুন।' এখানে রাজ্যভ্রষ্ট রাজার বা জমিদারী হ'তে বঞ্চিত জমিদারের রাজ্য বা জমিদারী প্রাপ্তির প্রার্থনার বিষয় সূচিত হয়েছে, মনে করতে পারি। তা ছাড়া, ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় অন্য কোনও উচ্চভাব উপলব্ধ হয় ব'লে মনে করতে পারা যায় না; সূক্তানুক্রমণিকার প্রয়োগবিধি দৃষ্টেও তার বেশী কোনও ভাব উপলব্ধ হয় না।—আমাদের ব্যাখ্যা মূলতঃ ভাষ্যকারের ব্যাখ্যারই অনুসারী হ'লেও, ভাবে অভিব্যক্তির বিষয়ে স্বতন্ত্র পথ পরিগ্রহ করেছে। আমাদের বঙ্গানুবাদেও তা অভিব্যক্ত হয়েছে। মন্ত্রের সমস্যামূলক কয়েকটি পদের বিশ্লেষণ করলেই আমাদের পরিগৃহীত ভাব হৃদয়ঙ্গম হবে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'অভিবর্তেন' ও 'মণিনা' পদ দু'টি বিশেষ সংশয়-মূলক। ভাষ্যকার ঐ দুই পদের মধ্যে 'মণিনা' পদের কোনও অর্থ নির্দেশ করেননি। তবে তিনি 'অভিবর্তেন' পদের যে অর্থ নির্দেশ করেছেন, তাতেই 'মণিনা' পদের ভাব অনেকটা উপলব্ধি করতে পারা যায়। ভাষ্যকারের মতে 'অভিবর্তেন' পদের অর্থ—'অভিতো বর্ততে চক্রম্ অনেনেতি অভিবর্তো নেমিঃ'। সুতরাং 'অভিবর্তঃ' পদে নেমি এবং তা হ'তে তৎসংলগ্ন চক্র অর্থ পাওয়া গেল। ঐ 'অভিবর্তেন' পদ 'মণিনা' পদের বিশেষণ-বাচক। তাতে 'অভিবর্তেন মণিনা' পদের ভাষ্যকার এইরকম অর্থ নির্দেশ করেছেন,—"চক্রনেমিনির্মিতো মণিঃ। যদ্বা অভিতঃ সর্বতঃ পররাষ্ট্রাদৌ অপ্রতিহত-গতির্বর্ততে অনেন ইতি অভিবর্তো মণিঃ তেন।" চক্রনেমি নির্মিত যা, তা-ই মণি; অথবা পররাষ্ট্র ইত্যাদি সর্বত্র যার দ্বারা পুরুষের অপ্রতিহতগতি হয়, তা-ই 'অভিবর্তো মণিঃ'। ভাষ্যকার 'যদ্বা' অভিধায়ে যে অর্থ প্রকাশ করেছেন, তাতেই ঐ 'মণিনা' পদে রথ বা যান অর্থ অধিকতর প্রস্ফুট হয়েছে। প্রথম অর্থে তিনি বললেন,—'চক্রনেমিনির্মিতো মণিঃ'; দ্বিতীয় অর্থে, 'যদ্বা' অভিধায়ে, তা বিশদ ক'রে বললেন,—'অভিতঃ সর্বতঃ পররাষ্ট্রাদৌ অপ্রতিহতগতির্বর্ততে অনেন পুরুষ ইতি অভিবর্তো মণিঃ'; অর্থাৎ পররাষ্ট্র ইত্যাদি সর্বত্র এতদ্বারা পুরুষের অপ্রতিহতগতি হয় ব'লে একে 'অভিবর্ত মণি' বলে। তবেই বোঝা গেল,—কোনও সংবাহনকে বা যানকে ঐ পদে নির্দেশ করছে। এখন, চক্রনেমি-নির্মিত অথচ সর্বত্র অপ্রতিহতগমনশীল যে মণি বা সংবাহন, সে মণি কি সামগ্রী? সে মণি, ভাষ্যকারের অর্থানুসারে রথ বা যান ভিন্ন অন্য আর কি হ'তে পারে? অভিধানে মণি (মণী) পদের নানা পর্যায় দৃষ্ট হয়। কিন্তু সেখানে ঐ পদে রথবোধক কোনও শব্দই দৃষ্ট হয় না। নিরুক্ত-গ্রন্থেও যান বা রথবোধক কোনও পর্যায় দেখি না। তবে কেন 'মণি' পদে রথ বা যান অর্থ অধ্যাহার করা হয়? ভাষ্যকারই যে অর্থ প্রকাশ করেছেন, তাতে 'মণিঃ' পদে রথ বা যান ভিন্ন অন্য কোনও অর্থই উপলব্ধি করতে পারা গেল না। তবে 'রথ বা যান' শব্দের পরিবর্তে 'মণি' পদের ব্যবহারের তাৎপর্য কি? তারও একটু বিশেষত্ব আছে। রত্নের মধ্যে যেমন মণি শ্রেষ্ঠপদবাচী, সেইরকম রথের মধ্যে যে রথ বা যান শ্রেষ্ঠ, তাকেই বলতে পারা যায়। লৌকিক হিসেবে ইন্দ্রদেবের সংবাহকারী যান যেমন শ্রেষ্ঠ, আধ্যাত্মিক হিসেবে সেইরকম ভগবানের নিকট নয়নসমর্থ যানই শ্রেষ্ঠ-পদবাচ্য। সে যানকে বা রথকে আমরা 'জ্ঞানভক্তিপরিচালিত সৎকর্ম' নামে অভিহিত করতে পারি। সেই ভাব হ'তেই 'অভিবর্তেন মণিনা' পদ দু'টির আমরা 'জ্ঞানভক্তিপরিচালিতেন সৎকর্মরূপযানেন' অর্থ অধ্যাহার করেছি। রথনেমি চক্রের দ্বারা সন্নিবিষ্ট থাকলে রথ যেমন আরোহীকে দ্রুতবেগে গন্তব্য-স্থানে পৌঁছাতে পারে, কর্ম-রূপ যান যদি জ্ঞান ও ভক্তিরূপ চক্রের দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহ'লে ভগবৎ-প্রাপ্তি অতি সহজসাধ্য হয়ে আসে। গন্তব্যস্থানে পৌঁছাতে হ'লে রথনেমিতে যেমন চক্র দু'টির সহায়তা বা সংযোজন আবশ্যক, ভগবানকে পেতে হ'লে কর্মের সাথে তেমনি জ্ঞান ও ভক্তির সংমিশ্রণ একান্ত প্রয়োজন। তাই জ্ঞান ও ভক্তি কর্মরূপ যানের দু'টি চক্ররূপে নির্দিষ্ট হয়েছে। জ্ঞানের দ্বারা চিত্ত নির্মল হয়; ভক্তিতে সে জ্ঞান দৃঢ়তা অবলম্বন করে। ভক্তিসংমিশ্রিত জ্ঞান বা জ্ঞান-পরিশুদ্ধ ভক্তি উভয়ই কর্মকে

সৎপথে পরিচালিত করে। তখন ভগবানের মহিমা, ভগবানের ঐশ্বর্য, সর্বত্র প্রকটিত দেখতে পাওয়া যায়। সৎকর্মের প্রভাবে, জ্ঞান ও ভক্তির সংমিশ্রণে, ভগবান্ প্রবর্ধিত হয়ে থাকেন অর্থাৎ ভক্ত সাধকের বহুল সৃষ্টিতে ভগবানের মহিমা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। মানুষ স্বভাবতঃ মনোবৃত্তির বশীভূত। মনোবৃত্তির উৎকর্ষ অপকর্ষ অনুসারে, মানুষ সৎপথে বা অসৎপথে প্রধাবিত হয়। কিন্তু জ্ঞানের প্রভাবে যদি সে মনোবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত হয়, আর ভক্তির দ্বারা যদি তা সৎ-ভাবে সম্বন্ধযুত হয়,—তাহ'লে, মানুষের চিত্তবৃত্তি সৎ-এর প্রতিই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তখনই সৎস্বরূপে সাযুজ্য-লাভ তার সহজলভ্য হয়। তখনই সে তাঁর মহিমার ও তাঁর ঐশ্বর্যের বিষয় উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়। মন্ত্রের প্রথমাংশে যে বলা হয়েছে,—'সমৃদ্ধিসাধক চক্রনেমিনির্মিত মণির দ্বারা ধৃত হয়ে ইন্দ্রদেব সর্বত্র প্রবৃদ্ধ হয়েছিলেন'; আমরা মনে ক'রি, তার তাৎপর্য এই যে,—'জ্ঞান ও ভক্তি সংমিশ্রিত সৎকর্মের দ্বারা ভগবান্‌কে হৃদয়ে ধারণ করতে পারলে, তাঁর মহিয়সী মহিমা আপনিই হৃদয়ে প্রকটিত হয়ে পড়ে। তখনই তাঁর অনন্তত্বের, তাঁর অসীমত্বের, তাঁর মহত্ত্বের, তাঁর বিশ্বব্যাপকতার, তাঁর সর্বত্র-বিদ্যমানতার, তাঁর নানারকম গুণবিশেষণের বিষয়ে উপলব্ধি জন্মে। তখনই বুঝতে পারা যায়, কেন তিনি এক হয়েও বহু, আবার বহু হয়েও এক; তখনই বুঝতে পারা যায়, কেন তিনি নাম-রূপ বিবর্জিত, আবার কেন তিনি নাম-রূপ সমন্বিত।' তখনই বুঝতে পারা যায়, কেন তিনি গুণময়, আবার কেন তিনি গুণাতীত। ফলতঃ, জ্ঞানভক্তিসংমিশ্রিত সৎকর্মই ভগবৎ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। মন্ত্রের প্রথম অংশে এই ভাবই পরিব্যক্ত ব'লে মনে ক'রি।—মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের (পংক্তির) ভাব এই যে,—'হে প্রজ্ঞানাধারদেব! আমাদের হৃদয়-রাজ্যের অভিবৃদ্ধির জন্য আমাদের সেই মণির দ্বারা সমৃদ্ধি-সম্পন্ন করুন।' এখানে মুমুক্ষু সাধক, জ্ঞানভক্তি-সংমিশ্রিত আপন সৎকর্মের দ্বারা হৃদয়ে সত্ত্বভাব ইত্যাদি সঞ্চারের প্রার্থনা জ্ঞাপন করছেন। শত্রুবিমর্দিত রাজ্য যেমন বিশৃঙ্খল ভাবে অবস্থিতি করে; অন্তঃশত্রুর—অজ্ঞানতার এবং তার সহচর অসৎপ্রবৃত্তি-সমূহের-পীড়নে হৃদয়-রাজ্যও সেইরকম অসারতা প্রাপ্ত হয়ে থাকে। রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হ'লে, সে রাজ্য যেমন ক্রমশঃ সমৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হয়; হৃদয়-রাজ্যের সম্বন্ধেও সেইরকম। অজ্ঞানতা ইত্যাদি শত্রুসমূহের বিদূরণে হৃদয় নির্মলতা প্রাপ্ত হয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব ধারণ করলে, ক্রমশঃ সে হৃদয় উন্নত ও ভগবৎ-অভিমুখী হ'তে থাকে। সে পক্ষে দেবতার অনুগ্রহই প্রধান সহায়। সেইজন্য প্রজ্ঞানাধার ভগবানের নিকট জ্ঞান-ভিক্ষা ক'রে প্রার্থনা জানানো হয়েছে; বলা হয়েছে,—'হে দেব! আমাদের সৎকর্মে নিয়োজিত করুন; আর, সেই সৎকর্ম জ্ঞান ও ভক্তির দ্বারা পরিচালিত হোক। ইন্দ্রদেব যে দুই চক্রবিশিষ্ট মণির সাহায্যে অপ্রতিহতগতিতে অভীষ্ট-স্থানে গমন করেন; আমরা যেন সেইরকম জ্ঞানভক্তির দ্বারা পরিচালিত সৎকর্মের সহায়তায় আমাদের অভীষ্ট সেই ভগবানে উপনীত হ'তে সমর্থ হই। 'করি-তুরগ-ধন-রত্ন ইত্যাদি যেমন রাজ্যের ঐশ্বর্য-জ্ঞাপক, সেইরকম সেই জ্ঞানভক্তি-পরিচালিত সৎকর্ম-সঞ্জাত সত্ত্বভাবই হৃদয়ের সমৃদ্ধি- সূচক। সে ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধশালী হ'তে পারলে, শত্রুভয় আর থাকে না। তখন ভগবৎ-মহিমা আপনা-আপনিই প্রকট হয়ে পড়ে। সেই অবস্থাই সাধনার পরিণতি; সেই অবস্থাই সাধকের মুক্তির অবস্থা। ভগবৎ-ভক্ত সাধক, তারই জন্য প্রার্থনা করেন,—তার জন্য তাঁর প্রাণ-মন নিয়োজিত। আমাদের মনে হয়, মন্ত্র এই উচ্চ ভাব ধারণ ক'রে আছেন। ॥ ১॥

◆

দ্বিতীয় মন্ত্র

অভিবৃত্য সপত্নানভি যা নো অরাতয়ঃ।
অভি পৃতন্যন্তং তিষ্ঠাভি যো নো দুরস্যতি ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — হে আমার জ্ঞানভক্তি-বিমিশ্র কর্ম! তুমি আমাদের জন্মসহজাত অন্তঃশত্রুদের অভিভব ক'রে বিনাশ করো; আমাদের কর্মের দ্বারা সঞ্জাত যে সকল বহিঃশত্রু আছে, তাদেরও প্রতিকূল হয়ে বিনাশ করো। আমাদের বশীকরণোন্মুখ হিংসা-প্রলোভন ইত্যাদি শত্রুদের পরাভব করো। যে বহিরন্তঃশত্রু আমাদের মায়ামোহ ইত্যাদির দ্বারা বশীভূত করতে প্রযত্নপর হয়, তাদেরও অভিভূত ক'রে বিনাশ করো। (অন্তঃশত্রু-বহিঃশত্রু অথবা হিংসাপরায়ণ অপর যে শত্রু আছে, আমাদের কর্মের প্রভাব তাদের বিনাশ করুক। ভাবার্থ এই যে,—আমাতে এইরকম কর্ম-সামর্থ্য উপজিত হোক, যার দ্বারা বহিরন্তঃশত্রু সকলকে বিনাশ করতে সমর্থ হই) ॥ ২॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — মন্ত্রটি সরল ও সহজবোধ্য। মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ভাষ্যকারের সাথে আমাদের বিশেষ কোনও মতান্তর ঘটেনি। যেমন পূর্ব মন্ত্রে, তেমনই এই মন্ত্রেও শত্রুনাশের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। পূর্ববর্তী মন্ত্রের সাথে মিলিয়ে পাঠ করলে বোঝা যায়, মন্ত্রে মানুষের সাথে মানুষের দ্বন্দ্বের বিষয়ই প্রখ্যাপিত হয়েছে। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় সেই ভাবই পরিস্ফুট দেখি। কিন্তু আমাদের মনে হয়, মন্ত্রটি আধ্যাত্মিক জগতের এক মহান্ আদর্শও প্রকটিত করছেন। মানুষ, মানুষের কতটুকু অনিষ্ট সাধন করতে পারে? আর সে অনিষ্ট কত কালই বা স্থায়ী হয়? কিন্তু মানুষ নিজের কর্মের দ্বারা যে অনিষ্ট সাধন ক'রে থাকে, তা জন্মজন্মান্তরেও সংশোধিত হয় না। সেইজন্যই মন্ত্রে বলা হচ্ছে, আমার কর্মের প্রভাব এমন হোক, যার দ্বারা আমার বহিঃশত্রু ও অন্তঃশত্রুকে আমি পরাভূত করতে পারি।—শাস্ত্রে কর্মে নানারকম স্তরপর্যায় নির্দিষ্ট আছে। যাকে আমরা সৎকর্ম ব'লে অনুভব ক'রি, জ্ঞান-বুদ্ধির তারতম্য-হেতু সে কর্ম সময় সময় বন্ধনের হেতুভূত মহা-অনিষ্টকর কর্মে পর্যবসিত হয়ে থাকে। কিন্তু জ্ঞান ও ভক্তি বিমিশ্র কর্মে সে সম্ভাবনা নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না। সেই জন্যই কর্মের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও ভক্তির সংমিশ্রণ প্রয়োজনীয় ব'লে শাস্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে। দুরধিগম্য কর্মতত্ত্ব-সমালোচনার কোনও আবশ্যকতা এই স্থলে উপলব্ধ হয় না। তবে ভগবানের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত কর্মই যে গতিমুক্তির হেতুভূত, সে বিষয়ে কোনই সংশয় নেই। সৎকর্মের অনুষ্ঠান, সৎপ্রসঙ্গের আলোচনা, সাধুসঙ্গে বসবাস,—এটাই হলো শত্রুনাশের একমাত্র উপায়। কিবা লৌকিক পক্ষে, কিবা আধ্যাত্মিক পক্ষে, উভয়ত্রই এ সকলের সার্থকতা উপলব্ধ হয়ে থাকে। সৎসঙ্গে সৎ-প্রসঙ্গের আলোচনায়, সাংসারিক আবিলতা প্রায়শঃই হৃদয়কে অভিভূত করতে পারে না; সাধুসঙ্গে সহবাসে সাংসারিক দুঃখতাপের অনেকটা শান্তি ঘটে। মন বাহ্য-প্রকৃতিতে আবিষ্ট হ'তে অল্পই অবসর পায়। এই ভাবে জ্ঞানের ও ভক্তির উদয়ে মানুষের কর্ম সৎপথেই প্রধাবিত হ'তে থাকে। কর্ম যখন সৎপথে ধাবিত হয়, মন যখন সৎ-এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, তখন কি আর মানুষের হৃদয়ে কাম-ক্রোধ ইত্যাদি রিপু প্রভুত্ব-বিস্তারে সমর্থ হয়? তখন সেই কর্মই ক্রমশঃ কর্মবন্ধন ছিন্ন করবার পক্ষে সহায়ক হ'তে থাকে। আমাদের মনে হয়,—মন্ত্রে এই তত্ত্বই নিহিত রয়েছে।—মন্ত্রের ভাব এই যে,—আমরা যেন—সেইরকম কর্ম সম্পাদনে সমর্থ হই; আমাদের কর্ম যেন জ্ঞানভক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়। সেইরকম কর্ম করতে পারলেই, আমাদের কর্মবন্ধন ছিন্ন হবে। আমাদের মধ্যে সেই কর্মসামর্থ্য উপজিত হোক, যার দ্বারা আমরা সংসারের সকল বন্ধন হ'তে মুক্ত হ'তে পারব ॥ ২॥

◆

তৃতীয় মন্ত্র

অভি ত্বা দেবঃ সবিতাভি সোমো অবীবৃধৎ।
অভি ত্বা বিশ্বা ভূতান্যভীবর্তো যথাসসি ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে আমার জ্ঞানভক্তি-বিমিশ্র কর্ম! দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত দ্যোতমান, ভূতসমূহের প্রসবয়িতা অর্থাৎ সর্বভূতান্তরাত্মা শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবান্ তোমাকে সর্বতোভাবে সমৃদ্ধ করুন; অপিচ, হে আমার জ্ঞানভক্তিবিমিশ্র কর্ম! যে রকমে তুমি বর্তনসাধনভূত অর্থাৎ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল-হেতুভূত হও, সেই রকমে নিখিলচরাচরাত্মক ভূতজাতসমূহ তোমার উৎকর্ষ সাধন করুক। (প্রাণিসমূহ সৎকর্মপরায়ণ হোক, তা-ই তাদের গতিমুক্তির হেতুভূত। মন্ত্রে এই রকম ভাব দ্যোতিত হচ্ছে) ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই মন্ত্রটিও সরল ভাব পরিজ্ঞাপক। মানুষ জ্ঞানলাভ করুক, তার হৃদয় ভক্তিরসে বিগলতি হোক, আর সেই জ্ঞান ও ভক্তির সংমিশ্রণে সৎকর্মের অনুষ্ঠান করুক; তা-ই তার গতিমুক্তির হেতুভূত—মন্ত্র এই শিক্ষা প্রদান করছেন। মন্ত্র বলছেন,—মানুষ সৎকর্মপরায়ণ হোক, মানুষ ভগবানে প্রীতিযুক্ত হোক। তাহ'লেই তার সকল কর্মের অবসান হবে।—'তৎকর্ম হরিতোষং যৎ'—সেই কর্মই কর্ম, যাতে ভগবান, পরিতুষ্ট হন। 'ভগবান্ কর্মকে অভিবৃদ্ধ করুন'—এর তাৎপর্য এই যে, যে কর্ম ভগবৎসংশ্রবযুক্ত, যে কর্ম ভগবানের পরিতৃপ্তি-বিধায়ক, সেই কর্ম করতে পারলেই তোমার কর্ম ঊর্ধ্বগতি লাভ করবে। সৎকর্ম যেমন ইহকালে মানুষের শ্রেয়ঃসাধক, পরকালেও তা তেমনি মানুষের গতিমুক্তিদায়ক। সেইরকম কর্মানুষ্ঠানের প্রচেষ্টা মানুষের মধ্যে আসুক, মানুষ নিজে হ'তেই সেইরকম কর্মানুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকুক। আমরা মনে ক'রি, মন্ত্র এই উপদেশ প্রদান করছেন। মণিধারণে মানুষ যেমন সর্বত্র বিজয়লাভে সমর্থ হয়, মণি যেমন সর্বত্র তার অবাধগতি প্রদান করে; জ্ঞানভক্তি-বিমিশ্র সৎকর্মও তেমনি মানুষকে সর্বলোকে সর্বকালে বিজয়শ্রী মণ্ডিত ক'রে থাকে।—মন্ত্রের অন্তর্গত 'অবিবৃধৎ' প্রভৃতি অতীতকালের ক্রিয়াপদের প্রয়োগ দেখি। আমরা মনে ক'রি, মন্ত্রের সাথে কোনও কালাকালের সম্বন্ধ নেই। ঐ ক্রিয়াপদে ভূতভবিষ্যৎ বর্তমান ত্রিকালের বিষয়ই প্রখ্যাপিত করছে। 'ভগবান্ আমার কর্ম সমৃদ্ধসম্পন্ন করুন'—এই বাক্য যেমন বর্তমানে, তেমনি অতীতে, তেমনি ভবিষ্যতে—সর্বকালেই বলা চলতে পারে। মন্ত্র নিত্য-সত্য; তার সাথে কালাকালের কোনও সম্বন্ধ পরিকল্পনা করা সর্বথা সমীচীন নয়। তাতে বেদের নিত্যত্ব-বিষয়ে অন্তরায় ঘটে ॥ ৩॥

◆

চতুর্থ মন্ত্র

অভিবর্তো অভিভবঃ সপত্নক্ষয়ণো মণিঃ।
রাষ্ট্রায় মহ্যং বধ্যতাং সপত্নেভ্যঃ পরাভুবে ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — অভিবর্তনসাধনভূত অর্থাৎ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলহেতুভূত, কর্মসঞ্জাত শত্রুগণের অভিভবিতা, জন্মসহজাত অন্তঃশত্রুগণের বিনাশকারী জ্ঞানভক্তি-পরিচালিত সৎকর্ম, আমার অভিবৃদ্ধির নিমিত্ত, আন্তর্বাহ্য সকল শত্রুর নাশের জন্য এবং পরমাশ্রয়রূপ রাজ্যধনসম্পাদনের উদ্দেশ্যে, আমাকে বন্ধন করুক অর্থাৎ আমাকে প্রাপ্ত হোক। (সৎকর্মই সকল সুখের নিলয়। সৎকর্ম আমার চিরসহচর হোক। তার দ্বারাই আমি সকল দুষ্কৃতনাশে সমর্থ হবো, তার দ্বারাই আমার পরমাশ্রয় লাভ হবে। এই মন্ত্রে এইরকম ভাব দ্যোতিত হচ্ছে) ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই মন্ত্রের কয়েকটি পদের বিভক্তি ব্যত্যয় স্বীকার না করলে, মন্ত্রের অর্থ

বোধগম্য হওয়া সুকঠিন। ভাষ্যকারও বিভক্তি-ব্যত্যয়েই অর্থ-নিষ্পন্ন করেছেন ও আমরাও তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে বিভক্তি ব্যত্যয়ে অর্থ নিষ্কাশনে বাধ্য হয়েছি। মন্ত্রে 'মণির' গুণবর্ণন আছে;—মন্ত্রে মণিবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা প্রখ্যাপিত হয়েছে। কিন্তু ভাষ্যকার অপহৃত রাজ্য-ধন পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত, স্বজাতি-জ্ঞাতি-বিরোধে মণিবন্ধনের যে প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ করেছেন, তা আমরা স্বীকার ক'রি না, অথবা 'মণিঃ' পদের ভাষ্যকার যে অর্থ পরিগ্রহণ করেছেন, তা-ও আমাদের অনুমোদিত নয়। 'মণিঃ' পদে আমরা যে ভাব উপলব্ধি ক'রি, এই সূক্তের প্রারম্ভেই, প্রথম মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-ব্যপদেশেই তা পরিব্যক্ত হয়েছে; সুতরাং এই স্থলে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। লৌকিক-প্রয়োগে মারণ-অভিচার ইত্যাদি ব্যাপারে মন্ত্রে যে অর্থ সূচিত হয় হোক। কিন্তু মন্ত্রের লক্ষ্য যে মানুষকে এক অভিনব পথ প্রদর্শন করে, আমরা তা-ই প্রকটিত করছি। শত্রু যতই প্রবল হোক, সৎ-ভাবের, সৎ-ব্যবহারের, সৎ-কর্মের প্রভাবের নিকট তাকে মস্তক অবনত করতে হবেই হবে। মানুষ-শত্রু এমন কেউই থাকতে পারে না, যে এতে বশীভূত না হয়—যে বৈরভাব ভুলে না যায়।—যেমন লৌকিক পক্ষে তেমনই আধ্যাত্মিক পক্ষে—উভয়ত্রই সৎ বা সত্য সমপ্রভাবসম্পন্ন। সৎকর্মে, সৎ-ভাবে, সৎ-চিন্তায়—তার বিপরীত ভাব আসতেই পারে না। কর্ম যদি জ্ঞান ও ভক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহ'লে কি আর অন্য কোনও শক্তি তার নিকট তিষ্ঠিতে পারে? কুপ্রবৃত্তি, কুচিন্তা, হিংসা-প্রলোভন ইত্যাদি, কাম-ক্রোধ—যতই শক্তিসম্পন্ন হোক, কেউই সে প্রভাবের নিকট তিষ্ঠিতে পারে না। অজ্ঞানতাই তো সে সকলের মূলীভূত। মূল যদি উচ্ছিন্ন হয়, কাণ্ড-শাখা-প্রশাখা কতক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে? আর তার সাথে যদি একটু ভক্তির সংমিশ্রণ থাকে, তাহ'লে আর রক্ষা থাকে কি? জ্ঞান ও ভক্তি যে সৎ-ভাবজনক অসৎ-ভাবনাশক, শাস্ত্রে সর্বত্রই তার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। সেই জ্ঞান ও ভক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যে কর্ম, তা-ই গতিমুক্তির হেতুভূত,—পরমার্থরূপ পরমাশ্রয়ে সংবাহন-কর্তা। মন্ত্রে তাই ভক্ত-সাধক কামনা জানাচ্ছেন,—'জ্ঞানভক্তি-পরিচালিত কর্মই যেন আমার চিরসহচর হয়। তাহ'লে কি হবে? জ্ঞানের দ্বারা প্রকৃত কর্ম নির্বাচনে সমর্থ হবো; ভক্তিতে সেই কর্ম ভগবানে ন্যস্ত হবে। তাহ'লে, আমার কর্মই তখন যানস্বরূপ হয়ে আমাকে সেই সকল কর্মের মূলাধার ভগবানের নিকট নিয়ে যাবে। তখনই আমার কর্মের অবসান হবে; তখনই আমার কর্মের নিবৃত্তি ঘটবে; তখনই চিরশান্তিময়ের ক্রোড়ে, আশ্রয়-লাভ ক'রে পরম শান্তি প্রাপ্ত হবো। আমাদের মতে, মন্ত্রে এই ভাবই দ্যোতিত হচ্ছে। যেমন অন্তরের শত্রু, তেমনি বাহিরের শত্রু, সৎ-ভাবের নিকট সকলেই পরাজিত ॥ ৪॥

◆

পঞ্চম মন্ত্র

উদসৌ সূর্যো অগাদুদিদং মামকং বচঃ।
যথাহং শত্রুহোঽসান্যসপত্নঃ সপত্নহা ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ — নভোমণ্ডলে পরিদৃশ্যমান সকলের প্রকাশক সূর্যদেব যেমন স্বপ্রকাশ হন, তেমনি আমার সম্বন্ধি সদা উচ্চার্যমাণ ভগবৎ-মহিমাপ্রকাশক মন্ত্ররূপ বাক্যও প্রকাশরূপের দ্বারা নিত্য-সত্য হয়; (সূর্যের উদয়ে যেমন নিত্যপ্রত্যক্ষীভূত ধ্রুবসত্য, মন্ত্রশক্তিও তেমনি স্বতঃপ্রকটিত নিত্য-সত্য)। যে প্রকারে সাধনাপরায়ণ আমি শত্রুগণের হন্তা হ'তে পারি, আমার উচ্চারিত মন্ত্রশক্তি সেইরকম স্বপ্রকাশ অর্থাৎ শক্তিসম্পন্ন হোক; তার দ্বারা আমি বহিরাগত-শত্রুবিরহিত এবং সহাধিষ্ঠিত শত্রুগণের বিনাশ সমর্থ হই। (ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রসাদে মন্ত্রশক্তি আমাদের শত্রুহননের

অনুকূল হোক) ॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই মন্ত্রে শত্রুনাশের কামনা প্রকাশ পেয়েছে; অপিচ, মন্ত্রশক্তির মাহাত্ম্যও প্রকটিত হয়েছে। মণি-বন্ধনে স্বরাজ্যে এবং পররাজ্যে অপ্রতিহত-প্রভাবে গমনাগমন করতে পারা যায়, অপিচ হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার হয়,—সূক্তের আরম্ভে এই যে মণির প্রভাবের বিষয় কথিত হয়েছে, এই সকল মন্ত্রে সেই বিষয় ক্রমে বিশ্লেষিত হচ্ছে। মণিধারণের জন্য তাৎকালিক সূর্যোদয় এবং প্রযুজ্যমান বাক্য শত্রুনাশের সহায় হোক, বক্ষ্যমান মন্ত্র এই ভাব প্রকটন করছেন। ভাষ্যপাঠে এই বিষয় অবগত হ'তে পারি। সূর্যোদয় প্রতিদিনই প্রত্যক্ষীভূত হচ্ছে, বাক্যও আমরা প্রতিদিন প্রতিনিয়তই উচ্চারণ করছি। তথাপি মন্ত্রে সেই সেই বিষয় বিশেষ-ভাবে বলবার প্রয়োজন কি? প্রয়োজনের বিষয় মন্ত্রেই স্পষ্টীকৃত হয়েছে। মণিধারক যাতে তার শত্রুনাশ করতে পারে, সূর্যোদয় এবং মন্ত্র-প্রয়োগ তার সহায়ক অনুকূল হোক; স্থূলতঃ শুভক্ষণে শুভমুহূর্তে মণিধারণ করা হয়, এটাই 'উদসৌ' হ'তে 'বচঃ' পর্যন্ত মন্ত্রাংশের প্রয়োজন—ভাষ্যে উক্ত হয়েছে। —মন্ত্রটি কিছুটা জটিলভাবাপন্ন। মন্ত্রে পদসমূহের যে অন্বয় ভাষ্যের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়, তাতে সহসা কোনও ভাব উপলব্ধ হয় না। মন্ত্রের প্রথম পংক্তির সাথে দ্বিতীয় পংক্তির সম্বন্ধ যে ভাবে রক্ষিত হয়েছে, সে পক্ষে আমাদের পদ্ধতি, ভাষ্য অপেক্ষা; কিছুটা স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করেছে। দ্বিতীয় পংক্তির 'যথা' পদের সাথে অন্বয়ে 'তথা' এবং 'উদগাৎ' প্রভৃতি পদ অধ্যাহার করতে হয়েছে। এই ব্যতীত ঐ 'যথা' পদের ভাব গ্রহণ করা যায় না।—'উদসৌ সূর্যো অগাৎ'—এই মন্ত্রাংশের অন্তর্গত 'উদগাৎ' পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ—'উদিতবান' পদ অতীতকালের ভাব জ্ঞাপন করে। কিন্তু সূর্যোদয় নিত্য—ধ্রুবসত্য। সূর্য যে পূর্বে উদিত হয়েছিলেন, এখন আর উদিত হন না,—এ ভাব গ্রহণ করা যায় না। সূর্যের উদয় ত্রিকালেই সত্য—ধ্রুব—নিত্যপ্রত্যক্ষীভূত। মন্ত্রশক্তিও সেইরকম। যথানিয়মে উচ্চারিত মন্ত্র যে অলৌকিক প্রভাব-সম্পন্ন, সর্বত্রই তার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ ক'রি। এখনও অনেক স্থলে সে শক্তির প্রভাব প্রত্যক্ষীভূত হয়। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান ত্রিকালজ্ঞাপক যে ক্রিয়াপদ 'উদগাৎ', তা কেবলমাত্র অতীত-কালদ্যোতক ব'লে কিভাবে গ্রহণ করতে পারি? এ ভাব বেদ-মন্ত্রের সর্বত্রই প্রকটিত। তাই 'উদগাৎ' পদের 'উদয়তি' 'স্বপ্রকাশো ভবতি' অর্থ আমরা পরিগ্রহ করেছি। মন্ত্রের প্রথমাংশে এই দুই নিত্য-সত্য-তত্ত্ব প্রকটিত—এই ভাব উপলব্ধি ক'রেই, আমরা মন্ত্রের প্রথম অংশের অর্থ করেছি—সূর্যোদয় যেমন নিত্যপ্রত্যক্ষীভূত স্বতঃসিদ্ধ, মন্ত্রশক্তির প্রভাবও সেইরকম ধ্রুবসত্য। মন্ত্রের প্রথমাংশে এ সত্যতত্ত্ব প্রকটনের উদ্দেশ্য কি? দ্বিতীয় অংশে সেই বিষয় বিশ্লেষিত হয়েছে। মন্ত্রের শক্তি স্বতঃসিদ্ধ নিত্যসত্য বটে; কিন্তু আমার শত্রুনাশের পক্ষে সে শক্তির কার্যকারিতা নিত্যসত্য-রূপে প্রকটিত হোক,—দ্বিতীয় অংশে সাধনা-সম্পন্ন জনের এটাই আকাঙ্ক্ষা। মন্ত্রের উচ্চারণে অন্তর পরিশুদ্ধ হোক, কর্ম সৎপথে পরিচালিত হোক, আন্তরবাহ্য শত্রুর বিনাশে মন্ত্রের অলৌকিক প্রভাব প্রকাশ পাক,—এটাই আকাঙ্ক্ষা ॥ ৫ ॥

◆

ষষ্ঠ মন্ত্র

সপত্নক্ষয়ণো বৃষাভিরাষ্ট্রো বিষাসহিঃ।
যথাহমেষাং বীরাণাং বিরাজানি জনস্য চ ॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ — হে আমার জ্ঞানভক্তি-পরিচালিত কর্ম! তুমি সহাধিষ্ঠিত বা জন্মসহজাত শত্রুগণের বিনাশক, অভীষ্টফলবর্ষক বা অভীষ্টপূরক, ইহলোকে ও পরলোকে অপ্রতিহত-

প্রভাববিশিষ্ট, এবং বিবিধ রকমে বিশেষভাবে শত্রুগণের অভিভবকারী হও। অতএব, তোমার প্রভাবে যে রকমে সৎকর্মপরায়ণ আমি আত্মসম্বন্ধি শত্রুসৈন্যের এবং স্বকীয় ও পরকীয় প্রাণিজাতের অর্থাৎ অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুগণের নিয়ামক বা অভিভবকারী হ'তে পারি, তার বিধান করো। (মন্ত্রটি সঙ্কল্পমূলক। সৎকর্মসাধনের দ্বারা যাতে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল-সাধনে সমর্থ হই, তা করবো—এটাই সঙ্কল্প) ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — মণিবন্ধনে মানুষ যে অলৌকিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত হ'তে পারে, এই সূক্তের মন্ত্রগুলিতে সেই বিষয়ই প্রদর্শিত হয়েছে। মণিধারণে মানুষ শত্রুনাশে সমর্থ হয়, প্রজাদের অভিলষিত কর্মের অনুষ্ঠানে তাদের অভীষ্ট-পূরণে সমর্থ হয়, আপন রাজ্যে এবং পরকীয় রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে এবং বিদ্রোহপরায়ণ জনগণকে অবাধে বশীভূত করতে সমর্থ হয়। মণির প্রভাবে মানুষ এইরকম গুণবিশিষ্ট হ'তে পারে। মণি ধারণকারী তাই বলছেন,—'পূর্বোক্তরূপ গুণসমূহে বিভূষিত হয়ে যাতে শত্রুসেনাকে এবং স্বকীয় ও পরকীয় ব্যক্তিবর্গকে শাসন করতে পারি, হে মণি, আমি সেইরকম প্রয়াস পাবো।' ভাষ্যমতে মন্ত্রের এইরকম অর্থ নিষ্পন্ন হয়েছে। ফলতঃ, কর্মশক্তির অলৌকিক কার্যকারিতার বিষয়ই সর্বত্র প্রখ্যাপিত হয়েছে।—আমরাও সেই ভাবেই মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে প্রয়াস পেয়েছি। মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে ভাষ্যকারের সাথে আমাদের বিশেষ মতান্তর ঘটেনি। তবে আমরা যে আদর্শে অনুপ্রাণিত, সেই আদর্শের অনুসরণে আমাদের অর্থ ভিন্ন-পথ পরিগ্রহণ করেছে। আমাদের মনে হয়, মন্ত্রে মানুষের সাথে মানুষের দ্বন্দ্বের বিষয় প্রকটিত হয়নি। এ মন্ত্র অন্তর-রাজ্যের আন্তর ও বহিঃশত্রুর সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়েছে। কর্মের প্রভাবে তাদেরই বিনাশের কামনা মন্ত্রে প্রকাশ পেয়েছে। এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আমরা পূর্বে বহুস্থলে করেছি।—মন্ত্রের অন্তর্গত 'অভিরাষ্ট্রঃ' পদে আপন রাজ্যে ও পরকীয় রাজ্যে আধিপত্য বিস্তারের ভাব প্রকাশ পেয়েছে। সেই ভাব হ'তে আধ্যাত্মিক জগতের যে উচ্চ আদর্শ প্রকটিত হয়েছে, আমাদের বঙ্গানুবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই তা উপলব্ধ হবে। সৎ-কর্মের প্রভাব ইহলোকে ও পরলোকে উভয়ত্রই প্রকটিত দেখতে পাওয়া যায়। সৎকর্মে যেমন ইহলোকে যশোসম্মান লাভ হয়, তেমনি পরলোকে পরমাগতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। সৎকর্মের দ্বারা সেই পরাগতি লাভের কামনাই মন্ত্রে প্রকাশ পেয়েছে ॥ ৬॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : দীর্ঘায়ুঃপ্রাপ্তিঃ

[ঋষি : অথর্বা (আয়ুষ্কাম)। দেবতা : বিশ্বে দেবা (বসব, আদিত্যগণ ও দেবগণ)। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

প্রথম মন্ত্র

বিশ্বে দেবা বসবো রক্ষতেমমুতাদিত্যা
জাগৃত যূয়মস্মিন্।
মেমং সনাভিরুত বান্যনাভির্মেমং
প্রাপৎ পৌরুষেয়ো বধো যঃ ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ — হে দেবগণ বা দেবভাবসমূহ এবং হে সকলের নিবাসহেতুভূত দেবগণ বা আশ্রয়প্রদ দেবভাবসমূহ! মুক্তিকাম এই প্রার্থনাকারীকে (শত্রুর আক্রমণ হ'তে) রক্ষা করো। অপিচ,

হে অনন্তের অঙ্গীভূত দেবগণ অথবা দেববিভূতি-সমূহ! তোমরাও এই মুক্তিকাম সাধকের অথবা তার অনুষ্ঠিত সৎকর্মের রক্ষার জন্য সদা জাগরুক থাকো অর্থাৎ সর্বদা অবহিত ভাবে অবস্থিতি করো। যাতে মুক্তিকামী সাধককে আপন জন্মসহজাত শত্রু অথবা বহিরাগত শত্রু অভিভূত করতে না পারে; অথবা, তার কর্মের দ্বারা সঞ্জাত শত্রু মুক্তিকাম সাধককে হিংসা করতে সমর্থ না হয়, সেই জন্য তোমরা অবহিতভাবে অবস্থিতি করো। (এই মন্ত্রে শত্রুনাশের কামনা বিদ্যমান। শ্রেয়োলাভে বহু বিঘ্ন ঘটে। সেই জন্য, সকল বাধা অপসারণের নিমিত্ত, মোক্ষেচ্ছুজন সকল দেবতার বা দেবভাবের অনুকম্পা প্রার্থনা করছেন। প্রার্থনার ভাব এই যে, দেববিভূতিসমূহ আমাদের কর্মে অধিষ্ঠিত হয়ে আরব্ধকর্ম সুসিদ্ধ করুন এবং আমাদের মুক্তির বিধান করুন) ॥ ১॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই দ্বিতীয় সূক্তের মন্ত্রগুলিতেও সেই একই ভাবে শত্রুনাশের প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত হয়েছে। সূক্তানুক্রমণিকায় নানারকম কার্যে এই সূক্তের বিনিয়োগ-বিধি উক্ত হয়েছে। প্রথম—আয়ুষ্কাম-ইষ্টিতে এই সূক্তের মন্ত্রসমূহ প্রযুক্ত হয়। স্থালীপাকে তিনটি ঘৃতপিণ্ড নিক্ষেপ করবার বিধি। তারপর সংপাতনের পরে মন্ত্রঃপূত ক'রে সেই ঘৃত ও স্থালীপাক দ্রব্য ভক্ষণ করতে হয়। দ্বিতীয়—উপনয়ন-কার্যে এই সূক্তের মন্ত্রগুলির বিনিয়োগের বিষয় কৌশীতকী ব্রাহ্মণে কথিত হয়েছে। উপনয়ন-কালে মাণবকের নাভিদেশ সংস্তম্ভন ক'রে সূক্তের মন্ত্রগুলি জপ করতে হয়। বাহুর দ্বারা গৃহীত প্রাঞ্চ অবস্থাপন-পূর্বক দক্ষিণ হস্তের দ্বারা নাভিদেশ সংস্তম্ভনান্তর 'অস্মিন বসু বসবো ধারয়ন্তু বিশ্বে দেবা বসবঃ' প্রভৃতি মন্ত্র পাঠ করবার বিধি। তৃতীয়—আয়ুষ্কাম-ইষ্টির বৈশ্বদেবযাগে এই সূক্তের বিনিয়োগ আছে। অধায়োৎসর্জনকর্মে আজ্যহোমে এই সূক্তের মন্ত্রগুলি প্রযুক্ত হয়ে থাকে। চতুর্থ—আয়ুষ্যগণে এই সূক্তের পাঠ বিহিত আছে ব'লে উপনয়ন-কালে আজ্যহোমে এর বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। পঞ্চম—নক্ষত্রকল্পে বিহিত ঐরাবতাখ্য মহাশান্তিকর্মে, আয়ুষ্যগণের বিধান-হেতু সেই গণপ্রযুক্ত এই সূক্তের মন্ত্রগুলির বিনিয়োগের বিষয় উক্ত হয়েছে। ষষ্ঠ—বৈশ্যদেবাখ্য মহাশান্তি-কার্যেও এর প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়। সপ্তম—আয়ুষ্য অভয় স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি পঞ্চগণে হোমকার্য সম্পন্ন করণের পর পরিশিষ্টোক্ত পুষ্পাভিষেক-কার্যে এই সূক্তের গণপ্রযুক্ত বিনিয়োগ উল্লিখিত হয়েছে। অষ্টম—এই সূক্তের অন্তর্গত 'যে দেবা দিবি' ইত্যাদি মন্ত্র দর্শপূর্ণমাস-ইষ্টির বষট্‌কার-অনুমন্ত্রণে বিনিযুক্ত হয়। লৌকিক ক্রিয়া-পদ্ধতিতে মন্ত্রের বিনিয়োগ সম্পর্কে বা অর্থ-বিষয়ে ভাষ্যকারের সাথে আমাদের বিশেষ কোনও মতান্তর ঘটেনি। মন্ত্রে এক অতি উচ্চ প্রার্থনার ভাব দ্যোতিত হয়েছে। সাধক ভগবৎ-আরাধনায় সমাবিষ্ট। তিনি সকল দেবতার বা দেবভাবের নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছেন,—তাঁর আরব্ধ কার্যে যেন কোনও বিঘ্ন উপস্থিত না হয়। দেবগণ সেই বিষয়ে সাধককে রক্ষা করুন। তিনরকম শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা মন্ত্রের মধ্যে প্রকটিত। সেই তিনরকম শত্রু—সনাভিঃ, অন্যনাভিঃ ও পৌরুষেয়ঃ। 'সনাভিঃ' পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ—'সমানো নাভিঃ গর্ভাশয়ো যস্যাসৌ সনাভির্জ্ঞাতিঃ'। 'অন্যনাভিঃ' অর্থ—'অসমানজন্মা অজ্ঞাতিরূপঃ'। 'পৌরুষেয়ঃ' অর্থ 'পুরুষকৃতঃ'। এখানে জ্ঞাতি অজ্ঞাতি রূপ দু'রকম শত্রুর এবং পুরুষ অর্থাৎ অপরের কৃত অনিষ্টের বিষয় বিবক্ষিত হয়েছে,—ভাষ্যের এটাই অভিমত।—এই সকল শত্রুর দ্বারা ইহসংসারে যে অশেষ অনিষ্ট সংসাধিত হয়ে থাকে, সে বিষয় আর বোঝাতে হবে না। এই সব বাহ্য শত্রুর নাশ-কামনায় এই মন্ত্র প্রযুক্ত হয়—এটাই ভাষ্য ইত্যাদির অভিমত। বহিঃশত্রুর বিনাশের পক্ষে যাই হোক, কিন্তু আধ্যাত্মিক হিসেবে ঐ সকল পদে যে এক অভিনব অর্থের সূচনা করে, সেই বিষয়ই আমাদের আলোচ্য। 'সনাভিঃ' পদের ভাষ্যকার যে অর্থ গ্রহণ করেছেন, সেই অনুসারেই আমরা ঐ পদের অর্থ ক'রি—'জন্মসহজাতঃ'। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই যাদের উৎপত্তি, তারা সমানজন্ম। জ্ঞাতি প্রভৃতি জন্মসহজাত অর্থাৎ জন্মমাত্রই জ্ঞাতির সাথে জ্ঞাতিত্ব-রূপ সমান সম্বন্ধের উদ্ভব হয়ে থাকে। জ্ঞাতি যেমন শত্রু, জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যেমন জ্ঞাতিরূপ শত্রুর সাথে সম্বন্ধ উপস্থিত হয়; তেমনি জন্মমাত্র যে সকল

কুপ্রবৃত্তি-কুসংস্কার হৃদয়ে সঞ্জাত হয়, তারাও সেই জ্ঞাতি-শত্রু পদবাচ্য। 'অন্যনাভিঃ' পদে জ্ঞাতি ভিন্ন অন্যান্য শত্রুকে বুঝিয়ে থাকে। জ্ঞাতি যেমন আপন গৃহে থেকে অনিষ্ট-সাধনে প্রয়াস পায়, 'অন্যনাভিঃ' অর্থাৎ জ্ঞাতি ভিন্ন অন্যান্য যে শত্রু, তারা দূরে দূরে থেকে অনিষ্ট সাধন করে। এইরকম শত্রুকে আমরা বহিরাগত শত্রুর পর্যায়ে অভিহিত ক'রি। এরা অন্তরে থাকে না; বহির্দেশ হ'তে এরা অনিষ্ট-সাধন করে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য প্রভৃতি শত্রু অন্তরস্থ হয়েও বহির্দেশ হ'তে অনিষ্টসাধন করে। এ পক্ষে সেই বহিরাগত কার্যই লক্ষ্যস্থল। ক্রোধজনক, প্রলোভনজনক, মোহজনক সামগ্রী দর্শনে, হৃদয়ে ঐ সকল বৃত্তির স্ফুরণ হয়। সেই সেই সামগ্রী লাভে অন্তরায় উপস্থিত হ'লে, নানা অনর্থের সূত্রপাত ঘটে। 'পৌরুষেয়ঃ' পদের অর্থ 'পুরুষকৃতঃ'। পুরুষের কর্মের দ্বারা যে অনিষ্ট সঞ্জাত হয়, তাকেই 'পৌরুষেয়ঃ' বলা যেতে পারে। এই ভাব হ'তে আমরা ঐ 'পৌরুষেয়ঃ' পদের অর্থ অধ্যাহার করেছি—'কর্মণা সঞ্জাতঃ'। জন্মসহজাত অন্তঃশত্রু, হিংসাপ্রলোভন ইত্যাদি বহিরাগত শত্রু এবং কর্মের দ্বারা সঞ্জাত শত্রু—এই তিনরকম শত্রু যাতে সৎকর্মে বাধা উৎপন্ন করতে না পারে, মন্ত্রে দেবগণের বা দেবভাবসমূহের নিকট সেই প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। ভাব এই যে,—হৃদয়ে যদি দেবভাব উপজিত হয়, তাহ'লে অন্তঃশত্রু বহিঃশত্রু কোনও শত্রুই আর অভিভূত করতে পারে না। তখন অনুষ্ঠিত কর্মও সৎপথে পরিচালিত হওয়ায় তার দ্বারাও কোনরকম অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা থাকে না। সৎকার্যের বিঘ্ন বহুরকম। হৃদয় যদি নির্মল হয়, অন্তর যদি দেবভাবে মণ্ডিত হয়; তাহ'লে সৎকর্মের সকল অন্তরায়ই দূরে পলায়ন করে। 'বিশ্বে দেবা বসবো রক্ষতেমং' মন্ত্রাংশ তাই বলছেন,—'তোমরা নিখিল দেবভাবের অধিকারী হও; তাহ'লে দেবগণ তোমাদের সর্বদা সর্বত্র রক্ষা করবেন। আর, তাহ'লে প্রজ্ঞানরূপী ভগবান ভগবান্ তোমাদের হৃদয়ে সর্বদা জাগরিত থেকে তোমাদের সৎপথে পরিচালিত করবেন। তখন আর তোমাদের কোনও শত্রুই পরাভূত করতে সমর্থ হবে না।' আমরা মনে ক'রি, মন্ত্রের মধ্যে এই ভাবই নিহিত ॥ ১॥

◆

দ্বিতীয় মন্ত্র

যে বো দেবাঃ পিতরো যে চ পুত্রাঃ
সচেতসো মে শৃণুতেদমুক্তম্।
সর্বেভ্যো বঃ পরি দদাম্যেতং স্বস্ত্যেনং
জরসে বহাথ ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — হে দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত দেবভাবসমূহ! তোমাদের মধ্যে যারা পিতৃবৎ স্নেহকারুণ্যসম্পন্ন অর্থাৎ সত্ত্বসমন্বিত এবং পুত্রবৎ পবিত্রকারক ও পরিত্রাণসাধক, সেই তোমরা সকলে সমানমনস্ক অর্থাৎ অবহিত বা প্রীত্যাতিশয়যুক্ত হয়ে প্রবর্তমান এই স্তোত্র শ্রবণ করো অর্থাৎ গ্রহণ করো। হে দেবভাবসমূহ! তোমাদের সকলের উদ্দেশ্যে মোক্ষেচ্ছু এই ব্যক্তিকে অর্থাৎ আমাকে পরিরক্ষণের জন্য প্রদান করছি অর্থাৎ শরণ নিচ্ছি। তোমরা তোমাদের স্থিতাত্মা মোক্ষেচ্ছু এই আমাকে পরিত্রাণের নিমিত্ত আধ্যাত্মিক-দুঃখ ইত্যাদি নাশের দ্বারা, জরাপ্রাপ্তি অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তি পর্যন্ত সকলরকম মঙ্গল (কল্যাণ) বিধান করো। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। মোক্ষমার্গ-অনুসারী ব্যক্তিকে দেবতারা সর্বদা রক্ষা করেন। দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত পবিত্রতাসাধক দেবভাবসমূহ আমার মোক্ষ বিধান করুন, এই প্রার্থনা) ॥ ২॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — সরল প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রে এক উচ্চ ভাব প্রকটিত হচ্ছে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'পিতরঃ' ও 'পুত্রাঃ' পদ দুটিতে সেই ভাব পরিস্ফুট হয়েছে। পিতার ন্যায় স্নেহকরুণা-পূর্ণ প্রতিপালক সত্ত্বভাব ইত্যাদি এস্থলে 'পিতরঃ' পদের লক্ষীভূত ব'লে আমরা মনে ক'রি। 'পুত্রাঃ' পদ পবিত্রতাসাধক পরিত্রাণকারক' অর্থ দ্যোতনা করে। পুত্র পিতামাতাকে পবিত্র করে—পুন্নামক নরক হ'তে পরিত্রাণ করে। এই ভাব হ'তে 'পুত্রাঃ' পদের অর্থ অধ্যাহৃত হয়েছে—'পবিত্রকারকাঃ, পরিত্রাণসাধকাঃ'। তাতে মন্ত্রের প্রথমাংশের যে অর্থ হয়েছে আমাদের বঙ্গানুবাদে তা পরিদৃষ্ট হবে।—মন্ত্র সরল-ভাবদ্যোতক, ভাষ্যের ভাবও সহজবোধ্য: সুতরাং অধিক অলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ভাষ্যকারের পন্থা (লৌকিক প্রয়োগানুসারে) একরকম, আমাদের পরিগৃহীত পন্থা (আধ্যাত্মিক ভাবে) অন্যরকম—প্রভেদ এইমাত্র ॥ ২॥

◆

তৃতীয় মন্ত্র

যে দেবা দিবি ষ্ঠ যে পৃথিব্যাং যে অন্তরিক্ষ
ওষধীষু পশুধেষু পশুস্বপ্স্বন্তঃ।
তে কৃণুত জরসমায়ুরস্মৈ শতমন্যান্ পরি বৃণক্তু মৃত্যূন্ ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত হে দেববিভূতিসমূহ! তোমাদের মধ্যে যে সমুদায় দ্যুলোকে অবস্থিতি করে; অপিচ যারা পৃথিবীলোকে, অন্তরিক্ষলোকে বৃক্ষবনস্পতিসমূহে এবং গো-অশ্ব ইত্যাদি পশু সমূহের মধ্যে বর্তমান আছে; মোক্ষপ্রাপ্তিকাম ব্যক্তির—আমার—উপকারের নিমিত্ত, মোক্ষপ্রাপ্তির কাল পর্যন্ত, (সিদ্ধিলাভ পর্যন্ত), সেই সকল দেববিভূতি জীবন বিধান করুন; (যে পর্যন্ত অভীষ্টপূরণরূপ সিদ্ধিলাভ না হয়, সে পর্যন্ত সকল দেববিভূতি সকল বাধা দূর ক'রে আমাকে রক্ষা করুন—এটাই ভাবার্থ)। হে দেববিভূতিসমূহ! আপনারা অপরিমিত বা অস্বাভাবিক মরণহেতুভূত জরা ইত্যাদিকে অর্থাৎ অপমৃত্যুকে বা অকালমৃত্যুকে পরিবর্জন অর্থাৎ নাশ করুন এবং শতবর্ষপরিমিত অর্থাৎ পূর্ণায়ুষ্কাল বা মোক্ষ বিধান করুন। (অভীষ্টলাভ বা মোক্ষপ্রাপ্তি পর্যন্ত শত্রুগণ যাতে বিঘ্ন উৎপাদন করতে না পারে, তা করুন। আপনাদের অনুগ্রহে যেন মোক্ষলাভে সমর্থ হই। অতএব হে দেবগণ! সাধনমার্গে আপনারা আমাকে রক্ষা করুন; যাতে আমার পদস্খলন না হয়, আপনারা তার বিহিত করুন।—মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। সর্বলোকে এবং সর্বভূতে যে সকল দেবভাব আছে, তারা সকলে আমাকে প্রাপ্ত হোক অর্থাৎ রক্ষা করুক ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই মন্ত্রটিতেও আয়ুবৃদ্ধির কামনা প্রকাশ পেয়েছে। পৃথিবীতে, অন্তরিক্ষে, স্বর্গলোকে এবং ভূতসমূহে—স্থূলতঃ সর্বভূতে সর্বলোকে যে যে সকল দেবভাব বিদ্যমান আছে, তারা সকলে আয়ুষ্কাম-ব্যক্তিকে পূর্ণায়ুষ্কাল পর্যন্ত রক্ষা করুন,—ভাষ্যপাঠে মন্ত্রের এই ভাব অবগত হওয়া যায়। মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে ভাষ্যকারের সাথে দু' এক স্থলে সামান্য যে মতান্তর ঘটেছে, আমাদের বঙ্গানুবাদে তা পরিদৃষ্ট হবে। 'দিবি', 'পৃথিব্যাং', 'অন্তরিক্ষে', 'ওষধীষু', 'পশুষু', 'অপ্সু' প্রভৃতি পদের ভাষ্যকার যে অর্থ পরিগ্রহণ করেছেন, আমরাও ঐ সকল পদের সেই রকমই অর্থ গ্রহণ করেছি। তবে ভাষ্যে সেই সেই অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে যে ভাবে সম্বোধন করা হয়েছে, আমাদের ভাব তা অপেক্ষা স্বতন্ত্র। 'যে দেবাঃ দিবি স্থ' মন্ত্রাংশের ভাষ্যমতে অর্থ হয়—সূর্য ইত্যাদি যে সকল দেবতা দ্যুলোকে অবস্থিত। এইরকমে 'যে দেবাঃ পৃথিব্যাং স্থ'

মন্ত্রাংশের অর্থ—অগ্নি প্রভৃতি যে সকল দেবতা পৃথিবীলোকে অবস্থিত এবং 'যে দেবাঃ অন্তরিক্ষে স্থ' মন্ত্রাংশের অর্থ—বায়ু প্রভৃতি যে সকল দেবতা অন্তরিক্ষলোকে অবস্থিত। স্থূলতঃ, প্রকাশ-প্রবর্ষণ-পচন ইত্যাদি উপকারের নিমিত্ত তিনলোকে যে সকল দেবতা বর্তমান, তাঁরা সকলে আয়ুষ্মান ব্যক্তিকে রক্ষা করুন, ভাষ্যে এই ভাব পরিব্যক্ত। আমরা 'দেবাঃ' পদে দেবভাব, ভগবৎ-বিভূতি বা শুদ্ধসত্ত্ব অর্থ গ্রহণ ক'রি। সর্বলোকে এবং বৃক্ষবনস্পতি, গো-অশ্ব ইতাদি পশু এবং উদক-সমূহে—স্থূলতঃ সর্বভূতে যে সকল সৎ-ভাবের সমাবেশ আছে, সেই সকলে যে সকল ভগবৎ-বিভূতি-সমূহ বিরাজিত, মোক্ষেচ্ছু সাধক সেই সকল সৎ-ভাবের অধিকারী হবার কামনা করছেন। সাধন-পথের অন্তরায় বহুরকম। সৎ-ভাবের উদয়ে হৃদয় নির্মল হ'লে কোনও বিভীষিকাই তখন হৃদয়কে বশীভূত বা অভিভূত করতে পারে না। এখানে আমাদের মনে হয়, সেই সর্বলোকস্থায়ী সর্বভূতান্তর্গত দেবভাবসমূহ সেই সকল অন্তরায় বিদূরিত ক'রে মোক্ষপ্রাপ্তি পর্যন্ত অর্থাৎ সাধনা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত, সাধককে রক্ষা করবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। 'অন্যান্' 'মৃত্যুন' পদ দু'টির ভাষ্যমতে অর্থ হয়—অকালমৃত্যু বা অপমৃত্যু প্রভৃতি। মন্ত্রের শেষাংশে অকাল মৃত্যু বা অপমৃত্যু নিবারণ ক'রে পূর্ণশতবর্ষ পরিমিত জীবিতকাল বিহিত করবার প্রার্থনা প্রকাশ পেয়েছে। আমরা এস্থলে 'অন্যান্ মৃত্যুন' পদ দু'টিতে অকালমৃত্যু বা অপমৃত্যু অর্থ গ্রহণ ক'রি না। আমাদের ভাব সেইরকমই বটে; কিন্তু অর্থ স্বতন্ত্র। সাধনায়, সিদ্ধিলাভের সময়, পূর্ণসিদ্ধি লাভ করবার পূর্বে, আন্তর-বাহ্য-শত্রুর আক্রমণে চিত্ত যদি বিক্ষোভিত হয়, মন যদি বিপথে গমন করে, তাহ'লে সেই অবস্থাকেই অকালমৃত্যু বা অপমৃত্যু বলা চলতে পারে। আমাদের পরিগৃহীত ভাব এমন। তাতে 'অন্যান্ মৃত্যূন্ পরিবৃণক্ত' মন্ত্রাংশের অর্থ হয় যে,—সাধনার স্তরে অগ্রসর হবার সময়, যে সকল বিঘ্ন এসে সাধনার ক্রমভঙ্গ করতে প্রয়াস পায়, হে দেবগণ! তোমরা সেই আন্তর ও বাহ্য উভয় রকম বাধাবিঘ্ন অপসারণ করো। আর সেই বাধা-বিঘ্ন অপসারণের কালে আমাদের শতবর্ষ পরিমিত জীবনকাল প্রদান করো; অর্থাৎ যে পর্যন্ত না আমার সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয়—আমার অভীষ্ট পূরণ হয়—যে পর্যন্ত না আমি মোক্ষলাভে সমর্থ হই, সে পর্যন্ত, হে দেবগণ! আপনারা আমাকে রক্ষা করুন। আমরা মনে ক'রি, মন্ত্রে এ ভাবই পরিস্ফুট।—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যেখানে যে সৎ-ভাবের সমাবেশ আছে, মন্ত্রে প্রার্থনাকারী সাধক সেই সকলকেই আবাহন করছেন। তাঁর আকাঙ্ক্ষা—কি স্বর্গে, কি মর্ত্যে, কি অন্তরিক্ষে, কি ভূতজাতসমূহে—যেখানে যে ভগবৎ-বিভূতিরূপ দেবভাব বা শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চিত আছে, সে সকলই যেন আমি অধিকার করতে পারি। সাধনার অন্ত নেই। সাধনার পথে যতই অগ্রসর হবে, ততই দেবভাবসমূহ হৃদয় অধিকার করবে,—ততই হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব সঞ্জাত হবে,—ততই ভগবানের অনুকম্পা-লাভে সমর্থ হবে। এইভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে, অর্চনাকারী সাধক তাই বলছেন,—'স্বর্গে, অন্তরিক্ষে, পৃথিবীতে এবং ভূতজাতসমূহে, যেখানে ভগবানের যতগুলি বিভূতি-স্বরূপ সৎ-ভাব ও শুদ্ধসত্ত্ব বিদ্যমান আছে, সে সমস্তই আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে আমার সাধনায় সিদ্ধি প্রদান করুক; আমি মোক্ষলাভে ভগবানের সাথে সম্মিলিত হই।'—এই আকাঙ্ক্ষাই মন্ত্রে বিধৃত ॥ ৩॥

◆

চতুর্থ মন্ত্র

যেষাং প্রযাজা উত বানুযাজা হুতভাগা
অহুতাদশ্চ দেবাঃ।
যেষাং বঃ পঞ্চ প্রদিশো বিভক্তাস্তান্ বো
অস্মৈ সত্রসদঃ কৃণোমি ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — যে দেবভাব প্রথমোৎপন্ন অর্থাৎ জন্মসহজাত, অপিচ যারা সৎকর্মের দ্বারা সঞ্জাত, যারা জ্ঞানের দ্বারা লব্ধ এবং যারা জ্ঞানকর্ম ব্যতিরেকে স্বতঃসঞ্জাত অর্থাৎ সাধুসঙ্গে সৎপ্রসঙ্গে উপজিত হয়; অপিচ, যে সকল দেবভাব সকল দিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে বিদ্যমান; হে দেবভাবসমূহ! সেই হেন আপনাদের মোক্ষেচ্ছু পুরুষের কল্যাণের জন্য অর্থাৎ আমার উপকারের নিমিত্ত, হৃদয়রূপ যজ্ঞগৃহে সম্যকপ্রকারে নিহিত (স্থাপিত) করছি। (মন্ত্রটি সঙ্কল্পমূলক নিখিল দেবভাব আহরণ ক'রে হৃদয়ে সংস্থাপনের জন্য মন্ত্রে সাধকের সঙ্কল্প বিদ্যমান) ॥ ৪॥

অথবা,

হে দেবগণ! আপনাদের মধ্যে যে দেবগণ প্রথম হবির্ভাগের গ্রাহক, অপিচ যাঁরা প্রথম-যাগের পরবর্তী হবির্ভাগের গ্রাহক, অপিচ যাঁরা হুতদ্রব্যের ভাগগ্রহণকারী এবং যাঁরা হোম-আধানের বহির্ভাগে প্রক্ষিপ্ত হবির্ভক্ষক; আরও আপনাদের মধ্যে যে দেবগণ সকল দিক ভাগ ক'রে অবস্থিত আছেন; পূর্বোক্ত সেই আপনাদের সকলকে, মোক্ষকামী সাধকের অর্থাৎ আমার উপকারের নিমিত্ত, আমার হৃদয়রূপ যজ্ঞাগারে সম্যক্‌রকমে নিহিত ক'রি। (সকল দেবগণ হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে মোক্ষ বিধান করুন—এটাই ভাবার্থ) ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — মন্ত্রের মধ্যে যে দু'টি 'যেষাং' পদ আছে, ঐ দু'টি 'যেষাং' পদে এই মন্ত্রটি কিছুটা জটিলতা-প্রাপ্ত হয়েছে। ঐ দুই পদের সাথে অন্যান্য পদের অন্বয় সহজসাধ্য নয়। ভাষ্যকার টেনে-বুনে প্রথম ও দ্বিতীয় 'যেষাং' পদ দু'টির একটা অন্বয় স্থির করেছেন বটে; কিন্তু প্রথম স্থলে তাঁকে 'দেবানাং স্বভূতাঃ' পদ দু'টি এবং দ্বিতীয় স্থলে 'যেষাং প্রসিদ্ধানাং' পদ দু'টি অধ্যাহার করতে হয়েছে। ঐ প্রথম 'যেষাং' পদের সাথে 'বঃ' পদের অন্বয় হয়েছে। কিন্তু ঐরকম অন্বয়ের—'যেষাং প্রসিদ্ধানাং বঃ যুষ্মাকং' অর্থের ভাবগ্রহণ যে একান্ত কষ্টসাধ্য, সাধারণ দৃষ্টিতেই তা বোধগম্য হবে। মন্ত্রের মধ্যে দু'টি 'বঃ' পদ দৃষ্ট হবে। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় প্রথমটি ষষ্ঠীর বহুবচনে 'যুষ্মাকং' রূপে এবং দ্বিতীয় 'বঃ' পদ দ্বিতীয়ার বহুবচনে 'যুষ্মান্' রূপে অর্থ করা হয়েছে। 'যেষাং' এবং 'বঃ' পদসমূহের বিভক্তি-ব্যত্যয় না ক'রে অন্য পদের সাথে তাদের অন্বয় করা কঠিন। ভাষ্যকার পূর্বোক্ত রকমে আবশ্যকমতো পদ ইত্যাদি অধ্যাহার করেছেন ব'লেই মনে হয়। মন্ত্রের 'যেষাং' পদ যে ভাবে ব্যবহৃত, পূর্ব-মন্ত্রের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে হ'লে, বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করতেই হবে। এ ব্যতীত মন্ত্রের সুষ্ঠু সঙ্গত অর্থ নিষ্কাশন করা সম্ভবপর নয়। ভাষ্যকার বলেন—'প্রয্যজান্' (ঋ.১০।৫১।৮) মন্ত্রে যে অগ্নির বিষয় উল্লিখিত হয়েছে, 'প্রযাজাঃ' পদে সেই অগ্নিকে বোঝাচ্ছে। 'যেষাং' পদ সে হিসাবে পূজার্থ বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে। যাই হোক, আমরা আমাদের ব্যাখ্যায় ঐ 'যেষাং' পদের বিভক্তি-ব্যত্যয় ক'রে যে দু'রকম অন্বয় করেছি, এবং তাতে মন্ত্রে যে ভাব পরিব্যক্ত হয়েছে, তা আমাদের বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হবে। ভাষ্যকারের মতে, আয়ুষ্কাম ব্যক্তির আয়ুবৃদ্ধির জন্য এই মন্ত্রে দেবগণের নিকট প্রার্থনা জানানো হয়েছে। সে বিষয়ে অবশ্য আমাদের সাথে ভাষ্যকারের বিশেষ মতান্তর নেই। তবে আমরা মনে ক'রি,—'প্রযাজঃ' 'অনুযাজঃ' প্রভৃতি পদে যেমন যজ্ঞাংশভাগী সেই সেই দেবতাকে বোঝাচ্ছে, তেমনই ঐ পদসমূহে হৃদয়ের বৃত্তি-সমূহের প্রতিও লক্ষ্য আছে। 'প্রযাজঃ' পদে যেমন যজ্ঞের অগ্রাংশ-গ্রহণকারী দেবতাকে বোঝায়, তেমনি ঐ পদে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে যে সকল সৎ-বৃত্তির সঞ্চার প্রথমেই হয়ে থাকে, তাদেরও বুঝিয়ে থাকে। 'অনুযাজঃ' পদেও তেমনি দু'রকম ভাব পরিব্যক্ত হয়। অগ্নি যজ্ঞের ভাগ প্রথম গ্রহণ করেন; তারপর অপরাপর দেবগণ ক্রমপর্যায় অনুসারে যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হন। সেইরকম, জন্মের পর আমাদের কর্মের দ্বারা যে সকল সৎ-ভাব হৃদয়ে উপজাত হয়, 'অনুযাজঃ' পদে আমরা মনে ক'রি, সেই সকল সৎ-ভাবের প্রতিই লক্ষ্য আছে। 'হুতভাগাঃ' এবং 'অহুতাদঃ'

পদ দু'টিতেও ঐরকম দু'প্রকার ভাব পরিব্যক্ত হয় ব'লে আমরা মনে ক'রি। 'হুতভাগাঃ' পদের ভাষ্যমতে অর্থ হয়,—'অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবিঃ যে দেবগণ ভক্ষণ করেন, তাঁরাই 'হুতভাগাঃ' অর্থাৎ অগ্নির দ্বারা যে হবিঃ সংশোধিত হয়, তা-ই সেই দেবগণ গ্রহণ করেন। সে হিসাবে জ্ঞানের প্রভাবে হৃদয়ে যে সৎ-ভাবের সঞ্চার হয়, তাকেই আমরা 'হুতভাগাঃ' পদের লক্ষ্য ব'লে মনে ক'রি। আর 'অহুতাদঃ' পদের লক্ষ্য যে দেবগণ, তাঁরা, হোমাগ্নির চতুর্দিকে ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত হবির্ভাগ গ্রহণ ক'রে থাকেন। তা হ'তে আমাদের অর্থ হয়—জ্ঞান ও কর্ম ভিন্ন আপনা-আপনিই হৃদয়ে যে সৎ-ভাবের সঞ্চার হয় অর্থাৎ সাধুসঙ্গে সৎপ্রসঙ্গে অন্তরে যে সৎ-ভাবের সঞ্চার হয়ে থাকে, 'অহুতাদঃ' পদের তা-ই লক্ষ্য ব'লে মনে হয়। সে হিসাবে, 'যেষাং' হ'তে 'অহুতাদশ্চ' পর্যন্ত মন্ত্রাংশের অর্থ হয় এই যে,—'যে দেবভাব আমাদের জন্মসহজাত, যারা কর্মের দ্বারা সঞ্জাত, যারা জ্ঞানের দ্বারা লব্ধ এবং যারা জ্ঞান ও কর্মের সহায়তা ভিন্ন স্বতঃসঞ্জাত অর্থাৎ সাধুসঙ্গে সৎপ্রসঙ্গে উপজিত।' আবার অন্য পক্ষে, প্রধান অপ্রধান সকল দেবতার ভাবও মনে আসতে পারে। ঋগ্বেদের 'নমো মহদ্ভ্যো নমঃ অর্ভকেভ্যঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে যেমন প্রধান অপ্রধান সকল দেবতার নিকটই প্রার্থনা জানানো হয়েছে; তেমনি এই মন্ত্রেও 'যেষাং প্রযাজাঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে প্রধান অপ্রধান সকল দেবতাকেই আহ্বান করা হয়েছে ব'লে মনে ক'রি। 'পঞ্চ প্রদিশঃ' পদের ভাষ্যের অর্থ—'পূর্ব ইত্যাদি পাঁচ দিক।' এই দিক্-বিভাগ সম্বন্ধে নানা মতান্তর আছে। কারও মতে পাঁচ দিক্, কারও মতে দশ দিক্ ইত্যাদি। লোকবিভাগেও যেমন মতান্তর, দিক্-বিভাগেও তেমনি মতান্তর। যাই হোক, আমরা ঐ 'পঞ্চ প্রদিশঃ' পদ দু'টিতে 'সকল দিক্' অর্থাৎ এই বিশ্বচরাচরের সর্বত্র অর্থ পরিগ্রহণ করেছি। তাতে মন্ত্রের অর্থ হয়েছে, বিশ্বচরাচরের সর্বত্র যে সকল সৎ-ভাব বিদ্যমান আছে, সেই সবগুলিকে এনে আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত ক'রি।' দ্বিতীয় অন্বয়েও সেই একই ভাব পরিস্ফুট। বিশ্বচরাচরের সর্বত্র প্রধান অপ্রধান যে সকল দেবতা আছেন, তাঁরা সকলে এসে আমার হৃদয়রূপ যজ্ঞাগারে যথাযোগ্য স্থানে অধিষ্ঠিত হোন। দেবতার অধিষ্ঠানে আসুরিক প্রভাব-সমূহ বিদূরিত হোক,—মন্ত্রে এই ভাব পরিব্যক্ত ব'লে মনে করি ॥ ৪॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : পাশমোচনম্

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : আশাপাল (বাস্তোষ্পতি)। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্]

প্রথম মন্ত্র

আশানামাশাপালেভ্যশ্চতুর্ভ্যো অমৃতেভ্যঃ।
ইদং ভূতস্যাধ্যক্ষেভ্যো বিধেম হবিষা বয়ম্ ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ — সকল অভীষ্টের পূরক এবং ধর্ম-অর্থ-কাম মোক্ষরূপ চতুবর্গ-ফলের দাতা, মরণরহিত নিত্যসত্যরূপ, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বের অধিপতি দেবগণের পরিতৃপ্তির জন্য, আমার অনুষ্ঠিত এই কার্যে হৃদয়গত শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা পরিচর্যা ক'রি অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বকে সমর্পণ ক'রি। (মন্ত্রটি সঙ্কল্প-মূলক। ভগবানের পূজায় হৃদয়গত শুদ্ধসত্ত্বই প্রধান উপকরণ। তা-ই ভগবানের প্রীতিসাধক। অতএব হৃদয়ে সঞ্চিত শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা ভগবানের পূজা ক'রি—এটাই সঙ্কল্প) ॥ ১॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — নূতন সূক্তে নূতন প্রার্থনার সমাবেশ। সূক্তানুক্রমণিকায় এই সূক্তের নানারকম

প্রয়োগ উল্লিখিত হয়েছে। নিত্য, নৈমিত্তিক এবং কাম্য ভেদে দ্বাবিংশ সবযজ্ঞ বিহিত হয়ে থাকে। সেই দ্বাবিংশতি সবযজ্ঞ এই,—ব্রহ্মৌদন, স্বর্গৌদন, চতুঃশরাবসবৌদন, সবশতৌদন, দ্বয়াজৌদন, পঞ্চৌদন, ব্রহ্মাস্যৌদন, মৃত্যুসব-অনডুৎসবদ্বয়, কর্কি-পৃশ্নিদ্বয়, পৌনশীল, পবিত্র, অর্বরা, ঋষভ, বশা, শালা, বৃহস্পতি প্রভৃতি। এদের মধ্যে চতুঃশরাবৌদনসবে 'আশানাম্' প্রভৃতি সূক্তের বিনিয়োগ আছে। সেই যাগে 'আশানাম্' প্রভৃতি মন্ত্রের দ্বারা বিরুক্ত হবির অভিমর্শন, সম্পাতন এবং দাতৃবাচন ও দান করবার বিধি। কৌশিতকী-ব্রাহ্মণে এই প্রক্রিয়া-পদ্ধতির বিস্তৃত বিবরণ পরিদৃষ্ট হবে। এইভাবে ধূমকেতুরূপ অদ্ভুতদর্শনে দিক্-দেবতাক্ বহুরূপ অজের অবদানসমূহ এবং সেই দেবতা-সম্বন্ধি চরু এই সূক্তের প্রতি মন্ত্রে হোমাগ্নিতে নিক্ষেপ করতে হয়। এই বিষয়ে 'অথ যত্রৈতদ্' প্রভৃতি মন্ত্রে প্রক্রম ক'রে, 'অশোনামিতি দৈশস্য' প্রভৃতি মন্ত্রে শেষ করবার বিধি। এই ভাবে গ্রাম-নগর-দেশ-প্রাকার ইত্যাদি অবদরণে 'আশ্রামস্ত্বা' ইত্যাদি মন্ত্রে এই সূক্তের দ্বারা পুরোডাশ ও পাষাণ প্রভৃতি নিখনন করবার বিধি আছে। এই সূক্তের প্রথম ইত্যাদি মন্ত্রে সর্বরোগ-ভৈষজ্যে আপ্লাবন, অবসেচন ও অপায়ন ইত্যাদি করতে হয়। এই সম্বন্ধে অপরাপর বিনিয়োগও আছে। অশ্বমেধ-যাগে উৎসৃষ্ট অশ্বকে 'আশানাম্' প্রভৃতি মন্ত্রে ব্রহ্মাখ্য অধ্বর্যু অনুমন্ত্রিত করবেন। অদ্ভুতমহাশান্তিকর্মে, এই সূক্তের প্রথম মন্ত্র দিক্-দেবতা-বিষয়ে প্রযুক্ত হয়ে থাকে; নক্ষত্রকল্পে এই বিষয় উক্ত হয়েছে। 'স্বস্তি মাত্র' প্রভৃতি শেষ বা চতুর্থ মন্ত্রটির দ্বারা সর্বস্বস্ত্যয়নকাম ব্যক্তি রাত্রিতে উপস্থান করবে। সূক্তের অন্তর্গত মন্ত্র-সমূহের এইরকম প্রয়োগের বিষয় সূক্তানুক্রমণিকায় উল্লিখিত হয়েছে। এইরকম প্রয়োগবিধির অনুসরণেই ভাষ্যকার সূক্তের মন্ত্র-সমূহের অর্থ নিষ্কাশন করেছেন। মন্ত্রটি অবশ্য কিছুটা জটিলভাবাপন্ন। 'আশানাম্ আশাপালেভ্যশ্চতুর্ভ্যো' মন্ত্রাংশেই সেই জটিলতা অধিকতর ঘনীভূত হয়েছে। সূক্তানুক্রমণিকায় প্রকাশ,—মন্ত্রটি দিক্-দেবতাগণের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। 'আশা' পদ নিরুক্তে দিক্-বাচী ব'লে উল্লিখিত। 'আশানাম্' ও 'আশাপালেভ্যঃ' পদ দু'টির 'আশা' পদ সংশয়-মূলক। সেই সংশয় নিরসনের জন্য ভাষ্যকার বলেন,—'আশানাম্ ইতি'...ইত্যাদি। অর্থাৎ—'আশানাম্' পদটি ষষ্ঠ্যন্ত ব'লে ঐ পদে ঈশিতব্যের বহুত্ব প্রতিপাদিত হচ্ছে। পরন্তু দু'টি 'আশা' পদে পুনরুক্তিদোষ ঘটেনি। 'আশানাম্ আশাপালেভ্যঃ' পদ দু'টিতে দিক্‌সমূহের অধিপতিত্ব বিবক্ষিত হয়েছে। ভাষ্যকার 'চতুর্ভ্যঃ আশাপালেভ্যঃ' পদ দু'টির ঐ অর্থ গ্রহণ করেছেন। ইন্দ্র ইত্যাদি দেবগণ দশদিকপালরূপে উল্লিখিত ও সম্পূজিত হন। 'চতুর্ভ্যঃ' পদে পূর্ব ইত্যাদি চারটি দিককে বোঝায়। সেই হিসাবেই হয়তো ভাষ্যকার ইন্দ্র-যম ইত্যাদি দেবতার বিষয় 'চতুর্ভ্যঃ' পদের লক্ষ্যস্থানীয় ব'লে নির্দেশ করেছেন। যাই হোক, আমাদের অর্থ একটু স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করেছে। 'আশানাম্' পদে দিক্-বোধক 'সর্বাযাং দিশাং' প্রতিবাক্যে সকল দিকে বর্তমান অনন্ত ভূতসঙ্ঘকে বোঝাচ্ছে ব'লে মনে হয়। 'আশা' পদ ব্যপ্ত্যর্থক 'অশ্' ধাতু হ'তে নিষ্পন্ন—'অশ্ ব্যাপ্তৌ'। তাতে ঐ 'আশা' পদে 'সর্বতো-ভাবে ব্যাপ্ত' বোঝায়। ভগবান্ এই বিশ্বের সর্বত্র ব্যাপ্ত; আবার ভূত সমষ্টিতে এই বিশ্বের উৎপত্তি অথবা ভূতসঙ্ঘ এই বিশ্বের সর্বত্র অনুপরমাণুক্রমে অবস্থিত। সুতরাং 'আশানাম্' পদের অর্থে ভাষ্যে যেমন দিক্‌সমূহ প্রতিপন্ন হয়, তেমনি ঐ পদে দিক্‌সমূহে অবস্থিত অনন্ত ভূতসঙ্ঘ এবং তাদের অধিপতি অনন্তস্বরূপ ভগবান্‌কে বুঝিয়ে থাকে। 'আশানাম্' পদের এই একরকম অর্থ হ'তে পারে।—আবার 'আশা' পদের প্রচলিত সাধারণ অর্থ—'অভীষ্ট' পদ গ্রহণ করলেও 'আশানাম্' এবং 'আশাপালেভ্যঃ' পদ দু'টির সুষ্ঠু সঙ্গত অর্থ হয়। তাতে বহুবচনান্ত 'আশানাম্' পদের অর্থ হয়—'সর্বাভীষ্টানাং'। সেই সকল অভীষ্টের যাঁরা পূরণ করেন, আমরা মনে ক'রি, 'আশানাম্' এই ষষ্ঠী বিভক্তির বহুবচনান্ত পদে তাঁরাই বিবক্ষিত হয়েছেন। সেই হিসাবেই ঐ 'আশানাম্' পদের অর্থ হয়েছে—'সর্বাভীষ্টানাং—পূরকেভ্যঃ ইতি ভাবঃ'।—মানুষের কামনার অন্ত নেই। 'ধনং দেহি, রূপং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি, ভার্যাং মনোরমাং দেহি'—তার কত কামনা, তার কত অভিলাষ। কিন্তু সকল অভীষ্টের সকল কামনার শ্রেষ্ঠ কামনা—ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্বর্গধন লাভের কামনা। সেই চতুর্বর্গরূপ অভীষ্ট যাঁরা পূরণ করেন, 'চতুর্ভ্যঃ

আশাপালেভ্যঃ' পদ দু'টিতে তাঁদের প্রতিই লক্ষ্য আছে। সে হিসাবে, আমাদের মতে, ঐ দুই পদের অর্থ হয়েছে—'ধর্মার্থকামমোক্ষরূপেভ্যঃ চতুর্ভ্যঃ ফলদাতৃভ্যঃ'। সে কারা? 'ভূতেভ্যঃ অধ্যক্ষেভ্যঃ' পদ দু'টিতে তা স্পষ্টীকৃত হয়েছে ব'লে মনে ক'রি। স্থাবরজঙ্গমাত্মক এই বিশ্বের অধিপতি যে ভগবানের বিভূতি বা ভগবৎ-ভাবসমূহ, তাঁরাই মানুষের সকল অভীষ্ট পূরণ ক'রে থাকেন। এখানে সেই ভগবৎ-বিভূতি সমূহের বা দেবভাবসমূহের শক্তিমত্তার বিষয়ই 'আশানাম্' ও 'চতুর্ভ্যঃ আশাপালেভ্যঃ' পদসমূহে বিবক্ষিত হয়েছে ব'লে মনে ক'রি। 'চতুর্ভ্যঃ' পদের ইন্দ্র-যম ইত্যাদি অর্থ আমরা পরিগ্রহণ ক'রি না। বেদে 'ত্রি', 'চতুর', 'সপ্ত' প্রভৃতি সংখ্যাবাচক পদ 'বহু' অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছে।—আমরা এস্থলে ঐ 'চতুর্ভ্যঃ' পদের পূর্ব ইত্যাদি চারিদিক অর্থও পরিগ্রহণ না ক'রে বিভক্তিব্যত্যয়ে 'বিবিধরূপেন' অর্থ গ্রহণ করেছি। 'আশাপালেভ্যঃ' পদে সকল দিকের অর্থাৎ এই বিশ্বচরাচরের যিনি পালক, যিনি সকল অভীষ্টের পূরক, যিনি চতুর্বর্গফলের দাতা, বিশ্বব্যাপক অনন্তস্বরূপ সেই ভগবান্‌কেই লক্ষ্য করা হয়েছে, তা আমাদের বঙ্গানুবাদের মধ্যে পরিদৃষ্ট হবে। দু'টি 'আশা' পদ থাকায় 'আশানাম্' এবং 'আশাপালেভ্যঃ' পদ দু'টির অন্বয় সুকঠিন হয়। সেইজন্য ভাষ্যকার দ্বিতীয় 'আশা' পদের অর্থ যে একরকম পরিহারই করেছেন, তা তাঁর ভাষ্য-দৃষ্টেই উপলব্ধ হয়।—ভাষ্যকার মন্ত্রের 'ইদম্' পদের বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করেছেন। আমরাও তাঁর পদাঙ্কানুসরণে বাধ্য হয়েছি। তা ছাড়া, ঐ পদের অন্বয় সুকঠিন। ভাষ্যকার ঐ পদের অর্থ করেছেন,—'ইদানীং চতুঃসরাবসব যাগকালে'। 'যাগ'-পদে সৎকর্মানুষ্ঠান দ্যোতনা করে। সেই ভাব হ'তে আমরা ঐ 'ইদম' পদের অর্থ করেছি,—'মদনুষ্ঠিতে অস্মিন্ সৎকর্মণি'। সৎকর্মে ভগবানের অধিষ্ঠান হোক, হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা তাঁর পূজা ক'রি, মন্ত্র সাধকের এমন সঙ্কল্প ব্যক্ত করছেন। সৎস্বরূপ ভগবানের পূজায় হৃদয়ের সৎ-ভাবই প্রধান উপকরণ। আনন্দেই সেই সদানন্দময়ের পরিতুষ্টি। মন্ত্র তাই উপদেশ দিচ্ছেন—সৎভাব সত্ত্বভাবের দ্বারা ভগবান্‌কে পূজা করো। তাহ'লেই তোমার সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হবে ॥ ১॥

◆

দ্বিতীয় মন্ত্র

য আশানামাশাপালাশ্চত্বার স্থন দেবাঃ।
তে নো নির্ঋত্যাঃ পাশেভ্যো
মুঞ্চতাংহসো অংহসঃ ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — সকল অভীষ্টের পূরক এবং বিবিধরূপে পালনকারী অর্থাৎ ধর্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্বর্গফলের দাতা যে প্রসিদ্ধ দ্যোতনশীল দেবভাব অর্থাৎ ভগবৎ-বিভূতিসমূহ বিদ্যমান আছে; সেই প্রসিদ্ধ দেবভাবসমূহ আমাদের রিপুগণের উৎপন্ন পাপবন্ধন হ'তে এবং অন্যান্য সর্বপ্রকার পাপবন্ধন হ'তে মুক্ত করুন অর্থাৎ উদ্ধার করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—আমাতে সৎ-ভাব চিরকাল অধিষ্ঠিত থাকুক এবং ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ চারিপ্রকার ফল প্রদান করুক) ॥ ২॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — মন্ত্রটিতে সরল প্রার্থনা প্রকাশ পেয়েছে। মানুষের আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই, মানুষের কামনা অফুরন্ত। নিঃশ্রেয়স বা ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ লাভের আশাই সর্বপ্রধান এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আশা। প্রার্থনাকারী এই মন্ত্রে সেই ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্বর্গধনলাভের এবং পাপবন্ধন হ'তে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছেন। পাপবন্ধন আর কি? এই সংসার-বন্ধনই তো পাপ-বন্ধন! যতদিন সংসারে গতাগতি থাকবে, ততদিন পাপের প্রলোভন হ'তে, রিপু-শত্রুর নানা উপদ্রব হ'তে পরিত্রাণ-লাভের আশা অতি

বিরল। সেইজন্য, জন্মগতি-রোধ ক'রে আত্মায় আত্মসম্মিলনের জন্য—সেই ভবভয়হারী ভগবানের নিকট ভক্ত সাধক কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা জানিয়ে বলছেন,—'হে ভগবন্! এমন করুন, আমাকে এমন কর্ম-সামর্থ্য প্রদান করুন, যেন পাপ মাত্র আমায় স্পর্শ করতে না পারে; যেন আমি চতুর্বর্গ-ধনের অধিকারী হ'তে পারি।' আমাদের মনে হয়, মন্ত্রে এই সরল প্রার্থনা প্রকাশ পেয়েছে।—ভাষ্যের ভাবের সাথে আমাদের ব্যাখ্যার বিশেষ কোনও পার্থক্য ঘটেনি। তবে অন্বয়-মুখে কোনও কোনও পদের বিভক্তি-ব্যত্যয় সংসাধিত হয়েছে। ভাষ্যকার 'দেবাঃ' পদকে সম্বোধনপদ রূপে গ্রহণ করেছেন; আর 'যে' এবং 'তে' পদের সাথে 'যুয়ং' পদ অধ্যাহৃত ক'রে মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশর্ন করেছেন। 'দেবাঃ' পদকে সম্বোধন পদ ধরলে 'যে' ও 'তে' পদ দু'টির সাথে 'যুয়ং' পদের সংযোজনা না করলে মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করা একরকম অসম্ভব হয়ে পড়ে। 'দেবাঃ' পদ প্রথমার বহুবচন। ঐ পদকে সম্বোধন পদরূপে পরিগ্রহণ করবার কোনই কারণ পরিলক্ষিত হয় না। 'দেবাঃ' পদকে কর্তৃপদরূপে গ্রহণ করলে 'যে' ও 'তে' পদ দু'টির সাথে অতিরিক্ত একটি 'যুয়ং' পদ অধ্যাহার করবার কোনই আবশ্যক, দেখি না। আমরা ঐ 'দেবাঃ' পদকে কর্তৃপদ রূপেই গ্রহণ করেছি। 'স্থন' ক্রিয়াপদ লোটের বহুবচনে ব্যবহৃত। আমরা ঐ পদের অর্থে বিভক্তিব্যত্যয়ে লটের বহুবচনে 'বিদ্যন্তে' পদ অধ্যাহার করেছি। এইভাবে আমাদের মতে মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন হয়েছে, আমাদের বঙ্গানুবাদে তা পরিদৃষ্ট হবে। মন্ত্রের অন্তর্গত পদসমূহের অর্থ সরল। 'আশানাম্' এবং 'আশাপালাঃ' পদ দু'টির অর্থ পূর্বমন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য ॥ ২॥

◆

তৃতীয় মন্ত্র

অস্রামস্ত্বা হবিষা যজাম্যশ্লোণস্ত্বা ঘৃতেন জুহোমি।
য আশানামাশাপালস্তুরীয়ো দেবঃ স নঃ
সুভূতমেহ বক্ষৎ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে পরমৈশ্বর্যশালী ভগবন্! ক্লান্তিরহিত অর্থাৎ একৈকশরণ্য হয়ে আমি তোমাকে শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা পূজা ক'রি। হে মম কর্ম! পাপবিরহিত অর্থাৎ নির্মলচিত্ত হয়ে ক্ষরণশীল ভক্তিরসের অর্থাৎ অনন্যা ভক্তির দ্বারা তোমাকে সুসংস্কৃত অর্থাৎ ভগবানে নিয়োজিত ক'রি। যিনি সকল অভীষ্টের পূরক, চতুর্বর্গফলের দাতা দ্যোতনাত্মক পরিত্রাতা, সেই ভগবান্ আমাদের অনুষ্ঠিত এই কর্মে চতুর্বর্গফলরূপ প্রভূত ধন আমাদের প্রাপ্ত বা প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের সৎ-ভাবের ও ভক্তির দ্বারা পরিতুষ্ট হয়ে আমাদের প্রতি সদা করুণাপরায়ণ হোন। আমাদের পূজা গ্রহণ করুন; আমাদের চতুর্বর্গফলরূপ মহৎ ধন প্রদান করুন) ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই মন্ত্রটিও সরল প্রার্থনামূলক। প্রার্থনাকারী ভগবৎ-অর্চনাপরায়ণ সাধকের এখানে প্রথমে ভগবান্‌কে শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবির দ্বারা অর্চনা করবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেলো। তার পর যখন তিনি বুঝলেন, শুদ্ধসত্ত্বে ভক্তির স্ফূরণ আবশ্যক, তখনই তাঁর প্রার্থনা প্রকাশ পেলো—'শুদ্ধসত্ত্বকে ভক্তিরসের দ্বারা সুসংস্কৃত ক'রে নিই। হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব আর ভক্তিমিশ্রিত কর্ম—যদি একযোগে আকর্ষণ করে, সাধ্য কি যে ভগবান্ স্থির থাকেন? সে আকর্ষণে তাঁর আসন টলবে; তিনি ভক্তের হৃদয়ে এসে

সমাসীন হবেন। হৃদয়ে যখন ভগবানের অধিষ্ঠান হবে, তখনই ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্বর্গফল লাভ হবে, তখনই মুক্তির পথ সুগম হয়ে আসবে। আমরা মনে ক'রি, স্থূলতঃ মন্ত্রে এই ভাবই পরিব্যক্ত।—এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'অশ্লোণঃ' এবং 'তুরীয়ঃ' পদ লক্ষ্য করবার বিষয়। ঐ দুই পদের অর্থ সম্বন্ধে ভাষ্যকারের সাথে আমাদের বিশেষ মতান্তর ঘটেছে। ভাষ্যকার 'অশ্লোণঃ' পদের যে অর্থ করেছেন, তা এই,—'অশ্রোণঃ শ্রোণাখ্যব্যাধিবিশেষরহিতঃ সন্'। কিন্তু ধাতু-অর্থের অনুসরণে ঐ পদের অর্থ হয়—হিংসা করা। 'শৃ' ধাতু হ'তে (শৃ + ন—প্রং) ঐ পদের উৎপত্তি। তাহ'লে, 'অশ্লোণঃ' পদে 'হিংসারহিতঃ' অর্থ নিষ্পন্ন হয়। হিংসা—পাপেরই নামান্তর বা রূপান্তর। ব্যাধিও পাপ হ'তেই উৎপন্ন হয়। এই সকল বিষয় বিবেচনা ক'রে আমরা ঐ 'অশ্লোণঃ' পদের 'পাপবিরহিতঃ সন্, নির্মলচিত্তেন' প্রভৃতি অর্থ অধ্যাহার করেছি। সূক্তানুক্রমনিকায় 'সর্বরোগভৈষজ্যে' এই সূক্তের মন্ত্রসমূহের বিনিয়োগ আছে। তা হ'তেই বোধ হয় ভাষ্যকার পূর্বোক্তরূপ অর্থ নিষ্পন্ন করেছেন। এক্ষণে 'তুরীয়ঃ' পদের অর্থের বিষয় আলোচনা ক'রেই আমাদের বক্তব্যের উপসংহার ক'রি। 'তুরীয়ঃ' পদের প্রচলিত অর্থ সাধারণতঃ 'চতুর্থ' ধরা হয়। ভাষ্যকারও এই ভাবই গ্রহণ ক'রে "পূর্বোদীরিতেন্দ্রাদিদিক্পালাপেক্ষয়াঃ চতুর্থঃ" প্রতিবাক্য গ্রহণ করেছেন। 'তুরীয়ঃ' পদ নিপাতনে সিদ্ধ। ঐ পদে পরিত্রাতা, পরব্রহ্ম প্রভৃতি অর্থও কোষগ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়। তুরীয় পদের প্রয়োগ হিসাবে আমরা 'পরিত্রাতা' অর্থই গ্রহণ করেছি। 'তুরীয়' পদের এই অর্থই এখানে সুষ্ঠু সঙ্গত এবং এই অর্থই মন্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য প্রকাশ করছে। ॥ ৩॥

◆

চতুর্থ মন্ত্র

স্বস্তি মাত্র উত পিত্রে নো অস্তু স্বস্তি
গোভ্যো জগতে পুরুষেভ্যঃ।
বিশ্বং সুভুতং সুবিদত্রং নো অস্তু জ্যোগেব
দৃশেম সূর্যম্ ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — হে ভগবন্ ! আপনার প্রসাদে আমাদের জননীর অথবা মাতৃবৎ স্নেহ-কারুণ্যরূপিণী ভক্তির মঙ্গল হোক; (ভাব এই যে—ভগবৎ-প্রসাদে আমাদের মধ্যে অবিনাশী ভক্তি উপজাত হোক, অথবা আমাদের জন্মের সাথে মঙ্গল অবিতথ থাকুক); অপিচ, আমাদের জনকে অথবা পিতৃবৎ রক্ষক শুদ্ধসত্ত্বে মঙ্গল হোক; (ভাব এই যে,—ভগবৎ-অনুকম্পায় আমাদের মধ্যে অবিনাশী শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থিতি করুক। অথবা, আমাদের পালনের সাথে মঙ্গল অবিতথ থাকুক)। হে ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমাদের গো-অশ্ব ইত্যাদি পশুতে অথবা স্তোত্রেতে অথবা অভীষ্টদানে-মনোবাঞ্ছাপূরক-জ্ঞানকিরণসমূহে মঙ্গল হোক; (ভাব এই যে,—ভগবানের অনুগ্রহে আমাদের মধ্যে জ্ঞানরশ্মি অবিচ্ছিন্নভাবে উৎকর্ষসম্পন্ন হোক, অথবা আমাদের প্রার্থনার সাথে মঙ্গল অবিতথ থাকুক)। হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমাদের সম্বন্ধী অপরাপর পুরুষের অথবা পৌরুষসামর্থ্যোপেত সৎকর্মনিবহের মঙ্গল হোক; (ভাব এই যে,—ভগবৎ-অনুগ্রহে আমাদের সৎকর্ম-সাধনের সামর্থ্য অভিমতবর্ষক ও সাফল্যমণ্ডিত হোক)। পরন্তু হে ভগবন্! আপনার অনুকম্পায় সকল লোকের মঙ্গল হোক; (ভাব এই যে—ভগবান্ জগতের কল্যাণবিধান করুন)।

আমাদের সম্বন্ধীয় সৎ-ভাবের দ্বারা স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বচরাচর অথবা বিশ্বের সকল প্রাণী শোভনধর্মোপেত চতুর্বর্গসমন্বিত এবং শোভনজ্ঞানযুক্ত অর্থাৎ পরমপ্রজ্ঞানসম্পন্ন হোক; অথবা—হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে সুসমৃদ্ধ সকল শোভনধন আমাদের হোক। অপিচ, হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে যেন চিরকাল জ্যোতির্ময় জ্ঞানস্বরূপ আপনাকে (সর্বত্র) দর্শন করতে আমরা সমর্থ হই ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই মন্ত্রের প্রার্থনা সরল, মন্ত্রের ভাব সহজবোধ্য। কিন্তু ভাষ্যের অর্থ একটু জটিলতা-সম্পন্ন। সূক্তানুক্রমণিকায় এই মন্ত্রটি সর্বস্বস্ত্যয়নকামেষ্টিতে বিনিযুক্ত হওয়ার বিধি উল্লিখিত হয়েছে। সেই অনুসারে, ভাষ্যমতে যাজ্ঞিকের মাতার, পিতার, গো-ইত্যাদি পশুর, ভৃত্যের এবং পরিশেষে জগতের সকলের মঙ্গল-কামনা করা হয়েছে। যাজ্ঞিকের সম্বন্ধীয় সকলই মঙ্গলময় হোক। যাজ্ঞিকগণ এবং তাঁদের সংসৃষ্ট সকলে শতবৎসর জীবিত থাকুন। স্থূলতঃ মন্ত্রে এই ভাব পরিব্যক্ত।—ঐরকম অর্থ যে অসঙ্গত, তা আমরা বলি না। তবে একটু বিচার ক'রে দেখলে বোঝা যায়,—ইহলৌকিক কল্যাণ-কামনার সাথে পারলৌকিক মঙ্গল-কামনাও এই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত রয়েছে। ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম ও যাবতীয় সৎ-ভাবের অবিনাশিত্ব-কামনা—মন্ত্রের প্রথমাংশের লক্ষ্যস্থল ব'লে মনে ক'রি। 'মাত্রে' পদে মাতৃস্বরূপিণী ভক্তিকে, 'পিত্রে' পদে পিতৃবৎ পালক ও রক্ষক সেই গুণাবলিকে অর্থাৎ শুদ্ধসত্বভাবকে, 'পুরুষেভ্যঃ' পদে পুরুষের অর্থাৎ ভৃত্য ইত্যাদির ন্যায় পুরুষসামর্থ্যোপেত সৎকর্মনিবহকে, 'গোভিঃ' পদে ইহলৌকিক মঙ্গলরূপ জ্ঞানকিরণনিবহকে এবং 'জগতে' পদে সর্বলোকস্থায়ী শুদ্ধসত্ত্বভাবকে, অবিনাশিরূপে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রার্থনা, মন্ত্রের মধ্যে প্রকটিত রয়েছে। এইরকম ভাবও এই মন্ত্রের অর্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'স্বস্তি' পদ অবিনাশিনামের মধ্যে পঠিত হয়। সুতরাং 'স্বস্তি অস্তু' পদ দু'টির তাৎপর্যার্থে, শাশ্বত নিত্য জ্ঞান-ভক্তি ও সৎ-ভাব প্রভৃতি হৃদয়ে সংরক্ষণের ভাব প্রকাশ করছে। বিশ্বের হিতকর ঐ সকল সামগ্রী যেমন ইহকালে অভিমতবর্ধক, তেমনি পরকালে চতুর্বর্গফলসাধক। মোক্ষাভিলাষী ভক্ত সাধকের এই প্রার্থনাই সঙ্গত প্রার্থনা। আপন আদর্শে জগৎকে অনুপ্রাণিত করা, আপন দৃষ্টান্তে জগৎকে উন্নত করা—প্রকৃত সাধকেরই একমাত্র লক্ষ্যস্থল। এ ছাড়া, তাঁর অন্য কোন প্রার্থনা থাকতে পারে না। উপাসনার প্রথম স্তরে পার্থিব বস্তুজাতের কল্যাণ-কামনায় প্রাণ উদ্বুদ্ধ হয় বটে; কিন্তু সাধনার উচ্চস্তরে আরোহণ করলে একমাত্র শুদ্ধসত্ত্বের প্রতিই প্রাণ আকৃষ্ট হয়। দু'রকম স্তরের দু'রকম ভাবই মন্ত্রার্থে হয়।—মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের 'বিশ্বং' হ'তে 'অস্তু' পর্যন্ত অংশের আমরা তাই দু'রকম অর্থ পরিগ্রহণ করেছি। তার মধ্যে দ্বিতীয় প্রকারের অর্থ ভাষ্যানুসারী—কমবেশী সঙ্কীর্ণতাব্যঞ্জক। 'বিশ্বের সকল সমৃদ্ধ ধন আমাদের হোক'—দ্বিতীয় অন্বয়ে এই ভাব পরিব্যক্ত হয়েছে। প্রথম অন্বয়ে ঐ অংশের অর্থ হয়েছে,—'আমাদের সৎ-ভাবের প্রভাবে বিশ্বের সকলে চতুর্বর্গরূপ শোভনধনোপেত এবং শোভনজ্ঞান অর্থাৎ পরমপ্রজ্ঞানসম্পন্ন হোক'। এর ভাব এই যে, আমাদের সৎ-ভাব সৎকর্ম এমন আদর্শস্থানীয় হোক,—যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিশ্বের সকলে সৎ-ভাবসম্পন্ন, সৎ-জ্ঞানসম্পন্ন ও সৎকর্মপরায়ণ হয়; আর, তার দ্বারা তারা চতুর্বর্গ লাভে সমর্থ হ'তে পারে। আমরা মনে ক'রি, প্রথম অন্বয়ের এই ভাবই অধিকতর সঙ্গত এবং এতেই মন্ত্রের ঐ অংশের সর্বজনীন ভাব প্রকাশ পায়।—মন্ত্রের অন্তর্গত 'জ্যোগেব দৃশেম সূর্যম্' অংশের প্রার্থনা—অতি মহৎ। এই অংশে, আমরা মনে ক'রি, শত সম্বৎসর জীবিত থাকার ভাব প্রকাশ করে না। আমাদের মতে, ঐ অংশের অর্থ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এখানে 'সূর্যং' পদে জ্যোতির্ময় জ্ঞানময় ভগবানের প্রতি লক্ষ্য আসে। 'চিরকাল যেন তাঁকে দর্শন করতে সমর্থ হই'—এইরকম বাক্যের অর্থ এই যে—'জ্ঞানরূপ তিনি যেন হৃদয়ে সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকেন।' হে ভগবন্! আপনারই অনুগ্রহে আপনাকে যেন চিরকাল দেখতে সমর্থ হই;—আপনি যেন আমার অন্তরে চিরজাগরুক থাকেন। ঐ মন্ত্রাংশের প্রার্থনা এইরকম ব'লেই আমরা মনে ক'রি।—যদিও ভাষ্যকারের সাথে

নানা বিষয়ে আমাদের মতান্তর ঘটেছে, তথাপি লৌকিক হিসাবে ভাষ্যকারের অর্থ কখনও অসঙ্গত নয়। যে কার্যে মন্ত্রের যে বিনিয়োগ এবং সেই অনুসারে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, সে বিষয়ে আমাদের বিরুদ্ধ মত পোষণ করবার কোনও কারণ নেই। তবে আমাদের পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণে মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন হয়, বঙ্গানুবাদে আমরা তা-ই ব্যক্ত করেছি ॥ ৪॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : মহদ্ব্রহ্ম

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : দ্যাবাপৃথিবী। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

প্রথম মন্ত্র

ইদং জনাসো বিদথ মহদ্ ব্রহ্ম বদিষ্যতি।
ন তৎ পৃথিব্যাং নো দিবি যেন
প্রাণন্তি বীরুধঃ ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — হে প্রার্থনাকারিগণ অথবা অর্চনাপরায়ণ জনগণ অথবা হে আমার মনোবৃত্তিসমূহ! তোমরা এই সত্যকে বা ব্রহ্মকে জেনো। সত্য বা ব্রহ্মই সেই মহত্ত্বাদিগুণসম্পন্ন বিশ্বব্যাপক ব্রহ্মকে বিজ্ঞাপিত করেন অর্থাৎ জানিয়ে দেন। যে ব্রহ্মের অনুগ্রহে ওষধিসমূহ অর্থাৎ অমরত্ববিধায়ক অমৃত—অবিনাশিরূপে বিদ্যমান, সেই ব্রহ্ম আমাদের সম্বন্ধীয় অর্থাৎ পাপপূর্ণ এই পৃথিবীতে থাকেন না এবং দ্যুলোকেও থাকেন না। (ভাব এই যে—ভগবানই ভগবানের স্বরূপ জানিয়ে দেন। তাঁতেই সুখ-আরোগ্য-সম্পদ ইত্যাদি বিদ্যমান। তিনিই অমৃতত্ববিধায়ক। কিন্তু পাপী তাঁর সাথে সম্বন্ধশূন্য) ॥ ১॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই সূক্তের মন্ত্রগুলির তিনরকম বিনিয়োগের বিষয় সূক্তানুক্রমণিকায় পরিদৃষ্ট হয়। প্রথম—বন্ধ্যা স্ত্রীর পুত্রজনন-কার্যে মন্ত্রসমূহের দ্বারা উদক অভিষেক প্রদান করতে হয়। শিংশুপা শাখায় উদকের দ্বারা বন্ধ্যা স্ত্রীর মস্তকে শান্তিজল প্রক্ষেপ করণীয়। দ্বিতীয়—এই সূক্তের দ্বারা পুষ্টিকাম এবং সম্পৎকাম ব্যক্তি দ্যাবাপৃথিবী যাগ বা উপাদান করবে। তৃতীয়—এই সূক্তের প্রথম মন্ত্র দর্শপূর্ণ মাসেষ্টিতে পত্নীর অঞ্জলিতে উদপাত্র নিনয়নে বিনিযুক্ত হয়। —এইরকম প্রয়োগবিধির অনুসরণে ভাষ্যকার উদকাত্মক ব্রহ্মের সত্ত্বা প্রতিপাদিত করবার উদ্দেশ্যে মনুস্মৃতি হ'তে এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতা হ'তে দু'টি প্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন, এবং তারই অনুসরণে 'ব্রহ্ম' পদে 'ব্রহ্মণঃ প্রথম কার্যং' অর্থ অধ্যাহার করেছেন। তিনি আরও অধ্যাহার করেছেন,—'মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিঃ' পদ। ঐ অধ্যাহৃত পদ 'বদিষ্যতি' ক্রিয়াপদের কর্তৃপদরূপে পরিগৃহীত। বস্তুতঃ ঐরকম কোনও পদ অধ্যাহার না করলে, 'বদিষ্যতি' ক্রিয়াপদের অন্বয় হওয়া কঠিন। আবার 'ব্রহ্ম' পদকে কর্মপদরূপে গ্রহণ করায়, তার বিভক্তি-ব্যত্যয় সংঘটিত হয়েছে। অর্থ হয়েছে—'ব্রহ্মণঃ প্রথমকার্যম্'। কিন্তু আমরা ব'লি, ঐ ব্রহ্ম শব্দে 'উদকাত্মক ব্রহ্ম' বা 'ব্রহ্মণঃ প্রথমকার্যম্' অর্থ ব্যক্ত করে না। 'ব্রহ্ম' পদে—মন্ত্রকে এবং ভগবান্‌কে বোঝায়। মন্ত্রই মন্ত্রশক্তির বিষয় বিজ্ঞাপিত করবেন, অথবা ভগবানই তাঁর স্বরূপ বিজ্ঞাপিত করবেন। 'মহদ্ ব্রহ্ম বদিষ্যতি' মন্ত্রাংশে এই ভাব ব্যক্ত করছে ব'লে আমরা মনে ক'রি। 'মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ব্রহ্মের প্রথম কার্য তোমাদের বলবেন'—এ অর্থে কি কোনও সৎ-ভাবের উপলব্ধি হয়?

না—বেদমন্ত্রের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব সংরক্ষিত হয়? মন্ত্রে যখন ঋষির কথা নেই, তখন ঋষির সম্বন্ধ টেনে এনে কেন নিত্যসত্য সনাতন বেদমন্ত্রের অর্থান্তর ঘটাবো? সুতরাং আমরা ভাষ্যকারের অর্থ এই বিষয়ে গ্রহণ করতে পারলাম না। পক্ষান্তরে, প্রথম অনুবাকের দ্বিতীয় মন্ত্রে যে ভাব উপলব্ধি করেছি, এখানেও আমরা সেই ভাবই পরিগ্রহণ ক'রি। অন্তরস্থিত সৎ-ভাবই সকল বিষয় জানিয়ে দেয়—সেখানে তা দেখেছি। এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি,—ভগবানই বা ভগবৎ বিভূতিসমূহই ভগবানের স্বরূপ জানিয়ে থাকে। আবার মন্ত্রশক্তির মাহাত্ম্য অলৌকিক। শাস্ত্রসম্মতভাবে মন্ত্র উচ্চারিত হ'লে, মন্ত্রের এক অলৌকিক শক্তি প্রকাশ পায়; সে মন্ত্রে অঘটন সংঘটন হয়। সেই মন্ত্রশক্তির প্রভাবে ভগবানও বিচলিত হয়ে পড়েন। আবার মানুষ সৎ-বৃত্তির সাহায্যে—বিবেক-বুদ্ধির প্রেরণায়—ভগবানের স্বরূপ জানতে পারে। হৃদয়ে জ্ঞানের সঞ্চার হ'লে, অন্তরে সৎ-বৃত্তির উদয় হ'লে, অন্তর আপনিই ব'লে দেয়—'ভগবান্ কেমন বা কোথায় কি ভাবে অবস্থিত আছেন।' অন্তর ভক্তিযুত হ'লে, হৃদয় সৎ-ভাবে পরিপূর্ণ হ'লে, আপনা-আপনিই মানুষ তা জানতে পারে। ভক্তের হৃদয়ই ভগবানের বাসস্থান, ভক্তির পূজাই তাঁর প্রকৃত পূজা। তিনি অন্তরিক্ষেও থাকেন না, স্বর্গেও থাকেন না, মর্ত্যেও থাকেন না। তিনি তো নিজেই বলেছেন,—'নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তাঃ যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদঃ॥' এ তত্ত্ব—এ নিগূঢ় রহস্য—একমাত্র ভক্তিসহযুত হৃদয়ই ব্যক্ত করতে পারে; একমাত্র ভগবৎ-অনুগ্রহেই তা জানতে পারা যায়। আর একমাত্র মন্ত্রশক্তি সে স্বরূপ ব্যক্ত করতে সমর্থ। মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'ভগবৎ-অনুগ্রহে আমার অন্তরই যেন ভগবানের স্বরূপ জানিয়ে দেয়। সে তত্ত্ব অবগত হয়ে আমি যেন অমৃতত্ব লাভে সমর্থ হই এবং আমার যেন পরম মঙ্গল লাভ হয়।' আমরা মনে ক'রি, মন্ত্রের মধ্যে এই ভাবই নিহিত। মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধনমূলক। নিজের মনোবৃত্তি-সমূহকে সম্বোধনে ভগবানের স্বরূপ-তত্ত্ব মন্ত্রে পরিব্যক্ত হয়েছে।—'বীরুধঃ' পদে ওষধির অর্থাৎ সুখারোগ্য-সম্পদের ভাব ব্যক্ত করে ব'লে মনে ক'রি। 'যেন বীরুধঃ প্রাণন্তি'—বলবার তাৎপর্য এই যে, ওষধিতে ব্যাধি নাশ হয়। নির্ব্যাধি না হ'তে পারলে, ভগবৎ-আরাধনায় নানা অন্তরায় উপস্থিত হয়। পাপ-বৃত্তিই সকল ব্যাধির মূলীভূত। মন্ত্রের ঐ অংশের ভাব এই যে,—'পাপস্পর্শে আমি যেন ব্যাধিগ্রস্ত না হই। অপিচ, সর্বব্যাধি-বিনির্মুক্ত হয়ে আমি যেন ভগবৎ-আরাধনায় বিনিযুক্ত হ'তে পারি।' অথবা সকল ব্যাধির প্রধান যে ভবব্যাধি, মন্ত্রাংশে সেই ভবব্যাধি-নাশের কামনা প্রকাশ পেয়েছে ব'লেও মনে করতে পারি। ফলতঃ ভাষ্যকার ঐ অংশের যে অর্থ নিষ্পন্ন করেছেন, তাতে মন্ত্রাংশের কোনই সার্থকতার বিষয় উপলব্ধ হয় না। ভগবান্ কি কেবল ওষধিকেই জীবিত রাখেন? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলই তো তাঁরই রক্ষায় ও পালনে জীবিত থেকে আপন আপন কার্যে বিনিযুক্ত রয়েছে। সুতরাং একমাত্র 'বীরুধঃ' বা ওষধিসমূহকে জীবিত রাখেন, এরকম উক্তির তাৎপর্য কি? পূর্বোক্তরূপ ভবব্যাধি-নিবারণের কামনাই এখানে ব্যক্ত ব'লে আমরা মনে ক'রি। এ ব্যতীত, ঐ অংশে অন্য কোনও উচ্চভাব প্রকাশ করে ব'লে মনে হয় না। এইরকমে আমরা মন্ত্রে যে ভাব উপলব্ধি ক'রি, আমাদের বঙ্গানুবাদে তা পরিব্যক্ত ॥ ১॥

◆

দ্বিতীয় মন্ত্র

অন্তরিক্ষ আসাং স্থাম শ্রান্তসদামিব।
আস্থানমস্য ভূতস্য বিদুষ্টদ্ বেধসো ন বা ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — তপস্যার ও আত্ম-উৎকর্ষের দ্বারা পরমপদপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের ন্যায় অথবা সাধুগণ যেমন তপস্যার দ্বারা ও আত্ম-উৎকর্ষের প্রভাবে শ্রেষ্ঠপদে অবস্থান করেন—সেইরকম, সর্বাভীষ্টপূরক ভগবানের যোগ্য আসন অন্তরিক্ষবৎ অনন্তপ্রসারিত ভক্তের হৃদয়ে নির্দিষ্ট আছে। (ভাব এই যে, ভক্তের হৃদয়ই ভগবানের উপযুক্ত আসন; অতএব, ভক্তির দ্বারা ভগবান্‌কে পাবার জন্য প্রবুদ্ধ হচ্ছি—এটাই সঙ্কল্প)। ইহলোকে অথবা ইহজন্মে স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বচরাচরের বা জগতের প্রাণস্বরূপ ও কারণভূত ভগবানের স্বরূপকে মেধাবী ক্রান্তদর্শিগণ অবগত আছেন; অন্যে তা জানেন না। ভাব এই যে,—ভগবানের মাহাত্ম্য অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সাধকদেরও দুর্জ্ঞেয়; সুতরাং অজ্ঞান ব্যক্তির পক্ষে যে দুর্জ্ঞেয় হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? ভগবান্ স্বয়ং যদি আপন স্বরূপ বিজ্ঞাপিত না করেন, মানুষ কেমন ক'রে তা জানতে সমর্থ হবে? অতএব, সেই জ্ঞান লাভ করতে হ'লে, ভগবানের অনুগ্রহ-লাভই সর্বথা বিধেয় ॥ ২॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — মন্ত্রটি সরলভাবদ্যোতক। ভক্তের হৃদয়ই ভগবানের যোগ্য আসন, ভক্তির দ্বারাই ভগবান্‌কে পাওয়া যায়। ভগবানের স্বরূপ দুর্জ্ঞেয়, ভগবৎ-ভক্ত সাধকও তাঁর স্বরূপের বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভে সমর্থ হন না। তিনি যদি জানিয়ে দেন, তবেই তাঁর স্বরূপ জানা যায়। এ ব্যতীত, সে তত্ত্ব দুরধিগম্য। সুতরাং ভগবানের স্বরূপ জানতে হলে, ভগবানের অনুগ্রহলাভে প্রযত্নপর হওয়া একান্ত কর্তব্য। মন্ত্র এই উপদেশ প্রদান করছেন ব'লে মনে হয়।—ভাষ্যমতে এই মন্ত্রে অপের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। ওষধি-সমূহের জীবনহেতুভূত অপ্—পৃথিবীর ও স্বর্গের মধ্যস্থলে অন্তরিক্ষ-লোকে অবস্থিত; এবং অপের এই অবস্থিতির বিষয় মনু ইত্যাদি জ্ঞানিগণও অবগত নন। ভাষ্যকার মন্ত্রের এইরকম তাৎপর্য নির্দেশ করেছেন। কিন্তু আমাদের অর্থ তা হ'তে স্বতন্ত্র পথ পরিগ্রহ করেছে। আমাদের বঙ্গানুবাদে সেই বিষয় উপলব্ধ হবে। মন্ত্রের মধ্যে অপ্-বোধক কোনও পদ পরিদৃষ্ট হবে না। আর ভাষ্যানুমোদিত অর্থে মন্ত্রের কোনও উচ্চভাব দ্যোতিত হয় ব'লেও মনে হয় না। আমরা মনে ক'রি, মন্ত্রটি ভগবৎ-সম্বন্ধে প্রযুক্ত। সে পক্ষে মন্ত্রে যে ভাব পরিব্যক্ত, প্রথমেই তা প্রকাশিত হয়েছে ॥ ২॥

◆

তৃতীয় মন্ত্র

যদ্ রোদসী রেজমানে ভূমিশ্চ নিরতক্ষতম্।
আর্দ্রং তদদ্য সর্বদা সমুদ্রস্যেব স্রোত্যাঃ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — দ্যাবাপৃথিবী অথবা দ্যাবাপৃথিবীবৎ সর্বব্যাপী আধাররূপী জ্ঞানভক্তি হৃদয়ে প্রদ্দীপিত হ'লে, পৃথিবীবৎ সর্বধারণক্ষম হৃদয় নিশ্চয়ই ভগবানের করুণাধারা ধারণ করতে সমর্থ হয়। সমুদ্রগামী নদী যেমন অক্ষীণতোয় হয়ে প্রবাহিত হয়, সেইরকম ভগবানের সেই করুণাধারা ইহলোকে ও পরলোকে সকলকালেই অক্ষীণ অর্থাৎ শেষরহিত হয়ে আছে। (ভাব এই যে, —ভগবানের করুণার অন্ত নেই। জ্ঞান ও ভক্তির দ্বারা সেই করুণা লাভ করতে পারা যায়। জ্ঞানভক্তি লাভের পরে মানুষ ভগবানের করুণা আপনা-আপনিই লাভ ক'রে থাকেন) ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — মন্ত্রটি বিশেষ জটিলতা-পূর্ণ। এই মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে বিশেষ আয়াস স্বীকার করতে হয়েছে। ভাষ্যের প্রচলিত অর্থে মন্ত্রের কোনও উচ্চভাব বোধগম্য হয় না। ভাষ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ

করেছেন, প্রথমে তার মর্ম দেখা যাক। ভাষ্যমতে, মন্ত্রটি বিশ্বসৃষ্টিবিষয়ক। মন্ত্রের অর্থ,—'হে দ্যাবাপৃথিবী! জল-উৎপাদনে ব্যাপৃত হয়ে পৃথিবী-লোকে ও দ্যুলোকে তোমরা প্রাক্-উদীরিত জলকে উৎপাদন করেছিলে। সেই উদক বর্তমানকালে ও সকলকালে, সমুদ্রগামী নদীর ন্যায়, আর্দ্রগুণযুক্ত ও শোষরহিত হয়ে বিদ্যমান আছে।' ভাষ্যের অনুসারী যে সমস্ত অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাতে উদকের সম্বন্ধ দৃষ্টিগোচর হয় না। অপিচ, সেই সমস্ত অনুবাদে মন্ত্রের যে অর্থ সূচিত হয়, ভাষ্যের অর্থ অপেক্ষা তা কিছুটা উচ্চভাবদ্যোতক।—যাই হোক, আমাদের অর্থ ভিন্নপথ পরিগ্রহণ করেছে। সে মতে,—জ্ঞান ও ভক্তিই ভগবানের করুণা-লাভের একমাত্র উপায়। হৃদয়ে যখন জ্ঞানের ও ভক্তির স্ফুরণ হয়, তখনই সে হৃদয়ে ভগবানের করুণার সঞ্চার হয়ে থাকে। ভগবানের করুণা অসীম অনন্ত। তার শেষ নেই—তার ক্ষীণতা নেই। সেই করুণা-স্রোত সর্বকালে সমভাবে প্রবাহিত। মন্ত্রে এই নিত্য-সত্য-তত্ত্ব প্রকটিত ব'লে মনে ক'রি। জ্ঞানভক্তি লাভ হ'লে, ভগবানের করুণা আপনা-আপনিই বর্ষিত হয়ে থাকে। সমুদ্রগামী স্রোতের মতো অর্থাৎ নদী যেমন অবাধগতিতে সমুদ্রের প্রতি প্রধাবমানা হয়, ভগবানের করুণাও তেমনি ভক্তের প্রতি আপনা-আপনিই বর্ষিত হয়ে থাকে। মন্ত্র প্রচ্ছন্নভাবে এই উপদেশ দিচ্ছেন ব'লে মনে হয় যে,—'যদি ভগবানের করুণা লাভ করতে চাও, জ্ঞানের অধিকারী হও; ভক্তিরসের অমৃতের দ্বারা হৃদয়কে অভিসিঞ্চিত করো। তাহ'লে করুণারূপী ভগবান্‌কে তুমি প্রাপ্ত হতে পারবে।'—আমাদের মনে হয়, মন্ত্রে এই ভাবই দ্যোতিত হচ্ছে ॥ ৩॥

◆

চতুর্থ মন্ত্র

বিশ্বমন্যামভীবারং তদন্যস্যামধিশ্রিতম্।
দিবে চ বিশ্ববেদসে পৃথিব্যৈ চাকরং নমঃ ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — সমগ্র জগৎ মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন আছে; অতএব, এই জগৎ মায়ায় অথবা তার আশ্রয়ভূত প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত আছে—বলা হয়; সেই জ্ঞান লাভের জন্য, আমি দ্যুলোককে এবং বিশ্বের জ্ঞানভূত পৃথ্বীলোককে সর্বতোভাবে নমস্কার করছি। (ভাব এই যে,—পৃথিবীর এবং স্বর্গের সম্বন্ধ বুঝে আমি যেন মায়ার বিভ্রম নাশ করবার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হই—এটাই কামনা) ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্রটিতে 'অপের' শ্রেষ্ঠত্ব-সূচনার জন্য দ্যাবাপৃথিবীকে প্রশংসা করা হয়েছে। সে পক্ষে ভাষ্যকার নানারকম অর্থ খ্যাপন ক'রে গিয়েছেন। প্রথমে 'বিশ্বং' পদটিকে তিনি 'কর্মে ষষ্ঠী' হবে ব'লে নির্দেশ করেছেন। (বিশ্বম্ ॥ কর্মনি ষষ্ঠ্যাভাবশ্ছান্দশঃ ॥ বিশ্বস্য অন্যাম্ ॥)। 'অন্যাং' পদও, তাঁর মতে, 'অন্যা' এইরকম প্রথমান্ত মূর্তি প্রাপ্ত হয়েছে। সেই অনুসারে মন্ত্রের প্রথম অংশের "বিশ্বং অন্যাং অভীবারং" (পাঠান্তরে—'অভীবারঃ' বা 'অভীবার') পদ তিনটির ভাব দাঁড়িয়েছে,—বিশ্বের সকলকে দ্যুলোক আবৃত ক'রে আছে; অর্থাৎ, সকল জগৎ অন্য অর্থাৎ দ্যুলোক কর্তৃক আচ্ছন্ন আছে। ভাষ্যানুসারী আর একরকম অর্থ—কর্তৃভূত সকল জগৎ অন্যকে অর্থাৎ দ্যুলোককে উদ্দেশ ক'রে সম্পূর্ণরূপে ভজনযুক্ত হয়েছিল;—বৃষ্টি-বিষয়ক প্রার্থনা জানিয়েছিল। এইরকম, মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের,"তৎ অন্যস্যাং অধিশ্রিতং" বাক্যাংশের, ভাষ্যানুসারী অর্থ এই যে,—'উক্ত বিশ্ব পৃথিবীকে আশ্রয় ক'রে বিদ্যমান আছে।' অতঃপর, মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের অর্থ নির্দেশ করা হয়েছে,—'দ্যুলোককে এবং ধনভূত অথবা জ্ঞানভূত পৃথিবীকে হবির্লক্ষণ অন্ন দান ক'রি অথবা নমস্কার ক'রি।'—এখন, আমরা বলি, 'অন্যাং' পদের লক্ষ্যস্থল— মায়া। কেন-না, মায়াতেই বিশ্বসংসার আচ্ছন্ন রয়েছে। এ পক্ষে, 'অভীবারং' পদে, ভাষ্যকার যে 'আচ্ছন্নং'

প্রতিবাক্য গ্রহণ করেছেন, তারই সার্থকতা দেখি। প্রথম চরণের প্রথমাংশে, "বিশ্বং অন্যাং অভীবারং" পদ তিনটিতে, উক্তরূপ ভাব পরিব্যক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, তারই দ্বিতীয় অংশে, এই জগৎ কা'কে আশ্রয় ক'রে অধিষ্ঠিত—তারই দ্যোতনা দেখতে পাই। এই যে 'অন্যস্যাং' পদ, এর দ্বারা মায়ার আশ্রয়ভূত প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। দর্শনের প্রতিপাদ্য সৃষ্টি-তত্ত্ব আলোচনা করলে, মায়াই বা কি এবং প্রকৃতিই বা কি—সেই বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ হ'লে, এই তত্ত্ব অধিগত হ'তে পারে। তার দ্বারা বুঝতে পারা যায়,—কি দ্যুলোক অথবা কি ভূলোক—সকলই প্রকৃতির ক্রিয়া। প্রকৃতির সেই ক্রিয়ার বিষয়—মায়ার সেই বিভ্রম আনয়নের মোহজাল-বিস্তার—আমরা যেন ছেদন করতে পারি; এইরকম সঙ্কল্প—এই মন্ত্রের মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে ব'লেই আমরা সিদ্ধান্ত ক'রি।—মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে যে নমস্কার করার ভাব প্রকাশ পেয়েছে, তাতেই বোঝা যায়, সে নমস্কারের উদ্দেশ্য কি? 'দিবে' দ্যুলোককে এবং 'পৃথিব্যৈ' পৃথিবী-লোককে আমরা যখন যুগপৎ নমস্কার করতে পারি, তখন সেই দু'য়ের মধ্যে যাঁর প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে, তাঁরই প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালিত হয় না কি? মায়ার খেলা, প্রকৃতির ক্রিয়া—তার যা মূলীভূত, পৃথিবীর প্রতি এবং দ্যুলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে করতে, ক্রমশঃ তাঁর প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। রূপ দেখতে দেখতে, রূপ যাঁর—তাঁর প্রতি লক্ষ্য পড়ে। এ পক্ষে, এই মন্ত্রের সঙ্কল্প এই যে,—'আমরা যেন পৃথিবীর ও স্বর্গের সম্বন্ধ পরিজ্ঞাত হবার চেষ্টা ক'রি।' কেন-না তা পরিজ্ঞাত হ'তে পারলেই তত্ত্বজ্ঞান অধিগত হয়। সেই জ্ঞানই ভগবৎ-প্রাপ্তি—সেই জ্ঞানই মোক্ষ।—এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'বিশ্ববেদসে' পদে পৃথিবীর এক বিশিষ্ট পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে। এই পৃথিবীর মনুষ্যই যে সকল জ্ঞানে জ্ঞানান্বিত হ'তে পারে, ঐ পদ তারই আভাস দিচ্ছে। এই পৃথিবীই, ইহলোকই সকল জ্ঞান লাভের কেন্দ্রস্থল। এখানে অবস্থিত থেকেই আমরা সকল জ্ঞানে জ্ঞানী হ'তে পারি। যে পৃথিবী সেই জ্ঞানের আলয়, এখানে সেই পৃথিবীকে নমস্কার করা হয়েছে। অজ্ঞান-আঁধারে যা আচ্ছন্ন, তার প্রতি এখানকার লক্ষ্য নয়। দ্যুলোক—স্বর্গ—সকল জ্ঞানের আধার। সেই স্বর্গকে, আর বিশ্ববেদস যে পৃথিবী—সেই পৃথিবীকে, নমস্কার করা হয়েছে। নমস্কার বা পূজা বলতে অনুসরণ অর্থই প্রকাশ পায়। দেবতার পূজায়, দেবত্বের অনুসরণে, হৃদয়ে দেবভাবের সঙ্কল্প আসে। এই সকল বিষয় নানা স্থানে বুঝিয়ে আসা হয়েছে। সেই দৃষ্টিতেই দ্যুলোকের প্রতি এবং জ্ঞানভূত পৃথিবীর প্রতি নমস্কারে, সেই দু'য়ের অন্তর্নিহিত গুণাবলির আদর্শ অনুধ্যানের ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরকমে এই মন্ত্রে মায়া-মোহের বিভ্রম বিনাশ-পূর্বক তত্ত্বজ্ঞান-লাভের কামনাই প্রকাশমান দেখা যায়। আমাদের মতে, আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণে এই দর্শন আদৌ অসঙ্গত ও অসমীচীন নয় ॥ ৪॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : আপঃ

[ঋষি : শন্তাতি। দেবতা : (চন্দ্রমা), আপঃ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

প্রথম মন্ত্র

হিরণ্যবর্ণাঃ শুচয়ঃ পাবকাঃ যাসু জাতঃ
সবিতা যাস্বগ্নিঃ।
যা অগ্নিং গর্ভং দধিরে সুবর্ণাস্তা ন আপঃ
শং স্যোনা ভবন্তু ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — হিতরমণীয়-বর্ণবিশিষ্ট (অর্থাৎ গুণসমূহের দ্বারা চিত্তাকর্ষক), বিশুদ্ধ, শোধনকারী শক্তিসমূহ যা হ'তে (অর্থাৎ যে শুদ্ধসত্ত্ব হ'তে) সঞ্জাত হয় এবং যা হ'তে (অর্থাৎ যে শুদ্ধসত্ত্ব হ'তে) পবিত্রকারক সবিতা এবং জ্ঞানদেবতা উৎপন্ন হন; যে দেবগণ (অর্থাৎ যে শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ) জ্ঞানদেবতাকে (জ্ঞানকে) আপন গর্ভে ধারণ করেন; আবিল্য-পরিশূন্য আকাঙ্ক্ষণীয় সেই প্রসিদ্ধ জনহিতসাধক শুদ্ধসত্ত্বরূপ দেবতা আমাদের প্রতি শান্তিপ্রদায়ক ও সুখসাধক হোন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—যার দ্বারা অন্তর পবিত্র হয়, যাতে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, যাতে সকল রকম সুখশান্তি অধিগত হ'তে পারে, সেই শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের হৃদয়ে জেগে উঠুক ॥ ১ ॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই সূক্তের 'হিরণ্যবর্ণাঃ' প্রভৃতি চারটি ঋক্, যেখানেই অপ্-দেবতার বিনিয়োগ আছে, সেখানেই বিনিযুক্ত হয়ে থাকে। গোদানাখ্য সংস্কার-কর্মে, মধুপর্কে পাদ্যোদক অভিমন্ত্রণে, অনুদক-দেশে উদক-প্রাদুর্ভাব-লক্ষণের জন্য, উদকপূর্ণ কলশ ভঙ্গ হ'লে নব-কলশ-সংস্থাপনে এবং পুষ্পাভিষেকে কলশ-অভিমন্ত্রণে এই সূক্তের প্রয়োগ বিহিত আছে।—ভাষ্যানুসারে সূক্তের অন্তর্গত প্রথম মন্ত্রের উদ্দিষ্ট দেবতা—অপ্। অপ্‌কে অর্থাৎ জলকে সম্বোধন ক'রেই এই মন্ত্রের অর্থ ভাষ্যে অধ্যাহৃত হয়েছে। সেই অনুসারে 'হিরণ্যবর্ণাঃ' পদ অপেরই (জলেরই) বর্ণ প্রকাশ করছে। হিরণ্যের বর্ণের ন্যায় যে জলের বর্ণ, তা-ই এখানকার লক্ষ্যস্থল। 'শুচয়ঃ' এবং 'পাবকাঃ' পদ দু'টিতে—জল যে স্নান-পান ইত্যাদির দ্বারা মানুষকে শুদ্ধ করে, তা-ই বোঝানো হয়েছে। সবিতা এবং অগ্নি যে জল হ'তে উৎপন্ন হন, তার প্রমাণ-স্বরূপ ভাষ্যে নির্দেশ করা হয়েছে,—'সমুদ্র হ'তে সূর্যের উদয় প্রত্যক্ষীভূত হয়ে থাকে। মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ-রূপে এবং সমুদ্রের মধ্যে বাড়বানল-রূপে অগ্নির বিদ্যমানতা পরিলক্ষিত হয়। অতএব, 'যাসু অগ্নিঃ' বাক্যের সার্থকতা। এই ভাবে, 'অগ্নি যে জলের গর্ভে আছে, তা প্রতিপন্ন হয়ে থাকে।' উপসংহারে সেই জলকে আহ্বান-পূর্বক বলা হয়েছে,—'জল আমাদের রোগনাশক এবং সুখকারক হোক।' ভাষ্যের এটাই মর্ম।—আমাদের পরিগৃহীত অর্থে আমরা যথাপূর্ব অপ্-শব্দে শুদ্ধসত্ত্বকে—হৃদয়ের সৎ-ভাব ইত্যাদিকে নির্দেশ করেছি। সায়ণের ভাষ্যেও সময়ে সময়ে পদার্থবিশেষের উল্লেখ-প্রসঙ্গে তাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পরিকল্পনা দেখা যায়। সে ভাব প্রকাশ না করলে, বস্তু-পক্ষে অর্থ পরিগ্রহণ করবার প্রয়াস পেলে, অনেক স্থলে সঙ্গত অর্থই সিদ্ধ হয় না। ফলতঃ, প্রায় প্রত্যেক মন্ত্রেই রূপকের অধ্যাস দেখা যায়। আমরা যেখানে যেখানেই অপ্-শব্দের ব্যবহার দেখেছি, সেই সকল স্থলেই দেবভাবের (শুদ্ধসত্ত্বের) প্রতি লক্ষ্য রয়েছে—বুঝেছি। এখানেও সেই দৃষ্টিতেই সৎ-অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বলা হয়েছে—'হিরণ্যবর্ণাঃ'। সত্ত্বভাবে দেবত্বে ঐ বিশেষণের উপযোগিতা সম্যক্ দৃষ্ট হয়। সত্ত্বভাব যে রমণীয়, তা যে লোকের আপনা-হ'তেই চিত্তাকর্ষক, পরন্তু তা যে লোকের হিতসাধক, তা আর বোঝাবার প্রয়োজন হয় না। যেমন হিরণ্যের প্রতি লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হয়, দেবত্বের সত্ত্বভাবের প্রতিও মানুষের চিত্ত সেইরকম আকৃষ্ট হয়ে থাকে। এই সংসারে কে না দেবত্বের অধিকারী হ'তে অভিলাষ করেন? তাই বলা হয়েছে—'হিরণ্যবর্ণা'। দেবত্ব স্বয়ং নির্মল বিশুদ্ধিতাসম্পন্ন; এবং দেবত্বের সংস্পর্শে অপরেও বিশুদ্ধিতা লাভ করে। তাই বলা হয়েছে—'শুচয়ঃ পাবকাঃ'। সবিতা এবং অগ্নি যে সত্ত্বভাব হ'তে উৎপন্ন হন, তার তাৎপর্য এই যে,—পবিত্রতাসাধক জ্ঞান এবং জ্ঞানের উৎপাদক অবস্থা সত্ত্বভাব হ'তেই সঞ্জাত হয়ে থাকে। মানুষ যতই সৎকর্মপরায়ণ ও সত্ত্বভাবের অনুসারী হবে, ততই তার মধ্যে জ্ঞান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে। কর্মে ও জ্ঞানে পারস্পরিক অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। যেখানেই সৎকর্মের অনুষ্ঠান, সেখানেই জ্ঞানের উদ্ভূতি; আবার যেখানেই জ্ঞানের বিকাশ, সেখানেই সৎকর্মের অনুষ্ঠানে রতি মতি প্রবৃত্তি। এই দৃষ্টিতেই, অগ্নিকে, অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নিকে সত্ত্বভাব যে নিজের মধ্যে উৎপন্ন করেন—গর্ভে ধারণ করেন, তা বোধগম্য হয়। মন্ত্রের প্রার্থনা এই যে,—"সুবর্ণাঃ তাঃ আপঃ নঃ শং

স্যোনাঃ ভবন্তু।" তার মর্ম এই যে,—'সুবর্ণবৎ রমণীয় আকাঙ্ক্ষণীয় সেই যে 'আপঃ' অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ, তাঁরা আমাদের মধ্যে বিদ্যমান থেকে আমাদের শান্তি ও সুখ প্রদান করুন।' আমরা সিদ্ধান্ত ক'রি, মন্ত্রে এইরকম ভাবই প্রকাশিত হয়েছে ॥ ১॥

◆

দ্বিতীয় মন্ত্র

যাসাং রাজা বরুণো যাতি মধ্যে সত্যানৃতে
অবপশ্যন্ জনানাম্।
যা অগ্নিং গর্ভং দধিরে সুবর্ণাস্তা ন আপঃ
শং স্যোনা ভবন্তু ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — সেই দেবগণের (শুদ্ধসত্ত্বসমূহের) অভ্যন্তরে অবস্থিত থেকে মনুষ্যগণের সৎ ও অসৎ কর্মকে অবগত হয়ে, সেই অনুসারে, পাপীদের নিগ্রহকর্তা ও পুণ্যাত্মাগণের রক্ষক, অভীষ্টবর্ষণকারী বরুণদেব, মনুষ্যগণের নিকট গমন করেন বা তাদের প্রাপ্ত হন; (ভাব এই যে,— মন্যুষ্যগণের সৎ-অসৎ কর্ম অনুসারে অভীষ্টবর্ষক দেবতা তাদের রক্ষক বা দণ্ডদাতা হন) ; যে দেবতাগণ (অর্থাৎ যে শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ) জ্ঞানদেবতাকে (জ্ঞানকে) আপন গর্ভে ধারণ করেন; আবিল্যপরিশূন্য আকাঙ্ক্ষণীয় সেই প্রসিদ্ধ জনহিতসাধক শুদ্ধসত্ত্ব-রূপ দেবতা আমাদের প্রতি শান্তিপ্রদায়ক ও সুখসাধক হোন। (ভাব এই যে,—যে শুদ্ধসত্ত্বের অভ্যন্তরে সৎ-অসৎ কর্মের ফলদাতা দেবতা বাস করেন, সেই শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের শান্তিপ্রদ ও সুখসাধক হোক ॥ ২॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটি পূর্ব মন্ত্রেরই অনুবর্তী। সুতরাং প্রার্থনা অভিন্নই রয়েছে। জ্ঞান যার অভ্যন্তরে বিদ্যমান রয়েছে, সেই সত্ত্বভাব আমাদের শান্তিপ্রদ ও সুখসাধক হোন; অর্থাৎ জ্ঞান-সহযুত সত্ত্বভাবের অধিকারী হয়ে আমরা যেন সুখ-শান্তি লাভ করতে পারি;—প্রার্থনার এটাই তাৎপর্য। তবে এই মন্ত্রের প্রথম চরণটি কিছু বৈচিত্র্যসম্পন্ন। 'অপের' অর্থাৎ জলের অধিপতি বা রাজা— বরুণ। ভাষ্যে প্রকাশ,—তিনি পাপীর নিগ্রহকর্তা; তিনি জলের মধ্যে অর্থাৎ সমুদ্রের গর্ভে অবস্থিতি করেন। সেখানে অবস্থিতি ক'রে, তিনি মনুষ্যগণের সত্যভাষণ ও মিথ্যাকথন লক্ষ্য ক'রে থাকেন এবং সেই অনুসারে আপন হস্তে পাশ ধারণ ক'রে আছেন। এক দৃষ্টিতে দেখতে গেলে এই উপাখ্যান যে ভ্রান্তি-মূলক, আপনা-হ'তেই তা উপলব্ধি করা যায়। পূর্বমন্ত্রের ব্যাখ্যাতে ও ভাষ্যে সেই ভ্রমের পরিচয় পেয়েছি। সেখানে আছে—সূর্য সমুদ্র হ'তে উত্থিত হন। এখানে দেখছি, বরুণ-সম্বন্ধেও সেই ভাব প্রকাশমান। কিন্তু তা যে রূপক, তা বলাই বাহুল্য। যাই হোক, ভাষ্যের অর্থ হতেই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, বরুণ দেবতা রাজার ন্যায় বিদ্যমান থেকে সৎকর্মকারিগণকে পালন এবং অপকর্মকারিগণকে দণ্ডপ্রদান করেন। আমরা 'বরুণঃ' পদে 'অভীষ্টবর্ষণকারী দেব' অর্থ গ্রহণ ক'রি। সে দেবতা সকলেরই সকল প্রকার কামনা পূরণ ক'রে থাকেন। কিন্তু এখানে এই মন্ত্রে তার কর্ম বিশিষ্টভাবে নির্দেশ করা হয়েছে—বুঝতে পারি। মন্ত্রের অন্তর্গত "জনানাং সত্যানৃতে অবপশ্যন্" বাক্যাংশে তাঁর সেই কর্মের ভাব প্রকাশ পেয়েছে। তিনি সত্যও দেখেন এবং অসত্যও দেখেন; সৎকর্মের প্রতিও লক্ষ্য করেন এবং অসৎকর্মের প্রতিও লক্ষ্য করেন। সেই লক্ষ্য অনুসারেই মনুষ্যগণকে তিনি আশ্রয়দান বা দণ্ডপ্রদান ক'রে থাকেন। কিন্তু সেই দেবতারও আবাস-স্থান—

'অপের' অর্থাৎ সত্ত্বভাবের মধ্যে। যেখানে সত্ত্বভাব আছে, সেইখানেই তিনি বিদ্যমান থেকে মানুষের সৎ-অসৎ কর্মের ফলদাতা হন। তাঁর আবাস-স্থান-স্বরূপ যে সত্ত্বভাব, তা আমাদের মধ্যে সঞ্চিত হোক এবং তার দ্বারা আমরা যেন সুখের ও শান্তির অধিকারী হই। এটাই এই মন্ত্রের প্রার্থনার মর্মার্থ ॥ ২॥

◆

তৃতীয় মন্ত্র

যাসাং দেবা দিবি কৃণ্বন্তি ভক্ষং যা অন্তরিক্ষে
বহুধা ভবন্তি।
যা অগ্নিং গর্ভং দধিরে সুবর্ণাস্তা ন আপঃ
শং স্যোনা ভবন্তু ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — দীপ্তিদানাদিগুণবিশিষ্ট দেবভাবসমূহ (ইন্দ্র ইত্যাদি দেবগণ) যে 'অপের' অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বের সারভূত অমৃতকে স্বর্গলোকে উপভোগ্য করেন এবং যে 'অপ্' অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বসমূহ অন্তরিক্ষে অর্থাৎ অন্যান্য সর্বলোকে নানা রকমে (বহুরূপে) বিদ্যমান আছে; এবং যে 'অপ্' অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বসমূহ জ্ঞানাগ্নিকে আপন অভ্যন্তরে ধারণ ক'রে আছে; আকাঙ্ক্ষণীয় সেই লোকহিতসাধক সত্ত্বভাবসমূহ আমাদের শান্তিপ্রদায়ক ও সুখসাধক হোক। (ভাব এই যে,—স্বর্গলোক সত্ত্বভাবের নিলয়; অন্যলোকে সত্ত্বভাবসমূহ বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত আছে; জ্ঞানের আশ্রয়ভূত সেই সত্ত্বভাবসকল আমাদের সুখশান্তির প্রবর্ধক হোক—এই আকাঙ্ক্ষা) ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণ পূর্ববর্তী মন্ত্র দু'টির দ্বিতীয় চরণের অনুরূপ। সুতরাং দ্বিতীয় চরণের অর্থ এখানেও অভিন্ন রয়েছে। মন্ত্রটির প্রথমাংশে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা ব্যাখ্যাত হয়েছে। হৃদয়ে দেবভাব সঞ্জাত হ'লেই শুদ্ধসত্ত্বরূপ অমৃত উপভোগের অধিকার জন্মায়। সত্ত্বভাব সর্বত্রই নানা প্রকারে বিদ্যমান আছে; কিন্তু তা উপভোগের জন্য হৃদয়কে প্রস্তুত করা চাই। কর্ম ও জ্ঞান সাধনার দ্বারা হৃদয়কে পবিত্র দেবভাবসম্পন্ন করা চাই। তবেই শুদ্ধসত্ত্বরূপ অমৃত উপভোগ করতে সামর্থ্য জন্মাবে। যাতে আমরা উপযুক্ত সাধনার দ্বারা সেই অধিকার লাভ করতে পারি, মন্ত্রে সেই প্রার্থনাই দেখতে পাওয়া যায়। অমৃত পানের অধিকার জন্মালে, তার ফলে, পরম সুখ ও শান্তিলাভ ঘটবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই সেই চরম ও পরম শান্তি লাভের জন্য মন্ত্রে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে।—যাঁরা সত্ত্বগুণসম্পন্ন, যাঁদের হৃদয় বিশুদ্ধ ও নির্মল, তাঁরা তো আপনা-আপনিই অমৃত লাভ করবেন। কিন্তু অধম পতিত আমরা কি সেই অমৃত-পানে বঞ্চিত থাকব? বিশ্ব ব্যেপেই তো সেই সত্ত্বভাবের প্রকাশ আছে। তবে কেবল অধম আমরাই কি সেই সত্ত্বভাব হ'তে এবং তার আনুষঙ্গিক অমৃতত্ব হ'তে বঞ্চিত হবো? তা তো নয়! প্রাণ ভ'রে অমৃতময়কে ডাকার মতো ডাকতে পারলে তিনি নিজেই তো দয়াপরবশ হয়ে অধম পাপীকেও অমৃতের অধিকারী ক'রে থাকেন? সেই ডাকার মতোই তাঁকে একবার ডেকে দেখি না! মন্ত্রে তাই প্রার্থনা হচ্ছে—ভগবানের কৃপায় সেই অমৃতবারির ধারা আমাদের মস্তকে বর্ষিত হোক; আমরাও অমৃতত্ব লাভ করি ॥ ৩॥

◆

চতুর্থ মন্ত্র

শিবেন মা চক্ষুষা পশ্যতাপঃ শিবয়া
তন্বোপ স্পৃশত ত্বচং মে।
ঘৃতশ্চুতঃ শুচয়ো যাঃ পাবকাস্তা ন আপঃ
শং স্যোনা ভবন্তু ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ দেবগণ! মঙ্গলরূপ জ্ঞান-দৃষ্টির সাথে অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী আমার হৃদয়ে উপজিত হোন অর্থাৎ যাতে আমার ইষ্ট লাভ হয়, তা বিহিত করুন। অপিচ, মঙ্গলপ্রদ অর্থাৎ ইষ্টপ্রাপক স্পর্শের দ্বারা আমার হৃদয়কে প্রাপ্ত হোন; (ভাব এই যে,—আমার হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব উপজিত হোক)। অমৃতপ্রাপক বিশুদ্ধ পবিত্রকারী যে শুদ্ধসত্ত্ব-রূপ দেবতা, সেই দেবতা আমাদের প্রতি শান্তিপ্রদায়ক এবং মঙ্গলবিধায়ক হোন; (ভাব এই যে, —অমৃত-প্রাপক, শুদ্ধসত্ত্বভাব-সমূহ আমাদের পরাশান্তি প্রদান করুক) ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। মন্ত্রের ভাব সরল ও সহজবোধ্য! হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চারের নিমিত্ত প্রার্থনাই এই মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। এই মন্ত্রের ভাব সূক্তান্তর্গত অন্যান্য মন্ত্রের ভাবের সাথে একসূত্রে গ্রথিত। অন্যান্য মন্ত্রে পরোক্ষ প্রার্থনা আছে। কিন্তু এই মন্ত্রে সত্ত্বভাবকে দেবতারূপে গ্রহণ ক'রে তাঁর নিকট প্রত্যক্ষভাবে প্রার্থনা করা হচ্ছে। সেই প্রার্থনার মর্ম এই সূক্তের অন্যান্য মন্ত্রের প্রার্থনার অনুরূপ। —শুদ্ধসত্ত্ব পরম-মঙ্গলবিধায়ক। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হ'লে মানুষ পরম মঙ্গলের পথে অগ্রসর হয়। সত্ত্বভাবের সাথে জ্ঞান অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। তাই সত্ত্বভাবের সাথে জ্ঞান-উন্মেষের প্রার্থনা মন্ত্রের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। অমৃত-প্রাপক সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়ে উপজিত হোক, হৃদয় পরাজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হোক, এই জ্ঞানের আলোকে আমরা যেন পরম মঙ্গলের পথে অগ্রসর হ'তে পারি—এইরকম প্রার্থনার ভাবই মন্ত্রের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। পরমমঙ্গল পরাজ্ঞান যে শুদ্ধসত্ত্বের সাথে একসূত্রে গ্রথিত, তা-ই এই মন্ত্রের প্রথমাংশে প্রখ্যাত হয়েছে। দ্বিতীয় অংশের বিষয় পূর্ব মন্ত্রগুলিতে এবং বিশেষভাবে আমাদের এই বঙ্গানুবাদে ব্যক্ত হয়েছে ॥ ৪॥

◆

ষষ্ঠ সূক্ত : মধুবিদ্যা

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : মধুবনস্পতি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

প্রথম মন্ত্র

ইয়ং বীরুন্মধুজাতা মধুনা ত্বা খনামসি।
মধোরধি প্রজাতাসি সা নো মধুমতস্কৃধি ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — হে অমৃতবিধায়ক শুদ্ধসত্ত্বভাব! সাধকের হৃদয়ে বর্তমান, তুমি স্বভাবতঃ অমৃত

হ'তে উৎপন্ন; আমরা তোমাকে অমৃতত্বলাভের জন্য পরমার্থকামনায় যেন লাভ করতে পারি; তুমি অমৃত (অথবা অমৃতের স্বরূপ) হ'তে উৎপন্ন। সাধকের হৃদয়ে অথবা ভগবানে বর্তমান তুমি আমাদের অমৃতযুত (ইষ্টসিদ্ধিযুত) করো। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ হ'তে সত্ত্বধারা প্রবাহিত হয়; আমরা সত্ত্বভাবের প্রভাবে যেন তা লাভ করতে সমর্থ হই) ॥ ১॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই সূক্তের অন্তর্গত মন্ত্রগুলির তিনরকম বিনিয়োগের বিষয় ভাষ্যানুক্রমণিকায় পরিদৃষ্ট হয়। প্রথম—পরিযজ্জকর্ম-সমূহে সভায় প্রবেশের পূর্বে এই সূক্তটি পাঠ ক'রে মধুক নামা বীরুধ ভক্ষণ করবে। দ্বিতীয়,—বিবাহ ইত্যাদি কর্মে এই মন্ত্রে অভিষিক্ত ক'রে রক্তসূত্রের দ্বারা মধুকমণি হস্তাঙ্গুলিতে ধারণ করবে। তৃতীয়—বিবাহ ইত্যাদি উপলক্ষে চাতুর্থিকা-কর্ম-সমূহে শয়নকালে মধুকমণি পিষ্ট ক'রে এই সূক্তের দ্বারা অভিমন্ত্রণের পর বরবধূ পরস্পর গমন করবে। অশ্বমেধ-যজ্ঞে ব্রহ্মোদ্যবদনেও এই সূক্তের বিনিয়োগ আছে। (অশ্বমেধে ব্রহ্মোদ্যবদনেঽপি এতৎ সূক্তং)।—অনুক্রমণিকার এই নির্দেশ গ্রহণ ক'রে ভাষ্যকার 'বীরুৎ' পদের অর্থ গ্রহণ ক'রেছেন—মধুকনামা লতা; এবং তার জন্য 'মধু' পদেরও নানারকম অর্থ নিষ্পন্ন হয়েছে। কিন্তু আমাদের ব্যাখ্যায় আমরা সে অর্থ গ্রহণ করিনি। আমরা পূর্বেই (১কা-৬অ-৪সূ-১ম) প্রদর্শন করেছি যে, 'বিরুৎ' পদে অমরত্ববিধায়ক বস্তুর নির্দেশ করে। সেই অর্থে আমরা এখানে 'বিরুৎ' (বীরুৎ) পদে অমৃতত্ববিধায়ক সত্ত্বভাবকেই লক্ষ্য ক'রে, 'মধু' পদে পূর্বাপরই 'অমৃত' অথবা 'অমৃতস্বরূপ ভগবান্' অর্থ গ্রহণ করেছি। তার দ্বারা যে অর্থ পাওয়া যায়, তা আমাদের বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হবে।—এই মন্ত্রে সত্ত্বভাবের মহিমা প্রখ্যাপিত হয়েছে। সেই সত্ত্বভাব লাভের প্রার্থনাই মন্ত্রে বিদ্যমান আছে। সত্ত্বভাবই অমৃতত্ত্বের বিধায়ক। সত্ত্বভাবের সাহায্যেই মানুষ ভগবানের সাথে নিজের সংযোগ উপলব্ধি করতে পারে। অমৃতস্বরূপ ভগবান্ হ'তে সত্ত্বভাব সমুদ্ভূত। ভগবৎ-অঙ্গীভূত সেই সত্ত্বভাবের সাহায্যে মানুষ অমৃতত্ত্ব-লাভে অধিকারী হয়। তাই সেই পরমধন-লাভের উপায়ভূত সত্ত্বভাব-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা মন্ত্রের মধ্যে ফুটে উঠেছে।—সত্ত্বভাব সর্বত্র সর্বজীবের হৃদয়েই বর্তমান আছে। আধারের প্রকৃতি ও প্রকার ভেদে তার বিকাশের বিভিন্নতা হয় মাত্র। যা সর্বত্র আছে, তা আপন হৃদয়ে ধারণ করবার সামর্থ্য-লাভের জন্য প্রার্থনা ও সাধনার প্রয়োজন। ভগবান্ অমৃতস্বরূপ। তাঁর হ'তেই অমৃতধারা জগতে প্রবাহিত হয়। সাধকের হৃদয় তার বিশেষ আধার মাত্র। মন্ত্রের প্রার্থনা,—"নঃ মধুমতং কৃধি"—অর্থাৎ আমাদের মধুযুক্ত করুন। আমরা যেন অমৃতত্ব লাভ করতে পারি, আমরা যেন অমৃত হই ॥ ১॥

◆

দ্বিতীয় মন্ত্র

জিহ্বায়া অগ্রে মধু মে জিহ্বামূলে মধুলকম্।
মমেদহ ক্রতাবসো মম চিত্তমুপায়সি ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — আমার রসনায় অমৃত বর্তমান হোক, বাক্-যন্ত্রে অমৃত বিদ্যমান থাকুক; (ভাব এই যে,—আমার সকলরকম প্রার্থনা সর্বদা অমৃতসম্বন্ধি হোক)। হে অমৃতসম্বন্ধি শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি আমার সর্বরকম কর্মে নিশ্চিতরূপে বর্তমান থাকো; অপিচ, তুমি আমার অন্তরকে প্রাপ্ত হও অর্থাৎ হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হও; (ভাব এই যে,—আমার সর্বরকম কর্ম সদাকাল অমৃত-সম্বন্ধি এবং ইষ্টপ্রাপক হোক) ॥ ২॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই মন্ত্রটির প্রচলিত ব্যাখ্যায় রূপকের আভাষ আছে। আমাদের চিত্ত মধুময় হোক, বাক্য মধুময় হোক, আমার বাক্য ও চিত্ত উভয়ই পরমার্থলাভে সদা বিনিযুক্ত থাকুক,—এটাই ব্যাখ্যার সারমর্ম। কিন্তু আমাদের ব্যাখ্যা একটু ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করেছে। আমাদের বাক্য কর্ম চিন্তা সমস্তই অমৃতলাভের জন্য প্রযুক্ত হোক, কায়েন-মনসা-বাচা আমরা অমৃতত্বলাভের জন্য প্রবুদ্ধ হই,—আমার বাক্য ও চিত্ত উভয়ই পরমার্থ-লাভে বিনিযুক্ত হোক,—এটাই আমাদের ব্যাখ্যার সার মর্ম। নচেৎ, আমাদের জিহ্বাতে মধু থাকুক অথবা কর্মে মধু বর্তমান থাকুক—এই ব্যাখ্যার কোনও সার্থকতা দেখতে পাওয়া যায় না। আমরা যা বলবো, যা করবো, তা যেন আমাদের অমৃতের সন্ধান দেয়, আমাদের চিন্তা যেন আমাদের অমৃতত্ত্বের পথে নিয়ে যায়। আমাদের সর্বরকম প্রচেষ্টা আমাদের সেই পরম সুখ ও শান্তির পথে নিয়ে যাক, আমরা যেন আমাদের শক্তিকে সর্বরকমে জীবনের সেই পরম ও চরম উদ্দেশ্য-সাধনে নিযুক্ত করতে সমর্থ হই। ভাষ্যে 'মধুকলতে' সম্বোধন পদ পরিদৃষ্ট হয়। মন্ত্রের মধ্যে কিন্তু সেরকম কোনও পদের সমাবেশ নেই। জিহ্বাতে মধু ইত্যাদি রসের সমাবেশ থাকলে বাক্য সকলের নিকট মধুর ও সুশ্রাব্য হয়—ভাষ্যকার প্রথমাংশে এই ভাব অধ্যাহার করেছেন। আমরা ব'লি,—মন্ত্রাংশ আরও উচ্চভাবমূলক। 'জিহ্বার অগ্রভাগে ও মূলদেশে মধু বর্তমান থাকুক'—এই বাক্যে আমরা অন্য ভাব উপলব্ধি ক'রি। 'আমাদের বাক্য ও কার্য যেন মধুময় হয় অর্থাৎ আমরা কখনও ভুল ক'রেও যেন ভগবানের গুণানুকীর্তন ভিন্ন অন্য কিছু না ক'রি, আমাদের বাক্য সর্বদা যেন আমাদের অমৃতের আধার ভগবানের প্রতি প্রধাবিত করে',—উক্ত বাক্যে আমরা এমনই তাৎপর্য উপলব্ধি ক'রি। ফলতঃ, কায়মনোবাক্যে হরিকথা ভিন্ন যেন অন্য কথা আমাদের রসনায় না আসে। বাক্য হরিময় হোক,—সর্বস্ব শ্রীহরিতে সমর্পণ ক'রে হরিপাদপদ্মে লীন হয়ে যাই, মন্ত্রের প্রতি পাদের প্রতি শব্দে এই ভাবেরই পরিস্ফুরণ লক্ষ্য ক'রি ॥ ২॥

◆

তৃতীয় মন্ত্র

মধুমন্মে নিক্রমণং মধুমন্মে পরায়ণম্।
বাচা বদামি মধুমদ্ ভূয়াসং মধুসংদৃশঃ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — আমার ইহজীবন (অথবা ভগবৎসন্নিকর্ষ-লাভের নিমিত্ত আমার অনুষ্ঠান-সমূহ) অমৃতময় (ভগবৎপ্রাপ্তিমূলক) হোক; আমার পরজীবন (ভগবৎসন্নিকর্ষলাভ) অমৃতময় (ভগবৎপ্রীতিসাধক) হোক; বাক্-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যা বলবো, সেই সবই যেন অমৃতলাভ-বিষয়িণী হয় অর্থাৎ আমার বাক্য ভগবৎ-প্রীতিমূলক হোক; আমি যেন (সকলের প্রীতিভূত) অমৃতযুক্ত হই। (ভাব এই যে—আমি যেন কায়মনোবাক্যে সর্বতোভাবে অমৃতত্বলাভে সমর্থ হই ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই মন্ত্রটিও পূর্ব মন্ত্রের ন্যায় অমৃতলাভ-বিষয়ক। এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের সাথে আমাদের অনৈক্য ঘটেছে। ভাষ্যকার মধুকলতাকে সম্বোধন ক'রে মন্ত্রের ব্যাখ্যা আরম্ভ করেছেন। কিন্তু আমাদের মতে এখানে মধুকলতাকে টেনে আনবার কোনও প্রয়োজন নেই। 'মধু' শব্দে আমরা সর্বত্রই অমৃত অর্থ গ্রহণ করেছি। এখানেও এই অর্থেরই সুসঙ্গতি দেখতে পাই। 'নিক্রমণং' পদে 'ইহজীবনং' এবং 'পরায়ণং' পদে 'পরজীবনং' অর্থ গ্রহণ করেছি। যা আমাদের নিকটে রয়েছে, যার মধ্যে আমরা রয়েছি, তা আমাদের এই বর্তমানজীবন ইহলোক। আবার এই পরিদৃশ্যমান জগৎ হ'তে বিদায় গ্রহণ ক'রে যখন বহুদূরে—লোকান্তরে—গমন করবো, তখন যে জীবন আরম্ভ হবে, তা এই জগৎ হ'তে দূরে,—

তাই পরজীবন। তাই 'নিক্রমণং' এবং 'পরায়ণং' পদ দু'টিতে যথাক্রমে ইহজীবন এবং পরজীবন অর্থ সুসঙ্গত ব'লে মনে হয়। নতুবা নিকট গমন এবং দূরগমন মধুময় হোক,—এই বাক্যের বিশেষ কোনও সার্থকতা দেখতে পাওয়া যায় না। তাই এই মন্ত্রের মধ্যে এই প্রার্থনাই দেখতে পাই—"আমার জীবন—ইহকাল ও পরকাল—মধুময় হোক, আমার প্রত্যেক বাক্য অমৃতলাভের বিষয়ভূত প্রার্থনায় পর্যবসিত হোক। আমি যা বলবো, তা-ই যেন আমাকে অমৃতের পথে অগ্রসর ক'রে দেবার উপযোগী হয়। আমি যেন অমৃতের অধিকারী হই।" 'নিক্রমণং' এবং 'পরায়ণং' পদ দুটির আর যে সুসঙ্গত অর্থ, তার আভাষ বঙ্গানুবাদে প্রদত্ত হয়েছে। সে মতে 'নিক্রমণং' পদের অর্থ হয়,—'ভগবৎ-সন্নিকর্ষলাভায় মম অনুষ্ঠানং'। ভাষ্যে ঐ পদের 'সন্নিহিতার্থেষু প্রবর্তনং' এক অর্থ আছে। কার 'সন্নিহিতার্থে প্রবর্তন'? আত্ম-উৎকর্ষসম্পন্ন ব্যক্তি ভগবানের সন্নিকটে গমনই শ্রেয়ঃ-সাধক ব'লে মনে করেন। অনুষ্ঠান-সমূহ আপনা-আপনিই ভগবৎপ্রাপ্তিমূলকভাবে যাতে অনুষ্ঠিত হয়, সেই প্রচেষ্টাই তাঁর দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর আকাঙ্ক্ষাও সেইরকমই হয়ে থাকে। আবার ভগবানের সন্নিকর্ষ লাভ ক'রেও যাতে তাঁর পরিতৃপ্তি বিধান করতে পারেন, সে আকাঙ্ক্ষাও তাঁতে দেখতে পাওয়া যায়। পাছে, তাঁর অনুষ্ঠান ভগবানের প্রীতিমূলক না হয়, পাছে তিনি পুনরায় তাঁর বিরাগভাজন হয়ে সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েন, এই আশঙ্কা সর্বদা তাঁর মনে জাগরূক থাকে। তাই ভগবৎসন্নিকর্ষ লাভেও যাতে ভগবানের প্রীতিসাধন করতে পারেন, তাঁর প্রীতিকর কার্যের অনুষ্ঠানে সমর্থ হন,—সেই সঙ্কল্প 'মধুমন্মে পরায়ণং' পদ দু'টিতে প্রকাশ পেয়েছে। আমার কর্ম, আমার মন, আমার বাক্য ভগবানের প্রীতিসাধক হোক, মন্ত্রের এই ভাব প্রকাশ পেয়েছে। আমি যেন এমন কর্ম না ক'রি, যাতে ভগবানের প্রীতি উপজিত না হয়; আমার মনে এমন চিন্তার উদয় না হয়, যার দ্বারা আমি ভগবান্ হ'তে দূরে সরে পড়ি; আমার রসনা হ'তে এমন বাক্য যেন নিঃসৃত না হয়, যার সাথে ভগবানের কোনও সম্বন্ধ না থাকে। ফলতঃ, কিবা কার্যে কিবা চিন্তায়, কিবা বাক্যে সর্ববিষয়ে ভগবানের প্রীতি উৎপাদন ক'রে তাঁতে আত্মলীন করবার আকাঙ্ক্ষাই এই মন্ত্রে প্রকাশ পেয়েছে। মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্যও তা-ই। ভগবৎ-চরণে আত্মলীন হওয়া, অর্থাৎ অমৃতের সাগরে নিজেকে বিসর্জন দেওয়াই, মানুষের জীবনের পরম আকাঙ্ক্ষণীয় সর্বোত্তম পরিণতি। এই মন্ত্রে সেই পরিণতি লাভের জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয় ॥ ৩॥

◆

চতুর্থ মন্ত্র

মধোরস্মি মধুতরো মদুঘান্মধুমত্তরঃ।
মামিৎ কিল ত্বং বনাঃ শাখাং মধুমতীমিব ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — অমৃতলাভে (শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে) আমি যেন অমৃত (সৎ-ভাবসম্পন্ন) হই; অমৃতলাভে আমি যেন অমৃতযুক্ত (সৎ-ভাবসহযুত) হই; মধুযুক্ত বৃক্ষ যেমন মানুষের প্রীতি উৎপাদন করে; সেইরকম হে অমৃতস্বরূপ ভগবন্! সৎ-ভাব-কামনাকারী প্রার্থনাকারী আমাকে কলুষকলঙ্ক-পরিশূন্য সৎ-ভাবসম্পন্ন ক'রে আপনাকে প্রাপ্ত করুন অর্থাৎ আমাকে উদ্ধার করুন। (মন্ত্রটি সঙ্কল্পমূলক। ভাবার্থ—অমৃত লাভ ক'রে আমি যেন অমৃত হয়ে যাই) ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই সূক্তের প্রায় সকল মন্ত্রেরই ভাবধারা একরকম। বিভিন্নরকম শব্দপ্রয়োগের সাহায্যে নানাভাবে এই ভাবের বিকাশ মন্ত্রগুলিতে দেখতে পাওয়া যায়। সেই ভাব—অমৃত-লাভের প্রার্থনা। এই মন্ত্রের মধ্যে অতিশয়-অর্থে 'তরপ্' প্রত্যয়ের ব্যবহার সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। আমি মধু

হ'তে মধুতর হবো—এ কথার অর্থ কি? জগতের সকল সামগ্রীর মধ্যেই অমৃতের বীজ নিহিত আছে। সাধনার ফলে, ভগবানের কৃপায় তা-ই বিকশিত হয়ে মানুষকে পূর্ণত্ব প্রদান করে—অমৃতময় করে। এই বীজ-অবস্থা হ'তে বিকশিত অবস্থায়—পূর্ণত্বের অবস্থায়—যাবার প্রার্থনাই এই মন্ত্রের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। ক্ষুদ্রত্ব হ'তে মহত্ত্বে যাবার, মৃত্যুর পথ হ'তে অমৃতে যাবার যে অমৃতবীজ মানুষের মধ্যে আছে, তাকে পূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোলবার জন্য প্রার্থনাই এই মন্ত্রের মধ্যে প্রাপ্ত হই। ভাষ্যকার এই মন্ত্রেও মধুকলতে সম্বোধন পদ অধ্যাহার ক'রে যে ব্যাখ্যা করেছেন, তা আমরা গ্রহণ করতে পারিনি। সাধারণ মধুকলতার দ্বারা মানুষ কিভাবে মধুময় হ'তে পারে—তা বোধগম্য হওয়া সুকঠিন। পরন্তু, নিত্যসত্য বেদমন্ত্রের সাথে অনিত্য লতার সম্বন্ধ টেনে এনে, বেদের নিত্যত্বেই বা বিঘ্ন ঘটাবার প্রয়োজন কি? আমরা মনে করি, বেদের মন্ত্রের সাথে পার্থিব কোনও সামগ্রীরই সম্বন্ধ বিদ্যমান নেই। অপিচ, নিত্যসত্য বেদের মধ্যে সেই সাধারণ অর্থ অপেক্ষা অনেক উচ্চ নিগূঢ় ভাব নিহিত আছে ব'লেই আমরা মনে ক'রি। সেই ভাব—অমৃতলাভের প্রার্থনা—যা বেদের অন্যত্র "মৃত্যুর্মো অমৃতং গময়" প্রার্থনায় ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। আমরা সেই ভাবধারারই অনুসরণ করবার প্রয়াস পেয়েছি ॥ ৪॥

◆

পঞ্চম মন্ত্র

পরি ত্বা পরিতত্নুনেক্ষুণাগামবিদ্বিষে।
যথা মাং কামিন্যসো যথা মন্নাপগা অসঃ ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ — হে ভগবন্! সর্বত্রব্যাপকমধুরত্বহেতু লোকে যেমন ইক্ষু কামনা করে, আমি সেইভাবে আপনাকে সম্যক্‌ভাবে প্রাপ্ত হবার জন্য প্রার্থনা ক'রি; কাময়মানা পতিপরায়ণা পত্নী যেমন আপন পতিকেই কামনা করে, আপনি আমার প্রতি সেইরকম অনুরাগসম্পন্ন হোন, অর্থাৎ আপনি যেন আমাদের পরিত্যাগ না করেন; অপিচ, হে ভগবন্! যাতে আমাকে পরিত্যাগ না করেন, সেইরকম বিহিত করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক; সর্বতোভাবে আমি যাতে ভগবৎপরায়ণ হ'তে পারি, হে ভগবন্! সেইরকম বিহিত করুন) ॥ ৫॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এ মন্ত্রটি অত্যন্ত জটিলতা-সম্পন্ন। ভাষ্যকার সম্বোধনে 'হে জায়ে' পদ অধ্যাহার ক'রে ব্যাখ্যা আরম্ভ করেছেন। (হে জায়ে ত্বা ত্বাং পরিতৎনুনা পরিতেন সর্বতোব্যাপেন—ইত্যাদি)। কিন্তু 'জায়া' পদ অধ্যাহার করলেও অর্থ খুব পরিষ্কার ও সুসঙ্গত হয়নি। বিশেষতঃ ভাষ্যকার যে অর্থের কল্পনা করেছেন, সেই অর্থে একটি লৌকিক বিষয়ের নির্দেশ করে মাত্র। তথাপি ব্যাখ্যাতে 'পরিতত্নুনা ইক্ষুণা' পদ দু'টির বিশেষ সার্থকতা থাকেনি। এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্বতন্ত্র। আমরা মনে ক'রি, এই মন্ত্র বর্তমান সূক্তের অন্তর্গত অন্যান্য মন্ত্রের মতোই অমৃতস্বরূপ ভগবান্‌কেই লক্ষ্য করে। সর্বতোভাবে অমৃতত্বলাভের জন্য প্রার্থনা এই মন্ত্রে আছে। পত্নী যেমন পতির সাথে মিলিত হন, তিনি যেমন তাঁর প্রতি অনুরাগ-সম্পন্ন অপিচ তাঁরা যেমন পরস্পর একাত্মতা লাভ করেন; সেইরকম অবিচ্ছিন্নভাবে অমৃতলাভের জন্য এই স্থলে প্রার্থনা করা হয়েছে। 'আমরা যেন অমৃত হ'তে পারি, আমাদের জীবন যেন অমৃতময় হয়, আমরা যেন কখনও অমৃত হ'তে বিচ্ছিন্ন না হই। আমরা যেন পরিপূর্ণ অমৃতের পথে অগ্রসর হয়ে জীবন সার্থক করতে পারি।' এইরকম প্রার্থনাই মন্ত্রের মধ্যে নিহিত আছে ॥ ৫॥

◆

সপ্তম সূক্ত : দীর্ঘায়ুঃপ্রাপ্তিঃ

[ঋষি : অথর্বা (আয়ুষ্কামঃ)। দেবতা : হিরণ্যম, ইন্দ্রাগ্নী, বিশ্ব দেবগণ। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্।]

প্রথম মন্ত্র

যদাবধ্নন্ দাক্ষায়ণা হিরণ্যং শতানীকায় সুমনস্যমানাঃ।
তৎ তে বধ্নাম্যায়ুষে বর্চসে বলায়
দীর্ঘায়ুত্বায় শতশারদায় ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ — আত্মশক্তিশালী শোভনান্তঃকরণবিশিষ্ট সৎ-ভাবসম্পন্ন ব্যক্তিগণ রিপুজয়ের নিমিত্ত যে সৎকর্মসাধন-সামর্থ্য-রূপ শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে সঞ্চয় করেন; হে মোক্ষকামী আত্মা (আমি)! তোমার মঙ্গলকামনায় শুদ্ধসত্ত্বরূপ প্রসিদ্ধ সেই রত্ন, সাধনশক্তি লাভের জন্য, আত্মশক্তির উন্মেষণের নিমিত্ত, অনন্তশক্তি লাভের জন্য এবং অনন্তজীবন প্রাপ্তির নিমিত্ত আমি যেন ধারণ করতে সমর্থ হই। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধনমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে আমি যেন সৎকর্ম সাধনের সামর্থ্য লাভ করতে পারি) ॥ ১ ॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — এই সূক্তের অন্তর্গত মন্ত্রগুলির নানারকম বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। ভাষ্যকার সেই বিনিয়োগের অনুসরণ ক'রে মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা করেছেন। সূক্তানুক্রমণিকায় প্রকাশ,—সকল রকম সম্পৎকর্মে, আয়ুষ্কামনায়, উপনয়নে এবং অলঙ্কারধারণ প্রভৃতি কর্মে এই মন্ত্রগুলি প্রযুক্ত হয়ে থাকে। ভাষ্যকার সেই অনুসারেই 'হিরণ্যং' প্রভৃতি পদের অর্থ করেছেন। মন্ত্রের লৌকিক প্রয়োগ যে ভাবেই নিষ্পন্ন হোক, সেই সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য নেই; তার বিরুদ্ধে মতও আমরা প্রকাশ করছি না। তবে তার অতিরিক্ত আধ্যাত্মিক প্রয়োগের বিষয়ে ঐ পদের অর্থ সম্বন্ধে আমরা সেই বিষয়ে ভাষ্যকারের সাথে একমত হ'তে পারিনি। আমাদের মতে 'হিরণ্যং' পদে হিতরমণীয় রত্নকেই বোঝায় সত্য; কিন্তু সেই হিতরমণীয় রত্ন কি? যা শ্রেয়ঃ ও প্রেয় উভয়ই, যা মানুষকে পরমানন্দের পথে নিয়ে যায়, অথচ যা মানুষের প্রিয়, সেই বস্তু শুদ্ধসত্ত্ব বা সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্য। সৎকর্মের দ্বারাই মানুষ স্বয়ং নিজের এবং অন্যের প্রকৃত হিতসাধন করতে পারে। পরিণামে শুদ্ধসত্ত্ব—সৎকর্মই মানুষের প্রিয় ব'লে বিবেচিত হয়। তাই 'হিরণ্যং' পদে আমরা শুদ্ধসত্ত্বকে বা সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্যকেই লক্ষ্য করেছি।—'অনীক' পদে সংগ্রাম, রিপুসংগ্রাম বোঝায়। তাই 'শতনীকায়' পদে 'রিপুজয়ায়' অর্থ গ্রহণ করেছি। 'শতানীকায়' অর্থাৎ বহু শত্রু জয়ের নিমিত্ত। মানুষের শত্রুর অন্ত নেই। অন্তঃশত্রু বহিঃশত্রু—নানা শত্রুর আক্রমণে মানুষ অহরহ বিপর্যস্ত হয়ে আছে। সেই সকল শত্রুজয়ের আকাঙ্ক্ষাই ঐ পদে প্রকাশ পেয়েছে। সৎকর্মের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বের উন্মেষণে চিত্তবৃত্তি নির্মল হ'লে মানুষ রিপুজয়ে সমর্থ হয়। সৎকর্মের সাহায্যে মানুষ অনন্ত জীবন লাভ করতে পারে। 'কীর্তিযস্য সঃ জীবতি'। সৎকর্মের সাধনেই মানুষ চিরজীবী হয়ে থাকে। সৎভাবের প্রভাবেই মানুষ সৎকর্মসাধনে সমর্থ হয়। সাধকগণ সেই সৎকর্মের দ্বারা নিজেদের জীবনকে উন্নত ও পবিত্র করেন। মন্ত্রের মধ্যে এই প্রার্থনাই আমরা দেখতে পাই।—'শতশারদায়' পদে ভাষ্যকার অর্থ করেছেন,—'শতসংবৎসর জীবনায়'। এই পদের দ্বারা মানুষের আয়ুর পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে ব'লে ভাষ্যকারের ধারণা। কিন্তু 'শত' শব্দ যে বহুসংখ্যা বোঝাতে—অনন্ত পরিমাণ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, তা আমরা বহুবার লক্ষ্য করেছি। এখানেও 'শত' শব্দ

অনন্ত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে ব'লে মনে ক'রি। সৎকর্ম-সাধনের দ্বারা অনন্ত-জীবন লাভ হয়। তাই সেই অনন্ত-জীবন-লাভের সাধনভূত সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্য প্রাপ্তির কামনা মন্ত্রে ফুটে উঠেছে।—প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে 'শতশারদায়' পদে প্রাচীন ভারতের মানুষের আয়ু-সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের এই অদ্ভুত ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই অনুসারে মানুষের আয়ু শতবর্ষ নির্দিষ্ট হয়। ঋগ্বেদেরও বহু স্থলে এই তথ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। পঞ্চাশ ষাট হাজার বর্ষজীবী মানুষের উপাখ্যান পরবর্তীকালের কল্পনা। অবশ্য, বর্ষ শব্দে বহু ক্ষেত্রে দিন বা মাসও কল্পিত হতো। কিন্তু এইস্থলের মতো প্রায় প্রতি স্থলেই শতবর্ষ, সহস্রবর্ষ ইত্যাদি পদের দ্বারা 'বহু' বা 'অপরিমিত' বর্ষই সূচিত হয় ও হতো ॥ ১॥

◆

দ্বিতীয় মন্ত্র

নৈনং রক্ষাংসি ন পিশাচাঃ সহন্তে দেবানামোজঃ
প্রথমজং হ্যেহতৎ।
যো বিভর্তি দাক্ষায়ণং হিরণ্যং স জীবেষু
কৃণুতে দীর্ঘমায়ুঃ ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — শুদ্ধসত্ত্বরূপ সৎকর্মসাধনসামর্থ্য সকলের আদিভূত। শুদ্ধসত্ত্বই দিব্যশক্তি প্রদান করে। শুদ্ধসত্ত্বকে রিপুগণ অভিভব করতে পারে না; (ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের বা সৎকর্মসাধনের দ্বারা রিপুজয় হয়); যে আত্মশক্তিসাধক শুদ্ধসত্ত্বরূপ সৎকর্মসাধন-সামর্থ্য প্রাপ্ত হন, তিনি প্রাণি-সমূহের মধ্যে অনন্ত জীবন লাভ করেন; (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রকাশক। ভাবার্থ—শুদ্ধসত্ত্বই সকলের মূলীভূত। শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে মানুষ সৎকর্মের সাধন-সামর্থ্য এবং অনন্তজীবন-লাভে সমর্থ হয়) ॥ ২॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে সৎকর্ম-সাধনের দ্বারাই মানুষ মুক্তির পথে অগ্রসর হ'তে পারে। সৎ-ভাবের দ্বারা চিত্ত নির্মল হয়, মনোবৃত্তি ঊর্ধ্বগামী হয়ে থাকে। মুক্তিলাভের নানারকম উপায়ের মধ্যে হৃদয়ে সৎ-ভাবের সঞ্চয় এবং সৎকর্মের সাধনই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সহজ উপায়। অন্তরের সৎ-বৃত্তিরাজি সৎকর্মের সাধনায় বিকশিত হয়ে থাকে। সৎকর্মের সাধনার দ্বারা হৃদয় মন উপযুক্তভাবে গঠিত হ'লে ভক্তি-জ্ঞানের সঞ্চার হয়। তাই সৎকর্মকে প্রথম সাধনোপায় বলা হয়েছে। অবশ্য সাধকভেদে প্রথমে জ্ঞান ও ভক্তিরও আবির্ভাব হ'তে পারে; কিন্তু তথাপি তার সঙ্গে কর্ম কোন-না-কোনও আকারে বর্তমান থাকে।—সৎকর্মের প্রভাবে শুদ্ধসত্ত্বের উন্মেষে রিপুগণ পরাজিত হয়। সুতরাং মানুষ অনায়াসেই তার চরম পরিণতির দিকে অগ্রসর হ'তে পারে। অনন্তজীবন-লাভের পথে মানুষের সর্বপ্রধান বিঘ্ন—রিপুশত্রুগণ। রিপুগণই মানুষকে তার গন্তব্য পথ হ'তে বিচ্যুত ক'রে দেয়। কর্মের প্রভাবে রিপুগণ পরাজিত হ'লে ঊর্ধ্বগতি সহজ ও সুগম হয়;—পরিণামে মানুষ পূর্ণত্ব লাভ করে। তাই সৎ-ভাবসম্পন্ন সৎকর্ম-সাধক অনন্তজীবন লাভ করতে পারেন। ভাষ্যকার 'রক্ষাংসি' 'পিশাচাঃ' প্রভৃতি পদে রাক্ষস পিশাচ প্রভৃতি কল্পনা করেছেন এবং পিশাচ পদের জ্বর ইত্যাদি উপদ্রব অর্থ করেছেন। যাস্কের মত অনুসারে 'রক্ষ' পদের অর্থ—যা হ'তে রক্ষা করতে হবে। আমরাও এই অর্থ সঙ্গত ব'লে মনে ক'রি। কিন্তু 'রাক্ষস' 'পিশাচ' প্রভৃতি

কোনরকম অদ্ভুত দেহধারী জীব আছে ব'লে মনে ক'রি না। আমাদের অন্তরস্থায়ী রিপুগণ হ'তেই আমাদের নির্মল সত্তাকে রক্ষা করতে হবে। তারাই প্রকৃত রাক্ষস। পিশাচ শব্দেও আমরা এই ভাব গ্রহণ ক'রি। আমাদের অন্তরস্থ রিপুরূপ রাক্ষস পিশাচ প্রভৃতি হ'তে আত্মরক্ষা করাই এখানকার উদ্দেশ্য। প্রচলিত ব্যাখ্যা হ'তে রাক্ষস পিশাচ প্রভৃতি অদ্ভুত জীবগণের আভাষ পাওয়া যায়; এবং এটাও অনুমান করা হয় যে, সেই সকল নরহিংসাকারী জীবগণ হ'তে রক্ষা পাবার জন্য প্রাচীনগণ নানারকম মন্ত্রপূত মাদুলী ও রত্ন প্রভৃতি ধারণ করতেন। কিন্তু মন্ত্রের প্রয়োগ যা-ই হোক, মন্ত্রের লৌকিক প্রয়োগ যে ভাবেই নিষ্পন্ন হোক, সে বিষয়ে অমাদের কোনই বক্তব্য নেই। আমরা তার অতিরিক্ত অন্য যে উচ্চভাব মন্ত্রের মধ্যে দেখতে পাই, আমাদের বঙ্গানুবাদে তা-ই প্রকাশ করেছি। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় বিশদীকৃত করা আবশ্যক মনে ক'রি। শুদ্ধসত্ত্ব ও সৎকর্ম—এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি মূল, তা নিয়ে অনেক সময় বিতণ্ডার উদয় হয়। বীজ বা বৃক্ষ—কোন্‌টি কোন্‌টির মূল, তা যেমন নির্দেশ করা দুরূহ, সৎ-ভাব ও সৎকর্ম সম্বন্ধেও সেইরকম। সৎকর্ম ভিন্ন সৎ-ভাবের উদয় হয় না; আবার সৎ-ভাব উন্মেষিত না হ'লে, সৎ-অসৎ বিচারশক্তি জন্মে না। অনেকে কর্মের প্রাধান্য খ্যাপন করেন, অনেকে আবার সৎ-ভাবকেই মূলীভূত ব'লে নির্দেশ করেন। তবে উভয়ই যে পরস্পর অভিন্ন সম্বন্ধ-বিশিষ্ট, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমরা সেই দৃষ্টিতেই অর্থ নিষ্পন্ন করেছি ॥ ২॥

◆

তৃতীয় মন্ত্র

অপাং তেজো জ্যোতিরোজো বলং চ
বনস্পতীনামুত বীর্যাণি।
ইন্দ্র ইবেন্দ্রিয়াণ্যধি ধারয়ামো অস্মিন্ তদ্
দক্ষমাণো বিভরদ্ধিরণ্যম্ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — শুদ্ধসত্ত্বসম্বন্ধি তেজঃশক্তি, জ্ঞানালোক, বীর্য, শক্তি এবং আত্মশক্তি সম্পন্নগণের শক্তি-সামর্থ্য, আমি যেন প্রাপ্ত হই; অপিচ ইন্দ্রশক্তিতুল্য মহাশক্তি আমি যেন ধারণ করতে সমর্থ হই। প্রসিদ্ধ সেই শুদ্ধসত্ত্বরূপ সৎকর্মসাধনসামর্থ্য আমাতে উপজিত হোক। (ভাব এই যে,—আমি যেন আত্মশক্তিসম্পন্ন হই এবং সৎকর্ম-সাধনের সামর্থ্য লাভ করতে পারি) ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — মানুষের মধ্যেই অনন্ত উন্নতির বীজ নিহিত আছে। সাধনার দ্বারা ভগবৎ-কৃপায় সেই শক্তিকে জাগরিত করতে পারলে জীবই শিব হয়ে ওঠে। ভগবানের করুণা-ধারা সমভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। যাঁরা নিজেদের মধ্যে সেই করুণাধারা ধারণ করবার উপযুক্ত শক্তির বিকাশ করতে পারেন, তাঁরাই তা লাভ করেন। তাঁদের হৃদয়ে আপনা-আপনি শুদ্ধসত্ত্বের বিকাশ হয়। আবার উপযুক্ত ধারণা-শক্তি না জন্মালে, ভগবানের কোনও দানই স্থায়ী হয় না; তাই আত্মশক্তি-লাভের জন্য এই প্রার্থনা। আত্মশক্তি লাভ করলে মানুষ সহজেই নিজের গন্তব্য-পথে চলতে পারে। প্রচলিত ব্যাখ্যার সাথে আমাদের ব্যাখ্যার মিল নেই। তবে এই মন্ত্রের লৌকিক বিনিয়োগের ব্যাপারে আমাদের স্বীকৃতি আছে ॥ ৩॥

◆

চতুর্থ মন্ত্র

সমানাং মাসামৃতুভিষ্ট্বা বয়ং সংবৎসরস্য
পয়সা পিপর্মি।
ইন্দ্রাগ্নী বিশ্বে দেবাস্তেহনু মন্যন্তামহৃণীয়মানাঃ ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ — হে আমার মন! বৎসরের দ্বারা, মাসপরিমাণ কালের দ্বারা এবং ঋতুসমূহের দ্বারা পরিগণিত নিত্যকাল তোমাকে শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা যেন আমি পূর্ণ করতে পারি; (ভাব এই যে,— নিত্যকাল যেন আমি শুদ্ধসত্ত্বভাবে পূর্ণ হই); বলৈশ্বর্যাধিপতি জ্ঞানদেব প্রমুখ সকল দেবতা প্রসন্ন হয়ে তোমার মঙ্গল বিধান করুন; (ভাব এই যে,—আমি যেন সকল দেবভাব লাভ করতে পারি) ॥ ৪ ॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা — ভাষ্যকারের মতে এই মন্ত্রের অর্থ দাঁড়ায় এই,—'মাস ঋতু প্রভৃতির দ্বারা পরিগণিত সম্বৎসর আমি তোমাকে গোধন ধান্য ইত্যাদির দ্বারা পূর্ণ করবো; ইন্দ্রাগ্নি প্রভৃতি বিশ্বদেবগণ অক্রোধ হয়ে তোমাকে অঙ্গীকার করুন।' আমাদের মতে, গোধন ধান্যের কোনও প্রসঙ্গ মন্ত্রে নেই। 'পয়সা' পদে আমরা শুদ্ধসত্ত্ব অর্থ গ্রহণ করেছি। মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধনমূলক। হৃদয়কে শুদ্ধসত্ত্বে পূর্ণ করবার জন্য প্রচেষ্টা এই মন্ত্রের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। সকল দেবগণের আশীর্বাদ প্রার্থনাও এই মন্ত্রের মধ্যে আছে। 'সকল দেবতা আমার প্রতি প্রসন্ন হোন, সকলের মঙ্গল আশীর্বাদ আমার মস্তকে বর্ষিত হোক। সকলের অনুকম্পায় অমি যেন জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করতে পারি।' এই ভাবের প্রার্থনাই মন্ত্রে দেখতে পাওয়া যায়। দেবতার কৃপাতেই হৃদয়ে দেবভাবের, শুদ্ধসত্ত্বের বিকাশ সম্ভবপর হয়। তাই মন্ত্রে হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উদ্বোধনের প্রার্থনাও করা হয়েছে ॥ ৪ ॥

॥ ইতি প্রথমং কাণ্ডং সমাপ্তম্ ॥

দ্বিতীয় কাণ্ড।

প্রথম অনুবাক

প্রথম সূক্ত : পরমং ধাম

[ঋষি : বেন। দেবতা : ব্রহ্ম, আত্মা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

বেনস্তৎ পশ্যৎ পরমং গুহা যদ্ যত্র বিশ্বং ভবত্যেকরূপম্।
ইদং পৃশ্নিরদুহজ্জায়মানাঃ স্বর্বিদো অভ্যনূযত ব্রাঃ ॥ ১॥
প্র তদ্ বোচেদ্ অমৃতস্য বিদ্বান্ গন্ধর্বো ধাম পরমং গুহা যৎ।
ত্রীণি পদানি নিহিতা গুহাস্য যস্তানি বেদ স পিতুষ্পিতাসৎ ॥ ২॥
স নঃ পিতা জনিতা স উত বন্ধুর্ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা ॥
যো দেবানাং নামধ এক এব তং সংপ্রশ্নং ভুবনা যন্তি সর্বা ॥ ৩॥
পরি দ্যাবাপৃথিবী সদ্য আয়মুপাতিষ্ঠে প্রথমজামৃতস্য।
বাচমিব বক্তরি ভুবনেষ্ঠা ধাস্যুরেষ নন্বেষো অগ্নিঃ ॥ ৪॥
পরি বিশ্বা ভুবনান্যায়মৃতস্য তন্তুং বিততং দৃশে কম্।
যত্র দেবা অমৃতমানশানাঃ সমানে যোনাবধ্যৈরয়ন্ত ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ — সত্য জ্ঞান ইত্যাদি লক্ষণসম্পন্ন পরব্রহ্মে সম্পূর্ণ বিশ্ব লীন হয়ে আছে; এই হেন ব্রহ্মকে বেন (সূর্য) দেখেছিলেন। এই ভৌতিক জগতে অভিন্ন এবং সর্বশক্তিযুক্ত হওয়ায় তাঁকে (পরব্রহ্মকে) তিনি (বেন) সূর্যের রূপে এবং নামে প্রকট করেছিলেন। তবেই উৎপন্ন প্রজাগণ সেই সূর্যকে জ্ঞাত হয় এবং সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে স্তব ক'রে থাকে॥ ১॥ রশ্মিবন্ত সূর্য হৃদয়-গুহায় স্থিত সেই ব্রহ্মকে আরাধকবৃন্দের নিকট বর্ণনা করুন। এই ব্রহ্মের তিন পাদ গুহায় স্থিত আছে, অর্থাৎ সাধারণ দৃষ্টি অথবা জ্ঞানের অন্তরালে অবস্থিত। সেই ব্রহ্মের জ্ঞান কেবল সত্য উপদেশের দ্বারাই লব্ধ হ'তে পারে॥ ২॥ সেই সূর্যাত্মক ব্রহ্ম (পরমাত্মা) আমাদের পোষক পিতা হন, তিনি আমাদের উৎপন্নকর্তা, তিনিই আমাদের ভ্রাতা ইত্যাদি। তিনিই আমাদের কর্মফলরূপ স্বর্গ ইত্যাদির জ্ঞাতা। সকল লোককে তিনি জ্ঞাতশীল। যে পরব্রহ্মকে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি ইন্দ্র, অগ্নি ইত্যাদি নামে লোকে প্রকট হয়ে থাকেন॥ ৩॥ আমি আকাশ পৃথিবী এবং সম্পূর্ণ বিশ্বকে তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্তি সম্পন্ন করেছি। সত্য ব্রহ্ম দ্বারা প্রথম উৎপন্ন সূত্রাত্মা যেমন সংসারকে ব্যাপ্ত ক'রে স্থিত থাকে, সেইরকমেই আমি স্থিত হয়েছি। বক্তার মধ্যে স্থিত বাণীর প্রযুক্ত হওয়া মাত্রই যেমন সকল জ্ঞান প্রকাশ পায় (জাত হয়), তেমনই তত্ত্বজ্ঞান প্রকট হ'তেই আমি সেই সব কিছুই প্রাপ্ত হয়ে গেছি॥ ৪॥ ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতা যে কারণভূত ব্রহ্মে লীন হয়ে যান এবং যে ব্রহ্মের বৃত্তিসমূহের দ্বারা সাক্ষাৎ হওয়ার পরমানন্দ ভোগ প্রাপ্ত হয়ে ইন্দ্রিয়সমূহ ব্রহ্মে মগ্ন হয়ে যায়, সেই ব্রহ্মের দর্শনার্থ আমি জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে বিভিন্ন লোকে অনেক বার ভ্রমণ সম্পন্ন করেছি ॥ ৫॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — দ্বিতীয়ে কাণ্ডে ষড় অনুবাকাঃ। তত্র প্রথমেনুবাকে পঞ্চ সূক্তানি। তত্র 'বেনস্তৎ' ইতি প্রথমং সূক্তং। তস্য অভিমতফলসিদ্ধ্যসিদ্ধিবিজ্ঞানকর্মসু বিনিয়োগঃ। তানি চ। পঞ্চপর্বযুতবেণুদণ্ডং কাম্পীলবৃক্ষশাখাং যুগং বা অভিমন্ত্র্য অভিমতকার্যং সঞ্চিন্ত্য সমে দেশে ঊর্ধ্ব ধারয়েৎ। যদি দণ্ডাদয়শ্চিন্তিতদিশি নিপতেয়ুঃ তদা কার্যসিদ্ধিং জানীয়াৎ বিপর্যয়ে তু অসিদ্ধিং। তদ্বদেব ইষুং সন্ধায় অনেন সূক্তেন অভিমন্ত্র্য বিসৃজেৎ। নির্দিষ্টলক্ষ্যপতনেন অর্থসিদ্ধি।। তথৈব দর্ভস্তম্বং অনেন অভিমন্ত্র্য কার্যং চিন্তয়িত্বা গণয়েৎ। সমসংখ্যায়াং অভিমত সিদ্ধিঃ। এবম্ ইধ্বং অভিমন্ত্র্য অগ্নৌ প্রক্ষিপেৎ। প্রদক্ষিণ জ্বলনেন ইষ্টসিদ্ধিঃ। তথৈব অক্ষান্ অনেন অভিমন্ত্র্য প্রক্ষিপেৎ। ইষ্টসংখ্যাপতনেন কার্যসিদ্ধিঃ।। এবং হস্তয়োরঙ্গুলিদ্বয়ং অনেন অভিমন্ত্র্য চিন্তয়েৎ। উদ্দিষ্টাঙ্গুলিস্পর্শনেন অভিলষিতসিদ্ধিঃ।। তথৈব একবিংশতিসংখ্যাকাঃ শর্করা অভিমন্ত্র্য ততো গৃহীত্বা বিভজেৎ। যথোদ্দেশং সমবিষমভাবেন অর্থসিদ্ধিঃ।। তথা নষ্টদ্রব্যবিজ্ঞানার্থং উদকুম্ভং হলং অক্ষান বা নববস্ত্রেণ আবেষ্ট্য সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য অরজোবিত্তে কুমার্যৌ হরতং ইতি ব্রূয়াৎ। তে চ যেন দিগ্‌ভাগেন হরেতাং ততো নষ্টং ইতি জানীয়াৎ।। তথৈব বিবাহাৎ প্রাক্ কুমার্যাঃ সৌভাগ্যাদিলক্ষণবিজ্ঞানকর্মন্যপি আকৃতিলোষ্টবল্মীকলোষ্টচতুষ্পথলোষ্ট-শ্মশানলোষ্টরূপাশ্চতস্রো মৃত্তিকা অনেনৈব সূক্তেন অভিমন্ত্র্য আসাং অন্যতমাং গৃহাণেতি কুমারীং ব্রূয়াৎ। তত্র আকৃতিলোষ্টবল্মীকলোষ্টয়োঃ স্পর্শনে কল্যাণং ভবতি। আকৃতিলোষ্টঃ ক্ষেত্রমৃত্তিকেতি পূর্বং উক্তং। চতুষ্পথলোষ্টস্পর্শনেন মরিষ্যতীতি জানীয়াৎ।। তথা কুমার্যা অঞ্জলৌ উদকং আপূর্য অভিমন্ত্র্য প্রক্ষিপেতি তাং ব্রূয়াৎ। যদি প্রাচীং দিশং প্রতি নিনয়েৎ তথা কল্যাণং প্রতীয়াৎ।। ...অত্র 'স নঃ পিতা জনিতা' ইত্যস্যা ঋচঃ অগ্নিচয়নে ষোড়শগৃহীতোত্তরার্ধাজ্যেন বৈশ্যকর্মণহোমে বিনিয়োগঃ।.... ইত্যাদি।। (২কা. ১অ. ১সূ.) ।।

টীকা — দেবভাষায় বিরচিত উপরোক্ত 'সূক্তস্য বিনিয়োগঃ' অংশে সায়ণাচার্যের বক্তব্য অনুসারে 'পরমং ধাম' নামে প্রসিদ্ধ এই সূক্তের মন্ত্রগুলি নানারকম কর্মে, যথা,—অভিমত ফলসিদ্ধি বা অসিদ্ধি জানার জন্য বিনিয়োগ হয়ে থাকে। এর জন্য করণীয় সম্পর্কে তাঁর নির্দেশ এই যে, পাঁচটি পর্বযুক্ত একটি বংশদণ্ড (বেণুদণ্ড) কাম্পীলবৃক্ষ-শাখা বা যুগকে মন্ত্রপূত ক'রে অভিমত কার্য বা উদ্দেশ্য স্মরণ (চিন্তা) পূর্বক সমতল স্থানে ঊর্ধ্বদিকে ধারণ করণীয়। যদি দণ্ড ইত্যাদি চিন্তিত দিকে নিপতিত হয়, তবে কার্যসিদ্ধি, বিপর্যয়ে অসিদ্ধি, জানা যাবে। এই মন্ত্রের দ্বারা নষ্টদ্রব্য সম্পর্কে সম্যক সন্ধান জ্ঞাত হওয়া যায়। এই মন্ত্রের দ্বারা কুমারী কন্যার বিবাহের পর সৌভাগ্য ইত্যাদি সম্পর্কে ভবিতব্য জানা যায়।—এই প্রথম সূক্তের প্রথম মন্ত্রে 'বেন' অর্থে আদিত্য বলা হয়েছে। গুহারূপে সর্বপ্রাণিহৃদয়ে স্মৃতি-অন্তর প্রসিদ্ধ সত্যজ্ঞান ইত্যাদি পরম ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হয়েছে। এবং 'উক্তলক্ষণঃ সর্বজ্ঞ আদিত্যঃ শুভাশুভবিজ্ঞানং করোতু ইতি বিজ্ঞানকর্মণা সম্বন্ধঃ'।। (২কা. ১অ ১.সূ) ।।

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : ভুবনপতিসূক্তম্

[ঋষি : মাতৃনামা। দেবতা : গন্ধর্ব, অপ্সরা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী, গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্।]

দিব্যো গন্ধর্বো ভুবনস্য যস্পতিরেক এব নমস্যো বিক্ষ্বীড্যঃ।
তং ত্বা যৌমি ব্রহ্মণা দিব্য দেব নমস্তে অস্তু দিবি তে সধস্থম্ ॥ ১॥

দিবি স্পৃষ্টো যজতঃ সূর্য্যত্বগবয়াতা হরসো দৈব্যস্য।
মৃডাদ্ গন্ধর্বো ভুবনস্য যস্পতিরেক এব নমস্যঃ সুশেবাঃ ॥ ২॥
অনবদ্যাভিঃ সমু জগ্ম আভিরপ্সরাস্বপি গন্ধর্ব আসীৎ।
সমুদ্র আসাং সদনং ম আহুর্যতঃ সদ্য আ চ পরা চ যন্তি ॥ ৩॥
অভ্রিয়ে দিদ্যুন্নক্ষত্রিয়ে যা বিশ্বাবসুং গন্ধর্ব সচধ্বে।
তাভ্যো বো দেবীর্নম ইৎ কৃণোমি ॥ ৪॥
যাঃ ক্লন্দাস্তমিষীচয়োঽক্ষকামা মনোমুহঃ।।
তাভ্যো গন্ধর্বপত্নীভ্যোঽপ্সরাভ্যোঽকরং নমঃ ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ — দিব্য জল (বা রশ্মির) এবং শক্তিসমূহের ধারণক্ষমতা সম্পন্ন সূর্য (গন্ধর্ব) বর্ষা ইত্যাদির দ্বারা পুষ্ট করার কারণে পৃথিবী ইত্যাদি লোকসমূহের স্বামী হন এবং তিনি প্রাণিসমূহকেও পুষ্টকরণশালী হয়ে থাকেন। তিনি প্রজাগণের নিমিত্ত স্তুত্য (পূজনীয়)। হে গন্ধর্ব সূর্য! আমি তোমাকে পরব্রহ্ম ভাবে (রূপে) মান্য (বা স্বীকার) করছি; এবং হবিঃ প্রদান পূর্বক নমস্কার করছি ॥ ১ ॥ যে গন্ধর্ব আকাশে স্থিত, সূর্যরূপ অপেক্ষাও তেজস্বী, লোকজগতের স্বামী, দেববর্গের ক্রোধ (বা আক্রোশ) দূরীকরণশালী এবং সুখদাতা, তিনি আমাদের সুখ প্রদান করুন ॥ ২॥ সুন্দর রূপসম্পন্না রশ্মিরূপা অপ্সরাগণ অপেক্ষা সূর্যরূপ গন্ধর্ব সুসংগত হয়েছেন। এই অপ্সরাবৃন্দের স্থান সমুদ্রোপ নামক সূর্যই হন। বিদ্বানগণ ব'লে থাকেন, সূর্যোদয় কালে সূর্য হ'তেই রশ্মিসমূহ বহির্গত হয়, আবার অস্তকালে তাঁতেই লীন হয়ে যায় ॥ ৩॥ হে নক্ষত্র রূপা রশ্মিসকল! তোমরা তোমাদের অপেক্ষা যে সম্পূর্ণ ঐশ্বর্যশালী চন্দ্রমার সাথে সংযুক্ত হয়ে থাকো, সেই হেন রূপসম্পন্ন তোমাদের আমি নমস্কারযুক্ত হবিঃ প্রদান করছি ॥ ৪ ॥ উপদ্রবের দ্বারা মনুষ্যগণকে রোদন-করণশালিনী, মোহে নিমগ্নকারিণী, গ্লানির কারণস্বরূপা গন্ধর্বপত্নী অপ্সরাগণকে নমস্কার পূর্বক হবিঃ প্রদান করছি ॥ ৫॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'দিব্যো গন্ধর্বঃ' ইত্যেতৎ সূক্তং মাতৃনামগণে পঠিতং।...অস্য সূক্তস্য গন্ধর্বরাক্ষসাপ্সরোভূতগ্রহাদিশান্তয়ে ঘৃতাক্তসর্বৌষধিহোমে চতুষ্পথে গ্রহগৃহীতশিরঃস্থিতমৃন্ময়-কপালাগ্নিহোমাদৌ চ বিনিয়োগঃ।... তথা ঘৃতমাংসমধুহিরণ্যপাংস্বাদিঘোরবর্ষণাদ্ভুতে মর্কটশ্বাপদাদি-রূপয়ক্ষাদ্ভুতে গোমায়ুনামকমণ্ডূকবদনাদিষু অদ্ভুতেষু (চ) অনেন সূক্তেন আজ্যং জুহুয়াৎ।...তথা গ্রহযজ্ঞে প্রধানহোমানন্তরং শান্ত্যর্থং অনেন সূক্তেন আজ্যং জুহুয়াৎ।...তথা প্রাগ্‌উদীরিতানাং ত্রিংশচ্ছান্তীনাং তন্ত্রভূতায়াং মহাশান্তৌ অনেন সূক্তেন আজ্যং হুত্বা কুম্ভে সংপাতান্ আনয়েৎ। উক্তং হি নক্ষত্রকল্পে।...তথা অশ্বমেধে 'দিব্যো গন্ধর্বঃ' ইত্যনয়া ঋচা ব্রহ্মা সংবৎসরান্তে যুজ্যমানং অশ্বং অনুমন্ত্রয়েত।...॥ইত্যাদি॥ (২কা. ১অ. ২সূ)॥

টীকা — 'ভুবনপতিসূক্তম্' নামে প্রসিদ্ধ এই সূক্তের মন্ত্রগুলি মাতৃনামগণে পঠিত। গন্ধর্ব, রাক্ষস, অপ্সরা, ভূত, গ্রহ ইত্যাদির শান্তিকরণে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে। উপরোক্ত 'সূক্তস্য বিনিয়োগঃ' অংশে প্রয়োগবিধি দেওয়া হয়েছে। গ্রহযজ্ঞে, মহাশান্তিকর্মে এর প্রয়োগ হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞে এই ঋকাবলীর দ্বারা অনুমন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে॥ (২কা. ১অ. ২সূ)॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : আস্রাবস্য ভেষজম্

[ঋষি : অঙ্গিরা। দেবতা : ভৈষজ্য, আয়ু, ধন্বন্তরী। ছন্দ : অনুষ্টুপ, বৃহতী।]

অদো যদবধাবত্যবৎকমধি পর্বতাৎ।
তৎ তে কৃণোমি ভেষজং সুভেষজং যথাসসি ॥ ১॥
আদঙ্গা কুবিদঙ্গা শতং যা ভেষজানি তে।
তেষামসি ত্বমুত্তমমনাস্রাবমরোগণম্ ॥ ২॥
নীচৈঃ খনন্ত্যসুরা অরুস্রাণমিদং মহৎ।
তদাস্রাবস্য ভেষজং তদু রোগমনীনশৎ ॥ ৩॥
উপজীকা উদ্ভরন্তি সমুদ্রাদধি ভেষজম্।
তদাস্রাবস্য ভেষজং তদু রোগমশীশমৎ ॥ ৪॥
অরুস্রাণমিদং মহৎ পৃথিব্যা অধ্যুদ্ভৃতম্।
তদাস্রাবস্য ভেষজং তদু রোগমনীনশৎ ॥ ৫॥
শং নো ভবন্ত্বপ ওষধয়ঃ শিবাঃ।
ইন্দ্রস্য বজ্রো অপ হন্তু রক্ষস আরাদ্বিসৃষ্টা ইষবঃ পতন্তু রক্ষসাম্ ॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ — যে মুঞ্জ ব্যাধি হরণশীল, শ্রেষ্ঠ পর্বত হ'তে উত্তরণশীল, তার অগ্রভাগ হ'তে ঔষধ প্রস্তুত ক'রি। হে মুঞ্জ! তোমাকে পরম বীর্যযুক্ত ঔষধিরূপে প্রস্তুত ক'রে ব্যাধি দূর করার নিমিত্ত প্রযুক্ত করছি ॥ ১॥ হে ঔষধি! তুমি প্রযুক্ত হওয়া মাত্রই রোগকে বিনষ্ট করো; অতিসার ইত্যাদি রোগের বিনাশ সাধন করো। হে ঔষধি! তুমি আপন সজাতীয় ওষধি সমূহের মধ্যে উৎকৃষ্ট; তুমি অতিসার, অতিমূত্র এবং নাড়ীব্রণের নাশকরণে সম্পূর্ণভাবে সমর্থ ॥ ২॥ প্রাণনাশক অসুর এবং দেহপাত করণশীল ব্যাধিসমূহ এই ব্রণের মুখ (বা অগ্রভাগ) দিয়ে (দেহে) ব্যাপ্ত হচ্ছে। পরন্তু এই মুঞ্জ নামক ঔষধি স্রাবকে নিবর্তনশীল তথা অতিসার ইত্যাদি রোগকে নষ্টকরণশালী ॥ ৩॥ ভূমিগত জলরাশি হ'তে রোগনাশিনী ঔষধিরূপ মৃত্তিকা উপরে আগত হচ্ছে; এই বল্মীক-মৃত্তিকা (বা ক্ষেতের মৃত্তিকা) ব্রণকে পাক-করণশালী এবং অতিসার ইত্যাদি রোগসমূহকে সমূলে বিনাশ ক'রে থাকে ॥ ৫॥ ভেষজের নিমিত্ত প্রয়োগ-কৃত জল আমাদের রোগসমূহের প্রশমনকারী ও সুখদায়ক হয়। রোগ-উৎপাদক কারণসমূহকে ইন্দ্রের বজ্র বিনাশ করুক। রাক্ষসদের দ্বারা মনুষ্যগণের উপর নিক্ষিপ্ত রোগরূপ আয়ুধ (বা বাণসকল) অন্যত্র (দূরে) গমন পূর্বক পতিত হোক ॥ ৬॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'অদো যৎ' ইতি সূক্তেন জ্বরাতিসারাতিমূত্রনাড়ীব্রণেষু তদুপশান্তয়ে মুঞ্জশিরোনির্মিতরজ্জুবন্ধনং ক্ষেত্রেমৃত্তিকায়া বা পায়নং সর্পির্লেপনং চর্মদৃতিমুখেন অপানশিশ্ননাড়ীব্রণ-মুখানাং কার্যং।...॥ইত্যাদি॥ (২কা. ১অ. ৩সূ)॥

টীকা — বলা হয়েছে, এই সূক্তে পর্বত শব্দের দ্বারা মুঞ্জবান নামক পর্বত বিবক্ষিত। 'সূক্তস্য

বিনিয়োগঃ' অংশে দেখা যাচ্ছে, এই সূক্তের মন্ত্রগুলি জ্বরাতিসার, অতিমূত্র, নাড়ীব্রণ ইত্যাদি রোগের উপশান্তির নিমিত্ত প্রযুক্ত হয়। এই মন্ত্রের দ্বারা মুঞ্জশিরনির্মিত রজ্জুর বন্ধন করণীয় বা ক্ষেত্রমৃত্তিকা ইত্যাদির প্রলেপ প্রদেয়। ইত্যাদি ॥(২কা. ১অ. ৩সূ.) ॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : দীর্ঘায়ুঃপ্রাপ্তিঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : (চন্দ্রমা), জঙ্গিড়মণি। ছন্দ : পংক্তি, অনুষ্টুপ্]

দীর্ঘায়ুত্বায় বৃহতে রণায়ারিষ্যন্তো দক্ষমাণাঃ সদৈব।
মণিং বিষ্কন্ধদূষণং জঙ্গিড়ং বিভৃমো বয়ম্ ॥ ১॥
জঙ্গিড়ো জম্ভাদ্ বিশরাদ্ বিষ্কন্ধাদ্ অভিশোচনাৎ।
মণিঃ সহস্রবীর্যঃ পরিঃ ণঃ পাতু বিশ্বতঃ ॥ ২॥
অয়ং বিষ্কন্ধং সহতেঽয়ং বাধতে অত্রিণঃ।
অয়ং নো বিশ্বভেষজো জঙ্গিড়ঃ পাত্বংহসঃ ॥ ৩॥
দেবৈর্দত্তেন মণিনা জঙ্গিড়েন ময়োভুবা।
বিষ্কন্ধং সর্বা রক্ষাংসি ব্যায়ামে সহামহে ॥ ৪॥
শণশ্চ মা জঙ্গিড়শ্চ বিষ্কন্ধাদভি রক্ষতাম্।
অরণ্যাদন্য আভৃতঃ কৃষ্যা অন্যো রসেভ্যঃ ॥ ৫॥
কৃত্যাদূষিরয়ং মণিরথো অরাতিদূষিঃ।
অথো সহস্বান্ জঙ্গিড়ঃ প্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ ॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ — আমরা দীর্ঘজীবী; তার নিমিত্ত হিংসাত্মক কর্মসমূহ হ'তে নিজেদের সদা রক্ষা করতে, রাক্ষসদের বেগকে অবরুদ্ধ করতে এবং শরীরকে সুখশালী করবার উদ্দেশে ব্যাধি দূরীকরণশালী জঙ্গিড় নামক বৃক্ষ নির্মিত মণি বন্ধন (ধারণ) করছি ॥ ১ ॥ এই জঙ্গিড়মণি হিংসক কৃত্যা, রাক্ষসগণের চর্বণ (কামড়) হ'তে শরীরকে খণ্ড বিখণ্ডিত হওয়া হ'তে রক্ষা করতে সমর্থ। এটি সকল দিক হ'তে আমাদের সুরক্ষা করুক ॥ ২ ॥ এই মণি অপরের দ্বারা প্রেরিত উপদ্রবসমূহের মোকাবিলা ক'রে থাকে এবং কৃত্যা ইত্যাদিকে নাশ ক'রে থাকে। সমস্ত রোগকে শান্তকরণশালী ঔষধি রূপ এই মণি আমাদের পাপ হ'তে রক্ষা করুক ॥ ৩ ॥ অগ্নি ইত্যাদি দেবতাগণের দ্বারা প্রদত্ত সুখ-উৎপাদক জঙ্গিড়মণির সাহায্যে আমরা বিঘ্নরাশিকে, ভূত, প্রেত, পিশাচ এবং অসুরগণকে তাদের সঞ্চরণ স্থানেই নিবারণ করবো ॥ ৪ ॥ মণি-বন্ধক সূত্র-রূপ শণ এবং জঙ্গিড় আমাকে সকল দিক হ'তে রক্ষাকরণশালী হোক। এইগুলি হ'তে একটি শণ কৃষির রস (সার) হ'তে এবং জঙ্গিড় জঙ্গল হ'তে আনীত হয়েছে। এই রকমে প্রাপ্ত এই দু'টি আমাদের বিঘ্ন ইত্যাদি হ'তে রক্ষা করুক ॥ ৫ ॥ অন্যজনের দ্বারা অভিচার হ'তে উৎপন্ন পীড়াদায়িনী কৃত্যাকে এই মণি দূর ক'রে থাকে। এটি বলবতী, শত্রুকে পরাভব-করণশালী। এই জঙ্গিড় মণি আমাদের আয়ুকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করুক ॥ ৬ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'দীর্ঘায়ুত্বায়' ইতি সূক্তেন কৃত্যাদূষণার্থং আত্মরক্ষার্থং বিঘ্নশমনার্থং চ জঙ্গিড়াখ্যবৃক্ষবিশেষমণিং শণসূত্রপ্রোতং কৃত্বা সংপাত্য অভিমন্ত্র্য বধ্নীয়াৎ।...দীর্ঘায়ুত্বায় চিরকাল জীবনায়...। ...'জঙ্গিড়ঃ বৃক্ষবিশেযো বারাণস্যাং প্রসিদ্ধ'। ইত্যাদি॥ (২কা. ১অ. ৪সূ)॥

টীকা — দীর্ঘায়ু অর্থাৎ চিরকাল জীবন লাভের নিমিত্ত, কৃত্যা-দূষণার্থের জন্য, আত্মরক্ষার্থে ও বিঘ্নশমনার্থে জঙ্গিড় নামক বৃক্ষ বিশেষের দ্বারা নির্মিত মনি শণসূত্রে অভিমন্ত্রিত পূর্বক ধারণ কর্তব্য। এই জঙ্গিড় নামক বৃক্ষবিশেষ বারাণসীতে প্রসিদ্ধ এক বৃক্ষ ॥ (২কা. ১অ. ৪সূ.) ॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : ইন্দ্রস্য বীর্যাণি

[ঋষি : ভৃগুরাথর্বণঃ। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : বৃহতী, ত্রিষ্টুপ্]

ইন্দ্র জুষস্ব প্র বহা যাহি শূর হরিভ্যাম্।
পিবা সুতস্য মতেরিহ মধোশ্চকানশ্চারুর্মদায় ॥ ১॥
ইন্দ্র জঠরং নব্যো ন পৃণস্ব মধোর্দিবো ন।
অস্য সুতস্য স্বর্ণোপ ত্বা মদাঃ সুবাচো অগুঃ ॥ ২॥
ইন্দ্রস্তুরাষাণ্মিত্রো বৃত্রং যো জঘান যতীর্ন।
বিভেদ বলং ভৃগুর্ন সসহে শত্রূন্ মদে সোমস্য ॥ ৩॥
আ ত্বা বিশন্তু সুতাস ইন্দ্র পৃণস্ব কুক্ষী বিড়্ঢি শক্র ধিয়েহ্যা নঃ।
শ্রুধী হবং গিরো মে জুষস্বেন্দ্র স্বযুগ্‌ভির্মৎস্বেহ মহে রণায় ॥ ৪॥
ইন্দ্রস্য নু প্রা বোচং বীর্যাণি যানি চকার প্রথমানি বজ্রী।
অহন্নহিমন্বপস্ততর্দ প্র বক্ষণা অভিনৎ পর্বতানাম্ ॥ ৫॥
অহন্নহিং পর্বতে শিশ্রিয়াণং ত্বষ্টাস্মৈ বজ্রং স্বর্যং ততক্ষ।
বাশ্রা ইব ধেনবঃ স্যন্দমানা অঞ্জঃ সমুদ্রমব জগ্মুরাপঃ ॥ ৬॥
বৃষায়মাণো অবৃণীত সোমং ত্রিকদ্রুকেম্বপিবৎ সুতস্য।
আ সায়কং মঘবাদত্ত বজ্রমহন্নেনং প্রথমজামহীনাম্ ॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ — হে ইন্দ্র! তুমি দিব্য ঐশ্বর্যের দ্বারা যুক্ত; আমাদের ঈপ্সিত ফল প্রদান করো। আপন হর্যশ্বের (হরি নামক অশ্বের) দ্বারা বাহিত হয়ে আমাদের যজ্ঞে আগমন করো এবং অভিযুত সোমরস পান করো। দশাপবিত্রে (ছাঁকনিতে) শুদ্ধীকৃত এই সোম তোমাকে তৃপ্ত করণশীল॥ ১॥ হে ইন্দ্র! এই অমৃত তুল্য নবীন রসে যুক্ত সোমের দ্বারা আপন উদর পূর্ণ করো; পুনরপি সোমের আনন্দদায়ক রস তোমাকে স্তুতিকারক বাক্যের মতো স্বর্গের সমান হর্ষকারক হোক॥ ২॥ ইন্দ্র সকল জীবের মিত্র এবং শত্রুসকলকে বশ-করণশালী; তিনি বৃত্রাসুর এবং আবরক মেঘকে হনন করেছিলেন। অঙ্গিরাগণের যজ্ঞ-সাধন গো-সমূহকে হরণশীল বল নামক দৈত্যকেও ইন্দ্র হত্যা করেছিলেন। সোমপান পূর্বক হর্ষান্বিত হয়ে ইন্দ্র এই কার্য সাধন করেছিলেন॥ ৩॥ হে ইন্দ্র! এই

অভিযুত সোমকে আপন কুক্ষিতে (উদরে বা গর্ভে) গ্রহণ করো (বা এই অভিযুতসোম তোমার উদরকে পূর্ণ করুক)। আমাদের আহ্বানের পর এই স্থানে আগত হও এবং আমাদের স্তুতিরূপ বাণী শ্রবণপূর্বক প্রসন্ন হও। হে ইন্দ্র! তুমি আপন মিত্র মরুৎবর্গ ইত্যাদি দেবতাগণের সাথে আমাদের কর্মফল প্রদান করতে সোমপান পূর্বক সন্তুষ্ট হও ॥ ৪ ॥ ইন্দ্রের বীরত্বপূর্ণ কার্যসমূহের বর্ণনা করছি। তিনি বৃত্রাসুর এবং মেঘকে হত্যা করেছেন এবং অবরুদ্ধ জলকে নিঃসরিত করেছেন এবং পর্বতের উপর নদীসমূহের, নিমিত্ত মার্গ (পথ) নির্মাণ করেছেন॥ ৫ ॥ ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে হনন করেছিলেন, মেঘকে ছিন্নভিন্ন করেছিলেন এবং যখন বৃত্রাসুরের পিতা ত্বষ্টা ইন্দ্রের নিমিত্ত আপন বজ্রকে তীক্ষ্ণ করেছিলেন, তখন গাভীগণের ন্যায় নিম্নাভিমুখী নদীসমূহ সমুদ্রের পানে গমনশীল হয়েছিল ॥ ৬॥ ইন্দ্র বৃষের ন্যায় সিঞ্চনশীল আচরণশালী। তিনি সোমরূপ অন্নকে প্রজাপতির নিকট হ'তে বরণ ক'রেছিলেন এবং সোমযাগে অভিযুত সোমকে পান করেছিলেন। তারই শক্তিতে বলবান হয়ে বজ্রকে উত্তোলিত করেছিলেন এবং সেই হিংসক অসুরগণের মধ্যে প্রথম-উৎপন্ন বৃত্রাসুরকে নাশ ক'রে দিয়েছিলেন॥ ৭॥

মন্ত্রস্য বিনিয়োগঃ — 'ইন্দ্র জুযস্ব' ইতি সূক্তেন বলকামঃ ইন্দ্রং যজতে উপতিষ্ঠতে বা।... সোমাভিষবকালে অভিষবহোমেষু চ অস্য বিনিয়োগঃ। ....তথা 'ঐন্দ্রীং বিজয়বলপুষ্টিপশুকামস্য পরচক্রাগমে চ' ইতি (ন. ক. ১৭) বিহিতায়াং মহাশান্তৌ এতৎ সূক্তং যোজয়েৎ।...॥ ইত্যাদি॥ (২কা. ১অ. ৫সূ)॥

টীকা — এই সূক্তের সাহায্যে বল কামনাপূর্বক ইন্দ্রের উদ্দেশে যজ্ঞ বা পূজা করণীয়। সোমের অভিষবকালে ও অভিষবহোমে এই মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ বিহিত হয়েছে। তথা বিজয়লাভ, পুষ্টিপ্রাপ্তি ও পশুলাভের কামনা ক'রে এই সূক্তমন্ত্রসমূহ পঠনীয়। মহাশান্তি হোমেও এগুলির বিনিয়োগ হয়ে থাকে। ভাষ্যে এই সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রে যে আখ্যান অবলম্বন ক'রে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, যে সন্ন্যাসীবৃন্দ বেদান্ত ইত্যাদি আলোচনা করেন না, তাঁরা ইন্দ্রের দ্বারা হত হয়েছিলেন। সায়ণাচার্য পঞ্চম মন্ত্রে 'অহি' শব্দের অর্থ করেছেন 'মেঘ' বা 'বৃত্রাসুর', এবং 'বক্ষণা' শব্দের অর্থ কুলপ্লাবনকারী নদী। পঞ্চম মন্ত্রে 'নু' শব্দের অর্থ—'ক্ষিপ্র'! সপ্তম মন্ত্রে 'ত্রিকদ্রুক' শব্দের অর্থ সংবৎসর-সাধ্য সোমযাগ॥ (২কা. ১অ. ৫সূ.)॥

◆ ◆

দ্বিতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত : সপত্নহাঽগ্নিঃ

[ঋষি : শৌনক (সত্যকাম)। দেবতা : অগ্নি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, পংক্তি]

সমাস্ত্বাগ্ন ঋতবো বর্ধয়ন্তু সংবৎসরা ঋষয়ো যানি সত্যা।
সং দিব্যেন দীদিহি রোচনেন বিশ্বা আ ভাহি প্রদিশশ্চতস্রঃ ॥ ১ ॥
সং চেধ্যস্বাগ্নে প্র চ বর্ধয়েমমুচ্চ তিষ্ঠ মহতে সৌভগায়।
মা তে রিষন্নুপসত্তারো অগ্নে ব্রহ্মাণস্তে যশসঃ সন্তু মান্যে ॥ ২ ॥

ত্বামগ্নে বৃণতে ব্রাহ্মণা ইমে শিবো অগ্নে সংবরণে ভবা নঃ।
সপত্নহাগ্নে অভিমাতিজিদ্ ভবস্বে গয়ে জাগৃহ্যপ্রযুচ্ছন্ ॥ ৩ ॥
ক্ষত্রেণাগ্নে স্বেন সং রভস্ব মিত্রেণাগ্নে মিত্রধা যতস্ব।
সজাতানাং মধ্যমেষ্ঠা রাজ্ঞামগ্নে বিহব্যো দীদিহীহ ॥ ৪ ॥
অতি নিহো অতি সৃধোঽত্যচিত্তীরতি দ্বিষঃ।
বিশ্বা হ্যগ্নে দুরিতা তর ত্বমথাস্মভ্যং সহবীরং রয়িং দাঃ ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ — হে ইন্দ্র! সম্বৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, দিবস ইত্যাদি তোমার সমৃদ্ধি করুক। পৃথিবী ইত্যাদিও তোমার বর্ধন করুক এবং ঋষিগণও তোমার বর্ধন করুন। অপিচ, তুমি আপন দিব্য শরীরে প্রদীপ্ত হয়ে চারি দিক্‌সমূহকে প্রকাশিত করো ॥ ১॥ হে অগ্নি! তুমি স্বয়ং দীপ্যমান হয়ে এই যজমানের কামনাগুলি পূর্ণ করো; তাঁকে ধন দানের নিমিত্ত উদ্যত হও। তোমার সেবা-করণে নিয়োজিত এই ঋত্বিক্ যজমান ইত্যাদি কর্ম করুক এবং এঁরা যেন কদাপি ক্ষীণ না হন। যারা তোমার সেবক নয়, তারা যশোহীন (নিন্দনীয়) হয়ে যাক ॥ ২॥ হে অগ্নি! এই ঋত্বিক্ যজমান ইত্যাদিগণ তোমার উপাসক; তুমি আমাদের (অর্থাৎ ঋত্বিক্ যজমান ইত্যাদি ব্রাহ্মণদের) কোনও প্রমাদেও (ভুলত্রুটি ঘটলেও) যেন রুষ্ট হয়ো না। তুমি আমাদের শত্রুবর্গকে ও পাপসমূহকে পরাভূত ক'রে আপন গৃহে সচেষ্ট থাকো ॥ ৩॥ হে অগ্নি! আপন বলের সাথে যুক্ত থাকো। তুমি মিত্রবর্গের উপকারশালী, অতএব তাদের (আমাদের) পোষণ করো। তোমার সমান-জন্মসম্পন্ন অর্থাৎ সজাতিগণের (অর্থাৎ ব্রাহ্মণবর্গের) মধ্যস্থ হয়ে থাকো, যজমানের উপজীব্য হও। রাজগণের দেবাহ্বাক এই যজ্ঞে প্রদীপ্ত হও ॥ ৪ ॥ হে অগ্নি! এই বিষয়-বিকার কুকুর-শূকর যোনিতে (জন্মে) নিপতনকারী, তুমি এগুলিকে (এই জন্মগতিগুলিকে) শমন করো। দেহকে শুষ্ককারী (অর্থাৎ দেহের শোষকস্বরূপ) ব্যধিগুলিকে দূর করো। পাপে নিমজ্জনকারী কুবুদ্ধিকে বিনাশ করো। আমাদের শত্রুগণকে নাশ করো; আমাদের পুত্র-পৌত্র ইত্যাদি সম্পন্ন ধন প্রদান করো ॥ ৫ ॥ (২কা. ২অ. ১সূ)॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — দ্বিতীয়েনুবাকে পঞ্চ সূক্তানি। তত্র 'সমাস্ত্বাগ্ন' ইতি প্রথমং সূক্তং। অনেন সংস্পৎকামঃ অগ্নের্যাগং উপস্থানং বা কুর্যাৎ।...তথা ভূতরোগচোরাদিভয়েন দারুণে সংবৎসরে সতি তচ্ছান্তয়ে অনেন সূক্তেন আজ্যং জুহুয়াৎ। তথা চ সূত্রং। 'অথ যত্রৈতৎ সমা দারুণা ভবন্তি' ইতি প্রক্রমা 'সমাস্ত্বাগ্নি ইতি জপতি' ইতি (বৈ.৫।১) বৈতানসূত্রাৎ। তথা 'আগ্নেয়ীং অগ্নিভয়ে সর্বকামস্য চ' ইতি (ন.ক. ১৭) বিহিতায়াং আগ্নেয্যাং মহাশান্তৌ এতৎ সূক্তং যোজয়েৎ। তৎ উক্তং নক্ষত্রকল্পে।... রাজ্ঞো রাত্রৌ আরাত্রিকবিধানে 'অতি নিহঃ (২।৬।৫) ইত্যনয়া দীপং প্রজ্বালয়েৎ। ...॥ ইত্যাদি॥ (২কা. ২অ. ১সূ)॥

টীকা — সম্পৎকামী জনের পক্ষে মন্ত্রগুলির সাহায্যে অগ্নিযাগ করণীয়। ভূত, ব্যাধি, চোর ইত্যাদি সম্পর্কিত ভীতি হ'তে মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে শান্তিকর্মানুষ্ঠানে এই মন্ত্রগুলির দ্বারা আজ্যাহুতি প্রদেয়। অগ্নিভয়ে মহাশান্তি কর্মেও এই মন্ত্রগুলি যোজনীয়। চতুর্থ মন্ত্রে অগ্নিকে ব্রাহ্মণগণের 'সজাতানাং' বলার কারণ এই যে, অগ্নি ও ব্রাহ্মণগণ প্রজাপতির মুখ হ'তে উৎপন্ন হয়েছিলেন, সুতরাং তাঁরা একে অপরের সজাতি। 'বিহব্যে' পদের দ্বারা যজ্ঞকে লক্ষ্য করা হয়েছে; কারণ, যজ্ঞেই দেবগণ বহুরূপে আহূত হয়ে থাকেন ॥ (২কা. ২অ. ১সূ.)॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : শাপমোচনম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : ভৈষজ্য, আয়ু, বনস্পতি। ছন্দ : অনুষ্টুপ, ভুরিক্, বৃহতী]

অঘদ্বিষ্টা দেবজাতা বীরুচ্ছপথয়োপনী।
আপো মলমিব প্রাণৈক্ষীৎ সর্বান্ মচ্ছপথাঁ অধি ॥ ১॥
যশ্চ সাপত্নঃ শপথো জাম্যাঃ শপথশ্চ যঃ।
ব্রহ্মা যন্মন্যুতঃ শপাৎ সর্বং তন্নো অধস্পদম্ ॥ ২॥
দিবো মূলমবততং পৃথিব্যা অধ্যুত্ততম্।
তেন সহস্রকাণ্ডেন পরি ণঃ পাহি বিশ্বতঃ ॥ ৩॥
পরি মাং পরি মে প্রজাং পরি ণঃ পাহি যৎ ধনম্
অরাতির্নো মা তারীন্মা নস্তারিষুরভিমাতয়ঃ ॥ ৪॥
শপ্তারমেতু শপথো যঃ সুহার্ত্ তেন নঃ সহ।
চক্ষুর্মন্ত্রস্য দুর্হার্দঃ পৃষ্টীরপি শৃণীমসি ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ — পিশাচ ইত্যাদি হ'তে উৎপন্ন পাপ, বিপ্র-শাপ (ব্রাহ্মণের অভিশাপ) ইত্যাদি নাশকারী দেব-নির্মিত 'বীরুধ' (জড়ী বা দূর্বা বা যব) আমাকে নানা রকমের শাপ হ'তে মুক্ত ক'রে দিক; যেমনভাবে জল শরীরের সকল মলকে দূর করে, মলকে জলের দ্বারা পৃথক্ করে, সেইভাবে (বীরুধ আমাদের সকল শাপ ও পাপ) দূর করুক ॥ ১॥ শত্রুর দ্বারা আক্রোশ, ব্রাহ্মণের শাপ, ভগিনীর ক্রোধ—এই তিন দোষ আমার পদের দ্বারা পিষ্ট হোক ॥ ২॥ হে মণি! নতমুখ হয়ে বিস্তৃত, জড়বৎ ঊর্ধ্বে উত্থিত, শত শত গ্রন্থি (গাঁইট বা পর্ব) সমন্বিত দূর্বার দ্বারা তুমি আমাদের শাপ হ'তে মুক্ত করো ॥ ৩॥ হে মণি! তুমি আমার সন্তানকে এবং ধনকে রক্ষা করো। আমাদের শত্রু যেন সমৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয় এবং হিংসক যক্ষ পিশাচ ইত্যাদিও যেন আমাদের হিংসা করতে সমর্থ না হয় ॥ ৪॥ আমাদের প্রতি শাপ-প্রদানকারীই যেন শাপগ্রস্ত হয় (অর্থাৎ সেই শাপ তাদেরই দিকে বর্ষিত হোক বা তারাই যেন সেই শাপ ভোগ করে)। যে পুরুষ আমাদের অনুকূল, তারা আমাদের সুখদায়ক হোক। আমাদের সাথে দুর্ভাবাপন্ন এবং গোপনে আমাদের নিন্দাকারী জনের নেত্র এবং পার্শ্বের অস্থিগুলিকে আমরা ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে দেবো ॥ ৫॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'অঘদ্বিষ্টা' ইতি সূক্তেন লৌকিকবৈদিকাক্রোশযোর্ব্রাহ্মণশাপে ক্রূরচক্ষুপুরুষদৃষ্টিনিপাতে পিশাচরক্ষাদিভয়ে চ যবমণিং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য বধ্নীয়াৎ। সূত্রিতং হি। 'অঘদ্বিষ্টা (২/৭) শং নো দেবী (২/২৫) বরণঃ (৬/৮৫)' ইতি প্রকম্য 'প্রথমেন মন্ত্রোক্তং বধ্নাতি' ইতি (কৌ. ৪/২)। ভাগবীং নক্ষত্রগ্রহোপসৃষ্টভয়ার্তরোগগৃহীতানাং' ইতি (ন.ক.১৭) বিহিতায়াং ভার্গব্যাং মহাশান্তৌ সহস্রকাণ্ডমণিবন্ধনেপি এতৎ সূক্তং। উক্তং নক্ষত্রকল্পে 'অঘদ্বিষ্টা দেবজাতেতি সহস্রকাণ্ডং ভার্গব্যাং' ইতি (ন.ক. ১৯)।... ইত্যাদি॥ (২কা. ২অ. ২সূ)॥

টীকা — লৌকিক বৈদিক আক্রোশ, ব্রহ্মশাপ, ক্রূরচক্ষু পুরুষের দৃষ্টিনিপাত ও পিশাচ-রাক্ষস ইত্যাদি

সম্পর্কিত ভীতি হ'তে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে এই সূক্তের মন্ত্রগুলির সাহায্যে যবমণি অভিমন্ত্রিত ক'রে অঙ্গে ধারণ কর্তব্য।....মহাশান্তি হোমে সহস্রকাণ্ডসম্পন্ন মণি বন্ধনেও এই সূক্ত-মন্ত্রগুলি পাঠ বিধেয়। ভাষ্যে 'অঘদ্বিষ্টা' শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে—'অঘস্য পিশাচরক্ষঃপ্রভৃতিজনিতস্য পাপস্য দ্বেষিণী বিনাশয়িত্রী' ॥ (২কা. ২অ. ২সূ) ॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : ক্ষেত্রিয়রোগনাশনম্

[ঋষি : ভৃগ্বঙ্গিরা। দেবতা : যক্ষ্মকুষ্ঠাদি নাশনম্। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, পংক্তি]

উদগাতাং ভগবতী বিচৃতৌ নাম তারকে।
বি ক্ষেত্রিয়স্য মুঞ্চতামধমং পাশমুত্তমম্ ॥ ১ ॥
অপেয়ং রাত্র্যচ্ছত্বপোচ্ছন্ত্বভিকৃত্বরীঃ।
বীরুৎ ক্ষেত্রিয়নাশন্যপ ক্ষেত্রিয়মুচ্ছতু ॥ ২ ॥
বভ্রোরর্জুনকাণ্ডস্য যবস্য তে পলাত্যা তিলস্য তিলপিঞ্জ্যা।
বীরুৎ ক্ষেত্রিয়নাশন্যপ ক্ষেত্রিয়মুচ্ছতু ॥ ৩ ॥
নমস্তে লাঙ্গলেভ্যো নম ঈষাযুগেভ্যঃ।
বীরুৎ ক্ষেত্রিয়নাশন্যপ ক্ষেত্রিয়মুচ্ছতু ॥ ৪ ॥
নমঃ সনিস্রসাক্ষেভ্যো নমঃ সংদেশ্যেভ্যঃ।
নমঃ ক্ষেত্রস্য পতয়ে বীরুৎ ক্ষেত্রিয়নাশন্যপ ক্ষেত্রিয়মুচ্ছতু ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ — 'বিচৃতি' নামক দুই মূল নক্ষত্রের উদয় হয়েছে; এরা মানবকে মাতা-পিতা হ'তে প্রাপ্ত (অর্থাৎ বংশগত) ক্ষয়, কুষ্ঠ, অপস্মার ইত্যাদি ব্যাধির দ্বারা পাশের ন্যায় বন্ধনকারী রোগের বীজকে (বা মূলকে) বিনাশ করুক ॥ ১॥ এই উষাকালীন রাত্রি এইসকল ক্ষেত্রিয়-ব্যাধিকে দূর করুক। সূর্য এই ব্যাধিকে প্রশমিত করুন। অপস্মার ইত্যাদি রোগসমুহের প্রেরণকারিণী পিশাচীসমূহ দূর হয়ে যাক। ঔষধিও এই ক্ষেত্রিয় রোগসমূহের নাশ-করণে সমর্থ ॥ ২॥ হে রোগী! অর্জুনবৃক্ষের কাষ্ঠ, যবের ভুষি, এবং তিলের মঞ্জরীর দ্বারা প্রস্তুত মণি তোমার ব্যাধিকে শমিত করুক, তথা ঔষধিও এই ক্ষেত্রিয় ব্যাধির নাশকারক হোক ॥ ৩॥ হে রোগী! বৃষভের সাথে যুক্ত হলকে (লাঙ্গলকে) এবং তার (অর্থাৎ হলের) অবয়বকে তোমার রোগ-উপশমের নিমিত্ত নমস্কার করছি। ক্ষেত্রিয় রোগসমূহের নাশক ঔষধি তোমার রোগকে বিনাশ করুক ॥ ৪ ॥ মৃত্তিকা নিষ্ক্রান্তের পর ত্যাজ্য গহ্বরকে নমস্কার; যে গৃহের জানালা ইত্যাদি জীর্ণ এবং পতনোন্মুখ, সেই শূন্য গৃহকে নমস্কার; সেই গৃহসমূহের অধিপতিগণের (অর্থাৎ গৃহাধিপতি দেবতাগণের উদ্দেশ্যেও) নমস্কার। এই ক্ষেত্রিয় ব্যাধিসমুদয়ের নাশক ঔষধি তোমার ব্যাধিকে বিনাশ করুক ॥ ৫॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — "উদগাতাং ভগবতী" ইতি সূক্তেন কুলাগতকুষ্ঠক্ষয়গ্রহণ্যাদিরোগশান্তয়ে উদকঘটং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য গৃহাৎ বহির্ব্যাধিতং অবসিঞ্চেৎ। অত্র 'অপেয়ং' ইতি দ্বিতীয়য়া ঋচ্য

উক্তব্যাধিশান্তয়ে বুষ্টায়াং রাত্রৌ উক্তপ্রকারেণৈব অবসেকং কুর্যাৎ। 'বভ্রোঃ' ইতি তৃতীয়য়া অর্জুনকাষ্ঠয়ববুসতিলপিঞ্জিকা একীকৃত্য অভিমন্ত্র্য বধ্নীয়াৎ। তথা অনয়ৈব ঋচা আকৃতিলোষ্ঠং বল্মীকমৃত্তিকাং বা জীবপশুচর্মণা আবেষ্ট্য পূর্ববৎ বধ্নীয়াৎ। "নমস্তে লাঙ্গলেভ্য" ইতি চতুর্থ্যা উদকঘটং অভিমন্ত্র্য বৃষভযুক্তস্য কলস্য অধস্তাৎ ব্যাধিতং অবস্থাপ্য তেনোদকেন অবসিঞ্চেৎ। "নমঃ সনিস্রসাক্ষেভ্যঃ" ইতি পশ্চম্যা শূন্যগৃহে উদকঘটং সম্পাত্য জরদ্‌গর্তং চ অন্তে সম্পাত্য তদ্‌গর্তে শালাতৃণানি আস্তীর্য তত্র ব্যাধিতং স্থাপয়িত্বা তেন ঘটোদকেন আচাময়েৎ অবসিঞ্চেচ্চ॥ ...ইত্যাদি॥ (২কা. ২অ. ৩সূ) ॥

টীকা — কুলাগত অর্থাৎ বংশগত কুষ্ঠ, ক্ষয়, গ্রহণী ইত্যাদি রোগ-শান্তির নিমিত্ত উদকঘটে অর্থাৎ জলপূর্ণ কলসের জলে এই সূক্তমন্ত্রগুলির দ্বারা অভিমন্ত্রিত ক'রে রোগীকে গৃহের বাহিরে আনয়নপূর্বক সিঞ্চিত করা কর্তব্য। এই কর্ম উষাকালে করণীয়। অর্জুনবৃক্ষের কাষ্ঠ, যবের ভূষি এবং তিল-মঞ্জরীর দ্বারা প্রস্তুত মণি এই সূক্তমন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত ক'রে রোগীর অঙ্গে বন্ধন করণীয়। ইত্যাদি॥ (২কা. ২অ. ৩সূ)॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : দীর্ঘায়ুঃপ্রাপ্তিঃ

[ঋষি : ভৃগ্বঙ্গিরা। দেবতা : বনস্পতি। ছন্দ : অনুষ্টুপ, পংক্তি, বিরাট]

দশবৃক্ষ মুঞ্চেমং রক্ষসো গ্রাহ্যা অধি যৈনং জগ্রাহ পর্বসু।
অথো এনং বনস্পতে জীবানাং লোকমুন্নয় ॥ ১॥
আগাদুদগাদয়ং জীবানাং ব্রাতমপ্যগাৎ।
অভূদু পুত্রাণাং পিতা নৃণাং চ ভগবত্তমঃ ॥ ২॥
অধীতীরধ্যগাদয়মধি জীবপুরা অগন্।
শতং হ্যস্য ভিষজঃ সহস্রমুত বীরুধঃ ॥ ৩॥
দেবাস্তে চীতিমবিদন্ ব্রহ্মাণ উত বীরুধঃ।
চীতিং তে বিশ্বে দেবা অবিদন্ ভূম্যামধি ॥ ৪॥
যশ্চকার স নিষ্করৎ স এব সুভিষক্তমঃ।
স এব তুভ্যং ভেষজানি কৃণবদ্ ভিষজা শুচিঃ ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ — হে দশবৃক্ষ মণি! তুমি পলাশ, ঔদুম্বর ইত্যাদির দ্বারা নির্মিত। যে জন ব্রহ্ম-রাক্ষসী বা ব্রহ্ম-রাক্ষসের দ্বারা গৃহীত হয়েছে, তাকে (অর্থাৎ সেই জনকে) অমাবস্যা ইত্যাদি পর্বে গ্রহণ করেছে, তাকে তার কবল হ'তে মুক্ত করো। সেই পুরুষকে মুক্ত ক'রে পুনর্জীবিত করো ॥ ১॥ হে মণি! এই পুরুষ তোমার প্রভাবে গ্রহ হ'তে মুক্ত হয়ে যাক এবং এই লোকে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করুক। সে আপন ব্যাপারে সমর্থ হোক এবং আপন পুত্রের পিতা হোক ॥ ২॥ ব্রহ্মগ্রহ হ'তে বিমুক্ত হওয়ার পর এই পুরুষ তার বিস্মৃত হয়ে যাওয়া বিদ্যা পুনরায় স্মরণ করুক। এই জন প্রাণিগণের নিবাসস্থলসমূহকে পুনরায় জ্ঞাত হোক ॥ ৩॥ হে মণি! তুমি গ্রহ-বিকার হ'তে রোগীকে

মুক্ত ক'রে থাকো। তোমার এই সামর্থ্য ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতা জ্ঞাত আছেন। ব্রাহ্মণ, ঔষধসমূহ, বরুণ, মিত্র ইত্যাদি দেবতাও তোমার এই শক্তির জ্ঞাতা, (অর্থাৎ তাঁরাও তোমার এই শক্তির পরিচয় জ্ঞাত আছেন) ॥ ৪॥ যে মহর্ষি অথর্ব এই মণিবন্ধনের ব্যাপার রচনা করেছিলেন, তিনি এই গ্রহের বিকারকে প্রশমিত করুন। তিনি মহান্ ভিষক্ (চিকিৎসক বা বৈদ্য বা ভেষজজ্ঞ)। হে রোগী! পবিত্র জ্ঞানের দ্বারা সম্পন্ন তিনিই তোমার চিকিৎসা করুন ॥ ৫॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — "দশবৃক্ষ" ইতি সূক্তেন ব্রহ্মগ্রহশান্তয়ে পলাশৌদুম্বরজম্বূকাম্পীলাদিষু সূত্রোক্তেষু ইচ্ছয়া দশবৃক্ষশকলানি গৃহীত্বা তৈর্লাক্ষাহিরণ্যেন বেষ্টিতং মণিং কৃত্বা সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য বধ্নীয়াৎ। তথৈব এতৎ সূক্তং দশ ব্রাহ্মণাঃ ব্রহ্মগ্রহগৃহীতং স্পৃশন্তো জপেয়ুঃ। তৎ উক্তং সংহিতা বিধৌ...॥ইত্যাদি॥ (২কা. ২অ. ৪সূ)॥

টীকা — ব্রহ্মগ্রহশান্তির নিমিত্ত পলাশ-ঔদুম্বর-জম্বূ-কাম্পীল্য ইত্যাদি দশটি বৃক্ষের বল্কল-খণ্ড গ্রহণ ক'রে সেগুলির সাথে লাক্ষা, হিরণ্য বেষ্টিত ক'রে মণি প্রস্তুত পূর্বক এই 'দশবৃক্ষ' ইত্যাদি সূক্ত মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত ক'রে ব্রহ্মগ্রহ-গৃহীত রোগীর অঙ্গে ধারণীয়। তারপর এই সূক্তটি দশজন ব্রাহ্মণ কর্তৃক রোগীর গাত্র স্পর্শপূর্বক জপ করা বিধি ॥ (২কা. ২অ. ৪সূ)॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : পাশমোচনম্

[ঋষি : ভৃগ্বঙ্গিরা। দেবতা : নির্ঋতি, দ্যাবাপৃথিবী, ব্রহ্ম, অগ্নি, আপ, সোম, বায়ু, সূর্য ইত্যাদি।
ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্ ইত্যাদি]

ক্ষেত্রিয়াৎ ত্বা নির্ঋত্যা জামিশংসাদ্ দ্রুহো মুঞ্চামি বরুণস্য পাশাৎ।
অনাগসং ব্রহ্মণা ত্বা কৃণোমি শিবে তে দ্যাবাপৃথিবী উভে স্তাম্ ॥ ১॥
শং তে অগ্নিঃ সহাদ্ভিরস্তু শং সোমঃ সহৌষধীভিঃ।
এবাহং ত্বাং ক্ষেত্রিয়ান্নির্ঋত্যা জামিশংসাদ্ দ্রুহো মুঞ্চামি বরুণস্য পাশাৎ।
অনাগসং ব্রহ্মণা ত্বা কৃণোমি শিবে তে দ্যাবাপৃথিবী উভে স্তাম্ ॥ ২॥
শং তে বাতো অন্তরিক্ষে বয়ো ধাচ্ছং তে ভবন্তু প্রদিশশ্চতস্রঃ।
এবাহং ত্বাং ক্ষেত্রিয়ান্নির্ঋত্যা জামিশংসাদ্ দ্রুহো মুঞ্চামি বরুণস্য পাশাৎ।
অনাগসং ব্রহ্মণা ত্বা কৃণোমি শিবে তে দ্যাবাপৃথিবী উভে স্তাম্ ॥ ৩॥
ইমা যা দেবীঃ প্রদিশশ্চতস্রো বাতপত্নীরভি সূর্যো বিচষ্টে।
এবাহং ত্বাং ক্ষেত্রিয়ান্নির্ঋত্যা জামিশংসাদ্ দ্রুহো মুঞ্চামি বরুণস্য পাশাৎ।
অনাগসং ব্রহ্মণা ত্বা কৃণোমি শিবে তে দ্যাবাপৃথিবী উভে স্তাম্ ॥ ৪॥
তাসু ত্বান্তর্জরস্যা দধামি প্র যক্ষ্ম এতু নির্ঋতিঃ পরাচৈঃ।
এবাহং ত্বাং ক্ষেত্রিয়ান্নির্ঋত্যা জামিশংসাদ্ দ্রুহো মুঞ্চামি বরুণস্য পাশাৎ।
অনাগসং ব্রহ্মণা ত্বা কৃণোমি শিবে তে দ্যাবাপৃথিবী উভে স্তাম্ ॥ ৫॥

অমুক্‌থা যক্ষ্মাদ্ দুরিতাদবদ্যাদ্ দ্রুহঃ পাশাদ্ গ্রাহ্যাশ্চোদমুক্‌থাঃ।
এবাহং ত্বাং ক্ষেত্রিয়ান্নির্ঋত্যা জামিশংসাদ্ দ্রুহো মুঞ্চামি বরুণস্য পাশাৎ।
অনাগসং ব্রহ্মণা ত্বা কৃণোমি শিবে তে দ্যাবাপৃথিবী উভে স্তাম্ ॥ ৬॥
অহা অরাতিমবিদঃ স্যোনমপ্যভূর্ভদ্রে সুকৃতস্য লোকে।
এবাহং ত্বাং ক্ষেত্রিয়ান্নির্ঋত্যা জামিশংসাদ্ দ্রুহো মুঞ্চামি বরুণস্য পাশাৎ।
অনাগসং ব্রহ্মণা ত্বা কৃণোমি শিবে তে দ্যাবাপৃথিবী উভে স্তাম্ ॥ ৭॥
সূর্যমৃতং তমসো গ্রাহ্যা অধি দেবা মুঞ্চন্তো অসৃজন্নিরেণসঃ।
এবাহং ত্বাং ক্ষেত্রিয়ান্নির্ঋত্যা জামিশংসাদ্ দ্রুহো মুঞ্চামি বরুণস্য পাশাৎ।
অনাগসং ব্রহ্মণা ত্বা কৃণোমি শিবে তে দ্যাবাপৃথিবী উভে স্তাম্ ॥ ৮॥

বঙ্গানুবাদ — হে পুরুষ! তুমি হেন রোগ-পীড়িতকে, মাতা-পিতা হ'তে (অর্থাৎ কুলপরম্পরানুক্রমে) প্রাপ্ত ক্ষয়, কুষ্ঠ ইত্যাদি ব্যাধি হ'তে মুক্ত করছি। তোমাকে পাপ হ'তে, পাপীগণকে দণ্ডদানকারী বরুণের পাশ হ'তে এবং ব্রহ্মদোষ হ'তেও মুক্ত করছি। আমি এই সকল মন্ত্রের শক্তির দ্বারা সাধন করছি। এই আকাশ পৃথিবী তোমার মঙ্গল সাধন করুক ॥ ১॥ হে রোগী! এই পার্থিব অগ্নি জলাভিমানী দেবতাগণের সাথে মিলিতভাবে সুখদানকারী হয়ে থাকেন। কাম্পীল ইত্যাদি ঔষধিসমূহের সাথে সোম তোমাকে সুখী করুক। আমি তোমাকে ক্ষেত্রিয় ব্যাধি এবং নৈর্ঋতি হ'তে মুক্ত করছি। বরুণের পাশ হ'তে মুক্ত ক'রে আপন মন্ত্রের শক্তির প্রভাবে আমি তোমাকে পাপরহিত ক'রে দিচ্ছি। এই আকাশ ও পৃথিবী (দ্যাবাপৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদ্বয়) তোমার পক্ষে মঙ্গলময় হোক ॥ ২॥ হে রোগী! আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থায়ী অন্তরিক্ষে বিচরণশীল বায়ু তোমার মঙ্গল করুক। চারি দিক (বা দিকসমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ) তোমার পক্ষে সুখকারী হোক। আমি তোমাকে আক্রোশ, নির্ঋতি, ক্ষেত্রিয় ব্যাধি, গুরু-দ্রোহজনিত পাপ এবং পাপীগণের নিয়ামক বরুণের পাশ হ'তে মুক্ত ক'রে পাপ-রহিত ক'রে দিচ্ছি। আকাশ-পৃথিবী তোমার পক্ষে মঙ্গলময় হোক ॥ ৩॥ দ্যোতমানা দিক্‌সমূহ বায়ুর পত্নী; সূর্য-মণ্ডলের অধিপতি সবিতাদেব তাঁদের সকল দিকে হ'তে দর্শন করছেন; সেই দিকসমূহ এবং সবিতা দেবতা তোমার মঙ্গল বিধান করু। আমি তোমাকে আক্রোশ, নির্ঋতি, ক্ষেত্রিয় ব্যাধি, গুরুদ্রোহজনিত পাপ এবং পাপীবর্গের নিয়ামক বরুণের পাশ হ'তে মুক্ত ক'রে পাপরহিত ক'রে দিচ্ছি। আকাশ ও পৃথিবী তোমার পক্ষে মঙ্গলময় হোক ॥ ৪॥ হে রোগী! আমি তোমাকে রোগরহিত ক'রে বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত সেই দিকসমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের মধ্যে স্থাপিত করছি। তোমার ব্যাধি দূর হোক, এবং পাপ-দেবতা (নির্ঋতি) তোমার পশ্চাৎ হ'তে প্রত্যাবর্তন করুন। আমি তোমাকে বান্ধবগণের আক্রোশ, ক্ষেত্রিয়ব্যাধি, পাপদেবতা নির্ঋতি, গুরুদ্রোহজনিত পাপ এবং পাপীগণের নিয়ামক বরুণের পাশ হ'তে মুক্ত ক'রে পাপরহিত ক'রে দিচ্ছি। আকাশ ও পৃথিবী তোমার পক্ষে মঙ্গলময় হোক ॥ ৫॥ হে রোগী! তুমি ক্ষেত্রিয় ব্যাধি ক্ষয় হয়ে মুক্তিপ্রাপ্ত হচ্ছো এবং আপন ব্যাধির পাপ, ভগিনী ইত্যাদির আক্রোশ, দেব-দ্রোহ, পাপীগণকে দণ্ডদানকারী বরুণের পাশ এবং ব্রহ্ম-রাক্ষসী ইত্যাদির বন্ধন হ'তেও মুক্তি প্রাপ্ত হ'তে চলেছো। আমিও তোমাকে এইগুলি হ'তে মুক্ত ক'রে মন্ত্রবলে নিষ্পাপ ক'রে দিচ্ছি। আকাশ ও পৃথিবী তোমার পক্ষে মঙ্গলময় হোক ॥ ৬॥ হে রোগী! তুমি শত্রুসমান ব্যাধি হ'তে দূরে যাও (অর্থাৎ শত্রুসমান ব্যাধিগুলি তোমার নিকট হ'তে দূরে হটে

যাক)। তুমি আপন পুণ্যফলের দ্বারা মঙ্গলময় পৃথিবীলোকে আগত হয়েছ। আমি তোমাকে ক্ষেত্রিয় রোগ, আক্রোশ, পাপ এবং পাপীগণের নিয়ামক বরুণের পাশ হ'তে মুক্ত করছি এবং মন্ত্রবলে নিষ্পাপ ক'রে দিচ্ছি; আকাশ ও পৃথিবী তোমার মঙ্গল করুক ॥ ৭॥ রাহুর (বা স্বর্ভানুর) গ্রাস হ'তে সূর্যকে মুক্ত করার কালে দেবতাগণ পাপকেও দূর করেছিলেন, সেই রকম আমি তোমার ক্ষেত্রিয়রোগকে দূর ক'রে দিচ্ছি। তোমাকে নিঋতি, আক্রোশ, গুরুদ্রোহজনিত পাপ এবং বরুণ-পাশ হ'তে মুক্ত ক'রে নিষ্পাপ ক'রে দিচ্ছি। আকাশ-পৃথিবী তোমার মঙ্গল করুক ॥ ৮॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — "ক্ষেত্রিয়াৎ ত্বা" ইতি সূক্তেন পূর্বোক্তক্ষেত্রিয়রোগশান্তয়ে চতুষ্পথে উদকঘটং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য ব্যাধিতপর্বসু কাম্পীলশকলানি বদ্ধা কূর্চৈঃ সহ তেনোদকেন আপ্লাবয়েদ্ অবসিঞ্চেৎ।...ইত্যাদি॥ (২কা. ২অ. ৫সূ)॥

টীকা — এই সূক্তের দ্বারা পূর্বে বর্ণিত ক্ষেত্রিয় ব্যাধিসমূহের শান্তিকল্পে চতুষ্পথে জলপূর্ণ কলস অভিমন্ত্রিত ক'রে রোগীর অঙ্গে কাম্পীল বল্কল-খণ্ড বন্ধন পূর্বক ঐ জলে অভিসিঞ্চন কর্তব্য।...ইত্যাদি ॥ (২কা. ২অ. ৫সূ) ॥

◆ ◆

তৃতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত : শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিঃ

[ঋষি : শুক্র। দেবতা : কৃত্যাদূষণ। ছন্দ : গায়ত্রী, উষ্ণিক্]

দূষ্যা দূষিরসি হেত্যা হেতিরসি মেন্যা মেনিরসি।
আপ্নুহি শ্রেয়াংসমতি সমং ক্রাম ॥ ১॥
স্রক্ত্যোঽসি প্রতিসরোঽসি প্রত্যভিচরণোঽসি।
আপ্নুহি শ্রেয়াংসমতি সমং ক্রাম ॥ ২॥
প্রতি তমভি চর যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ।
আপ্নুহি শ্রেয়াংসমতি সমং ক্রাম ॥ ৩॥
সূরিরসি বর্চোধা অসি তনূপানোঽসি।
আপ্নুহি শ্রেয়াংসমতি সমং ক্রাম ॥ ৪॥
শুক্রোঽসি ভ্রাজোঽসি স্বরসি জ্যোতিরসি।
আপ্নুহি শ্রেয়াংসমতি সমং ক্রাম ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ — হে তিলকমণি! তুমি অন্যের দোষরূপকৃত্যাকে দূষিত-করণে সমর্থ। তুমি অন্যের দ্বারা প্রেরিত আয়ুধকে নষ্ট ক'রে থাকো। পরের দ্বারা উচ্চারিত বাক্ (বা মন্ত্র) রূপ বজ্রের নিবারণকল্পে তুমি বজ্ররূপ হয়ে থাকো। অতএব শত্রুগণের দ্বারা কৃত অভিচার ইত্যাদি কর্ম সম্পর্কিত উৎপাতসমূহকে দূর ক'রে দাও। তুমি আমাদের শত্রুকে এমন ভাবে বিনাশ করো, যাতে

আমরা বিনা প্রযত্নেই তাদের দমন ক'রে ফেলি ॥ ১॥ হে তিলকমণি! তুমি আগত কৃত্যাকে দূরীকরণশালী এবং মন্ত্রযুক্ত রক্ষাত্মক সূত্রস্বরূপ। তুমি আমাদের সমান বলসম্পন্ন শত্রুগণকে লঙ্ঘন পূর্বক, অধিক বলশালী শত্রুগণকে নাশ করো ॥ ২॥ যারা আমাদের পশু পুত্র ইত্যাদিকে বন্ধনকারী শত্রু, আমাদের সাথে যারা শত্রুতাচরণ করে, এবং আমরা যাতে নাশ করতে ইচ্ছা ক'রি, সেই শত্রগণকে, হে মণি! তুমি বিনাশ ক'রে দাও। আমাদের সমান বলসম্পন্ন শত্রুগণকে উল্লঙ্ঘন পূর্বক, তুমি অধিক বলসম্পন্ন শত্রুদের সংহার করো ॥ ৩॥ হে মণি! তুমি শত্রুকৃত অভিচারকে জ্ঞাত আছো এবং স্বয়ং তেজের ধারক। তুমি অন্য-কৃত অভিচারসমূহ হ'তে আমাদের দেহকে রক্ষা-করণে সমর্থ। তুমি আমাদের সমান বলসম্পন্ন শত্রুদের লঙ্ঘন পূর্বক, অধিক বলশালী শত্রুগণকে সংহার করো ॥ ৪॥ হে শত্রুবর্গকে সন্তাপ-দানশীল মণি! তুমি জ্বর ইত্যাদি যুক্ত সন্তাপ দানে সমর্থ এবং কৃত্যা ইত্যাদিকেও তুমি আপন সূর্যসদৃশ তেজে সন্তপ্ত ক'রে থাকো। তুমি আমাদের সমান বলশালী শত্রুগণকে অতিক্রম ক'রে অধিক বলসম্পন্ন শত্রুদের প্রথমেই নাশ ক'রে দাও ॥ ৫॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — "তৃতীয়েনুবাকে সপ্ত সূক্তানি। তত্র "দূষ্যা দূষিরসি" ইতি প্রথমং সূক্তং। স্ত্রীশূদ্ররাজব্রাহ্মণকাপালিকান্ত্যজশাকিন্যাদিকৃতাভিচারে স্বাত্মরক্ষার্থং কৃত্যাপ্রতিহরণার্থং চ অনেন সূক্তেন তিলকমণিং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য বধ্নীয়াৎ। তথা চ সূত্রং। "দূষ্যা দূষিরসীতি স্রাক্তং বধ্নাতি" ইতি (কৌ. ৫।৩)। স্রক্তিস্তিলকবৃক্ষঃ (স্রক্তি) স্তিলক ইতি ভাষ্যকারঃ। তথা অস্য সূক্তস্য কৃত্যাপ্রতিহরণগণে পাঠাৎ কৃত্যানির্হরণার্থে শান্ত্যুদকেপি এতৎ সূক্তং আবপনীয়ং। যদ্ আহ কৌশিকঃ। 'দূষ্যা দূষিরসি (২।১১) যে পুরস্তাৎ (৪।৪০) ঈশানাং ত্বা (৪।১৭) সমং জ্যোতিঃ (৪।১৮) উতো অস্যবন্ধুকৃৎ (৪।১৯) সুপর্ণস্ত্বা (৫।১৪) যাং তে চক্রুঃ (৫।৩১) অয়ং প্রতিসরঃ (৮।৫) যাং কল্পয়ন্তি (১০।১) ইতি মহাশান্তিং আবপতে' ইতি (কৌ. ৫।৩০)। অয়মেব কৃত্যাপ্রতিহরণগণঃ।। তথা নক্ষত্রকল্পে 'কৃত্যাদূষণ এব চ। চাতনো মাতৃনামা চ' (নি.ক.২৩) ইত্যত্র শান্তিকল্পে 'অথ শান্তেঃ কৃত্যাদূষনৈশ্চাতনৈঃ (শা.ক.১৬)। ইত্যত্র চ অস্য সূক্তস্য গণপ্রযুক্তো বিনিয়োগোবগন্তব্যঃ।। এবং বার্হস্পত্যাং রাজ্যশ্রীব্রহ্মবর্চ-সকামস্যাভিচরতোভিচর্যমানস্য চ' ইতি (ন.ক.১৭) বিহিতায়াং বার্হস্পত্যাখ্যায়াং মহাশান্তৌ স্রাক্ত্যমণিবন্ধনেপি এতৎ সূক্তং। তৎ উক্তং নক্ষত্রকল্পে। 'বার্হস্পত্যায়াং দূষ্যা দূষিরসীতি স্রাক্ত্যং অভিচরতোভিচর্যমাণস্য চ' ইতি (নি.ক.১৯)।। কৃত্যাপ্রতিহরণকর্মণ্যেব আদ্যর্চা কৃত্যায়া গুল্ফং সূত্রোক্তদ্রব্যেণ পারষিঞ্চেৎ। সূত্রং চ। 'দূষ্যা দূষিরসীতি দর্ব্যা ত্রিঃ সারূপবৎসেনাপোদকেন মথিতেন গুল্ফান্ পরিষিঞ্চতি' ইতি (কৌ. ৫।৩)।। (২কা. ৩অ. ১সূ)।।

টীকা — সপ্ত সূক্তসমন্বিত তৃতীয় অনুবাকের এটি প্রথম সূক্ত। স্ত্রী-শূদ্র-রাজা-ব্রাহ্মণ-কাপালিক অন্ত্যজ-শাকিনী ইত্যাদির দ্বারা অনুষ্ঠিত আভিচারিক কর্মসমূহ হ'তে নিজেকে রক্ষার উদ্দেশে এই সূক্ত-মন্ত্রগুলির দ্বারা তিলকবৃক্ষ হ'তে উৎপন্ন মণি (তিলকমণি) অভিমন্ত্রিত ক'রে ধারণীয়।...ইত্যাদি। 'আপ্নুহি শ্রেয়াংসমতি' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা বলা হচ্ছে যে, আমাদের অপেক্ষা কম বলশালী বা সমান বলসম্পন্ন শত্রুদের আমরা নিজেরাই দমন করতে পারব; সুতরাং তিলকমণি যেন আমাদের অপেক্ষা অধিক বলযুক্ত শত্রুদেরই বিনাশ ক'রে দেয় ॥ (২কা. ৩অ. ১সূ) ॥

দ্বিতীয় সূক্ত : শত্রুনাশনম্

[ঋষি : ভরদ্বাজ। দেবতা : দ্যাবাপৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দেবতাবৃন্দ, ইন্দ্র ইত্যাদি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী, অনুষ্টুপ্]

দ্যাবাপৃথিবী উর্বন্তরিক্ষং ক্ষেত্রস্য পত্ন্যুরুগায়োঽদ্ভুতঃ।
উতান্তরিক্ষমুরু বাতগোপং ত ইহ তপ্যন্তাং ময়ি তপ্যমানে ॥ ১॥
ইদং দেবাঃ শৃণুত যে যজ্ঞিয়া স্থ ভরদ্বাজো মহ্যমুক্থানি শংসতি।
পাশে স বদ্ধো দুরিতে নি যুজ্যতাং যো অস্মাকং মন ইদং হিনস্তি ॥ ২॥
ইদমিন্দ্র শৃণুহি সোমপ যৎ ত্বা হৃদা শোচতা জোহবীমি।
বৃশ্চামি তং কুলিশেনেব বৃক্ষং যো অস্মাকং মন ইদং হিনস্তি ॥ ৩॥
অশীতিভিস্তিসৃভিঃ সামগেভিরাদিত্যেভির্বসুভিরঙ্গিরোভিঃ।
ইষ্টাপূর্তমবতু নঃ পিতৃণামামুং দদে হরসা দৈব্যেন ॥ ৪॥
দ্যাবাপৃথিবী অনু মা দীধীথাং বিশ্বে দেবাসো অনু মা রভধ্বম্।
অঙ্গিরসঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ পাপমার্চ্ছত্বপকামস্য কর্তা ॥ ৫॥
অতীব যো মরুতো মন্যতে নো ব্রহ্ম বা যো নিন্দিষৎ ক্রিয়মাণম্।
তপূংষি তস্মৈ বৃজিনানি সন্তু ব্রহ্মদ্বিষং দ্যৌরভিসংতপাতি ॥ ৬॥
সপ্ত প্রাণানষ্টৌ মন্যস্তাংস্তে বৃশ্চামি ব্রহ্মণা।
অয়া যমস্য সাদনমগ্নিদূতো অরঙ্কৃতঃ ॥ ৭॥
আ দধামি তে পদং সমিদ্ধে জাতবেদসি।
অগ্নিঃ শরীরং বেবেষ্ট্বসুং বাগপি গচ্ছতু ॥ ৮॥

বঙ্গানুবাদ — আকাশ, পৃথিবী ও তাদের মধ্যবর্তী স্থানে স্থিত অন্তরিক্ষ এবং তাতে বাসকারী অধিপতি দেবতা বায়ু, সূর্য, অগ্নি, লোকপালক বিষ্ণু ইত্যাদি সকলে এই অভিচার কর্মের দ্বারা প্রেরণা প্রাপ্ত হয়ে শত্রুগণকে বিনাশশীল হোন ॥ ১॥ হে যজ্ঞযোগ্য দেবতাবৃন্দ! আমার নিবেদন শ্রবণ করুন যে, বষট্‌কারের দ্বারা দেবতাগণের উদ্দেশে আহুতি দানকারী ভরদ্বাজ ঋষি আমার কাম্যবস্তুর ফলের (অর্থাৎ ঈপ্সিত সিদ্ধির) নিমিত্ত অভিচার-যোগ্য মন্ত্রসমূহ উচ্চারণ করছেন। যে শত্রু আমাদের এই শ্রেষ্ঠ কর্মে (যজ্ঞে), বিঘ্ন সৃষ্টি ক'রে মনে দুঃখ দিয়েছে, তারা আমার এই (অভিচার) কর্মের দ্বারা মৃত্যুরূপ দুর্গতি প্রাপ্ত হোক ॥ ২॥ হে ইন্দ্র! তোমার চিত্ত সোমপান ক'রে প্রফুল্লিত হচ্ছে। তুমি আমার নিবেদনে মনোযোগ অর্পণ করো। আমি নিজে শত্রুগণকৃত দুষ্কর্মের কারণে তোমাকে বারংবার আহ্বান জানাচ্ছি। আমি স্বয়ং আপন শত্রুকে বৃক্ষের ন্যায় ছেদন করছি ॥ ৩॥ ইন্দ্র এবং সামমন্ত্রের উদ্গাতাবৃন্দের দ্বারা প্রযুক্ত; অঙ্গিরা ঋষি, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টাবসু এবং রুদ্রগণের সাথে আমাদের পূর্বপুরুষগণের যে যজ্ঞ ইত্যাদি কামনা আছে এবং স্মৃতি বিহিত কূপ, বাপী, তড়াগ ইত্যাদি আছে, সেই কামনা পূর্তির দ্বারা প্রকটিত পুণ্য আমাদের রক্ষক হোক। আমি এই 'অমুক' (যথানাম) নামধারী শত্রুকে আপন অভিচার কর্মের মাধ্যমে কৃত্যারূপ দেবকোপের দ্বারা

বিনাশ করছি ॥ ৪॥ হে আকাশ-পৃথিবী! তোমরা শত্রুগণকে তিরস্কৃত করার নিমিত্ত তেজস্বী হয়ে ওঠো। হে বিশ্বদেবগণ! শত্রুবৃন্দকে সংহার করার নিমিত্ত প্রস্তুত (উদ্যোগী) হও। হে অঙ্গিরাগণ! হে পিতৃগণ! আমার শত্রুকে বশীভূত (বা নিগ্রহ) করতে তোমরাও তৎপর হয়ে ওঠো ॥ ৫॥ হে মরুৎ-গণ! যারা আমাদের হীন মনে করে এবং যারা আমাদের অনুষ্ঠানকেও নিন্দনীয় ব'লে থাকে, তাদের উভয় দলকেই তোমরা তোমাদের তেজ-রূপ আয়ুধে বন্ধন করো। আমার কর্মের প্রতি দ্বেষসম্পন্ন শত্রুকে সবিতাদেব সকল দিক হ'তে ব্যথিত করুন ॥ ৬॥ তোমার নেত্র ইত্যাদি সপ্ত প্রাণ (মস্তক ও ছয় ইন্দ্রিয়) এবং কণ্ঠগত অষ্ট ধমনী (নাড়ী)-কে এবং অন্য অঙ্গগুলিকে অভিচার কর্মের দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে দিচ্ছি। হে শত্রু! তুমি শবরূপ আভূষণে সজ্জিত হয়ে যম-স্থান (যমালয়) প্রাপ্ত হও ॥ ৭॥ আমি তোমার চূর্ণিত শরীরের সাথে তোমার পাদপাংশু জাতবেদা অগ্নিতে নিক্ষেপ করছি। তার দ্বারা এই অগ্নি তোমার দেহে প্রবিষ্ট হয়ে তোমার প্রাণ ও বাক্‌শক্তিকেও ব্যাপ্ত করুক ॥ ৮॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — "দ্যাবাপৃথিবী উরু" ইতি সূক্তেন অভিচার কর্মণি দীক্ষার্থং বেণুদণ্ডং বৃশ্চতি ॥...তথা অনেনৈব সূক্তেন দ্বেষ্যনিষূদনকর্মণি দক্ষিণাভিমুখং ধাবতঃ শত্রোঃ পদেষু বৃক্ষপত্রাণি প্রক্ষিপ্য পরশুনা ছিত্বা সপাংসূন পর্ণচ্ছেদান বধকপাত্রে প্রক্ষিপ্য আনীয় ভ্রাষ্ট্রে ভর্জয়েৎ (কৌ. ৬।১)॥ (২কা. ৩অ. ২সূ)॥

টীকা — এই সূক্তমন্ত্রগুলির দ্বারা অভিচার কর্মে দীক্ষার নিমিত্ত বংশদণ্ড ছেদনীয়। এই সূক্তের দ্বারা বিদ্বেষকারীর পরাজয় কর্মে দক্ষিণাভিমুখে ধাবিত শত্রুর পদে বৃক্ষপত্র প্রক্ষিপ্ত ক'রে, তা পরশুর (অর্থাৎ কুঠারের) দ্বারা ছেদন ক'রে পদলগ্ন ধূলির সাথে বধকপাত্রে প্রক্ষেপণ পূর্বক ভর্জনীয় (অর্থাৎ ভাজা উচিত)।—'জাতবেদা' অর্থে অগ্নিকে লক্ষ্য করা হয়েছে—যিনি জাতমাত্রকেই জানেন বা জাত প্রাণিমাত্রই যাঁকে জানে বা সকল প্রাণির অভ্যন্তরে (জঠরে) যিনি অধিষ্ঠিত হয়ে থাকেন ॥ (২কা. ৩অ. ২সূ)॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : দীর্ঘায়ুঃপ্রাপ্তিঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : অগ্নি, বৃহস্পতি, সকল দেবগণ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্, জগতী]

আয়ুর্দা অগ্নে জরসং বৃণানো ঘৃতপ্রতীকো ঘৃতপৃষ্ঠো অগ্নে।
ঘৃতং পীত্বা মধু চারু গব্যং পিতেব পুত্রানভি রক্ষতাদিমম্ ॥ ১॥
পরি ধত্ত ধত্ত নো বর্চসেমং জরামৃত্যুং কৃণুত দীর্ঘমায়ুঃ।
বৃহস্পতিঃ প্রাযচ্ছদ্ বাস এতৎ সোমায় রাজ্ঞে পরিধাতবা উ ॥ ২॥
পরীদং বাসো অধিথাঃ স্বস্তয়েঽভূর্গৃষ্টীনামভিশস্তিপা উ।
শতং চ জীব শরদঃ পুরূচী রায়শ্চ পোষমুপসংব্যয়স্ব ॥ ৩॥
এহ্যশ্মানমা তিষ্ঠাশ্মা ভবতু তে তনূঃ।
কৃণ্বন্তু বিশ্বে দেবা আয়ুষ্টে শরদঃ শতম্ ॥ ৪॥

যস্য তে বাসঃ প্রথমবাস্যং হরামস্তং ত্বা বিশ্বেহবন্ত দেবাঃ।
তং ত্বা ভ্রাতরঃ সুবৃধা বর্ধমানমনু জায়ন্তাং বহবঃ সুজাতম্ ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ — হে অগ্নি! তুমি (মনুষ্যবালকগণকে) শতায়ু (শত বৎসর পরিমিত আয়ু) প্রদানকারী। তুমি ঘৃতের প্রতীক এবং ঘৃত তোমার অবয়বসমূহের আশ্রয়রূপ। এই কারণে এই মন্ত্রপূত গো-ঘৃত পান ক'রে তুমি তৃপ্ত হও এবং পিতা কর্তৃক পুত্রকে রক্ষা-করণের ন্যায় এই বালককে রক্ষা ক'রে শত বৎসরের আয়ু প্রদান করো ॥ ১॥ হে দেবতাগণ! এই বালককে পরিধান ধারণ করাও, একে তেজস্বী ক'রে দাও এবং পূর্ণাবস্থা-সম্পন্ন করো (অর্থাৎ পূর্ণ মনুষ্যত্বে উপনীত করো)। একে শত বৎসরের আয়ু প্রদান করো। ইন্দ্র ইত্যাদির স্বামী (বা প্রভু) বৃহস্পতি সোমের নিমিত্তও এই পরিধান ধারণ করিয়েছিলেন ॥ ২॥ হে বালক! এই পরিধান (বস্ত্র) ক্ষেমের (মঙ্গলের) নিমিত্ত ধারণ করানো হয়েছে। তুমি এর প্রভাবে গো-গণের হিংসাজনিত ভয় হ'তে রক্ষা প্রাপ্ত হয়ে তাদের পোষণ করো এবং পুত্র-পৌত্র ইত্যাদি-সম্পন্ন হয়ে শত বৎসর আয়ুষ্মান্ হও। তুমি সমৃদ্ধিযুক্ত ঐশ্বর্যকেও লাভ করো ॥ ৩॥ হে বালক! আপন দক্ষিণ পাদের দ্বারা এই পাষাণখণ্ডের উপর আঘাত করো এবং এর ন্যায় দৃঢ় এবং নিরোগ থাকো। সকল দেবগণ তোমাকে শত বৎসর আয়ুষ্মান করুন ॥ ৪ ॥ হে বালক! তোমার পুরাতন বস্ত্র উন্মোচিত ক'রে আমি গ্রহণ করছি। তুমি সমৃদ্ধির দ্বারা সুশোভিত হও। তোমার জন্মের পরে, পশু পুত্র ইত্যাদিতে প্রবৃদ্ধ হয়ে সুন্দর ভ্রাতা উৎপন্ন হোক এবং সকল দেবতা তোমার রক্ষক হোন ॥ ৫॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'আয়ুর্দাঃ' ইতি সূক্তং গোদানাখ্যে সংস্কারকর্মণি শান্ত্যদকে অনুযোজয়েৎ। তত্রৈব কর্মণি অনেনৈব সূক্তেন আজ্যং হুত্বা ব্রহ্মচারিণো মূর্ধ্নি সম্পাতান আনয়েৎ। ইত্যাদি।। (২কা. ৩অ. ৩সূ)।।

টীকা — মূলতঃ দীর্ঘায়ুপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে এই সূক্তের বিনিয়োগ নির্দিষ্ট আছে। তবে গোদানাখ্য সংস্কার কর্মে শান্তিজল প্রদানে এর প্রয়োগ আছে। এই গোদানাখ্য কর্মে এই সূক্তমন্ত্রের দ্বারা আজ্যাহুতি প্রদান ক'রে ব্রহ্মচারী বালকের মস্তকে জলসিঞ্চন করা হয়।...ইত্যাদি।। এছাড়া যথাযথ মন্ত্রের বঙ্গানুবাদে বালক-ব্রহ্মচারীর গো-ভীতি নিবারণ, নব-বস্ত্র পরিধান ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে ॥ (২কা. ৩অ. ৩সূ) ॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : দস্যুনাশনম্

[ঋষি : চাতন। দেবতা : শালাগ্নিদৈবত্যম্। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, ভূরিক, বৃহতী]

নিঃসালাং ধৃষ্ণুং ধিষণমেকবাদ্যাং জিঘৎস্বম্।
সর্বাশ্চণ্ডস্য নপ্ত্যো নাশয়ামঃ সদান্বাঃ ॥ ১॥
নির্বো গোষ্ঠাদজামসি নিরক্ষান্নিরুপানসাৎ।
নির্বো মগুন্দ্যা দুহিতরো গৃহেভ্যশ্চাতয়ামহে ॥ ২॥
অসৌ যো অধরাদ্ গৃহস্তত্র সন্ত্বরায্যঃ।

তত্র সেদিন্যুচ্যতু সর্বাশ্চ যাতুধান্যঃ ॥ ৩॥
ভূতপতির্নিরজত্বিন্দ্রশ্চেতঃ সদান্বাঃ।
গৃহস্য বুধ্ন আসীনাস্তা ইন্দ্রো বজ্রেণাধি তিষ্ঠতু ॥ ৪॥
যদি স্থ ক্ষেত্রিয়াণাং যদি বা পুরুষেষিতাঃ।
যদি স্থ দস্যুভ্যো জাতা নশ্যতেতঃ সদান্বাঃ ॥ ৫॥
পরি ধামান্যাসামাশুর্গাষ্ঠামিবাসরন্।
অজৈষং সর্বান্ আজীন্ বো নশ্যতেতঃ সদান্বাঃ ॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ — উন্নত শরীরশালিনী, সন্তান নষ্টকারিণী, ভয়-উৎপাদিকা নিঃসালা নাম্নী রাক্ষসী, ধিষণ নামক পাপ-গৃহ, কঠোর বাক্যশালিনী একবাদ্যা রাক্ষসীকে আমরা সংহার করছি এবং চণ্ড নামক পিশাচিনীদেরও বিতাড়িত করছি ॥ ১॥ হে মণ্ডন্দী নামধারী পিশাচীর পুত্রীগণ! আমরা তোমাদের গো-গণের গোষ্ঠ হ'তে নিষ্ক্রান্ত (বিতাড়িত) ক'রে দিচ্ছি। ধন-ধান্য যুক্ত ভবন এবং আবাস স্থান-সমূহ হ'তেও দূরীকৃত ক'রে তোমাদের নাশ করছি ॥ ২॥ পৃথিবী হ'তে দূরে এবং নীচে যে পাতাল লোক আছে, সেখানে পুণ্য কার্যে বিঘ্ন উপস্থিতকারিণী অণয়ি নাম্নী, রাক্ষসীগণ গমন করুক এবং বিনাশিনী নাম্নী রাক্ষসীগণও এই (পৃথিবী) লোককে ত্যাগ ক'রে পাতাল লোকে গমন ক'রে অবস্থান করুক ॥ ৩॥ ভূতনাথ রুদ্র ও ইন্দ্র এই আক্রোশশালিনী পিশাচীগণকে প্রহার পূর্বক (আমাদের) আবাস স্থান হ'তে দূর করুন ॥ ৪॥ হে রাক্ষসীবর্গ! তোমরা মাতা-পিতার দেহ হ'তে প্রাপ্ত (ক্ষেত্রিব্যাধিরূপ) কুষ্ঠ, অপস্মার, গ্রহণী ইত্যাদিকে উৎপন্ন ক'রে থাকো। এই রকমের তোমরা আমার এই ঘর হ'তে দূর হয়ে বিনাশ প্রাপ্ত হও ॥ ৫॥ আপন লক্ষ্যের উপর আক্রমণ করে শীঘ্রগামী অশ্ব যেমন স্তব্ধ হয়ে যায়, সেই রকমেই এই পিশাচীগণের আবাসস্থানগুলির উপরে আমি আক্রমণ সংঘটিত করেছি। হে পিশাচীগণ! তোমরা সকলে সেই সংগ্রামে (বা আক্রমণে) পরাজিত হয়েছ এবং আমি তোমাদের গৃহগুলিকেও অধিকার ক'রে নিয়েছি। এখন তোমরা আশ্রয়হীনা হয়ে মৃত্যু-প্রাপ্ত হও ॥ ৬॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — "নিঃসালাং" ইতি সূক্তেন মৃতাপত্যায়া স্ত্রিয়া অপত্যনাশপরিহারায় ত্রিষু মণ্ডপেষু একৈকাস্মন্নুদপাত্রে সীসেষু চ সম্পাতানয়নং সীসোপরি স্থিতায়াস্তস্যাঃ সম্পাতিতোদকেন আপ্লাবনং চ কৃত্বা স্বগৃহং আনীয় শান্ত্যদকেন অভিষিচ্য তস্যৈ পুরোডাশকন্দুকালঙ্কারান্ অভিমন্ত্র্য দদ্যাৎ। অথ বা একাস্মন্নেব মণ্ডপে অনেন সূক্তেন ঔদুম্বরী সমিধস্তয়া আধাপ্য পূর্ববৎ শান্ত্যদকাভিষেকাদিকং কুর্যাৎ।... ইত্যাদি॥ (২কা. ৩অ. ৪সূ)॥

টীকা — মৃতাপত্যা অর্থাৎ যে নারীর সন্তান জাত হয়ে মারা যায়, তার সেই অপত্যনাশ পরিহারের নিমিত্ত তিনটি মণ্ডপে এক একটি ক'রে জলপাত্রে সীসা সম্পাতিত ক'রে সেই জলকে এই সূক্তমন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করণীয়। অতঃপর সেই জলে সেই নারীকে অভিসিঞ্চিত ক'রে তার আপন গৃহে আনয়নপূর্বক শান্তিজলে অভিষিক্ত করণীয়। সেই সঙ্গে তাকে এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত পুরোডাশ, কন্দুক (গোলা) ও অলঙ্কার প্রদান করণীয়। এর বিকল্পে একটি মণ্ডপেই এই সূক্তের দ্বারা ঔদুম্বরী সমিধ স্থাপন পূর্বক এই মন্ত্রের দ্বারা পূর্ববৎ শান্তিজল ইত্যাদির প্রয়োগ করণীয়। গৃহে গো-ইত্যাদি পশুর বন্ধ্যাত্ব নিবারণকল্পে, দৈবহত গৃহের দোষ খণ্ডনকল্পেও এই সূক্তের বিনিয়োগ বিহিত আছে ॥ (২কা. ৩অ. ৪সূ)॥

পঞ্চম সূক্ত : অভয়প্রাপ্তিঃ

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : প্রাণ, অপান, আয়ু। ছন্দ : গায়ত্রী]

যথা দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ।
এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ ॥ ১॥
যহাহশ্চ রাত্রী চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ।
এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ ॥ ২॥
যথা সূর্যশ্চ চন্দ্রশ্চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ।
এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ ॥ ৩॥
যথা ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ।
এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ ॥ ৪॥
যথা সত্যং চানৃতং চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ।
এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ ॥ ৫॥
যথা ভূতং চ ভব্যং চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ।
এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ ॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ — দেবাশ্রয় রূপ আকাশ এবং মনুষ্যের আশ্রয়ভূত পৃথিবী—এই দুই লোক সকলের উপজীব্য; অতএব উপজীব্যকে কেউ নষ্ট করতে পারে না। সেই রকমেই হে প্রাণ! তুমি মরণ-শঙ্কা হ'তে রহিত হও এবং এই মন্ত্রবলের দ্বারা আকাশ ও পৃথিবীর ন্যায় চিরজীবী হও ॥ ১॥ যেমন দিবা ও রাত্রি (চিরকাল অস্তিত্বশালী হওয়ার কারণে) কখনও বিনষ্টির ভয়ে ভীত হয় না, তেমনই হে প্রাণ! তুমিও তাদের মতো মরণ-ভীতি থেকে রহিত হয়ে থাকো, এবং এই মন্ত্রের বলে চিরজীবী হয়ে থাকো ॥ ২॥ যেমন সূর্য ও চন্দ্র (চিরন্তন হওয়ার কারণে) কখনও ভয়ভীত হয় না, তারা বিনষ্টও হয় না, তেমনই হে আমার প্রাণ! তুমিও কোন কিছু হ'তে ভয় প্রাপ্ত হয়ো না এবং মৃত্যুর আশঙ্কা পরিত্যাগ করো। তুমিও সূর্য ও চন্দ্রের মতো চিরজীবী হয়ে থাকো ॥ ৩॥ যেমন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতিগুলি (শাশ্বত জাতি হওয়ার কারণে) ভয়ভীত হয় না, বিনষ্টও হয় না, তেমনই হে আমার প্রাণ! তুমি মরণ-শঙ্কা হ'তে রহিত হও এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতির ন্যায় চিরজীবী হয়ে থাকো ॥ ৪॥ যেমন সত্য ও অসত্য (চিরন্তন হওয়ায়) কখনও কিছুতে ভয় পায় না, বিনষ্টি প্রাপ্তও হয় না, তেমনই হে আমার প্রাণ! তুমিও ভয়প্রাপ্ত হয়ো না এবং বিনাশপ্রাপ্তির চিন্তা করো না; তুমিও সত্য ও অসত্যের সমানই চিরজীবী হয়ে থাকো ॥ ৫॥ যেমন ভূত (অতীত) ও ভবিষ্য (চিরকাল প্রবাহমান হওয়ার কারণে) কিছু হ'তে ভয় পায় না, নষ্টও হয় না (অর্থাৎ আজ যা বর্তমান, কাল তা অতীত হয়েই চিরকাল অস্তিত্বসম্পন্ন হয়ে থাকবে, অনাগত কালও তেমনই চিরকাল আসতে থাকবে—সুতরাং এদের কেউ বিনাশ বা শেষ করতে পারে না); তেমনই হে প্রাণ! তুমিও মৃত্যুর শঙ্কা ত্যাগ ক'রে চিরকাল পর্যন্ত জীবিত থাকো ॥ ৬॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — "যথা দ্যৌঃ' ইতি সূক্তেন আয়ুষ্কামঃ স্থালীপাকং ওদনং শান্ত্যুদকেন সংপ্রোক্ষ্য অভিমন্ত্র্য প্রাশ্নীয়াৎ।.... ইত্যাদি॥ (২কা. ৩অ. ৫সূ)॥

টীকা — এই সূক্তের বিনিয়োগ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—যে ব্যক্তি আয়ু কামনা করেন তিনি একটি স্থালীতে পাক করা অন্ন শান্তিজলে প্রোক্ষণপূর্বক এই সূক্তমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত ক'রে ভোজন করবেন। এতে মৃত্যুভয় রহিত হয় ॥ (২কা. ৩অ. ৫সূ) ॥

◆

ষষ্ঠ সূক্ত : সুরক্ষা

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : প্রাণ, অপান, আয়ু। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, গায়ত্রী]

প্রাণাপানৌ মৃত্যোর্মা পাতং স্বাহা ॥ ১॥
দ্যাবাপৃথিবী উপশ্রুত্যা মা পাতং স্বাহা ॥ ২॥
সূর্য চক্ষুষা মা পাহি স্বাহা ॥ ৩॥
অগ্নে বৈশ্বানর বিশ্বৈর্মা দেবৈঃ পাহি স্বাহা ॥ ৪॥
বিশ্বম্ভর বিশ্বেন মা ভরসা পাহি স্বাহা ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ — ঊর্ধ্বমুখ ক'রে চেষ্টা-করণশালী হয় প্রাণ, নিম্নের দিক হ'তে চেষ্টাবান হয় অপান। উভয়ের অভিমানী হে দেবতাদ্বয়! আমাকে মরণ হ'তে রক্ষা করো। এই স্বাহাকৃত আহুতি গ্রহণ করো ॥ ১॥ হে আকাশ ও পৃথিবীতে স্থিত দিনের অভিমানী দেবতাগণ! তোমরা শ্রবণশক্তি প্রদান ক'রে আমাকে রক্ষা করো এবং আমার প্রদত্ত এই স্বাহাকৃত আহুতি স্বীকার করো ॥ ২॥ হে নেত্রাভিমানী আদিত্য! তুমি দর্শনশক্তি প্রদান ক'রে আমাকে রক্ষা করো। আমি তোমার উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে এই আহুতি প্রদান করছি, তুমি তা স্বীকার ক'রে নাও ॥ ৩॥ হে বৈশ্বানর অগ্নি! তুমি বৈদ্যুতিক অগ্নি ও সূর্য হ'তে উৎপন্ন। তুমি বাক্-ইন্দ্রিয় প্রদান ক'রে আমাকে রক্ষা করো। আমি স্বাহা মন্ত্রে এই আহুতি নিবেদন করছি॥ ৪॥ হে বিশ্বের (অর্থাৎ সকলের) পোষণকারী বিশ্বম্ভর অগ্নি! তুমি আপন পোষণ শক্তির দ্বারা আমাকে রক্ষা করো। তোমার উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে এই আহুতি প্রদান করছি ॥ ৫॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'প্রাণাপানৌ' ইতি সূক্তেন আজ্যসমিৎপুরোডাশপয়ঞোদনপায়সপশু-ব্রীহিযবতিলধানাকরম্ভশষ্কুল্যাখ্যানি ত্রয়োদশ দ্রব্যানি আয়ুষ্কামো জুহুয়াৎ।...ইত্যাদি॥ (২কা. ৩অ. ৬সূ)॥

টীকা — যিনি আয়ু কামনা করেন, তাঁর পক্ষে এই সূক্তের দ্বারা আজ্য, সমিৎ, পুরোডাশ, দুগ্ধ, অন্ন, পায়স, পশু, ব্রীহি, যব, তিল, ধান, করম্ভ ও শষ্কুল (পিষ্টক)—এই ত্রয়োদশটি দ্রব্যের দ্বারা হোম করণীয়।... ইত্যাদি ॥ (২ কা. ৩অ. ৬সূ) ॥

◆

সপ্তম সূক্ত : বলপ্রাপ্তিঃ

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : ওজঃ প্রভৃতি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

ওজোঽস্যোজো মে দাঃ স্বাহা ॥ ১॥
সহোঽসি সহো মে দাঃ স্বাহা ॥ ২॥
বলমসি বলং মে দাঃ স্বাহা ॥ ৩॥
আয়ুরস্যায়ুর্মে দাঃ স্বাহা ॥ ৪॥
শ্রোত্রমসি শ্রোত্রং মে দাঃ স্বাহা ॥ ৫॥
চক্ষুরসি চক্ষুর্মে দাঃ স্বাহা ॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ — হে ওজ! তুমি ঘৃতের ন্যায় শারীরিক স্থিতি অষ্টম ধাতু। তুমি আমাকে ওজ প্রদান করো, আমি তোমার নিমিত্ত স্বাহা মন্ত্রে এই আহুতি প্রদান করছি ॥ ১ ॥ হে অগ্নি! তুমি শত্রুবর্গকে তিরস্কৃত করণে সমর্থ। আমাকে তেজ প্রদান করো। আমি তোমার উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে এই আহুতি নিবেদন করছি ॥ ২ ॥ হে অগ্নি! তুমি বলস্বরূপ। আমাকে বল প্রদান করো। আমি তোমার নিমিত্ত স্বাহা মন্ত্রে এই হবিঃ নিবেদন করছি ॥ ৩ ॥ হে অগ্নি! তুমি আয়ুস্বরূপ। আমার জীবনের নিমিত্ত শতবর্ষের (দীর্ঘ) আয়ু প্রদান করো। আমি তোমার নিমিত্ত স্বাহা মন্ত্রে এই হবিঃ নিবেদন করছি ॥ ৪ ॥ হে অগ্নি! তুমি শ্রোত্রস্বরূপ, এই নিমিত্ত আমাকে শ্রবণশক্তি প্রদান করো। তোমার উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে এই হবিঃ প্রদান করছি ॥ ৫ ॥ হে অগ্নি! তুমি চক্ষুস্বরূপ। আমাকে দর্শনশক্তিরূপ নেত্র প্রদান করো। আমি তোমার উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে এই হবিঃ প্রদান করছি ॥ ৬ ॥ হে অগ্নি! তুমি সকলের পালনকর্তা; সেই নিমিত্ত আয়ু-ভঙ্গের কারণসমূহ হ'তে রক্ষাপূর্বক আমাদের পালন করো। তোমার উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে প্রদত্ত আমার এই হবিঃ তুমি গ্রহণ করো ॥ ৭ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'ওজোসি' ইত্যনেন আয়ুষ্কামঃ পূর্বং উক্তপ্রকারেণ ত্রয়োদশ দ্রব্যাণি জুহুয়াৎ।...ইত্যাদি॥ (২কা. ৩অ. ৭সূ)॥

টীকা — আয়ুষ্কামী জন এই সূক্তমন্ত্রের দ্বারা পূর্ব সূক্তে উল্লিখিত আজ্য, সমিৎ, পুরোডাশ ইত্যাদি ত্রয়োদশ সংখ্যক দ্রব্য সহযোগে পূর্ব সূক্তবৎ হোম করবেন।—অগ্নিই ওজঃ বা তেজঃ সহ শরীরস্থিতির দেবতা ॥ (২কা. ৩অ. ৭সূ) ॥

◆ ◆

চতুর্থ অনুবাক

প্রথম সূক্ত : শত্রুনাশনম্

[ঋষি : চাতন। দেবতা : অগ্নি। ছন্দ : বৃহতী]

ভ্রাতৃব্যক্ষয়ণমসি ভ্রাতৃব্যচাতনং মে দাঃ স্বাহা ॥ ১॥
সপত্নক্ষয়ণমসি সপত্নচাতনং মে দাঃ স্বাহা ॥ ২॥

অরায়ক্ষয়ণমস্যরায়চাতনং মে দাঃ স্বাহা ॥ ৩॥
পিশাচক্ষয়ণমসি পিশাচচাতনং মে দাঃ স্বাহা ॥ ৪॥
সদান্বাক্ষয়ণমসি সদান্বাচাতনং মে দাঃ স্বাহা ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ — হে অগ্নি! তুমি আমার ভ্রাতৃব্য অর্থাৎ আত্মীয়রূপ শত্রুদের নাশকরণে সমর্থ; এই হেতু আমাকেও সেই ভ্রাতৃব্য-বিনাশক শক্তি প্রদান করো। আমি তোমাকে স্বাহা মন্ত্রে এই হবিস্য প্রদান করছি ॥ ১॥ হে অগ্নি! তুমি আমার সপত্ন অর্থাৎ সাধারণ বিপক্ষীয়রূপ বৈরিবর্গকে বিনাশ-করণে দক্ষ; অতএব আমাকেও বৈরিগণের নাশকতামূলক শক্তি প্রদান করো। আমি তোমার উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে এই হবিষ্য নিবেদন করছি ॥ ২॥ হে অগ্নি! যারা দান ইত্যাদি মঙ্গলপ্রদ কর্মের শত্রু, তুমি সেই 'অরায়' নামক রাক্ষসগণকে হনন-করণশালী। আমাকেও সেই অরায়গণের বিনাশক বল প্রদান করো। আমি তোমার উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে এই হবিষ্য প্রদান করছি ॥ ৩॥ হে অগ্নি! তুমি পিশাচগণকে বিনাশ-করণক্ষম; তুমি এই রকমই সামর্থ্য আমাকেও প্রদান করো। আমি তোমাকে স্বাহা মন্ত্রে এই হবিষ্য প্রদান করছি ॥ ৪॥ হে অগ্নি! তুমি রাক্ষসীবর্গকে সংহার-করণে সমর্থ; আমাকেও রাক্ষসীগণ নাশ-করণশীল বল প্রদান করো। আমি তোমাকে স্বাহা মন্ত্রে এই হবিষ্য প্রদান করছি ॥ ৫॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — চতুর্থেনুবাকে নব সূক্তানি। তত্র 'ভ্রাতৃব্যক্ষয়ণং' ইতি প্রথমসূক্তেন অভিচারকর্মণি শরসমিদাধানং কৃষ্ণব্রীহিযবতিলাদ্যাবপনং চ কুর্যাৎ। (কৌ. ৬।২)।। অত্র অরায়ক্ষয়ণং (৩-৫) ইত্যাদ্যাস্তিস্রঃ চাতনগণে (কৌ. ১।৮) পঠিতাঃ। অতস্তস্য গণস্য যত্রতত্র বিনিয়োগস্তত্রতত্র আসা বিনিয়োগো দ্রষ্টব্যঃ।। (২কা. ৪অ. ১সূ)।।

টীকা — নয়টি সূক্ত সম্বলিত চতুর্থ অনুবাকের এটি প্রথম সূক্ত। এই সূক্তের দ্বারা অভিচার কর্মে শরসমিধ আধান এবং কৃষ্ণব্রীহি, যব, তিল ইত্যাদি আবপন করণীয়। এই সূক্তেও সায়ণাচার্য হোমাধাররূপে অগ্নিকে সম্বোধন ক'রে ব্যাখ্যা করেছেন ॥ (২কা. ৪অ. ১ সূ) ॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : শত্রুনাশনম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : অগ্নি। ছন্দ : গায়ত্রী]

অগ্নে যৎ তে তপস্তেন তং প্রতি তপ
যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ১॥
অগ্নে যৎ তে হরস্তেন তং প্রতি হর।
যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ২॥
অগ্নে যৎ তেঽর্চিস্তেন তং প্রত্যর্চ
যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৩॥

অগ্নে যৎ তে শোচিস্তেন তং প্রতি শোচ
যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৪॥
অগ্নে যৎ তে তেজস্তেন তমতেজসং কৃণু
যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ — হে অগ্নি! তোমার যে সন্তাপপ্রদ শক্তি আছে, তার দ্বারা শত্রুকে লক্ষ্য ক'রে দীপ্ত হয়ে ওঠো। যে শত্রু আমাদের বিরুদ্ধে কৃত্যা ইত্যাদি কর্ম করে, সেই বিদ্বেষীকে পীড়িত করো ॥ ১॥ হে অগ্নি! আমাদের প্রতি বিদ্বেষশীল বা আমরা যাকে বিদ্বেষ ক'রি, সেই শত্রুর উপর তুমি আপন ক্রোধরূপ আয়ুধকে প্রয়োগ করো ॥ ২॥ হে অগ্নি! আমাদের প্রতি বৈরিতাসম্পন্ন বা যার প্রতি আমরা বৈরভাবান্বিত, সেই শত্রুকে তুমি আপন তেজের (অর্থাৎ দীপ্তির) দ্বারা ভস্ম ক'রে দাও ॥ ৩॥ হে অগ্নি! যে আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ বা আমরা যার প্রতি বিদ্বেষসম্পন্ন, তার উপর তুমি তোমার শোকপ্রদ শক্তিকে প্রয়োগ করো ॥ ৪॥ হে অগ্নি! আমাদের বৈরী শত্রুগণকে তোমার অবদমিত করণশালী তেজের দ্বারা বলহীন ক'রে দাও ॥ ৫॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — "অগ্নে যৎ তে" ইত্যাদিভিঃ পঞ্চভিঃ সূক্তৈরভিচারকর্মণি পুরস্তাদ্ধোমান্ আজ্যেন জুহুয়াৎ। (কৌ. ৬/১)॥ (২কা. ৪অ. ২সূ)॥

টীকা — এই সূক্তটি এবং এর অব্যবহিত পরবর্তী চারটি সূক্তের দ্বারা আভিচারিক কর্মে আজ্যের দ্বারা হোম করণীয়। আভিচারিক এবং প্রত্যাভিচারিক (কারও অভিচার কর্মের অভিচার কর্মের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিচার) কর্মে এই সূক্ত-মন্ত্রগুলি প্রয়োগের বিধি আছে।...ইত্যাদি ॥ (২কা. ৪অ. ২সূ) ॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : শত্রুনাশনম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : বায়ু। ছন্দ : গায়ত্রী]

বায়ো যৎ তে তপস্তেন তং প্রতি তপ
যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ১॥
বায়ো যৎ তে হরস্তেন তং প্রতি হর
যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ২॥
বায়ো যৎ তেঽর্চিস্তেন তং প্রত্যর্চ
যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৩॥
বায়ো যৎ তে শোচিস্তেন তং প্রতি শোচ
যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৪॥
বায়ো যৎ তে তেজস্তেন তমতেজসং কৃণু
যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ — হে বায়ু! তুমি অন্তরিক্ষ লোকে বিচরণশালী। তুমি আপন পীড়াপ্রদ শক্তিকে (আমার) শত্রুর প্রতি প্রযুক্ত করো। আমাদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ কৃত্যাকারী (শত্রুকে) সন্তাপ প্রদান করো ॥ ১॥ হে বায়ু! আমাদের প্রতি বৈরিতা-পোষণকারী বা যাদের প্রতি আমরা বৈরিতা পোষণ ক'রি, সেই শত্রুগণের উপর তুমি আপন ক্রোধকে প্রয়োগ করো ॥ ২॥ হে বায়ু! আমাদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন বা আমরা যাদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন, এই দুই রকম শত্রুদের বিনাশ করার নিমিত্ত তুমি আপন অর্চিতে (সন্তাপক প্রবাহে) প্রদীপ্ত হয়ে ওঠো ॥ ৩॥ হে বায়ু! আমাদের দ্বেষ-করণশালী শত্রু বা যাদের প্রতি আমরা দ্বেষ পরায়ণ, সেই দুইরকম শত্রুর উপর তুমি আপন শোকপ্রদ সামর্থ্যের প্রয়োগ করো এবং তাদের শোকাকুল ক'রে দাও ॥ ৪॥ হে বায়ু! আমাদের প্রতি দ্বেষকারী বা যাদের প্রতি আমরা দ্বেষ ক'রে থাকি, সেই দুই রকম শত্রুর উপর আপন বশীকরণ-শক্তিকে প্রয়োগ করো এবং শত্রুগণের তেজকে হরণ ক'রে লও ॥ ৫॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — ইত উত্তরাণি 'বায়ো যৎ' (২।২০) 'সূর্য যৎ' (২।২১) 'চন্দ্র যৎ' (২।২২) 'আপো যৎ' (২।২৩) ইতি চত্বারি সূক্তানি 'অগ্নে যৎ' (২।১৯) ইতি পূর্বসূক্তবদ্ ব্যাখ্যেয়ানি। তেষু বায়্বাদিদেবতাসম্বোধনমেব বিশেষঃ। 'আপো যদ্ বঃ' ইত্যত্র অপাং নিত্যবহুত্বাদ্ বহুবচন-নির্দেশঃ ॥ (২কা. ৪অ. ৩-৬সূ)॥

টীকা — পূর্ববর্তী সূক্তে বিনিয়োগ উল্লিখিত হয়েছে। এখানে সায়ণাচার্যের উল্লেখমতো পরবর্তী ষষ্ঠ সূক্তের সম্বোধ্য 'আপঃ' পদটি নিত্যবহুত্ব হওয়ার কারণে বহুবচন নির্দেশ করা হয়েছে ॥ (২কা. ৪অ. ৩-৬সূ) ॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : শত্রুনাশনম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : সূর্য। ছন্দ : গায়ত্রী]

সূর্য যৎ তে তপস্তেন তং প্রতি তপ যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ১॥
সূর্য যৎ তে হরস্তেন তং প্রতি হর যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ২॥
সূর্য যৎ তেঽর্চিস্তেন তং প্রত্যর্চ যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৩॥
সূর্য যৎ তে শোচিস্তেন তং প্রতি শোচ যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৪॥
সূর্য যৎ তে তেজস্তেন তমতেজসং কৃণু যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ — হে আদিত্য! তোমাতে যে সন্তাপন শক্তি রয়েছে, সেই শক্তিকে শত্রুর প্রতি লক্ষ্যপূর্বক প্রকটিত করো। তুমি আপন তেজের দ্বারা শত্রুকে বিপরীত করো (অর্থাৎ সন্তাপিত করো)। যে শত্রুকে আমরা বিদ্বেষ ক'রি,অথবা যে শত্রু আমাদের প্রতি বিদ্বেষপূর্বক কৃত্যা ইত্যাদি অভিচার কর্ম করে, তাদের তুমি পীড়িত করো ॥ ১॥ যারা আমাদের শত্রুতা করে এবং আমরা যাদের শত্রুতা ক'রি, হে আদিত্য! সেই শত্রুদের উপর তুমি আপন ক্রোধরূপ আয়ুধকে নিক্ষেপ করো ॥ ২॥ যারা আমাদের বৈরিতা করে এবং আমরা যাদের প্রতি বৈরভাব-সম্পন্ন, হে আদিত্য! সেই শত্রুগণকে ভস্মীভূত করার নিমিত্ত আপন দীপ্তির দ্বারা সংযুক্ত হও ॥ ৩॥ হে আদিত্য! তোমার

যে শোক-প্রদানক্ষম শক্তি আছে, তার দ্বারা আমাদের শোক-প্রদানোদ্যত শত্রুদের শোকাকুল ক'রে দাও ॥ ৪ ॥ হে আদিত্য! আমাদের বৈরিগণকে তুমি তোমার শত্রু-বশীকরণশীল সামর্থ্যে বশীভূত ক'রে তাদের নিবীর্য ক'রে দাও ॥ ৫ ॥

টীকা — পূর্ব মন্ত্রে বিনিয়োগ উল্লিখিত হয়েছে ॥ (২কা. ৪অ. ৪সূ)॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : শত্রুনাশনম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : চন্দ্র। ছন্দ : গায়ত্রী]

চন্দ্র যৎ তে তপস্তেন তং প্রতি তপ যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ১ ॥
চন্দ্র যৎ তে হরস্তেন তং প্রতি হর যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ২ ॥
চন্দ্র যৎ তেঽর্চিস্তেন তং প্রত্যর্চ যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৩ ॥
চন্দ্র যৎ তে শোচিস্তেন তং প্রতি শোচ যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৪ ॥
চন্দ্র যৎ তে তেজস্তেন তমতেজসং কৃণু যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ — হে চন্দ্র! যে শত্রু আমাদের প্রতি দ্বেষ পোষণ করে এবং আমরা যাদের প্রতি দ্বেষ পোষণ ক'রি, এবং যে শত্রু আমাদের উপর কৃত্যা ইত্যাদি অভিচার প্রয়োগ করতে অভিলাষ করে, তুমি সেই শত্রুকে আপন সন্তাপন শক্তির দ্বারা সন্তপ্ত করো ॥ ১ ॥ হে চন্দ্র! যারা আমাদের প্রতি দ্বেষ রক্ষা করে এবং আমরা যাদের প্রতি দ্বেষ ক'রি, তুমি সেই শত্রুগণের উপর আপন ক্রোধ রূপ বলকে প্রয়োগ করো ॥ ২ ॥ হে চন্দ্র! তুমি আপন দীপ্তির দ্বারা আমাদের বৈরিবর্গকে এবং যারা আমাদের প্রতি দ্বেষ ক'রে থাকে, তাদের বিনাশ ক'রে দাও ॥ ৩ ॥ হে চন্দ্র! আমাদের প্রতি দ্বেষকারী বা যাদের আমরা দ্বেষ ক'রি, তাদের তুমি তোমার শোকপ্রদ বলের দ্বারা শোকাকুল ক'রে দাও ॥ ৪ ॥ হে চন্দ্র! তুমি তোমার শত্রুবশকারী সামর্থ্যের দ্বারা আমাদের বৈরিবর্গকে বশীভূত করো এবং তাদের নির্বীর্য ক'রে দাও ॥ ৫ ॥

টীকা — পূর্ববর্তী মন্ত্রবৎ এই সূক্তের বিনিয়োগ নির্ধারিত আছে ॥ (২কা. ৪অ. ৫সূ) ॥

◆

ষষ্ঠ সূক্ত : শত্রুনাশনম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : আপঃ। ছন্দ : গায়ত্রী]

আপো যদ্ বস্তপস্তেন তং প্রতি তপত যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ১ ॥
আপো যদ্ বো হরস্তেন তং প্রতি হরত যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ২ ॥
আপো যদ্ বোঽর্চিস্তেন তং প্রত্যর্চত যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৩ ॥

আপো যদ্ বঃ শোচিস্তেন তং প্রতি শোচত যোহস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৪॥
আপো যদ্ বস্তেজস্তেন তমতেজসং কৃণুত যোহস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ — হে জল (অর্থাৎ জলের অভিমানী দেবীগণ)! যে শত্রু আমাদের দ্বেষ করে অথবা আমরা যাদের দ্বেষ ক'রি, এবং যারা আমাদের প্রতি কৃত্যা ইত্যাদি অভিচার কর্ম প্রয়োগ করতে ইচ্ছা করে, সেই শত্রুগণকে তোমরা তোমাদের সন্তাপন শক্তির দ্বারা সন্তপ্ত করো ॥ ১॥ হে জলরাশি! যারা আমাদের দ্বেষ করে বা যাদের আমরা দ্বেষ ক'রে থাকি, সেই শত্রুগণের উপর তোমরা তোমাদের ক্রোধকে প্রকট করো ॥ ২॥ হে জলসমূহ! আমরা যাদের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ, বা যারা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ-সম্পন্ন, তোমরা তোমাদের আপন দীপ্তির দ্বারা তাদের বিনাশ ক'রে দাও ॥ ৩॥ হে জলসমুদয়! যারা আমাদের দ্বেষ করে এবং আমরা যাদের দ্বেষ ক'রি, তোমরা তোমাদের আপন শোকপ্রদ শক্তির দ্বারা তাদের (অর্থাৎ সেই শত্রুগণকে) শোকাভিভূত ক'রে দাও ॥ ৪॥ হে জলবর্গ! যারা আমাদের বিদ্বেষী বা আমরা যাদের বিদ্বেষী, তোমরা তোমাদের বশীকরণ-সামর্থ্যে তাদের বশীকৃত ক'রে নির্বীর্য করে দাও ॥ ৫॥

টীকা — এই সূক্তেরও বিনিয়োগ দ্বিতীয় সূক্তে উল্লিখিত হয়েছে। জলের বহুবচনত্ব সম্পর্কে তৃতীয় সূক্তে উল্লেখ করা হয়েছে ॥ (২কা. ৪অ. ৬সূ) ॥

◆

সপ্তম সূক্ত : শত্রুনাশনম্

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : আয়ু। ছন্দ : পংক্তি, বৃহতী]

শোরভক শোরভ পুনর্বো যন্তু যাতবঃ পুনর্হেতিঃ কিমীদিনঃ।
যস্য স্থ তমত্ত যো বঃ প্রাহৈৎ তমত্ত স্বা মাংসান্যত্ত ॥ ১॥
শোবৃধক শোবৃধ পুনর্বো যন্তু যাতবঃ পুনর্হেতিঃ কিমীদিনঃ।
যস্য স্থ তমত্ত যো বঃ প্রাহৈৎ তমত্ত স্বা মাংসান্যত্ত ॥ ২॥
ম্রোকানুম্রোক পুনর্বো যন্তু যাতবঃ পুনর্হেতিঃ কিমীদিনঃ।
যস্য স্থ তমত্ত যো বঃ প্রাহৈৎ তমত্ত স্বা মাংসান্যত্ত ॥ ৩॥
সর্পানুসর্প পুনর্বো যন্তু যাতবঃ পুনর্হেতিঃ কিমীদিনঃ।
যস্য স্থ তমত্ত যো বঃ প্রাহৈৎ তমত্ত স্বা মাংসান্যত্ত ॥ ৪॥
জূর্ণি পুনর্বো যন্তু যাতবঃ পুনর্হেতিঃ কিমীদিনীঃ।
যস্য স্থ তমত্ত যো বঃ প্রাহৈৎ তমত্ত স্বা মাংসান্যত্ত ॥ ৫॥
উপব্দে পুনর্বো যন্তু যাতবঃ পুনর্হেতিঃ কিমীদিনীঃ।
যস্য স্থ তমত্ত যো বঃ প্রাহৈৎ তমত্ত স্বা মাংসান্যত্ত ॥ ৬॥
অর্জুনি পুনর্বো যন্তু যাতবঃ পুনর্হেতিঃ কিমীদিনীঃ।
যস্য স্থ তমত্ত যো বঃ প্রাহৈৎ তমত্ত স্বা মাংসান্যত্ত ॥ ৭॥

ভরূজি পুনর্বো যন্তু যাতবঃ পুনর্হেতিঃ কিমীদিনীঃ।
যস্য স্থ তমত্ত যো বঃ প্রাহৈৎ তমত্ত স্বা মাংসান্যত্ত ॥ ৮॥

বঙ্গানুবাদ — হে রাক্ষসাধিপতি শোরভ! হে রাক্ষসাধিপতির সচিব (মন্ত্রী) শোরভক! তোমরা শরভের ন্যায় সকলকে হিংসা-করণশীল রাক্ষসগণের মধ্যে মুখ্য। আমাদের অভিমুখে প্রেরিত তোমাদের যে যাতুধান (রাক্ষস) আছে, তারা আয়ুধসমূহ সহ আমাদের নিকট হ'তে প্রত্যাবর্তন করুক। তোমাদের চোর ইত্যাদি অনুচরগণও এই স্থান ত্যাগ ক'রে গমন করুক। যে প্রযোক্তা তোমাদের আমাদের নিকট প্রেরণ করেছে অথবা তোমরা আপন দলের সাথে আমাদের যে শত্রুগণের নিকট অবস্থান করছো, তোমরা আমাদের সেই শত্রুগণকে ভক্ষণ করো। তোমরা এবং তোমাদের আয়ুধ শত্রুগণের মাংস ভক্ষণ করুক ॥ ১॥ হে শোবৃধক! (অপরকে আঘাত করণশালী) তুমি তোমার আপন আশ্রিতগণের সুখ-বৃদ্ধিকারী শোবৃধবর্গের অধিপতি। তোমার প্রেরিত যাতুধান নামক রাক্ষসবৃন্দ এবং হিংসাত্মক আয়ুধগুলি আমার দিক্ হ'তে প্রত্যাহরণ করো। তোমার চোর ইত্যাদি অনুচরগণও যেন এইস্থানে না অবস্থান করে। হে রাক্ষসগণ! যে প্রযোক্তা আমাদের নিকটে তোমাদের প্রেরণ করেছে, অথবা তোমরা আমাদের যে বিরোধীবর্গের নিকটে অবস্থান করছো, সেই শত্রুগণের মাংস তোমরা ভক্ষণ করো ॥ ২॥ হে ম্রোক ও অনুম্রোক! (চোর) তোমরা ধন অপহরণ ক'রে গুপ্ত রীতি অনুসারে (অর্থাৎ গোপনে) পলায়ন ক'রে থাকো। তোমাদের প্রেরিত যাতুধান রাক্ষস এবং হিংসাত্মক আয়ুধগুলি আমাদের নিকট হ'তে প্রত্যাগমন করুক। তোমাদের চোর ইত্যাদি অনুচরগণও যেন এখানে না অবস্থান করে। হে ম্রোকানুম্রোকবর্গ! যে প্রযোক্তা কর্তৃক তোমরা এই স্থানে প্রেরিত হয়েছো, অথবা তোমরা আমাদের যে বিরোধীসমূহের নিকট অবস্থান করছো, তোমরা সেই শত্রুসমূহের মাংস ভক্ষণ করো ॥ ৩॥ সর্পের ন্যায় কুটিলভাবে গমনকারী হে সর্পনামক রাক্ষসাধিপতি! এবং সেই সর্পকে অনুসরণকারী (সচিব) হে অনুসর্প! তোমাদের দ্বারা প্রেরিত যাতুধান রাক্ষস এবং হিংসাত্মক আয়ুধ আমার নিকট হ'তে প্রতিনিবৃত্ত করো। তোমাদের কিমীদন ইত্যাদি অনুচরগণও যেন এই স্থানে অবস্থান না করে। হে রাক্ষসবর্গ! যে প্রযোক্তা তোমাদের এই স্থানে প্রেরণ করেছে অথবা আমাদের যে বিরোধীগণের নিকট অবস্থান করছো, তোমরা আমাদের সেই শত্রুগণের মাংস ভক্ষণ করো ॥ ৪॥ হে প্রাণীশরীরকে জীর্ণকারিণী জূর্ণি নামধারিণী রাক্ষসীর দল! তোদের দ্বারা প্রেরিত অলক্ষ্মীরূপ যাতুধান রাক্ষসীসমূহ এবং হিংসাত্মক আয়ুধ আমার নিকট হ'তে প্রতিনিবৃত্ত হোক। তোদের প্রেরিত কিমীদিনী ইত্যাদি অনুচরীগণও যেন আমার নিকট না অবস্থান করে। হে সদল জূর্ণিগণ! যে প্রযোক্তা আমাদের নিকট তোদের প্রেরণ করেছে, অথবা তোরা আমাদের যে শত্রুবর্গের নিকট অবস্থান করছিস, তোরা সেই শত্রুদের ভক্ষণ কর্। তাদের মাংস চর্বণ কর্ ॥ ৫॥ হে উপব্দা নাম্নী রাক্ষসী! তুই ক্রূর (বা কর্কশ) শব্দশালিনী এবং ক্রূর-কর্মকারিণী। তোর দ্বারা প্রেরিতা অলক্ষ্মী-করণশীলা যাতুধানী রাক্ষসীগণ এবং হিংসা সাধন রূপ আয়ুধসমূহ আমাদের নিকট হ'তে প্রতিনিবৃত্ত হোক। তোর কিমীদিনী ইত্যাদি অনুচরীগণও যেন এই স্থানে অবস্থান না করে। হে সদলবল উপব্দ রাক্ষসীগণ! যে প্রযোক্তা তোদের এই স্থানে আমাদের নিকট প্রেরণ করেছে, অথবা তোরা আমাদের যে শত্রুগণের নিকট অবস্থান করছিস, তোরা সেই শত্রুদের মাংস ভক্ষণ করতে থাক্ ॥৬॥ হে অর্জুনি নাম্নী রাক্ষসী! তোমাদের দ্বারা প্রেরিত যাতনাসমূহ, রাক্ষসীবর্গ এবং হিংসা-সাধন রূপ আয়ুধসমূহ আমাদের নিকট হ'তে প্রত্যাবৃত্ত হয়ে

যাক। তোমাদের কিমীদিনী ইত্যাদি অনুচরীগণও যেন এই স্থানে অবস্থান না করে। হে সদলবল অর্জুনি রাক্ষসীগণ! যে প্রযোক্তা আমাদের নিকট তোমাদের প্রেরণ করেছে, অথবা তোমরা আমাদের যে বিরোধীগণের নিকট অবস্থান করছো, তোমরা তার (অর্থাৎ সেই প্রেরণকারীর) এবং সেই শত্রুগণের মাংস ভক্ষণ করো॥ ৭ ॥ হে ভরূজি নাম্নী রাক্ষসী! তুমি প্রাণীর দেহ-অপহরণ ক'রে গমনকারিণী! তোমার দ্বারা প্রেরিতা অলক্ষ্মীশালিনী যাতনাসমূহ, রাক্ষসীগণ, হিংসা-সাধন আয়ুধরাশি এবং কিমীদিনী ইত্যাদি অনুচরীবর্গ আমাদের নিকট হ'তে প্রতিনিবৃত্ত হোক। হে সদলবল ভরূজীসমূহ! যে প্রযোক্তা আমাদের নিকট তোমাদের প্রেরণ করেছে, অথবা তোমরা আমাদের যে বিরোধীগণের সকাশে অবস্থান করছো, সেই শত্রুদের মাংস তোমরা ভক্ষণ করো ॥ ৮॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'শোরভক' ইতি সপ্তমসূক্তেন অলক্ষীবিনাশকর্মণি সমুদ্রমধ্যে শাপেটস্থেগ্নৌ হুত্বা চরুং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য প্রাশ্নীয়াৎ। তথা তস্মিন্নেব কর্মণি 'শোরভক' ইত্যনেনৈব সূক্তেন খণ্ডিতয়বানাং সক্তুং রক্তবর্ণায়া অজায়া দধ্যুদকে ক্ষিপ্ত্বা আজ্যেন হুত্বা সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য অশ্নীয়াৎ। তথৈব তস্মিন্নেব অনেন সূক্তেন নৃনগ্রন্থিন কৃত্বা উদপাত্রে প্রত্যুচং বিস্রস্য তেনোদকেন আপ্লাবনং মুখমার্জনং চ কুর্যাৎ। উক্তং হি সূত্রে। 'শোরভকেভি সামুদ্রং অপ্সু কর্ম ব্যাখ্যাতং অপহতধানা লোহিতাজায়া দ্রপ্সেন সন্নীয়াশ্নাতি' ইত্যাদি। (কৌ. ৩/২) ॥ (২কা. ৪অ. ৭সূ)॥

টীকা — এই সূক্তের মন্ত্রসমুদায় অলক্ষ্মী-বিনাশের নিমিত্ত অনুষ্ঠেয় কর্মে প্রয়োগ করা হয়। সমুদ্রের মধ্যে শাপেটস্থ অগ্নিকে আহুতি দান পূর্বক চরু পাক ক'রে এই মন্ত্রসমূহের দ্বারা অভিমন্ত্রিত ক'রে ভক্ষণ করণীয়। ইত্যাদি।—আচার্য সায়ণের যে ব্যাখ্যা অবলম্বনে আমরা বঙ্গানুবাদ করেছি, সুধীজনের জ্ঞাতার্থে তার কিঞ্চিৎ নমুনা—'হে শোরভক স্বাশ্রিতানাং সুখস্য প্রাপক। শরভবৎ সর্বেষাং হিংসকো বা শোরভঃ যাতুধানাধিপতিঃ। অসৌ গ্রামনী প্রধানভূতো যস্য তৎসচিবাদেঃ স শোরভকঃ।...হে ম্রোক ম্রোচতি ধনাদিকং অপহৃত্য ছন্নঃ সন গচ্ছতীতি ম্রোকঃ। ...হে সর্প! সর্পতি কুটিলং গচ্ছতীতি সর্পঃ এতৎসংজ্ঞো যাতুধানাধিপতিঃ। তৎ অনুসৃত্য গচ্ছতীতি অনুসর্পঃ।...জীর্যতি জীর্ণং ভবতি প্রাণিশরীরং অনয়েতি জূর্ণিঃ এতৎসংজ্ঞা রাক্ষসী তস্যা সম্বুদ্ধিঃ।... হে উপব্দে ক্রূরশব্দকারিণী।...হে অর্জুনি অর্জুনশীলে অর্জুনবর্ণে বা॥' (২ কা. ৪অ. ৭সূ) ॥

◆

অষ্টম সূক্ত : পৃশ্নিপর্ণী

[ঋষি : চাতন। দেবতা : পৃশ্নিপর্ণী। ছন্দ : অনুষ্টুপ]

শং নো দেবী পৃশ্নিপর্ণ্যশং নির্ঋত্যা অকঃ।
উগ্রা হি কণ্বজম্ভনী তামভক্ষি সহস্বতীম্ ॥ ১॥
সহমানেয়ং প্রথমা পৃশ্নিপর্ণ্যজায়ত।
তয়াহং দুর্ণাম্নাং শিরো বৃশ্চামি শকুনেরিব ॥ ২॥
অরায়মসৃক্পাবানং যশ্চ স্ফাতিং জিহীর্ষতি।
গর্ভাদং কণ্বং নাশয় পৃশ্নিপর্ণি সহস্ব চ ॥ ৩॥

গিরিমেনাঁ আ বেশয় কণ্বান্ জীবিতয়োপনান্।
তাংস্ত্বং দেবি পৃশ্নিপর্ণ্যগ্নিরিবানুদহন্নিহি ॥ ৪॥
পরাচ এনান্ প্র ণুদ কণ্বান্ জীবিতয়োপনান্।
তমাংসি যত্র গচ্ছন্তি তৎ ক্রব্যাদো অজীগমম্ ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ — এই পৃশ্নিপর্ণী (চিত্রপর্ণী) নামক ঔষধি কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগের শান্তি আমাদের সুখসম্পাদনশালিনী হোক। আমরা এই (কুষ্ঠ) রোগকে নাশ করণশালিণী ঔষধিকে (ভক্ষণ ও লেপনের দ্বারা) সেবন করছি। এই ঔষধি প্রচণ্ড বলধারণ পূর্বক পাপকে নাশ ক'রে থাকে; এই ঔষধি নির্ঋতি রাক্ষসীকে পীড়িত করুক ॥ ১॥ এই পৃশ্নিপর্ণী ঔষধিগুলির মধ্যে প্রথম উৎপন্ন হয়েছিল। এটি দাদ, হাজা, বিসর্পক, শ্বেতকুষ্ঠ ইত্যাদি মুখ্য রোগকে দমন করার প্রধান সাধন। আমি এটির প্রলেপের দ্বারা উক্ত রোগসমূহকে পক্ষীর মস্তকের ন্যায় সমূলে ছিন্ন (নাশ) করছি ॥ ২॥ হে পৃশ্নিপর্ণী! শরীরের শুদ্ধ রক্তকে চোষণকারী কুষ্ঠ ইত্যাদি ব্যাধিরূপ শত্রুকে এবং শরীরের বৃদ্ধিকে রোধশালিনী ব্যাধিসমূহকে তুমি বিনাশ করো। তুমি গর্ভ-নষ্টকারী রোগকে অথবা গর্ভধ্বংসকারী রোগকেও নাশ করো ॥ ৩॥ হে পৃশ্নিপর্ণী! এই কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগ প্রাণসমূহকে ভ্রমে (বিমোহনে) পাতিত ক'রে থাকে। এই সকল রোগের কারণভূত পাপকে, সর্প ইত্যাদিকে ভস্মকরণশালী দাবানলের ন্যায়, পর্বতের উপরে নীত ক'রে ভস্ম করো ॥ ৪॥ হে পৃশ্নিপর্ণী! সূর্যোদয়ের পর যে দেশে অন্ধকার থেকে যায়, সেই অন্ধকারযুক্ত স্থানে ধাতুসমূহের ভক্ষক কুষ্ঠ ইত্যাদিকে প্রেরণ করছি। তুমি আপন প্রলেপনের দ্বারা, প্রাণসমূহকে ভ্রমে পাতনকারী সেই পাপ-ব্যাধিগুলিকে বিপরীত মুখে প্রেরণ করো ॥ ৫॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'শং নো দেবী পৃশ্নিপর্ণী' ইতি সূক্তস্য চাতনগণে পাঠাৎ শান্ত্যুদকাদৌ অস্য বিনিয়োগোবগন্তব্যঃ। তথা কুষ্ঠাদিসর্বরোগ-ভৈষজ্যকর্মণি অনেন সূক্তেন পৃশ্নিপর্ণীং পেষয়িত্বা লেপয়েৎ। .....ইত্যাদি ॥ (২কা. ৪অ. ৮সূ)॥

টীকা — এই সূক্তমন্ত্রগুলি শান্তিজলক কর্মে পাঠপূর্বক বিনিয়োগ বিহিত আছে। এবং কুষ্ঠ ইত্যাদি সর্বরোগের ভৈষজ্য কর্মে এই সূক্তের দ্বারা পৃশ্নিপর্ণী (বা চিত্রপর্ণী) পেষণ পূর্বক লেপন করা কর্তব্য ॥ (২কা. ৪অ. ৮সূ) ॥ ৪॥

◆

নবম সূক্ত : পশুসংবর্ধনম্

[ঋষি : সবিতা। দেবতা : পশবঃ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্]

এহ যন্তু পশবো যে পরেয়ুর্বায়ুর্যেষাং সহচারং জুজোষ।
ত্বষ্টা যেষাং রূপধেয়ানি বেদাস্মিন্ তান্ গোষ্ঠে সবিতা নি যচ্ছতু ॥ ১॥
ইমং গোষ্ঠং পশবঃ সং স্রবন্তু বৃহস্পতিরা নয়তু প্রজানন্।
সিনীবালী নয়ত্বাগ্রমেষামাজগ্মুষো অনুমতে নি যচ্ছ॥ ২॥

সং সং স্রবন্তু পশবঃ সমশ্বাঃ সমু পুরুষাঃ।
সং ধান্যস্য যা স্ফাতিঃ সংস্রাব্যেণ হবিষা জুহোমি॥ ৩॥
সংসিঞ্চামি গবাং ক্ষীরং সমাজ্যেন বলং রসম্।
সংসিক্তা অস্মাকং বীরা ধ্রুবা গাবো ময়ি গোপতৌ॥ ৪॥
আ হরামি গবাং ক্ষীরমাহার্ষং ধান্যং রসম্।
আহৃতা অস্মাকং বীরা আ পত্নীরিদমস্তকম্॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ — যে পশুগণ এই স্থান হ'তে ফিরে গিয়েছিল, তারা পুনরায় এই গোষ্ঠে প্রত্যাগমন করুক। যে পশুগণের রক্ষার নিমিত্ত বায়ু তাদের সাথে সাথে অবস্থান করেন এবং গর্ভপ্রাপ্ত যে পশুগণের নাম এবং রূপকে ত্বষ্টা নির্ধারিত ক'রে থাকেন, সূর্য সেই সকল পশুগণকে এই গোষ্ঠে স্থিত করুন ॥ ১॥ গো-বর্গের আনয়নসম্পর্কিত বিধিকে যিনি সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত আছেন, সেই বৃহস্পতি গো-গণকে গোষ্ঠে প্রেরিত করুন। গবাদি পশু আমার গোষ্ঠে আগত হোক। সিনীবালী (শুক্লবর্ণা চন্দ্রকলার অভিমানী দেবপত্নী) এবং অমাভিমানী দেবতা এই পশুগণকে আনয়নপূর্বক গোষ্ঠে রক্ষা করুন ॥ ২॥ গো-সমূহ, অশ্ব ইত্যাদি ভালভাবে এইস্থানে আগমন করুক। সেবক, ধান, যব ইত্যাদিও সমৃদ্ধির সাথে প্রাপ্ত হোক। আমি আপন ঈপ্সিত ফলের সিদ্ধির নিমিত্ত ঘৃতাহুতি প্রদান করছি ॥ ৩॥ গাভীগণের অধিপতিরূপ আমাতে (অর্থাৎ আমার অধীনে) গো-গণ অবস্থান করুক। আমাদের পুত্রগণ ঘৃত ইত্যাদির দ্বারা পুষ্টশালী হোক। আমি প্রথমে গাভীগণের দুগ্ধ সিঞ্চন করছি। অন্ন, জল এবং রসকে ঘৃতের দ্বারা সিঞ্চন করছি ॥ ৪॥ এই প্রয়োগের দ্বারা গো-দুগ্ধ, ধান্য এবং রস ইত্যাদিকে আপন গৃহে আনয়ন করছি। আপন পত্নী, পুত্র ইত্যাদিকেও গৃহে আনয়ন করছি ॥ ৫॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'এহ যন্তু পশবঃ' ইতি সূক্তেন গোপুষ্টিকামঃ অভিনবং পয়ঃ বৎসলালামিশ্রিতং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য অশ্নীয়াৎ। তথা অনেন সূক্তেন গাং অভিমন্ত্র্য দদ্যাৎ। তথৈব অনেন উদপাত্রং অভিমন্ত্র্য গোষ্ঠমধ্যে নিনয়েৎ। এবং সারূপবৎসৌদনে গুগ্‌গুলুলবণশকৃৎপিণ্ডান্ প্রক্ষিপ্য পশ্চাদ্ অগ্নেস্ত্রিরাত্রং নিখায় চতুর্থেহনি উদ্ধৃত্য অনেন সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য অশ্নীয়াৎ। অত্রোক্তং কৌশিকেন। .... ইত্যাদি॥ (২কা. ৪অ. ৯সূ)॥

টীকা — এই সূক্তের মন্ত্রগুলি গাভীর পুষ্টিকামনায় প্রযোজ্য হয়ে থাকে। এই উদ্দেশ্যে গো-বৎসের লালামিশ্রিত প্রথম দুগ্ধ এই সূক্তমন্ত্রগুলির দ্বারা অভিমন্ত্রিত করণীয়।...ইত্যাদি ॥ (২কা. ৪অ. ৯সূ) ॥

◆ ◆

পঞ্চম অনুবাক

প্রথম সূক্ত : শত্রুপরাজয়ঃ

[ঋষি : কপিঞ্জল। দেবতা : ওষধি (বনস্পতি), রুদ্র, ইন্দ্র। ছন্দ : অনুষ্টুপ্।]

নেচ্ছত্রুঃ প্রাশং জয়াতি সহমানাভিভূরসি।
প্রাশং প্রতিপ্রাশো জহ্যরসান্ কৃণ্বোষধে ॥ ১॥

সুপর্ণস্ত্বান্ববিন্দৎ সূকরস্ত্বাখনন্নসা।
প্রাশং প্রতিপ্রাশো জহ্যরসান্ কৃণ্বোষধে ॥ ২॥
ইন্দ্রো হ চক্রে ত্বা বাহাবসুরেভ্য স্তরীতবে।
প্রাশং প্রতিপ্রাশো জহ্যরসান্ কৃণ্বোষধে ॥ ৩॥
পাটামিন্দ্রো ব্যাশ্নাদসুরেভ্য স্তরীতবে।
প্রাশং প্রতিপ্রাশো জহ্যরসান্ কৃণ্বোষধে ॥ ৪॥
তয়াহং শত্রন্ত্সাক্ষ ইন্দ্রঃ সালাবৃকাঁ ইব।
প্রাশং প্রতিপ্রাশো জহ্যরসান্ কৃণ্বোষধে ॥ ৫॥
রুদ্র জলাষভেষজ নীলশিখন্ড কর্মকৃৎ।
প্রাশং প্রতিপ্রাশো জহ্যরসান্ কৃণ্বোষধে ॥ ৬॥
তস্য প্রাশং ত্বং জহি যো ন ইন্দ্রাভিদাসতি।
অধি নো ব্রূহি শক্তিভিঃ প্রাশি মামুত্তরং কৃধি ॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ — হে পাঠা (একপ্রকার লতা) নাম্নী ঔষধি! যে আমার শত্রু, সে তোমার সেবনকারী আমাকে যেন জয় করতে সমর্থ না হয়। তুমি শত্রুদের মোকাবিলা ক'রে তাদের বশ ক'রে থাকো। বাদ-বিবাদে বিজড়িত আমাকে গ্রহণ করার পর, আমার প্রতিবাদীগণকে পরাভূত করো। তুমি বাত, পিত্ত ইত্যাদি দোষসমূহকে প্রশমনশালিনী। ভিষকের অনুমতিতে যে তোমার রস পান করে, হে পাঠা! তুমি তার প্রতিবাদীদের কণ্ঠ শুষ্ক ক'রে দাও এবং তাদের (সেই প্রতিবাদীদের) শব্দোচ্চারণ স্তব্ধ ক'রে দাও ॥ ১ ॥ হে ঔষধি! গরুড় তোমাকে বিষনাশের নিমিত্ত অন্বেষণ করেছিল। (সর্পশত্রু গরুড় সর্পবিষ নিবারণকল্পে তোমাকে অন্বেষণ পূর্বক প্রাপ্ত হয়েছিল)। তুমি আমার প্রতিবাদীগণকে পরাভূত করো। তাদের শুষ্ক-কণ্ঠশালী ও বাক্‌রহিত ক'রে দাও ॥ ২॥ হে ঔষধি! ইন্দ্রদেব অসুর-নাশের নিমিত্ত তোমাকে আপন দক্ষিণ ভুজে ধারণ করেছিলেন, সেইরকমেই আমিও ধারণ করছি। তুমি আমার প্রতিবাদীদের স্মৃতি-হরণ পূর্বক পরাভূত করো। তাদের কণ্ঠকে বিশুষ্ক ক'রে দাও, যাতে তারা অসম্বদ্ধ (অসংগত) বাক্যশালী হয়ে যায় ॥ ৩॥ হে পাঠা! ইন্দ্রদেব রাক্ষসদের উপর বিজয়-লাভের নিমিত্ত তোমাকে সেবন (ভক্ষণ) করেছিলেন। তোমাকে সেবন-করণশালী আমাকে লক্ষ্য পূর্বক প্রতিবাদীকে পরাভূত করো এবং তাদের কণ্ঠকে বিশুষ্ক ক'রে অসংগত প্রলাপশালী ক'রে দাও ॥ ৪ ॥ হে ঔষধি! তোমাকে সেবনের দ্বারা ইন্দ্রদেব যেমন রাক্ষসবর্গকে নিরুত্তর ক'রে দিয়েছিলেন, সেই রকমেই তোমাকে সেবনকারী আমিও প্রতিবাদীদের নিরুত্তর ক'রে দিচ্ছি। তুমি আমার প্রতিবাদী শত্রুগণকে পরাভূত করো এবং তাদের কণ্ঠকে শুষ্ক ক'রে দাও। তারা যেন অসংগত বাক্যোচ্চারণশালী হয়ে যায় ॥ ৫ ॥ হে রুদ্র। তুমি স্মরণমাত্রই জলকে ঔষধে পরিণত ক'রে থাকো। তুমি নীলবর্ণ শিখাসম্পন্ন এবং সৃষ্টি ইত্যাদি পঞ্চকর্ম-সাধনশালী। আমার দ্বারা সেবনকৃত এই পাঠাকে সেইরকম শক্তি দাও, যাতে সে (পাঠা) আমার প্রতিবাদীদের তিরস্কৃত করতে পারে। হে ঔষধি! তুমি আমার প্রতিবাদীদের পরাভূত করো। তারা শুষ্ক কণ্ঠশালী এবং অসম্বদ্ধ বাক্যোচ্চারণশালী হয়ে যাক ॥ ৬॥ হে ইন্দ্রদেব! যাদের সাথে তর্কে (যুক্তিসঙ্গত বাক্যে) আমরা ক্ষীণ হয়ে আছি, সেই প্রতিবাদীদের তুমি প্রশ্নহীন ক'রে দাও। আমাদের আপন শক্তিতে তর্কযুদ্ধে প্রবল ক'রে দাও (অর্থাৎ কোনও তর্কে আমরা যেন কখনও পরাভূত না হই) ॥ ৭॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — পঞ্চমেনুবাকে পঞ্চসূক্তানি। তত্র 'নেচ্ছত্রুঃ' ইতি প্রথমেন সূক্তেন বিবাদজয়কর্মণি পাঠামূলং অভিমন্ত্র্য খাদন্ অপরাজিতাৎ দেশাৎ সভাস্থানং প্রবিশেৎ। তথা অনেন অভিমন্ত্রিতাং পাঠাৎ খাদন্ প্রতিবাদিনং ব্রুয়াৎ। এবং পাঠামূলং সম্পাত্য অনেনাভিমন্ত্র্য বধ্নীয়াৎ। এবমেব অনেনাভিমন্ত্রিতাং পাঠামালং সপ্তভিঃ পত্রৈর্বিরচিতাং শিরসি ধারয়েৎ।...ইত্যাদি ॥ (২কা. ৫অ. ১সূ)॥

টীকা — পঞ্চম অনুবাকে পাঁচটি সূক্ত। তার মধ্যে এইটি প্রথম। এই সূক্ত মন্ত্রগুলির দ্বারা বিবাদজয় কর্মে পাঠা নামক লতা-ঔষধির মূল অভিমন্ত্রিত ক'রে ভক্ষণ (সেবন) পূর্বক তর্কসভায় প্রবেশ করণীয়। এইভাবে এই ঔষধিরূপ লতার মূল এই সূক্তমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত ক'রে বাহুতে ধারণীয়। এই সূক্তমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত এই লতার সাতটি পত্রে বিরচিত পাঠ্য মালা শিরে ধারণীয়।...ইত্যাদি ॥ (২কা. ৫অ. ১সূ) ॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : দীর্ঘায়ুঃপ্রাপ্তিঃ

[ঋষি : শম্ভু। দেবতা : জরিমা, আয়ু প্রভৃতি। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ]

তুভ্যমেব জরিমন্ বর্ধতাময়ং মেমমন্যে মৃত্যবো হিংসিষুঃ শতং যে।
মাতেব পুত্রং প্রমনা উপস্থে মিত্র এনং মিত্রিয়াৎ পাত্বংহসঃ ॥ ১॥
মিত্র এনং বরুণো বা রিশাদা জরামৃত্যুং কৃণুতাং সংবিদানৌ।
তদগ্নির্হোতা বয়ুনানি বিদ্বান্ বিশ্বা দেবানাং জনিমা বিবক্তি ॥ ২॥
ত্বমীশিষে পশূনাং পার্থিবানাং যে জাতা উত বা যে জনিত্রাঃ।
মেমং প্রাণো হাসীন্মো অপানো মেমং মিত্রা বধিষুর্মো অমিত্রাঃ ॥ ৩॥
দ্যৌষ্টা পিতা পৃথিবী মাতা জরামৃত্যুং কৃণুতাং সংবিদানে।
যথা জীবা অদিতেরুপস্থে প্রাণাপানাভ্যাং গুপিতঃ শতং হিমাঃ ॥ ৪॥
ইমমগ্ন আয়ুষে বর্চসে নয় প্রিয়ং রেতো বরুণ মিত্ররাজন্।
মাতেবাস্মা অদিতে শর্ম যচ্ছ বিশ্বে দেবা জরদষ্টির্যথাসৎ ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ — হে অগ্নি! তোমার সেবার নিমিত্তই এই বালক ব্যাধিরহিত হয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'তে থাকুক। তোমাকে প্রাপ্তি পর্যন্ত এই বালক প্রবৃদ্ধ হোক। রোগরূপ পিশাচ ইত্যাদি যেন এর অনিষ্ট না করতে পারে। যেমন মাতা তাঁর পুত্রকে রক্ষা ক'রে থাকেন, সেইরকমেই মিত্র দেবতা, মিত্র দ্রোহের পাপ হ'তে এই বালককে রক্ষা করুক ॥ ১॥ দিবসাভিমানী দেবতা মিত্র এবং রাত্রির অভিমানী দেবতা বরুণ সমমনোভাবাপন্ন হয়ে এই বালককে বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত করান (অর্থাৎ পূর্ণ আয়ুঃ প্রদান করুন)। দেবাহ্বায়ক অগ্নি দেবতাগণের নিকটে এর দীর্ঘজীবনের নিমিত্ত প্রার্থনা করুন ॥ ২॥ হে অগ্নি! পার্থিব প্রাণিসমূহের তুমি অধিস্বামী; যারা উৎপন্ন হয়েছে (অর্থাৎ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে) এবং যারা উৎপন্ন হবে (অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করবে), তুমি তাদেরও অধিস্বামী। তোমারই কৃপাবলে প্রাণ ও অপান বায়ু যেন একে ত্যাগ না করে। বন্ধু ও শত্রুরাও যেন একে হিংসা না করে। (শত্রুরা তো হিংসা করবেই, সুতরাং তাদের নিরস্ত করো। মিত্ররূপে পরিগণিত কিছু স্বজনও যেন

হিংসান্বিত হয়ে এর ক্ষতি সাধন না করতে পারে) ॥ ৩॥ হে বালক! তুমি পৃথিবীর ক্রোড়ে প্রাণ ও অপান বায়ুর সাথে যুক্ত হয়ে শত হেমন্ত ঋতু পর্যন্ত (বহুবৎসর পর্যন্ত) জীবিত থাকো। পিতৃরূপ আকাশ ও মাতৃরূপা পৃথিবী তোমাকে বৃদ্ধাবস্থায় মরণ-সম্পন্ন করুন। (অর্থাৎ তোমাকে পূর্ণ আয়ুষ্মান্ করুন) ॥ ৪॥ হে অগ্নি! তুমি এই বালককে সন্তান-উৎপাদনক্ষম বীর্য প্রদান করো। হে বিশ্বদেবগণ! তোমরা এই বালককে সর্ব গুণসম্পন্ন এবং দীর্ঘজীবী করো। হে মাতা অদিতি! তুমি এই বালকের পক্ষে মাতৃবৎ সুখশালিনী হও ॥ ৫॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'তুভ্যমেব জরিমন' ইতি সূক্তেন গোদানচৌলকর্মণোর্মাতাপিতরৌ পরস্পরং পুত্রং ত্রিঃ প্রত্যর্পয়তঃ। তথা তত্রৈব কর্মণি অনেন সূক্তেন ত্রীন্ ঘৃতপিণ্ডান্ সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য পুত্রং প্রাশয়তঃ। ...ইত্যাদি ॥ (২কা. ৫অ. ২সূ)॥

টীকা — এই সূক্তের দ্বারা গোদান ও চৌলকর্মে মাতা ও পিতা পরস্পর তিন বার পুত্রকে প্রত্যর্পণ করবেন। সেই কর্মে তিনটি ঘৃতপিণ্ড এই সূক্ত-মন্ত্রগুলির দ্বারা অভিমন্ত্রিত ক'রে পুত্রকে ভোজন (প্রাশন) করণীয়। ইত্যাদি ॥ (২কা. ৫অ. ২সূ) ॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : দীর্ঘায়ুষ্যম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : অগ্নি, সূর্য, বৃহস্পতি প্রভৃতি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্, পংক্তি]

পার্থিবস্য রসে দেবা ভগস্য তন্বোঽ বলে।
আয়ুষ্যমস্মা অগ্নিঃ সূর্যো বর্চ আ ধাদ্ বৃহস্পতিঃ॥ ১॥
আয়ুরস্মৈ ধেহি জাতবেদঃ প্রজাং ত্বষ্টরধিনিধেহ্যস্মৈ।
রায়স্পোষং সবিতরা সুবাস্মৈ শতং জীবাতি শরদস্তবায়ম্॥ ২॥
আশীর্ণ ঊর্জমুত সৌপ্রজাস্ত্বং দক্ষং ধত্তং দ্রবিণং সচেতসৌ।
জয়ং ক্ষেত্রাণি সহসায়মিন্দ্র কৃণ্বানো অন্যানধরান্ত্ সপত্নান্॥ ৩॥
ইন্দ্রেণ দত্তো বরুণেন শিষ্টো মরুদ্ভিরুগ্রঃ প্রহিতো ন আগন্।
এষ বাং দ্যাবাপৃথিবী উপস্থে মা ক্ষুধন্মা তৃষৎ॥ ৪॥
ঊর্জমস্মা ঊর্জস্বতী ধত্তং পয়ো অস্মৈ পয়স্বতী ধত্তম্।
ঊর্জমস্মৈ দ্যাবাপৃথিবী অধাতাং বিশ্বে দেবা মরুত ঊর্জমাপঃ॥ ৫॥
শিবাভিষ্টে হৃদয়ং তর্পয়াম্যনমীবো মোদিষীষ্ঠাঃ সুবর্চাঃ।
সবাসিনৌ পিবতাং মন্থমেতমশ্বিনো রূপং পরিধায় মায়াম্॥ ৬॥
ইন্দ্র এতাং সসৃজে বিদ্ধো অগ্র ঊর্জাং স্বধামজরাং সা ত এষা।
তয়া ত্বং জীব শরদঃ সুবর্চা মা ত আ সুস্রোদ্ ভিষজস্তে অক্রন্॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ — পার্থিব রস-পানশালী (অর্থাৎ ব্রীহি যব ইত্যাদির সারাংশ গ্রহণকারী) এই পুরুষকে ভগ দেবতার তেজে ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতাগণ তেজঃ-সম্পন্ন করুন; ইন্দ্র একে শতায়ুষ্য

করুন, সূর্য একে তেজঃ প্রদান করুন এবং বৃহস্পতি একে বেদাধ্যয়নের বুদ্ধি প্রদান করুন ॥ ১॥ হে অগ্নি! তুমি একে শত বর্ষের আয়ু প্রদান করো। হে ত্বষ্টা! তুমি একে সন্তান প্রদান করো। হে সূর্য! তুমি একে গো-ইত্যাদি ধনে সম্পন্ন ক'রে তোলো। তোমাদের কৃপায় এই পুরুষ শতায়ুষ্য হোক ॥ ২॥ হে আকাশ-পৃথিবী! আমাদের যাচনা (প্রার্থনা) সত্য হোক। আমাদের ঈপ্সিত ধন, অন্ন, বল এবং সন্তান প্রদান করো। তোমাদের আশীর্বাদ আমাদের অন্ন ও সন্তানসম্পন্ন করুক। হে ইন্দ্রদেব! তোমাদের শক্তির দ্বারা এই পুরুষ রিপুগণের উপর বিজয় প্রাপ্ত হোক এবং তাদের (অর্থাৎ শত্রুদের) গৃহ ইত্যাদিকেও আপন অধিকারভুক্ত করুক ॥ ৩॥ ইন্দ্রের নিকট হ'তে আয়ু প্রাপ্ত হয়ে, বরুণের নিকট হ'তে বল লাভ ক'রে, মরুতের দ্বারা অভিপ্রেরিত এই পুরুষ আমাদের নিকট আগত হয়েছে। হে আকাশ-পৃথিবী! তোমাদের ক্রোড়স্থায়ী এই পুরুষ ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় যেন পীড়িত না হয় ॥ ৪॥ হে আকাশ ও পৃথিবী! তোমরা এই পুরুষকে অন্ন ও জল প্রদান করো। তোমরা একে ঈপ্সিত অন্ন ইত্যাদি প্রদান করেছো এবং বিশ্বদেবগণ, মরুৎবর্গ এবং জলদেবতাবৃন্দ একে বলে (শক্তিতে) পূর্ণ ক'রে দিয়েছেন ॥ ৫॥ হে পিপাসার্ত পুরুষ! আমি তোমাকে সুখদায়ক জলে তৃপ্ত করছি। তুমি সুন্দর দীপ্তিসম্পন্ন এবং আনন্দময় হও। এক বস্ত্র পরিহিত বা এক স্থানে অবস্থানকারী এই ব্যাধিগ্রস্ত পুরুষ অশ্বিদ্বয়ের ভেষজরূপ মন্থকে পান করো ॥ ৬॥ ইন্দ্রদেব তৃষ্ণা নিবৃত্তির নিমিত্ত এই মন্থকে প্রস্তুত করেছিলেন। (পুরাকালে ইন্দ্রদেব বৃত্রাসুর ইত্যাদি কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে, লুক্কায়িতভাবে অবস্থান কালে আপন তৃষ্ণা নিবারণকল্পে এই বলকারক মন্থ প্রস্তুত করেছিলেন)। হে তৃষ্ণার্ত রোগী! যে মন্থ তোমাকে প্রদান করা হয়েছে, তার দ্বারা তুমি বল ও তেজের সাথে সংযুক্ত হয়ে শতায়ুষ্য হও। এই মন্থ তোমার শরীর হ'তে যেন পৃথক্ না হয় ॥ ৭॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'পার্থিবস্য' ইতি সূক্তেন তৃষার্তভৈষজ্যকর্মণি সূর্যোদয় কালে সূত্রোক্তপ্রকারেণ ব্যাধিতং উপবেশ্য মথিতং সক্তুদকং অভিমন্ত্র্য পায়য়েৎ। অনেনৈব সূক্তেন নদ্যাদিষু উদকং অভিমন্ত্র্য উদ্ধৃত্য 'সবাসিনৌ' (৬) ইত্যর্ধর্চেন ব্যাধিতাব্যাধিতৌ একাসনস্থৌ একবস্ত্রপরিহিতো কৃত্বা উভাবাপ মন্থং পায়য়েৎ প্রযোক্তা। ...ইত্যাদি॥ (২কা. ৫অ. ৩সূ)॥

টীকা — তৃষ্ণারোগাক্রান্ত পুরুষের নিরাময়কল্পে সূত্রে উল্লিখিত প্রকারে ব্যাধিত ব্যক্তিকে সূর্যোদয়কালে উপবেশন করিয়ে এই সূক্তমন্ত্রে সক্তুদক অভিমন্ত্রিত পূর্বক পান করানো উচিত। নদী ইত্যাদির জল এই সূক্ত-মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত ক'রে ষষ্ঠতম ঋকের 'সবাসিনৌ পিবতাং মন্থমেতমশ্বিনো রূপং পরিধায় মায়াম্' এই অর্ধ ঋকের দ্বারা ব্যাধিত ও অব্যাধিত পুরুষকে একাসনে উপবিষ্ট করিয়ে একবস্ত্র পরিহিত অবস্থায় দু'জনকে মন্থ পান করণীয়। ইত্যাদি ॥ (২কা. ৫অ. ৩সূ) ॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : কামিনীমনোঽভিমুখীকরণম্

[ঋষি : প্রজাপতি। দেবতা : মন, অশ্বিদ্বয়, ঔষধি, দম্পতী। ছন্দ : পংক্তি, অনুষ্টুপ]

যথেদং ভূম্যা অধি তৃণং বাতো মথায়তি।
এবা মথ্নামি তে মনো যথা মাং কামিন্যসো যথা মন্নাপগা অসঃ ॥ ১॥

সং চেন্নয়াথো অশ্বিনা কামিনা সং চ বক্ষথঃ।
সং বাং ভগাসো অগ্মত সং চিত্তানি সমু ব্রতা ॥ ২॥
যৎ সুপর্ণা বিবক্ষবো অনমীবা বিবক্ষবঃ।
তত্র মে গচ্ছতাদ্ধবং শল্য ইব কুল্মলং যথা ॥ ৩॥
যদন্তরং তদ্ বাহ্যং যদ্ বাহ্যং তদন্তরম্।
কন্যানাং বিশ্বরূপাণাং মনো গৃভায়ৌষধে ॥ ৪॥
এয়মগন্ পতিকামা জনিকামোঽহমাগমম্।
অশ্বঃ কনিক্রদদ্ যথা ভগেনাহং সহাগমম্ ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ — হে পত্নী! যেমন বায়ুর ঘূর্ণনে পতিত তৃণ আবর্তিত হয়, সেই রকমেই আমি তোমার মনকে আন্দোলিত (অর্থাৎ মথিত) করছি, যাতে তুমি আমাতেই অভিলাষিণী হয়ে থাকো এবং আমার নিকট হ'তে দূরে না গমন করতে পারো ॥ ১॥ হে অশ্বিদ্বয়! আমি যাকে কামনা করছি, তাকে প্রাপ্ত করিয়ে আমার নিকট উপনীতা ক'রে দাও। তোমাদের দু'জনের মন আমার দিকাভিমুখী হোক (অর্থাৎ তোমরা আমার প্রতি প্রসন্ন থাকো) ॥ ২॥ সুন্দর পক্ষীর আকর্ষক স্বর এবং স্বাস্থ্যবান (নীরোগ) পুরুষের প্রভাবযুক্ত বাক্যের ন্যায় আমার এই আহ্বানরূপ বাণী আমার লক্ষ্যে (অর্থাৎ স্ত্রীতে) যেন উপস্থিত হয় এবং তাকে যেন আমার বশীভূতা ক'রে দেয় ॥ ৩॥ অন্তরে ও বাহিরে এক বিচারশালিনী, নির্দোষ অঙ্গশালিনী কন্যাদের চিত্তকে গ্রহণ করতে সক্ষমা হে ঔষধি! তুমি তাদের মনকে গ্রহণ করো (অর্থাৎ তাদের মন আমার প্রতি আসক্ত হোক) ॥ ৪॥ এই কামনাময়ী স্ত্রী পতির কামনায় আমার নিকট আগতা হয়েছে। আমি তাকে কামনা পূর্বক তার নিকট গমন করেছি। আমি ধনের সাথে (অর্থাৎ সম্পৎ-সম্পন্ন হয়ে) এর নিকট আগমন করেছি, যেমন শ্রেষ্ঠ অশ্ব আপন বড়বার (ঘোটকীর) নিকট মিলনের নিমিত্ত গমন ক'রে থাকে ॥ ৫॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — ''যথেদং ভূম্যাং' ইতি সূক্তেন স্ত্রীবশীকরণকর্মণি বৃক্ষত্বক্শরখণ্ড-তগরাঞ্জনকুষ্ঠাদিদ্রব্যাণি পেষয়িত্বা আজ্যেন আলোড্য স্ত্রিয়া অঙ্গং অনুলিম্পেৎ।...ইত্যাদি।। (২কা. ৫অ. ৪সূ)॥

টীকা — স্ত্রীবশীকরণ কর্মে গাছের ছাল, শরখণ্ড, রাঞ্জনকুষ্ঠ ইত্যাদি দ্রব্য পেষণ পূর্বক এই সূক্তমন্ত্রগুলির দ্বারা অভিমন্ত্রিত ক'রে ঘৃত মিশ্রিত ক'রে স্ত্রীর অঙ্গে অনুলেপনীয় ॥ (২কা. ৫অ. ৪সূ)॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : ক্রিমিজম্ভনম্

[ঋষি : কাণ্ব। দেবতা : মহী, চন্দ্রমা। ছন্দ : অনুষ্টপ্, বৃহতী]

ইন্দ্রস্য যা মহী দৃষৎ ক্রিমের্বিশ্বস্য তর্হণী।
তয়া পিনষ্মি সং ক্রিমীন্ দৃষদা খল্বাঁ ইব॥ ১॥

দৃষ্টমদৃষ্টমতৃহমথো কুরূরুমতৃহম্।
অল্গণ্ডুন্‌ত্সর্বান্‌ছলুনান্ ক্রিমীন্ বচসা জম্ভয়ামসি॥ ২॥
অল্গণ্ডুন্ হন্মি মহতা বধেন দূনা অদূনা অরসা অভূবন্।
শিষ্টানশিষ্টান্ নি তিরামি বাচা যথা ক্রিমীণাং নকিরুচ্ছিষাতৈ॥ ৩॥
অন্বান্ত্র্যং শীর্ষণ্য মথো পার্ষ্টেয়ং ক্রিমীন্।
অবস্কবং ব্যধ্বরং ক্রিমীন্ বচসা জম্ভয়ামসি॥ ৪॥
যে ক্রিময়ঃ পর্বতেষু বনেষ্বোষধীষু পশুষ্বপ্‌স্বন্তঃ।
যে অস্মাকং তন্ব্যমাবিবিশুঃ সর্বং তদ্ধন্মি জনিম ক্রিমীণাম্॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ — ইন্দ্রদেবতার নিকট ক্রিমিসমূহকে নাশ-করণশালী যে মহৎ শিলা আছে, তার দ্বারা আমি পেষণিতে (যাঁতায়) চণক (ছোলা, বুট) ইত্যাদিকে পেষণের মতো শরীরস্থ সকল ক্রিমিকে পেষণ করছি ॥ ১॥ আমি দেহগত দৃশ্য অদৃশ্য সমস্ত ক্রিমিকে নষ্ট করছি। জালের ন্যায়, রক্ত ও মাংসকে দূষিত-করণশালী এবং সকল প্রকার ক্রিমিকে বিনাশ করছি ॥ ২॥ আমি সেই ক্রিমিদলকে মন্ত্র ও ঔষধির দ্বারা বিনাশ করছি। সকল ক্রিমি শুষ্ক হয়ে নির্জীব হয়ে যাক। এই সমস্ত ক্রিমিবর্গকে আমি মন্ত্রবলে শেষ ক'রে দিচ্ছি ॥ ৩॥ অন্ত্রের (নাড়ীভুঁড়ির) মধ্যগত, মস্তিষ্কের মধ্যে জাত, শরীরের পশ্চাৎদেশে (পার্ষ্ণিতে) উৎপন্ন এবং অন্য নানাপ্রকার ক্রিমিকীটগুলিকে আমি মন্ত্রবলে বিনষ্ট করছি ॥ ৪॥ পর্বতে, বনে, ঔষধিতে (শাক-সব্জিতে), পশু ইত্যাদিতে জাত যে ক্রিমিসমূহ আমাদের ব্রণের মধ্য দিয়ে, মুখের মধ্য দিয়ে, স্নান-পানের মাধ্যমে দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছে, আমি সেই সকল ক্রিমির পুষ্টি স্তব্ধ ক'রে তাদের বিনাশ করছি ॥ ৫॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — ''ইন্দ্রস্য যা মহী' ইতি সূক্তেন শরীরগতবিবিধক্রিমিরোগেষু তচ্ছান্তয়ে ঘৃতমিশ্রান্ কৃষ্ণচণকান্ জুহুয়াৎ। তথা গোবালবেষ্টিতং শরকাণ্ডং সম্ভিদ্য অগ্নৌ প্রতাপ্য আদধ্যাৎ। এবমেব রথ্যাপাংসু সব্যহস্তেনাদায় দক্ষিণহস্তেন সংমৃজ্য দক্ষিণামুখঃ এতৎ সূক্ত জপন্ ব্যাধিতস্যোপরি কিরতি। তথৈব এতৎ সূক্তং জপন্ ব্যাধিতো হস্তাভ্যাং পাংসুং মর্দয়েৎ। তথা অনেন সূক্তেন পলাশোদুম্বরাদ্যাঃ সমিধ আদধ্যাৎ। তৎ উক্তং কৌশিকেন।....ইত্যাদি।। (২কা. ৫অ. ৫সূ)।।

টীকা — উপরোক্ত ভাষ্যানুক্রমণিকা অনুসারে শরীরগত বিবিধ ক্রিমিরোগের বিনাশকল্পে ঘৃতমিশ্রিত কৃষ্ণচণক (কালো ছোলা বা বুট) এই সূক্তমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত ক'রে হোম করণীয়। সেইরকমে গাভীর রোমে বেষ্টিত শরকাণ্ড অগ্নিতে তপ্ত ক'রে ক্রিমিরোগগ্রস্তকে ধারণ করণীয়। এই ভাবে চতুষ্পথের সংযোগস্থলস্থ ধূলি বাম হস্তের দ্বারা সংগৃহীত ক'রে দক্ষিণ হস্তের দ্বারা মথিত ক'রে দক্ষিণাভিমুখী হয়ে এই সূক্তমন্ত্রগুলি জপ পূর্বক ব্যাধিত ব্যক্তির উপর বিচ্ছুরণ কর্তব্য। এ ছাড়া এই সূক্তমন্ত্রগুলি জপ করতে করতে ক্রিমি-রোগী দুই হস্তে ধূলি মর্দন করলেও রোগের উপশম হয়। এই সূক্ত-মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত পলাশ উদুম্বর ইত্যাদি সমিধ (কাষ্ঠখণ্ড বা বৃক্ষত্বকের খণ্ড) রোগীর পক্ষে ধারণীয় ॥ (২কা, ৫অ. ৫সূ)॥

ষষ্ঠ অনুবাক

প্রথম সূক্ত : ক্রিমিনাশনম্

[ঋষি : কাণ্ব। দেবতা : আদিত্য। ছন্দ : গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্, উষ্ণিক্]

উদ্যন্নাদিত্যঃ ক্রিমীন্ হন্তু নিম্রোচন্ হন্তু রশ্মিভিঃ।
যে অন্তঃ ক্রিময়ো গবি ॥ ১॥
বিশ্বরূপং চতুরক্ষং ক্রিমিং সারঙ্গমর্জুনম্।
শৃণাম্যস্য পৃষ্টীরপি বৃশ্চামি যচ্ছিরঃ ॥ ২॥
অত্রিবদ্বঃ ক্রিময়ো হন্মি কন্ববজ্জমদগ্নিবৎ।
অগস্ত্যস্য ব্রহ্মণা সং পিনষ্ম্যহং ক্রিমীন্ ॥ ৩॥
হতো রাজা ক্রিমীণামুতৈষাং স্থপতির্হতঃ।
হতো হতমাতা ক্রিমির্হতভ্রাতা হতস্বসা ॥ ৪॥
হতাসো অস্য বেশসো হতাসঃ পরিবেশসঃ।
অথো যে ক্ষুল্লকা ইব সর্বে তে ক্রিময়ো হতাঃ ॥ ৫॥
প্র তে শৃণামি শৃঙ্গে যাভ্যাং বিতুদায়সি।
ভিনদ্মি তে কুষুম্ভং যস্তে বিষধানঃ ॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ — সূর্য উদয় লাভ পূর্বক গো-বর্গের শরীরে প্রবিষ্ট ক্রিমিগুলিকে আপন রশ্মিসমূহের দ্বারা বিনাশ করুন ॥ ১॥ নানা রং-বেরঙের (বা চিত্র-বিচিত্র অঙ্গ বিশিষ্ট, চতুর্নেত্রশালী, শ্বেত ইত্যাদি বহু বর্ণশালী ও আকারসম্পন্ন ক্রিমিগুলিকে তাদের দেহের সাথে বিনষ্ট করছি ॥ ২॥ হে কৃমির দল! অত্রি, কণ্ব ও জমদগ্নি ঋষির মন্ত্রের দ্বারা আমি তোমাদের বিনাশ করছি। তোমাদের পুনরূৎপত্তিরোধক মহর্ষি অগস্ত্যের মন্ত্রের দ্বারা কৃমি-কীটগুলিকে বিনষ্ট করছি ॥ ৩॥ কৃমিদলের রাজা, মন্ত্রী ইত্যাদি আপন মাতা ও ভ্রাতৃগণের সাথে বিনাশ প্রাপ্ত হয়েছে। এই মন্ত্রের প্রভাবে ক্রিমিবর্গের বংশই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে ॥ ৪॥ এই ক্রিমিগণের অবস্থান নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাদের গৃহও নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বীজরূপী সূক্ষ্ম কৃমি-কীটও নষ্ট হয়ে গিয়েছে ॥ ৫॥ হে শৃঙ্গযুক্ত কীট! তোর পীড়াপ্রদ শৃঙ্গকে আমি কর্তন করছি, তোর কুষুম্ভকে আমি বিদীর্ণ ক'রে দিচ্ছি। তোর বিষযুক্ত অবয়বকে আমি খণ্ড-বিখণ্ড ক'রে দিচ্ছি ॥ ৬॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — ষষ্ঠেনুবাকে পঞ্চ সূক্তানি। অত্র 'উদ্যন্নাদিত্যঃ' ইতি প্রথমসূক্তেন গোক্রিমিভৈষজ্যকর্মণি সন্ধ্যাত্রয়েপি ক্রিমিযুতব্রণমুখং দর্ভৈস্তাড়য়েৎ। তথা অনেন সূক্তেন সাজ্যকৃষ্ণচণক হোমাদিকং পূর্বসূক্তোক্তপ্রকারেণৈব কুর্যাৎ।....ইত্যাদি॥ (২কা. ৬অ. ১সূ)॥

টীকা — ষষ্ঠ অনুবাকের পাঁচটি সূক্তের মধ্যে এই প্রথম সূক্তোক্ত মন্ত্রগুলি গাভীর ক্রিমিজনিত ব্যাধির চিকিৎসায় বিনিযুক্ত হয়ে থাকে। এই মন্ত্রগুলি ত্রি-সন্ধ্যা জপ পূর্বক ক্রিমিযুক্ত ব্রণের মুখে দর্ভের দ্বারা তাড়ন

করণীয়। এবং এই সূক্তের দ্বারা আজ্যসহ কৃষ্ণচণকের হোম ইত্যাদি পূর্ববতী সূক্তের প্রকারে করণীয় ॥ (২কা. ৬অ. ১সূ) ॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : যক্ষ্মবিবর্হণম্

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : যক্ষ্মবিবর্হণম্। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পংক্তি]

অক্ষীভ্যাং তে নাসিকাভ্যাং কর্ণাভ্যাং ছুবুকাদধি।
যক্ষ্মং শীর্ষণ্যং মস্তিস্কাজ্জিহ্বায়া বি বৃহামি তে ॥ ১॥
গ্রীবাভ্যস্ত উষ্ণিহাভ্য কীকসাভ্যো অনূক্যাৎ।
যক্ষ্মং দোষণ্যমংসাভ্যাং বাহুভ্যাং বি বৃহামি তে ॥ ২॥
হৃদয়াৎ তে পরি ক্লোম্নো হলীক্ষ্মাৎ পার্শ্বাভ্যাম্।
যক্ষ্মং মতস্নাভ্যাং প্লীহ্নো যক্নস্তে বি বৃহামসি ॥ ৩॥
আন্ত্রেভ্যস্তে গুদাভ্যো বনিষ্ঠোরুদরাদধি।
যক্ষ্মং কুক্ষিভ্যাং প্লাশের্নাভ্যা বি বৃহামি তে ॥ ৪॥
ঊরুভ্যাং তে অষ্ঠীবদ্ভ্যাং পার্ষ্ণিভ্যাং প্রপদাভ্যাম্।
যক্ষ্মং ভসদ্যং শ্রোণিভ্যাং ভাসদং ভংসসো বি বৃহামি তে ॥ ৫॥
অস্থিভ্যস্তে মজ্জভ্যঃ স্নাবভ্যো ধমনিভ্যঃ।
যক্ষ্মং পাণিভ্যামঙ্গুলিভ্যো নখেভ্যো বি বৃহামি তে ॥ ৬॥
অঙ্গেঅঙ্গে লোম্নিলোম্নি যস্তে পর্বণিপর্বণি।
যক্ষ্মং ত্বচস্যং তে বয়ং কশ্যপস্য বীবর্হেণ বিষ্বঞ্চং বি বৃহামসি ॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ — হে ক্ষয়গ্রস্ত (যক্ষ্মারোগাক্রান্ত) মনুষ্য! তোমার নেত্র, কর্ণ, মস্তক, মস্তিষ্ক, নাসিকা, চিবুক এবং জিহ্বা হ'তে যক্ষ্মা-ব্যাধিকে পৃথক ক'রে দিচ্ছি ॥ ১ ॥ হে রোগী! তোমার গ্রীবাদেশের চৌদ্দটি নাড়ী হ'তে, তোমার উষ্ণিহ নামক নাড়ী হ'তে, কণ্ঠ ও বক্ষস্থ নাড়ী হ'তে, অস্থির সংযোগসমূহ হ'তে, স্কন্ধ ও বাহুদ্বয় হ'তে তোমার যক্ষ্মা ব্যাধিতে পৃথক ক'রে দিচ্ছি ॥ ২॥ হে রোগী মনুষ্য! তোমার হৃৎপিণ্ড হ'তে, হৃৎপিণ্ডের সমীপবর্তী ক্লোম্ন ও হলীক্ষ্ণ নামক মাংসপিণ্ড হ'তে, পার্শ্বদেশ হ'তে, জঠর হ'তে, প্লীহা হ'তে, যকৃৎ ইত্যাদি হ'তে যক্ষ্মা ব্যাধিকে বিদূরিত ক'রে দিচ্ছি ॥ ৩ ॥ তোমার অন্ত্র হ'তে, গুহ্যস্থান হ'তে, কুক্ষি (উদরের গহ্বর) হ'তে, প্লাশি (অর্থাৎ জঠরস্থ মলধারক স্থান) হ'তে এবং নাভি হ'তে যক্ষ্মা ব্যাধিকে বিতাড়িত ক'রে দিচ্ছি ॥ ৪ ॥ তোমার জঙ্ঘা হ'তে, তোমার পাদস্থ উর্ধ্বভাগ (জানু) ও নিম্নস্থ পদতল হ'তে, কটি হ'তে, কটির নিম্নভাগ হ'তে এবং শ্রোণি (নিতম্ব) হ'তে যক্ষ্মা ব্যাধিকে দূর করছি ॥ ৫ ॥ তোমার অস্থি, মজ্জা, সূক্ষ্ম ও স্থূল নাড়ী, অঙ্গুলী ও নখ ইত্যাদি হ'তে যক্ষ্মা ব্যাধিকে বিদূরিত করছি ॥ ৬ ॥ হে রোগী! তোমার অন্য সকল অঙ্গ হ'তে (অর্থাৎ যে অঙ্গের নাম অনুক্ত রয়ে গেছে), রোমকূপ সমূহ হ'তে, দেহের সকল সংযোগস্থল হ'তে, ত্বক ইত্যাদি হ'তে মহর্ষি কশ্যপের এই বিবর্হ (পৃথক্-করণশালী) সূক্ত-মন্ত্রের

বলে আমি তোমার যক্ষ্মা ব্যাধিকে বিতাড়িত ক'রে দিচ্ছি ॥ ৭॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'অক্ষীভ্যাং' ইতি সূক্তেন অক্ষিনাসাকর্ণশিরোজিহ্বাগ্রীবাদি সর্বাবয়জরোগ-ভৈষজ্যকর্মণি বাহ্বাদিপর্বসু বদ্ধং ব্যাধিতং সম্পাতিতোদকেন সর্বগ্রন্থীন বিমুচ্য অবসিঞ্চেৎ।...ইত্যাদি॥ (২কা. ৬অ. ২সূ)॥

টীকা — এই সূক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত জল যক্ষ্মা-রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সর্বাঙ্গে নিক্ষেপ করণীয়। অন্যান্য ব্যাধির মুক্তির ক্ষেত্রেও এই মন্ত্রগুলির এইরকম বিনিয়োগ বিহিত আছে। এই মন্ত্রের দ্বারা যজ্ঞ-দীক্ষিত যজমানেরও চিকিৎসা করা হয়।....ইত্যাদি ॥ (২কা. ৬অ. ২সূ) ॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : পশবঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : পশুপতি প্রভৃতি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

য ঈশে পশুপতিঃ পশূনাং চতুষ্পদামুত যো দ্বিপদাম্।
নিষ্ক্রীতঃ স যজ্ঞিয়ং ভাগমেতু রায়স্পোষা যজমানং সচন্তাম্ ॥ ১॥
প্রমুঞ্চন্তো ভুবনস্য রেতো গাতুং ধত্ত যজমানায় দেবাঃ।
উপাকৃতং শশমানং যদস্থাৎ প্রিয়ং দেবানামপ্যেতু পাথঃ ॥ ২॥
যে বধ্যমানমনু দীধ্যানা অন্বৈক্ষন্ত মনসা চক্ষুষা চ।
অগ্নিষ্টানগ্রে প্র মুমোক্তু দেবো বিশ্বকর্মা প্রজয়া সংররাণঃ ॥ ৩॥
যে গ্রাম্যাঃ পশবো বিশ্বরূপা বিরূপাঃ সন্তো বহুধৈকরূপাঃ।
বায়ুষ্টানগ্রে প্র মুমোক্তু দেবঃ প্রজাপতিঃ প্রজয়া সংররাণঃ ॥ ৪॥
প্রজানন্তঃ প্রতি গৃহ্নন্তু পূর্বে প্রাণমঙ্গেভ্যঃ পর্যাচরন্তম্।
দিবং গচ্ছ প্রতি তিষ্ঠা শরীরৈঃ স্বর্গং যাহি পথিভির্দেবযানৈঃ ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ — যে পশুপতি (অর্থাৎ ঈশ্বর) দ্বিপদ (মনুষ্য) ও চতুষ্পদ (গো ইত্যাদি) প্রাণীগণের স্বামী (অথাৎ অধিপতি), তিনি পূর্ণ রূপে জ্ঞাত হয়ে এই যজ্ঞকে প্রাপ্ত হোন। তাঁর কৃপায় এই যজ্ঞ-করণশীল যজমান ধন ও বল প্রাপ্ত হোন ॥ ১॥ হে দেবগণ! সংসারের সারভূত উপদেশ দান পূর্বক এই যজ্ঞানুষ্ঠান-কর্তাকে সৎ-পথ প্রদর্শন করো। যে সোম রূপ সুসংস্কৃত অন্ন দেবগণের প্রিয়, তা আমাদের প্রাপ্ত হোক ॥ ২॥ যে প্রকাশমান জীব (পশুগণ) এই বধ্যমান (বলীর জন্য উৎসর্গীকৃত) পশুকে চক্ষুর দ্বারা দর্শন এবং মনের দ্বারা অনুতপ্ত হচ্ছে, তাকে (বা তাদের) সেই বিশ্বকর্তা সর্বাগ্রে মুক্ত করুন ॥ ৩॥ গ্রামের যে সমস্ত বিবিধ রূপ ও বর্ণশালী পশু, ভিন্নতা হওয়ার পরেও যজ্ঞে বধ্যমান এই পশুর প্রতি একরকম ভাব প্রাপ্ত হয়েছে ব'লে দেখা যাচ্ছে (অর্থাৎ সমভাবাপন্ন হচ্ছে), তাদেরও প্রজাগণের সাথে অবস্থানকারী প্রাণদেব (ঈশ্বর) প্রথমে মুক্ত করুন ॥ ৪॥ বিশেষভাবে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চতুর্দিকস্থ স্থানসমূহে ভ্রমণশীল (অর্থাৎ অন্তরিক্ষচারী) জ্ঞানী দেবগণ এই যজ্ঞে বলীপ্রদত্ত পশুর দেহ হ'তে নিষ্ক্রান্ত প্রাণকে (বা আত্মাকে) সকল অঙ্গ হ'তে স্বতন্ত্রিত ক'রে স্ববশে

গ্রহণ পূর্বক স্বস্থ জীবন-ব্যতীত ক'রে থাকেন এবং পুনরায় দিব্যমার্গে সহজে স্বর্গে গমন করেন। সেই স্থানে এ (অর্থাৎ এই বধ্যমান প্রাণির আত্মা প্রকাশময় স্থান প্রাপ্ত হয়ে থাকে ॥ ৫ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'য ঈশে পশুপতিঃ' ইতি সূক্তেন বশাশমনকর্মণি আজ্যং জুহুয়াৎ।...তথা সর্বলোকাধিপত্যকামঃ অনেন সূক্তেন ইন্দ্রাগ্যোর্যাগং উপস্থানং বা কুর্যাৎ। তথৈব অনেন সূক্তেন অন্নং অভিমন্ত্র্য ব্রাহ্মণেভ্যো দদ্যাৎ।...তথৈব অনেন পশুযাগে সংজ্ঞপনার্থং যূপাৎ প্রমুচ্যমানং পশুং অনুমন্ত্রয়েত।...ইত্যাদি॥ (২কা. ৬অ. ৩সূ)॥

টীকা — এই সূক্তের মন্ত্রগুলি বশাশমনকর্মে আজ্যাহুতি প্রদানে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে। সর্বলোকে আধিপত্য কামনায় এই সূক্তের দ্বারা ইন্দ্রাগ্নী-যাগ বা উপস্থান করা হয়। এ ব্যতীত এই সূক্তের দ্বারা অন্ন অভিমন্ত্রিত ক'রে ব্রাহ্মণকে দান করণীয়। পশুযাগে সংজ্ঞপনার্থে যূপ হ'তে প্রমুক্ত পশুর অনুমন্ত্রণ বিহিত আছে।...ইত্যাদি ॥(২কা. ৬অ. ৩সূ)॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : বিশ্বকর্মা

[ঋষি : অঙ্গিরা। দেবতা : বিশ্বকর্মা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

যে ভক্ষয়ন্তো ন বসূন্যানৃধুর্যানগ্নয়ো অন্বতপ্যন্ত ধিষ্ণ্যাঃ।
যা তেষামবয়া দুরিষ্টিঃ স্বিষ্টিং নস্তাং কৃণবদ্ বিশ্বকর্মা ॥ ১॥
যজ্ঞপতিমৃষয় এনসাহুর্নির্ভক্তং প্রজা অনুতপ্যমানম্।
মথব্যান্ত্স্তোকানপ যান্ ররাধ সং নষ্টেভিঃ সৃজতু বিশ্বকর্মা ॥ ২॥
অদান্যান্ত্সোমপান্ মন্যমানো যজ্ঞস্য বিদ্বান্ত্সময়ে ন ধীরঃ।
যদেনশ্চকৃবান্ বদ্ধ এষ তং বিশ্বকর্মন্ প্র মুঞ্চা স্বস্তয়ে ॥ ৩॥
ঘোরা ঋষয়ো নমো অস্ত্বেভ্যশ্চক্ষুর্য দেষাং মনসশ্চ সত্যম্।
বৃহস্পতয়ে মহিষ দ্যুমন্নমো বিশ্বকর্মন্ নমস্তে পাহ্যস্মান্ ॥ ৪॥
যজ্ঞস্য চক্ষুঃ প্রভৃতির্মুখং চ বাচা শ্রোত্রেণ মনসা জুহোমি।
ইমং যজ্ঞং বিততং বিশ্বকর্মণা দেবা যন্তু সুমনস্যমানাঃ ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ — যজ্ঞ-কার্য না ক'রে অন্যত্র ধন-ব্যয় করার কারণে আমরা সমৃদ্ধিহীন রয়ে গিয়েছি। এই নিমিত্ত আহ্বানীয় অগ্নি আমার অনুতাপিত হয়েছেন। এইভাবে আমরা অযষ্টা (যাগহীন) ও দুর্যষ্টা (দুষ্ট যাগকারী) রূপে পরিগণিত হয়েছি। আমাদের সুন্দর (ত্রুটিহীন) যজ্ঞানুষ্ঠান করার অভিলাষকে বিশ্বকর্মা পূর্ণ করুন ॥ ১॥ অতীন্দ্রিয় ঋষিগণ যাগবৈকল্যশালী এবং স্বয়ংই পাপের জন্য অনুতপ্ত যজমানকে পাপী ব'লে অভিহিত করেন। যে প্রজাপতি দেবতা সোমের বিন্দুকে অবতরিত করেছিলেন, সেই প্রজাপতি সেই বিন্দুসমূহে আমাদের যজ্ঞকে সম্পন্ন করুন ॥ ২॥ রণাঙ্গনে সমুপস্থিত যোদ্ধা অন্য যোদ্ধার (অর্থাৎ প্রতিযোদ্ধার) রূপ (বা সামর্থ্য) জ্ঞাত হয়ে তাকে যেমন তুচ্ছজ্ঞান করে, সেই রকমেই আমি এই যজ্ঞের স্বরূপকে জ্ঞাত হয়েছিলাম

(অর্থাৎ তুচ্ছ জ্ঞান করেছিলাম)। বিদ্যার অহঙ্কারে মত্ত হয়ে বিদ্বান্‌গণকে তুচ্ছজ্ঞান ক'রে তাদের প্রতি তিরস্কার করার পাপ করেছিলাম; সেই পাপ হ'তে, হে প্রজাপতি! আমাকে মুক্ত করো ॥ ৩॥। চক্ষু ইত্যাদি প্রাণরূপ ঋষিগণের মধ্যে যথার্থ দর্শনশালী চক্ষুকে নমস্কার। দেবতাগণের পালক বৃহস্পতিকে এবং হে প্রজাপতি! তোমাকেও নমস্কার। তুমি ক্রূর দৃষ্টি হ'তে উৎপন্ন পাপকে বিদূরিত ক'রে আমাদের রক্ষক হও ॥ ৪॥ যজ্ঞের এই অগ্নিকে চক্ষুর সমান দেখাচ্ছে। সকল যজ্ঞ অগ্নির দ্বারাই (বা উদ্দেশে) অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। দেবতাগণের মধ্যে প্রথমে এঁরই (অর্থাৎ অগ্নির) পূজা অনুষ্ঠিত হওয়ায় ইনিই মুখ্যরূপে পরিগণিত। এই হেন অগ্নিদেবের উদ্দেশে আমি ঘৃতাহুতি সমর্পণ করছি; এই প্রজাপতির (অগ্নির) দ্বারা অনুষ্ঠীয়মান যজ্ঞে ইন্দ্র প্রমুখ দেবতাগণ আপনাপন কৃপাপূর্ণ বা অনুগ্রহসম্পন্ন বুদ্ধির সাথে আগমন করুন ॥ ৫॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'যে ভক্ষয়ন্তঃ' ইতি সূক্তেন বহুজনমধ্যে ভুঞ্জানো দৃষ্টিদোষনিবারণায় অন্নং অভিমন্ত্র্য ভুঞ্জীত।...ইত্যাদি॥ (২কা. ৬অ. ৪সূ)॥

টীকা — বহু ব্যক্তির মধ্যে ভোজনকারী জনের পক্ষে দৃষ্টিদোষ নিবারণ কল্পে এই সূক্তমন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত অন্ন ভোজন করণীয়। সর্বলোকের আধিপত্য কামনাতেও এই সূক্তের দ্বারা ইন্দ্র ও অগ্নির উদ্দেশ্যে অন্ন-দান-যজ্ঞ অনুষ্ঠান করণীয়।...ইত্যাদি ॥ (২কা. ৬অ. ৪সূ) ॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : পতিবেদনম্

[ঋষি : পতিবেদন। দেবতা : অগ্নি প্রভৃতি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্]

আ নো অগ্নে সুমতিং সম্ভলো গমেদিমাং কুমারীং সহ নো ভগেন।
জুষ্টা বরেষু সমনেষু বল্গুরোষং পত্যা সৌভগমস্ত্বস্যৈ ॥ ১॥
সোমজুষ্টং ব্রহ্মজুষ্টমর্যম্ণা সংভৃতং ভগম্।
ধাতুর্দেবস্য সত্যেন কৃণোমি পতিবেদনম্ ॥ ২॥
ইয়মগ্নে নারী পতিং বিদেষ্ট সোমো হি রাজা সুভগাং কৃণোতি।
সুবানা পুত্রান্ মহিষী ভবাতি গত্বা পতিং সুভগা বি রাজতু ॥ ৩॥
যথাখরো মঘবংশ্চারুরেষ প্রিয়ো মৃগাণাং সুষদা বভূব।
এবা ভগস্য জুষ্টেয়মস্তু নারী সংপ্রিয়া পত্যাবিরাধয়ন্তী ॥ ৪॥
ভগস্য নাবমা রোহ পূর্ণামনুপদস্বতীম্।
তয়োপপ্রতারয় যো বরঃ প্রতিকাম্যঃ ॥ ৫॥
আ ক্রন্দয় ধনপতে বরমামনসং কৃণু।
সর্বং প্রদক্ষিণং কৃণু যো বরঃ প্রতিকাম্যঃ ॥ ৬॥
ইদং হিরণ্যং গুল্গুল্বয়মৌক্ষো অথো ভগঃ।
এতে পতিভ্যস্ত্বামদুঃ প্রতিকামায় বেত্তবে ॥ ৭॥

আ তে নয়তু সবিতা নয়তু পতির্যঃ প্রতিকাম্যঃ।
ত্বমস্যৈ ধেহ্যোষধে ॥ ৮॥

বঙ্গানুবাদ — হে অগ্নি! কন্যাকে গ্রহণ করতে অভিলাষী সুন্দর বর (পুরুষ বা পাত্র) আমাদের দৃষ্টিগত হয়ে যাক; যে বর আমাদের প্রথমে নিরাশ ক'রে দিয়েছিল (অর্থাৎ এই কন্যাকে অপছন্দ করেছিল), সে এই কন্যাকে লাভ করার অভিলাষের সাথে আগমন পূর্বক আপন ঐশ্বর্যের সাথে এই কন্যাকে গ্রহণ করুক। পুনরায় আগত বরপক্ষীয়গণের নিকট এই কন্যার বরণ সুন্দর লাগুক এবং এই কন্যা পতির সান্নিধ্যে সৌভাগ্যবতী হোক ॥ ১॥ সোম, গন্ধর্ব ও অর্যমা নামক বিবাহাগ্নির দ্বারা স্বীকৃত এই কুমারিকা রূপ ধন ধাতা দেবতার অনুজ্ঞাক্রমে মনুষ্যরূপ পতিকে লাভ-করণশালিনী ক'রে তুলুক ॥ ২॥ এই কন্যা পতিকে প্রাপ্ত হোক, সোমদেব একে সৌভাগ্যবতী করুন; এই কন্যা পতিকে প্রাপ্ত হয়ে তেজস্বিনী হয়ে উঠুক এবং পুত্রোৎপাদনশালিনী শ্রেষ্ঠ জায়ায় পরিণতি লাভ করুক ॥ ৩॥ সুন্দর স্থান যেমন মৃগদলের প্রিয় হয়, এবং তারা সেখানে যেমন সুখে অবস্থান করে, তেমনই এই স্ত্রী তার পতির সাথে অবস্থান পূর্বক ভাগ্যবতী হয়ে উঠুক ॥ ৪॥ হে কন্যা! তুমি অভিলষিত ফলে পরিপূর্ণ (বোঝাই) হয়ে এই নৌকার উপর আরোহণ করো এবং এর দ্বারা আপন আকাঙ্ক্ষিত পতিকে লাভ করো ॥ ৫॥ হে বরুণ! বরকে এই কন্যার সম্মুখে আহ্বান ক'রে তার (অর্থাৎ সেই বরের) মন এর দিকে প্রেরিত করো এবং তাকে বিবাহের অনুকূল ব্যাপারশালিনী ক'রে দাও। তাকে (অর্থাৎ সেই বরকে) বলাও, 'এই কন্যা আমার পত্নী' ॥ ৬॥ হে কন্যা! এই স্বর্ণভূষণ, এই ঔক্ষ অর্থাৎ প্রলেপন সামগ্রী অলঙ্কার ইত্যাদির অধিষ্ঠাতা দেবতা ভগ (সূর্য) তোমাকে সোম, গন্ধর্ব ও অগ্নি নামক রক্ষকগণের দ্বারা যুক্ত মনুষ্য পতিকে প্রাপ্ত করার নিমিত্ত প্রদান করছেন ॥ ৭॥ হে ব্রীহি ইত্যাদি ঔষধি! এই কন্যাকে পতি প্রদান করো। হে কন্যা! সূর্যদেব বরকে তোমার সমীপে আনয়ন করুন। নিয়ত সেই বর তোমার পাণিগ্রহণ পূর্বক তোমাকে আপন গৃহে নয়ন করুক (নিয়ে যাক) ॥ ৮॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'আ নো অগ্নে' ইতি সূক্তেন পতিলাভকর্মণি আগমকৃসরং সম্পাত্য কুমারীং আশয়েৎ। তথা তস্মিন্নেব কর্মণি তস্যা এব অলঙ্কারগুগ্গুল্বৌক্ষানাং সম্পাতিতানাং ক্রমেণ বন্ধনং ধূপনং প্রলেপনং চ কুর্যাৎ।...তথৈব অনেন সূক্তেন রাত্রৌ ব্রীহিন্ হুত্বা কুমারীং দক্ষিণেন প্রক্রাময়েৎ। এবং অনেনৈব সূক্তেন সম্পাতবতীং নাবং কন্যকাং আরোপ্য 'ভগস্য নাবং' ইতি পঞ্চম্যর্চা তাং উত্তারয়েৎ। তথা পতিলাভবিজ্ঞান কর্মণি সপ্তদামতন্ত্যাং সম্পাতবত্যা সপ্ত বৎসান্ বন্ধয়িত্বা কুমার্যা মোচয়েৎ। সা যদি প্রদক্ষিণং মুঞ্চেৎ তর্হি পতিলাভং জানীয়াৎ। তথা অনেনৈব সূক্তেন অহতবস্ত্রেণ বেষ্টিতং ঋষভং সম্পাত্য বিসর্জয়েৎ। ...অত্র পতিবেদনশব্দেন পতিলাভসাধনত্বাৎ ইদমেব সূক্তং বিবক্ষিতং। ...ইত্যাদি ॥ (২কা. ৬অ. ৫সূ)॥

টীকা — অনূঢ়া কন্যার বারংবার বিবাহ-সম্ভাবনা ভঙ্গজনিত দোষের প্রতিকারকল্পে এই সূক্তের দ্বারা তার অলঙ্কার, ব্যবহৃত গন্ধদ্রব্য, প্রলেপন দ্রব্য ইত্যাদি অভিমন্ত্রিত ক'রে ক্রমে (অলঙ্কার) বন্ধন, (গন্ধদ্রব্য) ধূপন ও (প্রলেপন দ্রব্য) লেপন করণীয়। এই সূক্তের মন্ত্রগুলির দ্বারা সম্পাতবতী নৌকায় কুমারীকে আরোহণ করিয়ে পঞ্চম মন্ত্রোক্ত 'ভগস্য নাবমা রোহ' ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণ পূর্বক তাকে নদী উত্তীর্ণ করানো কর্তব্য। সেইরকমে পতিলাভবিজ্ঞান কর্মে এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত সাতটি রজ্জুতে সাতটি গো-বৎস বন্ধন পূর্বক কুমারীর দ্বারা একে একে সেগুলিকে মোচন করণীয়। সেইকালে কুমারী যদি সেগুলিকে প্রদক্ষিণক্রমে উন্মোচিত করে, তবে তার পতিলাভ অনিবার্য।...এই সূক্তটি 'পতিবেদনম্' নামে প্রসিদ্ধ, কারণ পতিলাভ-সাধনের উদ্দেশে এটির বিনিয়োগ বিহিত হয়েছে।...ইত্যাদি ॥ (২কা. ৬অ. ৫সূ) ॥

॥ ইতি দ্বিতীয়ং কাণ্ডং সমাপ্তম্ ॥

তৃতীয় কাণ্ড।

প্রথম অনুবাক

প্রথম সূক্ত : শত্রুসেনাসংমোহনম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : অগ্নি, মরুৎ, ইন্দ্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্]

অগ্নির্নঃ শত্রূন্ প্রত্যেতু বিদ্বান্ প্রতিদহন্নভিশস্তিমরাতিম্।
স সেনাং মোহয়তু পরেষাং নির্হস্তাংশ্চ কৃণবজ্জাতবেদাঃ ॥ ১॥
যূয়মুগ্রা মরুত ঈদৃশে স্থাভি প্রেত মৃণত সহধ্বম্।
অমীমৃণন্ বসবো নাথিতা ইমে অগ্নির্হ্যেষাং দূতঃ প্রত্যেতু বিদ্বান্॥ ২॥
অমিত্রসেনাং মঘবন্নস্মান্ ছত্রূয়তীমভি।
যুবং তানিন্দ্র বৃত্রহন্নগ্নিশ্চ দহতং প্রতি॥ ৩॥
প্রসূত ইন্দ্র প্রবতা হরিভ্যাং প্র তে বজ্রঃ প্রমৃণন্নেতু শত্রূন্।
জহি প্রতীচো অনূচঃ পরাচো বিম্বক্ সত্যং কৃণুহি চিত্তমেষাম্ ॥ ৪॥
ইন্দ্র সেনাং মোহয়ামিত্রাণাম্।
অগ্নের্বাতস্য ধ্রাজ্যা তান্ বিষূচো বি নাশয় ॥ ৫॥
ইন্দ্রঃ সেনাং মোহয়তু মরুতো ঘ্নন্ত্বোজসা।
চক্ষূংষ্যগ্নিরা দত্তাং পুনরেতু পরাজিতা॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ — এই অগ্নিদেব সেনাধ্যক্ষের সহযোগে, নাশের নিমিত্ত উদ্যত শত্রুগণের মনকে ব্যাকুল ক'রে অস্ত্র-শস্ত্র ধারণের পক্ষে অসমর্থ ক'রে দিন। এই অগ্নি দেবাসুরের যুদ্ধে দেবসেনাগণের অগ্রবর্তী হয়ে গমনশীল; তিনি বৈরিগণের অঙ্গকে ভস্মীভূত ক'রে অগ্রসর হোন ॥ ১॥ হে মরুত-বর্গ! তোমরা যুদ্ধে আমার সহায়তার নিমিত্ত সমীপবর্তী হয়ে থাকো এবং শত্রুদের প্রহার করো। বসু দেবতাগণও আমাদের নিবেদন গ্রহণ পূর্বক শত্রুনাশে প্রবৃত্ত হোন। বসুগণের প্রধান দূতরূপে অগ্নিও শত্রুর অভিমুখে অগ্রসর হোন ॥ ২॥ হে ইন্দ্র! আমরা, যারা তোমার পরিচর্যাকারী, সেই নিরপরাধীদের প্রতি শত্রুবৎ আচরণশীল আক্রমণকারী সেনাগণের সম্মুখে আগমন করো। তুমি এবং অগ্নিদেব উভয়েই শত্রুর নিমিত্ত প্রতিকূলতা সম্পন্ন হয়ে তাদের ভস্মীভূত ক'রে দাও ॥ ৩॥ হে ইন্দ্র! তুমি শত্রুসেনার মধ্যে সমুপস্থিত হয়ে বজ্রের দ্বারা তাদের ভয়ঙ্কর ভাবে সংহার ক'রে ফেলো। সম্মুখভাগে অগ্রসরমান, পশ্চাৎভাগ হ'তে ধাবমান এবং পলায়মান সকল শত্রুগণকে বিনাশ ক'রে ফেলো। এই অবসরে শত্রুকে পরাজিত করা ব্যতীত আর কোন কথা বিচার করো না ॥ ৪॥ হে ইন্দ্রদেব! রিপু সেনাগণকে বিমূর্ত (বা বিমোহিত) ক'রে দাও। অগ্নি ও পবনের সহযোগে বিনাশ-সাধনকারী যে বিকরাল গতি হয়ে থাকে, তার দ্বারা তুমি রিপুগণকে পরাঙ্মুখ ক'রে শেষ ক'রে দাও ॥ ৫॥ হে দেববর্গের অধিপতি (ইন্দ্র)! তুমি রিপু সেনাগণকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ক'রে

দাও এবং তোমার আপন সখা মরুৎ-গণের দ্বারা তাদের নির্মূল ক'রে দাও। অগ্নিদেব রিপুগণের নেত্রগুলিকে বিকৃত ক'রে দিন। এই পদ্ধতিতে এই রকম পরাজিত হয়ে রিপুসৈন্যগণ প্রত্যাবর্তন করুক ॥ ৬॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — তৃতীয় কাণ্ডে ষড়নুবাকাঃ। তত্র প্রথমেনুবাকে পঞ্চ সূক্তানি। তত্র 'অগ্নির্ণঃ শত্রূন্' ইতি প্রথম সূক্তং। তস্য পরসেনামোহনকর্মণি ফলীকরণমিশ্রিতস্য বা কনিকিকামিশ্রিতস্য বা ওদনপিণ্ডস্য সাংগ্রামিকাগ্নৌ উলূখলেন হোমে বিনিয়োগঃ। তথা অস্মিন্নেব কর্মণি একবিংশতিং শর্করাঃ শূর্পে কৃত্বা পরসেনাং প্রতি নিষ্পুনীয়াৎ। তথৈব অপ্বা বাখ্যায়ৈ দেবতায়ৈ অনেন সূক্তেন চরুং জুহুয়াৎ। তৎ উক্তং কৌশিকেন।...ইত্যাদি॥ (৩কা. ১অ. ১সূ.)॥

টীকা — তৃতীয় কাণ্ডের ছ'টি অনুবাকের মধ্যে প্রথম অনুবাকের পঞ্চ সূক্তের এটি প্রথম সূক্ত। এই সূক্তমন্ত্রের সহযোগে পরসৈন্যকে বিমোহিত করতে ফলীকরণ-মিশ্রিত বা কণিকিকা-মিশ্রিত বা অন্নপিণ্ডের সাংগ্রামিক অগ্নিতে উলূখলের দ্বারা হোম করণীয়। এই কর্মকালে একুশটি শর্করা কুলায় ক'রে পরসেনার প্রতি উড়িয়ে দিতে হয়। এবং তারপর অপ্বা নামধেয় (সকলের সুখ ও প্রাণ অপহরণকারী দেবতা বা) অপদেবতার উদ্দেশে এই সূক্তমন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত চরু-হোম করণীয়।.. ত্যাদি ॥ (৩কা. ১অ. ১সূ) ॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : শত্রুসেনাসংমোহনম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : অগ্নি, ইন্দ্র ইত্যাদি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্]

অগ্নির্নো দূতঃ প্রত্যেতু বিদ্বান্ প্রতিদহন্নভিশস্তিমরাতিম্।
স চিত্তানি মোহয়তু পরেষাং নির্হস্তাংশ্চ কৃণবজ্জাতবেদাঃ ॥ ১॥
অয়মগ্নিরমূমুহদ্ যানি চিত্তানি বো হৃদি।
বি বো ধমত্বোকসঃ প্র বো ধমতু সর্বতঃ ॥ ২॥
ইন্দ্র চিত্তানি মোহয়ন্নর্বাঙাকূত্যা চর।
অগ্নের্বাতস্য ধ্রাজ্যা তান্ বিষূচো বি নাশয় ॥ ৩॥
ব্যাকূতয় এষামিতাথো চিত্তানি মুহ্যত।
অথো যদদ্যৈষাং হৃদি তদেষাং পরি নির্জহি ॥ ৪॥
অমীষাং চিত্তানি প্রতিমোহয়ন্তী গৃহাণাঙ্গান্যপ্বে পরেহি।
অভি প্রেহি নির্দহ হৃৎসু শোকৈর্গ্রাহ্যামিত্রাংস্তমসা বিধ্য শত্রূন্ ॥ ৫॥
অসৌ যা সেনা মরুতঃ পরেষামস্মানৈত্যভ্যোজসা স্পর্ধমানা।
তাং বিধ্যত তমসাপব্রতেন যথৈষামন্যো অন্যং ন জানাৎ ॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ — দেবদূতের ন্যায় অগ্রগণ্য অগ্নি শত্রুগণকে ভস্ম করুন; তাদের মনকে মোহগ্রস্ত করুন এবং তাদের অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণের সামর্থ্য রহিত ক'রে দিন ॥ ১॥ হে শত্রুবর্গ! আমাদের দমন করার বিষয়ে তোমরা যে পরিকল্পনা করেছো, সেই পরিকল্পনাকে অগ্নি ভ্রমান্বিত করুন এবং

তোমাদের স্থানচ্যুত ক'রে দিন ॥ ২॥ হে ইন্দ্র! শত্রুগণের মনকে ভ্রমান্বিত ক'রে তুমি তাদের সম্মুখে বিচরণ করো এবং অগ্নি ও বায়ুর সম্মিলনে যে প্রচণ্ড গতি উৎপন্ন হয়ে থাকে, সেই গতির দ্বারা শত্রুগণকে বিনষ্ট করো ॥ ৩॥ হে শত্রুগণের মনঃসমূহ! তোমরা বিমোহিত বা ভ্রমান্বিত হয়ে যাও। হে শত্রুগণের সঙ্কল্পসমূহ! তোমরা বিরুদ্ধ হয়ে যাও। হে দেবগণ! তোমরা এই শত্রুগণের মনকে মোহগ্রস্ত ক'রে দাও। হে ইন্দ্র! যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত আমাদের শত্রুবর্গের উৎসাহকে তুমি নষ্ট ক'রে দাও ॥ ৪॥ হে সুখ নষ্ট-করণশালিনী অপ্বা নামধারিণী পাপদেবী! আমাদের শত্রুবর্গের মনকে ভ্রমপূর্ণ ক'রে তুমি তাদের শরীরে অবস্থান করো। তুমি শত্রুর অভিমুখে গমন পূর্বক তাদের মতিভ্রষ্ট করো; ভয় শোক ইত্যাদির দ্বারা পূর্ণ ক'রে তাদের মোহ রূপ পিশাচগণের দ্বারা বিনাশ করো ॥ ৫॥ হে মরুৎ-বর্গ! আপন বলের অহঙ্কারে আমাদের প্রতি স্পর্ধাকারী এই শত্রুসেনাগণ আমাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তুমি আপন মায়ায় তাদের নষ্ট ক'রে দাও। এদের মধ্যে কোন জনও যেন নিজেকে ভিন্ন অপরকে না জানতে পারে (অর্থাৎ মায়ার অন্ধকারে যেন তারা সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে যায়) ॥ ৬॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — ''অগ্নির্ণো দূতঃ' ইতি দ্বিতীয়সূক্তেন পরসেনামোহনকর্মণি পূর্বসূক্তোক্তানি কর্মণি কুর্যাৎ।...ইত্যাদি॥ (৩কা. ১অ. ২সূ)॥

টীকা — দ্বিতীয় সূক্তোক্ত এই মন্ত্রগুলি পূর্বসূক্তের মতোই পরসেনাবিমোহন কর্মে বিনিয়োগ করা হয়। ...ইত্যাদি॥ (৩কা. ১অ. ২সূ)॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : স্বারাজ্যে রাজ্ঞঃ পুনঃ স্থাপনম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : মন্ত্রোক্ত অগ্নি ইত্যাদি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, পংক্তি, অনুষ্টুপ্]

অচিক্রদৎ স্বপা ইহ ভুবদগ্নে ব্যচস্ব রোদসী উরূচী।
যুঞ্জঁন্তু ত্বা মরুতো বিশ্ববেদসঃ আমুং নয় নমসা রাতহব্যম্ ॥ ১॥
দূরে চিৎ সন্তমরুষাস ইন্দ্রমা চ্যাবয়ন্তু সখ্যায় বিপ্রম্।
যদ্ গায়ত্রীং বৃহতীমর্কমস্মৈ সৌত্রামণ্যা দধৃষন্ত দেবাঃ ॥ ২॥
অদ্ভ্যস্ত্বা রাজা বরুণো হ্বয়তু সোমস্ত্বা হ্বয়তু পর্বতেভ্যঃ।
ইন্দ্রস্ত্বা হ্বয়তু বিড্ভ্য আভ্যঃ শ্যেনো ভূত্বা বিশ আ পতেমাঃ ॥ ৩॥
শ্যেনো হব্যং নয়ত্বা পরস্মাদন্যক্ষেত্রে অপরুদ্ধং চরন্তম্।
অশ্বিনা পন্থাং কৃণুতাং সুগং ত ইমং সজাতা অভিসংবিশধ্বম্ ॥ ৪॥
হ্বয়ন্তু ত্বা প্রতিজনাঃ প্রতি মিত্রা অবৃষত।
ইন্দ্রাগ্নী বিশ্বে দেবাস্তে বিশি ক্ষেমমদীধরন্ ॥ ৫॥
যস্তে হবং বিবদৎ সজাতো যশ্চ নিষ্ট্যঃ।
অপাঞ্চমিন্দ্র তং কৃত্বাথেমমিহাব গময় ॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ — হে অগ্নি! এই রাজা আপন রাজ্য হ'তে পতিত (চ্যুত) হয়েছেন; পুনরায় রাজ্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত তোমাকে আহ্বান করছেন। প্রজাপালক রাজা তোমার কৃপায় পূর্ণ হোন। তুমি এঁর নিমিত্ত দ্যাবা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হও; এই কর্মে ঊনপঞ্চাশসংখ্যক মরুৎ-বৃন্দ তোমার সহায়তা করুক। তুমি এই রাজাকে পুনরায় রাজ্য প্রাপ্ত করিয়ে দাও ॥ ১॥ হে ঋত্বিক্‌বৃন্দ! দেবরাজ ইন্দ্রকে এই রাজার সহায়তার নিমিত্ত আহুত করো। দেবগণ এই ইন্দ্রকে গায়ত্রী ছন্দে, বৃহতী ছন্দে ও বৃহৎ-উক্থ মন্ত্রে পরম পরাক্রমী ক'রে দিয়েছেন। অতএব সেই ইন্দ্রকে এই স্থানে আনয়ন করো ॥ ২॥ হে রাজন্! তোমার রাজ্য অপরে ছিনিয়ে নিয়েছে; সেই রাজ্যে স্থিত করার নিমিত্ত বরুণ তোমাকে জল হ'তে, সোম তোমাকে তাঁর আশ্রয়-স্থান পর্বত হ'তে এবং ইন্দ্র তোমাকে তোমার প্রজাগণের দ্বারা আমন্ত্রিত করুন। এর পরে তুমি বাজপক্ষীর ন্যায় দ্রুতগতিতে আগমনকারী হয়ে, শত্রুগণের দ্বারা অপরাজিত হয়ে আপন প্রজাবর্গের মধ্যে সুশোভিত হও ॥ ৩॥ স্বর্গবাসী দেবতা, অপরের আশ্রয়ে পতিত হয়ে থাকা তোমাকে তোমার আপন রাজ্যে উপনীত করুন। হে রাজন্! তোমার আগমন-পথ অশ্বিনীকুমারদ্বয় শত্রুশূন্য ক'রে দিন। হে (রাজার) বান্ধবগণ! এই পুনঃ প্রাপ্ত রাজার সাথে মিলিত হয়ে তোমরা এঁর সেবাপরায়ণ হও ॥ ৪॥ হে রাজন্! তুমি প্রতিকূলে অবস্থানশীল ছিলে, এখন অনুকূল হয়ে যাও (অর্থাৎ পূর্বে তুমি যাদের বিরুদ্ধাচারী ছিলে, এখন তাদের স্বপক্ষে আনয়ন পূর্বক পালন করো) এবং তারা তোমাতে স্নেহান্বিত হয়ে আজ্ঞানুবর্তী হয়ে যাক। ইন্দ্র, অগ্নি ও বিশ্বদেবগণ তোমাতে প্রজাপালনের শক্তি উৎপন্ন করুন ॥ ৫॥ হে রাজন্! তোমার পুনরায় রাজ্য প্রবেশে যে সমান বলসম্পন্ন, তোমার অপেক্ষা উচ্চ বলশালী বা কম বলবান ব্যক্তি সহমত হয়নি, সেই শত্রুকে, হে ইন্দ্র! তুমি বহিষ্কৃত ক'রে দাও এবং এই রাজাকে রাজ্যের প্রকৃত অধিস্বামী রূপে ঘোষণা করো ॥ ৬॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'অচিক্রদং' ইতি সূক্তেন শত্রুংসাদিতস্য রাজ্ঞঃ পুনঃ স্বরাষ্ট্রপ্রবেশার্থং শত্রুসেনাকারং পুরোডাশং উদকেষু দর্ভান্ সংস্তীর্য তত্র নিনয়েৎ। ততো নিমজ্জনার্থং তং পুরোডাশং লোষ্টেন পূরয়েৎ। তথা অনেন সূক্তেন স্বরাষ্ট্রপ্রবেশার্থং ক্ষীরৌদনং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য রাজানং আশয়েৎ।... ইত্যাদি॥ (৩কা. ১অ. ৩সূ)॥

টীকা — শত্রুগণ কর্তৃক পরাজিত ও রাজ্যভ্রষ্ট রাজা পুনরায় আপন স্বরাষ্ট্রে প্রবেশের (বা প্রাপ্তির) নিমিত্ত শত্রুসেনার আকারে কৃত পুরোডাশ এই মন্ত্রগুলির দ্বারা অভিমন্ত্রিত ক'রে জলে দর্ভ বিস্তার পূর্বক তার উপর নিক্ষেপ করবেন। তারপর সেই পুরোডাশ নিমজ্জিত করার নিমিত্ত লোষ্ট্র স্থাপন করবেন। এবং, এই সূক্তের দ্বারা অভিমন্ত্রিত ক্ষীরৌদন স্বরাষ্ট্রে প্রবেশার্থে রাজাকে ভোজন করাতে হয়।...ইত্যাদি॥ (৩কা. ১অ. ৩সূ.) ॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : প্রজাভী রাজ্ঞঃ সংবরণম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

আ ত্বা গন্ রাষ্ট্রং সহ বর্চসোদিহি প্রাঙ্
বিশাং পতিরেকরাট্ ত্বং বি রাজ।
সর্বাস্ত্বা রাজন্ প্রদিশো হ্বয়ন্তূপসদ্যো নমস্যো ভবেহ ॥ ১॥

ত্বাং বিশো বৃণতাং রাজ্যায় ত্বামিমাঃ প্রদিশঃ পঞ্চ দেবীঃ।
বর্ষ্মন্ রাষ্ট্রস্য ককুদি শ্রয়স্ব ততো ন উগ্রো বি ভজা বসূনি ॥ ২॥
অচ্ছ ত্বা যন্তু হবিনঃ সজাতা অগ্নির্দূতো অজিরঃ সং চরাতৈ।
জায়াঃ পুত্রাঃ সুমনসো ভবন্তু বহুং বলিং প্রতি পশ্যাসা উগ্রঃ ॥ ৩॥
অশ্বিনা ত্বাগ্রে মিত্রাবরুণোভা বিশ্বে দেবা মরুতস্ত্বা হ্বয়ন্তু।
অধা মনো বসুদেয়ায় কৃণুষ্ব ততো ন উগ্রো বি ভজা বসূনি ॥ ৪॥
আ প্র দ্রব পরমস্যাঃ পরাবতঃ শিবে তে দ্যাবাপৃথিবী উভে স্তাম্।
তদয়ং রাজা বরুণস্তথাহ স ত্বায়মহ্বৎ স উপেদমেহি ॥ ৫॥
ইন্দ্রেন্দ্র মনুষ্যাঃ পরেহি সং হ্যজ্ঞাস্থা বরুণৈঃ সংবিদানঃ।
স ত্বায়মহ্বৎ স্বে সধস্থে স দেবান্ যক্ষৎ স উ কল্পয়াদ্ বিশঃ ॥ ৬॥
পথ্যা রেবতীর্বহুধা বিরূপাঃ সর্বাঃ সংগত্য বরীয়স্তে অক্রন্।
তাস্ত্বা সর্বাঃ সংবিদানা হ্বয়ন্তু দশমীমুগ্রঃ সুমনা বশেহ ॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ — হে রাজন্! শত্রুগণের দ্বারা অপহৃত তোমার রাজ্য তুমি পুনরায় প্রাপ্ত হয়েছো। তুমি প্রজাপালক ও শত্রু-রহিত হয়ে শোভিত হও। সর্বদিকের গৌরবশীল দেবতা এবং সর্ব দিকে নিবাসকারী সকল মনুষ্য তোমাকে নিজেদের অধিস্বামীরূপে জ্ঞান করুক এবং তুমি তাদের অভিবাদন লাভ করো ॥ ১ ॥ হে রাজন্! এই শ্রেষ্ঠ দিক্‌সমূহ তোমার পক্ষে শুভ হোক, তুমি আপন দেশে উচ্চ সিংহাসনে বিরাজমান হও এবং পুনরপি, আমরা যারা তোমার সেবক, তাদের যথাযোগ্য ধন প্রদান করো। তোমার প্রজাবৃন্দ তোমাকে রাজকর্ম পালনের নিমিত্ত বরণ পূর্বক তোমার শাসনাধীন থাকুক ॥ ২ ॥ হে রাজন্! তোমার অপর সজাতীয় রাজ্যনাগণ তোমার আহ্বান মাত্রই সম্মুখে আগমন করুক। তোমার দূতগণ অগ্নির ন্যায় অপ্রধৃষ্য রূপে বিচরণশীল হোক। তোমার স্ত্রী পুত্র ইত্যাদি সকলে পুনরায় রাজ্যপ্রাপ্তির কারণে প্রসন্ন হয়ে নানা উপঢৌকন প্রাপ্তির দ্বারা সন্তুষ্ট হোক ॥ ৩ ॥ হে রাজন্! অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মিত্রাবরুণ এবং মরুৎ-গণ তোমাকে রাজ্যে প্রবিষ্ট করান। পুনরায় তুমি আপন মনকে দান-কর্মে নিয়োজিত করো এবং অত্যন্ত পরাক্রমে সম্পন্ন হয়ে ওঠো ॥ ৪ ॥ হে রাজন্! যদি তুমি দূর দেশেও থাকো, তবুও শীঘ্রতার সাথে আপন দেশে আগমন করো। তোমার রাষ্ট্র প্রবেশের কালে আকাশ ও পৃথিবী মঙ্গলকারিণী হোক। এই বরুণ তোমাকে আহ্বান করছেন, তুমি আপন রাজ্যে আগমন করো ॥ ৫ ॥ হে ইন্দ্র! মনুষ্যগণের নিকট আগত হও। তুমি বরুণের সাথে সহমত হয়ে এই রাজাকে আহ্বানের আজ্ঞা প্রদান করেছো; সেই নিমিত্ত এখানে আগমন করো। হে রাজন্! ইন্দ্র তোমাকে আহ্বান করছেন, অতএব আপন রাজ্যে আগমন করো এবং ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্বক প্রজাগণকে আপন আপন কর্মে নিযুক্ত করো ॥ ৬ ॥ হে রাজন্! এই সকল প্রকার জল দেবতা তোমার কল্যাণ-সাধন করুন। এই সকল দেবতা তোমাকে রাষ্ট্রে আগমনের নিমিত্ত আহ্বান করছেন। তুমি আপন শত বৎসরের (দীর্ঘ) আয়ুষ্কাল পর্যন্ত রাজ্যসুখ ভোগশালী হও ॥ ৭ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — ''আ ত্বা গন্' ইতি সূক্তেন স্বরাষ্ট্রপ্রবেশকর্মণ্যেব পূর্বসূক্তোক্তানিকর্মাণি কুর্যাৎ।...ইত্যাদি॥ (৩কা. ১অ. ৪সূ)॥

টীকা — পূর্ব সূক্তের ন্যায় এই সূক্তের দ্বারাও রাজার স্বরাষ্ট্রে প্রবেশ সম্পর্কিত কর্মগুলি করণীয়। ইত্যাদি ॥(৩কা. ১অ. ৪সূ.) ॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : রাষ্ট্রস্য রাজা রাজকৃতশ্চ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : সোম, পর্ণমণি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্]

আয়মগন্ পর্ণমণির্বলী বলেন প্রমৃণন্ত্সপত্নান্।
ওজো দেবানাং পয় ওষধীনাং বর্চসা মা জিন্বত্বপ্রযাবন্ ॥ ১॥
ময়ি ক্ষত্রং পর্ণমণে ময়ি ধারয়তাদ্ রয়িম্।
অহং রাষ্ট্রস্যাভীবর্গে নিজো ভূয়াসমুত্তমঃ ॥ ২॥
যং নিদধুর্বনস্পতৌ গুহ্যং দেবাঃ প্রিয়ং মণিম্।
তমস্মভ্যং সহায়ুষা দেবা দদতু ভর্তবে ॥ ৩॥
সোমস্য পর্ণঃ সহ উগ্রমাগন্নিন্দ্রেণ দত্তো বরুণেন শিষ্টঃ।
তং প্রিয়াসং বহু রোচমানো দীর্ঘায়ুত্বায় শতশারদায় ॥ ৪॥
আ মারুক্ষৎ পর্ণমণির্মহ্যা অরিষ্টতাতয়ে।
যথাহমুত্তরোঽসান্যর্য্যমণ উত সংবিদঃ ॥ ৫॥
যে ধীবানো রথকারাঃ কর্মারা যে মনীষিণঃ।
উপস্তীন্ পর্ণ মহ্যং ত্বং সর্বান্ কৃন্বভিতো জনান্ ॥ ৬॥
যে রাজানো রাজকৃতঃ সূতা গ্রামণ্যশ্চ যে।
উপস্তীন্ পর্ণ মহ্যং ত্বং সর্বান্ কৃন্বভিতো জনান্ ॥ ৭॥
পর্ণোঽসি তনূপানঃ সয়োনির্বীরো বীরেণ ময়া।
সংবৎসরস্য তেজসা তেন বধ্নামি ত্বা মণে ॥ ৮॥

বঙ্গানুবাদ — আপন শক্তিতে শত্রুগণকে বিনাশকারিণী, সকল ঔষধির সারভূত পলাশ-মণি আমাকে প্রাপ্ত হোক এবং আপন তেজের দ্বারা আমাকে তেজীয়ান্ করুক ॥ ১॥ হে পলাশবৃক্ষ হ'তে নির্মিত্ত মণি, আমাতে ধন ও বল স্থিত করো, যাতে আমি আমার আপন রাজ্যকে স্বাধীন করতে (অর্থাৎ আপন অধিকারে আনতে) অপর কারও মুখাপেক্ষী না হ'তে হয় ॥ ২॥ ইন্দ্র ইত্যাদি দেবগণ অভীষ্ট ফলদায়িনী হওয়ার কারণে এই গোপনীয় মণিটিকে পলাশ নামক বনস্পতিতে স্থিত করেছিলেন। দেবগণ সেই মণিকে আমাদের ভরণ-পোষণ এবং আয়ু-বর্ধনের নিমিত্ত আমাদের প্রদান করুন ॥ ৩॥ সোমলতার মণি অপরকে তিরস্কৃত-করণে সমর্থ; অতএব এটি আমাকে প্রাপ্ত হোক (অর্থাৎ আমি এটি লাভ ক'রি)। ইন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত এবং বরুণের দ্বারা অনুশিষ্ট সেই সোমলতার পর্ণ (যা পলাশে রক্ষিত হয়েছিল) হ'তে উদ্ভূত পর্ণমণিকে আমি শতায়ুষ্য হওয়ার নিমিত্ত গ্রহণ করছি ॥ ৪॥ এই পর্ণমণি চিরকাল পর্যন্ত আমার নিকট অবস্থানপূর্বক আমার পক্ষে কল্যাণজনক হয়ে থাকুক। শত্রু-মর্দক অত্যন্ত বলশালী অর্যমা দেবতার কৃপায় আমি আমার

সমবল-সম্পন্নগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের নিমিত্ত একে (অর্থাৎ এই পর্ণমণিটিকে) আপন বাহুতে ধারন ক'রে রাখবো ॥৫॥ ধীবর, রথকার (সূত্রধর), লোহকার (কর্মকার) ইত্যাদি কর্মজীবী এবং বুদ্ধিজীবী বিদ্বানবর্গকে, হে পলাশ-নির্মিত মণি! আমার অধীন ক'রে দাও ॥৬॥ রাজার অভিষেক-কর্মশালী মন্ত্রী, অন্য দেশস্থ রাজন্যগণ, ব্রাহ্মণ কর্তৃক ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে উৎপন্ন সারথি (সূতজাতি) এবং গ্রামের নেতা (গ্রামণী, এদের সকলকে, হে মণি! তুমি আমার সেবায় তৎপর করো ॥৭॥ হে মণি! তুমি সোমের পর্ণের বিকার রূপ, এই নিমিত্ত দেহের রক্ষক। তুমি বীর্যবান্, আমার সমান জন্মা। তুমি সূর্যের সমান তেজস্বিনী। আমি তোমার তেজকে লাভ করার নিমিত্ত তোমাকে পরিধান (অর্থাৎ ধারণ) করছি ॥৮॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'আয়মগন্ পর্ণমণিঃ' ইত্যনেন সূক্তেন তেজোবলায়ুর্দ্ধনাদিপুষ্টয়ে পলাশবৃক্ষমণিং বাসিতং কৃত্বা সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য বধ্নীয়াৎ।...ইত্যাদি॥ (৩কা. ১অ. ৫সূ)॥

টীকা — তেজ, বল, আয়ু, ধন ইত্যাদির পুষ্টির নিমিত্ত পলাশবৃক্ষ হ'তে নির্মিত মণি এই সূক্তমন্ত্রগুলির দ্বারা বাসিত পূর্বক অভিমন্ত্রিত ক'রে ধারণীয়।...ইত্যাদি॥ (৩কা. ১অ. ৫সূ.) ॥

◆ ◆

দ্বিতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত : শত্রুনাশনম্

[ঋষি : জগৎ-বীজ পুরুষ। দেবতা : অশ্বত্থ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

পুমান্ পুংসঃ পরিজাতোঽশ্বত্থঃ খদিরাদধি।
স হন্তু শত্রূন্ মামকান্ যানহং দ্বেষ্মি যে চ মাম্ ॥১॥
তানশ্বত্থ নিঃ শৃণীহি শত্রূন্ বৈবাধদোধতঃ।
ইন্দ্রেণ বৃত্রঘ্না মেদী মিত্রেণ বরুণেন চ ॥২॥
যথাশ্বত্থ নিরভনোঽন্তর্মহত্যর্ণবে।
এবা তান্ত্সর্বান্নির্ভঙ্গ্ধি যানহং দ্বেষ্মি যে চ মাম্ ॥৩॥
যঃ সহমানশ্চরসি সাসহান ইব ঋষভঃ।
তেনাশ্বত্থ ত্বয়া বয়ং সপত্নান্ত্সহিষীমহি ॥৪॥
সিনাত্বেনান্ নির্ঋতির্মৃত্যোঃ পাশৈরমোক্যৈঃ।
অশ্বত্থ শত্রূন্ মামকান্ যানহং দ্বেষ্মি যে চ মাম্ ॥৫॥
যথাশ্বত্থ বনস্পত্যানারোহন্ কৃণুষেঽধরান্।
এবা মে শত্রোর্মূর্ধানং বিষ্বগ্ভিন্দ্ধি সহস্ব চ ॥৬॥
তেঽধরাঞ্চঃ প্র প্লবন্তাং ছিন্না নৌরিব বন্ধনাৎ।
ন বৈবাধপ্রণুত্তানাং পুনরস্তি নিবর্ত্তনম্ ॥৭॥

ম্রৈণান্ নুদে মনসা প্র চিত্তেনোত ব্রহ্মণা।
প্রৈণান্ বৃক্ষস্য শাখয়াশ্বত্থস্য নুদামহে ॥ ৮॥

বঙ্গানুবাদ — অত্যন্ত বীর্যশালী 'পুরুষ-বৃক্ষ' পীপল (অশ্বত্থ) এবং গায়ত্রী সারোৎপন্ন অত্যন্ত বলবান্ খদির বৃক্ষের সংযোগে নির্মিত 'অশ্বত্থমণি' ধারণের পর, এই মণি আমার শত্রুগণকে নাশ করুক ॥ ১॥ হে খদিরোৎপন্ন অশ্বত্থের বিকার হ'তে নির্মিত মণি! বৃত্রঘাতী ইন্দ্র ও বরুণের সাথে তোমার মিত্রতা আছে; তুমি আমার শত্রুবর্গকে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করো ॥ ২॥ হে পীপল! তুমি মণির উপাদান স্বরূপ। তুমি যেমন ভাবে খদির বৃক্ষের ত্বককে ভেদ ক'রে উৎপন্ন হয়েছো, সেইভাবে আমাদের শত্রুগণকে বিদীর্ণ ক'রে দাও ॥ ৩॥ যেমনভাবে পীপল অপর বৃক্ষগুলিকে অবনত ক'রে রাখে (অর্থাৎ পীপুলের উচ্চতা অপর বৃক্ষের চেয়ে বেশী), ঋষভের মতো (দ্রুত) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেইরকমেই তোমার (অর্থাৎ পীপল বা অশ্বত্থের) বিকার রূপ মণি ধারণকারী আমরা শত্রুগণকে বিনাশ-করণে প্রবৃদ্ধ (বা সক্ষম) হবো ॥ ৪॥ হে পীপল! পাপদেবী নিঋতি আমার শত্রুদের এমন সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করুক, যাতে তারা কোন রকমেই সেই বন্ধন মোচন করতে না পারে ॥ ৫॥ হে পীপল! তুমি যেমন ভাবে বনস্পতি-বৃক্ষগুলিতে আরোহণ ক'রে তাদের নত ক'রে থাকো (অর্থাৎ অন্য সকল বনস্পতিকে ছাপিয়ে তোমার শির যেমন সর্বোচ্চতা প্রাপ্ত হয়ে থাকে), সেই ভাবেই আমার শত্রুদের মস্তক পদদলিত পূর্বক তাদের তিরস্কৃত ক'রে বিনাশ প্রাপ্ত করাও ॥ ৬॥ যে ভাবে তটস্থিত (তীরস্থায়ী) বৃক্ষে রজ্জুবদ্ধ নৌকাগুলি বন্ধন ছিন্ন হয়ে নদীর স্রোতে নিম্নাভিমুখে ধাবিত হয়ে খেইহারা হয়ে যায়, সেই ভাবেই আমার শত্রুগণও যেন প্রবাহিত হয়ে চলে, কখনও যেন পার না প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ রক্ষা না পায়); কেন না, খদির হ'তে উৎপন্ন হওয়া পীপলের প্রবাহে আগ্রস্ত শত্রু পুনরায় আগমন করতে সক্ষম হয় না ॥ ৭॥ আমি শত্রুগণের উদ্দেশে উচ্চাটন করছি এবং শত্রুগণকে ধ্বংসসাধনকারী মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত পীপল শাখার দ্বারা তাদের সংহার করছি ॥ ৮॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — দ্বিতীয়েনুবাকে পঞ্চ সূক্তানি। তত্র 'পুমান্ পুংসঃ' ইতি প্রথমং সূক্তং। তেন অভিচারকর্মণি খদিরোত্থাশ্বত্থমণিং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য বধ্নীয়াৎ।। তথা অনেন সূক্তেন পাশান্ ইঙ্গিডালঙ্কৃতান্ সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য শত্রুমর্মণি নিখনেৎ।...ইত্যাদি।। (৩কা. ২অ. ১সূ)।।

টীকা — এই সূক্তটির দ্বারা অভিচার কর্মে খদির-অশ্বত্থ মণি অভিমন্ত্রিত পূর্বক বন্ধন করণীয়। এই সূক্তমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত পাশা শত্রুর মর্মস্থানে নিক্ষেপ করলে শত্রু বিনাশ হয়।...ইত্যাদি ॥ (৩কা. ২অ. ১সূ) ॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : যক্ষ্মনাশনম্

[ঋষি : ভৃগ্বঙ্গিরা। দেবতা : হরিণ প্রভৃতি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

হরিণস্য রঘুষ্যদোঽধি শীর্ষণি ভেষজম্।
স ক্ষেত্রিয়ং বিষাণয়া বিষূচীনমনীনশৎ ॥ ১॥

অনু ত্বা হরিণো বৃষা পদ্ভিশ্চতুর্ভি রক্রমীৎ।
বিষাণে বি ষ্য গুষ্পিতং যদস্য ক্ষেত্রিয়ং হৃদি ॥ ২॥
অদো যদবরোচতে চতুষ্পক্ষমিব চ্ছদিঃ।
তেনা তে সর্বং ক্ষেত্রিয়মঙ্গেভ্যো নাশয়ামসি ॥ ৩॥
অমূ যে দিবি সুভগে বিচৃতৌ নাম তারকে।
বি ক্ষেত্রিয়স্য মুঞ্চতামধমং পাশমুত্তমম্ ॥ ৪॥
আপ ইদ্ বা উ ভেষজীরাপো অমীবচাতনীঃ।
আপো বিশ্বস্য ভেষজীস্তাস্ত্বা মুঞ্চন্তু ক্ষেত্রিয়াৎ ॥ ৫॥
যদাসুতেঃ ক্রিয়ামাণায়াঃ ক্ষেত্রিয়ং ত্বা ব্যানশে।
বেদাহং তস্য ভেষজং ক্ষেত্রিয়ং নাশয়ামি ত্বৎ ॥ ৬॥
অপবাসে নক্ষত্রাণামপবাস উষসামুত।
অপাস্মৎ সর্বং দুর্ভূতমপ ক্ষেত্রিয়মুচ্ছতু ॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ — দ্রুতগামী কৃষ্ণমৃগের মস্তকে যে রোগ-নাশিনী শৃঙ্গ রূপ ঔষধি আছে, মাতৃ-পিতৃ হ'তে প্রাপ্ত ক্ষয়, কুষ্ঠ, মৃগী ইত্যাদি ব্যাধিসমূহকে বিনাশ করুক ॥ ১॥ হে মৃগশৃঙ্গ! তোমাকে ক্ষেত্রিয় রোগ (মাতা-পিতা হ'তে প্রাপ্ত রোগ) বিনাশের নিমিত্ত ধারণ করা হয়েছে। তুমি হৃদয়ে গ্রন্থিত হয়ে থাকা ক্ষেত্রিয় রোগকে শমন করো॥ ২॥ এই যে চতুষ্কোণ সম্পন্ন হরিণচর্ম পরিচ্ছদের ন্যায় শোভিত হচ্ছে, তার দ্বারা আমি তোমার (অর্থাৎ রোগীর) অনেক রকমের ক্ষেত্রিয় রোগকে নাশ করছি ॥ ৩॥ মাতা-পিতা হ'তে আগত ক্ষয়, কুষ্ঠ, অপস্মার ইত্যাদি ক্ষেত্রিয় ব্যাধিসমূহকে আকাশে স্থিত বিচৃত নামক তারকা দু'টি (রোগীর) দেহের বিবিধ অঙ্গ হ'তে পৃথক করুক ॥ ৪॥ জলই ভেষজ, জলই সমস্ত ব্যাধির নাশক এবং ঔষধি রূপ। হে রোগী! এই হেন জল তোমাকে ক্ষেত্রিয় ব্যাধি হ'তে মুক্ত করণশালী ॥ ৫॥ হে রোগী! অনুপযুক্ত অন্ন ইত্যাদি সেবনের ফলে যে কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগ তোমার শরীরে উৎপন্ন হয়ে গিয়েছে, সেগুলিকে দূরীকরণশালিনী যে ঔষধিকে আমি জ্ঞাত আছি, তার দ্বারা তোমার রোগকে দূর ক'রে দিচ্ছি ॥ ৬॥ রোগ ইত্যাদির কারণ রূপ পাপ উষাকাল অথবা প্রাতঃকালে অনুষ্ঠিত আমার এই অভিষেক ইত্যাদি কর্মের দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হোক। পুনরায় আমাদের ক্ষেত্রিয় রোগগুলি (অর্থাৎ পাপের বিনাশের ফলে, আমাদের মধ্যে সংক্রামিত কুলানুক্রমিক ব্যাধিসমূহও) বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে যাক ॥ ৭॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'হরিণস্য' ইতি সূক্তেন ক্ষেত্রিয়ব্যাধিভৈষজ্যে হরিণশৃঙ্গমণের্বন্ধনং তচ্ছৃঙ্গসহিতোদকপায়নং হরিণচর্মণঃ শঙ্কুচ্ছিদ্রভাগং প্রজ্বাল্য উদকে প্রক্ষিপ্য তেনোদকেন উষঃকালে ব্যাধিতস্যাবসেচনং যবহোমং অভিমন্ত্রিতভক্তভক্ষণং চ কুর্যাৎ। তদ্ উক্তং সংহিতাবিধৌ।....ইত্যাদি।। (৩কা. ২অ. ২সূ)॥

টীকা — ক্ষেত্রিয় ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির ভেষজরূপে হরিণশৃঙ্গের মণিবন্ধন, তার শৃঙ্গের সাথে জল পান, হরিণচর্মের শঙ্কুছিদ্রভাগ প্রজ্বালিত ক'রে জলে নিক্ষেপণ এবং সেই জলের দ্বারা উষাকালে ঐ ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির অবসেচন এবং যব হোম অনুষ্ঠান পূর্বক এই মন্ত্রগুলির দ্বারা অভিমন্ত্রিত অন্ন ভোজন করানো কর্তব্য।...ইত্যাদি ॥ (৩কা. ২অ. ২সূ)॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : রাষ্ট্রধারণম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : মিত্র ইত্যাদি দেববর্গ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

আ যাতু মিত্র ঋতুভিঃ কল্পমানঃ সংবেশয়ন্ পৃথিবীমুস্রিয়াভিঃ।
অথাস্মভ্যং বরুণো বায়ুরগ্নির্বৃহদ্ রাষ্ট্রং সংবেশ্যং দধাতু ॥ ১ ॥
ধাতা রাতিঃ সবিতেদং জুষন্তামিন্দ্রস্ত্বষ্টা প্রতি হর্যন্তু মে বচঃ।
হুবে দেবীমদিতিং শূরপুত্রাং সজাতানাং মধ্যমেষ্ঠা যথাসানি ॥ ২॥
হুবে সোমং সবিতারং নমোভির্বিশ্বানাদিত্যাঁ অহমুত্তরত্বে।
অয়মগ্নির্দীদায়দ্ দীর্ঘমেব সজাতৈরিদ্ধোঽপ্রতিব্রুবদ্ভিঃ ॥ ৩॥
ইহেদসাথ ন পরো গমাথের্যো গোপাঃ পুষ্টপতির্ব আজৎ।
অস্মৈ কামায়োপ কামিনীর্বিশ্বে বো দেবা উপসংযন্তু ॥ ৪॥
সং বো মনাংসি সং ব্রতা সমাকূতীর্নমামসি।
অমী যে বিব্রতা স্থন তান্ বঃ সং নময়ামসি ॥ ৫॥
অহং গৃভ্ণামি মনসা মনাংসি মম চিত্তমনু চিত্তেভিরেত।
মম বশেষু হৃদয়ানি বঃ কৃণোমি মম যাতমনুবর্ত্মান এত ॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ — 'মৃত্যু হ'তে রক্ষা-করণে সমর্থ এবং মিত্রের ন্যায় উপকারী মিত্র দেবতা বসন্ত ইত্যাদি ঋতুগুলির সাথে আমাদের দীর্ঘায়ুষ্য করুন। পুনরায় বরুণ, বায়ু ও অগ্নি দেবতা আমাদের মহান্ রাজ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করুন ॥ ১ ॥ ধাতা, অর্যমা এবং সবিতাদেব আমার হবিঃসমূহ গ্রহণ করুন। এই সকল দেবতা এবং ইন্দ্র তথা ত্বষ্টা দেব আমার স্তুতিমন্ত্র শ্রবণ করুন। আমি দেবমাতা অদিতিকেও আহ্বান করছি। এঁদের কৃপায় আমি আপন সমকক্ষ ব্যক্তিগণের মধ্যে (বিশেষ) সম্মান লাভ করতে পারি ॥ ২ ॥ আমি যজমানকে শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত করানোর নিমিত্ত সোম, সবিতা তথা অদিতির অন্য সকল পুত্রকে (অর্থাৎ আদিতির অপর সকল পুত্র দেবগণকে) আহুত করছি। এই আহুতির আশ্রয়ভূত অগ্নিদেব আপন দীপ্তি বর্ধন করুন। আমি যেন আপন সজাতীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারি ॥ ৩ ॥ হে মহিলাবৃন্দ! তোমরা কন্যাগণের নিকটেই অবস্থান করো। এই বরের ইচ্ছার নিমিত্ত বিশ্বদেবগণ তোমাদের পার্শ্বেই রাখুন। মার্গপ্রেরক পূষাদেব তোমাদের সৎ-প্রেরণা দান করুন ॥ ৪ ॥ হে বিরুদ্ধ মনঃসম্পন্নগণ! আমি তোমাদের অন্তঃকরণগুলিকে বিরুদ্ধতা হ'তে মুক্ত ক'রে (বিরোধিতাহীন ক'রে) পরস্পর অনুকূল ক'রে দিচ্ছি ॥ ৫ ॥ হে বিরুদ্ধ মনঃ-সম্পন্নগণ! আমি তোমাদের মনকে আপন অধীন ক'রে নিচ্ছি। তোমরাও আমার মনের অনুকূলবর্তী হয়ে আমার মনের সাথে সংযোগ প্রাপ্ত হও। তোমরা আমার ইচ্ছানুসার কর্ম করো এবং আমার অনুগত হও ॥ ৬॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'আ যাতু মিত্রঃ' ইতি সূক্তেন উপনয়নকর্মণি মানবকং নাভিদেশে সংস্পৃশ্য অনুমন্ত্রয়েত।...ইত্যাদি॥ (৩কা. ২অ. ৩সূ) ॥

টীকা — এই সূক্তের দ্বারা উপনয়ন কর্মে মানবকের নাভিদেশ স্পর্শ পূর্বক অনুমন্ত্রণ করণীয়।... ইত্যাদি ॥ (৩কা. ২অ. ৩সূ) ॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : দুঃখনাশনম্

[ঋষি : বামদেব। দেবতা : দ্যাবাপৃথিবী, বিশ্বদেবগণ। ছন্দ : বৃহতী]

কর্শফস্য বিশফস্য দ্যৌঃ পিতা পৃথিবী মাতা।
যথাভিচক্র দেবাস্তথাপ কৃণুতা পুনঃ ॥ ১॥
অশ্রেষ্মাণো অধারয়ন্ তথা তন্মনুনা কৃতম্।
কৃণোমি বধ্রি বিষ্কন্ধং মুষ্কাবর্হো গবামিব ॥ ২॥
পিশঙ্গে সূত্রে খৃগলং তদা বধ্নন্তি বেধসঃ।
শ্রবস্যুং শুষ্মং কাববং বধ্রিং কৃণ্বন্তু বন্ধুরঃ ॥ ৩॥
যেনা শ্রবস্যবশ্চরথ দেবা ইবাসুরমায়য়া।
শুনাং কপিরিব দূষণো বন্ধুরা কাববস্য চ ॥ ৪॥
দুষ্ট্যৈ হি ত্বা ভৎস্যামি দূষয়িষ্যামি কাববম্।
উদাশবো রথা ইব শপথেভিঃ সরিষ্যথ ॥ ৫॥
একশতং বিষ্কন্ধানি বিষ্ঠিতা পৃথিবীমনু।
তেষাং ত্বামগ্র উজ্জহরুর্মণিং বিষ্কন্ধদূষণম্ ॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ — হস্তে নখ, খুর ইত্যাদি সম্পন্ন ব্যাঘ্র ইত্যাদি, খুররহিত সর্প ইত্যাদি, তথা গো-মহিষ ইত্যাদিকে বর্ষা ইত্যাদির দ্বারা পোষণ করার কারণে আকাশ পিতা এবং আশ্রয় রূপ হওয়ার নিমিত্ত পৃথিবী মাতা। (সুতরাং এই দৃঢ়মূল জীবসমূহ হ'তে সৃষ্ট বিঘ্নরাশি দূরীকরণের উদ্দেশে প্রার্থনা—) হে দেবগণ! তোমরা যে রকম বিঘ্নের কারণগুলিকে সম্মুখে দিয়েছো, সেই রকমেই এই বিঘ্নরাশিকে দূর করো॥ ১॥ ঈপ্সিত কার্যের ফলপ্রাপ্তি-রহিত মনুষ্যগণ এবং দূষিত শরীরশালী দেবতাগণ বিঘ্ন-শান্তির নিমিত্ত অরলূ বৃক্ষের মণি ধারণ করেছিল। স্বায়ম্ভুব মনুও এই রকমই করেছিলেন। আমিও মণি ইত্যাদি ধারণ পূর্বক বিঘ্নসমূহকে শুষ্ক চর্মের রশ্মির দ্বারা মূল হ'তে বিনষ্ট (অর্থাৎ নির্মূল) ক'রে দিচ্ছি॥ ২॥ হলুদ বর্ণের সূত্রে কবচের ন্যায় গ্রথিত হওয়া অরলূ মণিকে বিঘ্ন শমনের নিমিত্ত ধারণ করা হয়ে থাকে। আমাদের দ্বারা ধারণকৃত এই মণি শ্রবস্য, শোষক, কর্বুর ইত্যাদি বিঘ্নরাশিকে প্রভাবহীন করুক॥ ৩॥ হে মনুষ্যগণ! তোমরা শত্রুগণের উপর বিজয় লাভ ক'রে অন্ন-ধন গ্রহণ করতে আকাঙ্ক্ষা করছো। তোমরা অসুরগণের মায়ায় বিমোহিত দেবগণের মতো মোহিত হয়ে ঘূর্ণন (বিচরণ) করছো। যেমন কুক্কুরদের দূষণ বানর, তেমনই বিঘ্নসমূহের দূষক এই মণিখণ্ড॥ ৪॥ হে মণি! অন্যের দ্বারা উপস্থিত বিঘ্নকে নিষ্ফল করণের নিমিত্ত আমি তোমাকে ধারণ করছি। কাবব নামক (সকল) বিঘ্নকে দূষণ করছি। হে মনুষ্যগণ! এই রকম বিঘ্নের শান্তি সংঘটনের পরে তুমি নিঃশঙ্ক হয়ে আপন কর্মে নিযুক্ত হও॥ ৫॥ হে মণি! পৃথিবীতে স্থিত একশত

এক প্রকার বিঘ্ন আছে, সেগুলির শান্তির নিমিত্ত দেবতাগণ মুক্ত ক'রে দিয়েছিলেন (অর্থাৎ সকলে যাতে বিঘ্নবিনাশের নিমিত্ত তোমাকে ধারণ করতে পারে, তার ব্যবস্থা করেছিলেন)। এই কারণে বিঘ্নের দূষক অরলু-মণিকে আমিও ধারণ ক'রে আছি ॥ ৬॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'কর্শফস্য বিশফস্য' ইতি সূক্তেন বিঘ্নশমনকর্মণি স্পর্ধারূপবিঘ্নবিনাশার্থং অরলুমণিবন্ধনং সর্পশৃঙ্গিদংষ্ট্র্যাদিবিঘ্নশমনার্থং সম্পাতযুক্তবেণুদণ্ডধারণং সংগ্রামে শত্রুকৃতমায়াদিরূপবিঘ্ন-নিবারণার্থং সম্পাতযুক্তায়ুধধারণং সর্বারম্ভবিঘ্নশমনার্থং ফলীকরণৈর্দ্ধূপনং চ কুর্যাৎ।... ইত্যাদি॥ (৩কা. ২অ. ৪সূ)॥

টীকা — এই সূক্তের দ্বারা বিঘ্নশমনকর্মে স্পর্ধারূপ বিঘ্নবিনাশার্থে অরলু-মণি বন্ধন করণীয়। সর্প, শৃঙ্গী, দ্রংষ্ট্রা ইত্যাদি জীব হ'তে আগত বিঘ্ন নিবারণ কল্পে সম্পাতযুক্ত বেণুদণ্ড ধারণীয়। সংগ্রামে শত্রুকৃত মায়া ইত্যাদিরূপ বিঘ্ন নিবারণের নিমিত্ত এই মন্ত্রের দ্বারা সম্পাতযুক্ত আয়ুধ ধারণীয়।...ইত্যাদি ॥ (৩কা. ২অ. ৪সূ)॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : রায়স্পোষপ্রাপ্তিঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : অষ্টকা। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

প্রথমা হ ব্যুবাস সা ধেনুরভবদ্ যমে।
সা নঃ পয়স্বতী দুহামুত্তরামুত্তরাং সমাম্ ॥ ১॥
যাং দেবাঃ প্রতিনন্দন্তি রাত্রিং ধেনুমুপায়তীম্।
সংবৎসরস্য যা পত্নী সা নো অস্তু সুমঙ্গলী ॥ ২॥
সংবৎসরস্য প্রতিমাং যাং ত্বা রাত্র্যুপাস্মহে।
সা ন আয়ুষ্মতীং প্রজাং রায়স্পোষেণ সং সৃজ ॥ ৩॥
ইয়মেব সা যা প্রথমা ব্যৌচ্ছদাস্বিতরাসু চরতি প্রবিষ্টা।
মহান্তো অস্যাং মহিমানো অন্তর্বধূর্জিগায় নবগজ্জনিত্রী ॥ ৪॥
বানস্পত্যা গ্রাবাণো ঘোষমক্রত হবিষ্কৃণ্বন্তঃ পরিবৎসরীণম্।
একাষ্টকে সুপ্রজসঃ সুবীরা বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্ ॥ ৫॥
ইড়ায়াস্পদং ঘৃতবৎ সরীসৃপং জাতবেদঃ প্রতি হব্যা গৃভায়।
যে গ্রাম্যাঃ পশবো বিশ্বরূপাস্তেষাং সপ্তানাং ময়ি রন্তিরস্তু ॥ ৬॥
আ মা পুষ্টে চ পোষে চ রাত্রি দেবানাং সুমতৌ স্যাম।
পূর্ণা দর্বে পরা পত সুপূর্ণা পুনরা পত।
সর্বান্ যজ্ঞান্ত্সংভুঞ্জতীষমূর্জং ন আ ভর ॥ ৭॥
আয়মগন্ত্সংবৎসরঃ পতিরেকাষ্টকে তব।
সা ন আয়ুষ্মতীং প্রজাং রায়স্পোষেণ সং সৃজ ॥ ৮॥

ঋতূন্ যজ ঋতুপতীনার্তবানুত হায়নান্।
সমাঃ সংবৎসরান্ মাসান্ ভূতস্য পতয়ে যজে ॥ ৯॥
ঋতুভ্যষ্টার্তবেভ্যো মাদ্ভ্যঃ সংবৎসরেভ্যঃ।
ধাত্রে বিধাত্রে সমৃধে ভূতস্য পতয়ে যজে ॥ ১০॥
ইড়য়া জুহ্বতো বয়ং দেবান্ ঘৃতবতা যজে।
গৃহানলুভ্যতো বয়ং সং বিশেমোপ গোমতঃ ॥ ১১॥
একাষ্টকা তপসা তপ্যমানা জজান গর্ভং মহিমানমিন্দ্রম্।
তেন দেবা ব্যসহন্ত শত্রূন্ হন্তা দস্যূনামভবচ্ছচীপতিঃ ॥ ১২॥
ইন্দ্রপুত্রে সোমপুত্রে দুহিতাসি প্রজাপতেঃ।
কামানস্মাকং পূরয় প্রতি গৃহ্ণাহি নো হবিঃ ॥ ১৩॥

বঙ্গানুবাদ — মাঘ মাসের কৃষ্টাষ্টমী তিথি অর্থাৎ একাষ্টকা সম্বন্ধী উষা অন্ধকার দূর ক'রে দিয়েছিল। এইটি সৃষ্টির আরম্ভে উৎপন্ন হয়েছিল। এই একাষ্টকা আমাদের নিমিত্ত দুগ্ধশালিনী (ধেনুবৎ) হোক এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে উত্তমোত্তম ফল প্রদান করুক ॥ ১॥ যে একাষ্টকাত্মিকা রাত্রিকে নিকটে আগত দর্শন ক'রে, হবিঃ প্রাপণশীল দেবতা প্রশংসা করতে থাকেন, সে (অর্থাৎ সেই একাষ্টকাত্মিকা রাত্রি) সম্বৎসরের পত্নীরূপা। সে আমাদের নিমিত্ত সুন্দর কলাণ-যুক্ত হোক ॥ ২॥ হে রাত্রি! আমরা তোমারই উপাসনা করছি; তুমি আমাদের পুত্র-পৌত্র ইত্যাদিকে চিরায়ুষ্য করো এবং গো-ইত্যাদি পশুসমূহে আমাদের সমৃদ্ধ করো ॥ ৩॥ এই একাষ্টকা লক্ষণশালিনী উষা সৃষ্টির প্রারম্ভে উৎপন্ন হয়ে অন্ধকারকে দূর ক'রে দিয়েছিল। এই উষা অন্য উষাগুলিতে প্রবিষ্ট হয়ে নিত্য উদয় হচ্ছে। এই উষাতে সূর্য, সোম, অগ্নি ইত্যাদির নিবাস। সূর্যের ভার্যারূপা এই উষা প্রাণিগণকে প্রকাশ ক'রে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ ভাবে স্থিত থাকে ॥ ৪॥ হে একাষ্টকা! বনস্পতির বিকার রূপ উদূখল, মুসল ইত্যাদি তথা প্রস্তরসমূহ তোমার নিমিত্ত যব ইত্যাদি অন্নকে পেষণ ক'রে এবং দধি ইত্যাদি যুক্ত পুরোডাশ প্রস্তুত ক'রে প্রীতিকর শব্দ (বা স্তুতি) করছে। তোমার কৃপায় আমরা সুন্দর পুত্র, পৌত্র, ভৃত্য এবং ধনসমূহের অধিপতি হবো ॥ ৫॥ হে জাতবেদা অগ্নি! তুমি হবিঃ গ্রহণ করো এবং প্রসন্নতা লাভ করো। পুনরায় গাভী, অশ্ব, ছাগ, মেষ, গর্দভ, উষ্ট্র নামক এই ছয় প্রকার পশু আমাতে প্রীতি রাখুক ॥ ৬॥ হে রাত্রি! আমাকে ধন, পুত্র, পৌত্র ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ করো। তোমার কৃপাবলে আমরা দেবতাগণের কৃপা লাভ করবো। হে দর্বি! তুমি হবিঃযুক্ত হয়ে দেবতাগণকে প্রাপ্ত হও (অর্থাৎ দেবতাগণের সকাশে আমাদের হবিঃ বহন ক'রে নিয়ে যাও) এবং পুনরায় ঈপ্সিত ফলশালিনী হয়ে আমাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করো। তাঁদের নিকট হ'তে আমাদের নিমিত্ত অন্ন ও বল আনয়ন করো ॥ ৭॥ হে একাষ্টকা! এই সম্বৎসর তোমার পতি। সে এখানে আগত হয়েছে। তুমি তার সাথে অবস্থান পূর্বক আমাদের পুত্র পৌত্র ইত্যাদি সন্ততিগণকে আয়ুষ্মান করো এবং ধনের দ্বারা আমাদের সম্পন্ন করো ॥ ৮॥ বসন্ত ইত্যাদি ঋতুসমূহ এবং তাদের স্বামী (বা অধিপতি) দেবতাগণকে হবিঃ-দানের দ্বারা পূজিত করছি। সম্বৎসরের দিন ও রাত্রির উদ্দেশে যজ্ঞ সাধন পূর্বক হবিঃ দান করছি। ঋতুর অবয়ব রূপ কাষ্ঠা ইত্যাদি, চতুস্ত্রিংশ (চৌত্রিশ) পক্ষ, দ্বাদশ মাস ইত্যাদির উদ্দেশেও যাগ করছি। সংসারের অধিস্বামী কালের উদ্দেশেও পূজা করছি ॥ ৯॥ ঋতুসমূহ, দিন

রাত্রি এবং সম্বৎসরের প্রসন্নতার নিমিত্ত বিধাতা, ধাতা, সমৃদ্ধ দেবতা তথা সংসারের অধিপতি কালের উদ্দেশে, হে একাষ্টকা! আমি তোমার যজ্ঞ করছি ॥ ১০॥ আমরা ঘৃত ইত্যাদি যুক্ত হবির দ্বারা দেবতাগণের উদ্দেশে যজ্ঞ করছি। সেই দেবগণের কৃপায় আমরা অসংখ্য গাভী লাভ পূর্বক সকল কামনায় সম্পন্ন (বা সমৃদ্ধ) হবো ॥ ১১॥ একাষ্টকা দেবী অনুষ্ঠান রূপ কর্মের দ্বারা মহত্ত্বাবান্ ইন্দ্রকে প্রকট করেছিলেন। সেই ইন্দ্রের বলে দেবতাগণ আপন শত্রু অসুরবর্গেকে বিশেষ রকমে পরাঙ্মুখ করেছিলেন। সেই ইন্দ্র, নাশকারী শত্রুগণকে সংহার করতে সমর্থ হয়েছিলেন ॥ ১২॥ হে ইন্দ্র-পুত্রী (অর্থাৎ ইন্দ্র যাঁর পুত্র), হে সোম-পুত্রী! হে একাষ্টকা! তুমি দেবতা ও মনুষ্যের উৎপন্নকারী প্রজাপতির পুত্রী। অতএব তুমি আমাদের প্রদত্ত হবিঃ গ্রহণ পূর্বক আমাদের প্রজা ও পশুর কামনাকে পূর্ণভাবে সন্তুষ্টকারিণী হও (অর্থাৎ সেই কামনা পূর্ণ করো) ॥ ১৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'প্রথমা হ ব্যুবাস' ইতি সূক্তেন সর্বেণ পুষ্টার্থে অষ্টকাকর্মণি আজ্যমাংসস্থালীপাকান্ প্রত্যেকং ত্রিস্ত্রির্জুহোতি। নবকৃত্ব সূক্তাবৃত্তিঃ।...ইত্যাদি।। (৩কা. ২অ. ৫সূ)।।

টীকা — এই সূক্তের দ্বারা সকলরকম পুষ্টির কামনায় অষ্টকাকর্মে আজ্যমাংসস্থালী পাকের তিনবার হোম করণীয়, নয়বার সূক্তাবৃত্তি করণীয়।...ইত্যাদি ॥ (৩কা. ২অ. ৫সূ) ॥

◆ ◆

তৃতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত : দীর্ঘায়ুঃপ্রাপ্তি

[ঋষি : ব্রহ্মা, ভৃগু, অঙ্গিরা। দেবতা : ইন্দ্রাগ্নি প্রভৃতি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

মুঞ্চামি ত্বা হবিষা জীবনায় কমজ্ঞাতযক্ষ্মাদুত রাজযক্ষ্মাৎ।
গ্রাহির্জগ্রাহ যদ্যেতদেনং তস্যা ইন্দ্রাগ্নী প্র মুমুক্তমেনম্ ॥ ১॥
যদি ক্ষিতায়ুর্যদি বা পরেতো যদি মৃত্যোরন্তিকং নীত এব।
তমা হরামি নির্ঋতেরুপস্থাদস্পার্শমেনং শতশারদায় ॥ ২॥
সহস্রাক্ষেণ শতবীর্যেণ শতায়ুষা হবিষাহার্ষমেনম্।
ইন্দ্রো যথৈনং শরদো নয়াত্যতি বিশ্বস্য দুরিতস্য পারম্ ॥ ৩॥
শতং জীব শরদো বর্ধমানঃ শতং হেমন্তান্‌ছতমু বসন্তান্।
শতং ত ইন্দ্রো অগ্নিঃ সবিতা বৃহস্পতিঃ শতায়ুষা হবিষাহার্ষমেনম্ ॥ ৪॥
প্র বিশতং প্রাণাপানাবনড্বাহাবিব ব্রজম্।
ব্যহন্যে যন্তু মৃত্যবো যানাহুরিতরান্‌ছতম্ ॥ ৫॥
ইহৈব স্তং প্রাণাপানৌ মাপ গাতমিতো যুবম্।
শরীরমস্যাঙ্গানি জরসে বহতং পুনঃ ॥ ৬॥
জরায়ৈ ত্বা পরি দদামি জরায়ৈ নি ধুবামি ত্বা।

জরা ত্বা ভদ্রা নেষ্ট ব্যহন্যে যন্ত মৃত্যবো যনাহুরিতরানছতম্ ॥ ৭॥
অভি ত্বা জরিমাহিত গামুক্ষণমিব রজ্জ্বা।
যস্ত্বা মৃত্যুরভ্যধত্ত জায়মানং সুপাশয়া।
তং তে সত্যস্য হস্তাভ্যামুদমুঞ্চদ্ বৃহস্পতিঃ ॥ ৮॥

বঙ্গানুবাদ — হে রোগাক্রান্ত পুরুষ! অজ্ঞাতরূপে (বা অজ্ঞাতসারে) দেহে প্রবেশ-করণশালী যক্ষ্মা ব্যাধি (রাজযক্ষ্মা নয়, এমন যক্ষ্মা ব্যাধি) হ'তে আমি তোমাকে হবির দ্বারা মুক্ত করছি। যা প্রথমে সোমকে গ্রহণ করেছিল (অর্থাৎ সোম যার দ্বারা প্রথমে আক্রান্ত হয়েছিল), সেই রাজযক্ষ্মা (মূল ক্ষয়রোগ) হ'তে আমি তোমাকে মুক্ত ক'রে চির আয়ুষ্মান ক'রে দিচ্ছি। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! যে পিশাচী এই বালকের উপর প্রভুত্ব স্থাপিত করেছে, সেই পিশাচী হ'তে একে মুক্ত করাও ॥ ১॥ ব্যাধির কারণে এই পুরুষের আয়ু যদি ক্ষীণ হয়ে গিয়ে থাকে এবং সে যদি এই লোক হ'তে গমনশীল হয়ে থাকে, অথবা সে যদি যমরাজের নিকট সমুপস্থিত হয়ে গিয়ে থাকে, তবুও আমি তাকে এই লোকে আনয়ন পূর্বক শতায়ুষ্য হওয়ার বল-সমন্বিত ক'রে দিচ্ছি ॥ ২॥ যে হবির ফল অনন্ত দর্শন-শক্তি প্রাপ্ত করানো এবং শ্রবণ-শক্তি রূপ বল প্রাপ্ত করানো, সেই হবির শক্তিতে আমি এই ব্যাধিগ্রস্ত পুরুষকে মৃত্যুর নিকট হ'তে ফিরিয়ে এনেছি। আমি ইন্দ্রকে হবির দ্বারা এই নিমিত্ত প্রসন্ন করছি, যাতে এই পুরুষের আয়ুকে ক্ষীণ-করণশীল পাপসমূহ হ'তে সে উত্তীর্ণ হয়ে যায় এবং যার ফলে সে শত বৎসরব্যাপী আয়ু ভোগ করতে সক্ষম হয় ॥ ৩॥ আমি এই ব্যাধিগ্রস্ত পুরুষকে শত বৎসরের আয়ু-প্রাপণশীল হবির দ্বারা মৃত্যু হ'তে ফিরিয়ে এনেছি। হে ব্যাধিমুক্ত! তুমি শত শরৎ, শরৎ হেমন্ত এবং শত বসন্ত পর্যন্ত জীবিত থাকো। ইন্দ্র, অগ্নি, সবিতা ও বৃহস্পতি তোমাকে শতায়ুযুক্ত করুন ॥ ৪॥ হে প্রাণ ও অপান (বায়ুদ্বয়)! আপন গোষ্ঠে বৃষভের প্রবিষ্ট হওয়ার ন্যায় তুমি এই ক্ষয়-গ্রস্তের শরীরে প্রবিষ্ট হও। লোকে যে রোগকে মৃত্যুর কারণ রূপ ব'লে থাকে, সেই রোগ দূর হয়ে যাক ॥ ৫॥ হে প্রাণ ও অপান! তোমরা অকালেই এই শরীরকে ত্যাগ করো না। বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত এই রোগীর শরীরে বর্তমান থাকো ॥ ৬॥ হে ব্যাধিমুক্ত! আমি তোমাকে তোমার বার্ধক্য পর্যন্ত জীবন-সম্পন্ন ক'রে দিচ্ছি। তোমাকে তোমার জরাবস্থা পর্যন্ত ব্যাধি হ'তে রক্ষা করছি। বিদ্বান্‌গণ যে মৃত্যুকারক ব্যধিগুলির বর্ণনা ক'রে থাকেন, সেই সকল ব্যাধি তোমা হ'তে পৃথক্ হয়ে যাক ॥ ৭॥ হে ব্যাধিমুক্ত! যেমন সেচনসমর্থ বলীবর্দকে রজ্জুর দ্বারা বন্ধন করা হয়, সেইভাবে জরাবস্থা তোমাকে তোমার যথাসময় প্রাপ্তি পর্যন্ত বন্ধন ক'রে রাখুক। (অর্থাৎ জরাপ্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত তোমার যেন মৃত্যু না হয়)। যে মৃত্যু তোমাকে অকালেই গ্রহণের উদ্দেশে বন্ধনে আবদ্ধ ক'রেছে, বৃহস্পতি সেই বন্ধনকে ছিন্ন ক'রে দিন ॥ ৮॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — তৃতীয়েনুবাকে পঞ্চ সূক্তানি। তত্র 'মুঞ্চামি ত্বা' ইতি প্রথমসূক্তেন বালগ্রহরোগে নিরন্তরস্ত্রীসঙ্গতিজনিতযক্ষ্মনি চ পূতিগন্ধবৎসাসহিতং ওদনং অভিমন্ত্র্য ভোজনকালে ব্যাধিতং আশয়েৎ। তথা অনেন সূক্তেন অরণ্যতিলৈধজ্বালিতোদপাত্রেণ উষঃকালে (অরণ্যে) গৃহে বা ব্যাধিতং অবসিঞ্চেৎ মার্জয়েৎ আচাময়েচ্চ। তথা অরণ্যশণারন্যগোময়চিত্যা- দিশান্তৌষধিভিঃ প্রত্যেকং প্রজ্বালিতেনোদকেন উষঃকালে ব্যাধিতস্য অবসেকমার্জনাচমনানি কুর্যাৎ। তথা সর্বব্যাধিনিবৃত্তয়ে চ অনেন সূক্তেন ব্যাধিতং উপস্পৃশ্য অভিমন্ত্রয়েৎ।....ইত্যাদি।। (৩কা. ৩অ. ১সূ)।।

টীকা — পঞ্চসূক্ত সমন্বিত তৃতীয় অনুবাকের এটি প্রথম সূক্ত। এই সূক্তের দ্বারা বালগ্রহরোগে ও অবিরত স্ত্রী-সঙ্গ জনিত কারণে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত জনকে নিরাময় করা যায়। এই নিমিত্ত দুর্গন্ধযুক্ত বৎসার সাথে অন্ন অভিমন্ত্রিত ক'রে ভোজনকালে ব্যাধিত ব্যক্তিকে গ্রহণ করাতে হয়। এই সূক্তের দ্বারা অভিমন্ত্রিত অরণ্যতিলের সাথে ঈষদুষ্ণ জলের দ্বারা উষাকালে অরণ্যে বা গৃহে ব্যাধিতকে সিঞ্চন, মার্জন এবং আচমন করাতে হয়। এইভাবে অরণ্য-শণ, অরণ্য-গোময় ও চিত্ত্য ইত্যাদি শান্তৌষধির দ্বারা প্রত্যেকটি প্রজ্বালিত জলে উষাকালে ব্যাধিতের অবসেক, মার্জন, আচমন ইত্যাদিতে করাতে হয়। সর্বব্যাধি নিবৃত্তিকল্পে এই সূক্তের দ্বারা ব্যাধিত ব্যক্তিকে স্পর্শ পূর্বক অভিমন্ত্রণ কর্তব্য।...ইত্যাদি॥ (৩কা. ৩অ. ১সূ) ॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : শালানির্মাণম্

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : শালা, বাস্তোষ্পতি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী, বৃহতী]

ইহৈব ধ্রুবাং নি মিনোমি শালাং ক্ষেমে তিষ্ঠাতি ঘৃতমুক্ষমাণা।
তাং ত্বা শালে সর্ববীরাঃ সুবীরা অরিষ্টবীরা উপ সং চরেম ॥ ১॥
ইহৈব ধ্রুবা প্রতি তিষ্ঠ শালেঽশ্বাবতী গোমতী সূনৃতাবতী।
ঊর্জস্বতী ঘৃতবতী পয়স্বত্যুচ্ছ্রয়স্ব মহতে সৌভগায় ॥ ২॥
ধরুণ্যসি শালে বৃহচ্ছন্দাঃ পূতিধান্যা।
আ ত্বা বৎসো গমেদা কুমার আ ধেনবঃ সায়মাস্পন্দমানাঃ ॥ ৩॥
ইমাং শালাং সবিতা বায়ুরিন্দ্রো বৃহস্পতির্নি মিনোতু প্রজানন্।
উক্ষন্তুদ্না মরুতো ঘৃতেন ভগো নো রাজা নি কৃষিং তনোতু ॥ ৪॥
মানস্য পত্নি শরণা স্যোনা দেবী দেবেভির্নিমিতাস্যগ্রে।
তৃণং বসানা সুমনা অসস্ত্বমথাস্মভ্যং সহবীরং রয়িং দাঃ ॥ ৫॥
ঋতেন স্থূণামধি রোহ বংশোগ্রো বিরাজন্নপ বৃঙ্ক্ষ্ব শত্রূন্।
মা তে রিষন্নুপসত্তারো গৃহাণাং শালে শতং জীবেম শরদঃ সর্ববীরাঃ ॥ ৬॥
এমাং কুমারস্তরুণ আ বৎসো জগতা সহ।
এমাং পরিস্রুতঃ কুম্ভ আ দধ্নঃ কলশৈরগুঃ ॥ ৭॥
পূর্ণং নারি প্র ভর কুম্ভমেতং ঘৃতস্য ধারামমৃতেন সংভৃতাম।
ইমাং পাতৃনমৃতেনা সমঙ্গ্ধীষ্টাপূর্তমভি রক্ষাত্যেনাম্ ॥ ৮॥
ইমা আপঃ প্র ভরম্যযক্ষ্মা যক্ষ্মনাশনীঃ।
গৃহানুপ প্র সীদাম্যমৃতেন সহাগ্নিনা ॥ ৯॥

বঙ্গানুবাদ — আমি এই প্রদেশে (অর্থাৎ স্থানে) স্তম্ভের সাহায্যে গৃহ (শালা) নির্মাণ করছি। এই গৃহ ঘৃত ইত্যাদি প্রদান পূর্বক ভয়-মুক্ত হয়ে থাকুক। (হে গৃহ) সুন্দর গুণশালী, ব্যাধিসমূহ ও অরিষ্টসমুদায় হ'তে মুক্ত এবং বহু পুত্র-পৌত্র সমন্বিত হয়ে আমরা তোমাতে অবস্থিত (বর্তমান)

থাকবো ॥ ১ ॥ হে গৃহ (শালা)! তুমি অনেক অশ্ব, গো ইত্যাদি এবং শিশুর প্রিয় বাণীর (শিশুকণ্ঠের কাকলির) সাথে পরিপূর্ণ এবং ঘৃত দুগ্ধ ইত্যাদির দ্বারা সম্পন্ন হয়ে এই স্থানে স্থিত থাকো; এবং আমাদের মঙ্গলদায়িনী হও ॥ ২॥ হে গৃহ! তুমি দেবতাগণের দ্বারা সম্পন্ন অসংখ্য ভোগকে ধারণকারিণী। তোমাতে গোবৎস এবং পুত্র আগমন করুক (অর্থাৎ এই গৃহে আমাদের ধেনুগুলি সুন্দর বৎস এবং আমাদের স্ত্রীগণ সুন্দর পুত্রশালিনী হয়ে উঠুক) ॥ ৩॥ গৃহ নির্মাণের বিধিজ্ঞাতা বৃহস্পতি, সবিতাদেব, বায়ু ও ইন্দ্রদেব এই গৃহের স্তম্ভ ইত্যাদি রক্ষা ক'রে নির্মাণ করুন। মরুৎ-বৃন্দ ঘৃত ও জলের দ্বারা এই গৃহের ভূমিকে সিঞ্চিত করুন এবং পুনরায় ভগদেবতা এর (সংলগ্ন) জমিকে কৃষিযোগ্য করুন ॥ ৪॥ ধান্য ইত্যাদির পোষণশালিনী হে গৃহ! তুমি প্রাণীগণকে সুখদানকারিণী। দেবতাগণ তোমাকে মনুষ্যবর্গের উপভোগের নিমিত্ত রচনা করেছিলেন। তুমি তৃণের (খড়ের) দ্বারা আচ্ছাদিত শুভ আশাসম্পন্না হও এবং আমাদের পুত্র ইত্যাদি ধন প্রদান করো ॥ ৫ ॥ হে বংশ (অর্থাৎ বাঁশ)! তুমি গৃহের মধ্যস্থায়ী স্তম্ভে অবস্থান করো। হে গৃহ! তোমাতে অবস্থানকারী (আমরা) যেন কখনও সন্তপ্ত না হই এবং পুত্র-পৌত্র ইত্যাদি সমন্বিত হয়ে শতায়ুষ্মান হই ॥ ৬॥ এই গৃহে যুবা পুত্রের আগমন ঘটুক এবং গমনশীল গাভীসমূহের সাথে তাদের বৎসগণও আগত হোক। মধু ও দুগ্ধের কলসগুলিও এই স্থানে আগমন করুক ॥ ৭॥ হে স্ত্রী! এই গৃহে ফোঁটায় ফোঁটায় (চুঁইয়ে) পড়ার স্বভাববিশিষ্ট, জলের দ্বারা সম্পাদিত মধু ও ঘৃতের ধারাশালী কলসকে নিয়ে আগমন করো। এই কলসকে সুধা রূপ জলে উত্তম রূপে উজ্জ্বল করো। এই গৃহে চোর ও অগ্নির ভয় হতে, আমাদের অনুষ্ঠিত শ্রৌত ও স্মার্ত কর্মগুলি আমাদের রক্ষক হোক ॥ ৮॥ আমি যক্ষ্মারহিত ও তোমার (গৃহের) সেবকগণের ক্ষয়-বিনাশক কলসের জলকে, কখনও নাশপ্রাপ্ত না হওন-শালী অগ্নির সাথে নিয়ে গমন (বা তোমাতে অর্থাৎ গৃহে প্রবেশ করছি) ॥ ৯॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'ইহৈব ধ্রুবাং' ইতি প্রথমং সূক্তং বাস্তোষ্পত্যগণে পঠিতং। তেন গণেন নবশালাবাস্তুসংস্কারার্থং শালাভূমিং হলেন কর্ষেৎ। তথা যত্রতত্র চতুর্গণী মহাশান্তিঃ শান্ত্যুদকাদৌ প্রযুজ্যতে তত্র সর্বত্র অস্য বিনিয়োগঃ।....ইত্যাদি॥ (৩কা. ৩অ. ২সূ)॥

টীকা — এই সূক্তটি বাস্তোষ্পত্যগণে পঠিতব্য। নবগৃহ নির্মাণে বাস্তুসংস্কারার্থে, হলের দ্বারা গৃহভূমি কর্ষণে এই সূক্তের বিনিয়োগ নির্ধারিত। যেখানে চতুর্গণী মহাশান্তি কর্মে শান্তিজল ইত্যাদি প্রযুক্ত হয় সেই সর্বত্র এই সূক্তের বিনিয়োগ কর্তব্য।...ইত্যাদি ॥ (৩কা. ৩অ. ২সূ)॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : আপঃ

[ঋষি : ভৃগু। দেবতা : সিন্ধু, আপ, বরুণ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, জগতী]

যদদঃ সংপ্রয়তীরহাবনদতা হতে।
তস্মাদা নদ্যো নাম স্থ তা বো নামানি সিন্ধবঃ ॥ ১॥
যৎ প্রেষিতা বরুণেনাচ্ছীভং সমবল্গত।
তদাপ্নোদিন্দ্রো বো যতীস্তস্মাদাপো অনুষ্ঠন ॥ ২॥

অপকামং স্যন্দমানা অবীবরত বো হি কম্।
ইন্দ্রো বঃ শক্তিভির্দেবীস্তস্মাদ্ বার্নাম বো হিতম্ ॥ ৩॥
একো বো দেবোঽপ্যতিষ্ঠৎ স্যন্দমানা যথাবশম্।
উদানিষুর্মহীরিতি তস্মাদুদকমুচ্যতে ॥ ৪॥
আপো ভদ্রা ঘৃতমিদাপ আসন্নগ্নীযোমৌ বিভ্রত্যাপ ইৎ তাঃ।
তীব্রো রসো মধুপৃচামরংগম আ মা প্রাণেন সহ বর্চসা গমেৎ ॥ ৫॥
আদিৎ পশ্যাম্যুত বা শৃণোম্যা মা ঘোযো গচ্ছতি বাঙ্ মাসাম্।
মন্যে ভেজানো অমৃতস্য তর্হি হিরণ্যবর্ণা অতৃপং যদা বঃ ॥ ৬॥
ইদং ব আপো হৃদয়ময়ং বৎস ঋতাবরীঃ।
ইহেত্থমেত শক্করীর্যত্রেদং বেশয়ামি বঃ ॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ — হে জলসমূহ! মেঘের প্রতাড়নের পর তোমরা ইতস্ততঃ গমন পূর্বক নাদ (শব্দ) করার কারণে তোমাদের নাম নদী হয়েছে এবং তোমাদের অপ ও উদক নামও অর্থের অনুকূলই সার্থক হয়েছে ॥ ১॥ বরুণের দ্বারা প্রেরিত হওয়ার পর তোমরা নৃত্য করতে করতে একত্রে গমন করেছিলে, সেই সময় ইন্দ্র তোমাদের সাথে মিলিত হয়েছিলেন; সেই হ'তে তোমাদের নাম হয়েছিল আপ ॥ ২॥ ইচ্ছা না থাকলেও ইন্দ্র তোমাদের আপন শক্তিতে বরণ করেছিলেন, সেই নিমিত্ত তোমাদের নাম হয়েছিল বারি ॥ ৩॥ ইন্দ্র একবার তোমাদের উপর আধিপত্য জমিয়েছিলেন; ইন্দ্রের মহত্ত্বের কারণে জলসমূহ (অর্থাৎ তোমরা) নিজেদের বড় মনে ক'রে উদান করেছিলে, তখন হ'তে তোমরা (অর্থাৎ জলসমূহ) উদক নামপ্রাপ্ত হয়েছিলে ॥ ৪॥ কল্যাণকারী জলই ঘৃত হয়েছিল। অগ্নিতে হোমের (আহুতির) পর ঘৃত জল রূপ হয়ে যায়। এই জলই অগ্নি ও সোমের ধারণকারী। এই হেন জলের মধুর রস আমাকে অক্ষয় বল ও প্রাণের সাথে প্রাপ্ত হোক ॥ ৫॥ পুনরপি আমি দর্শন করতে ও শ্রবণ করতে পারি যে, উচ্চারিত শব্দ আমার নিকটে আমার বাণীকে প্রাপ্ত হয়ে আছে। সেই রসের আগমনে আমি শব্দোচ্চারণ ও বাগিন্দ্রিয় লাভ ক'রি। হে জলসমূহ! তোমরা সুন্দর বর্ণশালী, অমৃতের সমান। তোমাদের সেবায় আমি তৃপ্ত হয়ে গিয়েছি ॥ ৬॥ এই জলে পতিত হওয়া সুবর্ণ তোমাদের হৃদয়। হে জলসমূহ! এই মণ্ডুক (জলনিবাসী ব্যাঙ) তোমাদের বৎসের সমান। হে অভীষ্ট ফলপ্রদাত্রী জলসমূহ! যে খাতে তোমাদের প্রবেশ করাচ্ছি, তাতে তোমরা মণ্ডুকদের উপর প্রক্ষিপ্ত অবকার ন্যায় দৃঢ় হও বা স্থির প্রবাহযুক্ত হও) ॥ ৭॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'যদদঃ সম্প্রয়তিঃ' ইতি সূক্তং স্বাভিমতপ্রদেশে নদীপ্রবাহকরণে বিনিযুক্তং। তত্রায়ং ক্রমঃ। যেন মার্গেণ প্রবাহং নিনীষতি তং দেশং প্রথমং খাতা তত্র অনেন সূক্তেন উদকং প্রসিঞ্চন ব্রজেৎ। তথা অনেন সূক্তেন কাশশৈবালপটেরকবেতলশাখাঃ প্রত্যেকং অভিমন্ত্র্য তত্র খাতে নিখনেৎ।...ইত্যাদি॥ (৩কা. ৩অ. ৩সূ)॥

টীকা — আপন অভিমত প্রদেশে নদীপ্রবাহ-করণে এই সূক্ত মন্ত্রগুলি বিনিযুক্ত হয়ে থাকে। যে পথে প্রবাহকে নিয়ে যেতে হবে, প্রথমে সেই দেশ (স্থানে) খনন পূর্বক এই সূক্তমন্ত্রের দ্বারা ক্রমে ক্রমে জল প্রসিঞ্চন ক'রে যাওয়া কর্তব্য। এই সূক্তের দ্বারা কাশ, শৈবাল, পটেরক, বেতলশাখার প্রত্যেকটি অভিমন্ত্রিত ক'রে সেই খাতে নিখনীয়।...ইত্যাদি ॥ (৩কা. ৩অ. ৩সূ) ॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : গোষ্ঠঃ

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : গোষ্ঠ, অহঃ, অর্যমা, বৃহস্পতি, ইন্দ্র ইত্যাদি। ছন্দ : অনুষ্টুপ, ত্রিষ্টুপ]

সং বো গোষ্ঠেন সুষদা সং রয্যা সং সুভূত্যা।
অহর্জাতস্য যন্নাম তেন বঃ সং সৃজামসি ॥ ১॥
সং বঃ সৃজত্বর্যমা সং পূষা সং বৃহস্পতিঃ।
সমিন্দ্রো যো ধনঞ্জয়ো ময়ি পূষ্যত যদ্ বসু ॥ ২॥
সংজগ্মানা অবিভ্যুষীরস্মিন্ গোষ্ঠে করীষিণীঃ।
বিভ্রতীঃ সোম্যং মধ্বনমীবা উপেতন ॥ ৩॥
ইহৈব গাব এতনেহো শকেব পুষ্যত।
ইহৈবোত প্র জায়ধ্বং ময়ি সংজ্ঞানমস্তু বঃ ॥ ৪॥
শিবো বো গোষ্ঠো ভবতু শরিশাকের পুষ্যত।
ইহৈবোত প্র জায়ধ্বং ময়া বঃ সং সৃজামসি ॥ ৫॥
ময়া গাবো গোপতিনা সচধ্বময়ং বো গোষ্ঠ ইহ পোষয়িষ্ণুঃ।
রায়স্পোষেণ বহুলা ভবন্তীর্জীবা জীবন্তীরূপ বঃ সদেম ॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ — হে ধেনুগণ! আমরা তোমাদের সুখপূর্ণ গোষ্ঠের সাথে যুক্ত ক'রে (খাদ্যস্বরূপ) চারা (তৃণ) ইত্যাদিতে সম্পন্ন করছি. আমরা তোমাদের সমৃদ্ধি, পুত্র-পৌত্র ইত্যাদির সাথেও সম্পন্ন করছি ॥ ১॥ হে ধেনুগণ! অর্যমা, পূষা, ইন্দ্র, বৃহস্পতি তোমাদের উৎপন্ন করুন। পুনরপি (অর্থাৎ উৎপন্ন ও সংবর্ধিত হয়ে) তোমরা আপন ক্ষীর ঘৃত ইত্যাদি ধনের দ্বারা আমি হেন তপস্বীকে সন্তুষ্ট (বা পুষ্ট) করো ॥ ২॥ হে ধেনুগণ! এই গোষ্ঠে তোমরা ভয়-রহিত তথা সন্ততির সাথে সম্পন্ন থেকে রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ হও এবং রোগ-রহিত মধুর দুগ্ধ ধারনে সমর্থ স্থূল স্তন্যশালিনী হয়ে (আমাদের) প্রাপ্ত হও ॥ ৩॥ হে ধেনুগণ! মক্ষিকা (মাছি) যেমন ক্ষণমাত্রেই অনেক হয়ে যায়, সেইরকমেই তোমরাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে এই স্থানে আগমন করো। এই গোষ্ঠে পুত্র-পৌত্র ইত্যাদির সাথে যুক্ত হও এবং সাধক আমাতে প্রীতি রক্ষা করো ॥ ৪॥ হে ধেনুসমূহ! তোমাদের গোষ্ঠ সুখময় হোক। তোমরা সহস্রে সহস্রে উৎপন্ন শারিশাক নামক প্রাণীর ন্যায় অসংখ্যশালিনী হও। তোমরা এই গোষ্ঠেই অবস্থান পূর্বক পুত্র-পৌত্রাদি রূপে প্রকট হও (অর্থাৎ বংশ বিস্তার করো) ॥ ৫॥ হে ধেনুসকল! আমি তোমাদের পালক; তোমরা আমার গোষ্ঠে আগত হও। প্রভূত পশুখাদ্য ও ধনের সাথে অসংখ্যক হয়ে চিরকাল পর্যন্ত জীবিত থাকো এবং আমরাও যেন চিরায়ুষ্মান হই ॥ ৬॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'সং বো গোষ্ঠেন' ইতি সূক্তেন গোপুষ্টিকামঃ অভিনবং (পয়ো গৃষ্টেঃ) শ্লেষ্মমিশ্রিতং কৃত্বা সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য অশ্নাতি। তথা অনেন সূক্তেন গাং অভিমন্ত্র্য দদাতি গোপুষ্টিকাম এব। ...ইত্যাদি॥ (৩কা. ৩অ. ৪সূ)॥

টীকা — গোষ্ঠে অর্থাৎ গোশালায় পোষিত ধেনুসমূহের পুষ্টিকামনায় গো-বৎসের শ্লেষ্ম (অর্থাৎ

মুখফেনা) মিশ্রিত দুগ্ধ এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত ক'রে পান করণীয়। গো-পুষ্টি কামনায় এই সূক্তমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত গাভী দান করণীয়।...ইত্যাদি ॥ (৩কা. ৩অ. ৪সূ.) ॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : বাণিজ্যম্

[ঋষি : অথর্বা (পণ্যকামঃ)। দেবতা : ইন্দ্রাগ্নী। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

ইন্দ্রমহং বণিজং চোদয়ামি স ন ঐতু পুরএতা নো অস্তু।
নুদন্নরাতিং পরিপন্থিনং মৃগং স ঈশানো ধনদা অস্তু মহ্যম্ ॥ ১॥
যে পন্থানো বহবো দেবযানা অন্তরা দ্যাবাপৃথিবী সঞ্চরন্তি।
তে মা জুষন্তাং পয়সা ঘৃতেন যথা ক্রীত্বা ধনমাহরাণি ॥ ২॥
ইধ্মেনাগ্ন ইচ্ছমানো ঘৃতেন জুহোমি হব্যং তরসে বলায়।
যাবদীশে ব্রহ্মণা বন্দমান ইমাং ধিয়ং শতসেয়ায় দেবীম্ ॥ ৩॥
ইমামগ্নে শরণিং মীমৃষো নো যমধ্বানমগাম দূরম্।
শুনং নো অস্তু প্রপণো বিক্রয়শ্চ প্রতিপণঃ ফলিনং মা কৃণোতু।
ইদং হব্যং সংবিদানৌ জুষেথাং শুনং নো অস্তু চরিতমুত্থিতং চ ॥ ৪॥
যেন ধনেন প্রপণং চরামি ধনেন দেবা ধনমিচ্ছমানঃ।
তন্মে ভূয়ো ভবতু মা কনীয়োহগ্নে সাতঘ্নো দেবান্ হবিষা নি ষেধ ॥ ৫॥
যেন ধনেন প্রপণং চরামি ধনেন দেবা ধনমিচ্ছমানঃ।
তস্মিন্ ম ইন্দ্রো রুচিমা দধাতু প্রজাপতিঃ সবিতা সোমো অগ্নিঃ ॥ ৬॥
উপ ত্বা নমসা বয়ং হোতর্বৈশ্বানর স্তুমঃ।
স নঃ প্রজাস্বাত্মসু গোষু প্রাণেষু জাগৃহি ॥ ৭॥
বিশ্বাহা তে সদমিদ্ভরেমাশ্বায়েব তিষ্ঠতে জাতবেদঃ।
রায়স্পোষেণ সমিষা মদন্তো মা তে অগ্নে প্রতিবেশা রিষাম ॥ ৮॥

বঙ্গানুবাদ — আমি ইন্দ্রকে বাণিজ্যকর্তার ভাবে স্তুতি করছি। সেই ইন্দ্র এই স্থানে আগমন করুন এবং (আমাদের) বাণিজ্যকে হিংসা-করণশীল শত্রু, পথ রোধকারী দস্যু এবং ব্যাঘ্র ইত্যাদিকে বিনাশপূর্বক অগ্রসর হোন। সেই ইন্দ্র আমাদের বাণিজ্যে লব্ধব্যরূপ (অর্থাৎ লভিতব্য) ধন প্রদান করুন ॥ ১॥ যে দেশে আমরা বাণিজ্য করছি। সেই দেশের পথগুলি ঘৃত-দুগ্ধের দ্বারা আমাদের সেবা-করণশালী হোক, যাতে আমি ক্রয়-বিক্রয়ের দ্বারা প্রাপ্ত মূলধনকে লাভের সাথে ঘরে আনয়ন করতে পারি ॥ ২॥ হে অগ্নি! আমি বাণিজ্যে লাভের কামনা পূর্বক শীঘ্র চলনের শক্তি প্রাপ্তির নিমিত্ত তোমার স্তুতি ক'রে ধনসম্পন্ন হবো। এই নিমিত্ত আমি তোমার উদ্দেশে হবিঃ সমর্পণ করছি ॥ ৩॥ হে অগ্নি! দূরপথ অতিক্রম ক'রে চলার কারণে আমাদের যে ব্রত লোপ হয়ে গিয়েছে (অর্থাৎ গৃহ থেকে দূরে থাকার কারণে আমাদের পালনীয় অগ্নিসেবা ইত্যাদি কর্ম করা হয়ে ওঠেনি),

তার জন্য আমাদের ক্ষমা করো। এই দূর দেশে কষ্ট সহনের শক্তি তুমি আমাদের দান করো। ক্রয় ও বিক্রয় দু'টি ব্যাপারই লাভপ্রদ ও সুখদায়ী হোক। তুমি আমার প্রদত্ত হবিঃ গ্রহণ করো। হে দেবগণ! মূলধন অপেক্ষা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত লাভের পরিমাণ (ধন) আমাদের সুখী করুক ॥ ৪॥ হে অগ্নি! লাভের প্রতিরোধশালী দেবতাগণকে এই হবির দ্বারা সন্তুষ্ট ক'রে ফিরিয়ে দাও। হে দেবগণ! যে ধনের দ্বারা আমি ধনের বৃদ্ধি করতে কামনা করছি, সেই ধন তোমাদের কৃপায় নিরন্তর বৃদ্ধিলাভ করুক ॥ ৫॥ ইন্দ্র, সবিতা, সোম, প্রজাপতি ও অগ্নি আমার মনকে সেই ধনের দিকে প্রেরিত করুন, যে মূলধনের দ্বারা ধনলাভের ইচ্ছা ক'রে আমি বাণিজ্য করতে ইচ্ছা করছি ॥ ৬॥ হে দেবাহ্বায়ক অগ্নি! আমরা হবির সাথে তোমার নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করছি। তুমি আমাদের পুত্র পৌত্র ইত্যাদি প্রজার রক্ষার্থে সতর্ক থাকো ॥ ৭॥ হে উৎপন্ন প্রাণিবর্গের জ্ঞাতা (জাতবেদা) অগ্নি। আপন গৃহে বর্তমান অশ্বকে প্রতিদিন তৃণ ইত্যাদি প্রদানের মতো আমরা তোমাকে নিত্য হবিঃ প্রদান করছি। তোমার সেবকরূপী আমরা যেন ধন ও অন্নে পরিপূর্ণ হয়ে থাকতে পারি ॥ ৮॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'ইন্দ্রং অহং বণিজং' ইতি বাণিজ্যলাভার্থং বিনিযুজ্যতে। বিক্রয়ার্থং পণ্যানি বিপণিং নয়ন বনিক্ কর্ম বাণিজ্যলাভার্থং কুর্যাৎ। তদ্ যথা। 'ইন্দ্রং অহং' ইতি সূক্তেন বজ্রং বস্ত্রং বা পূগীফলং বা অশ্বান বা হস্তিনো বা রত্নাদি বা সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য তত উত্থাপয়তি।.... ইত্যাদি ॥ (৩কা. ৩অ. ৫সূ) ॥

টীকা — এই সূক্তটি বাণিজ্য লাভার্থে বিনিযুক্ত হয়। বিক্রয়ের নিমিত্ত বণিক পণ্যদ্রব্য বিপণিতে (বা হাটে) নয়ন কালে বাণিজ্যলাভার্থে বজ্র (হীরক) বা বস্ত্র। পূগীফল বা অশ্ব বা হস্তি বা রত্ন ইত্যাদি এই সূক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত ক'রে সেস্থান হ'তে উত্থাপন করবেন।...ইত্যাদি ॥ (৩কা. ৩অ. ৫সূ) ॥

◆ ◆

চতুর্থ অনুবাক

প্রথম সূক্ত : স্বস্তয়ে প্রার্থনা

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : অগ্নীন্দ্র ইত্যাদি। ছন্দ : আর্ষী, ত্রিষ্টুপ্]

প্রাতরগ্নিং প্রাতরিন্দ্রং হবামহে প্রাতর্মিত্রাবরুণা প্রাতরশ্বিনা।
প্রাতর্ভগং পূষণং ব্রহ্মণস্পতিং প্রাতঃ সোমমুত রুদ্রং হবামহে ॥ ১॥
প্রাতর্জিতং ভগমুগ্রং হবামহে বয়ং পুত্রমদিতের্যো বিধর্তা।
আধ্রশ্চিদ্ যং মন্যমানস্তুরশ্চিদ্ রাজা চিদ্ যং ভগং ভক্ষীত্যাহ ॥ ২॥
ভগ প্রণেতর্ভগ সত্যরাধো ভগেমাং ধিয়মুদবা দদন্নঃ।
ভগ প্র ণো জনয় গোভিরশ্বৈর্ভগ প্র নৃভির্নৃবন্তঃ স্যাম ॥ ৩॥
উতেদানীং ভগবন্তঃ স্যামোত প্রপিত্ব উত মধ্যে অহ্নাম্।
উতোদিতৌ মঘবন্তসূর্যস্য বয়ং দেবানাং সুমতৌ স্যাম ॥ ৪॥

ভগ এব ভগবাঁ অস্তু দেবস্তেনা বয়ং ভগবন্তঃ স্যাম।
তং ত্বা ভগ সর্ব ইজ্জোহবীমি স নো ভগ পুরএতা ভবেহ ॥ ৫॥
সমধ্বরায়োষসো নমন্ত দধিক্রাবেব শুচয়ে পদায়।
অর্বাচীনং বসুবিদং ভগং মে রথমিবাশ্বা বাজিন আ বহন্তু ॥ ৬॥
অশ্বাবতীর্গোমতীর্ন উষাসো বীরবতীঃ সদমুচ্ছন্তু ভদ্রাঃ।
ঘৃতং দুহানা বিশ্বতঃ প্রপীতা যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ — আমরা প্রাতঃসময়ে ফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অশ্বিদ্বয়, পূষা, ভগ, ব্রহ্মণস্পতি, সোম ও রুদ্রকে আবাহন করছি ॥ ১॥ যে সূর্যদেব সকলের ধারণকর্তা তথা পোষণকর্তা, দরিদ্র ব্যক্তি তাঁকে আপন কাম্য ফলের সাধন রূপে মান্য ক'রে তাঁর পূজা ক'রে থাকে। রাজাও তাঁর পূজা করার কামনা ক'রে থাকে। সেই অদিতিপুত্র সূর্যকে আমরাও প্রাতঃকালে আহুত করার অভিলাষ করছি ॥ ২॥ হে সূর্য! তোমার ধনের কখনও বিনাশ হয় না। তুমি আমাদের বুদ্ধি ইত্যাদি প্রদান পূর্বক সুফল মনোরথ করো। হে ভগ (অর্থাৎ সম্পূর্ণ ঐশ্বর্যশালী দেব)! আমরা যেন গো ও অশ্বের সাথে যুক্ত হই; তথা পুত্র, পৌত্র, ভৃত্য ইত্যাদির সাথেও সম্পন্ন হই ॥ ৩॥ আমরা এই কর্ম সাধিত ক'রে ভগ দেবতার কৃপা-বুদ্ধিতে থাকবো। সায়ংকালে, মধ্যাহ্নে ও সর্যোদয়ের সময়েও, হে ইন্দ্র! আমরা যেন সূর্য ও অগ্নি ইত্যাদি দেবতাগণের কৃপা-বুদ্ধিতেই অবস্থান ক'রি ॥ ৪ ॥ আমরা ধনশালী ভগদেবতার কৃপায় ধনবান্ হবো। হে ভগদেব! তুমি আমাদের কর্মানুষ্ঠানে পুরোভাগে থাকো; আমরা তোমাকে আহুত করছি ॥ ৫॥ যেমন পুরুষের দ্বারা আরোহণের পরে অশ্ব চলমান হ'তে প্রস্তুত হয়, সেই রকমেই উষা দেবী ধনদানশীল ভগদেবতাকে আমার নিকট আনয়নের নিমিত্ত প্রস্তুত হোন, এবং অশ্বের দ্বারা রথকে আকর্ষণের ন্যায় তাঁকে (অর্থাৎ সেই ভগদেবতাকে) আমার সমীপে আনয়ন করুন ॥ ৬॥ অশ্ব ও গাভীর দ্বারা সম্পন্ন হয়ে উষা দেবী আমাদের গৃহে সদাই উদয় হোন। হে উষা দেবতা! আপন অবিনাশী কর্মসমূহের দ্বারা আমাদের সর্বদা রক্ষা করতে থাকো। তুমি সর্বগুণসম্পন্ন এমন জল প্রদানশালিনী হও ॥ ৭॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — চতুর্থেনুবাকে পঞ্চ সূক্তানি। তত্র প্রাতরগ্নিং ইতি প্রথমং সূক্তং। তেন মেধাকামঃ 'সুপ্তোত্থায় মুখপ্রক্ষালনং হস্তেন কুর্যাৎ। তৎ উক্তং কৌশিকেন।...তথা অনেন সূক্তেন দধিমধুনী সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য বর্চস্কামং ব্রাহ্মণং আশয়েৎ। ক্ষত্রিয়ং তু দধিমধুমিশ্রং অন্নং আশয়েৎ। বৈশ্যাদিকং তু কেবলভক্তং আশয়েৎ। তথা চ কৌশিকঃ।...তথা বর্চস্যকর্মণি স্নাতকসিংহব্যাঘ্রাদিনাং সপ্তানাং অন্যতমস্য নাভিলোমমনিং লাক্ষাহিরণ্যেন বেষ্টয়িত্বা অনেন সূক্তেন সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য বধ্নীয়াৎ। তথা বর্চস্কামাণাং ক্ষত্রিয়াদিনাং স্নাতকাদিসপ্তমর্মাণি প্রচ্ছিদ্য স্থালীপাকে প্রক্ষিপ্য অনেন সূক্তেন সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য স্থালীপাকেন সহ প্রাশনং সম্পাতিতাভি মন্ত্রিত জলেনাপ্লাবনং অবসেচনং (চ) বর্চকামস্য কার্যাং। সূত্রিতং হি।...ইত্যাদি॥ (৩কা. ৪অ. ১সূ)॥

টীকা — চতুর্থ অনুবাকে পাঁচটি সুক্ত। তার মধ্যে এটি প্রথম সূক্ত। এই সূক্তের দ্বারা মেধাকামনায় সুপ্তোত্থিত হয়ে হস্তের দ্বারা মুখপ্রক্ষালন করণীয়।...তেজঃ কামনায় দধি-মধু মিশ্রিত পূর্বক এই সূক্ত-মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত ক'রে ব্রাহ্মণকে খাওয়াতে হয়। ক্ষত্রিয়কে এইভাবে দধিমধুমিশ্রিত অন্ন ভোজন করাতে হয়। বৈশ্যকে কেবল এই ভাবে এই সূক্ত-মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত ভোজন করাতে হয়।...ইত্যাদি ॥ (৩কা. ৪অ. ১সূ.) ॥

দ্বিতীয় সূক্ত : কৃষিঃ

[ঋষি : বিশ্বামিত্র। দেবতা : সীতা। ছন্দ : গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ ইত্যাদি।]

সীরা যুঞ্জন্তি কবয়ো যুগা বি তন্বতে পৃথক্।
ধীরা দেবেষু সুম্নয়ৌ ॥ ১॥
যুনক্ত সীরা বি যুগা তনোত কৃতে যোনৌ বপতেহ বীজম্।
বিরাজঃ শ্নুষ্টিঃ সভরা অসন্নো নেদীয় ইৎ সৃণ্যঃ পক্বমা যবন্ ॥ ২॥
লাঙ্গলং পবীরবৎ সুশীমং সোমসৎসরু।
উদিদ্ বপতু গামবিং প্রস্থাবদ্ রথবাহনং পিবরীং চ প্রফর্ব্যম্ ॥ ৩॥
ইন্দ্রঃ সীতাং নি গৃহ্নাতু তাং পূষাভি রক্ষতু।
সা নঃ পয়স্বতী দুহামুত্তরামুত্তরাং সমাম্ ॥ ৪॥
শুনং সুফালা বি তুদন্তু ভূমিং শুনং কীনাশা অনু যন্তু বাহান্।
শুনাসীরা হবিষা তোশমানা সুপিপ্পলা ওষধীঃ কর্তমস্মৈ ॥ ৫॥
শুনং বাহাঃ শুনং নরঃ শুনং কৃষতু লাঙ্গলম্।
শুনং বরত্রা বধ্যন্তাং শুনমষ্ট্রামুদিঙ্গয় ॥ ৬॥
শুনাসীরেহ স্ম মে জুষেথাম্।
যদ্ দিবি চক্রথুঃ পয়স্তেনেমামুপ সিঞ্চতম্ ॥ ৭॥
সীতে বন্দামহে ত্বার্বাচী সুভগে ভব।
যথা নঃ সুমনা অসো যথা নঃ সুফলা ভুবঃ ॥ ৮॥
ঘৃতেন সীতা মধুনা সমক্তা বিশ্বৈর্দেবৈরনুমতা মরুদ্ভিঃ।
সা নঃ সীতে পয়সাভ্যাববৃৎ স্বোর্জস্বতী ঘৃতবৎ পিন্বমানা ॥ ৯॥

বঙ্গানুবাদ — হাল অর্থাৎ লাঙ্গলগুলিকে যুক্ত করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি দেবাত্মক হবিঃ রূপ অন্ন প্রাপ্তির নিমিত্ত বৃষভসমূহের স্কন্ধোপরি যুগ বা জোয়ালগুলিকে স্থাপন করছে ॥ ১॥ হে কৃষকগণ! লাঙ্গলগুলিকে জোয়ালে যুক্ত ক'রে জোয়ালগুলিকে বৃষভের স্কন্ধের উপর স্থাপিত করো। এই কর্ষণ হওয়া ক্ষেতে বা ভূমিতে ব্রীহি যব ইত্যাদি বপন করো। যব ইত্যাদি রূপ অন্ন শীঘ্রই আমাদের এই স্থানে উৎপন্ন হোক। পুনরায় এই ধান্য ইত্যাদি পক্বতা প্রাপ্ত হয়ে শীঘ্র দা (অর্থাৎ শস্যচ্ছেদক কাটারি) দ্বারা স্পর্শ করণের (অর্থাৎ ছেদন করার) যোগ্য হোক ॥ ২॥ কৃষিযোগ্য ভূমিকে লৌহের শল্যশালী (ফলাসম্পন্ন) লাঙ্গল সুখ প্রদান করছে। এইটি (অর্থাৎ লাঙ্গলটি) ধান্য ইত্যাদির উৎপত্তিকারক হওয়ায় সোমযাগের কর্তা (অর্থাৎ নিষ্পাদক) হয়েছে। এর অবয়ব ভূমিতে রক্ষিত হয়ে গতি (গমন) প্রাপ্ত হচ্ছে। এই লাঙ্গল গো-ইত্যাদি পশুসমূহের সমৃদ্ধির কারণ হয়ে উঠুক ॥ ৩॥ ক্ষেতের রেখাকে (লাঙ্গলপদ্ধতি বা সীতাকে) ইন্দ্র গ্রহণ করুন, পূষা সেই রেখাসমূহকে রক্ষাকরণশীল হোন। এই রেখাসমূহ আমাদের বাঞ্ছিত ফলের দ্বারা সম্পন্ন হয়ে প্রতি বর্ষে সুখ প্রদান

করুক। এই রেখাসমূহ জলে সম্পন্ন হোক, ধান্য ইত্যাদি প্রদানশালিনী হোক ॥ ৪॥ সুন্দর শল্য (লাঙ্গলের মুখ বা ফলা) ভূমি কর্ষণ পূর্বক বলীবর্দসমূহের পশ্চাতে গমন করুক। হে সূর্য ও বায়ু! আমাদের হবিঃসমূহে তৃপ্ত হয়ে তোমরা অন্ন ইত্যাদিকে সুন্দর ফলসালী ক'রে দাও ॥ ৫॥ কৃষকগণ সুখ পূর্বক ক্ষেত কর্ষণ করুক, বৃষভগুলি তাদের সুখপ্রদানশীল হোক, লাঙ্গল ও রজ্জুসমূহ অনুকূল হোক। হে শুনঃদেব! তুমি প্রতোদেতেও (চাবুকেও) সুখ পূর্ণ ক'রে দাও ॥ ৬॥ হে সূর্য ও বায়ু! আমার প্রদত্ত হবিঃ গ্রহণ করো। আকাশস্থ জল-দেবতা এই কর্ষিত ভূমিকে বৃষ্টির জলে সিক্ত ক'রে দাও ॥ ৭॥ হে সীতা! আমরা তোমাকে নমস্কার জ্ঞাপন করছি। তুমি যে ভাবে সুন্দর (সার্থক) ফলের সাথে যুক্ত হয়ে থাকো, সেই ভাবেই আমাদের অভিমুখিনী হও ॥ ৮॥ হে সীতা! মধুর রসে সিঞ্চিত তথা ঘৃতযুক্ত অন্নকে সিঞ্চনশালিনী হয়ে, বিশ্বদেবগণ ও মরুৎ-বর্গের দ্বারা প্রেরিতা হয়ে, তুমি জলের সাথে আমাদের সম্মুখে আগতা হও ॥ ৯॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'সীরা যুঞ্জন্তি' ইতি দ্বিতীয়সূক্তেন কৃষিনিষ্পত্তিকর্মণি ক্ষেত্রং গত্বা যুগলাঙ্গলং বধ্নাতি। অনেনৈব সূক্তেন দক্ষিণং অনড্বাহং যুগে যুনক্তি। ততঃ কর্তা অনেন সূক্তেন প্রাচীনং কৃষন্ সূক্তসমাপ্ত্যনন্তরং হালিকায় হলং প্রযচ্ছেৎ। তেন তিসৃষু সীতাসু কৃষ্টাসু উত্তরসীতান্তে অগ্নিং উপসমাধায় অনেন সূক্তেন পুরোডাশেন ইন্দ্রং স্থালীপাকেন অশ্বিনৌ চ যজন্ উত্তরাস্যাং সীতায়াং সম্পাতান্ আনয়েৎ। তথা বৃষলাভকর্মণি সারূপবৎসে ওদনে শকৃৎপিণ্ডগুগ্‌গুলুলবণানি প্রক্ষিপ্য অনেন সূক্তেন সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য অশ্নাতি। 'সীতে বন্দামহে' (৮) ইত্যৃচা হালিকেন কৃষ্যমাণাস্তিস্রঃ সীতাঃ কর্তা প্রত্যেকং অনুমন্ত্রয়তে।...ইত্যাদি॥ (৩কা. ৪অ. ২সূ)॥

টীকা — এই দ্বিতীয় সূক্ত-মন্ত্রের দ্বারা কৃষিনিষ্পত্তি কর্মে কৃষিক্ষেত্রে গমন পূর্বক যুগলাঙ্গল বন্ধন করতে (জুতে) হয়। এই সূক্তের দ্বারা দক্ষিণে বলদকে যুগে যুক্ত করতে হয়।...ইত্যাদি ॥ (৩কা. ৪অ. ২সূ) ॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : বনস্পতিঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : বনস্পতি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, উষ্ণিক্]

ইমাং খনাম্যোষধিং বীরুধাং বলবত্তমাম্।
যয়া সপত্নীং বাধতে যয়া সংবিন্দতে পতিম্ ॥ ১॥
উত্তানপর্ণে সুভগে দেবজুতে সহস্বতি।
সপত্নীং মে পরা ণুদ পতিং মে কেবলং কৃধি ॥ ২॥
নহি তে নাম জগ্রাহ নো অস্মিন্ রমসে পতৌ।
পরামেব পরাবতং সপত্নীং গময়ামসি ॥ ৩॥
উত্তরাহমুত্তর উত্তরেদুত্তরাভ্যঃ।
অধঃ সপত্নী যা মমাধরা সাধরাভ্যঃ ॥ ৪॥
অহমস্মি সহমানাথো ত্বমসি সাসহিঃ।
উভে সহস্বতী ভূত্বা সপত্নীং মে সহাবহৈ ॥ ৫॥

অভি তেঽধাং সহমানামুপ তেঽধাং সহীয়সীম্।
মামনু প্র তে মনো বৎসং গৌরিব ধাবতু পথা বারিব ধাবতু ॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ — যে ঔষধি সতীনকে (অর্থাৎ সপত্নীকে) বাধা প্রদানকারিণী তথা যে ঔষধি স্ত্রীকে তার পতিকে প্রাপ্ত করাতে সক্ষমা, সেই পরম শক্তিশালিনী পাঠা নাম্নী ঔষধিকে আমি খনন ক'রে লাভ করছি ॥ ১॥ হে ঊর্ধ্বমুখশালী পত্রের সাথে যুক্ত পাঠা নাম্নী ঔষধি! আমার সতীনকে পতির সামীপ্য হ'তে দূর করো এবং আমার পতিকে আমার নিমিত্তই অসাধারণ বলে (শক্তিতে) স্থিত করো ॥ ২॥ হে সতীন্: তুমি আমার পতির সাথে সহবাস (রমণ) করো না। আমি তোমার নামও গ্রহণ করতে চাই না, এবং তোমাকে অনেক দূরে প্রেরণ করছি ॥ ৩॥ হে পাঠা ঔষধি! আমার সতীন নীচ বা অধম হ'তেও অধমা হয়ে যাক, এবং আমি শ্রেষ্ঠ বা উত্তম অপেক্ষাও উত্তমা হয়ে যেতে চাই ॥ ৪॥ হে পাঠা! তুমি শত্রুগণকে তিরস্কার করতে সমর্থ। আমি তোমার প্রভাবে সতীন্‌কে বশীভূত (বা পরাভূত) করবো। তুমি এবং আমি উভয়ে মিলে সতীন্‌কে বশীভূত (বা পরাভূত) করবো ॥ ৫॥ হে সতীন্! আমি তোমার পর্যঙ্কের (খাটের) চতুর্দিকে তথা পর্যঙ্কের উপরে এই শক্তিশালী ঔষধিকে স্থাপন করছি। ঔষধির শক্তিতে বশীকৃত হয়ে তোমার মন, আপন বৎসের প্রতি স্নেহবশতঃ ধাবমানা গাভীর ন্যায়, আমার পশ্চাতে ধাবিত হোক (অর্থাৎ আমাকে অনুসরণ করুক) ॥ ৬॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'ইমাং খনামি' ইতি তৃতীয়সূক্তেন সপত্নীজয়কর্মণি বাণাপর্ণীপত্রচূর্ণং লোহিতবর্ণজায়া দধ্যুদকেন সংমিশ্রা অভিমন্ত্র্য সপত্নীশয়নে পরিকিরেৎ।....ইত্যাদি।। (৩কা. ৪অ. ৩সূ)।।

টীকা — সপত্নী-জয় কর্মে বাণাপর্ণীপত্রের চূর্ণ লোহিতবর্ণজায়া দধি ও জলের সাথে সংমিশ্রিত ক'রে এই সূক্ত-মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত ক'র সপত্নীর শয়নক্ষেত্রের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হয়। শেষ দু'টি মন্ত্র বিবাদে জয়লাভের কর্মে জপনীয়।....ইত্যাদি ॥ (৩কা. ৪অ. ৩সূ) ॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : অজরং ক্ষত্রম্

[ঋষি : বশিষ্ঠ। দেবতা : বিশ্বদেবগণ, ইন্দ্র। ছন্দ : বৃহতী, অনুষ্টুপ্]

সংশিতং ম ইদং ব্রহ্ম সংশিতং বীর্যং বলম্।
সংশিতং ক্ষত্রমজরমস্তু জিষ্ণুর্যেষামস্মি পুরোহিতঃ ॥ ১॥
সমহমেষাং রাষ্ট্রং স্যামি সমোজো বীর্যং বলম্।
বৃশ্চামি শত্রুণাং বাহূননেন হবিষাহম্ ॥ ২॥
নীচৈঃ পদ্যন্তামধরে ভবন্তু যে নঃ সূরিং মঘবানং পৃতন্যান্।
ক্ষিণামি ব্রহ্মণামিত্রানুন্নয়ামি স্বানহম্ ॥ ৩॥
তীক্ষ্ণীয়াংসঃ পরশোরগ্নেস্তীক্ষ্ণতরা উত।
ইন্দ্রস্য বজ্রাৎ তীক্ষ্ণীয়াংসো যেষামস্মি পুরোহিতঃ ॥ ৪॥

এযামহমায়ুধা সং স্যাম্যেযাং রাষ্ট্রং সুবীরং বর্ধয়ামি।
এযাং ক্ষত্রমজরমস্তু জিষ্ণেযাং চিত্তং বিশ্বেঽবন্তু দেবাঃ ॥ ৫॥
উদ্ধর্যন্তাং মঘবন্ বাজিনান্যুদ্ বীরাণাং জয়তামেতু ঘোষঃ।
পৃথগ্ ঘোষা উলুলয়ঃ কেতুমন্ত উদীরতাম্।
দেবা ইন্দ্রজ্যেষ্ঠা মরুতো যন্তু সেনয়া ॥ ৬॥
প্রেতা জয়তা নর উগ্রা বঃ সন্তু বাহবঃ।
তীক্ষ্ণেষবোঽবলধন্বনো হতোগ্রায়ুধা অবলানুগ্রবাহবঃ ॥ ৭॥
অবসৃষ্টা পরা পত শরব্যে ব্রহ্মসংশিতে।
জয়ামিত্রান্ প্র পদ্যস্ব জহ্যেযাং বরংবরং মামীষাং মোচি কশ্চন ॥ ৮॥

বঙ্গানুবাদ — জাতি হ'তে ভ্রষ্ট-করণশালী দোষকে পরিহার ক'রে আমার ব্রাহ্মণত্ব তীক্ষ্ণ (তেজোবিশিষ্ট) হোক এবং এই মন্ত্র তীক্ষ্ণ হয়ে অমোঘ ফলযুক্ত হোক। মন্ত্রশক্তির দ্বারা শারীরিক বল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোক এবং আমি যে ক্ষত্রিয়ের পুরোহিত, সেই ক্ষত্রিয়-জাতি ক্ষীণতা-রহিত হোক ॥ ১॥ আমি যে রাজার রাজ্যে বাস ক'রি, সেই রাজার রাজ্যকে সমৃদ্ধ করছি। শত্রুদের দূরীকরণশালিনী শক্তি ও সেনাকেও মন্ত্রের প্রভাবে দৃঢ় করছি। আমি তাদের (অর্থাৎ সেই শত্রুদের) হবির দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে দিচ্ছি ॥ ২॥ আমাদের কার্যাকার্যের জ্ঞাতা রাজাকে বিজয় করার নিমিত্ত শত্রুগণ সেনা সংগৃহীত করার চেষ্টায় আছে। সেই শত্রুগণ তাঁর অভিমুখী হয়ে পতন-প্রাপ্ত হোক এবং পদের নীচে দলিত হোক। এই নিমিত্ত আমি মন্ত্রশক্তির দ্বারা শত্রুগণকে হীনবীর্য (বা ক্ষীণ) ক'রে আপন রাজাকে বিজয়-লাভ করাচ্ছি ॥ ৩॥ আমি যে রাজার পুরোহিত, সেই রাজা শত্রুকে বিধ্বংস করার নিমিত্ত কাষ্ঠ-ছেদনকারী কুঠার অপেক্ষাও অধিক তীক্ষ্ণ (বা তেজঃ-সম্পন্ন) হয়ে যাক। সম্পূর্ণ বিশ্বলোককে ভস্ম করার শক্তিসম্পন্ন অগ্নিদেবও তীক্ষ্ণ (বা তেজোগর্ভ) হয়ে শত্রু-সেনাকে ভস্ম করুন ॥ ৪॥ আমি আপন রাজার অস্ত্রশস্ত্রগুলিকে সুশাণিত ক'রে সেগুলিকে বীরবর্গের সাথে যুক্ত করছি (অর্থাৎ রাজার বীর সেনানীগণের হস্তে অর্পণ করছি)। এই রাজার ক্ষত্রিয়ত্বরূপ বল বিজয়শালী হোক; দেবগণ তাঁর মনের রক্ষক হোন ॥ ৫॥ হে ইন্দ্র! তোমার কৃপায় সংগ্রামে উপনীত রথ, হস্তী, অশ্ব ইত্যাদি হর্ষিত থাকুক। আমাদের শূরগণ সিংহনাদ করতে থাকুক। সকল দিকে আমাদের বিজয়াত্মক জয়ঘোষ বিস্তৃত হয়ে যাক ॥ ৬॥ হে সৈনিকগণ! তোমরা রণক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হও। আয়ুধসম্পন্ন তোমাদের ভুজসমূহ শত্রুদের উপর প্রহার করুক এবং তোমরা বল-রহিত শত্রুগণকে বিনাশ ক'রে ফেলো। যে মরুৎ-বর্গের মধ্যে ইন্দ্র জ্যেষ্ঠ, সেই মরুৎ-বর্গ আপন সেনাগণের সাথে আগমন পূর্বক তোমার (অর্থাৎ রাজার) সহায়ক হোক ॥ ৭॥ হে বাণ! তুমি মন্ত্রের দ্বারা তীক্ষ্ণকৃত হয়ে মারণ কর্মে কুশল হয়েছো। তুমি শত্রুবর্গের দিকে গমন পূর্বক তাদের উপর বিজয় লাভ করো। তাদের শ্রেষ্ঠ হস্তী, পদাতিক ও অশ্বারোহী ইত্যাদি সেনাকে বিনষ্ট করো; শত্রুগণের মধ্যে কেউ যেন জীবিত না থেকে যায় ॥ ৮॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'সংশিতং মে' ইতি চতুর্থসূক্তেন পরসেনোদ্বেজনকর্মণি আজ্যং হুত্বা সিতপদীং অজাং অবিং বা সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য শত্রুসেনাং প্রতি বিসর্জয়েৎ। তথা সংগ্রামজয়ার্থং অনেন

সূক্তেন আজ্যহোমং সক্তুহোমং ধনুরিধ্মাধানং ইযুসমিদাধানং রাজ্ঞে অভিমন্ত্রিত ধনুপ্রদানং চ কুর্যাৎ।...ইত্যাদি।। (৩কা. ৪অ. ৪সূ)।।

টীকা — এই সূক্তের দ্বারা পরসেনা অর্থাৎ শত্রুসেনাগণের উদ্বেজনকর্মে আজ্যাহুতি প্রদান পূর্বক শ্বেতবর্ণের পদশালী অজা বা অবি অভিমন্ত্রিত ক'রে শত্রসেনাগণের অভিমুখে প্রেরণ করণীয়। এবং সংগ্রামজয়ের নিমিত্ত এই সূক্তের দ্বারা আজ্যহোম, সক্তুহোম ধনুরিধ্মাধান, ইযু-সমিদাধান অনুষ্ঠান পূর্বক রাজাকে এই মন্ত্রেই অভিমন্ত্রিত ধনু প্রদান করণীয়।...ইত্যাদি ॥ (৩কা. ৪অ. ৪সূ) ॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : রয়িসংবর্ধনম্

[ঋষি : বশিষ্ঠ। দেবতা : অগ্নি প্রভৃতি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, পংক্তি]

অয়ং তে যোনির্ঋত্বিয়ো যতো জাতো অরোচথাঃ।
তং জানন্নগ্ন আ রোহাধা নো বর্ধয়া রয়িম্ ॥ ১॥
অগ্নে অচ্ছা বদেহ নঃ প্রত্যঙ্ নঃ সুমনা ভব।
প্র ণো যচ্ছ বিশাং পতে ধনদা অসি নস্ত্বম্ ॥ ২॥
প্র ণো যচ্ছত্বর্যমা প্র ভগঃ প্র বৃহস্পতিঃ।
প্র দেবীঃ প্রোত সূনৃতা রয়িং দেবী দধাতু মে ॥ ৩॥
সোমং রাজানমবসেঽগ্নিং গীর্ভির্হবামহে।
আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্যং ব্রহ্মাণং চ বৃহস্পতিম্ ॥ ৪॥
ত্বং নো অগ্নে অগ্নিভির্ব্রহ্ম যজ্ঞং চ বর্ধয়।।
ত্বং নো দেব দাতবে রয়িং দানায় চোদয় ॥ ৫॥
ইন্দ্রবায়ু উভাবিহ সুহবেহ হবামহে।
যথা নঃ সর্ব ইজ্জনঃ সঙ্গত্যাং সুমনা
অসদ্ দানকামশ্চ নো ভুবৎ ॥ ৬॥
অর্যমণং বৃহস্পতিমিন্দ্রং দানায় চোদয়।
বাচং বিষ্ণুং সরস্বতীং সবিতারং চ বাজিনম্ ॥ ৭॥
বাজস্য নু প্রসবে সং বভূবিমেমা চ বিশ্বা ভুবনান্যন্তঃ।
উতাদিৎসন্তং দাপয়তু প্রজানন্ রয়িং চ নঃ সর্ববীরং নি যচ্ছ ॥ ৮॥
দুহ্রাং মে পঞ্চ প্রদিশো দুহ্রামুর্বীর্যথাবলম্।
প্রাপেয়ং সর্বা আকূতীর্মনসা হৃদয়েন চ ॥ ৯॥
গোসনিং বাচমুদেয়ং বর্চসা মাভ্যুদিহি।
আ রুন্ধাং সর্বতো বায়ুস্তষ্টা পোষং দধাতু মে ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — হে অগ্নি। এই যজমান যজ্ঞের সময়ে তোমার উৎপত্তির কারণস্বরূপ হয়ে থাকেন। তুমি তোমার সেই উৎপত্তি-কারণকে জ্ঞাত হয়ে তাঁতে প্রবিষ্ট হয়ে আমাদের ধনকে বৃদ্ধি-করণশালী হও ॥ ১ ॥ হে অগ্নি! আমাদের সমুখস্থ হয়ে আমাদের প্রাপ্তব্য (যজ্ঞীয়) ফল সম্বন্ধে বলো। তুমি বৈশ্বানর রূপে প্রজার পালক; তুমি ধনদানশালী; এই নিমিত্ত আমাদের অভিলষিত ধন প্রদান করো ॥ ২ ॥ অর্যমা, ভগ, বৃহস্পতি দেবতা আমাদের ধন প্রদান করুন। ইন্দ্রানী ও বাণীরূপা সরস্বতীও আমাদের ধন প্রদান করুন ॥ ৩ ॥ আমরা সোম ও অগ্নিকে রক্ষার নিমিত্ত আহূত করছি। অদিতির পুত্র ত্রিবিক্রম বিষ্ণুকে (বা তিনপদে পৃথিবীর পরিমাপ গ্রহণকারী সর্বব্যাপী দেবতাকে), সর্ব প্রেরক সূর্যকে তথা দেবতাগণেরও স্রষ্টা (বা রচয়িতা) ব্রহ্মাকে আহূত করছি। দেব-হিতৈষী বৃহস্পতিকেও আমাদের স্ত্রোত্র (বা রচয়িতা) ব্রহ্মাকে আহূত করছি। দেব-হিতৈষী বৃহস্পতিকেও আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করার নিমিত্ত আহ্বান জ্ঞাপন করছি ॥ ৪ ॥ হে অগ্নি! তুমি অন্য সকল অগ্নির সাথে আমাদের স্তোত্র ও যজ্ঞফলকে যুক্ত করো। হবিঃ-দানশীল যজমানকে দানের উদ্দেশে ধন প্রেরিত করো ॥ ৫ ॥ এই কর্মে আমরা ইন্দ্র ও বায়ুকে আহূত করছি। আমাদের সঙ্গতির দ্বারা সকল মনুষ্য শ্রেষ্ঠ মনঃ-সম্পন্ন হোক এবং তারা আমাদের দান দেবার ইচ্ছাশালী হোক, এই নিমিত্ত আমরা তোমাকে আহ্বান জানাচ্ছি ॥ ৬ ॥ হে স্তোতা! তুমি অর্যমা, বৃহস্পতি, ইন্দ্র, সরস্বতী, বিষ্ণু ও সূর্যকে আমাদের ঈপ্সিত ফলদানের নিমিত্ত স্তুতির দ্বারা প্রেরিত করো ॥ ৭ ॥ অন্নের উৎপত্তি রূপ কর্মকে শীঘ্র আমাদের প্রাপ্ত করাও। এই দৃশ্যমানসকল প্রাণী বৃষ্টির দ্বারা অন্ন উৎপাদনশীল 'বাজ প্রসব দেবতার' মধ্যে অবস্থান করছে। তারা দান করতে অনিচ্ছুক জনকেও দান-করণে প্রেরণা দান করুক। আমাদের ধন সমূহ পুত্র, পৌত্র ইত্যাদিতে চিরকাল পর্যন্ত স্থির রাখো ॥ ৮ ॥ পৃথিবী, আকাশ, দিবা, রাত্রি, জল ও ঔষধি আমাদের অভিলষিত ধন দান করুক। পূর্ব ইত্যাদি দিকসমূহও আমাদের কাম্য ধন প্রাপ্তি করাক। আমি হৃদয়ে যে সমস্ত সঙ্কল্প করছি, সেগুলি সার্থক ফল প্রাপ্ত হবো ॥ ৯ ॥ সকল প্রকার ধন-দানশালিনী বাণীকে আমি উচ্চারণ করছি। হে বাণী (বাগ্‌দেবী)! তুমি তেজের সাথে আমাতে উদিত হও। বায়ু আমার শরীরে প্রাণ পূর্ণ ক'রে দিন এবং ত্বষ্টা আমাকে পুষ্ট করুন ॥ ১০ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'অয়ং তে যোনিঃ' ইতি সূক্তেন নির্ঋতিকর্মণি শর্করামিশ্রান্ ব্রীহীন জুহুয়াৎ।...তথা অর্থোত্থাপনবিঘ্নশামনকর্মণি অনেন সূক্তেন আজ্যসমিদাদিভিস্ত্রয়োদশভির্দ্রব্যের্জুহুয়াৎ। ...ইত্যাদি ॥ (৩কা. ৪অ. ৫সূ)॥

টীকা — এই সূক্ত-মন্ত্রের দ্বারা নির্ঋতি কর্মে শর্করামিশ্র ব্রীহি যাগ অনুষ্ঠেয়।...অর্থোত্থাপন বিঘ্নশমন কর্মে এই সূক্তের দ্বারা আজ্য, সমিৎ ইত্যাদি ত্রয়োদশ সংখ্যক দ্রব্য সহযোগে হোম করণীয়।...ইত্যাদি ॥ (৩কা. ৪অ. ৫সূ) ॥

পঞ্চম অনুবাক

প্রথম সূক্ত : শান্তিঃ

[ঋষি : বশিষ্ঠ। দেবতা : সবিতা ইত্যাদি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

যে অগ্নয়ো অপ্স্বন্তর্যে বৃত্রে যে পুরুষে যে অশ্মসু।
য আবিবেশোষধীর্যো বনস্পতীংস্তেভ্যো অগ্নিভ্যো হুতমস্ত্বেতৎ ॥ ১॥
যঃ সোমে অন্তর্যো গোষ্বন্তর্য আবিষ্টো বয়ঃসু যো মৃগেষু।
য আবিবেশ দ্বিপদো যশ্চতুষ্পদস্তেভ্যো অগ্নিভ্যো হুতমস্ত্বেতৎ ॥ ২॥
য ইন্দ্রেণ সরথং যাতি দেবো বৈশ্বানর উত বিশ্বদাব্যঃ।
যং জোহবীমি পৃতনাসু সাসহিং তেভ্যো অগ্নিভ্যো হুতমস্ত্বেতৎ ॥ ৩॥
যো দেবো বিশ্বাদ্ যমু কামমাহুর্যং দাতারং প্রতিগৃহ্নন্তমাহুঃ।
যো ধীরঃ শক্রঃ পরিভূরদাভ্যস্তেভ্যো অগ্নিভ্যো হুতমস্ত্বেতৎ ॥ ৪॥
যং ত্বা হোতারং মনসাভি সংবিদুস্ত্রয়োদশ ভৌবনাঃ পঞ্চ মানবাঃ।
বর্চোধসে যশসে সূনৃতাবতে তেভ্যো অগ্নিভ্যো হুতমস্ত্বেতৎ ॥ ৫॥
উক্ষান্নায় বশান্নায় সোমপৃষ্ঠায় বেধসে।
বৈশ্বানরজ্যেষ্ঠেভ্যস্তেভ্যো অগ্নিভ্যো হুতমস্ত্বেতৎ ॥ ৬॥
দিবং পৃথিবীমন্বন্তরিক্ষং যে বিদ্যুতমনুসংচরন্তি।
যে দিক্ষ্বন্তর্যে বাতে অন্তস্তেভ্যো অগ্নিভ্যো হুতমস্ত্বেতৎ ॥ ৭॥
হিরণ্যপাণিং সবিতারমিন্দ্রং বৃহস্পতিং বরুণং মিত্রমগ্নিম্।
বিশ্বান্ দেবানঙ্গিরসো হবামহ ইমং ক্রব্যাদং শময়ন্ত্বগ্নিম্ ॥ ৮॥
শান্তো অগ্নিঃ ক্রব্যাচ্ছান্তঃ পুরুষরেষণঃ।
অথো যো বিশ্বদাব্যস্তং ক্রব্যাদমশীশমম্ ॥ ৯॥
যে পর্বতাঃ সোমপৃষ্ঠা আপ উত্তানশীবরীঃ।
বাতঃ পর্জন্য আদগ্নিস্তে ক্রব্যাদমশীশমন্ ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — মেঘের মধ্যে যে বিদ্যুৎ রূপ অগ্নি আছেন এবং জলের মধ্যে যে বড়বানল ইত্যাদি অগ্নি আছেন, মনুষ্যের শরীরে বৈশ্বানর রূপে যে অগ্নি বাস করছেন, সূর্যকান্ত ইত্যাদি মণিসমূহে যে অগ্নি আছেন, তথা অন্য সকল প্রকার অগ্নিসমুদায়কে এই হবিঃ প্রাপ্ত (বা প্রদত্ত) হোক ॥ ১॥ যে অগ্নি সোমলতায় অমৃতময় রসের পরিপাকের নিমিত্ত প্রবিষ্ট হয়ে আছেন, যে অগ্নি গো-ইত্যাদি পশুগণের মধ্যে দুগ্ধকে পরিপক্ক ক'রে তুলছেন, এবং যে অগ্নি পক্ষী, মনুষ্য, চতুষ্পদ প্রাণী ইত্যাদির মধ্যে বর্তমান, এই হবিঃ তাঁদের সকলকে প্রাপ্ত হোক ॥ ২॥ দান ইত্যাদি গুণসম্পন্ন

যে অগ্নিদেব ইন্দ্রের সাথে রথগামী হয়ে থাকেন, যে অগ্নিদেব মনুষ্যগণের মধ্যে বৈশ্বানর রূপে বিরাজিত থাকেন, তথা দাবাগ্নি রূপেও যে অগ্নি অস্তিত্ববান্ এবং যে অগ্নিদেব সংগ্রামে শত্রুগণকে দমনকারী হয়ে যাকে, সেই সকল অগ্নিদেবের উদ্দেশে আমি এই স্তুতিমন্ত্র সহকারে হবিঃ প্রদান করছি। এই আহুতি (হবিঃ) তাঁদের সকলের প্রাপ্ত হোক ॥ ৩॥ বিশ্বকে গ্রাসকারী অগ্নিদেব, ইষ্টফলের দাতা, ধীমান্, সকল কার্য সম্পন্নকারী, শত্রুসংহারক এই সকল প্রকারের অগ্নিদেব এই হবিঃ প্রাপ্ত হোক ॥ ৪ ॥ যাতে প্রাণীগণ সত্তাধারী হয়ে থাকে, সেই সম্বৎসরের ত্রয়োদশ মাস ও পঞ্চ ঋতু যে অগ্নিদেবকে দেবাহ্বানকারী ব'লে জানে, সেই সত্যবাণী যুক্ত ও তাঁর বিভূতি রূপ অগ্নিসমূহের উদ্দেশে এই হবিঃ প্রদত্ত হোক ॥ ৫ ॥ বৃষভ যে অগ্নিদেবের হবিঃ রূপ অন্ন, সোম যাঁর পৃষ্ঠভাগের উপর অবস্থান করেন, যিনি সংসারের বিধায়ক এবং বৈশ্বানর রূপে যিনি জ্যেষ্ঠ, সেই অগ্নির নিমিত্ত প্রদত্ত এই হবিঃ তাঁদের প্রাপ্ত হোক ॥ ৬॥ আকাশ, পৃথিবী ও অন্তরিক্ষলোকে প্রবিষ্ট হয়ে বিচরণশীল অগ্নি, মেঘে বিদ্যুৎ রূপে অধিষ্ঠিত অগ্নি তথা জ্যোতিশ্চক্রে বিচরণকারী অগ্নি এবং সকল দিকে বিরাজমান অগ্নি, সংসারের আশ্রয়ভূত অগ্নি—এই সকলকে এই হবিঃ সমর্পণ করছি। তাঁদের তা প্রাপ্ত হোক ॥ ৭॥ স্তবকারীগণকে দানের নিমিত্ত, যাঁর হস্তে সুবর্ণ বিদ্যমান থাকে, সেই সূর্য এবং ইন্দ্র, মিত্র, বরুন, অগ্নি—তাঁদের সকলকে এই হবিঃ প্রাপ্ত হোক। তাঁরা এই ক্রব্যাৎ (ক্রব্যাদ্ অর্থাৎ মাংসাশী) অগ্নিকে শমিত করণশালী হোন ॥ ৮॥ মাংস ভক্ষক ক্রব্যাদ্ অগ্নি সূর্য ইত্যাদি দেবতাগণের কৃপায় শান্ত হোন; পুরুষের (অর্থাৎ মনুষ্যের) হিংসক অগ্নিও শান্ত হোক এবং সকলকে ভস্ম করণশালী দাবানলকে আমি শান্ত ক'রে দিয়েছি ॥ ৯॥ সোমকে ধারণকারী পর্বতসমূহ, ঊর্ধ্বমুখে শয়নকারী (উত্তানশায়ী) জলসমূহ, মেঘ ও বায়ু এই ক্রব্যাদ্ ইত্যাদি (ক্ষতিকারক) অগ্নিসমূহকে শান্ত ক'রে দিয়েছে ॥ ১০॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — পঞ্চমেনুবাকে পঞ্চ সুক্তানি। তত্র 'যে অগ্নয়ঃ' ইতি প্রথমং সূক্তং। তত্র আদ্যাভিঃ সপ্তভিঃ ক্রব্যাদোপহতগৃহগোষ্ঠক্ষেত্রাদিশান্ত্যর্থং মনিধারণহোমাদিকর্মণি কুর্যাৎ। তানি চ সম্পাতিতপালাশবৃক্ষমনিবন্ধনং আজ্যহোমঃ পালাশসমিদাধানং পালাশেন উদঞ্চনেন উদকহোমঃ। পালাশ্যাং উদপাত্র্যাং যবান্ প্রক্ষিপ্য উদকসহিতযবহোমঃ। তথা অনেন দশর্চেন সর্বেণ সূক্তেন ক্রব্যাচ্ছমনে সক্তূদকং কাম্পীলসমিদ্বয়েন মথিত্বা তং মন্থং পালাশ্যা দর্ব্যা প্রত্যৃচং জুহুয়াৎ। তথা বশাশমনকর্মণি অনেন সূক্তেন বশাং অভিমন্ত্র্য ব্রাহ্মণায় দদ্যাৎ। তথা চ কৌশিকঃ। ...ইত্যাদি ॥ (৩কা. ৫অ. ১সূ)॥

টীকা — পাঁচটি সূক্ত সমন্বিত পঞ্চম অনুবাকের এটি প্রথম সূক্ত। এই সূক্তের প্রথম সাতটি মন্ত্র ক্রব্যাদে উপহত গৃহ, গোষ্ঠ, ক্ষেত্র ইত্যাদির শান্তির নিমিত্ত মণিধারণ ও হোম ইত্যাদি কর্মে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে। এই মন্ত্রের দ্বারা পলাশবৃক্ষমণিবন্ধন, আজ্যহোম, উদকহোম, উদকের সাথে যবহোম ইত্যাদি করণীয়। ক্রব্যাদাগ্নির শমনে এই দশটি ঋকের বিনিয়োগ উল্লিখিত হয়েছে। বশাশমন কর্মে এই সূক্তের দ্বারা বশাকে অভিমন্ত্রিত ক'রে ব্রাহ্মণকে দান করা কর্তব্য।...ইত্যাদি ॥ (৩কা. ৫অ. ১সূ.)॥

দ্বিতীয় সূক্ত : বর্চপ্রাপ্তিঃ

[ঋষি : বশিষ্ঠ। দেবতা : সকল দেবতা, বৃহস্পতিবর্চ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্]

হস্তিবর্চসং প্রথতাং বৃহদ্ যশো অদিত্যা যৎ তন্বঃ সম্বভূব।
তৎ সর্বে সমদুর্মহ্যমেতদ্ বিশ্বে দেবা অদিতিঃ সজোষাঃ ॥ ১॥
মিত্রশ্চ বরুণশ্চেন্দ্রো রুদ্রশ্চ চেততু।
দেবাসো বিশ্বধায়সস্তে মাজ্ঞন্তু বর্চসা ॥ ২॥
যেন হস্তী বর্চসা সম্বভূব যেন রাজা মনুষ্যেষ্বপ্স্বন্তঃ।
যেন দেবা দেবতামগ্র আয়ন্ তেন মামদ্য বর্চসাগ্নে বর্চস্বিনং কৃণু ॥ ৩॥
যৎ তে বর্চো জাতবেদো বৃহদ্ ভবত্যাহুতেঃ।
যাবৎ সূর্যস্য বর্চ আসুরস্য চ হস্তিনঃ।
তাবন্মো অশ্বিনা বর্চ আ ধত্তাং পুষ্করস্রজা ॥ ৪॥
যাবচ্চতস্রঃ প্রদিশশ্চক্ষুর্যাবৎ সমশ্নুতে।
তাবৎ সমৈত্বিন্দ্রিয়ং ময়ি তদ্ধস্তিবর্চসম্ ॥ ৫॥
হস্তী মৃগাণাং সুষদামতিষ্ঠাবান্ বভূব হি।
তস্য ভগেন বর্চসাভি ষিঞ্চামি মামহম্॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ — আমাতে হস্তীর মতো অপ্রধৃষ্ট তেজঃ প্রাপ্ত (বা সঞ্চারিত) হোক। দেবমাতা অদিতির দেহ হ'তে উৎপন্ন মহান্ তেজকে সকল দেবতা ও অদিতিও আমাকে প্রদান করুন ॥ ১॥ দিনের অভিমানী দেবতা মিত্র, রাত্রির অভিমানী দেবতা বরুণ, স্বর্গের রাজা (বা অধিপতি) ইন্দ্র এবং সংহারের দেবতা রুদ্র আমাকে তাঁদের কৃপার পাত্র ব'লে উপলব্ধি করুন। এই মিত্র ইত্যাদি দেবতা সংসারের পোষক। তাঁরা আমাকে আমার অভিলষিত তেজে সম্পন্ন করুন ॥ ২॥ যে তেজের দ্বারা মনুষ্যগণের মধ্যে রাজা তেজস্বী হয়ে থাকেন, যে তেজের দ্বারা জলে জীব তেজস্বী হয়ে থাকে, যে তেজের দ্বারা হস্তী বিশালকায় হয়ে থাকে, যে তেজের দ্বারা অন্তরীক্ষে যক্ষ-গন্ধর্ব ইত্যাদি দেব যোনিবর্গ যশস্বী হয়ে থাকে, যে তেজের দ্বারা ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতাগণ দেবত্ব লাভ করেছিলেন, সেই তেজের দ্বারা, হে অগ্নি! আমাকে তেজস্বী ক'রে দাও ॥ ৩॥ হে জাতবেদা (অর্থাৎ উৎপন্ন প্রাণিসমূহের জ্ঞাতা) ও হবিঃসমূহের দ্বারা আহূত-কৃত অগ্নিদেব! তোমার মধ্যে যত তেজ আছে, সূর্যের মধ্যে যত তেজ আছে, সেইতেজকে পদ্মমালায় সুশোভিত অশ্বিদ্বয় আমাতে ব্যাপ্ত করুন ॥ ৪॥ দর্শন-শক্তি সম্পন্ন নেত্র নক্ষত্র মণ্ডলের যতদূর পর্যন্ত স্থান দর্শন করতে পারে, চারিটি দিক যত পরিমিত স্থান ব্যাপ্ত হয়ে আছে, মহান্ ঐশ্বর্যশালী ইন্দ্রের তত পরিমাণ বৃহৎ চিহ্ন আমার প্রাপ্ত হোক এবং পূর্ব কথিত তেজও আমার প্রাপ্ত হোক ॥ ৫॥ হস্তী অধিক বলবান হওয়ায় বনে বিচরণশীল মৃগ ইত্যাদির উপর শাসনকারী হয়ে তাকে, সেই হস্তীর ভাগ্য রূপ তেজের দ্বারা আমি নিজেকে অভিসিঞ্চিত করছি ॥ ৬॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'হস্তিবর্চসং' ইতি দ্বিতীয়সূক্তেন তেজস্কামো হস্তিদন্তং স্পৃষ্টা উপতিষ্ঠতে।

তথা হস্তিদন্তমনিং অনেন সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য বগ্নীয়াৎ।...তথা অনেন সূক্তেন পুরোহিতো হস্তিনং অভিমন্ত্র্য রাজ্ঞে প্রাতঃ প্রাতঃ প্রযচ্ছেৎ। তৎ উক্তং পরিশিষ্টে।...ইত্যাদি ॥ (৩কা. ৫অ. ২সূ)॥

টীকা — তেজস্কামী জন এই সূক্তমন্ত্র পাঠ পূর্বক হস্তিদন্ত স্পর্শ ক'রে অবস্থিত থাকবেন এবং এই মন্ত্রের দ্বারা হস্তিদন্তমনি অভিমন্ত্রিত ক'রে ধারন করবেন। পুরোহিত এই সূক্তমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত হস্তী রাজাকে প্রদান করবেন। এছাড়া ব্রাহ্য নামক মহাশান্তি কর্মে হস্তীদন্তমণিবন্ধনে এই সূক্তের বিনিয়োগ হয়ে থাকে।....ইত্যাদি ॥ (৩কা. ৫অ. ২সূ) ॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : বীর-প্রসূতিঃ

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : যোনি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, বৃহতী]

যেন বেহদ্ বভূবিথ নাশয়ামসি তৎ ত্বৎ।
ইদং তদন্যত্র ত্বদপ দূরে নি দধ্মসি॥ ১॥
আ তে যোনিং গর্ভ এতু পুমান্ বাণ ইবেষুধিম্
আ বীরোহত্র জায়তাং পুত্রস্তে দশমাস্যঃ॥ ২॥
পুমাংসং পুত্রং জনয় তং পুমাননু জায়তাম্।
ভবাসি পুত্রাণাং মাতা জাতানাং জনয়াশ্চ যান্॥ ৩॥
যানি ভদ্রাণি বীজান্যৃষভা জনয়ন্তি চ।
তৈস্ত্বং পুত্রং বিন্দস্ব সা প্রসূর্ধেনুকা ভব॥ ৪॥
কৃণোমি তে প্রাজাপত্যমা যোনিং গর্ভ এতু তে।
বিন্দস্ব ত্বং পুত্রং নারি যস্তুভ্যং শমসচ্ছমু তস্মৈ ত্বং ভব॥ ৫॥
যাসাং দ্যৌঃ পিতা পৃথিবী মাতা সমুদ্রো মূলং বীরুধাং বভূব।
তাস্ত্বা পুত্রবিদ্যায় দৈবীঃ প্রাবন্ত্বোষধয়ঃ ॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ — হে স্ত্রী! তুমি যে পাপ হ'তে উৎপন্ন রোগের দ্বারা বন্ধ্যা হয়েছো, সেই পাপ-রোগকে আমি তোমার থেকে পৃথক্ করছি। সেই রোগ যাতে পুনরায় না প্রকট হ'তে পারে, সেই ভাবে তাকে দূর ক'রে দিচ্ছি ॥ ১॥ হে নারী! বাণ স্বভাবতঃ যেমন তূণীরে গমন করে (বা অবস্থান করে), সেইরকমেই তোমার প্রজননাঙ্গ বীর্যযুক্ত (অর্থাৎ পুরুষ-ভ্রূণরূপ) গর্ভ প্রাপ্ত হোক। সেই গর্ভ পুত্র-রূপে পরিণতি প্রাপ্ত হয়ে দশ মাস পরে প্রসবকালে প্রকট হোক ॥ ২॥ হে স্ত্রী! তুমি পুরুষ-সন্তানকে (অর্থাৎ পুত্রকে) উৎপন্ন করো।পুত্রের পরে পুত্রই উৎপন্ন হোক, এমন অটুট নিয়মের দ্বারা তুমি পুত্রবতী হয়ে থাকো ॥ ৩॥ হে স্ত্রী! যে অমোঘ বীর্যের দ্বারা বৃষভগণ গাভীগুলিতে বৎস উৎপন্ন ক'রে থাকে, সেই রকমেই (অর্থাৎ পুরুষের সেই রকম অব্যর্থ বীর্যে) তুমি পুত্রলাভ করো ॥ ৪॥ হে স্ত্রী! ব্রহ্মা কর্তৃক বিরচিত প্রজনন সম্বন্ধী নিয়ম অনুসারে আমি তোমার নিমিত্ত এই বিধান (কর্ম) করছি। তোমার গর্ভে গর্ভ সুখদানশালী পুত্র প্রাপ্ত হোক ॥ ৫॥

উপর দিকে বৃদ্ধিশালী ঔষধিসমূহের পিতা হলো আকাশ এবং বীজ ধারণকারিণী পৃথিবী হলো মাতা। সেই ঔষধিসমূহ জলের দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে থাকে। সেই ঔষধি তোমাকে পুত্র প্রাপ্ত করানোর নিমিত্ত গর্ভের রক্ষক হোক ॥ ৬॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — "যেন বেহৎ বভূবিথ' ইতি তৃতীয় সূক্তেন পুংসবনকর্মণি বানং অভিমন্ত্র্য স্ত্রিয়া মূর্ধ্নি বিবৃহেৎ। তথা অনেন সূক্তেন আজ্যং হুত্বা শরমণিং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য বধ্নীয়াৎ। তথা (কাল) চমসে সরূপবৎসায়া গোর্দুগ্ধে ব্রীহিযবৌ প্রক্ষিপ্য আলোড্য অধ্যণ্ডে বিবৃহেৎ। তথা পলাশবিদার্যৌ একত্র পিষ্ট্বা অনেন সূক্তেন অভিমন্ত্র্য দক্ষিণেনাঙ্গুষ্ঠেন স্ত্রিয়া দক্ষিণস্যাং নাসিকায়াং নস্যং কুর্যাৎ।...ইত্যাদি ॥ (৩কা. ৫অ. ৩সূ)॥

টীকা — এই সূক্ত-মন্ত্রের দ্বারা পুংসবন কর্মে (অর্থাৎ গর্ভিণীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাসে কর্তব্য সংস্কারবিশেষে) বাণ অভিমন্ত্রিত ক'রে স্ত্রীর মস্তকে ধারণীয়। এই সূক্ত-মন্ত্রের দ্বারা আজ্যাহুতি প্রদান পূর্বক শর-মণি অভিমন্ত্রিত ক'রে বন্ধন (ধারণ) করণীয়।...ইত্যাদি ॥ (৩কা. ৫অ. ৩সূ) ॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : সমৃদ্ধি-প্রাপ্তিঃ

[ঋষি : ভৃগু। দেবতা : বনস্পতি, প্রজাপতি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, পংক্তি]

পয়স্বতীরোষধয়ঃ পয়স্বন্মামকং বচঃ।
অথো পয়স্বতীনামা ভরেঽহং সহস্রশঃ ॥ ১॥
বেদাহং পয়স্বন্তং চকার ধান্যং বহু।
সংভৃত্বা নাম যো দেবস্তং বয়ং হবামহে যো যো অযজ্বনো গৃহে ॥ ২॥
ইমা যাঃ পঞ্চ প্রদিশো মানবীঃ পঞ্চ কৃষ্টয়ঃ।
বৃষ্টে শাপং নদীরিবেহ স্ফাতিং সমাবহান্ ॥ ৩॥
উদুৎসং শতধারং সহস্রধারমক্ষিতম্।
এবাস্মাকেদং ধান্যং সহস্রধারমক্ষিতম্ ॥ ৪॥
শতহস্ত সমাহর সহস্রহস্ত সং কির।
কৃতস্য কার্যস্য চেহ স্ফাতিং সমাবহ ॥ ৫॥
তিস্রো মাত্রা গন্ধর্বাণাং চতস্রো গৃহাপত্ন্যাঃ।
তাসাং যা স্ফাতিমত্তমা তয়া ত্বাভি মৃশামসি ॥ ৬॥
উপেহশ্চ সমূহশ্চ যাত্তারৌ তে প্রজাপতে।
তাবিহা বহতাং স্ফাতিং বহুং ভূমানমক্ষিতম্ ॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ — ধান্য, যব ইত্যাদি সারযুক্ত (অর্থাৎ ঔষধিসম্পন্ন) হোক; তেমনই আমার বাক্যও সারযুক্ত (অর্থাৎ অব্যর্থ বা সকলের গ্রহণীয়) হোক। আমি সেই সারযুক্ত ধান্য ইত্যাদি (ঔষধিকে) লাভ করবো ॥১॥ আমি সেই সারবান্ দেবতাকে জ্ঞাত আছি; তিনি ধান্য ইত্যাদির

বৃদ্ধি-করণশালী। ধান্য ইত্যাদিকে একত্র-করণশালী দেবতাকে আমরা আহ্বান করছি। অযাজ্ঞিক ধনবানের সমস্ত ধন তাদের গো-ইত্যাদি সহ সম্ভৃত্বা নামক (সঞ্চয়ের) দেবতা আমাদের প্রদান করুন ॥২॥ এই পরিদৃশ্যমান পঞ্চ দিক (পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ-উর্ধ্ব) ও পঞ্চ প্রকার মনুষ্য (ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র-নিষাদ) এই যজমানকে ধন-ধান্যে নানা রকমে সম্পন্ন (সমৃদ্ধ) করুক, যেমন বর্ষা হ'লে নদীর প্রবাহ জলে পতিত জীবসমূহকে এক স্থান হ'তে অপর স্থানে নিয়ে যায় ॥৩॥ সহস্র ধারায় সম্পন্ন হওয়ার পরও জলের উৎপত্তিস্থল যেমন ক্ষীণতা-রহিত থেকে যায়, সেই রকম এই সঞ্চিত ধান্য অনেক ধারায় প্রদত্ত হ'লেও যেন ক্ষীণ (বা ক্ষয়) না হয়ে যায় ॥৪॥ হে দেব! তোমার শত সংখ্যক হস্ত আছে। সেগুলির দ্বারা ধন আনয়ন ক'রে আমাদের প্রদান করো। হে সহস্র হস্তশালী! তোমার সেই হস্তগুলির দ্বারা ধন আনয়ন ক'রে আমাদের প্রদান করো; এবং আমাদের দ্বারা সম্পাদিত তথা সম্পাদিতব্য কার্যগুলিকে সমৃদ্ধির সাথে আমাদের সম্পন্ন করাও ॥৫॥ গন্ধর্ববর্গের সমৃদ্ধির কারণ স্বরূপ তিনটি কলা অংশ আছে, তথা অপ্সরাবৃন্দের সমৃদ্ধির হেতুভূত চারিটি কলা আছে; সেইগুলির মধ্যে যা অত্যন্ত সম্পন্ন (বা সমৃদ্ধ) যে কলা, তার দ্বারা আমরা, হে ধান্য! তোমাকে স্পর্শ করাচ্ছি ॥৬॥ হে প্রজাপতি! ধান্যকে নিকটে আনয়নশালী উপোহ দেব এবং প্রাপ্ত ধনের বৃদ্ধি-করণশালী সমূহ দেব, এই দু'জন তোমার সারথিস্বরূপ । অনেক প্রকারে ধন-ধান্যকে বৃদ্ধি-করণের নিমিত্ত তুমি তাঁদের উভয়কে আনয়ন (প্রেরণ) করো ॥৭॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — ''পয়স্বতীঃ ওষধয়' ইত্যস্য ধান্যসমৃদ্ধিকর্মসু বিনিয়োগঃ।...'পয়স্বতীঃ' ইত্যাদ্যয়া পিতৃমেধকর্মণি শবদাহানন্তরং স্নানং কুর্যাৎ।..ইত্যাদি ॥ (৩কা. ৫অ. ৪সূ)॥

টীকা — এই সূক্তটি ধান্য-সমৃদ্ধি কর্মে বিনিয়োগ হয়ে থাকে। পিতৃমেধ কর্মে শবদাহের পর এই মন্ত্রে স্নান করণীয়।....ইত্যাদি ॥ (৩কা. ৫অ. ৪সূ) ॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : কামস্য ইষুঃ

[ঋষি : ভৃগু। দেবতা : কামবাণ, মিত্রাবরুণ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

উত্তুদস্ত্বোৎ তুদতু মা ধৃথাঃ শয়নে স্বে।
ইষুঃ কামস্য যা ভীমা তয়া বিধ্যামি ত্বা হৃদি ॥ ১॥
আধীপর্ণাং কামশল্যামিষুং সংকল্পকুল্মলাম্।
তা সুসংনতাং কৃত্বা কামো বিধ্যতু ত্বা হৃদি ॥ ২॥
যা প্লীহানং শোষয়তি কামস্যেষুঃ সুসংনতা।
প্রাচীনপক্ষা ব্যোষা তয়া বিধ্যামি ত্বা হৃদি ॥ ৩॥
শুচা বিদ্ধা ব্যোষয়া শুষ্কাস্যাভি সর্প মা।
মৃদুর্নিমন্যুঃ কেবলী প্রিয়বাদিন্যনুব্রতা ॥ ৪॥
আজামি ত্বাজন্যা পরি মাতুরথো পিতুঃ।
যথা মম ক্রতাবসো মম চিত্তমুপায়সি ॥ ৫॥

ব্যস্যৈ মিত্রাবরুণৌ হৃদশ্চিত্তান্যস্যতম্।
অথৈনামক্রতুং কৃত্বা মমৈব কৃণুতং বশে ॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ — হে স্ত্রী! উত্তুদ নামক দেবতা অত্যন্ত ব্যথিত-করণশালী; তিনি তোমাকে কামার্ত করুন। তুমি কামের বাণের দ্বারা বিদ্ধ হয়ে কামবিকারে ব্যাকুল হয়ে পালঙ্কের উপর শয়ন করতে পছন্দ করোনি। আমি তোমার উপর কামের ভয়প্রদ বাণ চালনা করছি ॥ ১॥ রমণ করার অভিলাষ রূপ পর্ণগুলি যে কামরূপ বাণের অগ্রভাগে যুক্ত হৃদয়ভেদক লৌহ-শলাকা-তুল্য, তা ভোগাত্মক সঙ্কল্পে যুক্ত মশালের মতো (দাহপ্রদ); সেই বাণে আরোহিত হয়েই কামদেব তোমাকে বিদ্ধ করছেন ॥ ২॥ কামদেবের দ্বারা উত্তম প্রকারে নিক্ষিপ্ত বাণ প্রাণের আশ্রয় রূপ প্লীহাকে শোষণ (শুষ্ক) করুক। সরল ফলাসম্পন্ন তথা অনেক রকমে সন্তপ্ত করণশালী বাণের দ্বারা আমি তোমার হৃদয়কে আক্রান্ত করছি ॥ ৩॥ এই সন্তাপময় বাণের দ্বারা তোমার কণ্ঠ শুষ্ক হোক! তুমি আপন ইচ্ছাকে ব্যক্ত করতে উত্তাপের কারণে অসমর্থ হয়ে আমাকে প্রাপ্ত হও। প্রণয়-কলহকে ত্যাগ করে মৃদু-ভাষিণী হও এবং আমার অনুকূলে চলো ॥ ৪॥ (কামরূপ) কশার দ্বারা তাড়না ক'রে আমি তোমাকে আমার অভিমুখিনী করছি। তোমাকে তোমার মাতা-পিতার নিকট হ'তেও আমি আপন সম্মুখে আগমনের আহ্বান করছি, যাতে তুমি আমার মতানুকূলা হয়ে আমাকে প্রাপ্ত হও ॥ ৫॥ হে মিত্র ও বরুণ দেবদ্বয়! এই স্ত্রীর হৃদয়কে জ্ঞান-শূন্য ক'রে দাও। এ যাতে কার্য বা অকার্য বিস্মৃত হয়ে যায় এবং আমার বশীভূতা হয়ে থাকে, এমন করো॥ ৬॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'উত্তুদস্ত্বা' ইতি সূক্তং জপন স্ত্রীবশীকরণকামঃ অঙ্গুল্যা স্ত্রিয়ং নুদেৎ। তথা অনেন সূক্তেন একবিংশতি বদরীকন্টকান্ ঘৃতাক্তান্ আদধ্যাৎ। তথা একবিংশতিবদরী-প্রাপ্তানি সূত্রেন বেষ্টয়িত্বা অনেন সূক্তেন সকৃজ্জুহুয়াৎ। এবং অনেনৈব সূক্তেন কুষ্ঠং নবনীতেন অভ্যজ্য ত্রিকালং অগ্নৌ প্রতপেৎ। তথা অনেন সূক্তেন খট্টায়া অধোমুখপট্টিকাং গৃহীত্বা ত্রিরাত্রং স্বপ্যাৎ। তথা অনেন সূক্তেন উষ্ণোদকং ত্রিপাদে শিকো প্রবধ্য অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং মর্দয়ন্ শয়ীত। তথা লিখিতাং প্রতিকৃতিং সূত্রোক্তলক্ষণয়া ইষ্বা বিধ্যেৎ। তৎ উক্তং কৌশিকেন।...ইত্যাদি ॥ (৩কা. ৫অ. ৫সূ)॥

টীকা — এই সূক্ত-মন্ত্রগুলি জপ পূর্বক স্ত্রীবশীকরণ কামনায় অঙ্গুলির দ্বারা স্ত্রীকে তাড়না করণীয়। তথা একবিংশতি সংখ্যক বদরীকন্টক ঘৃতে সিক্ত ক'রে সেগুলির প্রাপ্তভাগ একটি সূত্রের দ্বারা বেষ্টন ক'রে এই সূক্ত-মন্ত্রে হোম করণীয়।....ইত্যাদি ॥ (৩কা. ৫অ. ৫সূ) ॥

◆ ◆

ষষ্ঠ অনুবাক

প্রথম সূক্ত : দিক্ষু আত্মরক্ষা

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : সাগ্নয়ো হেতয় প্রভৃতি। ছন্দ : জগতী]

যেঽস্যাং স্থ প্রাচ্যাং দিশি হেতয়ো নাম দেবাস্তেষাং বো অগ্নিরিষবঃ।
তে নো মৃড়ত তে নোঽধি ব্রূত তেভ্যো বো নমস্তেভ্যো বঃ স্বাহা ॥ ১॥

যেঽস্যাং স্থ দক্ষিণায়াং দিশ্যবিষ্যবো নাম দেবাস্তেষাং বঃ কাম ইষবঃ।
তে নো মৃড়ত তে নোঽধি ব্রূত তেভ্যো বো নমস্তেভ্যো বঃ স্বাহা ॥ ২॥
যেঽস্যাং স্থ প্রতীচ্যাং বৈরজা নাম দেবাস্তেষাং ব আপ ইষবঃ।
তে নো মৃড়ত তে নোঽধি ব্রূত তেভ্যো বো নমস্তেভ্যো বঃ স্বাহা ॥ ৩॥
যেঽস্যাং স্থোদীচ্যাং দিশি প্রবিধ্যন্তো নাম দেবাস্তেষাং বো বাত ইষবঃ।
তে নো মৃড়ত তে নোঽধি ব্রূত তেভ্যো বো নমস্তেভ্যো বঃ স্বাহা ॥ ৪॥
যেঽস্যাং স্থ ধ্রুবায়াং দিশি নিলিম্পা নাম দেবাস্তেষাং ব ওষধীরিষবঃ।
তে নো মৃড়ত তে নোঽধি ব্রূত তেভ্যো বো নমস্তেভ্যো বঃ স্বাহা ॥ ৫॥
যেঽস্যাং স্থোর্ধ্বায়াং দিশ্যবস্বন্তো নাম দেবাস্তেষাং বো বৃহস্পতিরিষবঃ।
তে নো মৃড়ত তে নোঽধি ব্রূত তেভ্যো বো নমস্তেভ্যো বঃ স্বাহা ॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ — হে গন্ধর্বগণ! তোমরা দান ইত্যাদি গুণসমূহে যুক্ত আছো। তোমরা আমাদের পূর্ব দিকে হেতয় নামধারী হয়ে উপদ্রবকারীদের নাশক রূপে নিবাস ক'রে থাকো। তোমাদের বাণ অগ্নির ন্যায় তীক্ষ্ণ। তোমরা আমাদের রক্ষা-করণে সমর্থ। অতএব আমাদের সুখ প্রদান করো। আমাদের শত্রু সর্প-বৃশ্চিক ইত্যাদিকে বিনাশ করো। এবং অধিক অধিক ভাবে বলো—'এরা (অর্থাৎ আমরা) আমাদের (অর্থাৎ তোমাদের)। তোমাদের উদ্দেশে প্রণাম জ্ঞাপন করছি। তোমরা আমাদের এই আহুতি প্রাপ্ত হও ॥ ১॥ 'হে গন্ধর্ববর্গ!' তোমরা আমাদের দক্ষিণ দিকে অবস্যব নামধারী হয়ে পালনেচ্ছু রূপে নিবাস ক'রে থাকো। তোমাদের বান আমাদের ইচ্ছাকে পূর্ণ-করণে সমর্থ। তোমরা আমাদের সুখ প্রদান করো। তোমাদের উদ্দেশে প্রণাম জ্ঞাপন করছি। তোমরা আমাদের এই আহুতি প্রাপ্ত হও ॥ ২॥ হে গন্ধর্বরূপী দেবতাগণ! তোমরা আমাদের পশ্চিম দিকে বৈরাজ নামধারী হয়ে অন্নপ্রদাতা রূপে নিবাস ক'রে থাকো। বৃষ্টির জল হলো তোমাদের বাণ। তোমরা আমাদের রক্ষা-করণে সমর্থ। অতএব তোমরা আমাদের সুখ প্রদান করো। আমরা তোমাদের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করছি। তোমরা আমাদের এই আহুতি প্রাপ্ত হও ॥ ৩॥ হে দান ইত্যাদি গুণসম্পন্ন গন্ধর্বগণ! তোমরা প্রবিধ্যন্ত নামধারী হয়ে আমাদের শত্রুবর্গকে তাড়নাকারী রূপে আমাদের উত্তর দিকে অবস্থান ক'রে থাকো। তোমাদের বাণ বায়ুর ন্যায় বেগবান্। তোমরা আমাদের রক্ষা-করণে সমর্থ। অতএব আমাদের সুখ প্রদান করো। তোমাদের উদ্দেশে আমরা প্রণাম জ্ঞাপন করছি। তোমরা আমাদের এই আহুতি গ্রহণ করো ॥ ৪॥ হে দেবতাগণ! তোমরা নিলিম্পা নামধারী হয়ে সর্বথা লিপ্ত রূপে এই নিম্ন দিকে অবস্থান ক'রে থাকো। ধান্য, যব, বৃক্ষ, গুল্ম ইত্যাদি ঔষধিসমূহই তোমাদের বাণ। তোমরা আমাদের রক্ষা-করণে সমর্থ। অতএব আমাদের সুখ প্রদান করো। তোমাদের উদ্দেশে আমরা প্রণাম জ্ঞাপন করছি। তোমরা আমাদের এই আহুতি গ্রহণ করো ॥ ৫॥ হে অবস্বন্ত নামক রক্ষকরূপী দেবতাগণ! তোমরা আমাদের ঊর্ধ্বদিকে বাস ক'রে থাকো। মন্ত্রের দেবতা (বা অধিপতি) বৃহস্পতি তোমাদের বাণ। তোমরা আমাদের রক্ষা-করণে সমর্থ। অতএব আমাদের সুখী করো। নমস্কার যুক্ত এই ঘৃত ইত্যাদির দ্বারা সম্পন্ন হবিঃ তোমাদের নিমিত্ত অর্পিত হচ্ছে, তোমরা তা গ্রহণ করো ॥ ৬॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — ষষ্ঠেনুবাকে ষট্ সূক্তানি। তত্র 'যে অস্যাম্ স্থ' ইত্যাভ্যাং সূক্তাভ্যা স্বসেনায়া

উৎসাহজননকর্মণি প্রত্যচং প্রতিদিশং উপস্থানং কুর্যাৎ।....তথা আভ্যাং সূক্তাভ্যাং স্বস্ত্যয়নকর্মণি আজ্যপালাশাদি ত্রয়োদশ দ্রব্যাণি জুহুয়াৎ।...তথা চ সর্পবৃশ্চিকাদিভয়নিবৃত্তিকামং গৃহক্ষেত্রাদিষু সিকতা অভিমন্ত্র্য পরিতঃ প্রকিয়েৎ। তথা (আভ্যং) সূক্তাভ্যাং তৃণমালাং সম্পাত্য গৃহনগরাদিদ্বারে বধ্নীয়াৎ। তথা আভ্যাং গোময়ং অভিমন্ত্র্য তস্য গৃহে বিসর্জনং দ্বারি নিখননং অগ্নৌ হোমং (চ) কুর্যাৎ।...ইত্যাদি ॥ (৩কা. ৬অ. ১সূ)॥

টীকা — আপন সৈন্যবর্গকে যুদ্ধে উৎসাহজনন কর্মে ষষ্ঠ অনুবাকের ছয়টি সূক্তের মধ্যে এই প্রথম সূক্তটি বিনিযুক্ত হয়ে থাকে। স্বস্তয়ন কর্মে এই সূক্তমন্ত্রগুলির দ্বারা আজ্যপলাশ ইত্যাদি ত্রয়োদশ দ্রব্য সহকারে হোম করণীয়। সেইরকম সর্প-বৃশ্চিক ইত্যাদির ভয় নিবৃত্তির কামনায় গৃহক্ষেত্রের চারিদিকে এই সূক্তমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত সিকতা বিক্ষিপ্ত করা কর্তব্য। এই সূক্তের দ্বারা তৃণমালা অভিমন্ত্রিত ক'রে গৃহ নগর ইত্যাদির দ্বারে (প্রবেশ পথের সম্মুখে) বন্ধন করণীয়। এই সূক্তমন্ত্রে গোময় অভিমন্ত্রিত ক'রে গৃহে বিক্ষেপণ, দ্বারদেশে নিখনন ও অগ্নিহোম করণীয়।....ইত্যাদি ॥ (৩কা. ৬অ. ১সূ) ॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : শত্রুনিবারণম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : প্রাচী, অগ্নি প্রভৃতি। ছন্দ : অষ্টি, পঞ্চপদা।]

প্রাচী দিগগ্নিরধিপতিরসিতো রক্ষিতাদিত্যা ইষবঃ।
তেভ্যো নমোঽধিপতিভ্যো নমো রক্ষিতৃভ্যো নম ইষুভ্যো নম এভ্যো অস্তু।
যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মস্তং বো জম্ভে দধ্মঃ ॥ ১॥
দক্ষিণা দিগিন্দ্রোঽধিপতিস্তিরশ্চিরাজী রক্ষিতা পিতরঃ ইষবঃ।
তেভ্যো নমোঽধিপতিভ্যো নমো রক্ষিতৃভ্যো নম ইষুভ্যো নম এভ্যো অস্তু।
যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মস্তং বো জম্ভে দধ্মঃ ॥ ২॥
প্রতীচী দিগ্ বরুণোঽধিপতিঃ পৃদাকূ রক্ষিতান্নমিষবঃ।
তেভ্যো নমোঽধিপতিভ্যো নমো রক্ষিতৃভ্যো নম ইষুভ্যো নম এভ্যো অস্তু।
যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মস্তং বো জম্ভে দধ্মঃ ॥ ৩॥
উদীচী দিক্ সোমোঽধিপতিঃ স্বজো রক্ষিতাশনিরিষবঃ।
তেভ্যো নমোঽধিপতিভ্যো নমো রক্ষিতৃভ্যো নম ইষুভ্যো নম এভ্যো অস্তু।
যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মস্তং বো জম্ভে দধ্মঃ ॥ ৪॥
ধ্রুবা দিগ্ বিষ্ণুরধিপতিঃ কল্মাষগ্রীবো রক্ষিতা বীরুধ ইষবঃ।
তেভ্যো নমোঽধিপতিভ্যো নমো রক্ষিতৃভ্যো নম ইষুভ্যো নম এভ্যো অস্তু।
যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মস্তং বো জম্ভে দধ্মঃ ॥ ৫॥
ঊর্ধ্বা দিগ্ বৃহস্পতিরধিপতিঃ শ্বিত্রো রক্ষিতা বর্ষমিষবঃ।
তেভ্যো নমোঽধিপতিভ্যো নমো রক্ষিতৃভ্যো নম ইষুভ্যো নম এভ্যো অস্তু।
যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মস্তং বো জম্ভে দধ্মঃ ॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ — পূর্ব দিক আমাদের প্রতি কৃপাশালিনী হোক। সেই দিকের অধিস্বামী হলেন অগ্নি এবং জগৎসংসারের রক্ষার নিমিত্ত সেই দিকে নিবাসকারী হয়ে আছে কৃষ্ণকায় সর্প; ধাতা অর্যমা ইত্যাদি অদিতির পুত্রগণ সেই দিকের বাণ বা আয়ুধস্বরূপ; অগ্নি ইত্যাদি, অদিতি ইত্যাদি সকলের উদ্দেশে নমস্কার জ্ঞাপন করছি। আমাদের এই নমস্কার তাঁদের সকলকে প্রসন্ন করুক। হে অগ্নি প্রমুখ দেবতাগণ! আমাদের পীড়া-দানকারী শত্রুকে তোমাদের জম্ভে (অর্থাৎ উন্মুক্ত মুখবিবরস্থায়ী দন্তে) নিক্ষেপ করছি। তাকে ভক্ষণ করো ॥ ১॥ দক্ষিণ দিক আমাদের নিমিত্ত কল্যাণময়ী হোক। সেই দিকের অধিস্বামী হ'লেন ইন্দ্র এবং দিক-রক্ষক হয়ে আছে তির্যকরূপী সর্প; সেখানকার দুষ্ট-নাশক বাণরূপ হলেন পিতৃদেব; এঁদের সকলকে নমস্কার। আমাদের এই নমস্কার তাঁদের সকলকে হর্ষিত করুক। যে আমাদের শত্রুতা করে এবং আমরা যাকে বিদ্বেষ ক'রি, তাকে তোমাদের জম্ভে (দন্তে) ভক্ষণার্থ নিক্ষেপ করছি ॥ ২॥ পশ্চিম দিক আমাদের প্রতি অনুগ্রহ-করণশালিনী হোক। সেই দিকের অধিস্বামী হ'লেন বরুণ; রক্ষক পৃদাকু নামক কুৎসিত শব্দকারী সর্প; ধান-যব ইত্যাদিরূপ অন্ন তার বাণ। এঁদের সকলকে নমস্কার। আমাদের এই নমস্কার এঁদের সকলকে প্রসন্ন করুক। যে আমাদের সাথে বৈরিতা করে এবং আমরা যার বৈরিতা ক'রি, তাকে আমরা তোমাদের জম্ভে ভক্ষণার্থ অর্পণ করছি ॥ ৩॥ উত্তর দিক আমাদের প্রতি অনুগ্রহশালিনী হোক। সেই দিকের অধিপতি হলেন সোম, স্বয়ং উৎপন্ন স্বজ নামক সর্প হলো রক্ষক এবং দুষ্টকে শমন-করণশালী অশনিই তার বাণ। এঁদের সকলকে নমস্কার। এই নমস্কার এঁদের সকলকে প্রসন্ন করুক। যে আমাদের প্রতি শত্রুতাচরণ করে এবং আমরা যার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, তাকে তোমাদের জম্ভে ভক্ষণের নিমিত্ত নিক্ষেপ করছি ॥ ৪॥ যে নিম্ন দিক ধ্রুব নামে প্রসিদ্ধ, সে আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুক। এই দিকের অধিপতি হ'লেন বিষ্ণু। কল্মাষগ্রীব নামে কৃষ্ণবর্ণের গ্রীবাশালী সর্প এর রক্ষক এবং ঔষধিই তার বাণ। এঁদের সকলকে নমস্কার করছি। এই নমস্কার এঁদের সকলকে প্রসন্ন করুক। আমরা যার বিদ্বেষী এবং যে আমাদের বিদ্বেষ করে, তাকে আমরা তোমাদের জম্ভে (দন্তে) নিক্ষেপ করছি। তোমরা তাকে ভক্ষণ করো ॥ ৫॥ উপরে স্থিত যে দিক, তা আমাদের অভিলাষ-পূরণকারিণী হোক। সেই দিকের অধিপতি হ'লেন বৃহস্পতি, রক্ষক হলো শ্বিত্র নামক শ্বেতবর্ণশালী সর্প, এবং তার বাণ বা আয়ুধ হলো দুষ্টকে নিগ্রহকারী বৃষ্টির জল। আমরা এই সকলের উদ্দেশে নমস্কার জ্ঞাপন করছি। এই নমস্কার এঁদের সকলকে প্রসন্ন করুক। আমরা যার সাথে শত্রুতা ক'রে থাকি এবং আমাদের সাথে যে শত্রুতা করে, তাকে ভক্ষণের নিমিত্ত তোমাদের জম্ভে নিক্ষেপ করছি ॥ ৬॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'প্রাচী দিক্' ইতি সূক্তস্য পূর্বসূক্তেন সহ স্বসেনোৎসাহজনন কর্মণি স্বস্ত্যয়নকর্মাদৌ চ বিনিয়োগোভিহিতঃ।...ইত্যাদি ॥ (৩কা. ৬অ. ২সূ) ॥

টীকা — এই সূক্তমন্ত্রগুলি পূর্ববর্তী সূক্তের সাথে আপন সৈন্যগণের উৎসাহজনন কর্মে ও স্বস্ত্যয়নকর্মে বিনিয়োগ হয়।...ইত্যাদি ॥ (৩কা. ৬অ. ২সূ) ॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : পশুপোষণম্

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : যামিনী। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, ককুভ্, ত্রিষ্টুপ্]

একৈকয়ৈষা সৃষ্ট্যা সং বভূব যত্র গা অসৃজন্ত ভূতকৃতো বিশ্বরূপাঃ।
যত্র বিজায়তে যমিন্যপর্তুঃ সা পশূন্ ক্ষিণাতি রিফতী রুশতী ॥ ১॥
এষা পশূন্ত্সং ক্ষিণাতি ক্রব্যাদ্ ভূত্বা ব্যদ্বরী।
উতৈনাং ব্রহ্মণে দদ্যাৎ তথা স্যোনা শিবা স্যাৎ ॥ ২॥
শিবা ভব পুরুষেভ্যো গোভ্যা অশ্বেভ্যঃ শিবা।
শিবাস্মৈ সর্বস্মৈ ক্ষেত্রায় শিবা ন ইহৈধি ॥ ৩॥
ইহ পুষ্টিরিহ রস ইহ সহস্রসাতমা ভব।
পশূন্ যমিনি পোষয় ॥ ৪॥
যত্রা সুহার্দঃ সুকৃতো মদন্তি বিহায় রোগং তন্বঃ স্বায়াঃ।
তং লোকং যমিন্যভিসংবভূব সা নো মা হিংসীৎ পুরুষান্ পশূংশ্চ ॥ ৫॥
যত্রা সুহার্দাং সুকৃতামগ্নিহোত্রহুতাং যত্র লোকঃ।
তং লোকং যমিন্যভিসংবভূব সা নো মা হিংসীৎ পুরুষান্ পশূংশ্চ ॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ — পৃথিবী ইত্যাদির আদি রচয়িতা ভূতকৃৎ নামক ঋষিগণ একটি একটি ক'রে অনেক বর্ণশালিনী গো-ইত্যাদি সৃষ্টি করেন। এক এক বারে একটি ক'রে সন্তান জাত হওয়া রূপ শুভসৃষ্টি সম্পর্কিত এই বিধান বিধাতারই রচনা। এই সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্ট বীজ (বীর্য) ও রজের দ্বারা যদি কোন গাভী যমজ সন্তান উৎপন্ন করে, তবে তা যজমানের গো-ইত্যাদি পশুসমূহের ক্ষয় এবং চোর, সিংহ ইত্যাদির দ্বারা নাশের কারণ হয়ে থাকে ॥ ১॥ এই যমজ-সন্তান-প্রসবকারিনী গাভী তেমন ভাবেই নাশক হয়ে ওঠে (অর্থাৎ পরিগণিত হয়), যেমন মাংসভক্ষক জীব হয়ে থাকে। সেই অভিচার ইত্যাদির সন্তাপপ্রদ ফলের কারণে যজমানের গাভীগুলি হিংসার কারণ হয়ে ওঠে। এইরকম গাভী ব্রাহ্মণকে দান করলে তবে সে পুত্র-পৌত্র ইত্যাদির সাথে যুক্ত হয়ে সৌভাগ্যবতী হয়ে থাকে ॥ ২॥ হে যমজ-বৎস-প্রসবকারিণী ধেনু! তুমি মনুষ্যকে সুখী করণশালিনী হও; অপর গাভী ও অশ্বের পক্ষেও সুখের হেতুভূতা হও। যজমানের সকল শস্যক্ষেত্রের নিমিত্তও সুখদায়িনী হও ॥ ৩॥ এই গৃহে গো-ইত্যাদি ধন পুষ্ট হোক, দুগ্ধ ঘৃত ইত্যাদি বৃদ্ধিপাপ্ত হোক। হে যমজ-বৎসবতী মাতা! তুমি এই যজমানের পশুসমূহকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করাও এবং যজমানকে সহস্র ধন প্রদান করো ॥ ৪॥ যে লোকে সুন্দর হৃদয়সম্পন্ন ও উত্তম কর্মশালী পুরুষগণ স্বস্থ (অর্থাৎ নিরুদ্বিগ্ন) ও প্রসন্ন হয়ে থাকে, সেখানে যদি যমজ-বৎস-প্রসবিনী গাভী সম্মুখে আগত হয়ে যায়, তবু সে যেন আমাদের মনুষ্য ও পশুগণের হিংসক না হয় ॥ ৫॥ যে লোকে সুন্দর হৃদয়শালী, শোভন জ্ঞানসম্পন্ন এবং সুকর্মকুশল মনুষ্যগণ যজ্ঞ ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ কর্ম সাধন ক'রে থাকেন, সেই স্থানে যমসূ (যমজ-বৎস-প্রসবিত্রী) ধেনু যদি আগতা হয় তবে সে যেন আমাদের মনুষ্য ও পশুগণের বিনাশ না করে ॥ ৬॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'একৈকয়ৈষা সৃষ্ট্যা' ইত্যনেন গবাশ্বাগর্দভীমানুষীণাং যমলজননে অদ্ভুতে তচ্ছান্ত্যর্থং আজ্যং হুত্বা মাতৃপুত্রয়োর্মূর্ধ্নি সম্পাতং আনীয় উদপাত্রে উত্তরসম্পাতং কৃত্বা তেনোদকেন আচমনং প্রোক্ষণং চ কুর্যাৎ। সূত্রিতং হি। ....ইত্যাদি ॥ (৩কা. ৬অ. ৩সূ)॥

টীকা — গাভী, অশ্বা, গর্দভী ও মনুষ্য-স্ত্রীগণের গর্ভে যমজ-সন্তানের জন্ম হ'লে তার শান্তির নিমিত্ত এই সূক্ত-মন্ত্রের দ্বারা আজ্যাহুতি প্রদান করে মাতা ও পুত্রের মস্তকে সম্পাত আনয়ন পূর্বক জলপাত্রে উত্তর সম্পাত ক'রে সেই জলের দ্বারা আচমন ও প্রোক্ষণ করণীয়।....ইত্যাদি ॥ (৩কা. ৬অ. ৩সূ) ॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : অবিঃ

[ঋষি : উদ্দালক। দেবতা : অবি, কাম, ভূমি। ছন্দ : পংক্তি, অনুষ্টুপ্]

যদ্ রাজানো বিভজন্ত ইষ্টাপূর্তস্য ষোড়শং যমস্যামী সভ্যসদঃ।
অবিস্তস্মাৎ প্র মুঞ্চতি দত্তঃ শিতিপাৎ স্বধা ॥ ১॥
সর্বান্ কামান্ পূরয়ত্যাভবন্ প্রভবন্ ভবন্।
আকুতিপ্রোঽবির্দত্তঃ শিতিপান্নোপ দস্যতি ॥ ২॥
যো দদাতি শিতিপাদমবিং লোকেন সংমিতম্।
স নাকমভ্যারোহতি যত্র শুল্কো ন ক্রিয়তে অবলেন বলীয়সে ॥ ৩॥
পঞ্চাপূপং শিতিপাদমবিং লোকেন সংমিতম্।
প্রদাতোপ জীবতি পিতৃণাং লোকেঽক্ষিতম্ ॥ ৪॥
পঞ্চাপূপং শিতিপাদমবিং লোকেন সংমিতম্।
প্রদাতোপ জীবতি সূর্যামাসয়োরক্ষিতম্ ॥ ৫॥
ইরেব নোপ দস্যতি সমুদ্র ইব পয়ো মহৎ।
দেবৌ সবাসিনাবিধ শিতিপান্নোপ দস্যতি ॥ ৬॥
ক ইদং কস্মা অদাৎ কামঃ কামায়াদাৎ।
কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামঃ সমুদ্রমা বিবেশ।
কামেন ত্বা প্রতি গৃহ্নামি কামৈতৎ তে ॥ ৭॥
ভূমিষ্ট্বা প্রতি গৃহ্নাত্বন্তরিক্ষমিদং মহৎ।
মাহং প্রাণেন মাত্মনা মা প্রজয়া প্রতিগৃহ্যবি রাধিষি ॥ ৮॥

বঙ্গানুবাদ — আকাশের ঐ দক্ষিণদিকে দৃশ্যমান যমের সভাসদ্গণ হ'লেন পাপীবর্গকে দণ্ড দানকারী তথা ধর্মাত্মাগণের উপর কৃপা বর্ষণশীল। এঁরা ইষ্টাপূর্ত কর্মের অধিস্বামী, অর্থাৎ শ্রুতি অনুসারী যজ্ঞ ইত্যাদি (ইষ্ট) কর্মে তথা স্মৃতি অনুসারী তড়াগ-কূপ ইত্যাদি (পূর্ত) কর্মে ঘটে যাওয়া পাপকে পুণ্য হ'তে পৃথক্ ক'রে থাকেন ॥ ১॥ এঁরা যজ্ঞকে সকল দিক হ'তে বৃদ্ধি করণশালী এবং ফলদানে সমর্থ। এঁরা আমাদের সকল অভিলাষকে পূর্ণ ক'রে থাকেন। (যজ্ঞে) প্রদত্ত এই 'অবি'

কখনও ক্ষয়পাপ্ত হয় না ॥ ২॥ যে যজমান সকল ফলদানশীল এই মেষকে প্রদান করেন, তিনি দুঃখরহিত স্বর্গের ভাগী হয়ে থাকেন। সেই লোকে দুর্বল ব্যক্তিদের পক্ষে সবলদের মানতে হয় না ॥ ৩॥ যে পশুর চারটি পদে ও নাভিতে পাঁচটি অপূপ (পিষ্টক) রাখা হয়, সেই পঞ্চ-অপূপযুক্ত শ্বেতপাদ মেষের দাতা বসু ইত্যাদি পিতৃলোকে গমন ক'রে অক্ষয় ফল ভোগ করেন ॥ ৪॥ যে পশুর (অর্থাৎ মেষের) চারটি পদে এবং নাভির উপর পাঁচটি অপূপ রক্ষিত হয়; সেই পঞ্চ অপূপযুক্ত শ্বেতপাদশালী মেষের দাতা সূর্য-চন্দ্র লোকে গমন ক'রে অক্ষয় ফল ভোগ করেন ॥ ৫॥ শ্বেত-পদশালী, যজ্ঞে দানকৃত মেষের কখনও ক্ষয় হয় না। যেমন সমুদ্রের গহন জল এবং সাথে অবস্থানকারী অশ্বিদ্বয়ের ক্ষয় হয় না, তেমনই এ-ও (অর্থাৎ এই মেষও) অক্ষয় হয়ে থাকে ॥ ৬॥ প্রজাপতিই দাতা, তিনিই গ্রহীতা। পারলৌকিক ফলাকাঙ্ক্ষী দানদাতা তথা ইহলৌকিক ফলাভিলাষী প্রতিগ্রহীতা, উভয়ই কামাত্মা। অতএব কামই কামকে প্রদান করেছিল; এইরকমে আত্মাকে পৃথক্ রাখায় প্রতিগ্রহে দোষ লাগে না ॥ ৭॥ হে দানযোগ্য দ্রব্য! পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ তোমাকে গ্রহণ করুক। আমি প্রতিগ্রহের দোষের দ্বারা প্রাণকে হারিয়ে বসবো না এবং পুত্র-পৌত্র ইত্যাদি হ'তে বিচ্ছিন্ন হবো না ॥ ৮॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'যদ্ রাজানঃ' ইতি পঞ্চর্চেন ও দনসবে কর্মণি পশ্ববয়বেষু পঞ্চাপূপনিধানং নিরুপ্তহবিরভিমর্শনাদিকং চ কুর্যাৎ। তথা চ সূত্রং।...ইত্যাদি॥ (৩কা. ৬অ. ৪সূ)॥

টীকা — এই সূক্তের প্রথম পাঁচটি মন্ত্রের দ্বারা ওদনসবের কর্মে পশুর অবয়বে পাঁচটি অপূপ স্থাপন ও নিরুপ্ত হবির অভিমর্শন ইত্যাদি করণীয়। অবশিষ্ট তিনটি মন্ত্রের দ্বারা দোষাবহ কিংবা সাধারণ প্রতিগ্রহ ও সেই সম্পর্কিত দ্রব্যসম্ভার অভিমন্ত্রণ পূর্বক গ্রহণ করা হয়ে থাকে। —ইত্যাদি ॥ (৩কা. ৬অ. ৪সূ.)॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : সাংমনস্যম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : সাংমনস্যম্। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

সহৃদয়ং সাংমনস্যমবিদ্বেষং কৃণোমি বঃ।
অন্যো অন্যমভি হর্যত বৎসং জাতমিবাঘ্ন্যা ॥ ১॥
অনুব্রতঃ পিতুঃ পুত্রো মাত্রা ভবতু সংমনাঃ।
জায়া পত্যে মধুমতীং বাচং বদতু শন্তিবাম্ ॥ ২॥
মা ভ্রাতা ভ্রাতরং দ্বিক্ষন্মা স্বসারমুত স্বস্য।
সম্যঞ্চঃ সব্রতা ভূত্বা বাচং বদত ভদ্রয়া ॥ ৩॥
যেন দেবা ন বিযন্তি নো চ বিদ্বিষতে মিথঃ।
তৎ কৃণ্মো ব্রহ্ম বো গৃহে সংজ্ঞানং পুরুষেভ্যঃ ॥ ৪॥
জ্যায়স্বন্তশ্চিত্তিনো মা বি যৌষ্ট সংরাধয়ন্তঃ সধুরাশ্চরন্তঃ।
অন্যো অন্যস্মৈ বল্গু বদন্ত এত সধ্রীচীনান্ বঃ সংমনসস্কৃণোমি ॥ ৫॥

সমানী প্রপা সহ বোঽন্নভাগঃ সমানে যোক্ত্রে সহ বো যুনজ্মি।
সম্যঞ্চোঽগ্নিং সপর্যতারা নাভিমিবাভিতঃ ॥ ৬॥
সধ্রীচীনান্ বঃ সংমনসস্কৃণোম্যেকশ্নুষ্টীন্ত্সংবননেন সর্বান্।
দেবা ইবামৃতং রক্ষমাণাঃ সায়ংপ্রাতঃ সৌমনসো বো অস্তু ॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ — হে বিবাদী পুরুষগণ! তোমাদের নিমিত্ত আমি বিদ্বেষভাব-দূরীকরণশালী, প্রীতিযুক্ত সাংমনস্য কর্ম করছি। গাভী যেমন আপন বৎসকে স্নেহ করে, তেমনই তোমরা পরস্পর ব্যবহার (আচরণ) করো ॥ ১॥ পুত্র পিতার অনুগত হোক, মাতাও পুত্রের প্রতি অনুকূল মনঃসম্পন্না হোক, পত্নী পতির প্রতি প্রিয়বাদিনী হোক ॥ ২॥ (সম্পত্তির) অংশ-বিভাজনের নিমিত্ত ভ্রাতা যেন ভ্রাতার প্রতি মন্দ আচরণ না করে। ভগ্নী যেন ভ্রাতা বা ভগ্নীর প্রতি শত্রুতা না করে। এরা সকলে সমান কর্ম ও সমান গতিসম্পন্ন হয়ে মঙ্গলময় কথাবার্তা বলুক ॥ ৩॥ যে মন্ত্রবলের দ্বারা দেবতাগণ বিভিন্ন মতিসম্পন্ন হন না কিংবা পরস্পরের প্রতি বৈরভাবাপন্ন হয়ে থাকেন না, সেই সমানতার কারণরূপ মন্ত্রের সাথে সম্বন্ধিত সাংমনস্য কর্মকে আমি তোমাদের নিমিত্ত সাধিত করছি ॥ ৪॥ তোমরা সমান মনঃসম্পন্ন হয়ে, সমান কার্যশালী হয়ে, জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ সকলের প্রতি সমান মনোযোগী হয়ে এবং পরস্পর শোভন বচনে প্রবৃত্ত হয়ে আগমন করো। হে মনুষ্যগণ! আমিও তোমাদের সমান কার্যে প্রবৃত্ত করছি ॥ ৫॥ হে সমানতাকাঙ্ক্ষী মনুষ্যগণ! তোমাদের ক্ষুধার অন্ন ও তৃষ্ণার জলের উপভোগ সমান (বা একই রকম) হোক। আমি তোমাদের এক প্রেম-সূত্রে বন্ধন করছি। যেমন চক্রের অর বা কীলকগুলি (গোঁজগুলি) নাভিকে (অর্থাৎ মধ্যমণ্ডলকে) আশ্রয় ক'রে থাকে, তেমনই তোমরা সকলে এক অগ্নির আশ্রয়ে অবস্থান পূর্বক তাঁর সেবা করো ॥ ৬॥ আমি তোমাদের সমান মনঃসম্পন্ন ক'রে দিয়ে একসাথে কর্ম সাধনে প্রবৃত্ত করছি; তোমাদের এক রকম অন্নের ভোক্তা করছি; এমন কর্মে আমি তোমাদের বশীভূত করছি। স্বর্গে এক সাথে অমৃত রক্ষাকারী ইন্দ্র প্রমুখ সকল দেবতাগণের মন যেমন একীভূত হয়ে শ্রেষ্ঠতা লাভ ক'রে থাকে, সেই রকমে প্রাতে বা সন্ধ্যায়, সকল সময়, তোমাদের মন সমান ও শোভন-সুন্দর হয়ে থাকুক ॥ ৭॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'সহৃদয়ং সাংমনস্য' ইতি সূক্তেন সাংমনস্যকর্মণি গ্রামমধ্যে সম্পাতিতোদকুম্ভনিনয়নং তদ্বৎ সুরাকুম্ভনিনয়নং ত্রিবর্ষবৎসিকায়া গোঃ পিশিতানাং প্রাশনং সম্পাতিতান্নপ্রাশনং সম্পাতিতসুরায়াঃ পায়নং তথাবিধপ্রপোদপায়নং চ কুর্যাৎ। সূত্রিতং হি।...ইত্যাদি ॥ (৩কা. ৬অ. ৫সূ)॥

টীকা — সাংমনস্য কর্মে এই সূক্তের বিনিয়োগ উপর্যুক্ত নির্দেশ অনুসারে করণীয় ॥(৩কা. ৬অ. ৫সূ)॥

◆

ষষ্ঠ সূক্ত : যক্ষ্মনাশনম্

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : অগ্নি ইত্যাদি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, পংক্তি]

বি দেবা জরসাবৃতন্ বি ত্বমগ্নে অরাত্যা।
ব্যহং সর্বেণ পাপ্মানা বি যক্ষ্মেণ সমায়ুষা ॥ ১॥

ব্যার্ত্যা পবমানো বি শক্রঃ পাপকৃত্যয়া।
ব্যহং সর্বেণ পাপ্মনা বি যক্ষ্মেণ সমায়ুষা ॥ ২॥
বি গ্রাম্যাঃ পশব আরণ্যৈর্ব্যাপস্তৃষ্ণয়াসরন্।
ব্যহং সর্বেণ পাপ্মনা বি যক্ষ্মেণ সমায়ুষা ॥ ৩॥
বীহমে দ্যাবাপৃথিবী ইতো বি পন্থানো দিশংদিশম্।
ব্যহং সর্বেণ পাপ্মনা বি যক্ষ্মেণ সমায়ুষা ॥ ৪॥
ত্বষ্টা দুহিত্রে বহতুং যুনক্তীতীদং বিশ্বং ভুবনং বি যাতি।
ব্যহং সর্বেণ পাপ্মনা বি যক্ষ্মেণ সমায়ুষা ॥ ৫॥
অগ্নিঃ প্রাণান্ত্সং দধাতি চন্দ্রঃ প্রাণেন সংহিতঃ।
ব্যহং সর্বেণ পাপ্মনা বি যক্ষ্মেণ সমায়ুষা ॥ ৬॥
প্রাণেন বিশ্বতোবীর্যং দেবাঃ সূর্যং সমৈরয়ন্।
ব্যহং সর্বেণ পাপ্মনা বি যক্ষ্মেণ সমায়ুষা ॥ ৭॥
আয়ুষ্মতামায়ুষ্কৃতাং প্রাণেন জীব মা মৃথাঃ।
ব্যহং সর্বেণ পাপ্মনা বি যক্ষ্মেণ সমায়ুষা ॥ ৮॥
প্রাণেন প্রাণতাং প্রাণেহৈব ভব মা মৃথাঃ।
ব্যহং সর্বেণ পাপ্মনা বি যক্ষ্মেণ সমায়ুষা ॥ ৯॥
উদায়ুষা সমায়ুষোদোষধীনাং রসেন।
ব্যহং সর্বেণ পাপ্মনা বি যক্ষ্মেণ সমায়ুষা ॥ ১০॥
আ পর্জন্যস্য বৃষ্ট্যোদস্থামামৃতা বয়ম্।
ব্যহং সর্বেণ পাপ্মনা বি যক্ষ্মেণ সমায়ুষা ॥ ১১॥

বঙ্গানুবাদ — হে অশ্বিদ্বয়! এই উপনয়নসংস্কৃত মাণবককে (অর্থাৎ বালককে) আয়ু-হানি করণশালিনী বৃদ্ধাবস্থা বা জরা হ'তে দূরে রক্ষা করো। হে অগ্নি! তুমি একে অদানশীলতা ও শত্রুগণ হ'তে দূরে রক্ষা করো। আমি একে পাপ হ'তে বিযুক্ত (পৃথক্) পূর্বক যক্ষ্মাব্যাধি হ'তে মুক্ত করছি এবং দীর্ঘ আয়ুষ্মান্ ক'রে দিচ্ছি ॥ ১॥ রোগের হেতুভূত উৎপন্ন দুঃখ হ'তে বায়ু একে রক্ষা করুন। ইন্দ্র একে পাপ হ'তে বিযুক্ত করুন। আমি একে রোগের কারণ রূপ পাপ হ'তে বিযুক্ত ক'রে, যক্ষ্মা ব্যাধি হ'তে দূরে রক্ষিত ক'রে, দীর্ঘ আয়ুষ্মান্ ক'রে দিচ্ছি ॥ ২॥ সিংহ ইত্যাদি বন্য পশুসমূহ হ'তে গো-ইত্যাদি গ্রাম্য পশুগণ যেমন স্বভাবতঃ বিযুক্ত হয়ে অবস্থান করে, জলাভাব জনিত কারণে পিপাসার্ত প্রাণীগণ হ'তে জল যেমন বিযুক্ত হয়ে থাকে, সেই রকমেই আমি এই ব্রহ্মচারীকে পাপ হ'তে বিযুক্ত করছি। একে ক্ষয়রোগ হ'ত মুক্ত ক'রে দীর্ঘ আয়ুর সাথে যুক্ত ক'রে দিচ্ছি ॥ ৩॥ এক দিক্ হ'তে অপর দিকে গমনের পথ যেমন পৃথক-পৃথক হয়ে থাকে, আকাশ ও পৃথিবীও যেমন স্বভাবতঃ পৃথক পৃথক হয়ে থাকে, তেমনই আমি এই বালককেও স্বভাবতঃ পাপ হ'তে বিযুক্ত হ'য়ে অবস্থানশালী ক'রে দিচ্ছি। যক্ষ্ম রোগ হ'তে বিযুক্ত ক'রে একে দীর্ঘ আয়ুষ্মত্তা প্রদান করছি ॥ ৪॥ ত্বষ্টা আপন কন্যার বিবাহের অবসরের পরে যে যৌতুক প্রেরণ করেন, সেগুলিকে নির্গমনের স্থান দানের নিমিত্ত এই পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ পরস্পর পৃথক্ হয়ে গিয়েছিল। সেই রকমে আমি এই নব

যজ্ঞ সূত্রধারী মানবকে পাপ হ'তে পৃথক ক'রে দিচ্ছি। একে যক্ষ্মা রোগ হ'তে পৃথক ক'রে দীর্ঘায়ুষ্মান ক'রে দিচ্ছি ॥ ৫॥ ভুক্ত দ্রব্যকে পরিপাকশালী জঠরাগ্নি নেত্র ও প্রাণকে অন্নের রস প্রাপ্ত করান এবং তাদের আপন আপন কর্ম সাধনের সামর্থ্য দান করেন। ঐ রকমেই চন্দ্রমা প্রাণবায়ুর সাথে যুক্ত হয়ে অমৃতময় রসের দ্বারা আত্মাকে পোষিত ক'রে থাকেন। আমি এই মাণবককে সকল পাপ হ'তে বিযুক্ত ক'রে দিচ্ছি এবং একে যক্ষা রোগ হ'তে বিযুক্ত-করণ পূর্বক দীর্ঘ আয়ুর সাথে যুক্ত ক'রে দিচ্ছি ॥ ৬॥ দেবগণ সূর্যকে প্রাণ রূপে প্রকট করেছিলেন। আমিও এমনইভাবে সূর্যকে এই বালকের আয়ু বৃদ্ধির নিমিত্ত স্থাপিত করছি। আমি একে সকল পাপ হ'তে বিযুক্ত ক'রে দিচ্ছি এবং একে যক্ষ্মা হ'তে বিযুক্ত-করণ পূর্বক দীর্ঘ আয়ুঃশালী ক'রে দিচ্ছি ॥ ৭॥ আয়ুষ্মান্ পুরুষগণের দীর্ঘ আয়ুর দ্বারা এবং দেববর্গের চিরস্থায়ী প্রাণবায়ুর দ্বারা, হে উপনীত বালক! তুমি আপন প্রাণকে সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত ধারণ করো। আমি তোমাকে সকল পাপ হ'তে বিযুক্ত ক'রে দিচ্ছি এবং ক্ষয় হ'তে রহিত-করণ পূর্বক দীর্ঘায়ু যুক্ত ক'রে দিচ্ছি ॥ ৮॥ হে বালক! শ্বাস-গ্রহণশীল সকল প্রাণীর শ্বাসের (অর্থাৎ প্রাণবায়ুর) সাথে তুমি শ্বাস গ্রহণ করো (অর্থাৎ প্রাণবায়ুকে ধারণ ক'রে রাখো)। তুমি মৃত্যুপ্রাপ্ত না হয়ে এই লোকে অবস্থান করো। আমি তোমাকে সকল পাপ হ'তে বিযুক্ত ক'রে দিচ্ছি এবং ক্ষয়রোগ হ'তে বিমুক্ত ক'রে দীর্ঘায়ুষ্মান্ করছি ॥ ৯॥ আমরা আয়ুর শক্তিতেই মৃত্যু হ'তে জীবিত হয়ে থাকি (অর্থাৎ আয়ু থাকে ব'লেই বেঁচে থাকি), এবং তার দ্বারা এই লোকে বাস (বা অবস্থান) পূর্বক যব ধান্য ইত্যাদির আয়ুষ্কারক রসের দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হই। আমি তোমাকে (অর্থাৎ তুমি হেন মাণবককে) সকল রোগের জনক পাপ হ'তে পৃথক্ ক'রে দিচ্ছি, তোমাকে ক্ষয়-রহিত ক'রে দিচ্ছি এবং দীর্ঘায়ু সম্পন্ন ক'রে দিচ্ছি ॥ ১০॥ আমরা পর্জন্যদেবের বর্ষার জলের দ্বারা অমৃতত্ব লাভ ক'রে উত্থান ও উপবেশন (ওঠাবসা) ক'রে থাকি। এই বর্ষার জল সংসারের প্রাণভূত। হে উপবীতধারী ব্রহ্মচারী মাণবক! আমি তোমাকে সকল রোগের উৎপত্তির জনকপাপ হ'তে বিযুক্ত ক'রে যক্ষ্মা-ব্যাধি হ'তেও বিযুক্ত ক'রে দিচ্ছি। আমি তোমাকে দীর্ঘ আয়ুর সাথে সংযুক্ত করছি ॥ ১১॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'বি দেবা জরসা' ইতি সূক্তেন উপনয়নান্তরং আয়ুষ্কামস্য মাণবকস্য শরীরং আচার্যঃ অভিমন্ত্রয়েত। তথা চ কৌশিকসূত্রং।...ইত্যাদি ॥ (৩কা. ৬অ. ৬সূ)॥

টীকা — এই সূক্ত মন্ত্রগুলির দ্বারা উপনয়নের পর মানবকের আয়ুষ্কামনার উদ্দেশে তার শরীর আচার্য কর্তৃক অভিমন্ত্রিত করণীয়।....ইত্যাদি ॥ (৩কা. ৬অ. ৬সূ)॥

॥ ইতি তৃতীয়ং কাণ্ডং সমাপ্তম্ ॥

চতুর্থ কাণ্ড।

প্রথম অনুবাক

প্রথম সূক্ত : ব্রহ্মবিদ্যা

[ঋষি : বেন। দেবতা : বৃহস্পতি, আদিত্য। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ]

ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্ বি সীমতঃ সুরুচো বেন আবঃ।
স বুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বি বঃ ॥ ১॥
ইয়ং পিত্র্যা রাষ্ট্র্যেত্বগ্রে প্রথমায় জনুষে ভুবনেষ্ঠাঃ।
তস্মা এতং সুরুচং হ্বারমহ্যং ঘর্মং শ্রীণন্তু প্রথমায় ধাস্যবে ॥ ২॥
প্র যো জজ্ঞে বিদ্বানস্য বন্ধুর্বিশ্বা দেবানাং জনিমা বিবক্তি।
ব্রহ্ম ব্রহ্মণ উজ্জভার মধ্যান্নীচৈরুচ্চৈঃ স্বধা অভি প্র তস্থৌ ॥ ৩॥
স হি দিবঃ স পৃথিব্যা ঋতস্থা মহী ক্ষেমং রোদসী অস্কভায়ৎ।
মহান্ মহী অস্কভায়দ্ বি জাতো দ্যাং সদ্ম পার্থিবং চ রজঃ ॥ ৪॥
স বুধ্ন্যাদাষ্ট্র জনুষোঽভ্যগ্রং বৃহস্পতির্দেবতা তস্য সম্রাট্।
অহর্যচ্ছুক্রং জ্যোতিষো জনিষ্টাথ দ্যুমন্তো বি বসন্ত বিপ্রাঃ ॥ ৫॥
নূনং তদস্য কাব্যো হিনোতি মহো দেবস্য পূর্বস্য ধাম।
এষ জজ্ঞে বহুভিঃ সাকমিত্থা পূর্বে অর্ধে বিষিতে সসন্ নু ॥ ৬॥
যোঽথর্বাণং পিতরং দেববন্ধুং বৃহস্পতিং নমসাব চ গচ্ছাৎ।
ত্বং বিশ্বেষাং জনিতা যথাসঃ কবির্দেবো ন দভায়ৎ স্বধাবান্ ॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ — সৎ-চিৎ-সুখাত্মক (আনন্দময়), সকল জগৎসংসারের কারণভূত ঈশ্বর সৃষ্টির প্রারম্ভে হিরণ্যগর্ভরূপ সূর্যে প্রকট হয়েছিলেন। পূর্ব দিকে উদয়শীল সেই সূর্যাত্মক তেজবান্ দেবতা সৎ ও অসতের উৎপত্তি-স্থানের জ্ঞানকে প্রকট করণশালীরূপে বিদ্যমান ॥ ১॥ অখিল বিশ্বের উৎপত্তিকর্তা প্রজাপতি পিতা ব'লে কথিত হন। সেই পিতা হ'তে প্রাপ্ত, নাদরূপে ব্যাপ্তিশালিনী বাণী জগৎসংসারের সকল ব্যবহারের অধীশ্বরী। তিনি প্রথম শব্দ বাচ্য সূর্যাত্মক ব্রহ্মের সমক্ষে স্তুতিরূপে ব্যাপ্ত হোন॥২॥ এই প্রপঞ্চ (সংসার) জগৎকে বন্ধন ক'রে বন্ধুর ন্যায় এর হিতসাধনকারী, নিরাবণ জ্ঞানের দ্বারা জগৎসংসারের জ্ঞাতা যে দেব প্রথম উৎপন্ন হয়েছেন, তিনি সূর্য, ইন্দ্র ইত্যাদি দেবগণের উৎপত্তি সম্পর্কে অপরকে বলে থাকেন। সেই সূর্য বেদরূপ পরব্রহ্মকে উপর ও মধ্যভাগ হ'তে উদ্ধার করেছিলেন। তার পরে হবিঃরূপ অন্ন দেবগণের মিলেছিল ॥ ৩॥ এই পরব্রহ্ম সূর্যরূপ হ'তে প্রথম উৎপন্ন হয়ে আকাশের কারণরূপ তথা পৃথিবী সম্বন্ধীয় সত্যস্বরূপে স্থিত হয়ে দ্যাবা-পৃথিবীতে বিনাশহীনতা স্থাপিত করছেন ॥ ৪॥ সূর্যরূপে উৎপন্ন পরব্রহ্ম রসাতল ইত্যাদি লোকে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। দান ইত্যাদি গুণযুক্ত বৃহস্পতি দেবতা সেই লোকের অধিস্বামী।

যখন সূর্যের দ্বারা দিন উৎপন্ন হয়, তখন ঋত্বিক্‌গণ হবির্দানের দ্বারা দেবতাগণের পূজা করেন ॥ ৫ ॥ ঋত্বিকগণ-সম্বন্ধী যজ্ঞ সূর্যের তেজ-মণ্ডলকে উদয়াচলের উপর প্রেরিত করছে। পূর্ব দিকে স্থিত দেশসমূহে এই সূর্য-দেবতা হবিরন্নকে লাভ করবার উদ্দেশে শীঘ্রই প্রকট হচ্ছেন ॥ ৬॥ দেবগণের বন্ধু বৃহস্পতি বা দেবগণের উৎপাদক প্রজাপতিকে (বা অথর্বা নামক মহর্ষিকে) নমস্কার জ্ঞাপন করছি। আপনি যেমন সকল প্রাণীর উৎপত্তি করণশালী হয়ে বিরাজমান, তেমন ভাবেই অন্নযুক্ত হোন। তিনি (অর্থাৎ বৃহস্পতি দেব) অন্নের দ্বারা সম্পন্ন বা সমৃদ্ধ হয়ে সকলের উপর কৃপা ক'রে থাকেন ॥ ৭॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — চতুর্থে কাণ্ডে অষ্টানুবাকাঃ। তত্র প্রথমেনুবাকে পঞ্চ সূক্তানি। তত্র 'ব্রহ্ম জজ্ঞানং' ইতি আদ্যং সূক্তং বেদকল্পাদ্যধ্যয়নাদৌ বিঘ্নশমনার্থং শাস্ত্রবাদাদৌ প্রতিবাদিজয়ার্থং চ জপেৎ।....তথা গোপুষ্টিকর্মণি গবাং রোগশমনে চ অনেন সূক্তেন লবণং অভিমন্ত্র্য গাঃ পায়য়েৎ। তথা অনেনৈব প্রপাতটাকাদিস্থং উদকং অভিমন্ত্র্য গাঃ পায়য়েৎ।...'ব্রহ্ম জজ্ঞানং' ইতি আদ্যা বৃহদ্গণে পঠিতা। ...তথা বিবাহে চতুর্থিকাকর্মণি 'ব্রহ্ম জজ্ঞানং' ইত্যনয়া বরঃ অঙ্গুষ্ঠেন প্রজননদেশং তুদতি।...ইত্যাদি ॥ (৪কা. ১অ. ১সূ.)॥

টীকা — এই সূক্তটি বেদ কল্প ইত্যাদি অধ্যয়নের পূর্বে বিঘ্নবিনাশের নিমিত্ত এবং শাস্ত্রবিচারে প্রতিবাদীগণকে জয়ের নিমিত্ত জপ করণীয়।....গো-পুষ্টি কর্মে এবং গোসমূহের রোগবিনাশের নিমিত্ত এই সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা লবণ অভিমন্ত্রিত ক'রে গাভীকে খাওয়াতে হয়। বিবাহের চতুর্থিকা কর্মেও এই সূক্তের বিনিয়োগ হয়ে থাকে।...ইত্যাদি। দ্বিতীয় মন্ত্রোক্ত 'রাষ্ট্রী' পদ সম্পর্কে সায়ণাচার্যের উক্তি—'ইয়ং পরিদৃশ্যমানা শব্দব্রহ্মাত্মিকা বাগ্দেবতা রাষ্ট্রী' ॥ (৪কা. ১অ. ১সূ) ॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : আত্মবিদ্যা

[ঋষি : বেন। দেবতা : আত্মা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যোঽস্যেশে দ্বিপদো যশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১॥
যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈকো রাজা জগতো বভূব।
যস্য চ্ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ২॥
যং ক্রন্দসী অবতশ্চস্কভানে ভিয়সানে রোদসী অহ্বয়েথাম্।
যস্যাসৌ পন্থা রজসো বিমানঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৩॥
যস্য দ্যৌরুর্বী পৃথিবী চ মহী যস্যাদ উর্বন্তরিক্ষম্।
যস্যাসৌ সূরো বিততো মহিত্বা কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৪॥
যস্য বিশ্বে হিমবন্তো মহিত্বা সমুদ্রে যস্য রসামিদাহুঃ।
ইমাশ্চ প্রদিশো যস্য বাহূ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৫॥

আপো অগ্রে বিশ্বমাবন্ গর্ভং দধানা অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ।
যাসু দেবীষ্বধি দেব আসীৎ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৬॥
হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীমুত দ্যাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৭॥
আপো বৎসং জনয়ন্তীর্গর্ভমগ্রে সমৈরয়ন্।
তস্যোত জায়মানস্যোল্ব আসীদ্ধিরণ্যয়ঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৮॥

বঙ্গানুবাদ — প্রজাপতি সকল পদার্থে (প্রাণীবর্গে) শক্তি দানশালী; তাঁর শাসনাধীন থেকে দেবগণও তাঁর পূজা ক'রে থাকেন। তিনি দেবতা ও মনুষ্য—সকলের শাসক। আমরা সেই প্রজাপতিকে হবিঃ দ্বারা পূজা করছি ॥ ১॥ শ্বাস-উচ্ছ্বাসের কারণ রূপ, সকল প্রাণীর অধিস্বামী, মৃত্যু-নাশের সাধন স্বরূপ, যাঁর অধীনে (বা বশে) সকল প্রাণীর মৃত্যু হয়ে থাকে (অর্থাৎ যিনি মৃত্যুরও অধীশ্বর), আমরা সেই প্রজাপতি দেবকে হবিঃ দ্বারা পূজা করছি ॥ ২॥ ক্রন্দনশীল প্রাণীবর্গের আশ্রয়ভূত ক্রন্দসী নামে দেবতা আছেন, যাঁর প্রভাবে দ্যাবা-পৃথবী অধঃপাতিত হ'তে পারে না। তারা নিম্নে পতনের ভয়ে প্রজাপতির নিকট রোদন করেছিল; ব'লে, তারা রোদসী নামে অভিহিত হয়ে থাকে। এই দ্যাবা-পৃথিবী আপন রক্ষার নিমিত্ত যে প্রজাপতিকে আহ্বান করেছিল, তাঁর উদ্দেশে আমরা হবিঃ প্রদান করছি ॥ ৩॥ যাঁর মহিমায় আকাশ-পৃথিবী এবং অন্তরিক্ষের বিস্তার হয়েছিল, তথা এই সূর্য প্রত্যক্ষীভূত হয়েছিল, সেই প্রজাপতি দেবকে আমরা হবির দ্বারা পরিচর্যা (বা পূজা) করছি ॥ ৪॥ যাঁর মহিমায় এই পর্বত উৎপন্ন হয়েছে, নদী সমুদ্রের অন্তর্ভূত হয়েছে, চারিটি দিক্ যাঁর বাহু স্বরূপ, আমরা সেই প্রজাপতি দেবের উদ্দেশে হবিঃ সমর্পণ পূর্বক পূজা করছি ॥ ৫॥ জলসমূহ সৃষ্টির আদিতে প্রকট হয়ে জগৎসংসারকে রক্ষা করেছিল। হিরণ্যগর্ভকে এরা ধারণ করেছিল এবং জগৎসংসারের কারণ রূপ ব্রহ্মাকে জ্ঞাত হয়ে (অর্থাৎ ঋতজ্ঞ হয়ে) এরা জগৎসংসারকে রক্ষা করেছিল। সেই জলের গর্ভভূত প্রজাপতি দেবকে হবির্দানে সন্তুষ্ট করছি ॥ ৬॥ হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি সৃষ্টির প্রথমে প্রকট হয়ে জগৎসংসারের অধীশ্বরত্ব লাভ করেছিলেন। তিনিই পৃথিবী ও আকাশকে ধারণ করেছিলেন। সেই প্রজাপতিকে আমরা হবির দ্বারা পূজা করছি ॥ ৭॥ ঈশ্বরের দ্বারা প্রথম উৎপন্ন হয়ে জলসমূহ ভাবী-স্রষ্টা প্রজাপতির উদ্ভবের নিমিত্ত ঈশ্বর প্রদত্ত বীর্যকে গর্ভাশয়ে স্থাপন করেছিল, সেই গর্ভরূপ হিরণ্যগর্ভের অণ্ডও (গর্ভাশয়ও) হিরন্ময় ছিল। সেই প্রজাপতি দেবকে আমরা উপাসনা (বা পরিচর্যা) করছি ॥ ৮॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'য আত্মদা' ইতি সূক্তং বশাশমনকর্মণি শান্ত্যুদকে অনুযোজয়েৎ।...তথা সংজ্ঞপ্তায়া বশায়া যদি গর্ভো দৃশ্যেত ত্বং গর্ভং অঙ্কলৌ গৃহীত্বা। সূক্তোক্তপ্রকারেণ অনেন সূক্তেন জুহুয়াৎ। সূত্রিতং হি।...ইত্যাদি॥ (৪কা. ১অ. ২সূ)॥

টীকা — এই সূক্তটি বশাশমন কর্মে, শান্তিজলে বিনিযুক্ত হয়।...ইত্যাদি॥ (৪কা. ১অ. ২সূ)॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : শত্রুনাশনম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : ব্যাঘ্র। ছন্দ : পংক্তি, অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী]

উদিতস্ত্রয়ো অক্রমন্ ব্যাঘ্রঃ পুরুষো বৃকঃ।
হিরুগ্ধি যন্তি সিন্ধবো হিরুগ্ দেবো বনস্পতির্হিরুঙ্নমন্ত শত্রবঃ ॥ ১॥
পরেণৈতু পথা বৃকঃ পরমেণোত তস্করঃ।
পরেণ দত্বতী রজ্জুঃ পরেণাঘায়ুরর্ষতু ॥ ২॥
অক্ষ্যৌ চ তে মুখং চ তে ব্যাঘ্র জম্ভয়ামসি।
আৎ সর্বান্ বিংশতিং নখান্ ॥ ৩॥
ব্যাঘ্রং দত্বতাং বয়ং প্রথমং জম্ভয়ামসি।
আদু ষ্টেনমথো অহিং যাতুধানমথো বৃকম্ ॥ ৪॥
যো অদ্য স্তেন আয়তি স সংপিষ্টো অপায়তি।
পথামপধ্বংসেনৈত্বিন্দ্রো বজ্রেণ হন্তু তম্ ॥ ৫॥
মূর্ণা মৃগস্য দন্তা অপিশীর্ণা উ পৃষ্টয়ঃ।
নিম্রুক্ তে গোধা ভবতু নীচায়চ্ছশয়ুর্মৃগঃ ॥ ৬॥
যৎ সংযমো ন বি যমো বি যমো যন্ন সংযমঃ।
ইন্দ্রজাঃ সোমজা আথর্বণমসি ব্যাঘ্রজম্ভনম্ ॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ — গূঢ়াশয়শালিনী নদীসমূহ যেমন অন্তর্হিত হয়ে প্রবাহিত হয়ে থাকে, বনস্পতি দেবতা যেমন বনে অন্তর্হিত হয়ে অবস্থান ক'রে থাকে, সেই রকমে ব্যাঘ্র, চোর, বৃক—এই তিনই এই স্থান ত্যাগ ক'রে চলে যাক। এদের শত্রুরাও এদের অন্তর্হিত ক'রে বিবশ ক'রে দিক ॥ ১॥ যে পথে আমরা গমনাগমন ক'রে থাকি, সেই পথ হ'তে বন্য কুকুর, বৃক ইত্যদি না চলাচল করে। চোরও সেই পথ হ'তে দূর দিয়ে গমন করুক। সর্প এবং অপরকে হিংসাকারী শত্রু এবং অন্য হিংস্র প্রাণী এই পথে গমনাগমন না ক'রে অন্য মার্গগামী হোক ॥ ২॥ হে ব্যাঘ্র! আমি তোমার নেত্র ও মুখকে নষ্ট ক'রে দেব এবং তোমার চারিটি পদের মোট বিংশতি নখরকেও উৎপাটিত ক'রে দেব ॥ ৩॥ দণ্ডযুক্ত হিংসক পশুগণের মধ্যে ব্যাঘ্রকে আমি প্রথমে বিনাশ করছি। তারপর চোর, সর্প, রাক্ষস ও বৃক ইত্যাদিকে বিনাশ করছি ॥ ৪॥ এই সময়ে এই দিকে আগমনশীল চোর প্রহৃত হয়ে পলায়ন করুক এবং যে কষ্টপ্রদ পথ ধরে সে গমন করবে সেই পথের উপর ইন্দ্র তাকে আপন বজ্রের দ্বারা চূর্ণ ক'রে দিন ॥ ৫॥ ব্যাঘ্র ইত্যাদির দন্ত অশক্ত হয়ে যাক, শৃঙ্গশালী প্রাণীর শৃঙ্গগুলি বিনষ্ট হয়ে যাক এবং তাদের অস্থিপঞ্জরগুলিও বিচূর্ণ হয়ে যাক। হে যাত্রী! গোধা নামক জীব তোমাকে যেন দেখা না দেয় (কারণ যাত্রাকালে গোধার দর্শন অশুভ), এবং শয়নের স্বভাব-সম্পন্ন শশয়ু নামক হরিণও যেন অন্য পথ দিয়ে চ'লে যায় ॥ ৬॥ ইন্দ্র হ'তে ও সোম হ'তে উৎপন্ন সংযমন নামক মন্ত্র কখনও ব্যর্থ হয় না। হে ক্রিয়াকলাপ! তুমি অথর্বা মহর্ষির দ্বারা দৃষ্ট হয়েছো; তুমি

নিশ্চয়ই ব্যাঘ্র ইত্যাদি ভয়ঙ্কর প্রাণীবগর্কে বিনাশ ক'রে দিয়ে থাকো ॥ ৭ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'উদিতস্ত্রয়ো অক্রমন্' ইতি সূক্তেন গবাদিনাং ব্যাঘ্রচোরাদিভয়-নিবৃত্ত্যর্থং খাদিরং শঙ্কুং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য তেন গোসঞ্চারভূমিং লিখন গা অনুব্রজেৎ। তথা অনেন উদঘটং অভিমন্ত্র্য গোপ্রচারদেশে নিনয়েৎ। তথা পাৎসুকূটং তত্র কৃত্বা অর্ধং দক্ষিণহস্তেন বিক্ষিপেৎ। এবমেব অনেন সূক্তেন সারূপবৎসং ওদনং ইন্দ্রায় ত্রির্জুহুয়াৎ। সূত্রিতং হি।...ইত্যাদি ॥ (৪কা. ১অ. ৩সূ)॥

টীকা — এই সূক্ত-মন্ত্রের দ্বারা গো-ইত্যাদি পশুগণের ব্যাঘ্র, চোর ইত্যাদির ভয় নিবৃত্তির নিমিত্ত খাদির শঙ্কু অভিমন্ত্রিত পূর্বক তার দ্বারা গো-সঞ্চার ভূমি রেখ-চিহ্নিত ক'রে সেখানে গো-গণকে চারণ করণীয়। এবং এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত জল-কলস গোপ্রচার স্থানে নয়ন কর্তব্য।...ইত্যাদি ॥ (৪কা. ১অ. ৩সূ.) ॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : বাজীকরণম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : বনস্পতি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, উষ্ণিক্]

যাং ত্বা গন্ধর্বো অখনদ্ বরুণায় মৃতভ্রজে।
তাং ত্বা বয়ং খনামস্যোষধিং শেপহর্ষণীম্ ॥ ১॥
উদুষা উদু সূর্য উদিদং মামকং বচঃ
উদেজতু প্রজাপতির্বৃষা শুষ্মেণ বাজিনা ॥ ২॥
যথা স্ম তে বিরোহতোঽভিতপ্তমিবানতি।
ততস্তে শুষ্মবত্তরমিয়ং কৃণোত্বোষধিঃ ॥ ৩॥
উচ্ছুষ্মৌষধীনাং সার ঋষভাণাম্।
সং পুংসামিন্দ্র বৃষ্ণ্যমস্মিন্ ধেহি তনূবশিন্ ॥ ৪॥
অপাং রসঃ প্রথমজোঽথো বনস্পতীনাম্।
উত সোমস্য ভ্রাতাস্যুতার্শমসি বৃষ্ণ্যম্ ॥ ৫॥
অদ্যাগ্নে অদ্য সবিতরদ্য দেবি সরস্বতি।
অদ্যাস্য ব্রহ্মণস্পতে ধনুরিবা তানয়া পসঃ ॥ ৬॥
আহং তনোমি তে পসো অধি জ্যামিব ধন্বনি।
ক্রমস্বর্শ ইব রোহিতমনবল্লায়তা সদা ॥ ৭॥
অশ্বস্যাশ্বতরস্যাজস্য পেত্বস্য চ।
অথ ঋষভস্য যে বাজাস্তানস্মিন্ ধেহি তনূবশিন্ ॥ ৮॥

বঙ্গানুবাদ — বরুণের পৌরুষ নষ্ট হওয়ার পর পুনঃ বীর্য-প্রাপ্তির নিমিত্ত তুমি হেন যাকে গন্ধর্ব খনন পূর্বক লাভ করেছিল, হে কপিত্থ! আমরা তোমা হেন সেই শক্তিবর্ধক ঔষধিকে খনন করছি ॥ ১ ॥ সূর্য তোমাকে শ্রেষ্ঠ বীর্য সম্পন্ন করুন এবং তাঁর পত্নী উষা তোমাকে বীর্যের দ্বারা উদ্বৃত্ত করুন। আমার এই মন্ত্র বীর্যের দ্বারা সম্পন্ন (বা সমৃদ্ধ) করণশীল। প্রজাপতিদেব বীর্যের দ্বারা

যুক্ত কামেন্দ্রিয়কে সশক্ত করুন ॥ ২॥ হে বীর্যকামী পুরুষ! তোমার পুত্র-পৌত্র ইত্যাদির কারণ রূপ পুংব্যাঞ্জক যাতে নাগের ফণার ন্যায় কম্পিত হ'তে (বা কার্যকরী হতে চেষ্টা করতে) পারে, সেই নিমিত্ত এই ঔষধি তোমাকে অতুল বীর্যে সমৃদ্ধ করুক ॥ ৩॥ এই ঔষধি অত্যন্ত বীর্যশালিনী এবং সেচনসমর্থ বৃষভদের মধ্যেও সাররূপে অবস্থিতা। এই ঔষধি এই পুরুষকে বীর্যের সার্থে যুক্ত করুক। হে ইন্দ্র! তুমি এই পুরুষের শরীরকে বীর্যধারণক্ষম ক'রে দাও ॥ ৪ ॥ হে কপিত্থের মূল! তুমি জলের মন্থন-কালে উৎপন্ন হয়ে অমৃতময় হয়েছিলে এবং সোম তোমার সজাতীয় হয়েছিল। তুমি অঙ্গিরা ঋষিবর্গের মন্ত্রবলের দ্বারা স্বয়ং বীর্যরূপ হয়ে গিয়েছো ॥ ৫ ॥ হে অগ্নি! এই বীর্যাভিলাষী পুরুষের শরীরাঙ্গকে বীর্যমুক্ত ক'রে শক্তি প্রদান করো। হে সূর্য! হে সরস্বতী! হে মন্ত্রাধিপ ব্রাহ্মণস্পতি! তোমরা এই বীর্যকামী ব্যক্তির অঙ্গকে নীরোগ ক'রে দাও ॥ ৬॥ হে বীর্যের কামনাশালী পুরুষ! আমি তোমার অঙ্গকে (বা পুরুষাঙ্গকে) বীর্যের দ্বারা যুক্ত (বা পূর্ণ) ক'রে দিচ্ছি; অতএব তুমি সেচনসমর্থ বৃষভের ন্যায় নৃত্য করতে করতে মনের মতো (উপযুক্ত) আপন পত্নীকে প্রাপ্ত হও (অর্থাৎ সঙ্গমরত হও) ॥ ৭ ॥ হে ঔষধি! অশ্ব, অশ্বতর, বৃষভ, মেষ ইত্যাদি পশুসমূহে যে বীর্য আছে, তেমনই বীর্য তোমরা এই পুরুষের শরীরে স্থাপিত করো ॥ ৮ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'যাং ত্বা গন্ধর্বো' ইতি সূক্তেন পুরুষস্য বীর্যকরণকর্মণি কপিত্থমূলং ওষধিবৎ খাত্বা দুগ্ধে শ্রপায়িত্বা অভিমন্ত্র্য অধিজ্যং ধনুঃ উৎসঙ্গে কৃত্বা বীর্যকামঃ পুরুষঃ পিবেৎ। এবমেব কীলকে মুসলে বা উপবিশ্য পূর্ববদ্ অভিমন্ত্র্য পিবেৎ। সূত্রিতং হি।...ইত্যাদি॥ (৪কা. ১অ. ৪সূ)॥

টীকা — পুরুষের বীর্যকরণকর্মে কপিত্থ-মূল (কয়েতবেল গাছের মূল) ঔষধির মতো খনন (মাড়াই) পূর্বক দুগ্ধে শ্রপিত (পক্ব) ক'রে এই সূক্ত-মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত ক'রে যখন বীর্যকামী পুরুষকে খাওয়ানো হয়, তখন তার ক্রোড়ে এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত ধনু রাখতে হয়। এইরকমে কীলকে বা মুসলে উপবেশন করিয়ে পূর্বের মতো অভিমন্ত্রিত ঔষধি পান করানো কর্তব্য।...ইত্যাদি ॥ (৪কা. ১অ. ৪সূ.) ॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : স্বাপনম্

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : বৃষভ, স্বাপনম্। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্]

সহস্রশৃঙ্গো বৃষভো যঃ সমুদ্রাদুদাচরৎ।
তেনা সহস্যেনা বয়ং নি জনান্ত্স্বাপয়ামসি ॥ ১॥
ন ভূমিং বাতো অতি বাতি নাতি পশ্যতি কশ্চন।
স্ত্রিয়শ্চ সর্বাঃ স্বাপয় শুনশ্চেন্দ্রসখা চরন্ ॥ ২॥
প্রোষ্ঠেশয়াস্তল্পেশয়া নারীর্যা বহ্যশীবরীঃ।
স্ত্রিয়ো যাঃ পুণ্যগন্ধয়স্তাঃ সর্বাঃ স্বাপয়ামসি ॥ ৩॥
এজদেজদজগ্রভং চক্ষুঃ প্রাণমজগ্রভম্।
অঙ্গান্যজগ্রভং সর্বা রাত্রীণামতিশর্বরে ॥ ৪॥

য আস্তে যশ্চরতি যশ্চ তিষ্ঠন্ বিপশ্যতি।
তেষাং সং দধ্মো অক্ষীণি যথেদং হর্ম্যং তথা ॥৫॥
স্বপ্তু মাতা স্বপ্তু পিতা স্বপ্তু শ্বা স্বপ্তু বিশ্পতিঃ।
স্বপন্ত্বস্যৈ জ্ঞাতয়ঃ স্বপ্ত্বয়মভিতো জনঃ ॥৬॥
স্বপ্ন স্বপ্নাভিকরণেন সর্বং নি স্বাপয়া জনম্।
ওৎসূর্যমন্যান্ত্স্বাপয়াব্যুষং জাগৃতাদহমিন্দ্র ইবারিষ্টো অক্ষিতঃ ॥৭॥

বঙ্গানুবাদ — কামনাসমূহকে জলের ন্যায় বর্ষণশালী, সহস্ররশ্মিসম্পন্ন সূর্য আকাশে উদয় হয়ে থাকে। শত্রুকে বশ-করণশালী সেই সূর্যের দ্বারাই আমরা উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে নিদ্রাযুক্ত ক'রে দিচ্ছি ॥ ১॥ বায়ু যেন অধিক বেগে প্রবাহিত হয়ে মানুষের নিদ্রাভঙ্গ না করে, কোন মনুষ্য যেন (আমার রতিকর্ম) না দেখে ফেলে; হে বায়ু! তুমি ইন্দ্রের মিত্র। সকল স্ত্রী ও কুক্কুরদেরও নিদ্রাকে বশীভূত করো। (কারণ স্ত্রীলোকের স্বভাবই লুকিয়ে দেখা এবং কুক্কুরদের চিৎকারে মানুষের নিদ্রাভঙ্গের আশঙ্কা) ॥ ২॥ যে স্ত্রীসকল পালঙ্কের উপর বা অঙ্গনে শায়িত হয়ে আছে, যে রমণীগণ দোলনায় দোলায়িত হয়ে আছে, যে সকল রমণীকে পুণ্যগন্ধা বলা হয়ে থাকে, এমন সকল স্ত্রীলোককে আমি নিদ্রাঘোরে অবশ ক'রে দিচ্ছি ॥ ৩॥ সকল জঙ্গমাত্মক প্রাণীসমূহকে আমি নিদ্রাভিভূত ক'রে দিয়েছি, তাদের দর্শন-শক্তি আমি গ্রহণ ক'রে নিয়েছি; তাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ও আমার দ্বারা অধিকৃত হয়ে গিয়েছে। তাদের হস্ত পদ ইত্যাদি সকল অঙ্গকে অর্ধরাত্রের মধ্যেই আপন বশীভূত ক'রে নিয়েছি ॥ ৪॥ আমাদের অভিসারে যাওয়ার সময় যে পুরুষ বিচরণ করে, ইতস্ততঃ দেখতে থাকে,—যেমন এই ঘর বা গৃহ দর্শনশক্তি রহিত হয়ে আছে, সেইভাবে আমরা সেই সকলের নেত্রকে নিমীলিত ক'রে দিচ্ছি ॥ ৫॥ যে স্ত্রীকে আমরা নিদ্রার দ্বারা বশীভূত করতে অভিলাষী, তার মাতা, পিতা, গৃহরক্ষক কুক্কুর, গৃহস্বামী এবং তার কুটুম্বী সকলেই নিদ্রামগ্ন হোক ॥ ৬॥ হে স্বপ্নের অভিমানী দেব! এদের সকলকে আগামী সূর্যোদয় পর্যন্ত নিদ্রামগ্ন রাখো। সকলের শয়নের পর আমি কারও দ্বারা হিংসিত না হয়ে যে ইন্দ্রের ন্যায় সম্ভোগপ্রাপ্ত হয়ে ঊষাকাল পর্যন্ত জাগ্রত থাকি ॥ ৭॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'সহস্রশৃঙ্গঃ' ইতি সূক্তেন স্ত্র্যাভিগমনে তস্যাস্তৎ পরিসরর্তিনাং চ স্বাপনার্থং উদপাত্রং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য তেন শয়নশালাং প্রোক্ষ্য শেষং অভ্যন্তরদ্বারে নিনয়েৎ। তথা নগ্নঃ সন অনেনৈব উলূখলং অভিমন্ত্রয়েত। তথা গৃহস্যোত্তরং স্রক্তিং স্ত্রীখর্ব্বায়া দক্ষিণং পাদং রজ্জুং বা অভিমন্ত্রয়েত।...ইত্যাদি॥ (৪কা. ১অ. ৫সূ)॥

টীকা — স্ত্রী-অভিগমন কালে পার্শ্ববর্তী সকলকে নিদ্রাভিভূত করণের উদ্দেশে এই সূক্তমন্ত্রে জলপাত্র অভিমন্ত্রিত ক'রে শয়নশালায় প্রোক্ষণ করণীয় এবং অবশিষ্ট জল গৃহের দ্বারে নয়নীয়। নগ্ন হয়ে এই মন্ত্রের দ্বারা উলূখল অভিমন্ত্রিত করতে হয়। তথা, গৃহের উত্তর দিকে স্ত্রীর খট্টের দক্ষিণ পায়ায় এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত রজ্জুবন্ধন করণীয়।...ইত্যাদি ॥ (৪কা. ১অ. ৫সূ.) ॥

◆ ◆

দ্বিতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত : বিষঘ্নম্

[ঋষি : গরুত্মান্। দেবতা : ব্রাহ্মণ প্রভৃতি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

ব্রাহ্মণো জজ্ঞে প্রথমো দশশীর্ষো দশাস্যঃ।
স সোমং প্রথমং পপৌ স চকারারসং বিষম্ ॥ ১॥
যাবতী দ্যাবাপৃথিবী বরিম্ণা যাবৎ সপ্ত সিন্ধবো বিতষ্ঠিরে।।
বাচং বিষস্য দূষণীং তামিতো নিরবাদিষম্ ॥ ২॥
সুপর্ণস্ত্বা গরুত্মান্ বিষ প্রথমমাবয়ৎ।
নামীমদো নাররূপ উতাস্মা অভবঃ পিতুঃ ॥ ৩॥
যস্ত আস্যৎ পঞ্চাঙ্গুরির্বক্রাচ্চিদধি ধন্বনঃ।
অপস্কম্ভস্য শল্যান্নিরবোচমহং বিষম্ ॥ ৪॥
শল্যাদ্ বিষং নিরবোচং প্রাঞ্জনাদুত পর্ণধেঃ।
অপাষ্ঠাচ্ছৃঙ্গাৎ কুল্মলান্নিরবোচমহং বিষম্। ॥ ৫॥
অরসস্ত ইষো শল্যোঽথো তে অরসং বিষম্
উতারসস্য বৃক্ষস্য ধনুষ্টে অরসারসম্ ॥ ৬॥
যে অপীষন্ যে অদিহন্ য আস্যন্ যে অবাসৃজন্।
সর্বে তে বধ্রয়ঃ কৃতা বধ্রির্বিষগিরিঃ কৃতঃ ॥ ৭॥
বধ্রয়স্তে খনিতারো বধ্রিস্ত্বমস্যোষধে।
বধ্রিঃ স পর্বতো গিরির্যতো জাতমিদং বিষম্॥ ৮॥

বঙ্গানুবাদ — তক্ষক হলো প্রথম ব্রাহ্মণ জাতীয় সর্প; তার দশটি ফণা এবং দশটি মুখ। এ ক্ষত্রিয়-জাতীয় সর্পগণের মধ্যে প্রথম হওয়ার কারণে আকাশস্থ সোমকে পান করেছিল। সেই অমৃতময় সোম পানকারী ব্রাহ্মণ সর্প কন্দ-মূল ফল ইত্যাদি হ'তে উৎপন্ন এই বিষকে নিঃপ্রভাব করুক ॥ ১॥ দ্যাবাপৃথিবী যত পরিমিত স্থান ব্যেপে বিস্তৃত আছে, সমুদ্র যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত আছে, ততদূর পর্যন্ত স্থানব্যাপী কন্দমূল, ফল ইত্যাদি জনিত বিষকে দূরীকরণ শালিনী মন্ত্রযুক্ত বাণীকে প্রযুক্ত করছি ॥ ২॥ হে বিষ! বৈনতেয় গরুড় তোমাকে প্রথম ভক্ষণ করেছিল, তাতে তুমি নির্বীর্য হয়ে গিয়েছিলে। এখন এই বিষের দ্বারা পীড়িত পুরুষের জ্ঞানকে নষ্ট করো না। তুমি এর নিমিত্ত অন্নের ন্যায় জীর্ণতা প্রাপ্ত হও ॥ ৩॥ পাঁচটি অঙ্গুলীশালী যে হস্ত মুখ-যন্ত্র হ'তে তোমার (অর্থাৎ পুরুষের) শরীরে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে, সেই বিষ ও বিষ প্রদানকারী হস্তকে আমি ক্রমুক অর্থাৎ শুপারি বৃক্ষের খণ্ডের দ্বারা মন্ত্রশক্তির প্রভাবে প্রভাবহীন ক'রে দিচ্ছি ॥ ৪॥ বাণের ফলকের দ্বারা যে বিষ তোমার শরীরে প্রবিষ্ট হয়েছে, তাকে আমি মন্ত্রবলে দূর ক'রে দিচ্ছি। প্রলেপ হ'তে, বিষময় পত্র

হ'তে, শৃঙ্গ হ'তে এবং মল (বা বিষ্ঠা) ইত্যাদির দ্বারা যে বিষ উৎপন্ন হয়েছে, তাকেও আমি মন্ত্রশক্তির দ্বারা পৃথক্ ক'রে দিচ্ছি ॥ ৫॥ হে বাণ! তোমার বিষযুক্ত ফলক নিবীর্য হোক, তোমার বিষ নিষ্ফল হোক। আরও, তোমার ধনুকও ব্যর্থ হয়ে যাক ॥ ৬॥ বিষময়ী ঔষধি প্রদানকারী, লেপনের দ্বারা বিষ প্রয়োগশালী, দূর হ'তে বিষ প্রক্ষেপশালী, নিকটে অবস্থিত থেকে অন্ন ও জলে বিষ মিশ্রণকারী— এই সকল বিষ-দাতৃগণকে এবং বিষের উৎপত্তির কারণ রূপ পর্বত ইত্যাদিকেও আমি নির্বীর্য ক'রে দিয়েছি ॥ ৭॥ হে বিষযুক্ত ঔষধি! তোমাকে খননকারী জন নির্বীর্য হোক; তুমিও মন্ত্রবলের দ্বারা নিষ্প্রভাব হও; যে পর্বতের উপরে এই বিষযুক্ত কন্দ, মূল, ফল ইত্যাদি উৎপন্ন হয়ে থাকে, সেই পর্বতও নির্বীর্য হয়ে যাক ॥ ৮॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'ব্রাহ্মণো জজ্ঞে' 'বারিদং' ইত্যাভ্যাং কন্দবিষভৈষজ্যার্থং উদকং অভিমন্ত্র্য বিষাবৃতং পুরুষং পায়য়েৎ। তথাবিধোদকেন প্রোক্ষেৎ। তথা কৃমুকবৃক্ষশকলং সহোদকং অভিমন্ত্র্য পায়য়েৎ প্রোক্ষেচ্চ। তথা আভ্যাং জীর্ণহরিণচর্মাবজ্বালিতং পতিতমার্জনিকাশকলৈর্বা অবজ্বালিতং উদকং আভ্যাং অভিমন্ত্র্যা তেনোদকেন বিষাবৃতঃ অবসিঞ্চেৎ। তথা আভ্যাং সূক্তাভ্যাং উদপাত্রং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য তেন প্লাবয়েৎ। তথা বিষলিপ্তাভ্যাং ঊর্ধ্বফলাভ্যাং সক্তুমন্থং মথিত্বা অভিমন্ত্র্য পায়য়েৎ। তথা মদনফলানি প্রত্যচং অভিমন্ত্র্য যথা ছর্দর্ভবতি তথা প্রত্যচং ভক্ষয়েৎ। সর্পিষা সহিতাং হরিদ্রাং অনেনৈবাভিমন্ত্র্য আবিষ্টবিষং পায়য়েৎ। সূত্রিতং হি।...ইত্যাদি॥ (৪কা. ২অ. ১সূ)॥

টীকা — কন্দবিষের ভৈষজ্যার্থে এই সূক্তের দ্বারা জল অভিমন্ত্রিত ক'রে বিষাবৃত জনকে পান করানো কর্তব্য। তথাবিধ জলের দ্বারা প্রোক্ষণ করণীয়। কৃমুক (বা ক্রমুক অর্থাৎ শুপারী) বৃক্ষের বল্কলখণ্ডের সাথে জল অভিমন্ত্রিত ক'রে পান করানো ও প্রক্ষেপ করানো কর্তব্য। ইত্যাদি আরও নানাভাবে নানারকম বিষক্রিয়ার দূরীকরণে এই সূক্তের বিনিয়োগ উপর্যুক্ত 'সূক্তস্য বিনিয়োগঃ' অংশে দ্রষ্টব্য ॥ (৪কা. ২অ. ১সূ) ॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : বিষনাশনম্

[ঋষি : গরুত্মান্। দেবতা : বনস্পতি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

বারিদং বারয়াতৈ বরণাবত্যামধি।
তত্রামৃতস্যাসিক্তং তেনা তে বারয়ে বিষম্ ॥ ১॥
অরসং প্রাচ্যং বিষমরসং যদুদীচ্যম্।
অথেদমধরাচ্যং করম্ভেণ বি কল্পতে ॥ ২॥
করম্ভং কৃত্বা তির্যং পীবস্পাকমুদারথিম্।
ক্ষুধা কিল ত্বা দুষ্টনো জক্ষিবান্ত্স ন রুরুপঃ ॥ ৩॥
বি তে মদং মদাবতি শরমিব পাতয়ামসি।
প্র ত্বা চরুমিব যেষন্তং বচসা স্থাপয়ামসি ॥ ৪॥
পরি গ্রামমিবাচিতং বচসা স্থাপয়ামসি।
তিষ্ঠা বৃক্ষ ইব স্থাম্ন্যভ্রিখাতে ন রুরুপঃ ॥ ৫॥

পরস্তেস্ত্বা পর্যক্রীণন্ দূর্শেভিরজিনৈরুত।
প্রক্রীরসি ত্বমোষধেঽভ্রিখাতে ন রূরুপঃ ॥ ৬॥
অনাপ্তা যে বঃ প্রথমা যানি কর্মাণি চক্রিরে।
বীরান্ নো অত্র মা দভন্ তদ্ ব এতৎ পুরো দধে ॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ — বরণ নামক বৃক্ষউৎপন্ন-করণশালিনী বরণাবতীর জল আমাদের বিষকে দূরীভূত ক'রে দিক। এর জলে দ্যুলোকস্থিত অমৃতের স্বরূপ বিদ্যমান রয়েছে। সেই অমৃতময় জলের দ্বারা কন্দ ইত্যাদির দ্বারা উৎপন্ন তোমার বিষকে নিবারণ করছি ॥ ১॥ পূর্ব দিকের বিষ নির্বীর্য হোক; উত্তর, দক্ষিণ সকল দিকের বিষ মন্ত্রশক্তির দ্বারা নির্বীর্য হয়ে যাক। পৃথিবীর নিম্নপ্রদেশে উৎপাদিত বিষ করম্ভ নামক বিষহরি মন্ত্রের দ্বারা নিবীর্য হোক ॥ ২॥ হে বিষ! তুমি শরীরকে দূষিত-করণশালী। না জেনে করম্ভরূপ মন্থ মনে ক'রে পীড়াজনক তোমাকে এই পুরুষ ভক্ষণ ক'রে ফেলেছে। তুমি একে চেতনা-রহিত করো না ॥ ৩॥ হে চেতনা-বিলোপকারিণী ঔষধি! তোমার বিষকে আমরা ধনু হ'তে বিক্ষিপ্ত তীরের ন্যায় শরীর হ'তে দূর ক'রে দিচ্ছি। হে বিষ! গুপ্তভাবে বিচরণশীল দূতের (বা চরের) ন্যায় গোপনরূপে এই বিষোপহত পুরুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ব্যাপ্ত হয়ে অবস্থানকারী তোমাকে মন্ত্রশক্তির দ্বারা নিষ্ক্রান্ত ক'রে দূর ক'রে দিচ্ছি ॥ ৪॥ হে খননের দ্বারা লব্ধ ঔষধি! তুমি বৃক্ষের ন্যায় আপন স্থানে অটল থাকো, এই পুরুষকে মূর্ছিত করো না। আমরা তোমার বিষকে মন্ত্ররূপ বাক্যের দ্বারা দূর ক'রে দিচ্ছি ॥ ৫॥ হে বিষাক্ত ঔষধি! মহর্ষিগণ তোমাকে শুদ্ধকরণের নিমিত্ত ক্রয় করেছিলেন। তুমি হরিণচর্মের বিনিময়ে ক্রীত হয়েছিলে। অতএব তুমি ক্রীত হয়ে (আত্মাধিকারহীনের মতো) এই স্থান হ'তে দূর হও এবং এই পুরুষকে অচেতন করো না ॥ ৬॥ হে মনুষ্যগণ! যে শত্রুবর্গ যজ্ঞ ইত্যাদি মুখ্য কর্ম সাধন করেছিল, তারা আপন সেই মুখ্য কর্মের দ্বারা আমাদের পুত্র পৌত্র ইত্যাদির যেন নাশক না হ'তে পারে। এই (বিপদ) হ'তে রক্ষিত হওয়ার নিমিত্ত আমি চিকিৎসা রূপ কর্মকে প্রস্তুত (বা উপস্থাপিত) করছি ॥ ৭॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'বারিদং বারয়াতৈ' ইতি দ্বিতীয়সূক্তস্য পূর্বসূক্তেন সহ উক্তো বিনিয়োগঃ॥ (৪কা. ২অ. ২সূ)॥

টীকা — এই সূক্তটির বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তে উক্ত হয়েছে ॥ (৪কা. ২অ. ২সূ)॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : রাজ্যাভিষেকঃ

[ঋষি : অথর্বাঙ্গিরা। দেবতা : রাজ্যাভিষেক, আপ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্]

ভূতো ভূতেষু পয় আ দধাতি স ভূতানামধিপতির্বভূব।
তস্য মৃত্যুশ্চরতি রাজসূয়ং স রাজা রাজ্যমনু মন্যতামিদম্ ॥ ১॥
অভি প্রেহি মাপ বেন উগ্রশ্চেত্তা সপত্নহা।
আ তিষ্ঠ মিত্রবর্ধন তুভ্যং দেবা অধি ব্রুবন্ ॥ ২॥

আতিষ্ঠন্তং পরি বিশ্বে অভূষংচ্ছ্রিয়ং বসানশ্চরতি স্বরোচিঃ।
মহৎ তদ্ বৃষ্ণো অসুরস্য নামা বিশ্বরূপো অমৃতানি তস্থৌ ॥ ৩॥
ব্যাঘ্রো অধি বৈয়াঘ্রে বি ক্রমস্ব দিশো মহীঃ।
বিশস্ত্বা সর্বা বাঞ্ছন্ত্বাপো দিব্যাঃ পয়স্বতীঃ ॥ ৪॥
যা আপো দিব্যাঃ পয়সা মদন্ত্যন্তরিক্ষ উত বা পৃথিব্যাম্।
তাসাং ত্বা সর্বাসামপামভি ষিঞ্চামি বর্চসা ॥ ৫॥
অভি ত্বা বর্চসাসিচন্নাপো দিব্যাঃ পয়স্বতীঃ।
যথাসো মিত্রবর্ধনস্তথা ত্বা সবিতা করৎ ॥ ৬॥
এনা ব্যাঘ্রং পরিষস্বজানাঃ সিংহং হিন্বন্তি মহতে সৌভগায়।
সমুদ্রং ন সুভুবস্তস্থিবাংসং মর্মৃজ্যন্তে দ্বীপিনমপ্ স্বন্তঃ ॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ — অভিষিক্ত হওয়ার পর ঐশ্বর্য লাভকারী ও অনুজীবী বা আশ্রিত জনগণকে অন্ন দানশীল রাজাই প্রাণধারীগণের অধিস্বামী হয়ে থাকেন। যমরাজ প্রাণীগণের উপর শাসন-করণে এবং দুষ্টকে দণ্ড দানের নিমিত্তই রাজার দ্বারা রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠিত করিয়ে থাকেন ॥ ১॥ হে রাজন! তুমি হস্তী, অশ্ব, রথ, রাজ্য, সিংহাসন ইত্যাদির প্রতি উদাসীন হয়ো না। তুমি কার্যাকার্যের বিভাবের (অর্থাৎ পরিচয়ের) জ্ঞাতা ও মহাবলী হও। ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতাগণ তোমাকে লক্ষ্য ক'রে 'এই জন আমাদের' ব'লে অধিকরূপে ঘোষণা করুন ॥ ২॥ সিংহাসনে আরূঢ় রাজাকে সকলে সেবা করুক এবং রাজাও প্রজাপালনে তৎপর হোন। অভিষেকের দ্বারা উৎপন্ন রাজ্য-তেজ (বা রাজার যশ) দশ দিকে ব্যাপ্ত হোক এবং শত্রুগণ ভয়ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করুক। এই রাজা শত্রু, মিত্র, স্ত্রী ইত্যাদিতে বিভিন্ন প্রকার আচরণশীল রূপে দণ্ড, যুদ্ধ ও অধ্যয়ন ইত্যাদি কার্য সাধন-সম্পন্ন হোন ॥ ৩॥ হে রাজন্! তুমি ব্যাঘ্র চর্মের উপর উপবশন পূর্বক পূর্ব ইত্যাদি দিকসমূহকে বিজয় করো। তুমি তেজস্বী হও। তোমাকে এই সকল প্রজা নিজেদের অধিপতি রূপে স্বীকার করুক। তোমার রাজ্যে অনাবৃষ্টি রূপ অকাল যেন না হয় ॥ ৪॥ হে রাজন্! দ্যুলোকস্থ যে জল প্রাণীগণের তৃপ্তিকারক হয়ে থাকে, যে জল পৃথিবী এবং অন্তরিক্ষে বর্তমান, সেই তিনলোকে ব্যাপ্ত জলরাশির অপরিমিত পরাক্রম সমৃদ্ধ তোমাকে অভিষিক্ত করছি ॥ ৫॥ হে রাজন্! (সেই) দিব্য জলরাশি আপন তেজের দ্বারা তোমাকে অভিসিঞ্চিত করুক। তুমি আপন মিত্রবর্গকে যে স্থিতিতে বৃদ্ধি করতে আকাঙ্ক্ষা করো, সূর্য সেই রকমে তোমাকে সামর্থ্যবান্ করুন ॥ ৬॥ বীর রাজাকে জলসমূহ মাতার ন্যায় হর্ষিত করছে এবং তাঁকে সৌভাগ্য প্রাপ্ত করানোর নিমিত্ত বীর্যের দ্বারা তৃপ্ত করছে। নদী রূপ জলরাশি যেমন সমুদ্রকে সমৃদ্ধ ক'রে থাকে, তেমনই অভিষেকের সময় এই জলরাশি রাজাকে তৃপ্ত করছে। সেবকবৃন্দ বস্ত্র, মুকুট, অলঙ্কার ইত্যাদির দ্বারা রাজাকে সুশোভিত করছে ॥ ৭॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'ভূতো ভূতেষু' ইতি তৃতীয়সূক্তেন মহতি লঘৌ বা রাজাভিষেক কর্মণি শান্ত্যুদককলশেন উদপাত্রেণ চ অভিষেকং জপং চ পুরোহিতং কুর্যাৎ। তথা সম্পাতিতস্থালীপাকপ্রাশনং অভিমন্ত্রিতং অশ্বং আরোহ্য অপরাজিতদিশং প্রতি গমনং চ কারয়েৎ। সূত্রিতং হি।...ইতাদি॥ (৪কা. ২অ. ৩সূ)॥

টীকা — এই সূক্তের দ্বারা মহতী বা লঘু রাজ্যাভিষেক কর্মে শান্তিজলের কলশ ও জলপাত্র অভিমন্ত্রিত ক'রে রাজার অভিষেক করণীয় এবং পুরোহিত কর্তৃক এই মন্ত্রগুলি জপনীয়। তথা সম্পাতিত স্থালীপাক

প্রাশনে এবং এই সূক্তমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত অশ্বে আরোহণ করিয়ে রাজাকে অপরাজিত দিকে প্রেরণ করা হয়।...ইত্যাদি ॥ (৪কা. ২অ. ৩সূ) ॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : আঞ্জনম্

[ঋষি : ভৃগু। দেবতা : ত্রৈককুদাঞ্জনম্। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, পংক্তি]

এহি জীবং ত্রায়মাণং পর্বতস্যাস্যক্ষ্যম্।
বিশ্বেভির্দেবৈর্দত্তং পরিধির্জীবনায় কম্ ॥ ১ ॥
পরিপাণং পুরুষাণাং পরিপাণং গবামসি।
অশ্বানামর্বতাং পরিপাণায় তস্থিষে ॥ ২ ॥
উতাসি প্বরিপাণং যাতুজম্ভনমাঞ্জন।
উতামৃতস্য ত্বং বেত্থাথো অসি জীবভোজনমথো হরিতভেষজম্ ॥ ৩ ॥
যস্যাঞ্জন প্রসর্পস্যঙ্গমঙ্গং পরুষ্পরুঃ।
ততো যক্ষ্মং বি বাধস উগ্রো মধ্যমশীরিব ॥ ৪ ॥
নৈনং প্রাপ্নোতি শপথো ন কৃত্যা নাভিশোচনম্।
নৈনং বিষ্কন্ধমশ্নুতে যস্ত্বা বিভর্ত্যাঞ্জন ॥ ৫ ॥
অসন্মন্ত্রাদ্ দুষ্বপ্ন্যাদ্ দুষ্কৃতাচ্ছমলাদুত।
দুর্হার্দশ্চক্ষুষো ঘোরাৎ তাস্মান্নঃ পাহ্যাঞ্জন ॥ ৬ ॥
ইদং বিদ্বানাঞ্জন সত্যং বক্ষ্যামি নানৃতম্।
সনেয়মশ্বং গামহমাত্মানং তব পুরুষ ॥ ৭ ॥
ত্রয়ো দাসা আঞ্জনস্য তক্মা বলাস আদহিঃ।
বর্ষিষ্ঠঃ পর্বতানাং ত্রিককুন্নাম তে পিতা ॥ ৮ ॥
যদাঞ্জনং ত্রৈককুদং জাতং হিমবতস্পরি।
যাতূংশ্চ সর্বান্ জম্ভয়ৎসর্বাশ্চ যাতুধান্যঃ ॥ ৯ ॥
যদি বাসি ত্রৈককুদং যদি যামুনমুচ্যসে।
উভে তে ভদ্রে নাম্নী তাভ্যাং নঃ পাহ্যাঞ্জন ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ — হে অঞ্জনমণি! তুমি ত্রিক্কুদ্ (বা ত্রিকূট অর্থাৎ তিনটি শৃঙ্গশালী) নামক পর্বতের চক্ষু স্বরূপ। তুমি জীবধারীগণকে রক্ষা পূর্বক প্রাপ্ত হও। ইন্দ্র ইত্যাদি সকল দেবতা আমাদের রোগরহিত থাকার নিমিত্ত তোমাকে পরিধি (প্রাচীর বা বেষ্ঠন রেখা) রূপে প্রদান করেছিলেন ॥ ১॥ হে ত্রিকুদেব অঞ্জন! তুমি মনুষ্য, গো, অশ্ব, ঘোটকী—এদের সকলের রক্ষার নিমিত্ত অবস্থিতিশীল ॥ ২॥ যার দ্বারা নেত্র স্বচ্ছীকৃত হয়, যা রাক্ষস ইত্যাদি-জনিত পীড়াকে বিনাশ করণশালী, এমনই হে অঞ্জন! তুমি আকাশে স্থিত অমৃতের জ্ঞাতা এবং জীবিত প্রাণীসমূহের অনিষ্টকে দূরীকরণশালী। তুমি পাণ্ডু ইত্যাদি রোগজনিত নীলপীত বর্ণত্বেরও নিবারক ॥ ৩॥ হে অঞ্জন! তুমি যার শরীরে

ব্যাপ্ত হয়ে থাকো, তার শরীরকে ক্ষয়রহিত করতে ক্ষণকালের মধ্যে মেঘজাল ছিন্নকারী বায়ুর ন্যায় প্রচণ্ড বেগশালী হয়ে থাকো ॥ ৪ ॥ হে অঞ্জন! যে পুরুষ তোমাকে ব্যবহৃত (বা ধারণ) করে, তাকে অপরের শাপ প্রাপ্ত হ'তে হয় না, অন্যের দ্বারা হওয়া অভিচার রূপ কৃত্যা তথা শোক ও বিঘ্ন ইত্যাদি প্রাপ্ত হ'তে হয় না ॥ ৫ ॥ হে অঞ্জনমণি! অভিচারাত্মক অসৎ মন্ত্রাবলী হ'তে, সেই মন্ত্রসমূহের দ্বারা প্রাপ্ত দুঃখ হ'তে, দুঃস্বপ্ন বা পাপ হ'তে উৎপন্ন হওয়া শোক হ'তে, দূষিত মন ও অপরের ক্রূর দৃষ্টি হ'তে আমাকে রক্ষা করো ॥ ৬ ॥ হে অঞ্জন! আমি তোমার মহিমা জ্ঞাত আছি; সেই জন্য এই কথা আমি মিথ্যা বলছি না। এই কারণে আমি তোমার সেবকরূপে গো, অশ্ব এবং প্রাণীমাত্রের সেবা লাভ করবো ॥ ৭ ॥ কাঠিন্যের দ্বারা জীবন অতিবাহনশীল জ্বর, সন্নিপাত (ত্রিদোষজ রোগ), সর্প ইত্যাদির বিষ,—এই প্রাণ হরণশীল বিকার অঞ্জনের প্রভাবে নিবারিত হয়। হে অঞ্জন! ত্রিকুদ্ পর্বত তোমার জনক ॥ ৮ ॥ পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়ের উপর ত্রিকুদ্ নামক পর্বতের অঞ্জন রাক্ষসবর্গের বিনাশে তৎপর হয়ে থাকে; এই নিমিত্ত সেই অঞ্জন আমাদের রোগ ইত্যাদি বিকারগুলিকে নষ্ট করুক ॥ ৯ ॥ হে অঞ্জন! যদি তুমি ত্রিকুদ হ'তে উৎপন্ন ব'লে অথবা যমুনা হ'তে সৃষ্ট ব'লে কথিত হ'তে ইচ্ছা করো; তাহলে ত্রৈককুদ ও যামুন, এই দু'টি নামই আমাদের পক্ষে কল্যাণ-সাধনশীল রূপে প্রতিভাত। তুমি তোমার আপন সেই নামদ্বয়ের দ্বারাই আমাদের রক্ষা করো ॥ ১০ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'এহি জীবং' ইতি সূক্তেন উপনয়নানন্তরং আয়ুষ্কামস্য মাণবকস্য আঞ্জনমনিং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য বধ্নীয়াৎ। সূত্রিতং হি।...ইত্যাদি॥ (৪কা. ২অ. ৪সূ)॥

টীকা — উপনয়নের পর আয়ুষ্কামী মাণবককে এই সূক্ত-মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত অঞ্জনমণি ধারণ করানো কর্তব্য।...ইত্যাদি ॥ (৪কা. ২অ. ৪সূ)॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : শঙ্খমণিঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : শঙ্খমণি, কৃশন। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, পংক্তি]

বাতাজ্জাতো অন্তরিক্ষাদ্ বিদ্যুতো জ্যোতিষস্পরি।
স নো হিরণ্যজাঃ শঙ্খঃ কৃশনঃ পাত্বংহসঃ ॥ ১ ॥
যো অগ্রতো রোচনানাং সমুদ্রাদধি জজ্ঞিষে।
শঙ্খেন হত্বা রক্ষাংস্যত্রিণো বি সহামহে ॥ ২ ॥
শঙ্খেনামীবামমতিং শঙ্খেনোত সদান্বাঃ।
শঙ্খো নো বিশ্বভেষজঃ কৃশনঃ পাত্বংহসঃ ॥ ৩ ॥
দিবি জাতঃ সমুদ্রজঃ সিন্ধুতস্পর্যাভৃতঃ।
স নো হিরণ্যজাঃ শঙ্খ আয়ুষ্প্রতরণো মণিঃ ॥ ৪ ॥
সমুদ্রাজ্জাতো মণির্বৃত্রাজ্জাতো দিবাকরঃ।
স অস্মান্ত্সর্বতঃ পাতু হেত্যা দেবাসুরেভ্যঃ ॥ ৫ ॥

হিরণ্যানামেকোঽসি সোমাৎ ত্বমধি জজ্ঞিষে।
রথে ত্বমসি দর্শত ইষুধৌ রোচনস্ত্বং প্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ ॥৬॥
দেবানামস্থি কৃশনং বভূব তদাত্মন্বচ্চরত্যপ্স্বন্তঃ।
তৎ তে বধ্নাম্যায়ুষে বর্চসে বলায় দীর্ঘায়ুত্বায়
শতশারদায় কার্শনস্ত্বাভি রক্ষতু ॥৭॥

বঙ্গানুবাদ — বায়ুর দ্বারা অন্তরিক্ষে উৎপন্ন, জ্যোতিমণ্ডলেরও উপরিভাগে জাত এবং সুবর্ণে সৃষ্ট শঙ্খ শত্রুগণকে নির্বল-করণশালী হয়ে থাকে; সেই শঙ্খ আমাদের পাপ হ'তে রক্ষা করুক ॥ ১॥ হে শঙ্খ! যে তুমি প্রকাশিত (ভাস্বর) নক্ষত্র ইত্যাদির সম্মুখ-সমুদ্রের মধ্যে উৎপত্তিশালী; সেই হেন দীপ্তিময় তোমার দ্বারা আমরা রাক্ষসগণকে ও পিশাচবর্গকে বশীভূত করছি ॥ ২॥ মণি রূপে প্রাপ্ত শঙ্খের দ্বারা ব্যাধি ও অজ্ঞানকেও বশীভূত করছি এবং অলক্ষ্মীকেও তিরস্কার করছি। এই সুবর্ণের দ্বারা উৎপন্ন, সন্তাপনাশক শঙ্খমণি আমাদের পাপসমূহ হ'তে রক্ষা করুক ॥ ৩॥ শঙ্খ প্রথমে বায়ু হ'তে উৎপন্ন পুনরায় সমুদ্রে জাত হয়েছিল। নদীর উদ্গম স্থান হ'তে সংগৃহীত বা সুবর্ণ হ'তে উৎপন্ন শঙ্খের বিকার রূপ মণি আমাদের আয়ুকে বৃদ্ধি করুক ॥ ৪ ॥ অন্তরিক্ষ হ'তে বা সমুদ্র হ'তে উৎপন্ন শঙ্খ, মণির উপাদান রূপ। এটি মেঘ হ'তে উৎপন্ন বা মেঘ-বিদীর্ণকারী সূর্যের ন্যায় দীপ্যমান। এই শঙ্খের বিকার রূপ মণি দেবতা ও দৈত্যবর্গের উপদ্রব হ'তে আমাদের রক্ষা করুক ॥ ৫ ॥ হে শঙ্খ! তুমি সুবর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি উজ্জ্বল সামগ্রীর মধ্যে মুখ্য, কেননা তোমার উৎপত্তি অমৃতময় চন্দ্রমণ্ডল হ'তে হয়েছিল। তুমি যুদ্ধকালে রথের উপর দর্শন দিয়ে থাকো। এই হেন শঙ্খের বিকার মণি আমাদের আয়ুকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করুক ॥ ৬॥ শঙ্খের কারণ রূপ সুবর্ণ শঙ্খরূপ দেহের সাথে যুক্ত হয়ে জলে অবস্থান করে। হে যজ্ঞোপবীত-ধারণশালী মাণবক! এই হেন শঙ্খকে তোমার আয়ু, দেহকান্তি এবং বলের নিমিত্ত তোমাকে বন্ধনযুক্ত ক'রে দিচ্ছি। এই মণি তোমাকে শতায়ুষ্য করে রক্ষা করুক ॥ ৭ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'বাতাজ্জাতঃ' ইতি সূক্তেন উপনয়নানন্তরং আয়ুষ্কামস্য মাণবকস্য শঙ্খমণিং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য বধ্নীয়াৎ। তদ্ উক্তং কৌশিকেন।....ইত্যাদি॥ (৪কা. ২অ. ৫সূ)॥

টীকা — উপনয়নের পর আয়ুষ্কামী মানবককে এই সূক্ত মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত শঙ্খমণি ধারণ করানো কর্তব্য।...ইত্যাদি ॥ (৪কা. ২অ. ৫সূ) ॥

◆ ◆

তৃতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত : অনড্বান্

[ঋষি : ভৃগ্বঙ্গিরা। দেবতা : অনড্বান ইন্দ্ররূপ। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্]

অনড্বান্ দাধার পৃথিবীমুত দ্যামনড্বান্ দাধারোর্বন্তরিক্ষম্।
অনড্বান্ দাধার প্রদিশঃ ষড়ুর্বীরনড্বান্ বিশ্বং ভুবনমা বিবেশ ॥ ১॥

অনড়্বানিন্দ্রঃ স পশুভ্যো বি চষ্টে ত্রয়াং ছক্রো বি মিমীতে অধ্বনঃ।
ভূতং ভবিষ্যদ্ ভুবনা দুহানঃ সর্বা দেবানাং চরতি ব্রতানি ॥ ২॥
ইন্দ্রো জাতো মনুষ্যেষ্বন্তর্ঘর্মস্তপ্তশ্চরতি শোশুচানঃ।
সুপ্রজাঃ সন্ত্স উদারে ন সর্ষদ্ যো নাশ্নীয়াদনড়ুহো বিজানন্ ॥ ৩॥
অনড়্বান্ দুহে সুকৃতস্য লোক ঐনং প্যায়য়তি পবমানঃ পুরস্তাৎ।
পর্জন্যো ধারা মরুত ঊধো অস্য যজ্ঞঃ পয়ো দক্ষিণা দোহো অস্য ॥ ৪॥
যস্য নেশে যজ্ঞপতির্ন যজ্ঞো নাস্য দাতেশে ন প্রতিগ্রহীতা।
যো বিশ্বজিদ্ বিশ্বভৃদ্ বিশ্বকর্মা ঘর্মং নো ব্রূত যতমশ্চতুষ্পাৎ ॥ ৫॥
যেন দেবাঃ স্বরারুরুহুর্হিত্বা শরীরমমৃতস্য নাভিম্।
তেন গেষ্ম সুকৃতস্য লোকং ঘর্মস্য ব্রতেন তপসা যশস্যবঃ ॥ ৬॥
ইন্দ্রো রূপেণাগ্নির্বহেন প্রজাপতিঃ পরমেষ্ঠী বিরাট্।
বিশ্বানরে অক্রমত বৈশ্বানরে অক্রমতানড়ুহ্যক্রমত।
সোঽদৃংহয়ত সোঽধারয়ত ॥ ৭॥
মধ্যমেতদনড়ুহো যত্রৈষ বহ আহিতঃ।
এতাবদস্য প্রাচীনং যাবান্ প্রত্যঙ্ সমাহিতঃ ॥ ৮॥
যো বেদানড়ুহো দোহান্ সপ্তানুপদস্বতঃ।
প্রজাং চ লোকং চাপ্নোতি তথা সপ্তঋষয়ো বিদুঃ ॥ ৯॥
পড্ভিঃ সেদিমবক্রামন্নিরাং জঙ্ঘাভিরুৎখিদন্।
শ্রমেণানড়্বান্ কীলালং কীনাশশ্চাভি গচ্ছতঃ ॥ ১০॥
দ্বাদশ বা এতা রাত্রীর্ব্রত্যা আহুঃ প্রজাপতেঃ।
তত্রোপ ব্রহ্ম যো বেদ তদ্ বা অনড়ুহো ব্রতম্ ॥ ১১॥
দুহে সায়ং দুহে প্রাতর্দুহে মধ্যন্দিনং পরি।
দোহা যে অস্য সংযন্তি তান্ বিদ্মানুপদস্বতঃ ॥ ১২॥

বঙ্গানুবাদ — শকটাকর্ষণকারী বৃষ হাল-চালনায় এবং ভার বহন রূপ কর্মের দ্বারা পৃথিবীর পোষণ করছে। সেই-ই কর্ষণ ইত্যাদির দ্বারা নিষ্পন্ন চরু, পুরোডাশ ইত্যাদির উৎপত্তিতে সহায়ক হয়ে আকাশকে পোষণ করছে। সেই-ই অন্তরিক্ষ, এবং পূর্ব ইত্যাদি মহাদিক্‌সমূহকে ধারণ করছে। এইরকমে সেই অনড়্বান (বৃষভ) সকল ভুবনে তাদের রক্ষার্থে প্রবিষ্ট হচ্ছে ॥ ১ ॥ এই বৃষভ ইন্দ্র রূপে প্রতীত হয়। যেমন ইন্দ্র বৃষ্টিজলের দ্বারা এই চরাচরাত্মক সংসারকে পালন করছেন, সেইরকমেই এই বৃষভ বীর্য সিঞ্চনের দ্বারা পশুগণের উৎপত্তি সাধন ক'রে, দুগ্ধ দধি ধান্য ইত্যাদি প্রাপ্ত করিয়ে সংসারকে পোষণ করছে। এই ভাবে এই বৃষভ অতীত, অনাগত ও বর্তমান—এই ত্রিকালব্যাপী সকল সামগ্রীকে উৎপন্ন করছে এবং (যজ্ঞ ইত্যাদি) সকল কর্মানুষ্ঠানকে পূর্ণ করাচ্ছে ॥ ২ ॥ মনুষ্যগণের নিকট এই বৃষভ ইন্দ্রের তুল্য। এই বৃষভ সূর্য রূপে এই জগৎকে প্রকাশিত ক'রে দিয়ে বিচরণ করছে। আমাদের বৃষভের এই হেন মহিমাকে জ্ঞাতশালী জন সুন্দর সন্তান-সম্পন্ন হয়ে থাকে এবং মরণের পর পুনরায় সংসারে প্রত্যাগমন করে না ॥ ৩ ॥ যজ্ঞ ইত্যাদি কর্মজনিত

পুণ্যের স্বরূপে এই বৃষভ অক্ষয় ফলের দাতা হয়ে থাকে। সোমযাগে সংস্কৃত সোম আপন রসের দ্বারা বৃষভকে পূর্ণ ক'রে থাকে। বর্ষার কারক (পর্জন্য) দেবতা এরা ধারা রূপ হয় এবং মরুৎ-গণ তার উধরূপ (স্তনরূপ) হয়। এই সম্পূর্ণ যজ্ঞই দোহন যোগ্য দুগ্ধ এবং দক্ষিণা এর দোহন ক্রিয়া হয়ে থাকে। অতএব যজ্ঞরূপী বৃষভকে দোহন-করণই অক্ষয় ফলময় হয়ে যায় ॥ ৪ ॥ যজমান এই বৃষভের অধিস্বামী নন; যজ্ঞ ক্রিয়া, দাতা ও প্রতিগ্রহীতাও এবং নিয়ামক নয়। এ সম্পূর্ণ বিশ্বের বিজেতা; বায়ুরূপে বিশ্বের ভরণ-পোষণকর্তা। সংসারের সকল কর্মই এর অধীন; এই চতুষ্পদশালী বৃষভ আমাদের সূর্যস্বরূপ প্রেরণা প্রদান ক'রে থাকে ॥ ৫ ॥ যে যজ্ঞরূপী বৃষভের দ্বারা পার্থিব দেহকে ত্যাগ ক'রে এই দেবতাগণ মুক্তিদ্বার স্বর্গে আরোহণ করেছেন, তার দ্বারা আমরা সূর্যের উপাসনা ক'রে সুখের অভিলাষে পুণ্যের ফল লাভ করছি ॥ ৬ ॥ এই বৃষভ ইন্দ্রাকার, অগ্নি রূপ, প্রজাপতি ব্রহ্মার সমান। এই তিন বিশ্বানর ইত্যাদিতে তাদাত্ম্য রূপে প্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছেন ॥ ৭ ॥ অখিল বিশ্বের হিতৈষী বৈশ্বানর অগ্নিতে ব্রহ্মা প্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছেন এবং পূর্বোক্ত বৃষভে বিরাট্ তাদাত্ম্য রূপের দ্বারা প্রবেশ ক'রে গিয়েছেন; অতএব এই বৃষভ বিরাটের সমান ॥ ৮ ॥ বৃষভের সপ্ত অক্ষয় দোহের জ্ঞাতা পুরুষ পুত্র-পৌত্র ইত্যাদি সন্তান, এবং শুভ কর্ম সমূহের ফলরূপ স্বর্গ ইত্যাদি লোক-সমুদায়কে লাভ ক'রে থাকে। বৃষভের মহিমা সম্পর্কে এই যা কিছু কথিত হলো, তা সত্যরূপী সপ্ত ঋষিই পরিজ্ঞাত আছেন ॥ ৯ ॥ এই বৃষভ অলক্ষ্মীকে অধোমুখে পাতিত ক'রে তার উপর আরোহন করে; এবং আপন জঙ্ঘার দ্বারা ভূমিকে উদ্‌ভিন্ন ক'রে আপন সম্মুখে আগুয়ান পরিশ্রমী কৃষককে অন্ন প্রদান করছে ॥ ১০ ॥ যজ্ঞ সম্বন্ধী প্রজাপতির ব্রতযোগ্য দ্বাদশ রাত্রির কথা বিদ্বানগণ ব'লে থাকেন। সেই সময়ে এই বৃষভরূপে আগত প্রজাপতিকে যে জানতে পারে, সে-ই এই বৃষভ-ব্রতের (অনডুহ্-ব্রতের) অধিকার রক্ষা ক'রে থাকে। এই জ্ঞানই প্রজাপতি-সম্বন্ধী অনডুহ্ নামক অনুষ্ঠান ॥ ১১ ॥ পূর্বোক্ত লক্ষণসম্পন্ন বৃষভকে আমি, সায়ংকালে প্রাতঃকালে এবং মধ্যাহ্নেও দোহন করবো। সকল অনুষ্ঠান করণশালীরও ফলসমূহকে আমি দোহন করবো। এই রকমে এই দোহন কর্মের সাথে যে ফলসমূহ যুক্ত হয়ে থাকে, সেই অক্ষুণ্ণ দোহন-কর্মগুলিকে আমি জ্ঞাত আছি ॥ ১২ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'অনড্বান্ দাধার' ইতি আদ্যেন সূক্তেন অনডুৎসবে নিরুপ্তহবি রভিমর্শনং সম্পাতং দাতৃবাচনং চ কুর্যাৎ। তদ্ আহ কৌশিকঃ।....ইত্যাদি।। (৪কা. ৩অ. ১সূ)।।

টীকা — এই প্রথম সূক্তের দ্বারা অনডুৎসবে (অনডুহ্ ব্রতে বা যজ্ঞে) নিরুপ্ত হবির দ্বারা অভিমর্শন, সম্পাত ও দাতৃবাচন করণীয়।...ইত্যাদি ॥ (৪কা. ৩অ. ১সূ) ॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : রোহণী-বনস্পতি

[ঋষি : ঋভু। দেবতা : রোহিণী বনস্পতি। ছন্দ : গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্, বৃহতী]

রোহণ্যসি রোহণ্যস্থ্নশ্ছিন্নস্য রোহণী।
রোহয়েদমরুন্ধতি ॥ ১॥

যৎ তে রিষ্টং যৎ তে দ্যুত্তমস্তি প্রেষ্ঠং ত আত্মনি।
ধাতা তৎ ভদ্রয়া পুনঃ সং দধৎ পরুষা পরুঃ ॥ ২॥
সং তে মজ্জা মজ্জ্ঞা ভবতু সমু তে পরুষা পরুঃ।
সং তে মাংসস্য বিস্রস্তং সমস্থ্যপি রোহতু ॥ ৩॥
মজ্জা মজ্জ্ঞা সং ধীয়তাং চর্মণা চর্ম রোহতু।
অসৃক তে অস্থি রোহতু মাংসং মাংসেন রোহতু ॥ ৪॥
লোম লোম্না সং কল্পয়া ত্বচা সং কল্পয়া ত্বচম্।
অসৃক্ তে অস্থি রোহতু ছিন্নং সং ধেহ্যোষধে ॥ ৫॥
স উৎ তিষ্ঠ প্রেহি প্র দ্রব রথঃ সুচক্রঃ সুপবিঃ সুনাভিঃ।
প্রতি তিষ্ঠোর্ধ্বঃ ॥ ৬॥
যদি কর্তং পতিত্বা সংশশ্রে যদি বাশ্মা প্রহৃতো জঘান।
ঋভু রথস্যেবাঙ্গানি সং দধৎ পরুষা পরুঃ ॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ — হে রক্তবর্ণশালিনী লাক্ষা! তুমি রোহণী (উৎপত্তিকারিণী)। তুমি মাংসের ক্ষতকে পূরণ করতে সমর্থ, এই নিমিত্ত খড়্গ ইত্যাদির দ্বারা ছিন্ন অঙ্গ হ'তে প্রবাহিত রুধিরকে তুমি সেখানেই রেখে দাও। এই বিন্দু বিন্দু রূপে ক্ষরণশীল রক্তকে শরীরেই ব্যাপ্ত ক'রে রাখো ॥ ১ ॥ হে পুরুষ! তোমাকে শস্ত্র ইত্যাদির দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত (বা আহত) করা হয়েছে এবং তার জন্য ঘটিত বেদনার কারণে তোমার শরীর প্রদাহিত হচ্ছে এবং তোমার শরীর মুদ্গরাঘাতে চূর্ণ হয়ে গিয়েছে; তোমার সেই অঙ্গকে বিধাতা জোড়ের সাথে জোড়কে মিলিত ক'রে (অর্থাৎ অঙ্গের একটি ভগ্ন অংশের সাথে অপর ভগ্ন অংশটি যথযথভাবে মিলিয়ে) লাক্ষার দ্বারা যোগ ক'রে দিন ॥ ২॥ হে আঘাতপ্রাপ্ত পুরুষ! প্রহারের কারণে তোমার যে মজ্জা পৃথক হয়ে গিয়েছে, অথবা তোমার যে অস্থি ভগ্ন হয়ে গিয়েছে, সেই মজ্জা ও অস্থি সুখের সাথে যুক্ত হোক এবং যে মাংস কর্তিত হয়ে গিয়েছে তা-ও অনায়াসে পূর্বের মতো হয়ে যাক ॥ ৩॥ মজ্জা নামক ধাতু মজ্জা নামক ধাতুর সাথে মিলিত হোক, চর্ম চর্মের সাথে যুক্ত হোক; অস্থির সাথে অস্থির জোড় লাগুক, তোমার শরীর হ'তে ক্ষারিত রক্ত পুনরায় উৎপন্ন হোক ॥ ৪॥ হে লাক্ষা! প্রহারের দ্বারা পৃথক্ হয়ে যাওয়া লোমকে পুনরায় উৎপন্ন লোমের সাথে মিলিয়ে ঠিক করো, ছিন্ন চর্মকে চর্মের সাথে যুক্ত ক'রে দাও; অস্থির উপর রক্ত বাহিত হ'তে থাকুক। এইভাবে, যে অঙ্গই ভঙ্গ হয়ে গিয়েছে, তাকে ঠিকমতো কর্মের যোগ্য ক'রে তোলো ॥ ৫॥ হে পুরুষ! শস্ত্র ইত্যাদির প্রহারে যদি তোমার কোন অঙ্গ পৃথক্ (অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন) হয়ে গিয়ে থাকে, তবে তুমি মন্ত্র ও ঔষধির শক্তিতে ঠিক হয়ে গিয়ে উঠে দণ্ডায়মান হও। রথ যেমন ধাবমান হয়ে কর্মরত হয়ে থাকে, তেমনই তুমিও দৃঢ় শরীরশালী হও এবং উত্থিত হয়ে বেগের সাথে গমন করো ॥ ৬॥ যদি ছেদনকারী কোন শস্ত্র শরীরের উপর পতিত হয়ে তাকে কর্তিত করতে থকে, অথবা অপরের দ্বারা নিক্ষিপ্ত (ছুঁড়ে ফেলা) প্রস্তরের আঘাতে দেহে পীড়া (বা যন্ত্রণা) হ'তে থাকে তবে সেই আঘাতের দ্বারা বিভগ্ন হয়ে যাওয়া অস্থি এই মন্ত্রবলের দ্বারা যুক্ত হয়ে (জুড়ে) যাক। এই সূক্ত-মন্ত্রের দ্রষ্টা অঙ্গিরাতনয় ঋভু যেমন রথের বিভিন্ন অঙ্গকে মিলিয়ে এক ক'রে থাকেন, তেমনই এই অথর্ব মন্ত্রও শরীরের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া অঙ্গগুলিকে যথাযথভাবে

যুক্ত ক'রে (অর্থাৎ ঠিকমতো মিলিয়ে) দিক ॥ ৭ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'রোহিণ্যসি' ইতি সূক্তেন শস্ত্রাদ্যভিঘাতজনিত রুধিরপ্রবাহনিবৃত্তয়ে অস্থ্যাদিভঙ্গনিবৃত্তয়ে চ লাক্ষোদকং ক্বথিতং অভিমন্ত্র্য ঔষঃকালে ক্ষতপ্রদেশং অবসিঞ্চেৎ। তথা অনেন সূক্তেন ঘৃতদুগ্ধং অভিমন্ত্র্য ক্ষতাঙ্গং পুরুষং পায়য়েৎ। তথা তেনৈব দ্রব্যেণ ক্ষতদেশং অভ্যঞ্জ্যাৎ। সূত্রিতং হি।...ইত্যাদি॥ (৪কা. ৩অ. ২সূ)॥

টীকা — শস্ত্র ইত্যাদির আঘাত জনিত কারণে রুধির প্রবাহের ও অস্থি ইত্যাদি ভঙ্গ নিবৃত্তির নিমিত্ত লাক্ষা মিশ্রিত জলের ক্বথ এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত ক'রে উষাকালে ক্ষতস্থানে সিঞ্চন করণীয়। এবং এই সূক্তমন্ত্রে ঘৃত ও দুগ্ধ অভিমন্ত্রিত ক'রে তা আহত পুরুষকে খাওয়ানো কর্তব্য এবং তার দ্বারা ক্ষতাঙ্গে প্রলেপ প্রদান করণীয়...ইত্যাদি। ॥ (৪কা. ৩অ. ২সূ)॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : রোগনিবারণম্

[ঋষি : শংতাতি। দেবতা : সকল দেবতা। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, বৃহতী]

উত দেবা অবহিতং দেবা উন্নয়থা পুনঃ।
উতাগশ্চক্রুষং দেবা দেবা জীবয়থা পুনঃ ॥ ১॥
দ্বাবিমৌ বাতৌ বাত আ সিন্ধোরা পরাবতঃ।
দক্ষং তে অন্য আবাতু ব্যন্যো বাতু যদ্ রপঃ ॥ ২॥
আ বাত বাহি ভেষজং বি বাত বাহি যদ্ রপঃ
ত্বং হি বিশ্বভেষজ দেবানাং দূত ঈয়সে ॥ ৩॥
ত্রায়ন্তামিমং দেবাস্ত্রায়ন্তাং মরুতাং গণাঃ।
ত্রায়ন্তাং বিশ্বা ভূতানি যথায়মরপা অসৎ ॥ ৪॥
আ ত্বাগমং শন্তাতিভিরথো অরিষ্টতাতিভিঃ।
দক্ষং ত উগ্রমাভারিষং পরা যক্ষ্মং সুবামি তে ॥ ৫॥
অয়ং মে হস্তো ভগবানয়ং মে ভগবত্তরঃ।
অয়ং মে বিশ্বভেষজোঽয়ং শিবাভিমর্শনঃ ॥ ৬॥
হস্তাভ্যাং দশশাখাভ্যাং জিহ্বা বাচঃ পুরোগবী।
অনাময়িত্নুভ্যাং হস্তাভ্যাং তাভ্যাং ত্বাভি মৃশামসি ॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ — হে দেববৃন্দ! এই উপনীত বালককে ধর্মবিষয়ে প্রমাদ-হীন করো। একে অধ্যয়ন ও জ্ঞান ইত্যাদির ফলে সমৃদ্ধ করো। অজ্ঞান বশে এর দ্বারা অনুষ্ঠিত পাপ হ'তেও একে রক্ষা করো। যে অপরাধ সমূহের দ্বারা (লোকে) আয়ুহীন হয়ে থাকে, তা হ'ত একে দূরে রক্ষিত ক'রে শতায়ুষ্য ক'রে দাও ॥ ১॥ প্রাণ ও অপান এই বায়ুদ্বয় শরীরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে স্বেদস্থান এবং তারও দূর

পর্যন্ত সঞ্চারিত হোক। হে উপনীত! এই বায়ুসমূহে যে প্রাণ আছে, তা তোমাকে বলযুক্ত করুক এবং অপান বায়ু তোমাকে পাপ হ'তে বিযুক্ত রাখুক ॥ ২॥ হে বায়ু সকল রোগের বিনাশকারী ঔষধি নিয়ে আগত হও। রোগের উৎপত্তিকারক পাপকে আমাদের নিকট হ'তে দূর ক'রে দাও। তুমি সকল রোগকে দূরীকরণে সমর্থ। তুমি দেবতাগণের দূত রূপে বিশ্বজগৎকে রক্ষার্থে বিচরণ ক'রে থাকো এবং ইন্দ্রিয়বর্গকে দূত হয়ে তাদের পোষণ-কর্ম করতে থাকো ॥ ৩॥ এই উপনীত বালককে সকল দেবতা রক্ষা করুন। ইন্দ্রিয় সমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এর ইন্দ্রিয়সকলকে কর্ম-সমর্থ করুন! মরুৎ-বর্গের সপ্ত গণ, প্রাণাপানের গণ তথা অন্য সকল প্রাণী এইরকমে একে রক্ষা করুক, যাতে এ পাপে লিপ্ত না হয় ॥ ৪ ॥ হে উপনীত বালক! আমি তোমাকে সুখদায়ক মন্ত্র ও কল্যাণময় কর্মের দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছি। আমি তোমাকে অতুল বলের প্রাপ্তি সাধিত করেছি। তোমার যক্ষ্মা ইত্যাদি ব্যাধিকেও আমি তোমা হ'তে বিযুক্ত করছি ॥ ৫॥ আমার এই ঋষি হস্ত পরম ভাগ্যশালী; এতে সকল রোগ-শোককে দূরীকরণশালিনী ঔষধিসমূহের প্রভাব বর্তমান। আমার এই প্রকার গুণশালী হস্তের সুখপ্রদানশীল স্পর্শের দ্বারা পূর্ণ হোক ॥ ৬॥ হে উপনীত; যে প্রজাপতির হস্তের দ্বারা নির্মিত বাণীরূপ ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়ভূত জিহ্বা প্রথমেই চলতে (প্রযুক্ত হয়ে) থাকে, সেই প্রজাপতির হস্তের দ্বারা তোমাকে স্পর্শ করছি ॥ ৭॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'উত দেবাঃ' ইতি সূক্তেন উপনয়নান্তরং আয়ুষ্কামং মাণবকং অভিমৃশ্য অনুমন্ত্রয়েত। সূত্রিতং হি।....ইত্যাদি।। (৪কা. ৩অ. ৩সূ)।।

টীকা — উপনয়নের পর আয়ুষ্কামী মাণবককে স্পর্শ পূর্বক এই সূক্ত-মন্ত্রে অভিমন্ত্রণ করণীয়।... ইতাদি ॥ (৪কা. ৩অ. ৩সূ) ॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : স্বর্জ্যোতিঃপ্রাপ্তি

[ঋষি : ভৃগু। দেবতা : অগ্নি, আজ্য। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্, জগতী]

অজো হ্যগ্নেরজনিষ্ট শোকাৎ সো অপশ্যজ্জনিতারমগ্রে।
তেন দেবা দেবতামগ্র আয়ন্ তেন রোহান্ রুরুহুর্মেধ্যাসঃ ॥ ১॥
ক্রমধ্বমগ্নিনা নাকমুখ্যান্ হস্তেষু বিভ্রতঃ।
দিবস্পৃষ্ঠং স্বর্গত্বা মিশ্রা দেবেভিরাধ্বম্ ॥ ২॥
পৃষ্ঠাৎ পৃথিব্যা অহমন্তরিক্ষমারুহমন্তরিক্ষাদ্ দিবমারুহম্।
দিবো নাকস্য পৃষ্ঠাৎ স্বর্জ্যোতিরগামহম্ ॥ ৩॥
স্বর্যন্তো নাপেক্ষন্ত আ দ্যাং রোহন্তি রোদসী।
যজ্ঞং যে বিশ্বতোধারং সুবিদ্বাংসো বিতেনিরে ॥ ৪॥
অগ্নে প্রেহি প্রথমো দেবতানাং চক্ষুর্দেবানামুত মানুষাণাম্।
ইয়ক্ষমাণা ভৃগুভিঃ সজোষাঃ স্বর্যন্তু যজমানাঃ স্বস্তি ॥ ৫॥

অজমনজ্মি পয়সা ঘৃতেন দিব্যং সুপর্ণং পয়সং বৃহন্তম্।
তেন গেষ্ম সুকৃতস্য লোকং স্বরারোহন্তো অভি নাকমুত্তমম্ ॥ ৬॥
পঞ্চৌদনং পঞ্চভিরঙ্গুলিভির্দর্ব্যোদ্ধর পঞ্চধৈতমোদনম্।
প্রাচ্যাং দিশি শিরো অজস্য ধেহি দক্ষিণায়াং দিশি দক্ষিণং ধেহি পার্শ্বম্ ॥ ৭॥
প্রতীচ্যাং দিশি ভসদমস্য ধেহ্যুত্তরস্যাং দিশ্যুত্তরং ধেহি পার্শ্বম্।
ঊর্ধ্বায়াং দিশ্যজস্যানূকং ধেহি দিশি ধ্রুবায়াং ধেহি
পাজস্যমন্তরিক্ষে মধ্যতো মধ্যমস্য ॥ ৮॥
শৃতমজং শৃতয়া প্রোর্ণুহি ত্বচা সর্বৈরঙ্গৈঃ সম্ভৃতং বিশ্বরূপম্।
স উৎ তিষ্ঠেতো অভি নামমুত্তমং পদ্ভিশ্চতুর্ভিঃ প্রতি তিষ্ঠ দিক্ষু ॥ ৯॥

বঙ্গানুবাদ — অজ (ছাগ) পবিত্র অগ্নির তাপ হ'তে উৎপন্ন হয়েছে। এ (অর্থাৎ সেই ছাগ) সকলের প্রথমে (বা অগ্রে) উৎপাদক প্রজাপতি বা অগ্নিকে দর্শন করতে পেরেছিল। প্রথম রচিত (অর্থাৎ সৃষ্ট) সেই অজের দ্বারা ইন্দ্র ইত্যাদি দেবত্ব লাভ করতে পেরেছিলেন এবং তারই সাধনে (অর্থাৎ সেই অজের দ্বারা যজ্ঞ সাধিত ক'রে) অপর ঋষিগণও উচ্চ লোকসমূহকে লাভ করেছিলেন। এই রকম অজাত্মক যজ্ঞ দেবত্ব ইত্যাদি ফলকে সিদ্ধ ক'রে থাকে ॥ ১॥ হে মনুষ্য! অগ্নির দ্বারা যজ্ঞ সাধন ক'রে তুমি স্বর্গ ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ লোকসমূহকে প্রাপ্ত হও। পুনরায় অন্তরিক্ষের পৃষ্ঠের সমান স্বর্গে উপনীত হয়ে (পৌঁছিয়ে) দেবতাগণের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হয়ে তাঁদের সমানই ঐশ্বর্যশালী হও ॥ ২॥ আমি পৃথিবী হ'তে অন্তরিক্ষে এবং অন্তরিক্ষ হ'তে স্বর্গলোকে আরোহণ করছি। সেই স্বর্গলোকে দুঃখ নেই। তার উর্ধ্বস্থ সূর্যমণ্ডলের জ্যোতিতে আমি লীন হয়ে যাচ্ছি ॥ ৩॥ যজ্ঞফলের দ্বারা স্বর্গলাভকারীগণ সাংসারিক সুখসমূহের কামনা করে না। যে যজমান অভীষ্ট ফলপ্রাপ্তির সাধনভূত যজ্ঞকে জ্ঞাত ও তাকে সাধন ক'রে থাকেন, তাঁরা অন্তরিক্ষ-স্বর্গ-মর্ত্য এই লোকত্রয়ের উপর বিজয় প্রাপ্ত হয়ে থাকে ॥ ৪॥ হে অগ্নি! তুমি দেবতাগণের মধ্যে মুখ্য; এই আহ্বান যোগ্য স্থানে আগমন করো। এই অগ্নি ইন্দ্র ইত্যাদি দেববৃন্দের নিকট হবিঃবহনকারী হওয়ায় তাঁদের নেত্রের সমান প্রিয় এবং মনুষ্যকে শ্রেষ্ঠ লোকসমূহ প্রদর্শনকারী হওয়ায় তাদেরও নেত্রের সমতুল্য। অতএব তাঁর প্রকাশে প্রথমে পূজন, তারপর যজ্ঞ-সাধনশীল কর্মের ফলরূপ স্বর্গকে প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৫॥ হবিঃ রূপ অজকে দুগ্ধের ন্যায় রসযুক্ত ঘৃতের দ্বারা লিপ্ত করছি। এই অজ যজমানকে স্বর্গে প্রেরণ করতে সমর্থ। এই রকম অজের দ্বারা আমরা শ্রেষ্ঠ স্বর্গলোক লাভ ক'রে পুনরায় সূর্যরূপ পরম জ্যোতিতে একাকার হয়ে যাচ্ছি ॥ ৬॥ হে পাবক! পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত হওনশীল এই অজকে পঞ্চাঙ্গুলিরূপ দর্বীর সাহায্যে স্থালী হ'তে উত্তোলিত ক'রে কুশে রক্ষিত পঞ্চভাগে রক্ষিত ওদনে স্থাপিত করো (বা বন্টন করো)। এর পক্কনকৃত শিরোভাগকে পূর্ব দিকে এবং পশ্চাদবর্তী ভাগকে দক্ষিণ দিকে স্থাপন করো ॥ ৭॥ কটিদেশের মাংসকে পশ্চিম দিকের ওদনের সাথে উত্তরপার্শ্বস্থ মাংসকে উত্তর দিকের ওদনের সাথে, পৃষ্ঠভাগের মাংসকে ঊর্ধ্ব দিকের ওদনের সাথে, উদরভাগের মাংসকে নিচের দিকের ওদনের সাথে এবং মধ্যভাগের মাংসকে মধ্যবর্তী দিকের ওদনের সাথে স্থাপিত করো ॥ ৮॥ (এটি 'অজ' অথবা জীবাত্মার 'আত্মসমর্পণের'

মন্ত্র, যাতে, কিনা আপন সমস্ত শরীরকে বিশ্ব-হিতের নিমিত্ত সমর্পিত করার ভাবনা ব্যক্ত করা হয়েছে। এই তথ্যকে প্রকট করার নিমিত্ত এই কথা বলা হয়েছে যে, 'আমার শির পূর্ব দিকের উদ্দেশে অর্পণকৃত হয়েছে'—''দক্ষিণ দিকের উদ্দেশ্যে আমার দক্ষিণ কক্ষ (বাহুমূল) অর্পিত করা হয়েছে'—' পশ্চিম দিকের উদ্দেশে আমার পশ্চাৎ-ভাগ অর্পিত হয়েছে'—'উত্তর দিকের উদ্দেশ্যে আমার বাম কক্ষ অর্পণ করা হয়েছে'—ইত্যাদি। এই রকমে আমার সম্পূর্ণ শরীর সকল দিকের উদ্দেশ্যে সমর্পিত হয়েছে এবং আমি সকল জগতের নিমিত্ত জীবিত আছি। এইরকমে সম্পূর্ণ জগতের উদ্দেশে আমার আত্ম-সমর্পণ পূর্ণ হয়ে গিয়েছে)। এই রকমে সকল অঙ্গে বিশ্বরূপ রূপে পরিপূর্ণ 'অজ'-কে পরমাত্মার আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত করো। হে অজ! তুমি এই লোক হ'তে স্বর্গাভিমুখে উত্থিত হয়ে চারি দিকে ব্যাপ্ত হও ॥ ৯॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'অজো হ্যগ্নেঃ' ইতি সূক্তেন অজৌদনসবে হবিরভির্শনাদিকং কুর্যাৎ।... সোমযাগে উত্তরবেদগ্নি প্রণয়নেপি এষা জপ্যা। ...ইত্যাদি॥ (৪কা. ৩অ. ৪সূ)॥

টীকা — এই সূক্তমন্ত্রের দ্বারা অজৌদন-যজ্ঞে হবিঃ-অভিমর্শন ইত্যাদি করণীয়। সোমযাগে উত্তরবেদগ্নি প্রণয়নেও এই মন্ত্র জপনীয়।...ইত্যাদি ॥ (৪কা. ৩অ. ৪সূ) ॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : বৃষ্টিঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : দিক্ প্রভৃতি। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্ প্রভৃতি]

সমুৎপতন্তু প্রদিশো নভস্বতীঃ সমভ্রাণি বাতজূতানি যন্তু।
মহঋষভস্য নদতো নভস্বতো বাশ্রা আপঃ পৃথিবীং তর্পয়ন্তু ॥ ১॥
সমীক্ষয়ন্তু তবিষাঃ সুদানবোঽপাং রসা ওষধীভিঃ সচন্তাম্।
বর্ষস্য সর্গা মহয়ন্তু ভূমিং পৃথগ্ জায়ন্তামোষধয়ো বিশ্বরূপাঃ ॥ ২॥
সমীক্ষয়স্ব গায়তো নভাংস্যপাং বেগাসঃ পৃথগুদ্ বিজন্তাম্।
বর্ষস্য সর্গা মহয়ন্তু ভূমিং পৃথগ্ জায়ন্তাং বীরুধো বিশ্বরূপাঃ ॥ ৩॥
গণাস্ত্বোপ গায়ন্তু মারুতাঃ পর্জন্য ঘোষিণঃ পৃথক্।
সর্গা বর্ষস্য বর্ষতো বর্ষন্তু পৃথিবীমনু ॥ ৪॥
উদীরয়ত মরুতঃ সমুদ্রতস্ত্বেষো অর্কো নভ উৎ পাতয়াথ।
মহঋষভস্য নদতো নভস্বতো বাশ্রা আপঃ পৃথিবীং তর্পয়ন্তু ॥ ৫॥
অভি ক্রন্দ স্তনয়ার্দয়োদধিং ভূমিং পর্জন্য পয়সা সমঙ্গ্ধি।
ত্বয়া সৃষ্টং বহুলমৈতু বর্ষমাশারৈষী কৃশগুরেত্বস্তম্ ॥ ৬॥
সং বোঽবন্তু সুদানব উৎসা অজগরা উত।
মরুদ্ভিঃ প্রচ্যুতা মেঘা বর্ষন্তু পৃথিবীমনু ॥ ৭॥

আশামাশাং বি দ্যোততাং বাতা বান্তু দিশোদিশঃ।
মরুদ্ভিঃ প্রচ্যুতা মেঘাঃ সং যন্তু পৃথিবীমনু ॥ ৮॥
আপো বিদ্যুদভ্রং বর্ষং সং বোহবন্তু সুদানব উৎসা অজগরা উত।
মরুদ্ভিঃ প্রচ্যুতা মেঘাঃ প্রাবন্তু পৃথিবীমনু ॥ ৯॥
অপামগ্নিস্তনূভিঃ সংবিদানো য ওষধীনামধিপা বভূব।
স নো বর্ষং বনুতাং জাতবেদাঃ প্রাণং
প্রজাভ্যো অমৃতং দিবস্পরি ॥ ১০॥
প্রজাপতিঃ সলিলাদা সমাদ্রাদাপ ঈর্দয়ন্নুদধিমর্দয়াতি।
প্র প্যায়তাং বৃষ্ণো অশ্বস্য রেতোহর্বাঙেতেন স্তনয়িত্নুনেহি ॥ ১১॥
অপো নিষিঞ্চন্নসুরঃ পিতা নঃ শ্বসন্তু গর্গরা অপাং বরুণাব নীচীরপঃ সৃজ।
বদন্তু পৃশ্নিবাহবো মণ্ডূকা হরিণানু ॥ ১২॥
সংবৎসরং শশয়ানা ব্রাহ্মণা ব্রতচারিণঃ।
বাচং পর্জন্যজিম্বিতাং প্র মন্ডূকা অবাদিষুঃ ॥ ১৩॥
উপপ্রবদ মণ্ডূকি বর্ষমা বদ তাদুরি।
মধ্যে হ্রদস্য প্লবস্ব বিগৃহ্য চতুরঃ পদঃ ॥ ১৪॥
খন্বখা ই খৈমখা ই মধ্যে তদুরি।
বর্ষং বনুধ্বং পিতরো মরুতাং মন ইচ্ছত ॥ ১৫॥
মহান্তং কোশমুদচাভি ষিঞ্চ সবিদ্যুতং ভবতু বাতু বাতঃ।
তন্বতাং যজ্ঞং বহুধা বিসৃষ্টা আনন্দিনীরোষধয়ো ভবন্তু ॥ ১৬॥

বঙ্গানুবাদ — পূর্ব ইত্যাদি দিক্‌সমূহ মেঘের সাথে উদয় (বা মিলিত) হোক। জল-বৃষ্টিশালী মেঘ, বায়ুর দ্বারা প্রেরিত হোক এবং একত্রীভূত হয়ে মহা বৃষভের ন্যায় গর্জন পূর্বক ভূমিকে তৃপ্ত করুক ॥ ১॥ সুন্দর দানশালী মরুৎ-গণ বৃষ্টিপাত করুক। বপনকৃত যব, ধান্য ইত্যাদির বীজসমূহে বৃষ্টির জল মিলিত হোক। বর্ষার ধারারাশি পৃথিবীর অভিষেক করুক। তাতে অনেক রকমের শস্য ও ঔষধি বিবিধ রূপে উৎপন্ন হোক ॥ ২॥ হে মরুৎ-বর্গ! আমাদের স্তুতির দ্বারা প্রেরিত হয়ে তোমরা জলপূর্ণ মেঘগুলিকে প্রদর্শন করাও। জলের প্রবাহ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উৎক্ষিপ্ত হয়ে পৃথিবীকে অভিষিক্ত করুক। পুনরায় পৃথিবীতে অনেক রকমর বনস্পতি উৎপন্ন হোক ॥ ৩॥ হে বর্ষার অভিমানী পর্জন্যদেব! গর্জনশীল মরুৎগণ তোমাদের স্তাবক হোক। তোমরা জলের বিন্দুসমূহের দ্বারা পৃথিবীকেসিক্ত করো ॥ ৪॥ হে মরুৎ-গণ! বর্ষার জলকে সমুদ্র হ'তে উপর দিকে প্রেরিত করো। জল-বর্ষণশালী মেঘ, বায়ুর দ্বারা প্রেরিত হোক এবং একত্রীভূত হয়ে মহা বৃষভের ন্যায় গর্জনশীল জলের প্রবাহ ভূমিকে তৃপ্ত করুক ॥ ৫॥ হে পর্জন্য দেবতা! তুমি সকল দিক হ'তে শব্দ ধ্বনিত করো। মেঘের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে গর্জন করো। তোমার দ্বারা প্রেরিত মেঘরাশি জলপূর্ণ বৃষ্টিকে আনয়ন করুক। সূর্য আপন কিরণসমূহকে সূক্ষ্ম (ক্ষীণ) ক'রে অদৃশ্য হয়ে যাক ॥ ৬॥ হে মনুষ্যগণ! সুন্দর দানশীল মরুৎ-গণ তোমাদের তৃপ্ত করুক। অজগরের তুল্য স্থূল জল-প্রবাহ উৎপন্ন

হোক এবং প্রেরিত মেঘরাশি পৃথিবীর উপর বর্ষণ করুক ॥ ৭॥ প্রতিটি দিকে মেঘকে প্রেরণকারী বায়ুসমূহ সঞ্চারিত হোক। দিকে দিকে বিদ্যুৎ চমকিত হোক এবং বায়ুর প্রেরণায় মেঘের দল পৃথিবীর উপর বৃষ্টিপাতের উদ্দেশ্যে একত্রকৃত হোক ॥ ৮॥ হে শোভন দানশীল মরুৎ-বর্গ! মেঘে পরিব্যাপ্ত জল, বিদ্যুৎ, জলযুক্ত মেঘ, বৃষ্টির জল তথা অজগর তুল্য স্থূল তোমাদের প্রবাহ সংসারের তৃপ্তিকর হোক। তোমাদের দ্বারা প্রেরিত মেঘ পৃথিবীকে জলে পূর্ণ ক'রে দিক ॥ ৯॥ মেঘের দেহ রূপ জলের দ্বারা প্রকট বিদ্যুৎরূপ অগ্নি উৎপদ্যমান (বা উৎপন্ন-হওনশীল) বনস্পতিসমূহের ঈশ্বরস্বরূপ। সেই জাতবেদা (উৎপন্ন হওনশীল সকলের জ্ঞাতা) অগ্নি, আমাদের অর্থাৎ প্রাণীগণের প্রাণদায়িনী ও অমৃত প্রাপনশীল বৃষ্টি প্রদান করুক ॥ ১০॥ হে সূর্য! তুমি প্রজাপালক; সমুদ্র হ'তে বৃষ্টি রূপ জলকে প্রেরিত করো। তারা অশ্বের ন্যায় বেগশালী, ব্যাপনশীল বৃষ্টিরূপ মেঘের বীর্য-বর্ধনকে প্রাপ্ত হোক। হে পর্জন্য! এই প্রবৃদ্ধ বীর্যের সাথে তুমি আমাদের সম্মুখে আগত হও ॥ ১১॥ বৃষ্টির জল প্রদান পূর্বক সূর্য, তির্যক বৃষ্টির দ্বারা প্রাণীগণকে তৃপ্ত করুন। জলের প্রবাহগুলি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠুক। হে বরুণ! জলরাশিকে মেঘসমূহ হ'তে বিযুক্ত ক'রে ভূমির উপর আনয়ন করো। পুনরায় তৃণহীন ভূমির উপর শ্বেত-বাহুসম্পন্ন মণ্ডূকগণ (বেঙ্গুলি) সুন্দর শব্দ করতে থাকুক ॥ ১২॥ ব্রত ও আচার পূর্বক অবস্থানকারী ব্রাহ্মণবর্গের মতো সারাটি বর্ষব্যাপী বায়ু ও সৌরতাপজনিত কষ্ট সহ্য ক'রে শয়নশীল মণ্ডূকগণ বর্ষার জলের দ্বারা জাগ্রত হয়ে মেঘের উদ্দেশে প্রীতিপূর্ণ বাক্য ব'লে থাকে ॥ ১৩॥ হে মণ্ডূকী! তুমি হর্ষিত হও, উৎকৃষ্ট রবে মুখরিত হয়ে ওঠো। হে মণ্ডূক-দুহিতা! তুমি (বা তোমরা) বর্ষার জলে পরিপূর্ণ সরোবরে সন্তরণ পূর্বক বর্ষার ন্যায়ই শব্দ করো ॥ ১৪॥ হে খন্বখা! হে খৈমখা! হে তাদুরী! তোমরা তিন প্রকার মণ্ডূক দল মিলিতভাবে আপন নির্ঘোষে বৃষ্টি প্রদান করো। হে মণ্ডূকগণ! তোমরা মরুৎ-গণের বৃষ্টি করণের কামনাশালী মনে নিজেদের শব্দের দ্বারা বৃষ্টির-প্রেরণা সঞ্চারিত করো ॥ ১৫॥ হে পর্জন্য! তুমি সমুদ্র হ'তে মেঘ উত্তোলিত পূর্বক আনয়ন করো এবং পৃথিবীর সর্ব দিকে সিঞ্চন করো। বায়ু বৃদ্ধির অনুকূল হোক, অন্তরিক্ষ বিদ্যুতে সাথে যুক্ত হোক, জল বহু প্রকারে যজ্ঞ-কর্মকে বিস্তৃত (বা বৃদ্ধি সাধন) করুক। বর্ষার জলে ধান্য যব ইত্যাদি এবং ঔষধি সমূহ পুষ্ট হয়ে উঠুক ॥ ১৬॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'সমুৎপতন্তু' ইতি সূক্তেন বৃষ্টিকামঃ মরুদ্ভ্যো মান্ত্রবর্ণিকীভ্যো বা দেবতাভ্য আজ্যহোমঃ। কাশদিবিধুবকবেতসাখ্যা ওষধীঃ একস্মিন্ পাত্রে কৃত্বা সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য জলমধ্যে অধোমুখং নিনয়নং। তাসামেব কাশাদীনাং সম্পাতিতাভিমন্ত্রিতানাং অপ্সু প্লাবনং। শ্বশিরসো মেষশিরসশ্চ অভিমন্ত্রিতস্য অপ্সু প্রক্ষেপনং। মানুষকেশজরদুপানহাং বংশাগ্রে বন্ধনং তুষসহিতং আমপাত্র (ম অভি) মন্ত্রিতোদকেন সম্প্রোক্ষ্য ত্রিপাদে শিক্যে নিধায় অপ্সু প্রক্ষেপণং চ ইত্যেতানি অভিবর্ষণকর্মাণি কুর্যাৎ। সূত্রিতং হি।....ইত্যাদি॥ (৪কা. ৩অ. ৫সূ)॥

টীকা — 'সমুৎপতন্তু' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা বৃষ্টি কামনা পূর্বক মরুৎ-দেবতাগণের বা মন্ত্রবর্ণিত দেবতাগণের উদ্দেশে আজ্য হোম সাধনীয়। কাশ ইত্যাদি ওষধিসমূহকে একটি পাত্রে গ্রহণ পূর্বক্ত এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করণ ইত্যাদিরূপ হোম-প্রক্রিয়া উপর্যুক্ত 'সূক্তস্য বিনিয়োগ' অংশে দ্রষ্টব্য ॥ (৪কা. ৩অ. ৫সূ) ॥

◆ ◆

চতুর্থ অনুবাক

প্রথম সূক্ত : সত্যানৃতসমীক্ষকঃ

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : বরুণ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

বৃহন্নেষামধিষ্ঠাতা অন্তিকাদিব পশ্যতি।
যস্তায়ন্মন্যতে চরন্ত্সর্বং দেবা ইদং বিদুঃ ॥ ১॥
যস্তিষ্ঠতি চরতি যশ্চ বঞ্চতি যো নিলায়ং চরতি যঃ প্রতঙ্কম্।
দ্বৌ সংনিষদ্য যন্মন্ত্রয়েতে রাজা তদ্ বেদ বরুণস্তৃতীয়ঃ ॥ ২॥
উতেয়ং ভূমির্বরুণস্য রাজ্ঞ উতাসৌ দ্যৌর্বৃহতী দূরেঅন্তা।
উতো সমুদ্রৌ বরুণস্য কুক্ষী উতাস্মিন্নল্প উদকে নিলীনঃ ॥ ৩॥
উত যো দ্যামতিসর্পাৎ পরস্তান্ন স মুচ্যাতৈ বরুণস্য রাজ্ঞঃ।
দিব স্পশঃ প্র চরন্তীদমস্য সহস্রাক্ষা অতি পশ্যন্তি ভূমিম্ ॥ ৪॥
সর্বং তদ্ রাজা বরুণো বি চষ্টে যদন্তরা রোদসী যৎ পরস্তাৎ।
সংখ্যাতা অস্য নিমিষো জনানামক্ষানিব শ্বঘ্নী নি মিনোতি তানি ॥ ৫॥
যে তে পাশা বরুণ সপ্তসপ্ত ত্রেধা তিষ্ঠন্তি বিষিতা রুশন্তঃ।
ছিনন্তু সর্বে অনৃতং বদন্তং যঃ সত্যবাদ্যতি তং সৃজন্তু ॥ ৬॥
শতেন পাশৈরভি ধেহি বরুণৈনং মা তে মোচ্যনৃতবাঙ্ নৃচক্ষঃ।
আস্তাং জাল্ম উদরং শ্রংসয়িত্বা কোশ ইবাবন্ধঃ পরিকৃত্যমানঃ ॥ ৭॥
যঃ সমাম্যো বরুণো যো ব্যাম্যো যঃ সংদেশ্যো বরুণো যো বিদেশ্যঃ।
যো দৈবো বরুণো যশ্চ মানুষঃ ॥ ৮॥
তৈস্ত্বা সর্বৈরভি ষ্যামি পাশৈরসাবামুষ্যায়ণামুষ্যাঃ পুত্র।
তানু তে সর্বাননুসন্দিশামি ॥ ৯॥

বঙ্গানুবাদ — যে বরুণদেব সদা অধিষ্ঠানশীলা বস্তুসমূহের এবং নাশবান্ পদার্থ সমূহের জ্ঞাতা। যে মহিমাবান্ বরুণদেব পাপাচারী শত্রুগণের উপর নিয়ন্ত্রণ রক্ষা ক'রে থাকেন এবং তাদের অন্যায় কর্মসমূহকে সমীপবর্তী হয়েই দর্শন ক'রে থাকেন; তিনি অতীন্দ্রিয় জ্ঞানসম্পন্ন হওয়ার কারণে সকল বৃত্তান্তই জ্ঞাতশালী ॥ ১॥ যে শত্রু ছলনার দ্বারা প্রতারণাশীল, যে শত্রু অদৃশ্য বা দৃশ্যরূপে সঞ্চরণশীল এবং যে কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা জীবন বিপন্ন ক'রে চলে, রাজা বরুণ তাদের সকলকেই জানেন, কেননা তিনি সর্বজ্ঞ। মন্দ কর্মের ইচ্ছাপরায়ণ হ'লেও (অর্থাৎ অন্যায় কর্ম করার পূর্বেই) বরুণ তাদের দণ্ড প্রদানে সমর্থ ॥ ২॥ এই পৃথিবী বরুণের বশীভূতরূপে অবস্থিত, এই বৃহৎ দ্যুলোকও বরুণের অধীন; পূর্ব-পশ্চিমের দুই সমুদ্র ও বরুণদেবের দক্ষিণ-উত্তরস্থ দুই পার্শ্বের ন্যায় বর্তমান। এই রকমে বরুণদেব জগৎসংসারের সর্বত্র ব্যাপ্ত করণশালী হয়ে সরোবর ইত্যাদির স্বল্প

জলেও বর্তমান আছেন ॥ ৩॥ পাপ-সাধনশীল শত্রু গোপনে কুপথে গমন করলেও, সে বরুণের পাশবন্ধন হ'তে মুক্ত হ'তে পারে না। বরুণের দূতগণ (বা চরবর্গ) এই পৃথিবীর উপর বিচরণ পূর্বক সকল বৃত্তান্ত (বা সকলের আচরণ) সূক্ষ্ম রীতির (বা দর্শনের উপায়ের) দ্বারা দর্শনে সমর্থ হয়ে থাকে ॥ ৪॥ আকাশ-পৃথিবীর মধ্যস্থানে অবস্থানকারী এবং আপন সম্মুখে অবস্থানকারী প্রাণীবর্গকে বরুণ বিশেষভবে দর্শন ক'রে থাকেন; এই নিমিত্ত সকল কর্ম-অকর্ম অনুসারে, পাপ করণশালীগণকে অক্ষক্রীড়কের অক্ষ-পাতনের (অর্থাৎ জুয়ারীর দ্বারা পাশা ফেলার) ন্যায়, উত্তোলিত ক'রে নিক্ষেপ করেন ॥ ৫॥ হে বরুণ! তোমার উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে তিন রকম পাপীদের বন্ধনের নিমিত্ত যে সাত-সাতটি পাশ আছে, সেই সত্যরূপী পাশ মিথ্যাভাষী শত্রুদের সন্তাপ-দানশীল হোক এবং পুণ্যাত্মাগণের পক্ষে সুখপ্রদ হোক ॥ ৬॥ হে বরুণ! এই মিথ্যাভাষী শত্রুদের বন্ধন পূর্বক তুমি দণ্ডদান করো। তুমি মনুষ্যগণের সত্য-অসত্য কর্মসমূহকে আপন বিবেকের দ্বারা দর্শন ক'রে থাকো; অতএব তোমা দ্বারা কোন মিথ্যাভাষী জন যেন রক্ষা না পায় এবং তার উদর জলোদর ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত (বা নষ্ট) হয়ে ছিন্নতা প্রাপ্ত হোক ॥ ৭॥ বরুণের সামান্য নামক পাশ (বন্ধন) সামান্য রূপে ব্যাধিগ্রস্ত ক'রে দেয়; ব্যাম্য নামক পাশ অনেক রূপে ব্যাধিগ্রস্ত ক'রে দেয়; সংদেশ্য নামক পাশ স্বদেশে ও বিদেশ্য নামক পাশ বিদেশে, দৈব নামক পাশ দেবতাগণের মধ্যে এবং মানুষ নামক পাশ মনুষ্যবর্গের উপর প্রভাবকারী হয়ে থাকে ॥ ৮॥ হে অমুক (যথা) নাম, অমুক (যথা) গোত্র ও অমুক (যথা) মাতার পুত্র! পূর্ব ঋক্-মন্ত্রে বর্ণিত বরুণের সকল পাশের দ্বারা আমি তোমাকে বন্ধন করছি। তুমি হেন শত্রুকে সেই পাশের দ্বারা বশীভূত করছি ॥ ৯॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — চতুর্থেনুবাকে পঞ্চ সূক্তানি। তত্র 'বৃহন্নেষাম্' ইতি আদ্যেন সূক্তেন অভিচারকর্মণি শত্রুং ক্রোশন্তং অনুব্রুয়াৎ (কৌ. ৬/২)। ধূমকেতুৎপাতশান্তৌ বারুণপশুপ্রয়োগে 'উতেয়ং ভূমিঃ' (৩) ইত্যেষা (কৌ. ১৩/৩৫)॥ (৪কা. ৪অ. ১সূ)॥

টীকা — চতুর্থ অনুবাকের পাঁচটি সূক্ত। তার মধ্যে এইটি আদ্য বা প্রথম সূক্ত। এই সূক্তটির দ্বারা অভিচার কর্মে শত্রুর পরাভব সাধিত হয়। ধূমকেতু জনিত উৎপাতের শান্তি ইত্যাদিতে 'উতেয়ং ভূমি' এই তৃতীয় মন্ত্রের বিনিয়োগ দেখা যায় ॥ (৪কা. ৪অ. ১সূ) ॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : অপামার্গ

[ঋষি : শুক্র। দেবতা : অপামার্গ বনস্পতি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্।]

ঈশানাং ত্বা ভেষজানামুজ্জেষ আ রভামহে।
চক্রে সহস্রবীর্যং সর্বস্মা ওষধে ত্বা ॥ ১॥
সত্যজিতং শপথযাবনীং সহমানাং পুনঃসরাম্।
সর্বাঃ সমহ্ব্যোষধীরিতো নঃ পারয়াদিতি ॥ ২॥
যা শশাপ শপনেন যাঘং মূরমাদধে।
যা রসস্য হরণায় জাতমারেভে তোকমত্তু সা ॥ ৩॥

যাং তে চক্রুরামে পাত্রে যাং চক্রুর্নীললোহিতে।
আমে মাংসে কৃত্যাং যাং চক্রুস্তয়া কৃত্যাকৃতো জহি ॥ ৪॥
দৌষ্বপ্ন্যং দৌর্জীবিত্যং রক্ষো অভ্বমরায্যঃ।
দুর্ণাম্নীঃ সর্বা দুর্বাচস্তা অস্মন্নাশয়ামসি ॥ ৫॥
ক্ষুধামারং তৃষ্ণামারমগোতামনপত্যতাম্।
অপামার্গ ত্বয়া বয়ং সর্বং তদপ মৃজ্মহে ॥ ৬॥
তৃষ্ণামারং ক্ষুধামারমথো অক্ষপরাজয়ম্।
অপামার্গ ত্বয়া বয়ং সর্বং তদপ মৃজ্মহে ॥ ৭॥
অপামার্গ ওষধীনাং সর্বাসামেক ইদ্ বশী।
তেন তে মৃজ্ম আস্থিতমথ ত্বমগদশ্চর ॥ ৮॥

বঙ্গানুবাদ — হে সহদেবী! তুমি ঔষধি রূপে গৃহীতা অপর ঔষধিসমূহের অধীশ্বরী। শত্রুদ্বারা কৃত অভিচারের দোষকে নষ্ট করার নিমিত্ত আমরা তোমাকে স্পর্শ করছি এবং সকল দোষকে দূর করার নিমিত্ত তোমাকে সামর্থ্যযুক্ত করছি ॥ ১॥ অভিচার (বা পাপজনিত) দোষকে বিনাশশালিনী—সত্যজিতা, অভিচারকে সহ্য-করণশালিনী—সহমানা, অন্যের আক্রোশকে দূরীকরণশালিনী—শপথযাবনী এবং বারংবার অনেক ব্যাধিনাশিনী—পুনঃসরা, এই ঔষধিসমূহকে অন্য ঔষদিসমূহের অভিচারজনিত দোষ দূর করার উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত হ'তে হয় ॥ ২॥ ক্রোধ পূর্বক শাপ প্রদানশালিনী যে পিশাচী মূর্ছিত-করণে বা শরীরের রক্তকে হরণ করার নিমিত্ত অপরের পুত্রকে আলিঙ্গন করে, সেই সকল পিশাচী আমার প্রতি অভিচার-করণশীলেরই পুত্রকে ভক্ষণ করুক ॥ ৩॥ হে কৃত্যা! যে অভিচারিকগণ ধূমের দ্বারা নীল ও জ্বালার দ্বারা লোহিত তোমাকে অগ্নিস্থানে স্থাপিত করেছে, অপক্ক (কাঁচা) মৃৎপাত্রে, অপক্ক কুক্কুট ইত্যাদির মাংসের দ্বারা অভিচার কর্ম করেছে, তুমি সেই কৃত্যাকারীদেরই বিনাশ ক'রে দাও ॥ ৪॥ ব্যাধি দর্শনরূপ দুঃস্বপ্নকে, রাক্ষসগণকে, অভিচারের দ্বারা উৎপন্ন ভীষণ ভয়কে, দুষ্ট নামধারিণী ও দুষ্ট বচনশালিনী পিশাচিকাগণকে এবং অসমৃদ্ধিকারিকা অলক্ষ্মীবর্গকে আমরা এই অভিচারগ্রস্ত পুরুষ হ'তে বিতাড়িত ক'রে দেবো ॥ ৫॥ ক্ষুধার দ্বারা পুরুষের মারণ, পিপাসার দ্বারা পুরুষের মারণ বা ক্ষুৎপিপাসায় নষ্ট হওয়ার কারণে পুরুষকে মৃত্যুগ্রস্ত-করণ, পুরুষকে গো-হীনতা ও সন্তান রাহিত্য করণরূপ হে অপামার্গ! তুমি উপায় স্বরূপ; তোমার দ্বারা আমরা এই সন্তাপসমূহকে দূর করছি ॥ ৬॥ পিপাসা বা ক্ষুধার দ্বারা মরণ, দ্যুতক্রিয়ায় পরাজয় ইত্যাদি সকল কারণকে, হে অপামার্গ! তোমার দ্বারা দূর ক'রে দিচ্ছি ॥ ৭॥ হে অভিচারগ্রস্ত পুরুষ! কৃত্যার দ্বারা ব্যাপ্ত ব্যাধিসমূহকে আমরা অপামার্গের দ্বারা দূরীভুত ক'রে দিচ্ছি। পুনরায় তুমি রোগ-রহিত হয়ে চিরকাল ব্যাপী (অর্থাৎ পুর্ণ আয়ুষ্কাল পর্যন্ত) জীবিত থাকো। এই অপামার্গ অন্য সকল ঔষধিকে বশীভূত ক'রে থাকে ॥ ৮॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — স্ত্রীশূদ্রকাপালাদিকৃতাভিচারদোষ নিবৃত্ত্যর্থং দর্ভাপামার্গ-সহদেব্যাদ্যা মন্ত্রোক্তা ওষধীঃ শান্ত্যুদককলশে প্রক্ষিপ্য তদনুমন্ত্রণবিনিযুক্তে মহাশান্তিগণে 'ঈশানাং ত্বা' ইত্যাদি সূক্তত্রয়ং আবপনীয়ং। সূত্রিতং হি। 'দুষ্যা দুষিরসি (২কা/১১সু অর্থাৎ ২কা, ২অ. ১সূ) যে পুরস্তাৎ (৪/৪০) ঈশানাং ত্বা (৪/১৭) সমং জ্যোতিঃ (৪/১৮) উতো অস্য বন্ধুকৃৎ (৪/১৯) সপর্ণস্ত্বা (৫/১৪)

যাং তে চক্রুঃ (৫/৩১) অয়ং প্রতিসরঃ (৮/৫) যাং কল্পয়ন্তি (১০/১১) ইতি মহাশান্তিং আবপতে' ইতি (কৌ.৫/৩)। এতৎসূক্তসজ্ঞস্য কৃত্যাপ্রতিহরণগণত্বাদ্ অস্য গণস্য যত্রতত্র বিনিয়োগস্তত্র সর্বত্র অস্য সূক্তাত্রয়স্যাপি বিনিয়োগো দ্রষ্টব্যঃ।। (৪কা. ৪অ. ২সূ)।।

টীকা — স্ত্রী-শূদ্র-কাপালিক ইত্যাদি কৃত অভিচারজনিত দোষ নিবৃত্তির নিমিত্ত দর্ভ, অপামার্গ, সহদেবী ইত্যাদি মন্ত্রোক্ত ওষধিসমূহ শান্ত্যদক কলশে প্রক্ষিপ্ত ক'রে তার অনুমন্ত্রণে এই সূক্তটি এবং এর পরবর্তী দু'টি সূক্তের মন্ত্র মহাশান্তিগণে বিনিযুক্ত হয়।...ইত্যাদি ॥ (৪কা. ৪অ. ২সূ) ॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : অপামার্গ

[ঋষি : শুক্র। দেবতা : অপামার্গ, বনস্পতি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

সমং জ্যোতিঃ সূর্যেণাহ্না রাত্রী সমাবতী।
কৃণোমি সত্যমূতয়েঽরসাঃ সন্তু কৃত্বরীঃ ॥ ১॥
যো দেবাঃ কৃত্যাং কৃত্বা হরাদবিদুষো গৃহম্।
বৎসো ধারুবির মাতরং তং প্রত্যগুপ পদ্যতাম্ ॥ ২॥
অমা কৃত্বা পাপ্মানং যস্তেনান্যং জিঘাংসতি।
অশ্মানস্তস্যাং দগ্‌ধায়াং বহুলাঃ ফট্ করিক্রতি ॥ ৩॥
সহস্রধামন্ বিশিখান্ বিগ্রীবাং ছায়য়া ত্বম্।
প্রতি স্ম চক্রুষে কৃত্যাং প্রিয়াং প্রিয়াবতে হর ॥ ৪॥
অনয়াহমোষধ্যা সর্বাঃ কৃত্যা অদূদুষম্।
যাং ক্ষেত্রে চক্রুর্যাং গোষু যাং বা তে পুরুষেষু ॥ ৫॥
যশ্চকার ন শশাক কর্তুং শশ্রে পাদমঙ্গুরিম্।
চকার ভদ্রমস্মভ্যমাত্মনে তপনং তু সঃ ॥ ৬॥
অপামার্গোঽপ মার্ষ্টু ক্ষেত্রিয়ং শপথশ্চ যঃ।
অপাহ যাতুধানীরপ সর্বা অরায্যঃ ॥ ৭॥
আপমৃজ্য যাতুধানানপ সর্বা অরায্যঃ।
অপামার্গ ত্বয়া বয়ং সর্বং তদপ মৃজ্মহে ॥ ৮॥

বঙ্গানুবাদ — আদিত্যের আভা, কখনও আদিত্য হ'তে পৃথক হয় না। রাত্রিও সমান প্রসারশালিনী হয়ে থাকে। যেমন আভা আদিত্যের এবং দিন তথা রাত্রির সমানত্ব সত্য, তেমনই আমি অভিচার-গ্রস্ত পুরুষের রক্ষার্থে সত্য (বা যথার্থ) কর্ম সাধিত করছি, যাতে হিংসাত্মক কৃত্যাসমূহ ব্যর্থ হয়ে যায় ॥ ১॥ হে দেবগণ! যে শত্রু সন্তাপ-দানশালিনী কৃত্যাকে অপর অজ্ঞাত পুরুষের গৃহে খনন পূর্বক স্থাপন করতে আসে, কৃত্যা প্রত্যাবৃত্ত হয়ে সেই অভিচারীকেই আলিঙ্গন করুক, যেমন দুগ্ধ পানকারী বৎস আপন মাতার সাথে আঠার মতো লেগে থাকে ॥ ২॥ যে

বিশ্বাসঘাতী, এক সাথে থেকে কৃত্যা খনন পূর্বক মারণ করতে চায়, সেই শত্রুর কৃত্যা প্রতিকার-কর্মের দ্বারা অসমর্থ হয়ে যাক এবং মন্ত্র-বলের দ্বারা উৎপন্ন অনেক প্রস্তরের সাহায্যে সেই শত্রুকে বিনাশ ক'রে দিক ॥ ৩॥ হে সহদেবী! তুমি অনেক স্থানে উৎপন্ন হয়ে থাকো! তুমি আমাদের শত্রুগণকে ছিন্ন গ্রীবা ও কর্তিত কেশশালী ক'রে বিনাশ ক'রে দাও। তুমি শত্রুগণের হিতকারিণী কৃত্যাকে সেই কৃত্যাকারীর উপরেই প্রত্যাবৃত্ত ক'রে দাও ॥ ৪ ॥ যে কৃত্যাকে বীজ-বপনের ক্ষেত্রে খনন ক'রে দেওয়া হয়েছে, যে কৃত্যাকে গো-গণের গোষ্ঠে প্রথিত ক'রে দেওয়া হয়েছে, যে কৃত্যাকে বায়ু-সঞ্চরণের স্থানে রক্ষিত করা হয়েছে এবং যে কৃত্যাকে মনুষ্যের চলাচলের পথে খনন করা হয়েছে, সেই সকল কৃত্যা এই সহদেবীর দ্বারা নির্বীর্য (কর্মক্ষমতাহীন) হয়ে যাক ॥ ৫ ॥ যে দুষ্ট জন কৃত্যার দ্বারা এক পাদ ও এক অঙ্গুলীকেও নষ্ট করতে চায়, (অর্থাৎ কারো অঙ্গহানি করতে চায়), সে যেন আপন উদ্দেশ্য সাধনে সফল না হয় এবং তার অভিচারকর্মকে নিষ্ফলকারিণী ঔষধিসমূহ এবং মন্ত্রের শক্তিতে আমাদের নিমিত্ত মঙ্গলময় হয়ে সেই কৃত্যাকারী শত্রুকে পীড়িত করুক ॥ ৬॥ হে অপামার্গ! মাতা-পিতা হ'তে প্রাপ্ত (অর্থাৎ বংশগত) কুষ্ঠ, ক্ষয় ইত্যাদি সংক্রামক রোগকে এবং শত্রুর আক্রোশকে আমাদের হ'তে পৃথক্ ক'রে দাও। পিশাচী ও অলক্ষ্মীবর্গকে বন্ধন পূর্বক আমাদের নিকট হ'তে দূর ক'রে দাও ॥ ৭ ॥ হে অপামার্গ! তুমি যক্ষ রাক্ষস ইতাদিকে এবং সকল অলক্ষ্মীকরী ও পাপদেবতাগণকে আমাদের নিকট হ'তে দূর (বা পৃথক) ক'রে দাও ॥ ৮॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'সমং জ্যোতি' ইতি সূক্তস্য পূর্বসূক্তেন সহ উক্তো বিনিয়োগঃ।.... ইত্যাদি॥ (৪কা. ৪অ. ৩সূ)॥

টীকা — 'সমং জ্যোতি' এই সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তে উক্ত হয়েছে।....ইত্যাদি ॥ (৪কা. ৪অ. ৩সূ) ॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : অপামার্গ

[ঋষি : শুক্র। দেবতা : অপামার্গ, বনস্পতি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, পংক্তি]

উতো অস্যবন্ধুকৃদুতো অসি ন জামিকৃৎ।
উতো কৃত্যাকৃতঃ প্রজাং নডমিবা চ্ছিন্ধি বার্ষিকম্ ॥ ১॥
ব্রাহ্মণেন পর্যুক্তাসি কণ্বেন নার্যদেন।
সেনেবৈষি ত্বিষীমতী ন তত্র ভয়মস্তি যত্র প্রাপ্নোষ্যোষধে ॥ ২॥
অগ্রমেষ্যোষধীনাং জ্যোতিষেবাভিদীপয়ন্।
উত ত্রাতাসি পাকস্যাথো হন্তাসি রক্ষসঃ ॥ ৩॥
যদদো দেবা অসুরাংস্ত্বয়াগ্রে নিরকুর্বত।
ততস্ত্বমধ্যোষধেঽপামার্গো অজায়থাঃ ॥ ৪॥
বিভিন্দতী শতশাখা বিভিন্দন্ নাম তে পিতা।
প্রত্যগ্ বি ভিন্ধি ত্বং তং যো অস্মাঁ অভিদাসতি ॥ ৫॥

অসৎ ভূম্যাঃ সমভবৎ তদ্যামেতি মহৎ ব্যচঃ।
তৎ বৈ ততো বিধূপায়ৎ প্রত্যক্ কর্তারমৃচ্ছতু ॥ ৬॥
প্রত্যঙ্ হি সম্বভূবিথ প্রতীচীনফলস্ত্বম্।
সর্বান্ মচ্ছপথাঁ অধি বরীয়ো যাবয়া বধম্ ॥ ৭॥
শতেন মা পরি পাহি সহস্রেণাভি রক্ষ মা।
ইন্দ্রস্তে বীরুধাং পত উগ্র ওজ্মানমা দধৎ ॥ ৮॥

বঙ্গানুবাদ — হে সহদেবী! তুমি আমাদের শত্রুবর্গের বিনাশকারিণী হও। তুমি কৃত্যাকারী শত্রুর পুত্র-পৌত্র ইত্যাদিকে বর্ষায় উৎপন্ন নলতৃণের (নলখাগড়া ঘাসের) মতোই ছেদন পূর্বক বিনষ্ট ক'রে দাও ॥ ১॥ হে সহদেবী! 'নৃষদ-পুত্র কন্ব' ঋষি তোমার বিনিয়োগ করেছিলেন। তুমি যজমানের রক্ষার্থে সেনার ন্যায় গমন ক'রে থাকো। তুমি যেস্থানে গমন করো, সেস্থানে অভিচারের ভয় থাকে না ॥ ২॥ প্রকাশের (অর্থাৎ আপন জ্যোতির) দ্বারা তেজস্বী সূর্য যেমন সকল জ্যোতিষ্কের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তেমনই হে সহদেবী! তুমি সকল ঔষধির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। হে অপামার্গ! তুমি আপন শক্তির দ্বারা কৃত্যার নিষ্ফলকর্তা রূপে নির্বলের রক্ষায় ও রাক্ষসগণের হত্যাকর্মে সমর্থ হয়ে থাকো ॥ ৩॥ হে ঔষধি! পূর্বকালে ইন্দ্র ইত্যাদি দেবগণ তোমার দ্বারাই রাক্ষসবর্গকে অধীনস্থ ক'রে ফেলেছিল। তুমি অন্য ঔষধির উপর-স্থানে অবস্থিত হয়ে অপামার্গের দ্বারা উৎপন্ন হচ্ছো ॥ ৪॥ হে অপামার্গ! তুমি অসংখ্য শাখাসম্পন্না হওয়ায় বিভিন্দতী নামশালিনী হয়ে আছো। তোমার উৎপাদক হলো বিভিন্দন। এই নিমিত্ত যারা আমাদের বিনাশ করতে ইচ্ছুক, সেই শত্রুদের সমক্ষে গমন পূর্বক তাদের বিদীর্ণ ক'রে দাও ॥ ৫॥ হে ঔষধি! তোমার ব্যাপ্ত তেজ যে ভূমি লাভ ক'রে থাকে, তাতে অর্থাৎ সেই ভূমিতে খনিত কৃত্যা নিরর্থক হয়ে কার্য-সমর্থ হয় না, বরং সেই কৃত্যা নিষ্ফল হয়ে, সেই স্থান হ'তে নির্গমন পূর্বক কৃত্যাকারীকেই নাশ করুক ॥ ৬॥ হে অপামার্গ! তুমি প্রত্যক্ষ ফলশালী। তুমি শত্রুর আক্রোশকে আমার নিকট হ'তে দূর করো এবং তারই উপর পাতিত করো (অর্থাৎ তারই প্রতি আরোপিত করো)। শত্রুর হিংসা-সাধন শস্ত্র বা কৃত্যাকে আমাদের হ'তে পৃথক্ ক'রে দাও ॥ ৭॥ হে সহদেবী! তুমি রক্ষা-যোগ্য সকল উপায়ের দ্বারা আমাদের রক্ষা করো এবং কৃত্যাজনিত দোষকে বিযুক্ত করো। মহাতেজস্বী ইন্দ্রদেব আমাতে তেজঃ স্থাপিত করুন ॥ ৮॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'উতো অসি' ইতি সূক্তস্য, পূর্ববৎ বিনিয়োগঃ॥ (৪কা. ৪অ. ৪সূ)॥

টীকা — এই সূক্তটির বিনিয়োগ পূর্বের মতো ॥ (৪কা. ৪অ. ৪সূ) ॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : পিশাচান্তয়ণম্

[ঋষি : মাতৃনামা। দেবতা : ওষধি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

আ পশ্যতি প্রতি পশ্যতি পরা পশ্যতি পশ্যতি।
দিবমন্তরিক্ষমাৎ ভূমিং সর্বং তৎ দেবি পশ্যতি ॥ ১॥

তিস্রো দিবস্তিস্রঃ পৃথিবীঃ ষট্ চেমাঃ প্রদিশঃ পৃথক্।
ত্বয়াহং সর্বা ভূতানি পশ্যানি দেব্যোষধে ॥ ২॥
দিব্যস্য সুপর্ণস্য তস্য হাসি কনীনিকা।
সা ভূমিমা রুরোহিথ বহ্যং শ্রান্তা বধূরিব ॥ ৩॥
তাং মে সহস্রাক্ষো দেবো দক্ষিণে হস্ত আ দধৎ।
তয়াহং সর্বং পশ্যামি যশ্চ শূদ্র উতার্যঃ ॥ ৪॥
আবিষ্কৃণুষ্ব রূপাণি মাত্মানমপ গূহথাঃ।
অথো সহস্রচক্ষো ত্বং প্রতি পশ্যাঃ কিমীদিনঃ ॥ ৫॥
দর্শয় মা যাতুধানান্ দর্শয় যাতুধান্যঃ।
পিশাচান্তসর্বান্ দর্শয়েতি ত্বা রভ ওষধে ॥ ৬॥
কশ্যপস্য চক্ষুরসি শুন্যাশ্চ চতুরক্ষ্যাঃ।
বীধ্রে সূর্যমিব সর্পন্তং মা পিশাচং তিরস্করঃ ॥ ৭॥
উদগ্রভং পরিপাণাদ্ যাতুধানং কিমীদিনম্।
তেনাহং সর্বং পশ্যাম্যুত শূদ্রমুতার্যম্ ॥ ৮॥
যো অন্তরিক্ষেণ পততি দিবং যশ্চাতিসর্পতি।।
ভূমিং যো মন্যতে নাথং তং পিশাচং প্র দর্শয় ॥ ৯॥

বঙ্গানুবাদ — হে সদম্পুষ্পা নাম্নী ঔষধি! এই পুরুষ তোমার মণিকে ধারণ ক'রে আসন্ন (বা ভাবী) ভীতিকে, বর্তমান ভীতিকে এবং দূরস্থিত ভীতিকে সন্দর্শন করতে পারে। (অর্থাৎ সেই ভীতিগুলিকে পরিহার করতে সক্ষম হয়ে থাকে)। স্বর্গ, অন্তরিক্ষ ও পৃথিবী এই তিন লোকে নিবাসকারী সকল প্রাণী হ'তে উৎপন্ন ভয়কে ত্রিসন্ধ্যামণির ধারণকারী সাধক সন্দর্শন করতে পারে। (অর্থাৎ ব্রহ্মগ্রহ ইত্যাদি যে ভয়-কারণ-সমূহ ত্রিলোকে ব্যাপ্ত হয়ে আছে, তা ত্রিসন্ধ্যামণির ধারণ-মাহাত্ম্যে ধারক পরিহার করতে সক্ষম হয়ে থাকে) ॥ ১॥ হে ঔষধি! তিন স্বর্গ, তিন পৃথিবী, তিন উর্ধ্ব-দিক, তিন নিম্ন-দিক ও সেগুলিতে নিবাসকারী সকল প্রাণীকেও আমি তোমাকে মণিরূপে ধারণের প্রভাবে সন্দর্শন করছি ॥ ২॥ হে সদম্পুষ্পা! তুমি স্বর্গের দেবতা রূপ, সুন্দর পক্ষসম্পন্ন গরুড়ের নেত্রের কনীনিকা (চোখের মণি) স্বরূপ। যেমন পরিশ্রান্তা স্ত্রীলোক বহনযোগ্য শিবিকায় আরোহিতা হয়, তেমনভাবেই তুমি গরুড়ের নেত্র হ'তে স্খলিত হয়ে ভূমিতে ঔষধিরূপে সমুৎপন্ন হয়েছো ॥ ৩॥ দান ইত্যাদি গুণে বিভূষিত ইন্দ্রদেব সদম্পুষ্পাকে আমার দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করিয়েছেন। হে ঔষধি! তোমার দ্বারা আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলকেই বশীভূত ক'রে রাক্ষস ইত্যাদিকেও নিরাকৃত করার নিমিত্ত যত্ন করছি ॥ ৪॥ হে ঔষধি! তুমি রাক্ষস ইত্যাদিকে দূরীকরণশালী আপন গুণসমূহকে প্রকট করো, আপন স্বরূপকে সংগুপ্ত ক'রে রেখো না। তুমি সহস্র দর্শন-সাধনের দ্বারা দর্শনশালী হয়ে আছো; তুমি গূঢ়ভাবে বিচরণশীল রাক্ষসদের উপর দৃষ্টি রক্ষা ক'রে, (অর্থাৎ তাদের আক্রমণাত্মক গতিবিধির উপর লক্ষ্য রেখে), আমাদের রক্ষা করো ॥ ৫॥ হে সদম্পুষ্পা। তুমি রাক্ষসদের আমাদের দর্শন করিয়ে দাও (অর্থাৎ আমরা যেন রাক্ষসদের দেখতে পারি), যাতে তারা গুপ্তরূপে অবস্থান পূর্বক আমাদের পীড়া দিতে না পারে; সেইসঙ্গে

রাক্ষসীদেরও সন্দর্শন করিয়ে দাও। এই নিমিত্ত আমি তোমাকে ধারণ করছি ॥৬॥ হে ঔষধি! তুমি কশ্যপ ঋষির নেত্রস্বরূপা। তুমি দেব-কুক্কুরী সরমার ও নেত্রস্বরূপা। গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি সমন্বিত অন্তরিক্ষলোকে সূর্যের মতোই বিচরণশালী পিশাচদের অন্তর্হিত হ'তে দিও না ॥ ৭॥ আমি রক্ষণের উপায়ের উদ্দেশ্যে যাতুধানবর্গকে (অর্থাৎ নিশাচর রাক্ষসদের) বশীভূত ক'রে নিয়েছি, যাতে তাদের দ্বারা শূদ্রজাতি যুক্ত নীচ অথবা ব্রাহ্মণজাতিযুক্ত উচ্চ সকল গ্রহকে (অর্থাৎ পিশাচবর্গকে) লক্ষ্য করতে সমর্থ হই ॥৮॥ যে পিশাচ অন্তরিক্ষলোকে এবং দ্যুলোকে বিচরণপূর্বক পৃথিবীকে আপন অধিকৃত (বা বশীভূত) ব'লে মনে করে, সেই ত্রিলোক-ব্যাপ্ত পিশাচদের আমাকে দেখিয়ে দাও; আমি তার জন্য প্রযত্ন করছি (অর্থাৎ তাদের নিরাকৃত করার জন্য চেষ্টিত আছি) ॥ ৯ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'আ পশ্যতি' ইতি সূক্তেন ব্রহ্মগ্রহাদিজনিতভয় নিবৃত্তয়ে ত্রিসন্ধ্যামণিং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য বধ্নীয়াৎ। সূত্রিতং হি।...ইত্যাদি ॥ (৪কা. ৪অ. ৫সূ)॥

টীকা — ব্রহ্মগ্রহ ইত্যাদি জনিত ভয় নিবারণকল্পে এই সূক্ত-মন্ত্রের দ্বারা ত্রিসন্ধ্যামণি অভিমন্ত্রিত পূর্বক ধারণীয়।...ইত্যাদি ॥ (৪কা. ৪অ. ৫সূ) ॥

◆ ◆

পঞ্চম অনুবাক

প্রথম সূক্ত : গাবঃ

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : গাবঃ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

আ গাবো অগ্মন্নুত ভদ্রমক্রন্ত্সীদন্তু গোষ্ঠে রণয়ন্ত্বস্মে।
প্রজাবতীঃ পুরুরূপা ইহ স্যুরিন্দ্রায় পূর্বীরুষসো দুহানাঃ ॥ ১॥
ইন্দ্রো যজ্বনে গৃণতে চ শিক্ষত উপেৎ দদাতি ন স্বং মুষায়তি।
ভূয়োভূয়ো রয়িমিদস্য বর্দয়ন্নভিন্নে খিল্যে নি দধাতি দেবয়ুম্ ॥ ২॥
ন তা নশন্তি ন দভাতি তস্করো নাসামামিত্রো ব্যথিরা দধর্ষতি।
দেবাংশ্চ যাভির্যজতে দদাতি চ জ্যোগিৎ তাভিঃ সচতে গোপতিঃ সহ ॥ ৩॥
ন তা অর্বা রেণুককাটোঽশ্নুতে ন সংস্কৃতত্রমুপ যন্তি তা অভি।
উরুগায়মভয়ং তস্য তা অনু গাবো মর্তস্য বি চরন্তি যজ্বনঃ ॥ ৪॥
গাবো ভগো গাব ইন্দ্রো ম ইচ্ছাদ্ গাবঃ সোমস্য প্রথমস্য ভক্ষঃ।
ইমা যা গাবঃ স জনাস ইন্দ্র ইচ্ছামি হৃদা মনসা চিদিন্দ্রম্ ॥ ৫॥
যূয়ং গাবো মেদয়থা কৃশং চিদশ্রীরং চিৎ কৃণুথা সুপ্রতীকম্।
ভদ্রং গৃহং কৃণুথ ভদ্রবাচো বৃহৎ বো বয় উচ্যতে সভাসু ॥ ৬॥
প্রজাবতীঃ সূযবসে রুশন্তীঃ শুদ্ধা অপঃ সুপ্রপাণে পিবন্তীঃ।
মা ব স্তেন ঈশত মাঘশংসঃ পরি বো রুদ্রস্য হেতির্বৃণক্তু ॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ — গো-বর্গ আমাদের অভিমুখে আগমন করুক, আমাদের মঙ্গল করুক। তারা আমাদের গোষ্ঠে উপবেশন পূর্বক দুগ্ধ ইত্যাদির দ্বারা আমাদের প্রসন্ন করুক। সন্তানবতী অনেক বর্ণশালিনী গাভী যজমানের গৃহে বর্ধিত হ'তে থাকুক এবং অনেক উষাকালে দোহন-কৃতা (দুহ্যমানা) হয়ে ইন্দ্রকে আহ্বানকারিণী হোক ॥ ১॥ স্তুতি-করণশীল জনকে ইন্দ্র গাভী প্রাপ্তির উপায় ব'লে দিয়ে থাকেন এবং নিজেও বহু গাভী দান ক'রে থাকেন। তিনি যজ্ঞকারী (যজমান) এবং স্তুতি-করণশীল জন, কারও ধন হরণ করেন না। সূর্যদেব সেই যজমান ও স্তোতাকে দুঃখরহিত স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত ক'রে থাকেন। সেই স্বর্গে অযাজ্ঞিক জন গমন করতে পারে না ॥ ২॥ ইন্দ্র প্রদত্ত গো-বর্গ যেন নাশ প্রাপ্ত না হয়, চোরও যেন তাদের অপহরণ করতে না পারে। শত্রুবর্গের শস্ত্র তাদের যেন পীড়িত করতে না পারে। যজমান যে গাভীসমূহের দুগ্ধে দেবতাগণের পূজন (বা যজ্ঞানুষ্ঠান) করেন, এবং যে গাভীসমূহ দক্ষিণাস্বরূপ প্রদত্ত হয়ে থাকে, সেই যজমান চিরকাল ব্যাপী সেইরকম গাভীর দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে থাকুন ॥ ৩॥ হিংসক ব্যাঘ্র ইত্যাদি পশু এই গো-বর্গের নিকটে না আসতে পারে! গো-কে হত্যা ক'রে তার মাংস রন্ধনকারী ব্যক্তিগণের দিকে (এই গো-গণ) যেন গমন করতে না পারে। এই যজমানের ভয়রহিত স্থানের দিকে (এই গো-গণ) বিচরণ করতে থাকুক ॥ ৪॥ যাতে আমার নিকট গো-বর্গ অবস্থান করতে পারে, ইন্দ্র তেমন করুন। এই গো-বর্গই পুরুষের নিমিত্ত ধনস্বরূপ। অভিষুত সোম গোদুগ্ধে সিদ্ধকৃত হয়ে থাকে। হে মনুষ্যগণ! এই গো-বর্গই ইন্দ্রস্বরূপ (অর্থাৎ গাভীগণ যেমন ইন্দ্রের আশ্রিত, ইন্দ্রও তেমনই গাভীগণের মাধ্যমে পূজিত)। এই গাভীবর্গের দুগ্ধ-ঘৃত ইত্যাদির দ্বারা যুক্ত হবির দ্বারা আমি হৃদয়গত ভাব (বা কামনা) নিয়ে ইন্দ্রের উদ্দেশে যাগানুষ্ঠান করছি ॥ ৫॥ হে গাভীবর্গ! তোমরা আপন দুগ্ধ ইত্যাদি রসের দ্বারা (অর্থাৎ সারবস্তুর দ্বারা) নির্বল প্রাণীগণকে পুষ্ট করো; অসুন্দর অঙ্গশালী পুরুষকে সুন্দর ক'রে দাও। তোমরা আমাদের গৃহকে সুশোভিত করো। তোমাদের দুগ্ধ-ঘৃত ইত্যাদি সকলের দ্বারা প্রশংসিত হয়ে থাকে ॥ ৬॥ হে গো-বর্গ! তোমরা সুন্দর ঘাসসম্পন্ন ভূমিভাগে বিচরণ করতে করতে স্বচ্ছ জল পান করো। তোমরা সন্তান-সন্ততিদের সাথে যুক্ত হয়ে থাকো। হিংসক ব্যাঘ্র যেন তোমাদের প্রাপ্ত না হয় এবং চোরও যেন তোমাদের অপহরণ করতে না পারে। জ্বরের অভিমানী দেবতা রুদ্রের শস্ত্র যেন তোমাদের উপর নিপতিত না হয় ॥ ৭॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — পঞ্চমেনুবাকে পঞ্চ সূক্তানি। তত্র 'আ গাবঃ' ইত্যাদিসূক্তদশকস্য মৃগারসংজ্ঞত্বাৎ 'মৃগারৈর্মুঞ্চেত্যাপ্লাবয়তি' (কৌ. ৪/৩) ইত্যাদি সূত্রবিহিতে সর্বভৈষজ্যকর্মণি হোমসম্পাতাবসেকাদিষু বিনিয়োগঃ। তত্র 'আ গাবঃ' ইতি প্রথমেন সূক্তেন গবাং রোগোপশমন-পুষ্টিপ্রজনন কর্মসু সলবণং কেবলং বা উদকং অভিমন্ত্র্য গাঃ পায়য়েৎ। সূত্রিতং হি।...ইত্যাদি ॥ (৪কা. ৫অ. ১সূ)॥

টীকা — পঞ্চম অনুবাকে পাঁচটি সূক্ত। তার মধ্যে 'আ গাবঃ' ইত্যাদি সূক্ত দশকের মৃগার-সংজ্ঞত্বের কারণে ('মৃগারৈর্মুঞ্চেত্যাপ্লাবয়তি' ইত্যাদি সূত্রবিহিতে) সকল ভৈষজ্য কর্মে এবং হোম, সম্পাত ও অবসেক ইত্যাদি কর্মে এর বিনিয়োগ হয়ে থাকে। এই 'আ গাবঃ' সূক্তের দ্বারা গো-ব্যাধি উপশম, পুষ্টি ও প্রজনন কর্মে লবণযুক্ত বা কেবল জল অভিমন্ত্রিত ক'রে গাভীকে পান করানো কর্তব্য।...ইত্যাদি ॥ (৪কা. ৫অ. ১সূ)॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : অমিত্রক্ষয়ণম্

[ঋষি : বশিষ্ঠ বা অথর্বা। দেবতা : ইন্দ্র, ক্ষত্রিয় রাজা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

ইমমিন্দ্র বর্ধয় ক্ষত্রিয়ং ম ইমং বিশামেকবৃষং কৃণু ত্বম্।
নিরমিত্রানক্ষুহ্যস্য সর্বাংস্তান্ রন্ধয়াস্মা অহমুত্তরেষু ॥ ১॥
এমং ভজ গ্রামে অশ্বেষু গোষু নিষ্টং ভজ যো অমিত্রো অস্য।
বর্ষ্ম ক্ষত্রাণামযমস্তু রাজেন্দ্র শত্রুং রন্ধয় সর্বমস্মৈ ॥ ২॥
অয়মস্তু ধনপতির্ধনানাময়ং বিশাং বিশ্পতিরস্তু রাজা।
অস্মিন্নিন্দ্র মহি বর্চাংসি ধেহ্যবর্চসং কৃণুহি শত্রুমস্য ॥ ৩॥
অস্মৈ দ্যাবাপৃথিবী ভূরি বামং দুহাথাং ঘর্মদুঘে ইব ধেনু।
অয়ং রাজা প্রিয় ইন্দ্রস্য ভূয়াৎ প্রিয়ো গবামোষধীনাং পশূনাম্ ॥ ৪॥
যুনজ্মিত উত্তরাবন্তমিন্দ্রং যেন জয়ন্তি ন পরাজয়ন্তে।
যস্ত্বা করদেকবৃষং জনানামুত রাজ্ঞামুত্তমং মানবানাম্ ॥ ৫॥
উত্তরস্ত্বমধরে তে সপত্না যে কে চ রাজন্ প্রতিশত্রবস্তে।
একবৃষ ইন্দ্রসখ জিগীবাং ছত্রূয়তামা ভরা ভোজনানি ॥ ৬॥
সিংহপ্রতীকো বিশো অদ্ধি সর্বা ব্যাঘ্রপ্রতীকোঽব বাধস্ব শত্রূন্।
একবৃষ ইন্দ্রসখা জিগীবাং ছত্রূয়তামা খিদা ভোজনানি ॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ — হে ইন্দ্রদেব! এই রাজাকে পুত্র, পৌত্র, রথ, সম্পতি ইত্যাদির দ্বারা যুক্ত করো; বীর পুরুষগণের মধ্যে এই রাজাকে কারও মুখামুখি করো না। এঁর সকল শত্রুকে নির্বীর্য ক'রে দিয়ে এঁর বশীভূত ক'রে দাও। আমি আপন মন্ত্রবলে এঁকে শ্রেষ্ঠ লোকপাল রূপে প্রতিষ্ঠিত করছি ॥ ১॥ হে ইন্দ্রদেব! এই রাজাকে জনগণের সাথে গভীর সম্পর্কে যুক্ত করো। এই রাজার শত্রুকে গাভী, অশ্ব এবং মনুষ্যের সাথে সম্পর্কশূন্য করো। এই রাজা সকল ক্ষত্রিয়ের মুকুট স্বরূপ হোন। সকল রাজ্য (রাষ্ট্র) ও শত্রুবর্গকে এঁর বশীভূত ক'রে দাও ॥ ২॥ এই রাজা সুবর্ণ ইত্যাদি ধনসমূহের এবং প্রজাগণের অধিপতি হোন। হে ইন্দ্রদেব! শত্রুবর্গকে পরাভব-করণশালী তেজকে এই রাজার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করো ॥ ৩॥ হে দ্যাবাপৃথিবী (অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবী)! আমাদের রাজাকে প্রভূত ঐশ্বর্য প্রদান করো, যেমন প্রবর্গ্যের জন্য দু'টি ধেনু দোহনকারীকে প্রচুর ধন দান করে। ধন-সমৃদ্ধির পর এই রাজা বহু যজ্ঞকর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা ইন্দ্রের স্নেহপাত্র হোন। ইন্দ্রের স্নেহপাত্র হওয়ায় বৃষ্টির ফলে এই রাজা ঔষধিসমূহ ও পশুগণেরও প্রিয় হয়ে উঠুন ॥ ৪॥ হে রাজন্! পরম শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রকে তোমার মিত্র ক'রে দিচ্ছি। ইন্দ্রের প্রেরণায় তোমার মিত্রবর্গ শত্রুসেনার উপর বিজয় লাভ করুক। যে ইন্দ্রদেব তোমাকে বীরবর্গ ও রাজন্যবৃন্দের মধ্যে মুখ্যস্থানে অধিষ্ঠিত করেছেন এবং যিনি মনুবংশীয় পুরুরবা ইত্যাদি রাজগণকে অত্যন্ত বীর ও গুণযুক্ত করেছেন, আমি সেই ইন্দ্রদেবকে তোমার মিত্র ক'রে দিচ্ছি ॥ ৫॥ হে রাজন্! তোমার শত্রু তোমার দ্বারা অবদমিত হয়ে থাকুক, তুমি

সকলের শ্রেষ্ঠ হও। ইন্দ্রের মিত্র হয়ে তুমি বৃষভের ন্যায় পরাক্রমী হও এবং শত্রুগণের নিকট হ'তে ভোগ-সাধন ঐশ্বর্যকে অপহরণ করো (ছিনিয়ে নাও) ॥ ৬॥ হে রাজন্! তুমি আপন আজ্ঞাক্রমে আপন প্রজাদের উপর শাসন করো। তুমি ব্যাঘ্রের সমান পরাক্রমী; এই নিমিত্ত ব্যাঘ্রের মতোই আক্রমণ পূর্বক শত্রুবর্গকে সন্তাপময় ক'রে তোলো। ইন্দ্রের মিত্রতার সৌজন্যে বৃষভের ন্যায় অত্যন্ত পরাক্রমী হয়ে শত্রুবর্গের ঐশ্বর্যরাশি বিনষ্ট করো ॥ ৭॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'ইমং ইন্দ্র' ইতি সূক্তেন সংগ্রামজয়ার্থং আজ্যহোমং সক্তুহোমং ধনুরিধ্মাধানং ইষুসমিদাধানং রাজ্ঞে অভিমন্ত্রিতধনুঃ প্রদানং চ কুর্যাৎ। সূত্রিতং হি।...ইত্যাদি ॥ (৪কা. ৫অ. ২সূ)॥

টীকা — এই সূক্তের দ্বারা সংগ্রামজয়ার্থে আজ্যহোম, সক্তুহোম ধনুঃ-ইধ্মাধান, ইষু-সমিদাধান এবং ধনুঃ অভিমন্ত্রিত করে রাজাকে প্রদান কর্তব্য।....ইত্যাদি ॥ (৪কা. ৫অ. ২সূ) ॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : পাপমোচনম্

[ঋষি : মৃগার। দেবতা : অগ্নি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্, পংক্তি]

অগ্নের্মন্বে প্রথমস্য প্রচেতসঃ পাঞ্চজন্যস্য বহুধা যমিন্ধতে।
বিশোবিশঃ প্রবিশিবাংসমীমহে স নো মুঞ্চত্বংহসঃ ॥ ১॥
যথা হব্যং বহসি জাতবেদো যথা যজ্ঞং কল্পয়সি প্রজানন্।
এবা দেবেভ্যঃ সুমতিং ন আ বহ স নো মুঞ্চত্বংহসঃ ॥ ২॥
যামন্যামন্নুপযুক্তং বহিষ্ঠং কর্মন্কর্মন্নাভগম্।
অগ্নিমীডে রক্ষোহণং যজ্ঞবৃধং ঘৃতাহুতং স নো মুঞ্চত্বংহসঃ ॥ ৩॥
সুজাতং জাতবেদসমগ্নিং বৈশ্বানরং বিভূম্।
হব্যবাহং হবামহে স নো মুঞ্চত্বংহসঃ ॥ ৪॥
যেন ঋষয়ো বলমদ্যোতয়ন্ যুজা যেনাসুরাণামযুবন্ত মায়াঃ।
যেনাগ্নিনা পণীনিন্দ্রো জিগায় স নো মুঞ্চত্বংহসঃ ॥ ৫॥
যেন দেবা অমৃতমন্ববিন্দন্ যেনৌষধীর্মধুমতীরকৃণ্বন্।
যেন দেবাঃ স্বরাভরন্ত্স নো মুঞ্চত্বংহসঃ ॥ ৬॥
যস্যেদং প্রদশি যৎ বিরোচতে যজ্জাতং জনিতব্যং চ কেবলম্।
স্তৌম্যগ্নিং নাথিতো জোহবীমি স নো মুঞ্চত্বংহসঃ ॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ — যে পাঞ্চযজ্ঞ অগ্নিদেবকে দেবযাগ, পিতৃযাগ, ভূতযাগ, মনুষ্যযাগ ও ব্রহ্মযাগের দ্বারা আরাধনা করা হয়, যাঁর মধ্যে নিষাদ সহ পঞ্চ বর্ণের মনুষ্য বর্তমান (অর্থাৎ যিনি বহুরূপে সন্দীপ্যমান হয়ে থাকেন), সেই পঞ্চ বর্ণে বা পঞ্চযজ্ঞে যিনি বিরাজমান এবং গন্ধর্ব-অপ্সরা-দেবতা-

রাক্ষস ও অসুরের দ্বারা অনুষ্ঠিত যজ্ঞে যাঁকে আরাধনা করা হয়ে থাকে, সেই অগ্নির মাহাত্ম্যকে আমি পরিজ্ঞাত আছি। আমরা যে অগ্নিকে প্রদীপ্ত ক'রে থাকি; যিনি সকল প্রাণীর মধ্যে জঠরাগ্নি রূপে বিরাজমান আছেন, সেই অগ্নিদেব সকল পাপ হ'তে আমাদের রক্ষা করুন ॥ ১॥ হে অগ্নি! তুমি জাতবেদা অর্থাৎ উৎপন্ন প্রাণীমাত্ররেই জ্ঞাতা। তুমি পূজনীয় দেবতার সমীপে যেভাবে হবিঃ বহন ক'রে নিয়ে যাও, এবং যজ্ঞের ভেদকে পরিজ্ঞাত হয়ে যেভাবে সেগুলির রচনা ক'রে থাকো, সেইভাবেই আমাদের শোভন বুদ্ধি প্রাপ্ত করিয়ে পাপসমূহ হ'তে রক্ষা করো ॥ ২॥ যজ্ঞের আধার, হবির বাহক অগ্নিকে আমি স্তুতি করছি। তিনি রাক্ষসগণের নাশক এবং যজ্ঞের সমৃদ্ধি-করণশীল। সেই অগ্নিকে ঘৃতাহুতির দ্বারা প্রদীপ্ত করছি; তিনি পাপ হ'তে আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৩॥ মন্ত্রের দ্বারা শোভন জন্মশালী উৎপন্ন মাত্রেরই জ্ঞাতা (জাতবেদা), সকল প্রাণী যাঁকে জানে, এমন মনুষ্যহিতৈষী ও হবি-বাহক অগ্নিকে আমরা আহ্বান করছি; তিনি আমাদের পাপসমূহ হ'তে রক্ষা করুন ॥ ৪॥ অঙ্গিরা-ঋষিগণ যে অগ্নির সাথে মিত্রতা স্থাপন পূর্বক আত্মশক্তিকে জাগ্রত করেছিলেন, যাঁর দ্বারা দেবতাগণ আসুরী মায়াকে পৃথক্ করেছিলেন এবং পাণি নামক অসুরদের পরাজিত করেছিলেন, সেই অগ্নিদেব আমাদের পাপসমূহ হ'তে মুক্ত করুন ॥ ৫॥ ইন্দ্র ইত্যাদি দেবগণ যে অগ্নির সহায়তাতেই অমৃত লাভ করেছিলেন এবং যাঁর দ্বারা বৃক্ষ ইত্যাদি ঔষধিসমূহকে মধুর রসে সমৃদ্ধ করেছিলেন, যে অগ্নির দ্বারা যজমান বা স্তোতৃবর্গ স্বর্গলাভ ক'রে থাকেন, সেই অগ্নিদেব আমাদের পাপ হ'তে বিযুক্ত করুন ॥ ৬॥ এই সংসার যাঁর শাসনাধীন, যাঁর তেজের দ্বারা এই গ্রহ নক্ষত্র ইত্যাদি প্রকাশিত হচ্ছে, পৃথিবীতে উৎপন্ন প্রাণীমাত্রই যে অগ্নির বশবর্তী হয়ে থাকে, আমি সেই অগ্নিদেবের উদ্দেশে স্তুতি পূর্বক বারংবার তাঁকে প্রভুরূপে প্রাপ্তির নিমিত্ত আহ্বান করছি। সেই অগ্নিদেব আমাদের পাপসমূহ হ'তে মুক্ত করুন ॥ ৭॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'অগ্নের্মন্বে' ইতি সূক্তসপ্তকস্য বৃহদ্গানে পাঠাৎ শান্ত্যুদকাদৌ বিনিয়োগঃ।...ইত্যাদি ॥ (৪কা. ৫অ. ৩সূ)॥

টীকা — 'অগ্নের্মন্বে' এই সূক্তসপ্তকের বৃহদ্গাণে পঠিত শান্ত্যুদক কর্মে বিনিয়োগ হয়ে থাকে...ইত্যাদি ॥ (৪কা. ৫অ. ৩সূ) ॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : পাপমোচনম্

[ঋষি : মৃগার। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : শক্করী, ত্রিষ্টুপ্]

ইন্দ্রস্য মন্মহে শশ্বদিদস্য মন্মহে বৃত্রঘ্ন স্তোমা উপ মেম আগুঃ।
যো দাশুষঃ সুকৃতো হবমেতি স নো মুঞ্চত্বংহসঃ ॥ ১॥
য উগ্রীণামুগ্রবাহুর্যয়ুর্যো দানবানাং বলমারুরোজ।
যেন জিতাঃ সিন্ধবো যেন গাবঃ স নো মুঞ্চত্বংহসঃ ॥ ২॥
যশ্চর্ষণিপ্রো বৃষভঃ স্বর্বিৎ যস্মৈ গ্রাবাণঃ প্রবদন্তি নৃম্ণম্।
যস্যাধ্বরঃ সপ্তহোতা মদিষ্ঠঃ স নো মুঞ্চত্বংহসঃ ॥ ৩॥

যস্য বশাস ঋষভাস উক্ষণো যস্মৈ মীয়ন্তে স্বরবঃ স্বর্বিদে।
যস্মৈ শুক্রঃ পবতে ব্রহ্মশুম্ভিতঃ স নো মুঞ্চত্বংহসঃ ॥ ৪॥
যস্য জুষ্টিং সোমিনঃ কাময়ন্তে যং হবন্ত ইষুমন্তং গবিষ্টৌ।
যস্মিন্নর্কঃ শিশ্রিয়ে যস্মিন্নোজঃ স নো মুঞ্চত্বংহসঃ ॥ ৫॥
যঃ প্রথমঃ কর্মকৃত্যায় জজ্ঞে যস্য বীর্যং প্রথমস্যানুবুদ্ধম্।
যেনোদ্যতো বজ্রোঽভ্যায়তাহিং স নো মুঞ্চত্বংহসঃ ॥ ৬॥
যঃ সংগ্রামান্ নয়তি সং যুধে বশী যঃ পুষ্টানি সংসৃজতি দ্বয়ানি।
স্তৌমীন্দ্রং নাথিতো জোহবীমি স নো মুঞ্চত্বংহসঃ ॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ — আমরা ইন্দ্রের ঐশ্বর্যযুক্ত মহত্বকে জ্ঞাত আছি। বৃত্রনাশক ইন্দ্রের সমক্ষে উচ্চরিতব্য স্তোত্রসমূহ আমার নিকট আছে। যে ইন্দ্র উত্তম মর্মশালী যজমানের আহ্বানকে অনাদর করেন না, তিনি আমাদের পাপসমূহ হ'তে মুক্ত করুন ॥ ১॥ সেই ইন্দ্রদেব শত্রুসেনাগণের মধ্যে বিরোধ সাধন ক'রে থাকেন, যিনি মেঘগুলিকে বিদীর্ণ ক'রে জলকে উদ্ধার করেছিলেন এবং দানবদলের শক্তিকে বিনষ্ট ক'রে দিয়েছিলেন, যিনি বৃত্রকে বধ ক'রে নদীসমূহ ও সমুদ্রগুলি হ'তে পণি নাম অসুরদের দ্বারা অপহৃত গো-সমূহকে উদ্ধার (বা জয়) করেছিলেন, সেই ইন্দ্রদেব আমাদের পাপসমূহ হ'তে বিযুক্ত করুন ॥ ২॥ যে ইন্দ্রদেব ফল প্রদানের দ্বারা মনুষ্যগণের অভিলাষ পূর্ণ করেন, যিনি স্বর্গপ্রাপ্তি করাতে সমর্থ, যাঁর ইচ্ছানুসারে সোমকে সিদ্ধকৃত (অভিযুত) করা হয়, যাঁর উদ্দেশে অনুষ্ঠিত সোমযাগ হোতা-মৈত্রাবরুণ- ব্রাহ্মণাচ্ছংসী-পোতা-নেষ্টা-আগ্নীধ্র এই সপ্তসংখ্যক হোতার (বষট্‌কর্তার) দ্বারা হর্ষকারী হয়ে ওঠে, সেই ইন্দ্রদেব আমাদের পাপ হ'তে মুক্ত করুন ॥৩॥ যে ইন্দ্রের নিমিত্ত গর্তের মধ্যে যূপসমূহ স্থাপন করা হয়, যাঁর যজ্ঞের নিমিত্ত সেচন-সমর্থ বৃষভ ও বন্ধ্যা গাভী প্রদত্ত হয়ে থাকে, যাঁর নিমিত্ত সোমরস দশা-পবিত্র (ছাঁকনি) হ'তে বিন্দু বিন্দু ধারায় নিঃসৃত হয়, তিনি আমাদের পাপ হ'তে মুক্ত করুন ॥ ৪॥ সোমযুক্ত যজমান যে ইন্দ্রের কৃপালাভের কামনা ক'রে থাকেন, পণিগণ কর্তৃক অপহরণের পর গাভীগণকে উদ্ধারের নিমিত্ত যাঁকে আহ্বান করা হয়, যাঁর মধ্যে অসাধারণ বল দৃষ্ট হয়, সেই ইন্দ্র আমাদের পাপ হ'তে মুক্ত করুন ॥ ৫॥ যে ইন্দ্র যজ্ঞ-কর্মের নিমিত্ত গমন ক'রে থাকেন, যাঁর বৃত্র-হনন ইত্যাদি কর্মসকল প্রশংসাত্মক হয়ে আছে, যাঁর বজ্র বৃত্রাসুরকে হত্যা করেছিল, সেই ইন্দ্র আমাদের পাপ হ'তে রক্ষা করুন ॥৬॥ যে ইন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্রে সম্যক্ উপস্থিত হয়ে থাকেন, যে ইন্দ্র জোড়ায় জোড়ায় (অর্থাৎ মিথুনে মিথুনে) সংসৃষ্ট (অর্থাৎ মিলন) সংঘটিত করিয়ে দেন। স্তোতারূপী আমি সেই হেন ইন্দ্রকে বারংবার আহূত করছি, তিনি পাপ হ'তে আমার রক্ষা সাধিত করুন ॥ ৭॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'অগ্নয়োহোমুচেষ্টাকপালঃ' (তৈ. সং. ৭।৫।২১।১) ইত্যাদিনা দশহবিষ্কা মৃগারেষ্টিরাধর্ববে বিহিতা। তত্র....অগ্নেরংহোমুচ স্তাবকং 'অগ্নের্মন্বে' (পূর্বসূক্তম্) ইতি ব্যাখ্যাতং। ইন্দ্রস্যাংহোমুচ স্তাবকং 'ইন্দ্রস্য মন্মহে' ইতি সূক্তং। তস্য পূর্বসূক্তেন সহ উক্তো বিনিয়োগঃ ॥ (৪কা. ৫অ. ৪সূ)॥

টীকা — এই সূক্তটি পূর্ব সূক্তের সাথে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে।...ইতাদি ॥ (৪কা. ৫অ. ৪সূ) ॥

পঞ্চম সূক্ত : পাপমোচনম্

[ঋষি : মৃগার। দেবতা : বায়ু ও সবিতা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, বৃহতী]

বায়োঃ সবিতুর্বিদথানি মন্মহে যাবাত্মন্বৎ বিশথো যৌ চ রক্ষথঃ।
যৌ বিশ্বস্য পরিভূ বভূবথুস্তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ১॥
যয়োঃ সংখ্যাতা বরিমা পার্থিবানি যাভ্যাং রজো যুপিতমন্তরিক্ষে।
যয়োঃ প্রায়ং নান্বানশে কশ্চন তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ২॥
তব ব্রতে নি বিশন্তে জনাসস্ত্বয্যুদিতে প্রেরতে চিত্রভানো।
যুবং বায়ো সবিতা চ ভুবনানি রক্ষথস্তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ৩॥
অপেতো বায়ো সবিতা চ দুষ্কৃতমপ রক্ষাংসি শিমিদাং চ সেধতম্।
সং হ্যূর্জয়া সৃজথঃ সং বলেন তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ৪॥
রয়িং মে পোষঃ সবিতোত বায়ুস্তনূ দক্ষমা সুবতাং সুশেবম্।
অযক্ষ্মতাতিং মহ ইহ ধত্তং তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ৫॥
প্র সুমতিং সবিতর্বায় ঊতয়ে মহস্বন্তং মৎসরং মাদয়াথঃ।
অর্বাগ্ বামস্য প্রবতো নি যচ্ছতং তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ৬॥
উপ শ্রেষ্ঠা ন আশিষো দেবয়োর্ধামন্নস্থিরন্।
স্তৌমি দেবং সবিতারং চ বায়ুং তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ — আমরা বায়ু দেবতা ও সূর্য বা সবিতা দেবতার কর্মসমূহকে জ্ঞাত আছি। হে বায়ু! হে সূর্য! তোমরা সমস্ত প্রাণীবর্গের মধ্যে ব্যাপ্ত থেকে সংসারকে রক্ষা-করণে ও তাকে ধারণ-করণে নিয়োজিত আছো। তোমরা সকল মন্দ কর্মের মূলীভূত পাপ হ'তে আমাদের রক্ষা করো ॥ ১॥ বায়ু ও সবিতা দেবতার শ্রেষ্ঠ কর্মসকল পৃথিবীতে উত্তম রকমে প্রসিদ্ধ আছে। তাঁদের দ্বারা আকাশে জল ধৃত হয়ে থাকে; অন্য কোন দেবতা তাঁদের শ্রেষ্ঠ চালচলনের উর্ধ্বে উঠতে পারে না। সেই বায়ু ও সূর্য আমাদের পাপ হ'তে রক্ষা করুন ॥ ২॥ হে সূর্য! তোমার সেবা-করণের নিমিত্ত মনুষ্যগণ নিয়মবদ্ধ হয়ে থাকে। তোমার উদয় হওয়ার পরে সকলে আপন আপন কর্মে নিয়োজিত হয়ে থাকে। হে বায়ু ও সূর্য! তোমরা উভয়েই সকল প্রাণীর রক্ষক, অতএব পাপ হ'তে আমাদের রক্ষা করো ॥ ৩॥ হে বায়ু! তুমি ও সূর্য, রাক্ষসবর্গ ও তেজোময়ী কৃত্যা হ'তে আমাদের দূরে রক্ষা করো। অন্ন-রস হ'তে উৎপন্ন পুষ্টি আমাদের প্রাপ্ত হোক। তোমরা পাপ হ'তে আমাদের পৃথক ক'রে দাও ॥ ৪॥ সবিতা দেব আমাদের ঐশ্বর্য প্রদান করুন, শরীরে বল প্রদান করুন, সুখের দ্বারা আমাদের পূর্ণ করুন। হে বায়ু ও সূর্য! এই যজমানকে অত্যন্ত তেজ ও আরোগ্যতার সাথে যুক্ত (বা পরিপূর্ণ) করে দাও ॥ ৫॥ হে সবিতা! হে বায়ু! এই হর্ষপ্রদ (বা মদকর) সোমের দ্বারা তৃপ্ত হয়ে আমাদের রক্ষার নিমিত্ত সুবুদ্ধি প্রদান করো এবং মহান্ ঐশ্বর্য প্রদান পূর্বক পাপ হ'তে আমাদের রক্ষা করো ॥ ৬॥ বায়ু ও সূর্যের সমক্ষে আমাদের উত্তম ফলশালিনী স্তুতিসমূহ উপস্থিত হোক। সেই দান

ইত্যাদি গুণসম্পন্ন দুই দেবতা আমার অনর্থ-জনিত মূলীভূত পাপ হ'তে আমাকে রক্ষা করুন। আমি তাঁদের উদ্দেশে স্তুতি করছি ॥ ৭॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'বায়োঃ সবিতু' ইত্যস্য সূক্তস্য 'অগ্নের্মন্বে' ইত্যনেন সূক্তেন সহ উক্তো বিনিয়োগঃ। ....ইত্যাদি ॥ (৪কা. ৫অ. ৫সূ)॥

টীকা — এই সূক্তটির বিনিয়োগ পূর্ববর্তী অগ্নের্মন্বে' ইত্যাদি সূক্তের সাথে উক্ত হয়।....ইত্যাদি ॥ (৪কা. ৫অ. ৫সূ) ॥ ৪॥

◆ ◆

ষষ্ঠ অনুবাক

প্রথম সূক্ত : পাপমোচনম্

[ঋষি : মৃগার। দেবতা : দ্যাবাপৃথিবী। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

মন্বে বাং দ্যাবাপৃথিবী সুভোজসৌ সচেতসৌ যে অপ্রথেথামমিতা যোজনানি।
প্রতিষ্ঠে হ্যভবতং বসূনাং তে নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ১॥
প্রতিষ্ঠে হ্যভবতং বসূনাং প্রবৃদ্ধে দেবী সুভগে উরূচী।
দ্যাবাপৃথিবী ভবতং মে স্যোনে তে নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ২॥
অসন্তাপে সুতপসৌ হুবেহহমুর্বী গম্ভীরে কবিভির্নমস্যে।
দ্যাবাপৃথিবী ভবতং মে স্যোনে তে নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ৩॥
যে অমৃতং বিভৃথো যে হবীংষি যে স্রোত্যা বিভৃথো যে মনুষ্যান্।
দ্যাবাপৃথিবী ভবতং মে স্যোনে তে নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ৪॥
যে উস্রিয়া বিভৃথো যে বনস্পতীন্ যয়োর্বাং বিশ্ব ভুবনান্যন্তঃ।
দ্যাবাপৃথিবী ভবতং মে স্যোনে তে নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ৫॥
যে কীলালেন তর্পয়থো যে ঘৃতেন যাভ্যামৃতে ন কিং চন শক্নুবন্তি।
দ্যাবাপৃথিবী ভবতং মে স্যোনে তে নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ৬॥
যন্মেদমভিশোচতি যেনযেন বা কৃতং পৌরুষেয়ান্ন দৈবাৎ।
স্তৌমি দ্যাবাপৃথিবী নাথিতো জোহবীমি তে নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ — হে সুন্দর ভোগ-সম্পন্ন, সমান চিত্তশালী আকাশ-পৃথিবী (অর্থাৎ দ্যাবাপৃথিবী)! আমি তোমাদের মহিমাকে পরিজ্ঞাত হয়ে স্তুতি করছি। তোমরা দু'জনে অপরিমিত মার্গশালী, এমন বিস্তৃত হয়ে আছো। তোমরা দেব ও মনুষ্য উভয়ের ঐশ্বর্যের নিমিত্ত-রূপী। তোমরা সকল পাপ হ'তে আমাদের রক্ষা করো ॥ ১॥ হে দ্যাবাপৃথিবী। তোমরা ধনসমূহকে প্রতিষ্ঠিত করণশালী, সকল প্রাণীর অধিষ্ঠান রূপ, দান ইত্যাদি গুণসমূহের দারা সম্পন্ন এবং সকল প্রকার মঙ্গলের সাথে যুক্ত।

তোমরা আমার সুখের নিমিত্ত স্বরূপ হও এবং সকল পাপ হ'তে আমাদের মুক্ত করো ॥ ২॥ সকল প্রাণীর দুঃখ দূরীকরণশালী, গম্ভীর, বিস্তৃত, ঋষিবৃন্দের নমস্কার যোগ্য—এমনই দ্যাবাপৃথিবীকে আহ্বান করছি; তাঁরা আমাকে সুখ প্রদানশালী হোন এবং সকল পাপ হ'তে আমাদের রক্ষা করুন ॥ ৩॥ হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমরা সকল প্রাণীর মধ্যে অমৃতত্বকে স্থাপনা ক'রে থাকো। চরু পুরোডাশ ইত্যাদি হবিসমূহকে ধারণ ক'রে থাকো। তোমরা নদীসমূহকে ধারণশালী হয়ে থাকো। তোমরা আমার সুখের নিমিত্তভাগী হও এবং আমাদের পাপ হ'তে রক্ষা করো ॥ ৪॥ হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমরা গো-গণকে পুষ্ট ক'রে থাকো, বনস্পতিসমূহকে পোষণ ক'রে থাকো। তোমাদের মধ্যে যে প্রাণী নিবাস করে, তারা তোমাদের দু'জনের সাথে আমাদের নিমিত্ত সুখের হেতু ভূত হোক এবং আমাকে পাপ হ'তে মুক্ত করুক ॥ ৫॥ হে আকাশ-পৃথিবী! তোমরা জগৎসংসারকে অন্নের দ্বারা পোষণ করছো এবং প্রাণীগণকে জলের দ্বারা তৃপ্ত করছো। তোমাদের ব্যাতিরেকে মনুষ্য কোনো কর্ম করতে সক্ষম হয় না। তোমরা দু'জনে সুখের কারণস্বরূপ হও এবং আমাকে পাপ হ'তে মুক্ত করো ॥ ৬॥ যে মনুষ্যকৃত বা দৈবকৃত পাপের ফল আমাকে দগ্ধ ক'রে চলেছে, এবং যে যে কারণে আমি অন্য পাপ করেছি, সেই সমুদায় পাপকে তাদের ফলের সাথে পৃথক্ করার নিমিত্ত আমি দ্যাবাপৃথিবীর অভিমানী দেবতাদ্বয়ের উদ্দেশে স্তুতি পূর্বক আহুতি প্রদান করছি। তাঁরা আমাদের সকল পাপ হ'তে মুক্ত ক'রে দিন ॥ ৭॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — ষষ্ঠেনুবাকে পঞ্চ সূক্তনি। তত্র 'মন্বে বাম্' ইতি আদ্যস্য সূক্তস্য পূর্ববৎ বিনিয়োগঃ। তথা সোমযাগে 'মন্বে বাম্' ইতি ঔদুম্বর্যা আজ্যহোমস্য অনুমনন্ত্রণং কুর্যাৎ। উক্তং বৈতানে। ...ইত্যাদি॥ (৪কা. ৬অ. ১সূ)॥

টীকা — ষষ্ঠ অনুবাকের পাঁচটি সূক্তের মধ্যে এই প্রথম সূক্তটির বিনিয়োগ পূর্ববর্তী সূক্তের মতো। তথা সোমযাগে উদুম্বরীর দ্বারা আজ্যহোমে এই সূক্তের দ্বারা অনুমন্ত্রণ করণীয়।....ইত্যাদি ॥ (৪কা. ৬অ. ১সূ) ॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : পাপমোচনম্

[ঋষি : মৃগার। দেবতা : মরুত। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

মরুতাং মন্বে অধি মে ব্রুবন্তু প্রেমং বাজং বাজসাতে অবন্তু।
আশূনিব সুয়মানহ্ব উতয়ে তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ১॥
উৎসমক্ষিতং ব্যচন্তি যে সদা য আসিঞ্চন্তি রসমোষধীষু।
পুরো দধে মরুতঃ পৃশ্নিমাতৃংস্তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ২॥
পয়ো ধেনূনাং রসমোষধীনাং জবমর্বতাং কবয়ো য ইন্বথ।
শগ্মা ভভন্তু মরুতো নঃ স্যোনাস্তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ৩॥
অপঃ সমুদ্রাদ্ দিবমুদ্ বহন্তি দিবস্পৃথিবীমভি যে সৃজন্তি।
যে অদ্ভিরীশানা মরুতশ্চরন্তি তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ৪॥

যে কীলালেন তর্পয়ন্তি যে ঘৃতেন যে বা বয়ো মেদসা সংসৃজন্তি।
যে অদ্ভিরীশানা মরুতো বর্ষয়ন্তি তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ৫॥
যদীদিদং মরুতো মারুতেন যদি দেবা দৈব্যেনেদৃগার।
যূয়মীশিধ্বে বসবস্তস্য নিস্কৃতেস্তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ৬॥
তিগ্মমনীকং বিদিতং সহস্বন্মারুতং শর্ধঃ পৃতনাসূগ্রম্।
স্তৌমি মরুতো নাথিতো জোহবীমি তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ — আমি মরুৎগণের মহিমাকে জ্ঞাত আছি। তাঁরা আমাকে আপন ব'লে স্বীকার ক'রে নিন এবং আমাদের নিমিত্ত অন্নকে রক্ষা করুন। তাঁরা রণক্ষেত্রে আমাদের কুশলে রাখুন। আমি রক্ষার নিমিত্ত তাঁদের আহ্বান জ্ঞাপন করছি; তাঁরা আমাকে পাপ হ'তে রক্ষা করুন ॥ ১॥ যে মরুৎ-বর্গ মেঘকে অন্তরিক্ষে বিস্তৃত ক'রে থাকেন এবং অন্ন, বৃক্ষ, ঔষধিতে বৃষ্টির জল (বা রস) সিঞ্চন ক'রে থাকেন, আমরা সেই মরুৎসমূহকে আরাধিত করছি। তাঁরা আমাকে পাপ হ'তে রক্ষা করুন ॥ ২॥ হে মরুৎ-বর্গ! তোমরা গাভীর দুগ্ধকে সর্ব শরীরে ব্যাপ্ত ক'রে থাকো, ঔষধির রসকেও দেহের মধ্যে গতিশীল ক'রে থাকো। এই রকমে তোমরা আমাকে সুখ প্রদান করো এবং পাপ হ'তে মুক্ত করো ॥ ৩॥ যে মরুৎসঙ্ঘ অন্তরিক্ষে মেঘসমূহকে প্রেরণ করতে এবং সমুদ্রে জলরাশিকে সমুপস্থিত করতে থাকেন, সেই জলের অধিপতি (বা নিয়ামক) মরুৎ-বর্গ আমাদের পাপসমূহ হ'তে মুক্ত করুন ॥ ৪॥ যে মরুৎ-বর্গ পক্ষিগণকে মেদের দ্বারা রচিত ক'রে থাকেন (অথবা বয়স্থ জনের মধ্যে মেদ-বর্ধন সংঘটিত ক'রে থাকেন), এবং মনুষ্যগণকে অন্নের দ্বারা তৃপ্ত ক'রে থাকেন; যে মরুৎ-গণ মেঘ-স্থিত জলের অধিস্বামী হওয়ায় সর্বত্র বর্ষণ ক'রে থাকেন; তাঁরা আমাদের সকল পাপ হ'তে রক্ষা করুন ॥ ৫॥ এই অনুভব-প্রাপ্ত পাপ মরুৎ-সম্পর্কিত অপরাধ হ'তে সংঘটিত হয়ে থাকে, সেই দুঃখ দূরীকরণের নিমিত্ত মরুৎ-বর্গই সামর্থ্যবান্। হে মরুৎ-সমুদায়! তোমরা আমাদের পাপসমূহ হ'তে মুক্ত করো ॥ ৬॥ সপ্ত গণের রূপধারী সেনার সমান, অত্যন্ত বিকরাল, প্রসিদ্ধ মরুতাত্মক বল রণক্ষেত্রে দুঃসহ হয়ে থাকে। আমি এই হেন মরুৎ-গণের উদ্দেশে স্তুতিবাক্য উচ্চারণ পূর্বক তাঁদের আহ্বান করছি। তাঁরা আমাদের সকল পাপ হ'তে মুক্ত করুন ॥ ৭॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'মরুতাং মন্বে' ইতি সূক্তস্য পূর্ববৎ গণপ্রযুক্তো বিনিয়োগঃ।...ইত্যাদি॥ (৪কা. ৬অ. ২সূ)॥

টীকা — এই সূক্তের বিনিয়োগ পূর্বের ন্যায়।...ইত্যাদি ॥ (৪কা. ৬অ. ২সূ) ॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : পাপমোচনম্

[ঋষি : মৃগার। দেবতা : ভব ও শর্ব। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ভবাশর্বৌ মন্বে বাং তস্য বিত্তং যয়োর্বামিদং প্রদিশি যদ্ বিরোচতে।
যাবস্যেশাথে দ্বিপদো যৌ চতুষ্পদস্তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ১॥

যয়োরভ্যধ্ব উত যদ্ দূরে চিদ্ যৌ বিদিতাবিষুভৃতামসিষ্ঠৌ।
যাবস্যেশাথে দ্বিপদো যৌ চতুষ্পদস্তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ২॥
সহস্রাক্ষৌ বৃত্রহণা হুবেহহং দূরেগব্যূতী স্তুবন্নেম্যুগ্রৌ।
যাবস্যেশাথে দ্বিপদো যৌ চতুষ্পদস্তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ৩॥
যাবারেভাথে বহু সাকমগ্রে প্র চেদস্রাষ্ট্রমভিভাং জনেষু।
যাবস্যেশাথে দ্বিপদো যৌ চতুষ্পদস্তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ৪॥
যয়োর্বধান্নাপপদ্যতে কশ্চনান্তর্দেবেষূত মানুষেষু।
যাবস্যেশাথে দ্বিপদো যৌ চতুষ্পদস্তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ৫॥
যঃ কৃত্যাকৃন্মূলকৃদ্ যাতুধানো নি তস্মিন্ ধত্তং বজ্রমুগ্রৌ।
যাবস্যেশাথে দ্বিপদো যৌ চতুষ্পদস্তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ৬॥
অধি নো ব্রূতং পৃতনাসূগ্রৌ সং বজ্রেণ সৃজতং যঃ কিমীদী।
স্তৌমি ভবাশর্বৌ নাথিতো জোহবীমি তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ — জগৎসংসারের উৎপত্তি-করণশালী হে ভবদেব! জগৎসংসারের সংহার-করণশালী হে শর্বদেবতা! আমি তোমাদের উভয়ের মহিমা জ্ঞাত আছি। তোমরা দ্বিপদাবিশিষ্ট মনুষ্য এবং চতুষ্পদশালী পশু ইত্যাদির সৃষ্টির ঈশ্বর। সম্পূর্ণ বিশ্বজগৎ তোমাদের আজ্ঞাধীনে চালিত। হে শিবের রূপদ্বয়! তোমরা আমাদের সকল অনর্থের মূলীভূত পাপ হ'তে মুক্ত করো ॥ ১॥ যে ভব ও শর্ব নামধারী দেবতাদ্বয়ের নিকটে বা দূরবর্তী দেশে যা কিছু বর্তমান, তার সবই যাঁদের অধিকারভুক্ত; যাঁরা ধনুতে বাণ সংযোজন ও নিক্ষেপণের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ; সেই দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণীসমূহের অধিস্বামীদ্বয় আমাদের পাপ হ'তে মুক্ত করুন ॥ ২॥ সহস্রাক্ষ, বৃত্র সংহারক, গোচারণ ভূমি হ'তে দূরে অবস্থানকারী, ভব ও শর্বদেবরূপী শিবকে আমি আহ্বান করছি ॥ ৩॥ হে ভব ও শর্ব! তোমরা দু'জনে সৃষ্টির প্রারম্ভে অনেক প্রাণীকে উৎপন্ন করেছিলে; সেই মনুষ্যগণের মধ্যে শত্রুভাব ও তাদের পাপের অনুসারে অভিদীপ্তিকে তোমরাই সৃষ্টি করেছিলে। তোমরা দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণীসমূহের অধিস্বামী। তোমরা আমাদের পাপ হ'তে মুক্ত করো ॥ ৪॥ যে ভব ও শর্বের হিংসাময় শস্ত্র (অর্থাৎ আয়ুধ) হ'তে কেউই রক্ষা পায় না, যিনি দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণীসমূহের অধিস্বামী, তিনি আমাদের সকল অনর্থের মূলীভূত পাপ হ'তে মুক্ত করুন ॥ ৫॥ সে শত্রু কৃত্যা কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা অনিষ্ট সাধন ক'রে থাকে এবং যে আমাদের বংশবৃদ্ধিশীল সন্তানগণকে বিনাশ ক'রে থাকে, সেই উভয় প্রকার শত্রুর উপর ভব ও শর্বদেব বজ্র প্রহার করুন। সেই দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণীসমূহের অধিস্বামী দেবদ্বয় আমাদের সকল পাপ হ'তে রক্ষা করুন ॥ ৬॥ হে ভব ও শর্ব! তোমরা আমাদের শত্রুগণকে শস্ত্রের সাথে আলিঙ্গন করাও (অর্থাৎ তাদের উপর অস্ত্রাঘাত করো); হিংসক রাক্ষসদের প্রতিও এমনই করো। আমাদের পক্ষে কথা বলো (অর্থাৎ আমরা যে তোমাদেরই কৃপানুকুল্যে আছি, তা ঘোষণা করো)। আমরা তোমাদের স্তুতি পূর্বক আহ্বান জ্ঞাপন করছি। তোমরা আমাকে পাপ হ'তে মুক্ত করো ॥ ৭॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'ভবাশর্বৌ মন্বে বাং' ইতি সূক্তস্য গণবিনিয়োগঃ উক্ত। তথা সর্বব্যাধিভৈষজ্যকর্মণি চ উদকপূর্ণান্ সপ্ত কাম্পীলপুটান্ প্রত্যৃচং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য ব্যাধিতং অবসিঞ্চেৎ।

তদ্ উক্তং কৌশিকেন। ... ইত্যাদি ॥ (৪কা. ৬অ. ৩সূ)॥

টীকা — এই সূক্তের গণবিনিয়োগ উক্ত হয়েছে। তথা সকল ব্যাধির ভৈষজ্যকর্মে জলপূর্ণ সপ্তসংখ্যক কাম্পীলপুট প্রতিটি ঋঙ্মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত ক'রে ব্যাধিগ্রস্তের অবসিঞ্চন কর্তব্য।...ইত্যাদি ॥ (৪কা. ৬অ. ৩সূ) ॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : পাপমোচনম্

[ঋষি : মৃগার। দেবতা : মিত্র ও বরুণ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

মন্বে বাং মিত্রাবরুণাবৃতাবৃধৌ সচেতসৌ দ্রুহ্বণো যৌ নুদেথে।
প্র সত্যাবানমবথো ভরেষু তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ১॥
সচেতসৌ দ্রুহ্বণো যৌ নুদেথে প্র সত্যাবানমবথো ভরেষু।
যৌ গচ্ছথো নৃচক্ষসৌ বভ্রুণা সুতং তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ২॥
যাবঙ্গিরসমবথো যাবগস্তিং মিত্রাবরুণা জমদগ্নিমত্রিম্।
যৌ কশ্যপমবথো যৌ বসিষ্ঠং তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ৩॥
যৌ শ্যাবাশ্বমবথো বধ্র্যশ্বং মিত্রাবরুণা পুরমীঢ়মত্রিম্।
যৌ বিমদমবথঃ সপ্তবধ্রিং তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ৪॥
যৌ ভরদ্বাজমবথো যৌ গবিষ্ঠিরং বিশ্বামিত্রং বরুণ মিত্র কুৎসম্।
যৌ কক্ষীবন্তমবথঃ প্রোত কন্বং তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ৫॥
যৌ মেধাতিথিমবথো যৌ ত্রিশোকং মিত্রাবরুণাবুশনাং কাব্যং যৌ।
যৌ গোতমমবথঃ প্রোত মুদ্গলং তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ৬॥
যয়ো রথঃ সত্যবর্ত্মর্জুরশ্মির্মিথুয়া চরন্তমভিয়াতি দূষয়ন্।
স্তৌমি মিত্রাবরুণৌ নাথিতো জোহবীমি তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ — হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা সত্য, জল ও যজ্ঞের বৃদ্ধি-সাধনকারী। আমি তোমাদের মহিমা-গান করছি। তোমরা শত্রুগণকে স্থানচ্যুত ক'রে থাকো এবং সত্যনিষ্ঠ জনদের রক্ষা ক'রে থাকো। তোমরা আমাদের অনিষ্টের মূলীভূত পাপ হ'তে মুক্ত করো ॥ ১॥ হে মিত্রাবরুণ! তোমরা সমান জ্ঞানী ও সমান প্রয়োজনশালী। তোমরা বৈরিগণকে স্থানচ্যুত ক'রে থাকো এবং সত্য-প্রতিজ্ঞ জনদের রক্ষা ক'রে থাকো। তোমরা রাত্রি ও দিনের অভিমানী দেবতা, অতএব প্রাণীবর্গের সকল কর্ম জ্ঞাত আছো। তোমরা অভিষুত সোমকে প্রাপ্ত-করণশালী হয়ে থাকো। তোমরা আমাদের সকল পাপ হ'তে মুক্ত করো ॥ ২॥ হে মিত্রাবরুণ! তোমরা অঙ্গিরা ঋষিকে রক্ষা করেছিলে। অগস্ত্য, জমদগ্নি, অত্রি, কশ্যপ ও বশিষ্ঠ নামক ঋষিদেরও রক্ষক হয়েছিলে। অতএব তোমরা সকল পাপ হ'তে আমাদেরও রক্ষা করো ॥ ৩॥ হে মিত্রাবরুণ! তোমরা শ্যাবাশ্ব, বধ্র্যশ্ব, পুরুমীঢ়, বিমদ, অত্রি ও সপ্ত ঋষির রক্ষক। তোমরা আমাদের সকল পাপ

হ'তে রক্ষা করো ॥ ৪ ॥ হে মিত্রাবরুণ! তোমরা ভরদ্বাজ, গবিষ্ঠির, বিশ্বামিত্র, কুৎস, কক্ষীবান্ ও কণ্ব নামক ঋষিবৃন্দকে রক্ষা করেছিলে। তোমরা আমাদের সকল পাপ হ'তে রক্ষা করো ॥ ৫ ॥ হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা মেধাতিথি, ত্রিলোক, উশনা, গৌতম ও মুদ্গল নামক ঋষিবৃন্দকে রক্ষা করেছিলে। অতএব তোমরা আমাকে আমার পাপ হ'তে রক্ষা করো ॥ ৬॥ মিথ্যাপথে ভ্রমণশীল পুরুষগণের বাধাস্বরূপ, মিত্রাবরুণের যে সত্যমার্গাবলম্বী রথ সম্মুখভাবে আগমন করছে, আমি সেই দেবদ্বয়কে স্তোত্রের দ্বারা আহ্বান করছি। তাঁরা আমাকে সকল পাপ হ'তে রক্ষা করুন ॥ ৭ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'মন্বে বাং মিত্রাবরুণৌ' ইতি সূক্তস্য উক্তো বিনিয়োগঃ। ...ইত্যাদি ॥ (৪কা. ৬অ. ৪সূ)॥

টীকা — এই সূক্তের বিনিয়োগ পূর্বসূক্তে উক্ত হয়েছে ॥ (৪কা. ৬অ. ৪সূ) ॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : পাপমোচনম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : সর্বরূপা সর্বাত্মিকা সর্বদেবময়ী বাক্। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥ ১ ॥
অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তঃ ॥ ২ ॥
অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবানামুত মানুষাণাম্।
যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্ ॥ ৩ ॥
ময়া সোঽন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপ ক্ষিয়ন্তি শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধেয়ং তে বদামি ॥ ৪ ॥
অহং রুদ্রায় ধনুরা তনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবাপৃথিবী আ বিবেশ ॥ ৫ ॥
অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণা হবিষ্মতে সুপ্রাব্যা যজমানায় সুন্বতে ॥ ৬ ॥
অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্ মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বি তিষ্ঠে ভুবনানি বিশ্বোতামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপ স্পৃশামি ॥ ৭ ॥
অহমেব বাত ইব প্র বাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈতাবতী মহিয়া সং বভুব ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ — আমি (ব্রহ্মবাদিনী বাক্‌দেবী) একাদশ রুদ্র ও অষ্ট বসুর রূপ ধারণ ক'রে বিচরণ করছি, আমি ধাতা ইত্যাদি দ্বাদশ আদিত্য ও বিশ্বদেবগণের রূপ ধারণ ক'রে বিচরণ করছি। আমি

ব্রহ্মবাদিনী পরমাত্মিকা। আমি মিত্রাবরুণকে ভরণ ক'রি, ইন্দ্রাগ্নি ও অশ্বিদ্বয়কে ধারণ ক'রে থাকি ॥ ১ ॥ আমি ব্রহ্মাত্মিকা স্বরূপশালিনীরূপে সমগ্র বিশ্বের অধীশ্বরী; এই নিমিত্ত আমি আরাধককে ঐশ্বর্যপ্রাপ্ত করিয়ে থাকি। আমি পরব্রহ্মের সাথে সাক্ষাৎ করেছি, এই নিমিত্ত যজ্ঞযোগ্য দেবতাগণের মধ্যে আমি মুখ্যা। এই হেন আমাকে, ফলদাতা দেবতাগণ বহু স্থানে আমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই ভাবেই, দেবগণ যা কিছু ক'রে থাকেন, সেই সবই আমার নিমিত্তই হয়ে থাকে ॥ ২ ॥ আমি স্বয়ং আত্মরূপা। আমি ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতা ও মনুষ্যগণকেও প্রিয় ব্রহ্মাত্মক বস্তুর উপদেশ প্রদান করছি। আমি যাকে যাকে রক্ষা করতে ইচ্ছা ক'রি, তাকে তাকে প্রবল (অর্থাৎ দুষ্প্রধর্ষ) ক'রে তুলি। আমি তাদের ঈশ্বর, স্রষ্টা ও ঋষিরূপে রচিত ক'রে শোভন বুদ্ধির দ্বারা সমৃদ্ধ ক'রে থাকি ॥ ৩ ॥ অন্ন-ভক্ষণকারী ভোক্তা আমার দ্বারাই ভক্ষণ ক'রে থাকে; যারা যা কিছু দর্শন করে, তা আমার দ্বারাই ক'রে থাকে; যারা যা কিছু শ্রবণ করে, তা আমার দ্বারাই শ্রবণ ক'রে থাকে; যারা শ্বাস গ্রহণ ইত্যাদি করে, তা আমার দ্বারাই সম্পাদিত ক'রে থাকে; (অর্থাৎ এই সকল কর্ম আমার দ্বারা কৃত হয়ে থাকে)। আমি এই প্রকার অন্তর্যামী রূপের দ্বারা ব্যাপ্ত আছি। যে আমাকে জানে না, সে উপক্ষীণ হয়ে যায়। হে মিত্র! এই ভক্তি করণের যোগ্য (অর্থাৎ পরতত্ত্বের স্বরূপ সম্পর্কিত) যা কিছু আমি বলছি, তা মন দিয়ে শ্রবণ করো ॥ ৪ ॥ ত্রিপুরাসুরকে জয় করার নিমিত্ত আমিই ধনুঃ উত্তোলন করেছি (অর্থাৎ আমিই ত্রিপুরারি রূপে আবির্ভূত হয়েছি) এবং (রক্ষাপ্রার্থী) স্তোতৃগণের নিমিত্ত যুদ্ধ করেছি। আমি দ্যুলোকে ও ভূলোকে অদৃশ্য রূপে ব্যাপ্ত হয়ে আছি ॥ ৫ ॥ শত্রুগণের যেস্থানে বিনাশ ঘটে থাকে, এমন সেই স্বর্গলোকে নিবাসকারী দেবতাগণের সাথে সম্বন্ধিত সোমকে আমি পোষণ ক'রি; ত্বষ্টা, পূষা ও ভগ দেবতাকেও আমিই পোষণ ক'রি এবং আমিই হবির্দাতা যজমানকেও যজ্ঞের ফলস্বরূপ ঐশ্বর্য প্রদান ক'রি ॥ ৬ ॥ এই পরিদৃশ্যমান লোকের শিরঃ-স্বরূপ সত্যলোকে নিবাস-করণশীল বিধাতাকে আমিই উৎপন্ন করেছি। এই সংসারের আমিই কারণরূপিণী; ব্রহ্মচৈতন্যের নিমিত্তস্বরূপও আমি। সমুদ্রের মধ্যস্থায়ী বড়বানল ও বিদ্যুৎ-রূপ তেজও আমারই। আমি সকল প্রাণীকে প্রকট ক'রে থাকি; স্বর্গে ও ব্রহ্মলোকে অধ্যস্ত বিকারসমূহকে মায়াত্মক দেহের দ্বারা আমি স্পর্শ ক'রে থাকি; আমি পৃথিবীর উপর পিতারূপ দ্যুলোককে প্রেরিত ক'রে থাকি এবং অন্তরিক্ষস্থ জলের বিকাররূপ দেবগণের মধ্যে যে ব্রহ্ম ব্যাপ্ত হয়ে আছেন তাঁর দ্বারা আমি সকলকে স্পর্শ ক'রে থাকি ॥ ৭ ॥ আমি অপর কারও সহায়তা ব্যতিরেকেই সকল প্রাণীকে উৎপন্ন ক'রে বায়ুর ন্যায়, স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত হয়ে থাকি। দ্যুলোক, ভূলোক ও সম্পূর্ণ বিকার-রহিত ব্রহ্মচৈতন্য-রূপশালিণী আমি নিজেরই মাহাত্ম্যে এমনই শক্তিশালিনী হয়ে গিয়েছি ॥ ৮ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'অহং রুদ্রেভিঃ' ইতি সূক্তেন জাতকর্মণি শঙ্খপুষ্পিকাগন্ধ-পুষ্পিকে পিষ্ট্বা অভিমন্ত্র হিরণ্যশকলেন প্রাশয়েৎ। তথা তত্রৈব কর্মণি অনেন সূক্তেন শঙ্খনাভিং পিপলীং চ পিষ্ট্বা অভিমন্ত্র্য হিরণশকলেন প্রাশয়েৎ। তথা মেধাজননার্থং প্রথমং বাগ্ব্যবহারং কুর্বতঃ শিশোর্মাতুরুৎসঙ্গে বিহিতস্য অনেন সূক্তেন আজ্যং হুত্বা তালুনি সম্পাতান্ আনয়েৎ। তথা দধিমধুনী একত্র কৃত্বা অনেন সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য শিশুং প্রাশয়েৎ। তথা উপনয়নকর্মাণি দণ্ডপ্রদানানন্তরং এতং সূক্তং মাণবকং বাচয়েৎ। তথা আয়ুষ্কামোপি শঙ্খপুষ্পগন্ধপুষ্প-প্রাশনাদীন্যুক্তানি পঞ্চকর্মাণি কুর্যাৎ। তথা চ কৌশিকং সূত্র। ...ইত্যাদি ॥ (৪কা. ৬অ. ৫সূ)॥

টীকা — এই সূক্তের দ্বারা জাতকর্মে শঙ্খপুষ্পিকা ও গন্ধপুষ্পিকাকে পিষ্ট ক'রে অভিমন্ত্রিত পূর্বক হিরণ্যখণ্ডের দ্বারা অর্থাৎ স্বর্ণ বা রৌপ্যের চমসে খাওয়ানো কর্তব্য। তথা এই কর্মে শঙ্খনাভি ও পিপলী পিষ্ঠ ক'রে এই সূক্তের দ্বারা অভিমন্ত্রিত পূর্বক হিরণ্যখণ্ডের দ্বারা খাওয়ানো কর্তব্য। তথা মেধাজননের নিমিত্ত শিশুর প্রথম বাক্-ব্যবহার কালে (অর্থাৎ কথা বলার কালে) মাতৃক্রোড়স্থায়ী শিশুর বিহিতে এই সূক্তের দ্বারা আজ্যাহুতি প্রদান পূর্বক তালুগুলি সম্পাতিত করতে হয়। তথা দধি ও মধু একত্র ক'রে এই সূক্তের দ্বারা অভিমন্ত্রিত পূর্বক শিশুকে খাওয়ানো কর্তব্য। তথা উপনয়ন কর্মে দণ্ডপ্রদানের পর এই সূক্তটি মাণবককে বলাতে হয়। তথা আয়ুষ্কামী জনেরও শঙ্খপুষ্পগন্ধপুষ্প প্রাশন ইত্যাদি ঐ পঞ্চকর্ম করণীয়।... ইত্যাদি ॥ (৪কা. ৬অ. ৫সূ) ॥

◆ ◆

সপ্তম অনুবাক

প্রথম সূক্ত : সেনানিরীক্ষণম্

[ঋষি : ব্রহ্মাস্কন্দ। দেবতা : মন্যু। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

ত্বয়া মন্যো সরথমারুজন্তো হর্ষমাণা হৃষিতাসো মরুত্বন্।
তেগ্মযব আয়ুধা সংশিশানা উপ প্র যন্ত নরো অগ্নিরূপাঃ॥ ১॥
অগ্নিরিব মন্যো ত্বিষিতঃ সহস্ব সেনানীর্নঃ সহুরে হূত এধি।
হত্বায় শত্রূন্ বি ভজস্ব বেদ ওজো মিমানো বি মৃধো নুদস্ব॥ ২॥
সহস্ব মন্যো অভিমাতিমস্মৈ রুজন্ মৃণন্ প্রমৃণন্ প্রেহি শত্রূন্।
উগ্রং তে পাজো নন্বা রবুধ্রে বশী বশং নয়াসা একজ ত্বম্॥ ৩॥
একো বহূনামসি মন্য ঈড়িতা বিশংবিশং যুদ্ধায় সং শিশাধি।
অকৃত্তরুক্ত্বয়া যুজা বয়ং দ্যুমন্তং ঘোষং বিজয়ায় কৃণ্মসি॥ ৪॥
বিজেষকৃদিন্দ্র ইবানব্রবোঽস্মাকং মন্যো অধিপা ভবেহ।
প্রিয়ং তে নাম সহুরে গৃণীমসি বিদ্ম তমুৎসং যত আবভূথ॥ ৫॥
আভূত্যা সহজা বজ্র সায়ক সহো বিভর্ষি সহভূত উত্তরম্।
ক্রত্বা নো মন্যো সহ মেদ্যেধি মহাধনস্য পুরুহূত সংসৃজি॥ ৬॥
সংসৃষ্টং ধনমুভয়ং সমাকৃতমস্মভ্যং ধত্তাং বরুণশ্চ মন্যুঃ।
ভিয়ো দধানা হৃদয়েষু শত্রবঃ পরাজিতাসো অপ নি লয়ন্তাম্॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ — হে মন্যুদেব! তুমি ক্রোধ বা উৎসাহের অভিমানী দেবতা এবং মরুৎ-গণের ন্যায় বেগবান্। তোমার সাধনের দ্বারা রথযুক্ত শত্রুকে পীড়িত করণ পূর্বক আমাদের শূর সৈন্যগণ অগ্নির সমান দুর্ধর্ষ হয়ে আপন অস্ত্রশস্ত্রসমূহকে তেজঃ সম্পন্ন ক'রে শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হোক ॥ ১॥ হে মন্যু! তুমি অগ্নির ন্যায় তেজস্বী হয়ে শত্রুকে বশীভূত করো। তুমি আমাদের সেনাগণের

সেনাপতি হয়ে যুদ্ধে আমন্ত্রিত হও। তুমি শত্রুগণের বিনাশ সাধন পূর্বক তাদের ধন আমাদের মধ্যে বন্টন ক'রে দাও ॥ ২॥ হে মন্যুদেব! তোমার বলকে কেউই নিরস্ত করতে পারে না। তুমি সকল মনুষ্যকে বশীভূত ক'রে থাকো। অতএব এই রাজার শত্রুগণের হস্তী, অশ্ব ইত্যাদিকে ভঙ্গ ক'রে, সৈনিকদলকে তিরস্কার ক'রে, তাদের বিনাশ ক'রে ফেলো ॥ ৩॥ হে মন্যু! আমাদের দ্বারা স্তুত হয়ে তুমি শত্রুগণকে বশীভূত করণে অত্যন্ত সমর্থ হয়ে থাকো। তুমি আমাদের প্রজাজনের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে তাদের যুদ্ধকুশল ক'রে তোলো। আমরা তোমার সহায়তাতেই এই বিজয়-নিনাদে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠছি ॥ ৪॥ হে মন্যুদেব! আমরা তোমার উৎপত্তি স্থানকে জানি এবং সেই স্থানেই তোমার প্রিয় নামে তোমায় স্তুতি করছি। তুমি ইন্দ্রের ন্যায় প্রাচীন প্রযত্ন (জয়কৌশল) ক'রে থাকো; এই যুদ্ধে আমাদের রক্ষক হও ॥ ৫॥ হে মন্যুদেব! তুমি প্রচণ্ড বলশালী। তুমি শত্রুবর্গকে বিনাশ-করণে সমর্থ। তুমি বহু যজমান কর্তৃক আহূত হয়ে থাকো। তুমি মহান্ ঐশ্বর্য প্রাপ্ত-করণশালী কর্মের রূপস্বরূপে আমাদের প্রাপ্ত হও ॥ ৬॥ মন্যুদেব ও বরুণদেব দু'জনেই আপনাপন ধন আনয়ন পূর্বক একত্রিত ক'রে আমাদের প্রদান করুন। আমাদের শত্রুবর্গ ভয়ভীত হয়ে পরাজয় স্বীকার করুক এবং পলায়ন পূর্বক লুক্কায়িত হয়ে থাকুক ॥ ৭॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — সপ্তমেনুবাকে পঞ্চ সূক্তানি। তত্র 'ত্বয়া মন্যো' 'যস্তে মন্যো' ইতি সূক্তদ্বয়ং স্বপরসেনয়োর্মধ্যে স্থিত্বা সেনে নিরীক্ষমানো জপেৎ। তথা আভ্যাং সূক্তাভ্যাং ভাঙ্গপাশান্ মৌঞ্জপাশান্ আমপাত্রানি বা সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য পরসেনাসঞ্চারস্থলেষু প্রক্ষিপেৎ। তথা জয়পরাজয়বিজ্ঞানকর্মণি শরতৃণানি সেনয়োর্মধ্যে নিধায় আভ্যাং অভিমন্ত্র্য আঙ্গিরসাগ্নিনা দহেৎ। যাং সেনা ধূমো ব্যাপ্নোতি তস্যা পরাজয়ো ভবতীতি বিজানীয়াৎ। সূত্রিতং হি।...ইত্যাদি ॥ (৪কা. ৭অ. ১সূ)॥

টীকা — সপ্তম অনুবাকের পাঁচটি সূক্তের মধ্যে এই প্রথম সূক্তটি ও এর পরবর্তী দ্বিতীয় সূক্তটি— আপন ও বিপক্ষীয় সেনার মধ্যে স্থিত হয়ে তাদের নিরীক্ষণ করতে করতে জপ করতে হয়। এই সূক্ত দু'টির দ্বারা ভাঙ্গপাশা মুঞ্জপাশা বা আমপাত্র অভিমন্ত্রিত ক'রে বিপক্ষীয় সেনাগণের সঞ্চারস্থলে প্রক্ষেপ করণীয়। তথা জয়-পরাজয় সম্পর্কিত বিজ্ঞান কর্মে উভয় সেনার মধ্যে এই সূক্তমন্ত্রে শরতৃণ অভিমন্ত্রিত ক'রে আঙ্গিরস-অগ্নিতে দগ্ধ করণীয়। ঐ ধূম যে পক্ষের সেনাদের ব্যাপ্ত করে, সেই পক্ষের পরাজয় জ্ঞাত হওয়া যায়।...ইত্যাদি ॥ (৪কা. ৭অ. ১সূ)॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : সেনাসংযোজনম্

[ঋষি : ব্রহ্মাস্কন্দ। দেবতা : মন্যু। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্।]

যস্তে মন্যোঽবিধদ্ বজ্র সায়ক সহ ওজঃ পুষ্যতি বিশ্বমানুষক্।
সাহ্যাম দাসমার্যং ত্বয়া যুজা বয়ং সহস্কৃতেন সহসা সহস্বতা ॥ ১॥
মন্যুরিন্দ্রো মন্যুরেবাস দেব মন্যুর্হোতা বরুণো জাতবেদাঃ।
মন্যুর্বিশ ঈড়তে মানুশযীর্যাঃ পাহি নো মন্যো তপসা সজোষাঃ ॥ ২॥

অভীহি মন্যো তবসস্তবীয়ান্ তপসা যুজা বি জহি শত্রূন্।
অমিত্রহা বৃত্রহা দস্যুহা চ বিশ্বা বসূন্যা ভর ত্বং নঃ ॥ ৩॥
ত্বং হি মন্যো অভিভূত্যোজাঃ স্বয়ম্ভূর্ভামো অভিমাতিষাহঃ।
বিশ্বচর্ষণিঃ সহুরিঃ সহীয়ানস্মাস্বোজঃ পৃতনাসু ধেহি ॥ ৪॥
অভাগঃ সন্নপ পরেতো অস্মি তব ক্রত্বা তবিষস্য প্রচেতঃ।
তং ত্বা মন্যো অক্রতুর্জিহীডাহং স্বা তনূর্বলদাবা ন এহি ॥ ৫॥
অয়ং তে অস্ম্যুপ ন এহ্যর্বাঙ্ প্রতীচীনঃ সহুরে বিশ্বদাবন্।
মন্যো বজ্রিন্নভি ন আ ববৃৎস্ব হনাব দস্যূংরুত বোধ্যাপেঃ ॥ ৬॥
অভি প্রেহি দক্ষিণতো ভব নোধা বৃত্রাণি জঙ্ঘনাব ভূরি।
জুহোমি তে ধরুণং মধ্বো অগ্রমুভাবুপাংশু প্রথমা পিবাব ॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ — হে মন্যুদেব! তোমাকে সেবা-করণশালী পুরুষ, শত্রবর্গকে তিরস্কৃত করার উপযুক্ত বলকে পুষ্ট ক'রে থাকে। তোমারই সহায়তাতে সে পরাভবকারী শত্রুকে বশীভূত ক'রে থাকে ॥ ১ ॥ মন্যুই ইন্দ্র, সকল দেবতাও মন্যুই। দেবতাগণের আহ্বায়ক অগ্নিও মন্যুই। বরুণও মন্যুই। সকল মনুষ্য মন্যুকেই স্তুতি ক'রে থাকে, কারণ সকল দেবতা মন্যুরূপেই বর্তমান (অথবা মন্যুই সকল দেবতার মধ্যে বিরাজমান)। হে মন্যুদেব! তুমি আমাদের দুঃখ দূরীকরণ পূর্বক রক্ষা করো ॥ ২ ॥ হে মন্যু তুমি অমিত্রের ঘাতক তথা শত্রুর হননশালী হও। তুমি আমাদের সম্মুখে আগমন পূর্বক শত্রুগণকে নাশ করো এবং তাদের সকল ধন আমাদের প্রাপ্ত করাও ॥ ৩॥ হে মন্যুদেব! তুমি স্বয়ং আপন আত্মার মধ্যে উদিত হয়ে থাকো (অর্থাৎ তুমি স্বয়ংজাত ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরাত্মক)। তুমি সকলের দ্রষ্টা ও শত্রুবর্গকে বশীভূতকারী। সকল মনুষ্য তোমার বশানুবর্তী হয়ে থাকে। তুমি যুদ্ধকালে আমাদের দেহে বল স্থাপন করো ॥ ৪ ॥ হে মন্যুদেব! উত্তম জ্ঞানী। তোমাকে স্তুতি করা না হ'লে যুদ্ধ হ'তে পৃথক্ হয়ে থাকো (অর্থাৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত আমাদের সহায়ক হও না)। আমরা তোমার সন্তুষ্টকরণশালী কর্ম সাধিত না ক'রে তোমাকে রুষ্ট ক'রে দিয়েছি। তুমি আমাদের বল প্রদানের নিমিত্ত আগমন করো ॥ ৫ ॥ হে মন্যুদেব! আমি তোমার স্তুতি করতে প্রবৃত্ত হয়েছি; তুমি আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে শত্রুর দিকে প্রস্থান করো (বা প্রধাবিত হও)। আমরা এবং তুমি উভয়েই শত্রুকে বিনাশ করবো ॥ ৬ ॥ হে মন্যুদেব! তুমি আমাদের সম্মুখে আগত হও। আমাদের পরামর্শদাতৃত্বের নিমিত্ত আমাদের দক্ষিণ ভাগে প্রতিষ্ঠিত হও। পুনরায় আমরা শত্রুগণকে উত্তমভাবে প্রহার করবো। আমরা তোমার উদ্দেশে সোমরসের দ্বারা আহুতি প্রদান করছি; তুমি ও আমরা, উভয়েই গোপনীয় ভাবে সোমপান করবো ॥ ৭ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'যস্তে মন্যো' ইতি সূক্তস্য পূর্বসূক্তেন সহ উক্তো বিনিয়োগঃ ॥ (৪কা. ৭অ. ২সূ)॥

টীকা — এই সূক্তটির বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের মতো ॥ (৪কা. ৭অ. ২সূ) ॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : পাপনাশনম্

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : অগ্নি। ছন্দ : গায়ত্রী]

অপ নঃ শোশুচদঘমগ্নে শুশুগ্ধ্যা রয়িম্।
অপ নঃ শোশুচদঘম্ ॥ ১॥
সুক্ষেত্রিয়া সুগাতুয়া বসুয়া চ মজামহে।
অপ নঃ শোশুচদঘম্ ॥ ২॥
প্র যদ্ ভন্দিষ্ঠ এষাং প্রাস্মাকাসশ্চ সূরয়ঃ।
অপঃ নঃ শোশুচদঘম্ ॥ ৩॥
প্র যৎ তে অগ্নে সূরয়ো জায়েমহি প্র তে বয়ম্।
অপঃ নঃ শোশুচদঘম্ ॥ ৪॥
প্র যদগ্নেঃ সহস্বতো বিশ্বতো যন্তি ভানবঃ।
অপ নঃ শোশুচদঘম্ ॥ ৫॥
ত্বং হি বিশ্বতোমুখ বিশ্বতঃ পরিভূরসি।
অপ নঃ শোশুচদঘম্ ॥ ৬॥
দ্বিষো নো বিশ্বতোমুখাতি নাবেব পারয়।
অপ নঃ শোশুচদঘম্ ॥ ৭॥
স নঃ সিন্ধুমিব নাবাতি পর্ষা স্বস্তয়ে।
অপ নঃ শোশুচদঘম্ ॥ ৮॥

বঙ্গানুবাদ — হে অগ্নি! তোমার কৃপাতে আমাদের পাপ দূরীভূত হোক। তুমি আমাদের সকল দিক হ'তে ধনের দ্বারা সমৃদ্ধ করো। তোমার কৃপা দৃষ্টিতে আমাদের সকল পাপ দূরীভূত হোক ॥ ১ ॥ হে অগ্নি! আমরা সুন্দর স্থান প্রাপ্তির নিমিত্ত, সুন্দর পথ প্রাপ্তির নিমিত্ত এবং প্রভূত ধন প্রাপ্তির কামনা ক'রে তোমাকে হবির দ্বারা তৃপ্ত করছি। তোমার কৃপায় আমাদের পাপ দূরীভূত হোক ॥ ২ ॥ হে অগ্নি! আমি সকল স্তোতা অপেক্ষা অধিকরূপে তোমার স্তুতি-করণশীল। আমার পুত্র ইত্যাদিও তোমার অনন্য স্তোতা। অতএব তোমার কৃপায় আমাদের পাপ দূরীভূত হয়ে যাক ॥ ৩ ॥ হে অগ্নি! তোমার স্তোতৃগণ পুত্র-পৌত্র ইত্যাদি সন্ততির সাথে যুক্ত হয়ে থাকে; অতএব তোমার মহিমা-জ্ঞাপক স্তোত্রকারী আমরাও পুত্র-পৌত্র ইত্যাদির সাথে যুক্ত (বা সম্পন্ন) হবো। তোমার কৃপাতে আমাদের পাপ দূরীভূত হোক ॥ ৪ ॥ পরাক্রমী অগ্নির দীপ্তিরাশি সকল দিক হ'তে আমাদের মঙ্গল করার নিমিত্ত প্রবর্তিত হচ্ছে। অতএব অগ্নির তেজের দ্বারা আমাদের পাপ দূরীভূত হয়ে যাক ॥ ৫ ॥ হে অগ্নি! তুমি সর্বত্র ব্যাপক হয়ে আছো, এই সমগ্র জগৎ-সংসার তোমার বশবর্তী হয়ে আছে; তোমারই কৃপায় আমাদের পাপ দূরীভূত হয়ে যাক ॥ ৬॥ হে অগ্নি! যেমন নৌকার দ্বারা সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তেমনই তুমি পাপরূপ শত্রুদের কবল, হ'তে আমাদের নিস্তরণ করিয়ে

দাও। তোমার কৃপায় আমাদের পাপ দূরীভূত হয়ে যাক ॥ ৭॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'অপ নঃ শোশুচৎ অঘং' ইত্যস্য সূক্তস্য 'অপ নঃ শোশুচৎ অঘং (৪/৩৩) পুনন্তুমা (৬/১৯) সস্রুষীঃ (৬/২৩)' ইতি (কৌ. ১/৯) বৃহদ্গণে পাঠাৎ শান্ত্যুদকাদৌ বিনিয়োগঃ।। তথা স্ত্রীণাং পুরুষবিষয়াভিরতি নিবৃত্তয়ে পুরুষাণাং চ স্ত্রীবিষয়াভিরতি-নিবৃত্তয়ে চ অনেন সূক্তেন অসংখ্যাতাঃ শর্করা অভিমন্ত্র্য কাম্যমান-পরগৃহং স্ত্রীগৃহং বা প্রকিরন্ ব্রজেৎ। হস্তে ধারয়ন্ বা জপেৎ। সূত্রিতং হি।...ইত্যাদি ॥ (৪কা. ৭অ. ৩সূ)॥

টীকা — এই সূক্তটি, ষষ্ঠ কাণ্ডের দ্বিতীয় অনুবাকের পঞ্চম ও তৃতীয় অনুবাকের দ্বিতীয় সূক্তদ্বয়, বৃহদ্গণে পঠিত শান্ত্যুদক কর্মে বিনিযুক্ত হয়। তথা পুরুষ বিষয়ে স্ত্রীগণের এবং স্ত্রীলোক বিষয়ে পুরুষগণের অভিরতি (অর্থাৎ আসক্তি) নিবৃত্তির নিমিত্ত এই সূক্তের দ্বারা অসংখ্য শর্করা অভিমন্ত্রিত ক'রে কাম্যমান পুরুষের গৃহে বা কাম্যমানা স্ত্রীর গৃহে প্রকীরিত (ছড়িয়ে দেওয়া) কর্তব্য। ঐ শর্করা হস্তে ধারণ ক'রেও জপনীয়।....ইত্যাদি ॥ (৪কা. ৭অ. ৩সূ) ॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : ব্রহ্মৌদনম্

[ঋষি : অথর্বা দেবতা : ব্রহ্মৌদনম্। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী, শক্করী]

ব্রহ্মাস্য শীর্ষং বৃহদস্য পৃষ্ঠং বামদেব্যমুদরমোদনস্য।
ছন্দাংসি পক্ষৌ মুখমস্য সত্যং বিষ্টারী জাতস্তপসোঽধি যজ্ঞঃ ॥ ১॥
অনস্থাঃ পূতাঃ পবনেন শুদ্ধাঃ শুচয়ঃ শুচিমপি যন্তি লোকম্।
নৈষাং শিশ্নং প্র দহতি জাতবেদাঃ স্বর্গে লোকে বহু স্ত্রৈণমেষাম্ ॥ ২॥
বিষ্টারিণমোদনং যে পচন্তি নৈনানবর্তিঃ সচতে কদা চন।
আস্তে যম উপ যাতি দেবান্ত্সং গন্ধর্বৈর্মদতে সোম্যেভিঃ ॥ ৩॥
বিষ্টারিণমোদনং যে পচন্তি নৈনান্ যমঃ পরি মুষ্ণাতি রেতঃ।
রথী হ ভূত্বা রথযান ঈয়তে পক্ষী হ ভূত্বাতি দিবঃ সমেতি ॥ ৪॥
এষ যজ্ঞানাং বিততো বহিষ্ঠো বিষ্টারিণং পক্ত্বা দিবমা বিবেশ।
আণ্ডীকং কুমুদং সং তনোতি বিসং শালূকং শফকো মুলালী।
এতাস্ত্বা ধারা উপ যন্তু সর্বাঃ স্বর্গে লোকে মধুমৎ পিন্বমানা
উপ ত্বা তিষ্ঠন্তু পুষ্করিণীঃ সমন্তাঃ ॥ ৫॥
ঘৃতহ্রদা মধুকূলাঃ সুরোদকাঃ ক্ষীরেণপূর্ণা উদকেন দধ্না।
এতাস্ত্বা ধারা উপ যন্তুসর্বাঃ স্বর্গে লোকে মধুমৎ পিন্বমানা
উপ ত্বা তিষ্টন্তু পুষ্করিণীঃ সমন্তাঃ ॥ ৬॥
চতুরঃ কুম্ভাংশ্চতুর্দ্ধা দদামি ক্ষীরেণ পূর্ণাঁ উদকেন দধ্না।
এতাস্ত্বা ধারা উপ যন্তু সর্বাঃ স্বর্গে লোকে মধুমৎ পিন্বমানা

উপ ত্বা তিষ্ঠন্তু পুষ্করিণীঃ সমন্তাঃ ॥ ৭॥
ইমমোদনং নি দধে ব্রাহ্মণেষু বিষ্টারিণং লোকজিতং স্বর্গম্।
স মে মা ক্ষেষ্ট স্বধয়া পিন্বমানো বিশ্বরূপা ধেনুঃ কামদুঘা মে অস্তু ॥ ৮॥

বঙ্গানুবাদ — রথন্তর সাম এই অন্নের (ওদনের) শির, বৃহৎসাম এর পৃষ্ঠ, বামদেবের দৃষ্টভাগ এর উদর, গায়ত্র ইত্যাদি ছন্দ এবং পঞ্চ (বা পক্ষ) এবং সত্য নামক সাম এর মুখ। এই রকম বিকশিত অবয়বসম্পন্ন সকল যজ্ঞ ব্রহ্মা অপেক্ষাও উচ্চ রূপে প্রকট হয়েছে ॥ ১॥ যাদের শরীর অস্থির সাথে যুক্ত ষট্-কোশ সম্পন্ন নয়, তারা সকল যজ্ঞের কর্তা বায়ুর দ্বারা পবিত্রীকৃত হয়ে উজ্জ্বল লোকে গমন করে; এদের ভোগ-সাধন ইন্দ্রিয় (শিশ্ন)-কে অগ্নি দহন করে না। সেখানে (অর্থাৎ সেই উজ্জ্বল সুকৃতলোকে) পুণ্যের ফল-স্বরূপ বহু ভোগের সামগী তাঁরা প্রাপ্ত হয়ে থাকেন ॥ ২॥ যে যজমান উপর্যুক্ত রীতিসম্পন্ন ওদনকে পাক পূর্বক ব্রাহ্মণবর্গকে প্রদান করেন, দরিদ্রতা কখনও তাঁদের স্পর্শ করে না। সেই সকল যজ্ঞানুষ্ঠানকারীগণ মৃত্যুর পরে যমলোকে পূজিত হয়ে সুখ পূর্বক বাস ক'রে থাকেন এবং যমের অনুমতিক্রমে দেবতাগণের সামীপ্য প্রাপ্ত হয়ে গন্ধর্ব ইত্যাদি গণের সাথে সোমপানে প্রসন্ন হয়ে থাকেন ॥ ৩॥ যে যজমান উপরিউক্ত অন্ন পাক ক'রে ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করেন, যমরাজ সেই সকল যজ্ঞশালীকে কখনও বীর্যহীন করেন না। তাঁরা পৃথিবীর মধ্যে রথে আরোহন পূর্বক ভ্রমণ ক'রে থাকেন এবং অন্তরিক্ষে পক্ষযুক্ত হয়ে উচ্চ লোকসমূহ প্রাপ্তি পূর্বক ভোগসমূহকেও লাভ ক'রে থাকেন ॥ ৪॥ পূর্বোক্ত রীতি অনুসারে যজমান অন্ন পাক ক'রে তার ফলস্বরূপ স্বর্গে গমন ক'রে থাকেন। যে যজমান এই জগতে অণ্ডাকার কন্দ হ'তে উৎপন্ন শ্বেত কমলকে সরোবরে স্থিত করেন এবং পদ্মকন্দ, উৎপলকন্দ তথা পশুর খুরাকৃতি সম্পন্ন জলজাত পদার্থকেও সরোবরে স্থিত করেন, তিনি এই সুকর্মফলের ভোগস্থান স্বর্গে কুমুদ ইত্যাদি যুক্ত জলপূর্ণ ক্রীড়া-পুষ্করিণী প্রাপ্ত হন। দধি, মধু, ও ঘৃত ইত্যাদির এই ধারাসমূহ মধুর ভাবকে পুষ্ট ক'রে স্বর্গলোকে তোমাকে প্রাপ্ত হোক ॥ ৫॥ হে সর্বযজ্ঞ-কর্তা! ঘৃতযুক্ত সরোবর, মধুর দ্বারা পূর্ণ-কুলা পুষ্করিণী, দুগ্ধ-দধি-জলের দ্বারা পূর্ণ ধারাসমূহ, মধুময় পদার্থ সমূহকে পুষ্ট ক'রে স্বর্গলোকে তোমাকে প্রাপ্ত করাক ॥ ৬॥ দুগ্ধ ইত্যাদির দ্বারা পূর্ণ চারিটি কলশকে আমি চারিটি দিকে স্থাপিত করছি। এই দুগ্ধ ইত্যাদির ধারাসমূহ মধুর রসকে পুষ্ট ক'রে তথা জলের দ্বারা পূর্ণ পুষ্করিণী, নদীসমূহ তোমাকে প্রাপ্ত হোক ॥ ৭॥ এই পাকনিষ্পন্ন ওদন বিস্তার যুক্ত এমন স্বর্গ ইত্যাদি লোক সমূহকে প্রাপ্তিদায়ক। আমি একে (অর্থাৎ এই ওদনকে) ব্রাহ্মণগণের মধ্যে স্থাপিত করছি (অর্থাৎ দান করছি)। এই ওদন যেন ক্ষীণ না হয় এবং অভিলষিত ফল-দানশালিনী ধেনুরূপে পরিণত হয় ॥ ৮॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'ব্রহ্মাস্য শীর্ষং' ইতি সূক্ত্যং ব্রহ্মাস্যোদনসবে নিরুপ্তবিরভিমর্শনাদি কর্মণি বিনিযুক্তং। তত্রৈবানেন সূক্তেন চতসৃষু দিক্ষু হ্রদকরণং কুল্যাকরণং তাসাং রসৈঃ পূরণং হ্রদেষু আণ্ডীকাদিমন্ত্রোক্তদ্রব্যবিধানং চ কুর্যাৎ। সূত্রিতং হি। ....ইত্যাদি॥ (৪কা. ৭অ. ৪সূ)॥

টীকা — এই সূক্তটি ব্রহ্মাস্য-ওদন যজ্ঞে নিরুপ্ত হবিঃ অভিমর্শন ইত্যাদি কর্মে বিনিযুক্ত হয়। এই সূক্তের দ্বারা চতুর্দিকে হ্রদ, পুষ্করিণী প্রভৃতি স্থাপন করে তাদের রসের দ্বারা পূরণ ক'রে ও মন্ত্রোক্ত বিধানে আণ্ডীকাদি স্থাপন করণীয়।...ইত্যাদি ॥ (৪কা. ৭অ. ৪সূ) ॥

পঞ্চম সূক্ত : মৃত্যুসংতরম্

[ঋষি : প্রজাপতি। দেবতা : অতিমৃত্যু। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

যমোদনং প্রথমজা ঋতস্য প্রজাপতিস্তপসা ব্রহ্মণেঽপচৎ।
যো লোকানাং বিধৃতির্নাভিরেষাৎ তেনৌদনেনাতি তরাণি মৃত্যুম্ ॥ ১ ॥
যেনাতরন্ ভূতকৃতোঽতি মৃত্যুং যমন্ববিন্দন্ তপসা শ্রমেণ।
যং পপাচ ব্রহ্মণে ব্রহ্ম পূর্বং তেনৌদনেনাতি তরাণি মৃত্যুম্ ॥ ২ ॥
যো দাধার পৃথিবীং বিশ্বভোজসং যো অন্তরিক্ষমাপৃণাদ্ রসেন।
যো অস্তভ্নাদ্ দিবমূর্ধ্বো মহিম্না তেনৌদনেনাতি তরাণি মৃত্যুম্ ॥ ৩ ॥
যস্মান্মাসানি র্মিতাস্ত্রিংশদরাঃ সংবৎসরো যস্মান্নির্মিতো দ্বাদশারঃ।
অহোরাত্রা যৎ পরিযন্তো নাপুস্তেনৌদনেনাতি তরাণি মৃত্যুম্ ॥ ৪ ॥
যঃ প্রাণদঃ প্রাণদবান্ বভূব যস্মৈ লোকা ঘৃতবন্তঃ ক্ষরন্তি।
জ্যোতিষ্মতীঃ প্রদিশো যস্য সর্বাস্তেনৌদনেনাতি তরাণি মৃত্যুম্ ॥ ৫ ॥
যস্মাৎ পক্কাদমৃতং সম্বভূব যো গায়ত্র্যা অধিপতির্বভূব।
যস্মিন্ বেদা নিহিতা বিশ্বরূপাস্তেনৌদনেনাতি তরাণি মৃত্যুম্ ॥ ৬ ॥
অব বাধে দ্বিষন্তং দেবপীয়ুং সপত্না যে মেঽপ তে ভবন্তু।
ব্রহ্মৌদনং বিশ্বজিতং পচামি শৃণ্বন্তু মে শ্রদ্দধানস্য দেবাঃ ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ — যে ওদন (অন্ন)-কে হিরণ্যগর্ভ নামক প্রজাপতি আপন কারণরূপে নির্মাণ (পাক) করেছিলেন; নাভি যেমন প্রাণীগণকে ধারণশালী হয়ে থাকে, তেমনই যে ওদন পৃথিবী ইত্যাদিকে ধারণ করতে সমর্থ হয়ে থাকে; সেই ওদন দান ক'রে আমি মৃত্যুকে অতিক্রম করছি ॥ ১ ॥ যে ওদনকে দেবতাগণ তপস্যার দ্বারা লাভ করেছিলেন, যে ওদনের দ্বারা তাঁরা মৃত্যুকে লঙ্ঘন ক'রে গিয়েছিলেন, যে ওদনকে হিরণগর্ভ নিজের নিমিত্ত পাক করেছিলেন, তার (দানের) দ্বারা আমি মৃত্যু ও তার কারণরূপ দেবতাকে (অর্থাৎ মৃত্যুর অভিমানী দেবতাকে) অতিক্রম করছি ॥ ২ ॥ যে ওদন পৃথিবীকে ধারণ-নিষ্পন্ন করেছে, যা আপন রসের দ্বারা অন্তরিক্ষকে পূর্ণ করে এবং দ্যুলোককে আপন মহিমায় স্তম্ভিত ক'রে থাকে, তার (অর্থাৎ সেই ওদনের দানের) দ্বারা আমি মৃত্যুকে অতিক্রম করছি ॥ ৩ ॥ যে ওদনের দ্বারা দ্বাদশ মাস ও রথচক্রের কীলক (গোঁজ বা খুঁটা) রূপ ত্রিশদিন উৎপন্ন হয়েছিল, যে ওদনের দ্বারা সম্বৎসর উৎপন্ন হয়েছিল, সেই ওদনের দানের দ্বারা আমি মৃত্যুকে লঙ্ঘন করছি ॥ ৪ ॥ যে ওদনের নিমিত্ত সকল লোক ঘৃতাধারসমূহকে সিঞ্চন করে, যে ওদনের তেজের দ্বারা দিক্‌সমূহ তেজঃ-সম্পন্ন হয়ে থাকে, যে ওদন মুমূর্ষুগণের প্রাণদায়ক হয়ে থাকে, সেই ওদনের দানের দ্বারা আমি মৃত্যুকে উল্লঙ্ঘন করছি ॥ ৫ ॥ পাকযুক্ত (রন্ধনকৃত) যে ওদন হ'তে আকাশে অমৃত উৎপন্ন হয়েছে, গায়ত্রী ছন্দের অধিপতি দেবতা যে ওদনের দ্বারা হয়ে থাকে, এবং ঋক্-যজু-সাম ইত্যাদি বেদ যে ওদনে ব্যাপ্ত আছে, আমি সেই ওদনের দ্বারা মৃত্যু হ'তে উত্তীর্ণ

হচ্ছি ॥ ৬॥ আমি বৈরিতা-সম্পন্ন শত্রুগণকে এবং দেবতাবর্গের হিংসকগণের কার্যে বিঘ্ন সাধিত করছি। আমার শত্রু বিনষ্ট হোক,—এই নিমিত্ত আমি ব্রহ্মরূপ ওদনকে (অর্থাৎ ব্রাহ্মণবর্গকে প্রদেয় অন্নকে) সংস্কৃত করছি। পূজ্যপাদ দেবগণ আমার স্তুতি শ্রবণ করুন ॥ ৭॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'যং ওদনং' ইতি সূক্তং অতিমৃত্যুসবে নিরুপ্তহবিরভিমর্শনাদিষু বিনিযুক্তং। সূত্রিতং হি।...ইত্যাদি ॥ (৪কা. ৭অ. ৫সূ)॥

টীকা — এই সূক্তটি অতিমৃত্যুসবে নিরুপ্তহবিঃ অভিমর্শন ইত্যাদিতে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে।... ইত্যাদি ॥ (৪কা. ৭অ. ৫সূ)॥

◆ ◆

অষ্টম অনুবাক

প্রথম সূক্ত : সত্যৌজা অগ্নিঃ

[ঋষি : চাতন। দেবতা : সত্যৌজা অগ্নি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

তান্ত্সত্যৌজাঃ প্র দহত্বগ্নির্বৈশ্বানরো বৃষ।
যো নো দুরস্যাদ্ দিপ্সাচ্চাথো যো নো অরাতিয়াৎ ॥ ১॥
যো নো দিপ্সদদিপ্সতো দিপ্সতো যশ্চ দিপ্সতি।
বৈশ্বানরস্য দংষ্ট্রয়োরগ্নেরপি দধামি তম্ ॥ ২॥
য আগরে মৃগয়ন্তে প্রতিক্রোশেঽমাবাস্যে।
ক্রব্যাদো অন্যান্ দিপ্সতঃ সর্বাংস্তান্ত্সহসা সহে ॥ ৩॥
সহে পিশাচান্ত্সহসৈষাং দ্রবিণং দদে।
সর্বান্ দুরস্যতো হন্মি সং ম আকূতির্ঋধ্যতাম্ ॥ ৪॥
যে দেবাস্তেন হাসন্তে সূর্যেণ মিমতে জবম্।
নদীষু পর্বতেষু যে সং তৈঃ পশুভির্বিদে ॥ ৫॥
তপনো অস্মি পিশাচানাং ব্যাঘ্রো গোমতামিব।
শ্বানঃ সিংহমিব দৃষ্ট্বা তে ন বিন্দন্তে ন্যঞ্চনম্ ॥ ৬॥
ন পিশাচৈঃ সং শক্নোমি ন স্তেনৈর্ন বনর্গুভিঃ।
পিশাচাস্তস্মান্নশ্যন্তি যমহং গ্রামমাবিশে ॥ ৭॥
যং গ্রামমাবিশত ইদমুগ্রং সহো মম।
পিশাচাস্তস্মান্নশ্যন্তি ন পাপমুপ জানতে ॥ ৮॥
যে মা ক্রোধয়ন্তি লপিতা হস্তিনং মশকা ইব।
তানহং মন্যে দুর্হিতান্ জনে অল্পশয়ূনিব ॥ ৯॥

অভি তং নির্ঋতির্ধত্তামশ্বমিবাস্বাভিধান্যা।
মন্বো যো মহ্যং ক্রুধ্যতি স উ পাশান্ন মুচ্যতে ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — যে শত্রু আমাদের হিংসা করতে অভিলাষ ক'রে; যারা আমাদের মধ্যে যে অবগুণ (দোষ) নেই, সেই মিথ্যা দোষ আমাদের উপর আরোপিত করে; মনুষ্যের উপকার-করণশালী সেচনসমর্থ অগ্নিদেব সেই শত্রুগণকে প্রচণ্ডরূপে ভস্ম ক'রে ফেলুন ॥ ১॥ যে শত্রু আমাদের দুঃখ প্রদান করে এবং যে আমাদের আঘাত করতে আকাঙ্ক্ষা করে, এই দুই রকমের শত্রুগণকে আমাদের সকলের হিতৈষী অগ্নির দুই হনুর (চোয়ালের) অভ্যন্তরস্থ দন্তের মধ্যে নিক্ষেপ করছি ॥ ২॥ যে যুদ্ধে মাংস ও রক্ত নষ্টকৃত হয়ে থাকে, সেখানে পিশাচ ইত্যাদি আমাদের হনন পূর্বক ভক্ষণের নিমিত্ত অন্বেষণ করে (অর্থাৎ তাকে তাকে থাকে), এবং শত্রুদের দ্বারা প্রেরিত-করণের পর যে পিশাচ ইত্যাদি অমাবস্যার অর্ধ-রাত্রির সময়ে হনন করতে আকাঙ্ক্ষা করে, তাদের সকলকে আমরা আমাদের মন্ত্রশক্তির দ্বারা বশীভূত করছি ॥ ৩॥ আমরা এই রাক্ষসবর্গের বল সম্পর্কে জ্ঞাত আছি এবং এদের মন্ত্র-শক্তির প্রভাবে ক্ষীণ ক'রে দিচ্ছি। দুষ্ট আচরণশীল আপন শত্রুদেরও আমি বিনাশ ক'রে দিচ্ছি। আমাদের কাম্য সংকল্প সুখময় এবং সমৃদ্ধির সাথে যুক্ত হোক ॥ ৪ ॥ যে পিশাচ আপন মায়ারূপ বিকারের দ্বারা হাস্য করায় এবং সূর্যের ন্যায় ঝলকিত হ'তে থাকে, যে পিশাচ পর্বত নদী ইত্যাদি স্থানে সঞ্চরণ ক'রে থাকে, আমি তাদের সকল প্রতিবন্ধকতা বা প্রবঞ্চনা হ'তে মুক্ত হয়ে গো-ইত্যাদি পশুসমূহে সমৃদ্ধ হবো ॥ ৫॥ সিংহ যেমন গো-ইত্যাদির পালকগণের চিন্তার কারণ হয়ে থাকে, তেমনই আমি আমার আপন মন্ত্র-বলে রাক্ষসগণকে দুঃখ-দানের কারক হবো; সিংহ হ'তে ভয়ভীত কুক্কুরেরা যেমন লুকিয়ে থাকে, তেমনই এই পিশাচ ইত্যাদি গণ আমাদের মন্ত্র-বলের প্রভাবে অধঃপতিত হয়ে যাক ॥ ৬॥ চোর ও দস্যুগণ কখনও আমার সাথে মিলিত হয় না (অর্থাৎ সম্মুখীন হয় না), পিশাচগণ আমাতে বা আমার অধ্যুষিত স্থানে প্রবিষ্ট হ'তে সক্ষম হয় না। আমি যে গ্রামে গমন ক'রি, সেই গ্রামের পিশাচগণ বিনাশ প্রাপ্ত হয়ে যায় ॥ ৭॥ আমার মন্ত্র-বল যে গ্রামে বর্তমান থাকে, সেখানে পিশাচগণ বিনষ্ট হয়ে যায়। এই কারণে সেই স্থানের অধিবাসী মনুষ্যগণ ঐ পিশাচবর্গের হিংসান্বিত কার্যকলাপকে কখনও জানতেই পারে না ॥ ৮॥ যেমন ক্ষুদ্রকায় কীট জনসমূহের চলাচলে পিষ্ট হয়ে যায় (বা সঙ্কুচিত হয়ে যায়), যেমন হস্তীর শরীরলগ্ন মশক হস্তীর ক্রোধকে বর্ধিত করে, তেমনই আমি আমার শরীরে বিলগ্ন পিশাচগণকে আপন মন্ত্র-রূপ ক্রোধের দ্বারা বিনষ্টের বিষয়ীভূত ব'লে মনে করি ॥ ৯॥ যেমন দুষ্ট অশ্বকে রশ্মির দ্বারা বন্ধন করা হয়, সেই রকমে পাপ দেবতা নির্ঋতি সেই বৈরীকে পাশবদ্ধ ক'রে নিন, যে আমার উপর ক্রোধপরায়ণ হয় (বা আমি যার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে থাকি), সে যেন নির্ঋতির পাশ হ'তে অব্যাহতি না পায় ॥ ১০॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — অষ্টমেনুবাকে পঞ্চ সূক্তানি। তত্র 'তাত্ত্সত্যৌজা' 'ত্বয়া পূর্বং (৪/৩৭) ইতি দ্বয়োঃ সূক্তয়োশ্চাতনগণে পাঠাৎ 'চাতনানাং অপনোদনেন ব্যাখ্যাতং (কৌ.৪/১) ইতি বিহিতেষু ভূতগ্রহাদি-উচ্চাটনকর্মসু বিনিয়োগঃ ।। (৪কা. ৮অ. ১সূ)॥

টীকা — অষ্টম অনুবাকে পাঁচটি সূক্ত। তার মধ্যে এই প্রথম সূক্তটি এবং এর পরবর্তীটির দ্বারা ভূত গ্রহ ইত্যাদির উচ্চাটনকর্মে বিনিয়োগ হয়ে থাকে ॥ (৪কা. ৮অ. ১সূ)॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : কৃমিনাশনম্

[ঋষি : বাদরায়ণি। দেবতা : ওষধি প্রভৃতি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্ প্রভৃতি।]

ত্বয়া পূর্বমথর্বাণো জঘ্নু রক্ষাংস্যোষধে।
ত্বয়া জঘান কশ্যপস্ত্বয়া কণ্বো অগস্ত্যঃ ॥ ১॥
ত্বয়া বয়মপ্সরসো গন্ধর্বাংশ্চাতয়ামহে।
অজশৃঙ্গ্যজ রক্ষঃ সর্বান্ গন্ধেন নাশয় ॥ ২॥
নদীং যন্ত্বপ্সরসোহপাং তারমবশ্বসম্।
গুল্গুলুঃ পীলা নলদ্যৌক্ষগন্ধিঃ প্রমন্দনী।
তৎ পরেতাপ্সরসঃ প্রতিবুদ্ধা অভূতন ॥ ৩॥
যত্রাশ্বত্থা ন্যগ্রোধা মহাবৃক্ষাঃ শিখণ্ডিনঃ।
তৎ পরেতাপ্সরসঃ প্রতিবুদ্ধা অভূতন ॥ ৪॥
যত্র বঃ প্রেঙ্খা হরিতা অর্জুনা উত যত্রাঘাটাঃ কর্কর্যঃ সংবদন্তি।
তৎ পরেতাপ্সরসঃ প্রতিবুদ্ধা অভূতন ॥ ৫॥
এয়মগন্নোষধীনাং বীরুধাং বীর্যাবতী।
অজশৃঙ্গ্যরাটকী তীক্ষ্ণশৃঙ্গী ব্যৃষতু ॥ ৬॥
আনৃত্যতঃ শিখণ্ডিনো গন্ধর্বস্যাপ্সরাপতেঃ।
ভিনদ্মি মুষ্কাবপি যামি শেপঃ ॥ ৭॥
ভীমা ইন্দ্রস্য হেতয়ঃ শতমৃষ্টীরয়স্ময়ীঃ।
তাভির্হবিরদান্ গন্ধর্বানবকাদান্ ব্যৃষতু ॥ ৮॥
ভীমা ইন্দ্রস্য হেতয়ঃ শতমৃষ্টীর্হিরণ্যয়ীঃ।
তাভির্হবিরদান্ গন্ধর্বানবকাদান্ ব্যৃষতু ॥ ৯॥
অবকাদানভিশোচানপ্সু জ্যোতয় মামকান্।
পিশাচান্ সর্বানোষধে প্র মৃণীহি সহস্ব চ ॥ ১০॥
শ্বেবৈকঃ কপিরিবৈকঃ কুমারঃ সর্বকেশকঃ।
প্রিয় দৃশ ইব ভূত্বা গন্ধর্বঃ সচতে স্ত্রিয়স্তমিতো নাশয়ামসি
ব্রহ্মণা বীর্য্যাবতা ॥ ১১॥
জায়া ইদ্ বো অপ্সরসো গন্ধর্বাঃ পতয়ো যূয়ম্।
অপ ধাবতামর্ত্যা মর্ত্যান্ মা সচধ্বম্ ॥ ১২॥

বঙ্গানুবাদ — হে ঔষধি! অথর্বা, কশ্যপ, কণ্ব ও অগস্ত্য ইত্যাদি মহর্ষিগণ তোমাকে সাধিত (বা উপাসিত) ক'রে রাক্ষসগণকে বিনষ্ট করেছিলেন। সেইরকমেই আমিও করছি (অর্থাৎ তোমার ধারণ,

হোম ইত্যাদি সাধনের দ্বারা রাক্ষসগণের বিনাশ সাধিত করছি) ॥ ১॥ হে অজশৃঙ্গী (অর্থাৎ অজের শৃঙ্গের আকৃতি বিশিষ্টা)! হে ঔষধি! তোমার দ্বারা আমরা, উপদ্রবী গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণকে নাশ করবো। তোমার উগ্র গন্ধের দ্বারা আমরা রাক্ষস, পিশাচ ইত্যাদিদের দূরে বিতাড়িত করবো ॥ ২॥ যেমন পারে উত্তরণ-কুশল নৌকা-চালকের নিকট উপস্থিত হ'তে হয়; তেমনই গুগ্‌গুল, পীলা (পীলু), নলদী (নলদ), ঔক্ষগন্ধী, প্রমন্দনী—এই পাঁচ হবন-দ্রব্যসম্ভারের ভয়ে গন্ধর্ব-স্ত্রীগণ (অপ্সরাবৃন্দ) আপন স্থানে প্রত্যাবর্তন করুক ॥ ৩॥ হে অপ্সরাগণ! তোমরা পীপল, বট, প্লক্ষ ইত্যাদি বৃক্ষসমূহ এবং ময়ূর ইত্যাদিতে সমাকীর্ণ আপন স্থানে প্রত্যাবর্তন করো এবং সেখানে গতি-হীনা হয়ে পড়ে থাকো ॥ ৪॥ হে অপ্সরাবৃন্দ! যেখানে শ্যামল ও অর্জুন বৃক্ষ আছে, যেখানে তোমাদের আমোদ ও নৃত্যের নিমিত্ত প্রেঙ্খা (বা দোলা) পাতিত হয়ে আছে এবং বাদ্য বাদিত হচ্ছে, তোমরা আপন সেই স্থানে প্রত্যাবর্তন করো এবং সেখানে নিশ্চেষ্ট (চেষ্টারহিত) হয়ে পড়ে থাকো ॥ ৫॥ এই অত্যন্ত বলবতী অজশৃঙ্গী নামক ঔষধি হিংসকবর্গের উচ্চাটন করণে সমর্থ। উগ্র গন্ধ ও শৃঙ্গাকারশালিণী এই ঔষধি রাক্ষস ও পিশাচগণকে বিনষ্ট করুক ॥ ৬॥ ময়ূরের ন্যায় নৃত্যপর, গীতিময় বাণীশালী (অর্থাৎ সঙ্গীতকারী), আমাদের হননের অভিলাষকারী গন্ধর্বের (অর্থাৎ অপ্সরাগণের পতির) অণ্ডকোষদ্বয়কে আমি চূর্ণ করছি ও তার উপস্থকে (শিশ্নকে) নির্বীর্য ক'রে দিচ্ছি ॥ ৭॥ ইন্দ্রের যে লৌহায়ুধ হ'তে প্রাণীগণ ভয়ভীত হয়ে থাকে, যাতে শতধার (বা অসংখ্য ধীর) আছে, তার দ্বারা ইন্দ্র জলাশয়ের উপরে আগমনকারী শৈবাল-ভক্ষণকারী গন্ধর্বগণকে সংহার করুন ॥ ৮॥ ইন্দ্র আপন সহস্রধারশালী স্বর্ণায়ুধ সমূহের দ্বারা জলাশয়ে আগত শৈবাল-খাদক গন্ধর্বগণকে বিনাশ করুন ॥ ৯॥ হে অজশৃঙ্গী! সকল দিক হ'তে দীপ্তিময় হয়ে, শোকপ্রদ, শৈবাল-ভক্ষণশীল গন্ধর্বগণকে জলের মধ্যে প্রকটিত করো এবং উপদ্রব-করণশীল পিশাচগণকে সর্ব দিক হ'তে প্রহার পূর্বক বশীভূত করো ॥ ১০॥ গন্ধর্বগণ আপন মায়া-প্রভাবে কুক্কুরের আকৃতিশালী, বানরের আকৃতি সম্পন্ন, সকল দিকে কেশযুক্ত বালকের (অর্থাৎ মনুষ্য কুমারের) আকৃতিধারী হয়ে যায়। সুন্দর-দর্শনশালী হয়ে গন্ধর্বগণ গৃহে গৃহে গমন ক'রে স্ত্রীগণকে প্রলোভিত ক'রে তাদের সম্প্রাপ্ত হয়ে থাকে; এই হেন সেই গন্ধর্ববর্গকে আমরা মন্ত্র-বলের দ্বারা সেই স্ত্রীগণের নিকট হ'তে বিদূরিত ক'রে দিচ্ছি ॥ ১১॥ হে গন্ধর্ববৃন্দ! অপ্সরাগণই তোমাদের উপভোগের যোগ্য, তারাই তোমাদের পত্নী। এই নিমিত্ত তাদের সঙ্গেই তোমরা মিলিত হও। তোমরা অমরশীল, অতএব মরণশীল ব্যক্তিগণের সাথে সঙ্গতি (বা সম্মিলন) করো না। (এই সূক্তের দ্বারা ব্যাধিসমূহের কীটাণুগুলির বর্ণনা করা হয়েছে এবং ঔষধির দ্বারা সেগুলির বিনাশ-সাধনের বিধি কথিত হয়েছে) ॥ ১২॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'ত্বয়া পূর্বং, ইতি সূক্তস্য গণপ্রযুক্তো বিনিয়োগঃ পূর্বসূক্তেন সহ উক্তঃ। তথা সর্বভূতগ্রহভৈষজ্যার্থং শমীপর্ণচূর্ণং শমীফলমধ্যে কৃত্বা অনেন সূক্তেন অভিমন্ত্র্য আবিষ্টগ্রহং পুরুষং ভোজয়েৎ। অলঙ্কারেণ সহ ধারয়েৎ। তথা ব্যাধিতগৃহং পরিকিরেৎ। সূত্রিতং হি।...ইত্যাদি॥ (৪কা. ৮অ. ২সূ)॥

টীকা — এই সূক্তটি পূর্বসূক্তের সাথে গণপ্রযুক্তে বিনিয়োগ হয়। তথা সর্বভূতগ্রহের ভৈষজ্যার্থে শমীপর্ণচূর্ণ শমীফলের মধ্যে ক'রে এই সূক্তের দ্বারা অভিমন্ত্রিত পূর্বক গ্রহাবিষ্ট পুরুষকে খাওয়ানো কর্তব্য। অলঙ্কারের সাথে ধারণও কর্তব্য। তথা ব্যাধিত ব্যক্তির গৃহে ছড়িয়ে দেওয়া কর্তব্য।...ইত্যাদি॥ (৪কা. ৮অ. ২সূ) ॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : বাজিনীবান্ ঋষভঃ

[ঋষি : বাদরায়ণি। দেবতা : অপ্সরা, ঋষভ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্ প্রভৃতি]

উদ্ভিন্দতীং সংজয়ন্তীমপ্সরাং সাধুদেবিনীম্।
গ্লহে কৃতানি কৃণ্বানামপ্সরাং তামিহ হুবে ॥ ১॥
বিচিন্বতীমাকিরন্তীমপ্সরাং সাধুদেবিনীম্।
গ্লহে কৃতানি গৃহ্ণানামপ্সরাং তামিহ হুবে ॥ ২॥
যায়ৈঃ পরিনৃত্যত্যাদদানা কৃতংগ্লহাৎ।
সা নঃ কৃতানি সীষতী প্রহামাপ্নোতু মায়য়া।
সা নঃ পয়স্বত্যৈতু মা নো জৈষুরিদং ধনম্ ॥ ৩॥
যা অক্ষেষু প্রমোদন্তে শুচং ক্রোধং চ বিভ্রতী।
আনন্দিনীং প্রমোদিনীমপ্সরাং তামিহ হুবে ॥ ৪॥
সূর্যস্য রশ্মীননু যাঃ সঞ্চরন্তি মরীচীর্বা যা অনুসঞ্চরন্তি।
যাসামৃষভো দূরতো বাজিনীবান্ত্সদ্যঃ সর্বান্ লোকান্ পর্য্যেতি রক্ষন্।
স ন এতু হোমমিমং জুষাণোঽন্তরিক্ষেণ সহ বাজিনীবান্ ॥ ৫॥
অন্তরিক্ষেণ সহ বাজিনীবন্ কর্কীং বৎসামিহ রক্ষ বাজিন্।
ইমে তে স্তোকা বহুলা এহ্যর্বাঙিয়ং তে কর্কীহ তে মনোঽস্তু ॥ ৬॥
অন্তরিক্ষেণ সহ বাজিনীবন্ কর্কীং বৎসামিহ রক্ষ বাজিন্।
অয়ং ঘাসো অয়ং ব্রজ ইহ বৎসাং নি বধ্নীমঃ।
যথানাম ব ঈশ্মহে স্বাহা ॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ — দ্যূত ক্রিয়ার অধিদেবতা, বিজয়প্রদা, অক্ষশলাকা ইত্যাদির দ্বারা শোভন ক্রীড়া করণ-শালিনী অপ্সরাকে আমি এই দ্যূত-বিজয়ের কর্মে আহ্বান করছি। দ্যূত ক্রিয়া জয়ের নিমিত্ত কৃত ইত্যাদি-কারিণী অপ্সরা আগতা হয়ে আমার জয় সুনিশ্চিত করুক ॥ ১॥ পাশাগুলিকে একত্রিত ক'রে সেগুলিকে বহু কোষ্ঠে বিজয় হেতু নিক্ষেপ ক'রে, অক্ষশলাকা ইত্যাদির দ্বারা শোভনতাপূর্বক ক্রীড়াশালিনী দ্যূতক্রিয়ার অধিদেবতা অপ্সরাকে আমি এই দ্যূত-বিজয়শালী কর্মে আহ্বান করছি। দ্যূতক্রিয়া জয়ের নিমিত্ত কৃত ইত্যাদি-কারিণী অপ্সরা আগতা হয়ে আমার জয় সুনিশ্চিত করুক ॥ ২॥ যে অপ্সরা কৃত ইত্যাদি শব্দের দ্বারা কথিত অক্ষগত সংখ্যাবিশেষ বা অয়ের দ্বারা বিজয় প্রাপ্ত হওয়ার কারণে নৃত্যপরা হয়ে থাকে, সে গ্রহণযোগ্য পাশাসমূহে কৃত নামক চারিসংখ্যক অয়কে রক্ষা পূর্বক নিক্ষেপযোগ পাশাসমূহের উপর আপন মায়ার সাথে প্রতিষ্ঠিত হোক এবং আমাদের বিজিত গো-ইত্যাদি ধনের সাথে প্রাপ্ত হোক। কৌশলের উপরে রক্ষিত (অর্থাৎ দাবার পাশায় প্রাপ্ত) আমাদের ধনকে অন্য দ্যূত-ক্রিয়াশীল যেন জয় ক'রে না নিতে পারে ॥ ৩॥ যে অপ্সরা অভিলষিত জয়ের অভাবে শোকাকে উৎপন্ন ক'রে থাকে এবং পুনরায় বিজয়-প্রাপ্তির

অভিপ্রায়ে ক্রোধকে উৎপন্ন ক'রে থাকে, সেই অপ্সরা দ্যূত-সাধন অক্ষে প্রসন্ন হয়; আমি তাকে আহ্বান করছি। দ্যূতক্রিয়া জয়ের নিমিত্ত কৃত-ইত্যাদি-কারিণী অপ্সরা আগতা হয়ে আমার জয় সুনিশ্চিত করুক ॥ ৪॥ যে অপ্সরাগণের স্বামী দূরস্থ অন্তরিক্ষলোকে বিচরণ করেন এবং উষার সাথে যুক্ত হন, সেই সূর্য সকল লোকের রক্ষক রূপে সকল দিকে সঞ্চারমান হোন। সেই সূর্য অপ্সরাগণের সাথে আমাদের সমীপে আগমন পূর্বক এই হব্য গ্রহণ করুন ॥ ৫॥ হে সূর্য! তুমি অপ্সরাগণের সাথে যুক্ত এবং উষাবান্ হয়ে আছো। এই গাভীবর্গের শ্বেতবর্ণশালী বৎসমুদায়কে রক্ষা পূর্বক তাদের পোষণ করো। তোমার দুগ্ধ ইত্যাদির বিন্দু বিন্দু ধারা সমৃদ্ধ হয়ে আমাদের প্রাপ্ত হোক। এই শ্বেত বর্ণশালিনী তোমার গাভী এই গোষ্ঠে অবস্থিত আছে। তুমি আমাদের নমস্কার স্বীকার করো ও আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হও ॥ ৬॥ হে অপ্সরাবৃন্দের সাথে যুক্ত, উষাবান্ সূর্য! এই স্থানের শ্বেত বর্ণশালী বৎসগণকে রক্ষা করো; তাদের পোষণপূর্বক বৃদ্ধি সাধন করো। খাদ্যের নিমিত্ত দীয়মান এই ঘাস পৌষ্টিক (পুষ্টিকর) হোক। এই গোষ্ঠ গাভীগণের দ্বারা সমৃদ্ধ হোক। এই গোষ্ঠে আমরা বৎসগণকে দ্বাদশ রজ্জুর দ্বারা বন্ধন করছি। যে প্রকারে তুমি স্বামী হয়েছো, সেই প্রকারে আমরা যাতে তাদের অধিপতি হ'তে পারি, সেইভাবেই বন্ধন করছি। যথানামে স্বাহামন্ত্রে এই হবিঃ আহুত হচ্ছে ॥ ৭॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'উদ্ভিন্দতীং সংজয়ন্তীং' ইতি সূক্তেন দ্যূতজয়কর্মণি অক্ষান্ অভিমন্ত্র্য দেবনং কুর্যাৎ। সূত্রিতং হি।...ইত্যাদি ॥ (৪কা. ৮অ. ৩সূ)॥

টীকা — দ্যূতজয়-কর্মে এই সূক্তের দ্বারা অক্ষগুলি অভিমন্ত্রিত ক'রে অক্ষক্রীড়া করানো কর্তব্য।... ইত্যাদি ॥ (৪কা. ৮অ. ৩সূ) ॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : সংনতি

[ঋষি : অঙ্গিরা ব্রহ্মা। দেবতা : পৃথিবী, অগ্নি প্রভৃতি। ছন্দ : বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্]

পৃথিব্যামগ্নয়ে সমনমন্ত্স আর্ধ্নোৎ।
যথা পৃথিব্যামগ্নয়ে সমনমন্নেবা মহ্যঃ সংনমঃ সং নমন্তু ॥ ১॥
পৃথিবী ধেনুস্তস্যা অগ্নির্বৎসঃ।
সা মেঽগ্নিনা বৎসেনেষমূর্জং কামং দুহাম্।
আয়ুঃ প্রথমং প্রজাং পোষং রয়িং স্বাহা ॥ ২॥
অন্তরিক্ষে বায়বে সমনমন্ত্স আর্ধ্নোৎ।
যথান্তরিক্ষে বায়বে সমনমন্নেবা মহ্যং সংনমঃ সং নমন্তু ॥ ৩॥
অন্তরিক্ষং ধেনুস্তস্যা বায়ুর্বৎসঃ।
সা মে বায়ুনা বৎসেনেষমূর্জং কামং দুহাম্।
আয়ুঃ প্রথমং প্রজাং পোষং রয়িং স্বাহা ॥ ৪॥

দিব্যাদিত্যায় সমনমন্ত্স আর্ধ্নোৎ।
যথা দিব্যাদিত্যায় সমনমন্নেবা মহ্যং সংনমঃ সং নমন্তু ॥ ৫॥
দ্যৌর্ধেনুস্তস্যা আদিত্যো বৎসঃ।
সা ম আদিত্যেন বৎসেনেষমূর্জং কামং দুহাম্।
আয়ুঃ প্রথমং প্রজাং পোষং রয়িং স্বাহা ॥ ৬॥
দিক্ষু চন্দ্রায় সমনমন্ত্স আর্ধ্নোৎ।
যথা দিক্ষু চন্দ্রায় সমনমন্নেবা মহ্যং সংনমঃ সং নমন্তু ॥ ৭॥
দিশো ধেনবস্তাসাং চন্দ্রো বৎসঃ।
তা মে চন্দ্রেণ বৎসেনেষমূর্জং কামং দুহাম্।
আয়ুঃ প্রথমং প্রজাং পোষং রয়িং স্বাহা ॥ ৮॥
অগ্নাবগ্নিশ্চরতি প্রবিষ্ট ঋষীণাং পুত্রো অভিশস্তিপা উ।
নমস্কারেণ নমসা তে জুহোমি মা দেবানাং মিথুয়া কর্ম ভাগম্ ॥ ৯॥
হৃদা পুতং মনসা জাতবেদো বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
সপ্তাস্যানি তব জাতবেদস্তেভ্যো জুহোমি স জুষস্ব হব্যম্ ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — অগ্নিদেব ভূতসমূহের সাথে যুক্ত (বা প্রাণীসমূহের দ্বারা প্রণত) হয়ে থাকেন। সেই অগ্নিদেবকে সকল প্রাণী প্রাপ্ত হয়ে থাকে; এই রকমে আমার অভিলষিত ফলগুলি আমাকে প্রাপ্ত হোক ॥ ১॥ পৃথিবী ধেনু, অগ্নি তার বৎস-স্বরূপ। সেই পৃথিবী অগ্নিরূপী বৎসের দ্বারা অন্ন, পুত্র, পশু ইত্যাদিতে শত বর্ষশালিনী আয়ু ইত্যাদি সকল কাম্য বস্তুসমূহ প্রদান করুক। সেই পৃথিবীর সকল অবদান আমাকে প্রাপ্ত হোক ॥ ২॥ অন্তরিক্ষ লোকের অধিস্বামী রূপে অবস্থিত বায়ুর নিকটে সেই স্থানস্থায়ী যক্ষ, গন্ধর্ব ইত্যাদি নিবাসকারীগণ একত্রে প্রণত হয়ে থাকে এবং তাদের দ্বারা বায়ুও সমৃদ্ধি লাভ ক'রে থাকেন; তেমনই সমৃদ্ধি আমাকে প্রাপ্ত হোক ॥ ৩॥ অন্তরিক্ষ লোক ঈপ্সিত ফলদায়ক হওয়ার কারণে পয়স্বিনী ধেনুর ন্যায় হয়ে থাকে, এবং বায়ু তার বৎস-স্বরূপ। সেই অন্তরিক্ষ আপন বায়ুরূপী বৎসের দ্বারা অন্ন, অন্ন-রস, পুত্র, পশু, শতায়ু প্রজা ইত্যাদিকে পুষ্টির দ্বারা ঈপ্সিত বস্তুসমূহ প্রদান করুক। সেই অন্তরিক্ষের সকল অবদান আমাকে প্রাপ্ত হোক ॥ ৪॥ যেমন সূর্যমণ্ডলের নিবাসীগণ, সূর্যের সম্মুখে নত হয়ে থাকে এবং সেই সূর্য সেই দ্যুলোকে বাসকারীগণের সাথেই প্রবৃদ্ধ হয়ে থাকেন। তাদেরই মতো ঈপ্সিত ফলগুলি আমার দিকে নত হোক ॥ ৫॥ অভিলষিত ফল প্রদানের কারণে আকাশ (অর্থাৎ দ্যুলোক) ধেনু এবং সূর্য তার বৎস-স্বরূপ। এই আকাশ আপন সূর্যরূপী বৎসের দ্বারা অন্ন, বল,পুত্র, পশু, শতবর্ষের আয়ু ইত্যাদি সকল ঈপ্সিত বস্তুসমূহ প্রদান করুক। সেই দ্যুলোকের সকল অবদান আমাকে প্রাপ্ত হোক ॥ ৬॥ পূর্ব ইত্যাদি দিক্সমূহের প্রাণীগণ তাদের অধিস্বামীরূপে স্থিত চন্দ্রমার দ্বারা প্রসন্ন হয়ে প্রণত হয়ে থাকে, এবং চন্দ্রমা তাদের দ্বারা সম্পন্নতা প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। আমি সেই রকম সম্পন্নতা প্রাপ্ত হবো ॥ ৭॥ দিক্সমূহ ঈপ্সিত ফলদায়ক হওয়ার কারণে ধেনুস্বরূপ এবং চন্দ্রমা তার বৎস। সেই দিক্‌রূপা গাভী আপন চন্দ্ররূপী বৎসের দ্বারা অন্ন, অন্ন-রস, পুত্র, পশু, শতবর্ষের আয়ু ইত্যাদি দান পূর্বক আমার বৃদ্ধি সাধিত করুন। সেই দিকসমূহের সকল অবদান আমাকে প্রাপ্ত হোক ॥ ৮॥ মন্ত্রের শক্তির

প্রভাবে অগ্নিদেব অঙ্গার রূপে স্থিত আহ্বনীয় অগ্নির মধ্যে বাস ক'রে থাকেন। মন্ত্রদ্রষ্টা অথর্বা, অঙ্গিরা ইত্যাদির পুত্র। তিনি মিথ্যাপবাদ হ'তে রক্ষা ক'রে থাকেন। এই হেন অগ্নির উদ্দেশে আমি হবিরন্ন প্রদান করছি। আমরা দেবতাদের প্রাপ্য ভাগকে করবো না (অর্থাৎ সত্য ব'লে স্বীকার করবো) ॥ ৯॥ হে অগ্নিদেব! তুমি জাতবেদা, অর্থাৎ সকল প্রাণীজাতের জ্ঞাতা, দান ইত্যাদি গুণসমূহের সাথে যুক্ত; তোমার মুখবিবরে সপ্তসংখ্যক জিহ্বা (অগ্নি সপ্তার্চি) বর্তমান। আমি সেই সপ্ত-জ্বিহা সমন্বিত মুখকে উন্মুক্ত করণের নিমিত্ত শুদ্ধান্তঃকরণে পূর্ণাহুতি প্রদান করছি ॥ ১০॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'পৃথিব্যাং অগ্নয়ে' ইতি সূক্তেন সর্বসংপতকামঃ মান্ত্রবর্ণিকীঃ পৃথিব্যাদ্যা দেবতা যজত উপতিষ্ঠতে বা। সূত্রিতং হি।...ইত্যাদি॥ (৪কা. ৮অ. ৪সূ)॥

টীকা — সর্ব সম্পৎকামী জন এই সূক্তের দ্বারা পৃথিবী ইত্যাদি দেবতার উদ্দেশে যজন-যাজন করবেন।...ইত্যাদি ॥ (৪কা. ৮অ. ৪সূ) ॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : শত্রুনাশনম্

[ঋষি : শুক্র। দেবতা : জাতবেদা প্রভৃতি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

যে পুরস্তাজ্জুহ্বতি জাতবেদঃ প্রাচ্যা দিশোঽভিদাসন্ত্যস্মান্।
অগ্নিমৃত্বা তে পরাঞ্চো ব্যথন্তাং প্রত্যগেনান্ প্রতিসরেণ হন্মি ॥ ১॥
যে দক্ষিণতো জুহ্বতি জাতবেদো দক্ষিণায়া দিশোঽভিদাসন্ত্যস্মান্।
যমমৃত্বা তে পরাঞ্চো ব্যথন্তাং প্রত্যগেনান্ প্রতিসরেণ হন্মি ॥ ২॥
যে পশ্চাজ্জুহ্বতি জাতবেদঃ প্রতীচ্যা দিশোঽভিদাসন্ত্যস্মান্।
বরুণমৃত্বা তে পরাঞ্চো ব্যথন্তাং প্রত্যাগেনান্ প্রতিসরেণ হন্মি ॥ ৩॥
য উত্তরতো জুহ্বতি জাতবেদ উদীচ্যা দিশোঽভিদাসন্ত্যস্মান্।
সোমমৃত্বা তে পরাঞ্চো ব্যথন্তাং প্রত্যগেনান্ প্রতিসরেণ হন্মি ॥ ৪॥
যেঽধস্তাজ্জুহ্বতি জাতবেদো ধ্রুবায়া দিশোঽভিদাসন্ত্যস্মান্।
ভূমিমৃত্বা তে পরাঞ্চো ব্যথন্তাং প্রত্যগেনান্ প্রতিসরেণ হন্মি ॥ ৫॥
যেঽন্তরিক্ষাজ্জুহ্বতি জাতবেদো ব্যধ্বায়া দিশোঽভিদাসন্ত্যস্মান্।
বায়ুমৃত্ব্য তে পরাঞ্চো ব্যথন্তাং প্রত্যগেনান্ প্রতিসরেণ হন্মি ॥ ৬॥
য উপরিষ্টাজ্জুহ্বতি জাতবেদ ঊর্ধ্বায়া দিশোঽভিদাসন্ত্যস্মান্।
সূর্যমৃত্ব্য তে পরাঞ্চো ব্যথন্তাং প্রত্যগেনান্ প্রতিসরেণ হন্মি ॥ ৭॥
যে দিশামন্তর্দেশেভ্যো জুহ্বতি জাতবেদঃ সর্বাভ্যো দিগ্‌ভ্যোঽভিদাসন্ত্যস্মান্।
ব্রহ্মর্ত্বা তে পরাঞ্চো ব্যথন্তাং প্রত্যগেনান্ প্রতিসরেণ হন্মি ॥ ৮॥

বঙ্গানুবাদ — হে অগ্নি! তুমি উৎপন্ন প্রাণীসমূহের জ্ঞাতা (জাতবেদা)। যে শত্রু অভিচার কর্মের

দ্বারা পূর্ব দিক্ হ'তে আমাদের বিনাশ করতে ইচ্ছা করে, সেই শত্রু ঐ দিক্-অধিপতি অগ্নির নিকট গমন পূর্বক ভস্ম হয়ে যাক। আমি এই সকল অভিচার কর্মশালী শত্রুগণকে এই প্রতিসর (শোধক মন্ত্র সমন্বিত) কর্মের দ্বারা নাশ করছি ॥ ১ ॥ হে অগ্নি! যে শত্রু অভিচার কর্মের দ্বারা দক্ষিণ দিক্ হ'তে আমাদের ক্ষীণ করতে ইচ্ছা করে, সেই শত্রু ঐ দিক্-অধিপতি যমের নিকট গমন পূর্বক সন্তাপিত হোক। আমি এইসকল অভিচার কর্মশালী শত্রুগণকে প্রতিসর কর্মের দ্বারা নাশ করছি ॥ ২ ॥ হে অগ্নি! তুমি উৎপন্ন প্রাণীসমূহে জ্ঞাতা। যে শত্রু পশ্চিম দিক্ হ'তে অভিচার কর্মের দ্বারা আমাদের নাশ করতে ইচ্ছা করে, তারা সেই দিকের অধিস্বামী বরুণের নিকট গমন পূর্বক ব্যথা-প্রাপ্ত হোক। আমি এই সকল অভিচার করণশালী শত্রুগণকে প্রতিসর কর্মের দ্বারা বিনাশ করছি ॥ ৩ ॥ হে অগ্নি! যে শত্রু উত্তর দিক্ হ'তে অভিচার কর্মের দ্বারা আমাদের নাশ করতে আকাঙ্ক্ষা করে, তারা সেই দিকের অধিস্বামী সোমের নিকট গমন পূর্বক ব্যথিত হোক, এবং আমাদের নিকট হ'তে প্রত্যাবর্তন করুক। আমি এই সকল অভিচার কর্মকারী শত্রুগণকে প্রতিসর কর্মের দ্বারা বিনাশ করছি ॥ ৪ ॥ হে অগ্নি! তুমি জাতমাত্র প্রাণীগণের জ্ঞাতা। যে শত্রু নিম্ন দিক্ হ'তে অভিচার কর্মের দ্বারা আমাদের হনন করতে ইচ্ছা করে, তারা সেই দিকের অধিদেবতা পৃথিবীর নিকটে উপস্থিত হয়ে ব্যথায় জর্জরিত হোক। আমি সেই সকল শত্রুগণকে প্রতিসর কর্মের দ্বারা নির্বীর্য ক'রে দিচ্ছি ॥ ৫ ॥ হে অগ্নি! দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যস্থানবর্তী অন্তরিক্ষ লোকের দিক হ'তে যে শত্রু অভিচার কর্ম সাধনের দ্বারা আমাদের বিনাশ করতে ইচ্ছুক হয়, সেই শত্রু সেই দিকের অধিস্বামী বায়ুদেবতার নিকট সমুপস্থিত হয়ে ব্যথাপ্রাপ্ত হোক এবং আমাদের নিকট হ'তে দূরে গমন করুক। আমি সেই সকল শত্রুগণকে প্রতিসর কর্মের দ্বারা বিনাশ ক'রে দিচ্ছি ॥ ৬ ॥ হে অগ্নি! যে শত্রু ঊর্ধ্ব দিকস্থ দ্যুলোক হ'তে অভিচার কর্মের দ্বারা আমাদের বধ করতে ইচ্ছা করে, সেই শত্রু সেই দিকের অধিস্বামী সূর্যের নিকটে গমন পূর্বক যন্ত্রণা লাভ করুক এবং আমাদের নিকট হ'তে দূরে গমন করুক। আমি সেই সকল অভিচার কর্মকারী শত্রুগণকে প্রতিসর কর্মের দ্বারা বিনাশ করছি ॥ ৭ ॥ হে অগ্নি! পূর্ব ইত্যাদি দিক সমূহের অন্তরালবর্তী স্থান হ'তে অভিচার কর্মের দ্বারা আমাদের ক্ষীণ ক'রে থাকে, তারা সকলে শক্তিহীন হয়ে যাক এবং আমাদের দিক হ'তে বিমুখ (বা পরাঙ্মুখ) হয়ে সকলকে বশীভূত করণশালী পরব্রহ্মের নিকট গমন পূর্বক ব্যথাগ্রস্ত হোক। আমি সেই সকল শত্রুবর্গকে প্রতিসর কর্মের দ্বারা বিনাশ করছি ॥ ৮ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'যে পুরস্তাৎ' ইতি সূক্তস্য 'দুষ্যা দুষিরসি (২/১১) যে পুরস্তাৎ (৪/৪০) ঈশানাং ত্বা (৪/১৭) ইত্যাদিকৃত্যাপ্রতিহরণগণে (কৌ. ৫/৩) পাঠাৎ কৃত্যানির্হরণকর্মণি শান্ত্যদকাদৌ বিনিয়োগঃ ॥ (৪কা. ৮অ. ৫সূ)॥

টীকা — এই সূক্তটি এবং দ্বিতীয় কাণ্ডের তৃতীয় অনুবাকের প্রথম সূক্ত ও চতুর্থ কাণ্ডের চতুর্থ অনুবাকের দ্বিতীয় সূক্ত ইত্যাদি কৃত্যাপ্রতিহরণগণে পঠিত কৃত্যা-নিবারণ কর্মে ও শান্ত্যদক কর্মে বিনিয়োগ হয় ॥(৪কা. ৮অ. ৫সূ)॥

॥ ইতি চতুর্থং কাণ্ডং সমাপ্তম্ ॥

পঞ্চম কাণ্ড।

প্রথম অনুবাক

প্রথম সূক্ত : অমৃতাসুঃ

[ঋষি : বৃহদিবোঽথর্বা। দেবতা : বরুণ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অষ্টি]

ঋধঙ্‌মন্ত্রো যোনিং য আবভূবামৃতাসুর্বর্ধমানঃ সুজন্মা।
অদব্ধাসুর্ভ্রাজমানোঽহেব ত্রিতো ধর্তা দাধার ত্রীণি ॥ ১॥
আ যো ধর্মাণি প্রথমঃ সসাদ ততো বপূংষি কৃনুযে পুরূণি।
ধাস্যুর্যোনিং প্রথম আ বিবেশা যো বাচমনুদিতাং চিকেত ॥ ২॥
যস্তে শোকায় তন্বং রিরেচ ক্ষরদ্ধিরণ্যং শুচয়োঽনু স্বাঃ।
অত্রা দধেতে অমৃতানি নামাস্মে বস্ত্রাণি বিশ এরয়ন্তাম্ ॥ ৩॥
প্র যদেতে প্রতরং পূর্ব্যং গুঃ সদঃসদ আতিষ্ঠন্তো অজুর্যম্।
কবিঃ শুষস্য মাতরা রিহাণে জাম্যৈ ধুর্যং পতিমেরয়েথাম্ ॥ ৪॥
তদূ যু তে মহৎ পৃথুজ্মন্ নমঃ কবিঃ কাব্যেনা কৃণোমি।
যৎ সম্যঞ্চাবভিয়ন্তাবভি ক্ষামত্রা মহী রোধচক্রে বাবৃধেতে ॥ ৫॥
সপ্ত মর্যাদাঃ কবয়স্ততক্ষুস্তাসামিদেকামভ্যং হুরো গাৎ।
আযোর্হি স্কম্ভ উপমস্য নীড়ে পথাং বিসর্গে ধরুণেষু তস্থৌ ॥ ৬॥
উতামৃতাসুর্ব্রত এমি কৃণ্বন্নসুরাত্মা তন্বস্তৎ সমদ্গুঃ।
উত বা শক্রো রত্নং দধাত্যূর্জয়া বা যৎ সচতে হবির্দাঃ ॥ ৭॥
উত পুত্রঃ পিতরং ক্ষত্রমীড়ে জ্যেষ্ঠং মর্যাদমহ্বয়ন্ত্স্বস্তয়ে।
দর্শন্ নু তা বরুণ বাস্তে বিষ্ঠা আবর্ব্রততঃ কৃণবো বপূংষি ॥ ৮॥
অর্ধমর্ধেন পয়সা পৃণক্ষ্যর্ধেন ন শুষ্ম বর্ধসে অমুর।
অবিং বৃধাম শগ্মিয়ং সখায়ং বরুণং পুত্রমদিত্যা ইষিরম্।
কবিশস্তান্যস্মৈ বপূংয্যবোচাম রোদসী সত্যবাচা ॥ ৯॥

বঙ্গানুবাদ — দিনের সমান প্রকাশিত, ত্রিলোকের পালক, রক্ষক এবং ধারক পরমাত্মা যোনির দ্বারা উৎপন্ন হয়ে জীবাত্মারূপে প্রকটিত হয়েছেন। এই জীবাত্মা যখন ব্রাহ্মণহিতৈষী পরমাত্মার চিন্তনে ব্যাপৃত থাকেন, তখন তিনি ঈশ্বরত্ব লাভ ক'রে থাকেন। মনু ইত্যাদি ঋষিগণ চৌর্য, গুরুপত্নী-গমন, ব্রহ্মহত্যা, ভ্রূণহত্যা, মদ্যপান, মিথ্যাভাষণ এবং পাপকর্ম সাধন জীবাত্মার পক্ষে নিষিদ্ধ করেছেন। যে জীবাত্মা তা পালন করে না, সে পাপী। ঋষিগণের বাক্যকে মর্যাদা দানশীল পুরুষ (জীবাত্মা) মৃত্যুকালে সূর্যমণ্ডলস্থিথ আদিত্যের স্থানকে মহাপ্রলয় পর্যন্ত প্রাপ্ত হয়ে থাকে। যে বলের সাথে হবিঃ দান ক'রে থাকে, তাকে (বরুণরূপী) ইন্দ্রদেব রত্ন ইত্যাদি প্রদান করেন। বরুণ দেবতা এই

সেনাদলকে দুগ্ধ ইত্যাদির দ্বারা বর্ধন করেন। এই জীবাত্মা বিদ্বান ঋষিগণের দ্বারা এইভাবে প্রশংসিত হয়েছেন ॥ ১-৯॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — পঞ্চমে কাণ্ডে ষড়নুবাকাঃ। তত্র প্রথমেনুবাকে পঞ্চ সূক্তানি তত্র 'ঋধঙ্মন্ত্রঃ' 'তদিদ্ দাস' ইতি সূক্তাভ্যাং হস্তিপৃষ্ঠে পুরুষশিরসি বা নিহিতায়াং আশ্বত্থ্যাং পাত্র্যাং ত্রিবৃতি গোময় পরিচয়ে অগ্নিং প্রজ্বাল্য আজ্যং জুহুৎ শত্রূন অভিক্রামতি সংগ্রামজয়কাম ॥

তথা তস্মিন্নেব কর্মণি বরাহখাতমৃত্তিকাং আনীয় রাজানো বেদিং কুর্বন্তি। ততঃ পুরোধা আভ্যাং সূক্তাভ্যাং আজ্যং সক্তুংশ্চ জুহুয়াৎ। ধনুরিধ্মে তন্ত্রে ধনুঃসমিধঃ দুম্বিধ্মে তন্ত্রে ইষুসমিধশ্চ আদধাতি। অপি চ ধনুঃ সম্পাতবৎ বিমৃজ্য অভিমন্ত্র্য রাজ্ঞে প্রযচ্ছতি ॥

তথা অস্মিন্নেব কর্মণি যুদ্ধে একবাণেন মৃতস্য পুরুষস্য ইধ্মং উপসমাধায় উপরি চক্রং ধারয়িত্বা দীর্ঘদণ্ডেন স্রুবেন আভ্যাং চক্রচ্ছিদ্রে অগ্নৌ আজ্যং জুহোতি। উত্তিষ্ঠ সন্নহ্য প্রহর যুধ্যস্বেত্যাদিকাং প্রোৎসাহবাচং শ্রুত্বা যুদ্ধে যোজয়েৎ ॥

'যদি চিন্নুত্বা' (৫।২।৪) ইতি ঋচং পরসৈনিকান্ অনুব্রূয়াৎ ॥

এতেষাং কর্মণাং বিকল্পঃ। কৃতৈরবশ্যং জয়ো ভবতি। রাজা বৈশ্যশ্চেদ্ উক্তানি কর্মাণি 'যদি চিন্নুত্বা' (৫।২।৪) ইতি ঋচা কার্যাণি। জয়কামো সেনাপতিশ্চেদ্ উক্তান্যেব কর্মণি 'ত্বয়া বয়ং' (৫।২।৫) ইত্যেকয়া ঋচা কার্যাণি। যুদ্ধযোগ্যত্বপরীক্ষণকর্মণি 'নি তৎ দধিষে' (৫।২।৬) ইতি ঋচা উদপাত্রং অভিমন্ত্র্য তস্মিন্ দ্বৌ দ্বৌ যোদ্ধারৌ রাজা অবেক্ষয়েৎ। তয়োর্মধ্যে যং যং ন পশ্যেৎ তং তং যুধি ন যোজয়েৎ। 'নি তৎ দধিষে' ইতি ঋচা নবে রথে সসারথিং রাজানং আস্থাপয়তি॥

সূত্রিতং হি....।

তথা পুষ্টিকর্মসু আভ্যাং সূক্তাভাং মৈশ্রধান্যং ভ্রষ্টপিষ্টং অজালোহিতমিশ্রিতং রসমিশ্রিতং চ সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য অশ্নীয়াৎ।

তথা তেস্বেব কর্মসু আভ্যাং সূক্তাভ্যাং ত্রিষু উদুম্বরচমসেষু প্লক্ষচমসেষু বা মৈশ্রধান্যং প্রক্ষিপ্য রসাংশ্চ সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য অশ্নীয়াৎ। তত্র সূক্তোক্তমন্ত্রৈঃ পূর্বাহ্নমধ্যাহ্নাপরাহ্নিকালে একৈকচমসভক্ষনং ॥

তথা তত্রৈব কর্মসু আভ্যাং সূক্তাভ্যাং ঋতুমত্যাঃ স্ত্রীয়া লোহিতং রসমিশ্রিতং কৃত্বা সম্পাত্যাভিমন্ত্র্য প্রাদেশিনীমধ্যমাঙ্গুলিভ্যাং প্রাশ্নীয়ৎ।

তদ্ উক্তং কৌশিকেন।....।

তথা ক্ষেত্রং কাময়মানঃ কাম্যমানে ক্ষেত্রে আভ্যাং সূক্তাভ্যাং ভক্তং দধিমধুমিশ্রং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য অশ্নীয়াৎ। তৎ উক্তং কৌশিকেন।...

তথা সপ্তগ্রামলাভকর্মণি অস্য সূক্তস্য বিনিয়োগঃ। তৎ উক্তং কৌশিকেন।...সংবৎসরং ব্রহ্মচর্যং কৃত্বা ততো মৈথুনং কৃত্বা রেতস্তণ্ডুলামিশ্রং কৃত্বা সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য অশ্নাতীতি সত্যার্থঃ॥

তথা সমৃদ্ধিকর্মণ্যপি বিনিযুজ্যতে সূক্তদ্বয়ং এতৎ। 'নিশায়াং আগ্রয়ণতণ্ডুলান্ উদঙ্কাং মধুমিশ্রান্ নিদধাতি আ যবানাং পক্তেঃ। এবং যবান উভয়ান্ সমোপ্য। ত্রিবৃতি গোময়পরিচয়ে শৃতং অশ্নাতি' ইতি (কৌ. ৩।৫)। শরদি ব্রীহিতণ্ডুলান্ মধুমিশ্রিতাংশ্চর্মভাণ্ডে নিধায় নিখন্যাৎ আ যবপচনমাসাৎ। তথৈব যবপচনর্তৌ যবানপি তাদৃশ এব ভাণ্ডে ব্রীহিপচনকাল পর্যন্তং নিধায় নিখন্যাৎ। অনন্তরং উভয়ান্ মিশ্রীকৃত্য ত্রিগুণিতে গোময়পরিচয়ে শ্রপয়িত্বা সম্পাত্যাভিমন্ত্র্য অশ্নাতীতি তস্যার্থঃ।

তথা গর্ভদৃংহণকর্মণি 'ঋধঙ্মন্ত্রঃ' ইতি সূক্তস্য প্রথমায়া ঋচো বিনিয়োগঃ। স চ 'যথেয়ং পৃথিবীং মহী' (৬/১৭) ইতি সূক্তস্য প্রস্তাবনায়াং অনুসন্ধেয়ঃ ॥ (৫কা. ১অ. ১সূ.)॥

টীকা — সায়ণাচার্য এই পঞ্চম কাণ্ডটির ব্যাখ্যা প্রদানে নিরস্ত থেকেছেন; অবশ্য বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিস্তৃত বিবরণ উল্লেখ করেছেন। আমরা হিন্দীবলয়ে বহুল প্রচারিত কয়েকটি গ্রন্থ থেকে 'সূক্তসার' অংশটি গ্রহণ করেছি; যদিও তথাকথিত পণ্ডিতবর্গ এই কাণ্ডটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

এই সূক্তটি এবং এর পরবর্তী সূক্তটির দ্বারা সংগ্রাম-জয়েচ্ছু জন হস্তীর পৃষ্ঠে অথবা আপন মস্তকে স্থাপিত অশ্বত্থ কাষ্ঠের দ্বারা নির্মিত যজ্ঞপাত্রে গোময় (ঘুঁটে) রক্ষণ পূর্বক তাতে অগ্নি প্রজ্বলিত ক'রে আজ্যাহুতি প্রদান ক'রে শত্রুকে আক্রমণ করবেন। তথা সেইরকম কর্মে বরাহখাত মৃত্তিকা আনয়ন ক'রে রাজগণ বেদি নির্মাণ করবেন; অতঃপর পুরোধা (পুরোহিত) এই সূক্তদ্বয়ের দ্বারা আজ্য ও সক্তু আহুতি প্রদান করবেন। এই সূক্ত মন্ত্রে ধনু অভিমন্ত্রিত ক'রে রাজাকে প্রদান করা কর্তব্য।...আভিচারিক কর্মকুশল ব্যক্তি উপর্যুক্ত 'সূক্তস্য বিনিয়োগঃ' অংশে আরও বহু প্রকারে এই সূক্তের বিনিয়োগ প্রাপ্ত হবেন ॥ (৫কা. ১অ. ১সূ) ॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : ভুবনেষু জ্যেষ্ঠঃ

[ঋষি : বৃহদিবোঽথর্বা। দেবতা : বরুণ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

তদিদাস ভুবনেষু জ্যেষ্ঠং যতো জজ্ঞ উগ্রস্ত্বেষনৃম্ণঃ।
সদ্যো জজ্ঞানো নি রিণাতি শত্রূননু যদেনং মদন্তি বিশ্ব ঊমাঃ ॥ ১॥
বাবৃধানঃ শবসা ভূর্যোজাঃ শত্রুর্দাসায় ভিয়সং দধাতি।
অব্যনচ্চ ব্যনচ্চ সস্নি সং তে নবন্ত প্রভৃতা মদেষু ॥ ২॥
ত্বে ক্রতুমপি পৃঞ্চন্তি ভূরি দ্বির্যদেতে ত্রির্ভবন্ত্যূমাঃ।
স্বাদোঃ স্বাদীয়ঃ স্বাদুনা সৃজা সমদঃ সু মধু মধুনাভি যোধীঃ ॥ ৩॥
যদি চিন্নু ত্বা ধনা জয়ন্তং রণেরণে অনুমদন্তি বিপ্রাঃ।
ওজীয়ঃ শুষ্মিন্‌ত্স্থিরমা তনুষ্ব মা ত্বা দভন্ দুরেবাসঃ কশোকাঃ ॥ ৪॥
ত্বয়া বয়ং শাশদ্মহে রণেষু প্রপশ্যন্তো যুধেন্যানি ভূরি।
চোদয়ামি ত আয়ুধা বচোভিঃ সং তে শিশামি ব্রহ্মণা বয়াংসি ॥ ৫॥
নি তদ্ দধিষেঽবরে পরে চ যস্মিন্নাবিথাবসা দুরোণে।
আ স্থাপয়ত মাতরং জিগত্নুমত ইন্বত কর্বরাণি ভূরি ॥ ৬॥
স্তুষ্ব বর্ষ্মন্ পুরবর্ত্মানং সমৃভ্বাণমিনতমমাপ্তমাপ্ত্যানাম্।
আ দর্শতি শবসা ভূর্যোজাঃ প্র সক্ষতি প্রতিমানং পৃথিব্যাঃ ॥ ৭॥
ইমা ব্রহ্ম বৃহদ্দিবঃ কৃণবদিন্দ্রায় শূষমগ্রিয়ঃ স্বর্ষাঃ।
মহো গোত্রস্য ক্ষয়তি স্বরাজা তুরশ্চিদ্ বিশ্বমর্ণবৎ তপস্বান্ ॥ ৮॥

এবা মহান্ বৃহদ্দিবো অথর্বাবোচৎ স্বাং তন্বমিন্দ্রমেব।
স্বসারৌ মাতরিভ্বরী অরিপ্রে হিন্বন্তি চৈনে শবসা বর্ধয়ন্তি চ ॥ ৯॥

সূক্তসার — এই (বরুণরূপী) ইন্দ্রদেব ধনবান্ এবং বলিষ্ঠ হওয়ার কারণে শ্রেষ্ঠ (বা উত্তম) ব'লে মান্য হয়ে থাকেন। তিনি প্রকটিত হওয়া মাত্রই শত্রুবর্গকে সংহার করতে থাকেন ব'লে তাঁর দ্বারা রক্ষিত সৈনিকগণ হর্ষে নিমগ্ন হয়ে থাকে। সম্পূর্ণ বিশ্ব ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়। বৈতনিক বীর যুদ্ধ ইত্যাদিতে পরমাত্মাকে প্রার্থনা ক'রে থাকে। বরুণরূপী পরমাত্মা জন্ম, সংস্কার ও যুদ্ধ-দীক্ষা এই তিন জন্ম হ'তে উৎপন্ন হয়ে ব্যাপক যজ্ঞানুষ্ঠানকে তাঁর মধ্যে মিলিত ক'রে থাকেন। তাঁর দ্বারা আমরা সকল বিপত্তিকে সমাপ্ত ক'রে দিয়ে থাকি। যে গৃহে শ্রেষ্ঠ সাধারণ প্রাণীসমূহ পালিত হয়, যে গৃহে তারা অন্নের সাথে রক্ষিত হয়, সেখানে গতিমতী কালিকা মাতার শক্তি স্থাপিত হয়। স্বর্গপ্রাপ্তির অভিলাষী হয়ে রাজা মহান্ শ্লোকের দ্বারা বরুণকে প্রসন্ন ক'রে থাকেন এবং বরুণদেব মেঘ-বর্ষণের দ্বারা জগৎকে পূর্ণ করেন। আপন দেহকে বরুণরূপী ইন্দ্র ব'লে মান্য ক'রে মহর্ষি অথর্বা বলেছিলেন যে, পাপরহিত ভগিনীগণ এই (কালিকা মাতার) শক্তির দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে প্রসন্না হয়ে থাকেন ॥ ১-৯॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'তদিদ আস' ইতি সূক্তস্য বিনিয়োগ পূর্বসূক্তেন সহ উক্তঃ। তথা সর্বফলকামোহনেন সূক্তেন ইন্দ্রাগ্নী যজতে উপতিষ্ঠতে বা। তৎ উক্তং কৌশিকেন।...ইত্যাদি ॥ (৫কা. ১অ. ২সূ)॥

টীকা — এই সূক্তটির বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের সাথে উক্ত হয়েছে। তথা সর্বফল কামনায় এই সূক্তের দ্বারা ইন্দ্র ও অগ্নির উদ্দেশে যাগ করণীয়।....ইত্যাদি ॥ (৫কা. ১অ. ২সূ)॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : বিজয়ায় প্রার্থনা

[ঋষি : বৃহদিবোহথর্বা। দেবতা : অগ্নি প্রভৃতি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

মমাগ্নে বর্চো বিহবেষ্বস্তু বয়ং ত্বেন্ধানাস্তন্বং পুষেম।
মহ্যং নমন্তাং প্রদিশশ্চতস্রস্ত্বয়াধ্যক্ষেণ পৃতনা জয়েম্ ॥ ১॥
অগ্নে মন্যুং প্রতিনুদন্ পয়েষাং ত্বং নো গোপাঃ পরি পাহি বিশ্বতঃ।
অপাঞ্চো যন্তু নিবতা দুরস্যবোহমৈষাং চিত্তং প্রবুধাং বি নেশৎ ॥ ২॥
মম দেবা বিহবে সন্তু সর্ব ইন্দ্রবন্তো মরুতো বিষ্ণুরগ্নিঃ।
মমান্তরিক্ষমুরুলোকমস্তু মহ্যং বাতঃ পবতাং কামায়াস্মৈ ॥ ৩॥
মহ্যং যজন্তাং মম যানীষ্টাকূতিঃ সত্যা মনসো মে অস্তু।
এনো মা নি গাং কতমচ্চনাহং বিশ্বে দেবা অভি রক্ষন্তু মেহ ॥ ৪॥
ময়ি দেবা দ্রাবিণমা যজন্তাং ময্যাশীরস্তু ময়ি দেবহূতিঃ।
দৈবা হোতারঃ সনিষন্ন এতদরিষ্টাঃ স্যাম তন্বা সুবীরাঃ ॥ ৫॥

দৈবীঃ ষড়ুর্বীরুরু নঃ কৃণোত বিশ্বে দেবাস ইহ মাদয়ধ্বম্।
মা নো বিদদভিকা মো অশস্তির্মা নো বিদদ্ বৃজিনা দ্বেষ্যা যা ॥ ৬॥
তিস্রো দেবীর্মহি নঃ শর্ম যচ্ছত প্রজায়ৈ নস্তন্বে যচ্চ পুষ্টম্।
মা হাস্মহি প্রজয়া মা তনূভির্মা রধাম দ্বিষতে সোম রাজন্ ॥ ৭॥
উরুব্যচা নো মহিষঃ শর্ম যচ্ছত্বস্মিন্ হবে পুরুহূতঃ পুরুক্ষু।
স নঃ প্রজায়ৈ হর্যশ্ব মৃড়েন্দ্র মা নো রীরিষো মা পরা দাঃ ॥ ৮॥
ধাতা বিধাতা ভুবনস্য যস্পতির্দেবঃ সবিতাভিমাতিষাহঃ।
আদিত্যা রুদ্রা অশ্বিনোভা দেবাঃ পান্তু যজমানং নির্ঋথাৎ ॥ ৯॥
যে নঃ সপত্না অপ তে ভবন্ত্বিন্দ্রাগ্নিভ্যামব বাধামহ এনান্।
আদিত্যা রুদ্রা উপরিস্পৃশো ন উগ্রং চেত্তারমধিরাজমক্রত ॥ ১০॥
অর্বাঞ্চমিন্দ্রমমুতো হবামহে যো গোজিদ্ ধনজিদশ্বজিদ্ যঃ।
ইমং নো যজ্ঞং বিহবে শৃণোত্বস্মাকমভূর্হর্যশ্ব মেদী ॥ ১১॥

সূক্তসার — অগ্নিদেব সংগ্রাম ক্ষেত্রে তেজস্বী হয়ে থাকেন। তিনি শত্রুগণের ক্রোধকে প্রশমিত ক'রে থাকেন। ইন্দ্রের সাথে মরুৎ-বর্গ, বিষ্ণু ও অগ্নি ইত্যাদি দেববর্গ সমরভূমিতে আমাদের অনুকূল হয়ে থাকেন। দেবতাগণকে আহ্বান ক'রে আমি ধনযুক্ত হবো। আমরা সন্তান এবং পশুসমূহ হ'তে যেন বিযুক্ত না হই। শত্রুদের দ্বারা আমরা যাতে দুঃখপ্রাপ্ত না হই, সোমদেব তার ব্যবস্থা করুন। ভূমি-বিজেতা, ধন এবং অশ্বসমূহের বিজেতা শত্রুগণের সম্মুখবর্তী ইন্দ্রকে আমরা আহ্বান করছি। তিনি আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন এবং আমাদের প্রতি স্নেহশীল হোন ॥ ১-১১॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — দর্শপূর্ণমাসয়োঃ সমিদাধানে 'মমাগ্নে বর্চঃ' ইতি সূক্তস্য বিনিয়োগঃ।...তথা বর্চস্যকর্মণি অস্য সূক্তস্য বিনিয়োগঃ।... তথা পুষ্টিকর্মণি অস্য সূক্তস্য বিনিয়োগঃ।...তথা বিভাগকর্মণি কলহাভাবং ইচ্ছন, পিতা অনেন সূক্তেন তৈলিকস্য রজ্জুং অভিমন্ত্র্য ধারয়তি হস্তেন।....তথা আভিচারিকে কর্মণি অনেন সূক্তেন বৃহস্পতিশিরসম্ ওদনং পৃযাতকেনোপসিঞ্চেৎ। তথা কৌবেরীং ধনকামস্য ধনক্ষয়ে চ ইতি (ন.ক.১৭) বিহিতায়াং কৌবের্যাং মহাশান্তৌ এতৎ সূক্তং যোজয়েৎ।....তথা হস্ত্যশ্বদীক্ষাখ্যে কর্মণি অনেন সূক্তেন জুহুয়াৎ। তৎ উক্তং পরিশিষ্টে।...অন্যত্রাপি ব্রতগ্রহনাদৌ অস্য সূক্তস্য বিনিয়োগঃ ॥ (৫কা. ১অ. ৩সূ)॥

টীকা — দর্শপূর্ণমাসে সমিদাধানে এই সূক্তের বিনিয়োগ হয়ে থাকে। তথা তেজোলাভের কর্মে এই সূক্তের বিনিয়োগ হয়ে থাকে। পুষ্টিকর্মে এই সূক্তের বিনিয়োগ হয়। সম্পতি বিভাগের কর্মে কলহাভাব ইচ্ছা করে পিতা এই সূক্তের দ্বারা তৈলিকের রজ্জু অভিমন্ত্রিত ক'রে হস্তে ধারণ ক'রে থাকেন। তথা আভিচারিক কর্মে এই সূক্তের দ্বারা বৃহস্পতিশির ওদন পৃষাতকের দ্বারা সিঞ্চন করণীয়। ...অন্যত্রও ব্রতগ্রহণ ইত্যাদি কর্মে এই সূক্তের বিনিয়োগ হয় ॥ (৫কা. ১অ. ৩সূ.)॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : কুষ্ঠতক্মনাশনম্

[ঋষি : ভৃগু অঙ্গিরা। দেবতা : কুষ্ঠস্তক্মনাশন। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী]

যো গিরিষ্বজায়থা বীরুধাং বলবত্তমঃ।
কুষ্ঠেহি তক্মনাশন তক্মানং নাশয়ন্নিতঃ ॥ ১॥
সুপর্ণসুবনে গিরৌ জাতং হিমবতস্পরি।
ধনৈরভি শ্রুত্বা যান্ত বিদুর্হি তক্মনাশনম্ ॥ ২॥
অশ্বত্থো দেবসদনস্তৃতীয়স্যামিতো দিবি।
তত্রামৃতস্য চক্ষণং দেবাঃ কুষ্ঠমবন্বত ॥ ৩॥
হিরণ্যয়ী নৌরচরদ্ধিরণ্যবন্ধনা দিবি।
তত্রামৃতস্য পুষ্পং দেবাঃ কুষ্ঠমবন্বত ॥ ৪॥
হিরণ্যয়াঃ পন্থান আসন্নরিত্রাণি হিরণ্যয়া।
নাবো হিরণ্যয়ীরাসন্ যাভিঃ কুষ্ঠং নিরাবহন্ ॥ ৫॥
ইমং মে কুষ্ঠ পুরুষং তমা বহ তং নিষ্কুরু।
তমু মে অগদং কৃধি ॥ ৬॥
দেবেভ্যো অধি জাতোহসি সোমস্যাসি সখা হিতঃ।
স প্রাণায় ব্যানায় চক্ষুষে মে অস্মৈ মৃড় ॥ ৭॥
উদঙ্ জাতো হিমবতঃ স প্রাচ্যাং নীয়সে জনম্।
তত্র কুষ্ঠস্য নামান্যুত্তমানি বি ভেজিরে ॥ ৮॥
উত্তমো নাম কুষ্ঠাস্যুত্তমো নাম তে পিতা।
যক্ষ্মং চ সর্বং নাশয় তক্মানং চারসং কৃধি ॥ ৯॥
শীর্ষাময়মুপহত্যামক্ষ্যোস্তন্বো রপঃ।
কুষ্ঠস্তৎ সর্বং নিষ্করদ্ দৈবং সমহ বৃষ্ণ্যম্ ॥ ১০॥

সূক্তসার — পর্বসমূহে উৎপন্ন কুষ্ঠ নামক বলশালী ঔষধি কঠিন রোগসমূহের নাশক। গরুড়ের প্রাকট্য স্থান হিমালয়ে উৎপন্ন এই ঔষধি ধনের সাথে প্রাপ্ত হয়ে থাকে। তৃতীয় আকাশে দেবস্থান অশ্বত্থে দেবগণ অমৃতের গুণসম্পন্ন কুষ্ঠকে জ্ঞাত হন। সুবর্ণময় মার্গ, সুবর্ণশালী নৌকা এবং স্বর্ণের দাঁড়ের দ্বারাই কুষ্ঠ গৃহীত হয়ে থাকে। আমাদের পুরুষগণকে এখানে আনয়ন ক'রে কুষ্ঠ-ঔষধি আমাদের রোগ হ'তে মুক্ত ক'রে আরোগ্য প্রদান করুক। হিমালয়ের উত্তর ভাগে কুষ্ঠ উৎপন্ন হয়ে পূর্বদিকস্থ মনুষ্যগণের নিকট আগত হয়েছে। শির-ব্যাধি, নেত্র-ব্যাধি ও রোগোৎপত্তির নিমিত্ত পাপসমূহকে কুষ্ঠ-ঔষধি দেব-বল প্রাপ্ত ক'রে বিনাশ করে দেয় ॥ ১-৯॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'যো গিরিষ্বজায়থাঃ' ইতি সূক্তেন রাজযক্ষ্মকুষ্ঠাদিরোগশান্ত্যর্থং কুষ্ঠাখ্যৌষধিমিশ্রিতং নবনীতং অভিমন্ত্র্য প্রতিলোমং ব্যাধিতশরীরং প্রলিম্পেৎ। ....ইত্যাদি ॥ (৫কা. ১অ. ৪সূ)॥

টীকা — এই সূক্তের দ্বারা রাজযক্ষ্মা, কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগের শান্তির নিমিত্ত কুষ্ঠাখ্য ঔষধি মিশ্রিত নবনীত অভিমন্ত্রিত ক'রে প্রতিকূল ব্যাধিত জনের শরীরে প্রলিপ্ত করণীয়।...ইত্যাদি ॥ (৫কা. ১অ. ৪সূ.) ॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : লাক্ষা

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : লাক্ষা। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

রাত্রী মাতা নভঃ পিতার্যমা তে পিতামহঃ।
সিলাচী নাম বা অসি সা দেবানামসি স্বসা ॥১॥
যস্ত্বা পিবতি জীবতি ত্রায়সে পুরুষং ত্বম্।
ভর্ত্রী হি শশ্বতামসি জনানং চ ন্যঞ্চনী ॥২॥
বৃক্ষংবৃক্ষমা রোহসি বৃষণ্যন্তীব কন্যলা।
জয়ন্তী প্রত্যাতিষ্ঠন্তী স্পরণী নাম বা অসি ॥৩॥
বদ্ দন্ডেন যদিষ্বা যদ্ বারুর্হরসা কৃতম।
তস্য ত্বমসি নিষ্কৃতিঃ সেমং নিষ্কৃধি পুরুষম্ ॥৪॥
ভদ্রাৎ প্লক্ষান্নিস্তিষ্ঠস্যশ্বত্থাৎ খদিরাদ্ধবাৎ।
ভদ্রান্ন্যগ্রোধাৎ পর্ণাৎসা ন এহ্যরুন্ধতি ॥৫॥
হিরণ্যবর্ণে সুভগে সূর্যবর্ণে বপুষ্টমে।
রুতং গচ্ছাসি নিষ্কৃতে নিষ্কৃতির্নাম বা অসি ॥৬॥
হিরণ্যবর্ণে সুভগে শুষ্মে লোমশবক্ষণে।
অপামসি স্বসা লাক্ষে বাতো হাত্মা বভূব তে ॥৭॥
সিলাচী নাম কানীনোঽজবভ্রু পিতা তব।
অশ্বো যমস্য যঃ শ্যাবস্তস্য হাস্নাস্যুক্ষিতা ॥৮॥
অশ্বস্যাস্নঃ সম্পতিতা সা বৃক্ষাঁ অভি সিষ্যদে।
সল্লা পতত্রিণী ভূত্বা সা ন এহ্যরুন্ধতি ॥৯॥

সূক্তসার — লাক্ষা চন্দ্রমার কিরণের দ্বারা পুষ্ট হয়ে থাকে, রাত্রি তার মাতৃস্বরূপা এবং বর্ষার দ্বারা উৎপন্ন হওয়ায় আকাশ তার পিতৃস্বরূপ হয়ে থাকে। লাক্ষা দেবতাগণের সিলচী নাম্নী ভগ্নীস্বরূপা। সে ঘা সমূহের উপায় স্বরূপা। লাক্ষা ব্রণশোধক এবং পূরক ঔষধি হওয়ার কারণে নিষ্কৃতি নামে অভিহিতা। লাক্ষা সুবর্ণ-বর্ণশালিনী, রোমশালিনী, সৌভাগ্যবতী, জলের ভগিনীর সমতুল্যা। বায়ু লাক্ষার আত্মার স্বরূপ। লাক্ষা অশ্বরক্তের বর্ণশালিনী এবং বৃক্ষসমূহের সিঞ্চনকারিণী ॥ ১-৯ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — শাস্ত্রাদ্যভিঘাতে 'রাত্রী মাতা' ইতি সূক্তেন দুগ্ধে লাক্ষাং ক্বাথয়িত্বা অভিমন্ত্র্য পায়য়তি। তথা চ সূত্রং।...ইত্যাদি ॥ (৫কা. ১অ. ৫সূ) ॥

টীকা — শস্ত্র ইত্যাদির অভিঘাতে দুগ্ধে লাক্ষা পাক ক'রে এই সূক্তের দ্বারা অভিমন্ত্রিত ক'রে পান করণীয়।...ইত্যাদি ॥ (৫কা. ১অ. ৫সূ.) ॥

◆ ◆

দ্বিতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত : ব্রহ্মবিদ্যা

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : ব্রহ্ম, আদিত্য। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্]

ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্ বি সীমতঃ সুরুচো বেন আবঃ।
স বুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বি বঃ ॥ ১॥
অনাপ্তা যে বঃ প্রথমা যানি কর্মাণি চক্রিরে।
বীরান্ নো অত্র মা দভন্ তদ্ ব এতৎ পুরো দধে ॥ ২॥
সহস্রধার এব তে সমস্বরন্ দিবো নাকে মধুজিহ্বা অসশ্চতঃ।
তস্য স্পশো ন নি মিষন্তি ভূর্ণয়ঃ পদেপদে পাশিনঃ সন্তি সেতবে ॥ ৩॥
পর্যূ ষু প্র ধন্বা বাজসাতয়ে পরি বৃত্রাণি সক্ষণিঃ।
দ্বিষস্তদধ্যর্ণবেনেয়সে সনিস্রসো নামাসি ত্রয়োদশো মাস ইন্দ্রস্য গৃহঃ ॥ ৪॥
ন্বেতেনারাৎসীরসৌ স্বাহা।
তিগ্মায়ুধৌ তিগ্মহেতী সুশেবৌ সোমারুদ্রাবিহ সু মৃড়তং নঃ ॥ ৫॥
অবৈতেনারাৎসীরসৌ স্বাহা।
তিগ্মায়ুধৌ তিগ্মহেতী সুশেবৌ সোমারুদ্রাবিহ সু মৃড়তং নঃ ॥ ৬॥
অপৈতেনারাৎসীরসৌ স্বাহা।
তিগ্মায়ুধৌ তিগ্মহেতী সুশেবৌ সোমারুদ্রাবিহ সু মৃডতং নঃ ॥ ৭॥
মুমুক্তমস্মান্দুরিতাদবদ্যাজ্জুষেথাং যজ্ঞমমৃতমস্মাসু ধত্তম্ ॥ ৮॥
চক্ষুষো হেতে মনসো হেতে ব্রহ্মণো হেতে তপসশ্চ হেতে।
মেন্যা মেনিরস্যমেনয়স্তে সন্তু যে স্মাঁ অভ্যঘায়ন্তি ॥ ৯॥
যোঽস্মাংশ্চক্ষুষা মনসা চিত্ত্যাকুত্যা চ যো অঘায়ুরভিদাসাৎ।
ত্বং তানগ্নে মেন্যামেনীন্ কৃণু স্বাহা ॥ ১০॥
ইন্দ্রস্য গৃহোঽসি। তং ত্বা প্র পদ্যে তং ত্বা প্র বিশামি সর্বগুঃ
সর্বপুরুষঃ সর্বাত্মা সর্বতনূঃ সহ যন্মেঽস্তি তেন ॥ ১১॥
ইন্দ্রস্য শর্মাসি। তং ত্বা প্র পদ্যে তং ত্বা প্র বিশামি সর্বগুঃ
সর্বপুরুষঃ সর্বাত্মা সর্বতনূঃ সহ যন্মেঽস্তি তেন ॥ ১২॥
ইন্দ্রস্য বর্মাসি। তং ত্বা প্র পদ্যে তং ত্বা প্র বিশামি সর্বগুঃ
সর্বপুরুষঃ সর্বাত্মা সর্বতনূঃ সহ যন্মেঽস্তি তেন ॥ ১৩॥

ইন্দ্রস্য বরূথমসি। তং ত্বা প্র পদ্যে তং ত্বা প্র বিশামি সর্বগুঃ সর্বপুরুষঃ সর্বাত্মা সর্বতনূঃ সহ যন্মেঽস্তি তেন ॥ ১৪॥

সূক্তসার — অখিল বিশ্বের কারণরূপী পরব্রহ্ম সৃষ্টির আদিতে সূর্যরূপে প্রকট হয়েছেন। তাঁর তেজ সকল দিকে ও সকল লোকে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। অভিচার কর্মের দ্বারা আমাদের সন্তানরূপ বীরগণকে বিনাশোদ্যত শত্রুগণকে আমরাও পরব্রহ্মের কৃপায় অভিচার কর্মের দ্বারা নিবৃত্ত করছি। অন্নের নিমিত্ত মেঘের নিকটে গমনশীল সেই সূর্যরূপী পরব্রহ্ম তাদের তাড়না করেন। এই অভিচার কর্মের দ্বারাই আমরা সিদ্ধি লাভ ক'রি। এই অভিচার কর্মের দ্বারাই এই রাজা শত্রুনাশরূপ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন। সোম রুদ্র ইত্যাদি দেবগণ অকথনীয় পাপ হ'তে আমাদের রক্ষা করুন। ইন্দ্রের গৃহরূপ অগ্নিদেব সর্বত্রগামী, সকলের আত্মা, সকলের শরীর এবং সকল পুরুষের রূপস্বরূপ হয়ে থাকেন। অগ্নিদেব ইন্দ্রের সুখস্বরূপ, তাঁর কবচরূপ ইত্যাদি। আমরা আপন নিধিসমূহের সাথে তাঁর শরণ লাভ ক'রে থাকি। অগ্নি হলেন ইন্দ্রের বরূথ স্বরূপ। আমরা তাঁর শরণ গ্রহণ পূর্বক তাঁতে প্রবিষ্ট হচ্ছি ॥ ১-১৪॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — রোগিণ আরোগ্যবিজ্ঞানকর্মণি 'ব্রহ্ম জজ্ঞানং' ইতি সূক্তেন তিস্রঃ স্নাবরজ্জূরভিমন্ত্র্য অঙ্গারেষু নিদধাতি। যদি অঙ্গারস্থাস্তা ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি ততো জীবিষ্যতীতি জ্ঞেয়ং। তৎ উক্তং কৌশিকেন।...তথা সাংগ্রামিকবিজ্ঞানকর্মণি অনেন সূক্তেন তিস্রঃ স্নাবরজ্জু-রভিমন্ত্র্য একা আত্মসেনা রজ্জুঃ দ্বিতীয়া মধ্যে মৃত্যুঃ তৃতীয়া রজ্জুঃ পরসেনেতি সঙ্কল্প্য অঙ্গারেষু নিদধাতি। যস্য উপরি মৃত্যুর্গচ্ছতি তস্যাঃ পরাজয়ো ভবতি। যা মৃত্যোরুপরি পততি তস্যা জয়ো ভবতি। যা সম্মুখা যাতি তস্যা অপি জয়ো ভবতি।। তথা তত্রৈব কর্মণি রজ্জুং একাং অভিমন্ত্র্য অঙ্গারেষু নিদধাতি। এবং ইষিকাঃ।।... আজ্যপালাশাদিসমিৎপুরোডাশপয়উদৌদনপায়সপশুব্রীহিবতিলধানাকরম্ভশষ্কুল্যঃ এতানি হবীংষি বিকল্পেন জুহুয়াৎ ইত্যর্থ। তৎ উক্তং কৌশিকেন।...তথা স্ত্রীপ্রসবদোষে সূতিকারোগে চ অনেন সূক্তেন ভক্তং অভিমন্ত্র্য দদাতি।...ইত্যাদি।। (৫কা. ২অ. ১সূ)।।

টীকা — রোগীর আরোগ্য-বিজ্ঞান কর্মে এই সূক্তের দ্বারা তিনটি স্নাবরজ্জু অভিমন্ত্রিত পূর্বক অঙ্গারে স্থাপন করণীয়। যদি অঙ্গারস্থ হয়ে সেগুলি ঊর্ধ্বদিকে গমন করে, তবে রোগী জীবিত হবে ব'লে জ্ঞাত হওয়া যায়। তথা সংগ্রাম জয়ের নিমিত্ত বিজ্ঞান কর্মে এই সূক্তের দ্বারা স্নাবরজ্জু অভিমন্ত্র করা হয়। তথা স্ত্রীলোকের প্রসবদোষে ও সূতিকারোগে এই সূক্তের দ্বারা অন্ন অভিমন্ত্রিত ক'রে প্রদান কর্তব্য।...ইতাদি ॥ (৫কা. ২অ. ১সূ) ॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : অরাতিনাশনম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : অরাতয়, সরস্বতী। ছন্দ : পংক্তি, অনুষ্টুপ্, বৃহতী]

আ নো ভর মা পরি ষ্ঠা অরাতে মা নো রক্ষীর্দক্ষিণাং নীয়মানাম্। নমো বীৎর্সায়া অসমৃদ্ধয়ে নমো অস্ত্বরাতয়ে ॥ ১॥

যমরাতে পুরোধ্বৎসে পুরুষং পরিরাপিণম্।
নমস্তে তস্মৈ কৃন্মো মা বনিং ব্যথয়ীর্মম ॥ ২॥
প্র ণো বনির্দেবকৃতা দিবা নক্তং চ কল্পতাম্।
অরাতিমনুপ্রেমো বয়ং নমো অস্ত্বরাতয়ে ॥ ৩॥
সরস্বতীমনুমতিং ভগং যন্তো হবামহে।
বাচং জুষ্টাং মধুমতীমবাদিষং দেবানাং দেবহূতিষু ॥ ৪॥
যং যাচাম্যহং বাচা সরস্বত্যা মনোযুজা।
শ্রদ্ধা তমদ্য বিন্দতু দত্তা সোমেন বভ্রুণা ॥ ৫॥
মা বনিং মা বাচং নো বীৎর্সীরুভাবিন্দ্রাগ্নী আ ভরতাং নো বসুনি।
সর্বে নো অদ্য দিৎসন্তোহরাতিং প্রতি হর্যত ॥ ৬॥
পরোহপেহ্যসমৃদ্ধে বি তে হেতিং নয়ামসি।
বেদ ত্বাহং নিমীবন্তীং নিতুদন্তীমরাতে ॥ ৭॥
উত নগ্না বোভুবতী স্বপ্নয়া সচসে জনম্।
অরাতে চিত্তং বীৎর্সন্ত্যাকূতিং পুরুষস্য চ ॥ ৮॥
যা মহতী মহোন্মানা বিশ্বা আশা ব্যানশে।
তস্যৈ হিরণ্যকেশ্যৈ নির্ঋত্যা অকরং নমঃ ॥ ৯॥
হিরণ্যবর্ণা সুভগা হিরণ্যকশিপুর্মহী।
তস্যৈ হিরণ্যদ্রাপয়েহরাত্যা অকরং নমঃ ॥ ১০॥

সূক্তসার — অরাতি (বা অদানী) আমাদের ধনযুক্ত করুক। অদানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর অবৃদ্ধির ইচ্ছার নিমিত্ত এখানে হব্যান্ন লাভ করুক। দেবতাগণের প্রতি ভক্তি দিবা-রাত্র বৃদ্ধিলাভ করুক। অরাতি আমাদের হবিঃ প্রাপ্ত হোক। আমরা সকল অনুমতি, সরস্বতী ও ভগ দেবতার শরণ লাভ ক'রে তাঁদের আহ্বান ক'রি। অরাতির দুর্বলতা কারক ও পীড়াপ্রদতাকে আমরা জ্ঞাত আছি। তার বিনাশক শক্তিকে আমরা দূরীভূত ক'রে দিচ্ছি। যার ব্যাপ্তির দ্বারা হিরণ্যবর্ণা পৃথিবী হিরণ্যকশিপুর বশীভূত হয়ে অসমৃদ্ধ হয়ে গিয়েছে, সেই রমণীয়তার নাশক অসমৃদ্ধিকে আমি নমস্কার করছি ॥ ১-১০॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — নির্ঋতিকর্মণি 'আ নো ভর' ইতি সূক্তেন শর্করামিশ্রা ধানাঃ সকৃজ্জুহোতি। ...তথা অর্থোত্থাপনবিঘ্নশমনকর্মণি অস্য সূক্তস্য বিনিয়োগঃ।...অগ্নিচয়নে বনীবাহনে ক্রিয়মাণে ইদং সূক্তং যজমানং বাচয়তি।...ইত্যাদি॥ (৫কা. ২অ. ২সূ)॥

টীকা — নির্ঋতি কর্মে এই সূক্তের দ্বারা শর্করামিশ্রিত ধান্যসমূহ আহুতি প্রদান করণীয়।...তথা অর্থ-উত্থাপন বিঘ্নশমন কর্মে এই সূক্তের বিনিয়োগ হয়ে থাকে।...অগ্নিচয়নে বণীবাহন ক্রিয়ায় এই সূক্তটি যজমান কর্তৃক উচ্চারিত হয়।....ইত্যাদি ॥ (৫কা. ২অ. ২সূ)॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : শত্রুনাশনম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : অগ্নি প্রভৃতি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, জগতী, পংক্তি]

বৈকঙ্কতেনেধ্মেন দেবেভ্য আজ্যং বহ।
অগ্নে তাঁ ইহ মাদয় সর্ব আ যন্তু মে হবম্ ॥ ১॥
ইন্দ্রা যাহি মে হবমিদং করিষ্যামি তচ্ছৃণু।
ইম ঐন্দ্রা অতিসরা আকূতিং সং নমন্তু মে।
তেভিঃ শকেম বীর্যং জাতবেদস্তনূবশিন্ ॥ ২॥
যদসাবমুতো দেবা অদেবঃ সংশ্চিকীর্ষতি।
মা তস্যাগ্নির্হব্যং বাক্ষীদ্ধবং দেবা অস্য মোপ গুর্মমৈব হবমেতন ॥ ৩॥
অতি ধাবতাতিসরা ইন্দ্রস্য বচসা হত।
অবিং বৃক ইবথ্নীত স বো জীবন্ মা মোচি প্রাণমস্যাপি নহ্যত ॥ ৪॥
যমমী পুরোদধিরে ব্রহ্মাণমপভূতয়ে।
ইন্দ্র স তে অধস্পদং তং প্রত্যস্যামি মৃত্যবে ॥ ৫॥
যদি প্রেয়ুর্দেবপুরা ব্রহ্ম বর্মাণি চক্রিরে।
তনূপানং পরিপাণং কৃন্বানা যদুপোচিরে সর্বং তদরসং কৃধি ॥ ৬॥
যানসাবতিসরাংশ্চকার কৃণবচ্চ যান্।
ত্বং তানিন্দ্র বৃত্রহন্ প্রতীচঃ পুনরা কৃধি যথামুং তৃণহাং জনম্ ॥ ৭॥
যথেন্দ্র উদ্বাচনং লব্ধা চক্রে অধস্পদম্।
কৃন্বেহমধরাংস্তথামূংছশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ৮॥
অত্রেনানিন্দ্র বৃত্রহন্নুগ্রো মর্মণি বিধ্য।
অত্রৈবৈনানভি তিষ্ঠেন্দ্র মেদ্যহং তব।
অনু ত্বেন্দ্রা রভামহে স্যাম সুমতৌ তব ॥ ৯॥

সূক্তসার — অগ্নি বলবতী ঔষধির ইন্ধনের দ্বারা দেবগণকে ঘৃত প্রাপ্ত করান। ইন্দ্র আমার যজ্ঞে আগমন ক'রে আমার স্তুতি সমূহ শ্রবণ করুন। এই যজ্ঞীয় ঋত্বিকগণের প্রযত্নে আমরা বীর্যবান হবো। ইন্দ্রদেব আমাদের শত্রুগণকে মথিত করুন। আমাদের শত্রুগণ আমাদের সম্মুখে যে যোদ্ধাবর্গকে স্থাপন করছে, বৃত্রনাশক ইন্দ্র তাদের পশ্চাদ্‌ভাগে অপসারিত ক'রে দিন। তিনি এই যুদ্ধে উগ্র ভাবাপন্ন হয়ে সকল শত্রুকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দিন। আমরা ইন্দ্রের অনুগত হয়ে তাঁর মতি অনুসারে বর্তমান থাকবো ॥ ১-৬॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — অভিচারকর্মণি 'বৈকঙ্কতেন' ইতি সূক্তেন জুহোতি।...ইতাদি॥ (৫কা. ২অ. ৩সূ) ॥

টীকা — এই সূক্তের দ্বারা অভিচার কর্মে হোম কর্তব্য।...ইত্যাদি ॥ (৫কা. ২অ. ৩সূ) ॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : আত্মা

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : বাস্তোষ্পতি। ছন্দ : বৃহতী, ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

দিবে স্বাহা ॥ ১॥
পৃথিব্যৈ স্বাহা ॥ ২॥
অন্তরিক্ষায় স্বাহা ॥ ৩॥
অন্তরিক্ষায় স্বাহা ॥ ৪॥
দিবে স্বাহা ॥ ৫॥
পৃথিব্যৈ স্বাহা ॥ ৬॥
সূর্যো মে চক্ষুর্বাতঃ প্রাণোঽন্তরিক্ষমাত্মা পৃথিবী শরীরম্।
অস্তৃতো নামাহময়মস্মি স আত্মানং নি দধে দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং গোপীথায় ॥ ৭॥
উদায়ুরুদ বলমুৎ কৃতমুৎ কৃত্যামুন্মনীষামুদিন্দ্রিয়ম্।
আয়ুষ্কৃদায়ুস্পত্নী স্বধাবন্তৌ গোপা মে স্তং গোপায়তং মা।
আত্মসদৌ মে স্তং মা মা হিংসিষ্টম্ ॥ ৮॥

সূক্তসার — আকাশ, পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ইত্যাদির অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণের উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি প্রদান করছি। স্বর্গ, পৃথিবী ইত্যাদির উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি প্রদান করছি। সূর্য আমার চক্ষুস্বরূপ, বায়ু প্রাণস্বরূপ, অন্তরিক্ষ আত্মাস্বরূপ ও পৃথিবী দেহস্বরূপ। দ্যাবাপৃথিবী আমাদের রক্ষা করুক ॥ ১-৮॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'দিবে স্বাহা' ইতি সূক্তেন সর্বরোগভৈষজ্যার্থং আজ্যং হুত্বা সয়বে কেবলে বা উদপাত্রে চতুরঃ সম্পাতান্ দ্বৌ পৃথিব্যাং আনীয় সম্পাতিতমৃৎসাহিতোদকেন সূক্তাভিমন্ত্রিতেন ব্যাধিতং আপ্লাবয়েৎ। সূত্রিতং হি।...ইত্যাদি॥ (৫কা. ২অ. ৪সূ)॥

টীকা — সর্বরোগের ভৈষজ্যার্থে এই সূক্তের দ্বারা আজ্যাহুতি প্রদান পূর্বক জলপাত্রে চতুর্বার সম্পাতিত ক'রে দুটি পৃথিবীতে আনয়ন ক'রে সম্পাতিত মৃত্তিকার সাথে জল অভিমন্ত্রিত ক'রে ব্যাধিতের দেহে লেপন করণীয়...ইত্যাদি ॥ (৫কা. ২অ. ৪সূ)॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : আত্মরক্ষা

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : বাস্তোষ্পতি। ছন্দ : গায়ত্রী, ককুপ্, জগতী]

অশ্মবর্ম মেহসি যো মা প্রাচ্যা দিশোঽঘায়ুরভিদাসাৎ।
এতৎ স ঋচ্ছাৎ ॥ ১॥

অশ্মবর্ম মেঽসি যো মা দক্ষিণায়া দিশোঽঘায়ুরভিদাসাৎ।
এতৎ স ঋচ্ছাৎ ॥২॥
অশ্মবর্ম মেঽসি যো মা প্রতীচ্যা দিশোঽঘায়ুরভিদাসাৎ।
এতৎ স ঋচ্ছাৎ ॥৩॥
অশ্মবর্ম মেঽসি যো মোদীচ্যা দিশোঽঘায়ুরভিদাসাৎ।
এতৎ স ঋচ্ছাৎ ॥৪॥
অশ্মবর্ম মেঽসি যো মা ধ্রুবায়া দিশোঽঘায়ুরভিদাসাৎ।
এতৎ স ঋচ্ছাৎ ॥৫॥
অশ্মবর্ম মেঽসি যো মোর্ধ্বায়া দিশোঽঘায়ুরভিদাসাৎ।
এতৎ স ঋচ্ছাৎ ॥৬॥
অশ্মবর্ম মেঽসি যো মা দিশামন্তর্দেশেভ্যোঽঘায়ুরভিদাসাৎ।
এতৎ স ঋচ্ছাৎ ॥৭॥
বৃহতা মন উপ হ্বয়ে মাতরিশ্বনা প্রাণাপানৌ।
সূর্যাচ্চক্ষুরন্তরিক্ষাচ্ছোত্রং পৃথিব্যাঃ শরীরম্।
সরস্বত্যা বাচমুপ হ্বয়ামহে মনোযুজা ॥৮॥

সূক্তসার — প্রস্তরনির্মিত গৃহ আমাদের পূর্বদিকস্থ, দক্ষিণদিকস্থ, পশ্চিমদিকস্থ এবং উত্তর দিকস্থ শত্রুগণকে বিনাশ করুক। যে শত্রু ধ্রুব (অটল) দিক্ হ'তে আমাদের বিনাশ করতে ইচ্ছা করে, তারা প্রস্তরনির্মিত গৃহে আগমন ক'রে বিনাশপ্রাপ্ত হোক। প্রস্তরের গৃহ আমার হয়ে অবস্থান করে। যে দুষ্ট আমাকে বিনষ্ট করতে ইচ্ছা ক'রে,যে পাপীগণ অন্তরিক্ষে আমাদের হত্যা করতে ইচ্ছা করে, তারা এই প্রস্তরের গৃহ প্রাপ্ত হয়ে বিনাশ প্রাপ্ত হোক। চন্দ্রমার দ্বারা মনকে আহ্বান ক'রি। বায়ুর দ্বারা প্রাণাপানকে, সূর্যের দ্বারা চক্ষুকে, অন্তরিক্ষের দ্বারা শ্রোত্রকে ও সরস্বতীর দ্বারা বাক্ বা বাণীকে প্রার্থনা করছি ॥ ১-৮॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'অশ্মবর্ম মেসি' ইতি সূক্তেন পত্তনগ্রামগৃহস্বস্ত্যয়নার্থং যণ্ অশ্মনঃ সম্পাতবতঃ কৃত্বা অভিমন্ত্র্য চতুর্ষু পত্তনাদিকোণেষু চতুরো নিখনতি একং মধ্যে নিথনতি একং পত্তনাদ্যুপরিনিদ-ধাতি। তৎ উক্তং কৌশিকেন....'যো মা দিশাং' ইতি সপ্তমী ঋক্ পূর্বাসাং ঋচাং প্রত্যেকং দ্বিতীয়া কার্যা। এবং ষড়্ভি ষট্ সম্পাতাঃ কার্যা ইত্যর্থ॥ (৫কা. ২অ. ৫সূ)॥

টীকা — এই সূক্তের দ্বারা নগর, গ্রাম ও গৃহের স্বস্ত্যয়নার্থে ছয়টি প্রস্তর সম্পাতিত পূর্বক অভিমন্ত্রিত ক'রে চতুষ্কোণে নিখনিত করা কর্তব্য এবং একটি মধ্যে ও একটি নগরাদির উপরে ধারণ করণীয়।...ইত্যাদি ॥ (৫কা. ২অ. ৫সূ) ॥

তৃতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত : সম্পৎকর্ম

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : বরুণ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, পংক্তি, অষ্টি]

কথং মহে অসুরায়াব্রবীরিহ কথং পিত্রে হরয়ে ত্বেষনৃম্ণঃ।
পৃশ্নিং বরুণ দক্ষিণা দদাবান্ পুনর্মঘা ত্বং মনসাচিকিৎসীঃ ॥ ১॥
ন কামেন পুনর্মঘো ভবামি সং চক্ষে কং পৃশ্নিমেতামুপাজে।
কেন নু ত্বমথর্বন্ কাব্যেন কেন জাতেনাসি জাতবেদাঃ ॥ ২॥
সত্যমহং গভীরঃ কাব্যেন সত্যং জাতেনাস্মি জাতবেদাঃ।
ন মে দাসো নার্যো মহিত্বা ব্রতং মীমায় যদহং ধরিষ্যে ॥ ৩॥
ন ত্বদন্যঃ কবিতরো ন মেধয়া ধীরতরো বরুণ স্বধাবন্।
ত্বং তা বিশ্বা ভুবনানি বেত্থ স চিন্নু ত্বজ্জনো মায়ী বিভায় ॥ ৪॥
ত্বং হ্যঙ্গ বরুণ স্বধাবন্ বিশ্বা বেত্থ জনিমা সুপ্রণীতে।
কিং রজস এনা পরো অন্যদস্ত্যেনা কিং পরেণাবরমমুর ॥ ৫॥
একং রজস এনা পরো অন্যদস্ত্যেনা পর একেন দুর্ণশং চিদর্বাক্।
তৎ তে বিদ্বান্ বরুণ প্র ব্রবীম্যধোবচসঃ পণয়ো ভবন্তু
নীচৈর্দাসা উপ সর্পন্তু ভূমিম্ ॥ ৬॥
ত্বং হ্যঙ্গ বরুণ ব্রবীষি পুনর্মঘেস্ববদ্যানি ভুরি।
মো ষু পর্ণীরভ্যেহ্তাবতো ভুন্মা ত্বা বোচন্নরাধসং জনাসঃ ॥ ৭॥
মা মা বোচন্নরাধসং জনাসঃ পুনস্তে পৃশ্নিং জরিতর্দদামি।
স্তোত্রং মে বিশ্বমা যাহি শচীভিরন্তর্বিশ্বাসু মানুষীষু দিক্ষু ॥ ৮॥
আ তে স্তোত্রাণুদ্যতানি যন্ত্বন্তর্বিশ্বাসু মানুষীষু দিক্ষু।
দেহি নু মে যন্মে অদত্তো অসি যুজ্যো মে সপ্তপদঃ সখাসি ॥ ৯॥
সমা নৌ বন্ধুর্বরুণ সমাজা বেদাহং তদ্যন্নাবেষা সমা জা।
দদামি তদ্ যৎ তে অদত্তো অস্মি যুজ্যস্তে সপ্তপদঃ সখাস্মি ॥ ১০॥
দেবো দেবায় গৃণতে বয়োধা বিপ্রো বিপ্রায় স্তুবতে সুমেধাঃ।
অজীজনো হি বরুণ স্বধাবন্নথর্বাণং পিতরং দেববন্ধুম্।
তস্মা উ রাধঃ কৃণুহি সুপ্রশস্তং সখা নো অসি পরমং চ বন্ধুঃ ॥ ১১॥

সূক্তসার — বলিষ্ঠ ও ধনদাতা বরুণদেবতা সূর্যের দক্ষিণা প্রদান পূর্বক মনের দ্বারা চিকিৎসা ক'রে থাকেন। ঋত্বিক্‌গণ ও আমরা চাতুর্যের দ্বারা অগ্নির সমান সকলকে জ্ঞাত হয়ে থাকি। বরুণদেব স্বধাযুক্ত হয়ে থাকেন। তিনি প্রাণীবর্গের সকল জন্ম বিদিত হয়ে থাকেন। রজোগুণ যুক্ত

ধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হলো সত্ত্বগুণ। বরুণদেব বারম্বার ধনপ্রাপ্তির অবসরের নিমিত্ত বাক্যবান্ হয়ে থাকেন। মনুষ্যের দ্বারা যুক্ত সকল দিকে বরুণের স্তোত্র ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। বরুণ হলেন দেববন্ধু এবং আমাদের পিতৃসমান অর্থবা ঋষিকে জ্ঞাতশালী জনকে উৎপন্ন করেন। বরুণদেব আমাদের শ্রেষ্ঠ ধনে স্থাপিত করুন। আমরা বরুণদেবতার বন্ধু ও মিত্রস্বরূপ ॥ ১-১১ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'সর্বসম্পৎকর্মসু 'কথং মহে' ইতি সূক্তেন মাদানককাষ্ঠশৃতং ক্ষীরৌদনং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য অশ্নাতি।...ইত্যাদি॥ (৫কা. ৩অ. ১সূ)॥

টীকা — সর্বসম্পৎকর্মে এই সূক্তের দ্বারা মাদানক-কাষ্ঠ ঘর্ষণ পূর্বক দুগ্ধ ও জলে সম্পাতিত ক'রে অভিমন্ত্রিত পূর্বক চমসের দ্বারা পান করণীয়।...ইত্যাদি ॥ (৫কা. ৩অ. ১সূ) ॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : ঋতস্য যজ্ঞঃ

[ঋষি : অঙ্গিরা। দেবতা : অগ্নি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, পংক্তি]

সমিদ্ধো অদ্য মনুষো দুরোণে দেবো দেবান্ যজসি জাতবেদঃ।
আ চ বহ মিত্রমহশ্চিকিত্বান্ ত্বং দূতঃ কবিরসি প্রচেতাঃ ॥ ১॥
তনূনপাৎ পথ ঋতস্য যানান্ মধ্বা সমঞ্জন্ত্স্বদয়া সুজিহ্ব।
মন্মানি ধীভিরুত যজ্ঞমৃন্ধন্ দেবত্রা চ কৃণুহ্যধ্বরং নঃ ॥ ২॥
আজুহ্বান ঈড্যো বন্দ্যশ্চা যাহাগ্নে বসুভিঃ সজোষাঃ।
ত্বং দেবানামসি যহ্ব হোতা স এনান্ যক্ষীষিতো যজীয়ান্ ॥ ৩॥
প্রাচীনং বর্হিঃ প্রদিশা পৃথিব্যা বস্তোরস্যা বৃজ্যতে অগ্রে অহ্নাম্।
ব্যু প্রথতে বিতরং বরীয়ো দেবেভ্যো অদিতয়ে স্যোনম্ ॥ ৪॥
ব্যচস্বতীরুর্বিয়া বি শ্রয়ন্তাং পতিভ্যো ন জনয়ঃ শুম্ভমানাঃ।
দেবীর্দ্বারো বৃহতীর্বিশ্বমিন্বা দেবেভ্যো ভবত সুপ্রায়ণাঃ ॥ ৫॥
আ সুষ্বয়ন্তী যজতে উপাকে উষাসানক্তা সদতাং নি যোনৌ।
দিব্যে যোষণে বৃহতী সুরুক্মে অধি শ্রিয়ং শুক্রপিশং দধানে ॥ ৬॥
দৈব্যা হোতারা প্রথমা সুবাচা মিমানা যজ্ঞং মনুষো যজধ্যৈ।
প্রচোদয়ন্তা বিধথেষু কারু প্রাচীনং জ্যোতিঃ প্রদিশা দিশন্তা ॥ ৭॥
আ নো যজ্ঞং ভারতী তূয়মেত্বিডা মনুষ্বদিহ চেতয়ন্তী।
তিস্রো দেবীর্বর্হিরেদং স্যোনং সরস্বতীঃ স্বপসঃ সদন্তাম্ ॥ ৮॥
য ইমে দ্যাবাপৃথিবী জনিত্রী রূপৈরপিংশদ্ ভুবনানি বিশ্বা।
তমদ্য হোতরিষিতো যজীয়ান্ দেবং ত্বষ্টারমিহ যক্ষি বিদ্বান্ ॥ ৯॥
উপাবসৃজ ত্মন্যা সমঞ্জন্ দেবানাং পাথ ঋতুথা হবীংষি।
বনস্পতিঃ শমিতা দেবো অগ্নিঃ স্বদন্তু হব্যং মধুনা ঘৃতেন ॥ ১০॥

সদ্যো জাতো ব্যমিমীত যজ্ঞমগ্নির্দেবানামভবৎ পুরোগাঃ।
অস্য হোতুঃ প্রশিষ্যৃতস্য বাচি স্বাহাকৃতং হবিরদন্তু দেবাঃ ॥ ১১॥

সূক্তসার — অগ্নিদেব মনুষ্যগণের যজ্ঞে প্রদীপ্ত হয়ে দেবতাবর্গের সাথে মিলিত হয়ে থাকেন। তিনি মিত্রগণের পূজক ও জ্ঞাতা। তিনি দেবতাগণের আহ্বাতা। তিনি দেবগণের দূতস্বরূপ, ক্রান্তদর্শী ও মহান্ জ্ঞানশালী। তিনি সুজিহ্বাশালী, সত্যলোকের প্রাপকভাগী। বেদীরূপ ভূমিকে আচ্ছাদিত করণশালী আহ্বনীয় অগ্নি পূর্বাহ্নে বিস্তৃত হয়ে থাকেন। অগ্নির দীপ্তি উষা ও আহুতির দীপ্তি নক্তা যজ্ঞের সম্পাদন ক'রে থাকেন এবং দেবগণের সাথে সংযুক্ত হয়ে থাকেন। বায়ু ও অগ্নি দিব্য হয়ে থাকেন, মনুষ্য হোতৃগণের দ্বারা মুখ্য রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকেন, সুন্দর বাণীশালী হয়ে থাকেন। তিনি হোতৃগণের উপর অনুগ্রহ করেন এবং আহ্বনীয় অগ্নিকে সেবার আদেশ দান করেন। যে ত্বষ্টা দেবতার দ্বারা দ্যাবাপৃথিবী ও সকল প্রাণীকে অগ্নিদেব অনেক রকম রূপ প্রদান ক'রে থাকেন, সেই হোতারূপী অগ্নি আমাদের প্রেরণায় সেই ত্বষ্টাকে পূজন করুন। এই অগ্নি প্রকট হওয়া মাত্রই যজ্ঞারম্ভ ক'রে থাকেন। এই দেবাত্মক অগ্নির মুখ' হ'তে স্বাহাকার যুক্ত হবিঃসমূহকে দেবগণ গ্রহণ করুন ॥ ১-১১॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — বশাশমনকর্মণি বপায়াশ্চত্বারি খণ্ডানি কৃত্বা 'সমিদ্ধো অদ্য' ইতি সূক্তেন একং খণ্ডং জুহোতি। 'উর্ধ্বা অস্য' (৫।২৭) ইতি সূক্তেন দ্বিতীয় খণ্ডং জুহোতি। যুক্তাভ্যাং সূক্তাভ্যাং তৃতীয় খণ্ড। অনুমতয়ে স্বাহেতি চতুর্থ খণ্ডং জুহেতি। তথা চ সূত্রং। ...ইত্যাদি॥ (৫কা. ৩অ. ২সূ)॥

টীকা — বশাশমন-কর্মে বপার চারিটি খণ্ড ক'রে এই সূক্তের দ্বারা একটি খণ্ড গ্রহণ পূর্বক হোম করণীয়। দ্বিতীয় খণ্ডটি পঞ্চম অনুবাকের ষষ্ঠ অনুবাকের প্রথম সূক্তের দ্বারা হোম কর্তব্য। যুক্ত সূক্তের দ্বারা তৃতীয় খণ্ডটি এবং অনুমতির উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে চতুর্থ খণ্ডটির হোম করণীয়।...ইত্যাদি ॥ (৫কা. ৩অ. ২সূ)॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : সর্পবিষনাশনম্

[ঋষি : গরুত্মান্। দেবতা : তক্ষক (মতান্তরে সর্ববিশনাশন)। ছন্দ : জগতী, পংক্তি, অনুষ্টুপ্]

দদির্হি মহ্যং বরুণো দিবঃ কবির্বচোভিরুগ্রৈর্নি রিণামি তে বিষম্।
খাতমখাতমুত সক্তমগ্রভমিরেব ধন্বন্নি জজাস তে বিষম্ ॥ ১॥
যৎ তে অপোদকং বিষং তং ত এতাস্বগ্রভম্।
গৃহ্ণামি তে মধ্যমমুত্তমং রসমুতাবমং ভিয়সা নেশদাদুতে ॥ ২॥
বৃষা মে রবো নভসা ন তন্যতুরুগ্রেণ তে বচসা বাধ আদু তে।
অহং তমস্য নৃভিরগ্রভং রসং তমস ইব জ্যোতিরুদেতু সূর্যঃ ॥ ৩॥
চক্ষুষা তে চক্ষুর্হন্মি বিষেণ হন্মি তে বিষম্।
অহে ম্রিয়স্ব মা জীবীঃ প্রত্যগভ্যেতু ত্বা বিষম্ ॥ ৪॥

কৈরাত পৃশ্ন উপতৃণ্য বভ্র আ মে শৃণুতাসিতা অলীকাঃ।
মা মে সখ্যুঃ স্তামানমপি ষ্ঠাতাশ্রাবয়ন্তো নি বিষে রমধ্বম্ ॥ ৫॥
অসিতস্য তৈমাতস্য বভ্রোরপোদকস্য চ।
সাত্রাসাহস্যাহং মন্যোরব জ্যামিব ধন্বনো বি মুঞ্চামি রথাঁ ইব ॥ ৬॥
আলিগী চ বিলিগী চ পিতা চ মাতা চ।
বিদ্ম বঃ সর্বতো বন্ধ্বরসাঃ কিং করিষ্যথ ॥ ৭॥
উরুগূলায়া দুহিতা জাতা দাস্যসিক্ন্যা।
প্রতঙ্কং দদ্রুষীণাং সর্বাসামরসং বিষম্ ॥ ৮॥
কর্ণা শ্বাবিৎ তদব্রবীদ্ গিরেরবচরন্তিকা।
যাঃ কাশ্চেমাঃ খনিত্রিমাস্তাসামরসতমং বিষম্ ॥ ৯॥
তাবুবং ন তাবুবং ন ঘেৎ ত্বমসি তাবুবম্।
তাবুবেনারসং বিষম্ ॥ ১০॥
তস্তুবং ন তস্তুবং ন ঘেৎ ত্বমসি তস্তুবম্।
তস্তুবেনারসং বিষম্ ॥ ১১॥

সূক্তসার — স্বর্গের দেবতা বরুণের উপদেশ ক্রমে আমি সর্পবিষকে দূরীভূত ক'রে দিচ্ছি। জলের শোষণ (বা হনন) করণশালী সর্পের বিষকে আমি ভিতরেই প্রতিবন্ধতি ক'রে দিচ্ছি। অন্ধকার হ'তে সূর্যোদয়ের সমান এই পুরুষ বিষমুক্ত হয়ে জীবিত হয়ে যাক। আমি আমার আপন নেত্রশক্তির দ্বারা সর্পের বিষ বিনাশ করছি। বিষের দ্বারা বিষকে বিনষ্ট করছি। কৃষ্ণকায় ও নিন্দনীয় সর্প আমার মিত্রের নিকটে যেন না থাকে। কৃষ্ণবর্ণশালী, গোলাকার স্থানে অবস্থানকারী, বভ্রুবর্ণসম্পন্ন (অর্থাৎ পিঙ্গল বর্ণশালী), শুষ্কস্থানবাসী ও সাত্রাসাদ সর্পের ক্রোধকে, ধনুষের দ্বারা রোদন-উৎপাদনের ন্যায় তথা মরুভূমিতে রথের উত্তরণের ন্যায়, নিবৃত্ত করছি ॥ ১-১১॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'দদির্হি' ইতি সূক্তং বিষভৈষজ্যকর্মণি বিনিযুজ্যতে। তত্র 'দদির্হি, ইতি প্রথমর্চঃ সর্ববিষভৈষজ্যকর্মণি বিনিয়োগঃ। তদ্ উক্তং কৌশিকেন।....দ্বিতীয়াদীনাং ঋচাং প্রত্যৃচং বিষাপহরণ এর বিনিয়োগঃ। তথা চ সূত্রম্।...ইত্যাদি।। (৫কা. ৩অ. ৩সূ)।।

টীকা — এই সূক্তটি সর্পের বিষভৈষজ্যকর্মে বিনিযুক্ত হয়। তথা এই সূক্তের প্রথম মন্ত্রটি সর্ববিষভৈষজ্যকর্মে বিনিয়োগ হয়ে থাকে।...ইত্যাদি ॥ (৫কা. ৩অ. ৩সূ) ॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : কৃত্যাপরিহরণম্

[ঋষি : শুক্র। দেবতা : বনস্পতি। ছন্দ : অনুষ্টুপ, বৃহতী, ত্রিষ্টুপ্]

সুপর্ণস্ত্বান্ববিন্দৎ সূকরস্ত্বাখনন্নসা।
দিপ্সৌষধে ত্বং দিপ্সন্তমব কৃত্যাকৃতং জহি ॥ ১॥

অব জহি যাতুধানানব কৃত্যাকৃতং জহি।
অথো যো অস্মান্ দিপ্সতি তমু ত্বং জহ্যোষধে ॥ ২॥
রিশ্যস্যেব পরীশাসং পরিকৃত্য পরি ত্বচঃ।
কৃত্যাং কৃত্যাকৃতে দেবা নিষ্কমিব প্রতি মুঞ্চত ॥ ৩॥
পুনঃ কৃত্যাং কৃত্যাকৃতে হস্তগৃহ্য পরা ণয়।
সমক্ষমস্মা আ ধেহি যথা কৃত্যাকৃতং হনৎ ॥ ৪॥
কৃত্যাঃ সন্তু কৃত্যাকৃতে শপথঃ শপথীয়তে।
সুখো রথ ইব বর্ততাং কৃত্যা কৃত্যাকৃতং পুনঃ ॥ ৫॥
যদি স্ত্রী যদি বা পুমান্ কৃত্যাং চকার পাপ্মনে।
তামু তস্মৈ নয়ামস্যশ্বমিবাশ্বাভিধান্যা ॥ ৬॥
যদি বাসি দেবকৃতা যদি বা পুরুষৈঃ কৃতা।
তাং ত্বা পুনর্ণয়ামসীন্দ্রেণ সযুজা বয়ম্ ॥ ৭॥
অগ্নে পৃতনাষাট্ পৃতনাঃ সহস্ব।
পুনঃ কৃত্যাং কৃত্যাকৃতে প্রতিহরণেন হরামসি ॥ ৮॥
কৃতব্যধনি বিধ্য তং যশ্চকার তমিজ্জহি।
ন ত্বামচক্রুষে বয়ং বধায় সং শিশীমহি ॥ ৯॥
পুত্র ইব পিতরং গচ্ছ স্বজ ইবাভিষ্ঠিতো দশ।
বন্ধমিবাবক্রামী গচ্ছ কৃত্যে কৃত্যাকৃতং পুনঃ ॥ ১০॥
উদেণীব বারণ্যভিস্কন্দংমৃগীব।
কৃত্যা কর্তারমৃচ্ছতু ॥ ১১॥
ইম্বা ঋজীয়ঃ পততু দ্যাবাপৃথিবী তং প্রতি।
সা তং মৃগমিব গৃহ্ণাতু কৃত্যা কৃত্যাকৃতং পুনঃ ॥ ১২॥
অগ্নিরিবৈতু প্রতিকুলমনুকূলমিবোদকম্।
সুখো রথ ইব বর্ততাং কৃত্যা কৃত্যাকৃতং পুনঃ ॥ ১৩॥

সূক্তসার — সুপর্ণ গরুড় ঔষধিকে প্রাপ্ত হয়েছিল এবং আদি বরাহ সেই ঔষধিকে নাসিকার আঘাতে মৃত্তিকা হ'তে খনন ক'রে তুলেছিল। যারা কৃত্যাকর্মের দ্বারা অপরকে বধ করতে ইচ্ছা করে, যারা উৎপীড়ক রাক্ষস , তাদের সকলকেই ঔষধি বিনাশ ক'রে থাকে। ঔষধিই কৃত্যাকারীদের বিরুদ্ধে কৃত্যাকারীদের প্রেরণ করে। কৃত্যা হলো সংহার-সাধন এক শক্তি। সে অপকর্তাদের ক্ষতি-সাধন ক'রে থাকে। সুন্দর পথে যেমন রথ চলতে থাকে, তেমনই কৃত্যা প্রেরকের উপর কৃত্যা ঘূর্ণন করতে থাকে। ইন্দ্রদেবও এই কৃত্যার কামনা করেন। পিতার নিকট পুত্রের গমনের মতো কৃত্যা আপন উৎপত্তিকর্তার নিকট গমন করে এবং সেই উৎপত্তিকর্তার ইচ্ছানুসারেই অপর কৃত্যাকারীকে সর্পদংশনের দ্বারা নিহত করে। যেমন হস্তিনী, মৃগী এবং এণীমৃগের উপর আক্রমণ করে, তেমনই কৃত্যাকারীর উপর কৃত্যা ঝাঁপিয়ে পড়ে ॥ ১-১৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'সুপর্ণস্ত্বা' ইতি সূক্তস্য কৃত্যাপ্রতিহরণগণে পাঠাদ্ যত্রতত্র কৃত্যাপ্রতিহরণগণো বিনিযুজ্যতে তত্রতত্রাস্য সূক্তস্য বিনিয়োগঃ। সূত্রাদিকং 'দুষ্যা দুষিরসি' ইতি (২/১১) সূক্তে দ্রষ্টব্যং॥ (৫কা. ৩অ. ৪সূ)॥

টীকা — এই সূক্তটি কৃত্যাপ্রতিহরণগণে বিনিযুক্ত হয়। দ্বিতীয় কাণ্ডের তৃতীয় অনুবাকের প্রথম সূক্তে কৃত্যা-পরিহারের জন্য যে বিনিয়োগের বিধান আছে, তা এখানেও প্রযোজ্য ॥ (৫কা. ৩কা. ৪সূ) ॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : রোগোপশমনম্

[ঋষি : বিশ্বামিত্র। দেবতা : মধুলা ঔষধি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, বৃহতী]

একা চ মে দশ চ মেঽপবক্তার ওষধে।
ঋতজাত ঋতাবরি মধু মে মধুলা করঃ ॥ ১॥
দ্বে চ মে বিংশতিশ্চ মেঽপবক্তার ওষধে।
ঋতজাত ঋতাবরি মধু মে মধুলা করঃ ॥ ২॥
তিস্রশ্চ মে ত্রিংশচ্চ মেঽপবক্তার ওষধে।
ঋতজাত ঋতাবরি মধু মে মধুলা করঃ ॥ ৩॥
চতস্রশ্চ মে চত্বারিংশচ্চ মেঽপবক্তার ওষধে।
ঋতজাত ঋতাবরি মধু মে মধুলা করঃ ॥ ৪॥
পঞ্চ চ মে পঞ্চাশচ্চ মেঽপবক্তার ওষধে।
ঋতজাত ঋতাবরি মধু মে মধুলা করঃ ॥ ৫॥
ষট্ চ মে ষষ্টিশ্চ মেঽপবক্তার ওষধে।
ঋতজাত ঋতাবরি মধু মে মধুলা করঃ ॥ ৬॥
সপ্ত চ মে সপ্ততিশ্চ মেঽপবক্তার ওষধে।
ঋতজাত ঋতাবরি মধু মে মধুলা করঃ ॥ ৭॥
অষ্ট চ মেঽশীতিশ্চ মেঽপবক্তার ওষধে।
ঋতজাত ঋতাবরি মধু মে মধুলা করঃ ॥ ৮॥
নব চ মে নবতিশ্চ মেঽপবক্তার ওষধে।
ঋতজাত ঋতাবরি মধু মে মধুলা করঃ ॥ ৯॥
দশ চ মে শতং চ মেঽপবক্তার ওষধে।
ঋতজাত ঋতাবরি মধু মে মধুলা করঃ ॥ ১০॥
শতং চ মে সহস্রং চাপবক্তার ওষধে।
ঋতজাত ঋতাবরি মধু মে মধুলা করঃ ॥ ১১॥

সূক্তসার — যজ্ঞের নিমিত্ত উৎপন্ন ওষধি, আমার নিন্দাশীল হ'লেও এক, দশ বা একাদশ, যাই হোক তবু মধুর হোক; অতএব আমার শব্দকেও মধুর করুক। ওষধি ঋতু অনুসারে উৎপন্ন হয়ে থাকে। ওষধি জলেও উৎপন্ন হয়। যত সংখ্যাতেই তা উৎপন্ন হোক না কেন, আমার নিন্দকদেরও যেন তা মিষ্টভাষী ক'রে দেয় (অথবা নিন্দকেরা যত সংখ্যাবান্ হোক না কেন, ওষধি যেন আমাকে মিষ্টভাষী ক'রে দেয়)। হে ঋতাবরি ওষধি! আমার নিন্দকগণ শত বা সহস্র, যা-ই হোক না কেন, তুমি আমাকে মিষ্টভাষী ক'রে গঠন করো। (অর্থাৎ যদি কোন শত্রু আমাদের নিন্দা করতে থাকে, তবে তাকে মধুর ভাষণ অথবা সত্য-বচনের দ্বারা সংশোধন করাই শ্রেষ্ঠ উপায়। মধুর-ভাষীর কেউই বিরোধী থাকতে পারে না ॥ ১-১১॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — গবাং রোগোপশমনপুষ্টিপ্রজননকর্মসু 'একা চ মে' ইতি সূক্তেন অভিমন্ত্রিত সলবণং কেবলং বা উদকং গাঃ পায়য়েৎ। তদ্ উক্তং কৌশিকসূত্রে।...ইত্যাদি।। (৫কা. ৩অ. ৫সূ)।।

টীকা — গাভীগণের রোগ উপশম, পুষ্টিসাধন ও প্রজনন কর্মে এই সূক্তের দ্বারা অভিমন্ত্রিত লবণযুক্ত জল অথবা কেবল জল গাভীকে পান করানো কর্তব্য। নিন্দুক ব্যক্তির মুখ-স্তম্ভনের নিমিত্তও এই সূক্তের বিনিয়োগ প্রচলিত আছে।...ইত্যাদি ॥ (৫কা. ৩অ. ৫সূ) ॥

◆ ◆

চতুর্থ অনুবাক

প্রথম সূক্ত : বৃষরোগশমনম্

[ঋষি : বিশ্বামিত্র। দেবতা : একবৃষ। ছন্দ : উষ্ণীক, অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী]

যদ্যেকবৃষোঽসি সৃজারসোঽসি ॥ ১॥
যদি দ্বিবৃষোঽসি সৃজারসোঽসি ॥ ২॥
যদি ত্রিবৃষোঽসি সৃজারসোঽসি ॥ ৩॥
যদি চতুর্বৃষোঽসি সৃজারসোঽসি ॥ ৪॥
যদি পঞ্চবৃষোঽসি সৃজারসোঽসি ॥ ৫॥
যদি ষড়্বৃষোঽসি সৃজারসোঽসি ॥ ৬॥
যদি সপ্তবৃষোঽসি সৃজারসোঽসি ॥ ৭॥
যদ্যষ্টবৃষোঽসি সৃজারসোঽসি ॥ ৮॥
যদি নববৃষোঽসি সৃজারসোঽসি ॥ ৯॥
যদি দশবৃষোঽসি সৃজারসোঽসি ॥ ১০॥
যদ্যেকাদশোঽসি সোপোদকোঽসি ॥ ১১॥

সূক্তসার — লবণ এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ বা একাদশ সংখ্যক বৃষভের সমান শক্তিশালী হ'লেও তার দ্বারা গাভীবর্গের সন্তান উৎপাদন-জনক সামর্থ্য থাকে না;

বরং তা কতটা প্রভাবহীন, তা বোধগম্য হওয়া যায়। (মনুষ্যের দশটি ইন্দ্রিয় থাকে, যার প্রতিটিই যথেষ্ট শক্তি বা সামর্থ্য রেখে থাকে। দেহস্থ আত্মাকে সেগুলির দ্বারাই কল্যাণ-সাধনায় নিয়োজিত করা প্রয়োজন) ॥ ১-১১॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'যদ্যেকবৃষোসি' ইতি সূক্তস্য পূর্বসূক্তেন সহ উক্তো বিনিয়োগঃ। ... ইত্যাদি॥ (৫কা. ৪অ. ১সূ)॥

টীকা — এই সূক্তটি পূর্ব সূক্তের সাথে বিনিযুক্ত হয়। ...ইত্যাদি ॥ (৫কা. ৪অ. ১সূ) ॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : ব্রহ্মজায়া

[ঋষি : ময়োভূ। দেবতা : ব্রহ্মজায়া। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্।]

তেঽবদন্ প্রথমা ব্রহ্মকিল্বিষেঽকূপারঃ সলিলো মাতরিশ্বা।
বীড়ুহরাস্তপ উগ্রং ময়োভূরাপো দেবীঃ প্রথমজা ঋতস্য ॥ ১॥
সোমো রাজা প্রথমো ব্রহ্মজায়াং পুনঃ প্রায়চ্ছদহৃণীয়মানঃ।
অন্বর্তিতা বরুণো মিত্র আসীদগ্নির্হোতা হস্তগৃহ্যা নিনায় ॥ ২॥
হস্তেনৈব গ্রাহ্য আধিরস্যা ব্রহ্মজায়েতি চেদবোচৎ।
ন দূতায় প্রহেয়া তস্য এষা তথা রাষ্ট্রং গুপিতং ক্ষত্রিয়স্য ॥ ৩॥
যামাহুস্তারকৈষা বিকেশীতি দুচ্ছুনাং গ্রামমবপদ্যমানাম্।
সা ব্রহ্মজায়া বি দুনোতি রাষ্ট্রং যত্র প্রাপাদি শশ উল্কুষীমান্ ॥ ৪॥
ব্রহ্মচারী চরতি বেবিষদ্ বিষঃ স দেবানাং ভবত্যেকমঙ্গম্।
তেন জায়ামন্ববিন্দদ্ বৃহস্পতিঃ সোমেন নীতাং জুহ্বং ন দেবাঃ ॥ ৫॥
দেবা বা এতস্যামবদন্ত পূর্বে সপ্তঋষয়স্তপসা যে নিষেদুঃ।
ভীমা জায়া ব্রাহ্মণস্যাপনীতা দুর্ধাং দধাতি পরমে ব্যোমন্ ॥ ৬॥
যে গর্ভা অবপদ্যন্তে জগদ্ যচ্চাপলুপ্যতে।
বীরা যে তৃহ্যন্তে মিথো ব্রহ্মজায়া হিনস্তি তান্ ॥ ৭॥
উত যৎ পতয়ো দশ স্ত্রিয়াঃ পূর্বে অব্রাহ্মণাঃ।
ব্রহ্মা চেদ্ধস্তমগ্রহীৎ স এব পতিরেকধা ॥ ৮॥
ব্রাহ্মণ এব পতির্ন রাজন্যো ন বৈশ্যঃ।
তৎ সূর্যঃ প্রব্রুবন্নেতি পঞ্চভ্যো মানবেভ্যঃ ॥ ৯॥
পুনর্বৈ দেবা অদদুঃ পুনর্মনুষ্যা অদদুঃ।
রাজানঃ সত্যং গৃহ্ণানা ব্রহ্মজায়াং পুনর্দদুঃ ॥ ১০॥
পুনর্দায় ব্রহ্মজায়াং কৃত্বা দেবৈর্নিকিল্বিষম্।
ঊর্জং পৃথিব্যা ভক্ত্বোরুগায়মুপাসতে ॥ ১১॥

নাস্য জায়া শতবাহী কল্যাণী তল্পমা শয়ে।
যস্মিন্ রাষ্ট্রে নিরুধ্যতে ব্রহ্মজায়াচিত্ত্যা ॥ ১২॥
ন বিকর্ণঃ পৃথুশিরাস্তস্মিন্ বেশ্মনি জায়তে।
যস্মিন্ রাষ্ট্রে নিরুধ্যতে ব্রহ্মজায়াচিত্ত্যা ॥ ১৩॥
নাস্য ক্ষত্তা নিষ্কগ্রীবঃ সূনানামেত্যগ্রতঃ।
যস্মিন্ রাষ্ট্রে নিরুধ্যতে ব্রহ্মজায়াচিত্ত্যা ॥ ১৪॥
নাস্য শ্বেতঃ কৃষ্ণকর্ণো ধুরি যুক্তো মহীয়তে।
যস্মিন্ রাষ্ট্রে নিরুধ্যতে ব্রহ্মজায়াচিত্ত্যা ॥ ১৫॥
নাস্য ক্ষেত্রে পুষ্করিণী নাণ্ডীকং জায়তে বিসম্।
যস্মিন্ রাষ্ট্রে নিরুধ্যতে ব্রহ্মজায়াচিত্ত্যা ॥ ১৬॥
নাস্মৈ পৃশ্নিং বি দুহন্তি যেঽস্যা দোহমুপাসতে।
যস্মিন্ রাষ্ট্রে নিরুধ্যতে ব্রহ্মজায়াচিত্ত্যা ॥ ১৭॥
নাস্য ধেনুঃ কল্যাণী নানড্বান্‌ৎসহতে ধুরম্।
বিজানির্যত্র ব্রাহ্মণো রাত্রিং বসতি পাপয়া ॥ ১৮॥

সূক্তসার — ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণ একই। সূর্য, বরুণ, বায়ু, চন্দ্র আপোদেবী এই দেবতাগণ ব্রহ্মার পূর্বে উৎপন্ন হয়ে ব্রাহ্মণের অপরাধ-করণের বিষয় বলেছিলেন। প্রথমে সোম ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করণশালিনী গাভী দান করেছিলেন; সেইকালে বরুণ ও সূর্য তাঁর সহগামী এবং অগ্নি ছিলেন হোতা। 'আমরাই ব্রহ্মের উৎপাদনকারী'—তাঁরা এমন সঙ্কল্পই গ্রহণ করেছিলেন। ফলে ক্ষত্রিয়ের রাজ্য রক্ষিত হয়। ব্রহ্মচারী দেববর্গের অঙ্গস্বরূপ। দেবতাগণ যেমন সোমের চমস প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তেমনই ব্রহ্মচারীদের দ্বারাই বৃহংস্পতি তাঁর জায়াকে অর্থাৎ ব্রহ্মজায়াকে লাভ করেন। স্বর্গস্থিত সপ্তর্ষি ও দেবগণ ব্রহ্মজায়ার চর্চা করলেন। সংসারে তখন বিপর্যয় ইত্যাদি দেখা দিলো—এ সবই ব্রহ্মজায়ার কীর্তি। ব্রহ্মজায়ার অব্রাহ্মণ পালিকাদের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ প্রায় সকলেরই পাণিগ্রহণ করেন। এই গাভীর পতিও ব্রাহ্মণ—ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নয়। রাজা, মনুষ্য ও দেবতাগণ সত্যকে স্বীকার ক'রেই গো-কে বারংবার ব্রাহ্মণদের প্রদান করেন। দেবতাগণ ব্রহ্মজায়াকে পবিত্র অন্ন প্রদানের জন্য পরমাত্মার উপাসনা করতে লাগলেন। ব্রাহ্মণের স্ত্রী ও গাভীগণ প্রতিবন্ধকতা পেলে রাজ্যবাসিনী কল্যাণকারিনী রমণীগণ সুখী হন না, পুরুষগণ হীনতা প্রাপ্ত হয়, ইত্যাদি। গাভীগণও অনাদৃত হ'লে রাজ্যব্যাপী দুগ্ধাভাব ঘটে, ইত্যাদি। স্ত্রীরহিত হয়ে ব্রাহ্মণ অন্যত্র রাত্রিবাস করলে, সেখানে গাভীগণও কল্যাণকারিণী হয় না, বৃষভও ভার বহনে পরাঙ্খুখ হয়, ইত্যাদি। (এই সূক্তটিতে স্ত্রীর চরিত্র ও পবিত্রতা রক্ষার মহত্ব বলা হয়েছে। কারণ যেখানে পুরুষগণ নারীবর্গের চরিত্র রক্ষায় তৎপর হয়, সেই দেশ ও জাতির উন্নতি হয়ে থাকে; আর যেখানে বিপরীত আচরণ করা হয়, সেখানকার সমাজ পতনের মুখে অগ্রসর হ'তে থাকে) ॥ ১-১৮॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — গোহরণেভিচারকর্মণি 'তেবদন' ইতি সূক্তেন নেতৃণাং পদং বৃশ্চতি। তথা অনেন সূক্তেন চৌরান্ অন্বাহ। তদ্ উক্তং কৌশিকেন।...ইত্যাদি॥ (৫কা. ৪অ. ২সূ)॥

টীকা — এই সূক্তটি গোহরণের অভিচারকর্মে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে....ইত্যাদি ॥ (৫কা. ৪অ. ২সূ)॥

তৃতীয় সূক্ত : ব্রহ্মগবী

[ঋষি : ময়োভূ। দেবতা : ব্রহ্মগবী। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্]

নৈতাং তে দেবা অদদুস্তুভ্যং নৃপতে অত্তবে।
মা ব্রাহ্মণস্য রাজন্য গাং জিঘৎসো অনাদ্যাম্ ॥ ১॥
অক্ষদ্রুগ্ধো রাজন্যঃ পাপ আত্মপরাজিতঃ।
স ব্রাহ্মণস্য গামদ্যাদদ্য জীবানি মা শ্বঃ ॥ ২॥
আবিষ্টিতাঘবিষা পৃদাকূরিব চর্মণা।
সা ব্রাহ্মণস্য রাজন্য তৃষ্টৈষা গৌরনাদ্যা ॥ ৩॥
নির্বৈ ক্ষত্রং নয়তি হন্তি বর্চোঽগ্নিরিবারব্ধো বি দুনোতি সর্বম্।
যো ব্রাহ্মণং মন্যতে অন্নমেব স বিষস্য পিবতি তৈমাতস্য ॥ ৪॥
য এনং হন্তি মৃদুং মন্যমানো দেবপীয়ুর্ধনকামো ন চিত্তাৎ।
সং তস্যেন্দ্রো হৃদয়েঽগ্নিমিন্ধ উভে এনং দ্বিষ্টো নভসী চরন্তম্ ॥ ৫॥
ন ব্রাহ্মণো হিংসিতব্যোঽগ্নিঃ প্রিয়তনোরিব।
সোমো হ্যস্য দায়াদ ইন্দ্রো অস্যাভিশস্তিপাঃ ॥ ৬॥
শতাপাষ্ঠাং নি গিরতি তাং ন শক্নোতি নিঃখিদন্।
অন্নং যো ব্রহ্মণাং মল্বঃ স্বাদ্বদ্মীতি মন্যতে ॥ ৭॥
জিহ্বা জ্যা ভবতি কুল্মলং বাঙ্নাডীকা দন্তাস্তপসাভিদিগ্ধাঃ।
তেভির্ব্রহ্মা বিধ্যতি দেবপীয়ূন্ হৃদ্বলৈর্ধনুর্ভির্দেবজূতৈঃ ॥ ৮॥
তীক্ষ্ণেষবো ব্রাহ্মণা হেতিমন্তো যামস্যন্তি শরব্যাং ন সা মৃষা।
অনুহায় তপসা মন্যুনা চোত দূরাদব ভিন্দন্ত্যেনম্ ॥ ৯॥
যে সহস্রমরাজন্নাসন্ দশশতা উত।
তে ব্রাহ্মণস্য গাং জগ্ধ্বা বৈতহব্যাঃ পরাভবন্ ॥ ১০॥
গৌরেব তান্ হন্যমানা বৈতহব্যাঁ অবাতিরৎ।
যে কেসরপ্রাবন্ধায়াশ্চরমাজামপেচিরন্ ॥ ১১॥
একশতং তা জনতা যা ভূমির্ব্যধূনুত।
প্রজাং হিংসিত্বা ব্রাহ্মণীমসম্ভব্যং পরাভবন্ ॥ ১২॥
দেবপীয়ুশ্চরতি মর্ত্যেষু গরগীর্ণো ভবত্যস্থিভূয়ান্।
যো ব্রাহ্মণং দেববন্ধুং হিনস্তি ন স পিতৃযাণমপ্যেতি লোকম্ ॥ ১৩॥
অগ্নির্বৈ নঃ পদবায়ঃ সোমো দায়াদ উচ্যতে।
হন্তাভিশস্তেন্দ্রস্তথা তদ্ বেধসো বিদুঃ ॥ ১৪॥

ইযুরিব দিগ্ধা নৃপতে পৃদাকূরিব গোপতে।
সা ব্রাহ্মণস্যেযুর্ঘোরা তয়া বিধ্যতি পীয়তঃ ॥ ১৫॥

সূক্তসার — গো-কে দেবতাগণ ভক্ষণের নিমিত্ত প্রদান করেননি। (এখানে গো-এর অর্থে বাণী অথবা ভূমিও ধরা হয়)। আত্ম-পরাজিত, ইন্দ্রিয়দ্রোহী রাজা ব্রাহ্মণের গো-ভক্ষণ করলে পাপী হয়। ব্রাহ্মণের পদার্থকে নিজের ভক্ষ্য মনে করলে তা বিষপান-তুল্য হয়। ব্রাহ্মণকে মৃদু মনে ক'রে অজ্ঞানী ব্রাহ্মণের ক্ষতিকারী ব্যক্তি দেব-হিংসক, রূপে প্রতিভাত হয়। নিজের বিনাশ ইচ্ছা না করলে অগ্নিরূপ ব্রাহ্মণের ক্ষতি করা উচিত নয়। সোম ব্রাহ্মণের পুত্র; ইন্দ্র ব্রহ্মশাপকে পূর্ণ করেন। ব্রাহ্মণের তপোময় দন্ত বাণের ন্যায় তীক্ষ্ণ। ব্রাহ্মণ আপন তপস্যা ও ক্রোধের তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপে দেব-হিংসকগণকে বিদ্ধ করে থাকেন। ব্রাহ্মণের গো ইত্যাদি অপহরণের অপরাধে বীতহব্য বংশজ সহস্র রাজা ভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছেন। ব্রাহ্মণ-হিংসক বহু জন বিষের দ্বারা জীর্ণ হয়েছে। দেব-বন্ধু ব্রাহ্মণের বিনাশক ব্যক্তি পিতৃযান পথে গমন করতে সক্ষম হয় না। অগ্নি, সোম, ইন্দ্রদেব—এঁরা ব্রাহ্মণের একান্ত আপন জন—এ কথা জ্ঞানীজন জানেন ॥ ১-১৫ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'গোহরণমারণবিশসনাধিশ্রয়ণপচনভক্ষণাদিযু ক্রিয়মাণেযু অভিচারকামো ব্রহ্মচারী'নৈতাং তে দেবা' 'অতিমাত্রং অবর্দ্ধন্ত' ইতি সূক্তদ্বয়ং 'শ্রমেন তপসা' ইত্যনুবাকং চ (১২/৫) শত্রূন্ অন্বাহ। দ্বেষ্যং মনসি কৃত্বা জপতীত্যর্থঃ। তদ্ উক্তং কৌশিকসূত্রে।...ইত্যাদি॥ (৫কা. ৪অ. ৩সূ)॥

টীকা — গো-হরণ, মারণ, বিশসন, অধিশ্রয়ণ, পচন-ভক্ষণ প্রভৃতি কর্মে অভিচারকামী ব্রহ্মচারী এই সূক্তটি, এর পরবর্তী সূক্তটি এবং দ্বাদশ কাণ্ডের পঞ্চম অনুবাকের প্রথম সূক্তটির দ্বারা মনে মনে জপ করবেন।...ইত্যাদি॥ (৫কা. ৪অ. ৩সূ) ॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : ব্রহ্মগবী

[ঋষি : ময়োভূ। দেবতা : ব্রহ্মগবী। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, বৃহতী]

অতিমাত্রমবর্ধন্ত নোদিব দিবমস্পৃশন্।
ভৃগুৎ হিংসিত্বা সৃঞ্জয়া বৈতহব্যাঃ পরাভবন্ ॥ ১॥
বে বৃহৎসামানমাঙ্গিরসমার্পয়ন্ ব্রাহ্মণং জনাঃ।
পেত্বস্তেষামুভয়াদমবিস্তোকান্যাবয়ৎ ॥ ২॥
যে ব্রাহ্মণং প্রত্যষ্ঠীবন্ যে বাস্মিনছুল্কমীযিরে।
অস্নস্তে মধ্যে কুল্যায়াঃ কেশান্ খাদন্ত আসতে ॥ ৩॥
ব্রহ্মগবী পচ্যমানা যাবৎ সাভি বিজঙ্গহে।
তেজো রাষ্ট্রস্য নির্হন্তি ন বীরো জায়তে বৃষা ॥ ৪॥
ক্রূরমস্যাঃ আশসনং তৃষ্টং পিশিতমস্যতে।
ক্ষীরং যদস্যাঃ পীয়তে তদ্ বৈ পিতৃযু কিল্বিষম্ ॥ ৫॥

উগ্রো রাজা মন্যমানো ব্রাহ্মণং যো জিঘৎসতি।
পরা তৎ সিচ্যতে রাষ্ট্রং ব্রাহ্মণো যত্র জীয়তে ॥ ৬॥
অষ্টাপদী চতুরক্ষী চতুঃশ্রোত্রা চতুর্হনুঃ।
দ্ব্যাসা দ্বিজিহ্বা ভূত্বা সা রাষ্ট্রমব ধুনুতে ব্রহ্মজ্যস্য ॥ ৭॥
তদ্ বৈ রাষ্ট্রমা স্রবতি নাবং ভিন্নামিবোদকম্।
ব্রহ্মাণং যত্র হিংসন্তি তদ্ রাষ্ট্রং হন্তি দুচ্ছুনা ॥ ৮॥
তং বৃক্ষা অপ সেধন্তি ছায়াং নো মোপগা ইতি।
যো ব্রাহ্মণস্য সদ্ধনমভি নারদ মন্যতে ॥ ৯॥
বিষমেতদ্ দেবকৃতং রাজা বরুণোঽব্রবীৎ।
ন ব্রাহ্মণস্য গাং জগ্ধ্বা রাষ্ট্রে জাগার কশ্চন ॥ ১০॥
নবৈব তা নবতয়ো যা ভূমির্ব্যধূনুত।
প্রজাং হিংসিত্বা ব্রাহ্মণীমসম্ভব্যং পরাভবন্ ॥ ১১॥
যাং মৃতায়ানুবধ্নন্তি কূদ্যং পদয়োপনীম্।
তদ্ বৈ ব্রহ্মজ্য তে দেবা উপস্তরণমব্রুবন্ ॥ ১২॥
অশ্রূণি কৃপমাণস্য যানি জীতস্য বাবৃতুঃ।
তং বৈ ব্রহ্মজ্য তে দেবা অপাং ভাগমধারয়ন্ ॥ ১৩॥
যেন মৃতং স্নপয়ন্তি শ্মশ্রূণি যেনোন্দতে।
তং বৈ ব্রহ্মজ্য তে দেবা অপাং ভাগমধারয়ন্ ॥ ১৪॥
ন বর্ষং মৈত্রাবরুণং ব্রহ্মজ্যমভি বর্ষতি।
নাস্মৈ সমিতিঃ কল্পতে ন মিত্রং নয়তে বশম্ ॥ ১৫॥

সূক্তসার — বুদ্ধিশীল হয়েও সৃঞ্জয় ব্রাহ্মণ ভৃগুবংশীয়গণের প্রতি হিংসান্বিত হওয়ায় স্বর্গলাভ হ'তে বঞ্চিত হয়েছিলেন। বৃহৎসাম-শালী অঙ্গিরাগণের প্রতি আপত্তিকারক মনুষ্যদের সন্তানগণকে দেবগণ বিদূরিত ক'রে দিয়েছিলেন। যারা ব্রাহ্মণের নিকট হ'তে কর আদায় করে, এবং তাঁদের উপর থুৎকার করে, তারা রক্তময় নদীর মধ্যস্থ বালুকার খাতে পড়ে থাকে। যে রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণের গো-সমূহ ছটফট করে, সেই রাষ্ট্রের তেজ তাতেই নাশপ্রাপ্ত হয়। সেখানে বীর্যশালী বীর উৎপন্ন হয় না। গো-কে কর্তন ক্রূর কর্ম; এর মাংস মরণোত্তর তৃষ্ণার উৎপাদক। যে রাজা ব্রাহ্মণকে নষ্ট করে, যেখানে ব্রাহ্মণ দুঃখী হয়ে থাকে, সেই রাজা বিনাশপ্রাপ্তই হয়ে যায়। ব্রাহ্মণের উপর আরোপিত বিপত্তি রাজ্যকে বিনাশ করে। (হে নারদ!) যে জন ব্রাহ্মণের ধনকে নিজের মনে করে, বৃক্ষও তাকে আপন ছায়া দানে বিরত থাকে। বরুণ বলেছেন—ব্রাহ্মণের সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া বিষপানের তুল্য। অগণিত শক্তিশালী বীর, যাদের ভয়ে পৃথিবী কম্পিত হতো, ব্রাহ্মণ সন্তানদের বিনাশ করার ফলে সকলেই পাপের দ্বারা পরাস্ত হয়েছিল। কৃপাপাত্ররূপে ব্রাহ্মণের অশ্রুরূপ যে জল, সেই জল দেবতাগণ ব্রাহ্মণবিদ্বেষীদের জন্য নিশ্চিত ক'রে রক্ষা ক'রে থাকেন। ব্রাহ্মণকে দুঃখদানকারী রাজ্যের দিকে সূর্য ও বরুণ বর্ষা দান করেন না। সেই রাজা সভায় সামর্থ্যহীন হয়ে থাকে; তার সৈন্যগণ মিত্রদেরও বশে রাখতে অক্ষম হয় ॥ ১-১৫॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'অতিমাত্রং অবর্ধন্ত' ইতি সূক্তস্য পূর্বসূক্তেন সহ উক্ত বিনিয়োগঃ॥ (৫কা. ৪অ. ৪সূ)॥

টীকা — এই সূক্তটির বিনিয়োগ পূর্ববর্তী সূক্তের সাথে উক্ত হয়েছে ॥ (৫কা. ৪অ. ৪সূ) ॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : শত্রুসেনাত্রাসনম্

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : বানস্পত্যো দুন্দুভি। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

উচ্চৈর্ঘোষো দুন্দুভিঃ সত্বনায়ন্ বানস্পত্যঃ সম্ভৃত উস্রিয়াভিঃ।
বাচং ক্ষুণুবানো দময়ন্তসপত্নান্ত্সিংহ ইব জেষ্যন্নভি তংস্তনীহি ॥ ১॥
সিংহ ইবাস্তানীদ্ দ্রুবয়ো বিবদ্ধোঽভিক্রন্দন্নৃষভো বাসিতামিব।
বৃষা ত্বং বধ্রয়স্তে সপত্না ঐন্দ্রস্তে শুষ্মো অভিমাতিষাহঃ ॥ ২॥
বৃষেব যূথে সহসা বিদানো গব্যন্নভি রুব সংধনাজিৎ।
শুচা বিধ্য হৃদয়ং পরেষাং হিত্বা গ্রামান্ প্রচ্যুতা যন্তু শত্রবঃ ॥ ৩॥
সংজয়ন্ পৃতনা ঊর্ধ্বমায়ুর্গৃহ্যা গৃহ্নানো বহুধা বি চক্ষ্ব।
দৈবীং বাচং দুন্দুভ আ গুরস্ব বেধাঃ শত্রূণামুপ ভরস্ব বেদঃ ॥ ৪॥
দুন্দুভের্বাচং প্রযতাং বদন্তীমাশৃন্বতী নাথিতা ঘোষবুদ্ধা।
নারী পুত্রং ধাবতু হস্তগৃহ্যামিত্রী ভীতা সমরে বধানাম্ ॥ ৫॥
পূর্বো দুন্দুভে প্র বদাসি বাচং ভূম্যাঃ পৃষ্ঠে বদ রোচমানঃ।
আমিত্রসেনামভিজঞ্জভানো দ্যুমদ্ বদ দুন্দুভে সূনৃতাবৎ ॥ ৬॥
অন্তরেমে নভসী ঘোষো অস্তু পৃথক্ তে ধ্বনয়ো যন্তু শীভম্।
অভি ক্রন্দ স্তনয়োৎপিপানঃ শ্লোককৃন্মিত্রতূর্যায় স্বর্ধী ॥ ৭॥
ধীভিঃ কৃতঃ প্র বদাতি বাচমুদ্ধর্ষয় সত্বনামায়ুধানি।
ইন্দ্রমেদ সত্বনো নি হ্বয়স্ব মিত্রৈরমিত্রাঁ অব জঙ্ঘনীহি ॥ ৮॥
সংক্রন্দনঃ প্রবদো ধৃষ্ণুষেণঃ প্রবেদকৃদ্ বহুধা গ্রামঘোষী।
শ্রেয়ো বন্বানো বয়ুনানি বিদ্বান্ কীর্তিং বহুভ্যো বি হর দ্বিরাজে ॥ ৯॥
শ্রেয়ঃকেতো বসুজিৎ সহীয়ান্ত্সংগ্রামজিৎ সংশিতো ব্রহ্মণাসি।
অংশূনিব গ্রাবাধিষবণে অদ্রির্গব্যন্ দুন্দুভেঽধি নৃত্য বেদঃ ॥ ১০॥
শত্রূষাণ্নীষাড়ভিমাতিষাহো গবেষণঃ সহমান উদ্ভিৎ।
বাগ্বীব মন্ত্রং প্র ভরস্ব বাচং সাংগ্রামজিত্যায়েষমুদ্ বদেহ ॥ ১১॥
অচ্যুতচ্যুৎ সমদো গমিষ্ঠো মৃধো জেতা পুরএতাযোধ্যঃ।
ইন্দ্রেণ গুপ্তো বিদথা নিচিক্যদ্ধৃদ্দ্যোতনো দ্বিষতাং যাহি শীভম্ ॥ ১২॥

সূক্তসার — দুন্দুভি (বৃহৎ ঢাক) বনস্পতির দ্বারা নির্মিতা এবং উচ্চ স্বরসম্পন্না। সে উচ্চ নির্ঘোষে শত্রুদের মর্দন করে এবং সিংহের ন্যায় গর্জন করে। দুন্দুভি বৃক্ষের ন্যায় আয়ুশালিনী। দুন্দুভি বীর্যবর্ধক, তার শত্রু নির্বীর্য হয়ে থাকে। ইন্দ্রের তুল্য বলশালিনী। দুন্দুভি শত্রু-হৃদয়কে সন্তাপিত করে এবং সেনাগণকে গ্রহণ ক'রে অনেক প্রকার শব্দ করে; সে দিব্যবাণী উচ্চারিত ক'রে থাকে। দুন্দুভির গর্জনে সচেতন হয়ে শত্রুগণের স্ত্রী যুদ্ধস্থলে আগতা হয়ে হত্যারাশি দর্শন ক'রে ভীতত্রস্তা হয়ে পুত্রের হস্ত ধারণ ক'রে যাচনাপূর্বক পলায়িতা হয়ে যায়। দুন্দুভির ধ্বনি প্রথমেই উৎসারিত হওয়ায় শত্রুগণের সেনাকে প্রথমেই বিনষ্ট ক'রে থাকে। দুন্দুভি পৃথিবীতে আপন সত্যবাক্যের প্রসার করে। দুন্দুভির ধ্বনি দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে অনেক রূপে প্রসারিত হয়। বুদ্ধিপূর্বক রচিতা দুন্দুভি সুন্দর শব্দ উৎসারিত করে। দুন্দুভি স্বপক্ষীয় বীরবর্গকে আহ্বান করে মিত্রবর্গের দ্বারা শত্রুগণকে সংহার করায়। দুন্দুভি ধনদাত্রী এবং সেনাগণকে সাহস-প্রদায়িনী। দুন্দুভি কল্যাণ-শালিনী, মন্ত্রের দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃতা এবং বলবতী। দুন্দুভি শত্রুবর্গের ধনের উপর অধিকারশালিনী। দুন্দুভি হর্ষে পরিপূর্ণা হয়েও স্থানচ্যুতা হয় না। দুন্দুভি ইন্দ্রের দ্বারা রচিতা, অতএব সে শত্রুগণের হৃদয়কে প্রজ্বালিত ক'রে তাদের প্রাপ্ত হয় (বা জয় করে) ॥ ১-১২ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'উচ্চৈর্ঘোষো' ইতি সূক্তেন ত্রাসনপরসেনাবিদ্বেষকর্মণি ভের্যাদিবাদিত্রাণি প্রক্ষাল্য তগরোশীরেণ লেপয়িত্বা সম্পাত্য ত্রিস্তাড়য়িত্বা বাদকায়া পুরোধাঃ প্রযচ্ছেৎ। সূত্রিতং হি।...তথা মহাব্রতে অনেন সূক্তেন ভূমিদুন্দুভিং তাড়য়েৎ।...ইত্যাদি ॥ (৫কা. ৪অ. ৫সূ)॥

টীকা — এই সূক্তটির দ্বারা ত্রাসন ও পরসেনা-বিদ্বেষণ কর্মে ভেরী ইত্যাদি বাদ্য প্রক্ষালন পূর্বক তগর উশীরের দ্বারা লেপন ক'রে পুরোহিত তিন বার বাদন ক'রে বাদককে প্রদান করবেন। তথা, মহাব্রতে এই সূক্তের দ্বারা ভূমিদুন্দুভির তাড়না করণীয়।...ইত্যাদি ॥ (৫কা. ৪অ. ৫সূ) ॥

◆

ষষ্ঠ সূক্ত : শত্রুসেনাত্রাসনম্

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : বানস্পত্যো দুন্দুভি। ছন্দ : পংক্তি, অনুষ্টুপ্ প্রভৃতি]

বিহৃদয়ং বৈমনস্যং বদামিত্রেষু দুন্দুভে।
বিদ্বেষং কশ্মশং ভয়মমিত্রেষু নি দধ্মস্যবৈনান্ দুন্দুভে জহি ॥ ১॥
উদ্বেপমানা মনসা চক্ষুষা হৃদয়েন চ।
ধাবন্তু বিভ্যতোঽমিত্রাঃ প্রত্রাসেনাজ্যে হুতে ॥ ২॥
বানস্পত্যঃ সংভৃত উস্রিয়াভির্বিশ্বগোত্র্যঃ।
প্রত্রাসমমিত্রেভ্যো বদাজ্যেনাভিঘারিতঃ ॥ ৩॥
যথা মৃগাঃ সংবিজন্ত আরণ্যাঃ পুরুষাদধি।
এবা ত্বং দুন্দুভেঽমিত্রানভি ক্রন্দ প্র ত্রাসয়াথো চিত্তানি মোহয় ॥ ৪॥
যথা বৃকাদজাবয়ো ধাবন্তি বহু বিভ্যতীঃ।
এবা ত্বং দুন্দুভে ঽমিত্রানভি ক্রন্দ প্র ত্রাসয়াথো চিত্তানি মোহয় ॥ ৫॥

যথা শ্যেনাৎ পতত্রিণঃ সংবিজন্তে অহর্দিবি সিংহস্য স্তনথোর্যথা।
এবা ত্বং দুন্দুভেঽমিত্রানভি ক্রন্দ প্র ত্রাসয়াথো চিত্তানি মোহয় ॥ ৬॥
পরামিত্রান্ দুন্দুভিনা হরিণস্যাজিনেন চ।
সর্বে দেবা অতিত্রসন্ যে সংগ্রামস্যেশতে ॥ ৭॥
যৈরিন্দ্রঃ প্রক্রীড়তে পদ্ঘোষৈশ্ছায়য়া সহ।
তৈরমিত্রাস্ত্রসন্তু নোঽমী যে যন্ত্যনীকশঃ ॥ ৮॥
জ্যাঘোষা দুন্দুভয়োঽভি ক্রোশন্তু যা দিশঃ।
সেনাঃ পরাজিতা যতীরমিত্রাণামনীকশঃ ॥ ৯॥
আদিত্য চক্ষুরা দৎস্ব মরীচয়োঽনু ধাবত।
পৎসঙ্গিনীরা সজন্তু বিগতি বাহুবীর্যে ॥ ১০॥
যূয়মুগ্রা মরুতঃ পৃশ্নিমাতর ইন্দ্রেণ যুজা প্র মৃণীত শত্রূন্।
সোমো রাজা বরুণো রাজা মহাদেব উত মৃত্যুরিন্দ্রঃ ॥ ১১॥
এতা দেবসেনাঃ সূর্যকেতবঃ সচেতসঃ।
অমিত্রান্ নো জয়ন্তু স্বাহা ॥ ১২॥

সূক্তসার — দুন্দুভি শত্রুদের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষের প্রসার ঘটাক। আমরা আমাদের প্রতি বৈরভাবাপন্নদের যেন তিরস্কার করতে পারি। আমাদের শত্রু ঘৃতাহুতির দ্বারা কম্পিত হোক। দুন্দুভি বনস্পতির দ্বারা নির্মিত এবং চর্মমণ্ডিত। দুন্দুভি মেঘের মতো শব্দ করে থাকে। দুন্দুভি ঘৃতের দ্বারা অভিধারিত এবং তার ধ্বনি শত্রুর ত্রাসজনক। শিকারীর দ্বারা বন-মৃগের ভয়ভীত হওয়ার সমান দুন্দুভি গর্জন ক'রে শত্রুদের মনকে মোহিত ক'রে দিক। যেমন মেষ (ভেড়া) অজ (ছাগল) ইত্যাদি পশু নেকড়ে বাঘের ভয়ে পালিয়ে যায়, দুন্দুভির শব্দে ভীত হয়ে শত্রুগণ সেইভাবেই পলায়ন করুক। বাজ হ'তে পক্ষীগণ ও সিংহ হ'তে অপর প্রাণীগণ যেমন ভয়ভীত হয়ে থাকে, দুন্দুভি শত্রুর অভিমুখে গর্জন ক'রে সেইভাবেই ত্রাসিত করুক। যুদ্ধের অধিপতি দেবতা হরিণ চর্মে আবৃত দুন্দুভির শব্দে শত্রুগণকে ভয়ভীত ক'রে দিয়েছিলেন। শত্রুসেনাদল পরাজিত হয়ে যেদিকে অবস্থান করছে, সেই দিক্ অভিমুখে আমাদের দুন্দুভি গর্জন করতে থাকুক। সূর্য আমাদের শত্রুদের দৃষ্টিশক্তি গ্রহণ করুন এবং কিরণ তাদের পশ্চাতে ধাবিত হ'তে থাকুক। মরুৎ-দেবগণ উগ্রকর্মা হোন; রাজা সোম, বরুণ, মহাদেব, মৃত্যু ও ইন্দ্রদেব তাঁদের সঙ্গী হয়ে শত্রুদের মর্দন করুন। সমান চিত্তশালী, সূর্যের পতাকা বহনকারী দেবসৈন্যগণ আমাদের শত্রুদের উপর বিজয় প্রাপ্ত হোক। আমাদের এই আহুতি তাঁদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হোক ॥ ১-১২॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'বিহৃদয়ং' ইতি সূক্তেন পরসেনাত্রাসনবিদ্বেষণকর্মণি সর্ববাদিত্রানি প্রক্ষাল্য তগরোশীরণে লেপয়িত্বা সম্পাতবন্তি ত্রিরাহত্য বাদকায় প্রযচ্ছতি। তথা অনেন সূক্তেন সোমাঙ্কুরমণিং হরিণচর্মণা বেষ্টিতং কৃত্বা সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য বধ্নাতি। তৎ উক্তং কৌশিকসূত্রে।...ইত্যাদি ॥ (৫কা. ৪অ. ৬সূ)॥

টীকা — এই সূক্তের দ্বারা শত্রুসেনার ত্রাসন ও বিদ্বেষণ কর্মে সকল বাদ্যকে (দুন্দুভিকে) প্রক্ষালিত ক'রে

তগর উশীরের দ্বারা লেপন ক'রে তিনবার বাজিয়ে পুরোহিত বাদককে প্রদান করবেন। তথা, এই সুক্তের দ্বারা সোমাঙ্কুরমণি হরিণচর্মে বেষ্টিত ক'রে অভিমন্ত্রিত পূর্বক বন্ধন করণীয়...ইত্যাদি ॥ (৫কা. ৪অ. ৬সূ) ॥

পঞ্চম অনুবাক

প্রথম সূক্ত : তক্মনাশনম্

[ঋষি : ভৃগু-অঙ্গিরা। দেবতা : তক্মনাশন। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী]

অগ্নিস্তক্মানমপ বাধতামিতঃ সোমা গ্রাবা বরুণঃ পূতদক্ষাঃ।
বেদির্বর্হিঃ সমিধঃ শোশুচানা অপ দ্বেষাংস্যমুয়া ভবন্তু ॥ ১॥
অয়ং যো বিশ্বান্ হরিতান্ কৃণোষ্যুচ্ছোচয়ন্নগ্নিরিবাভিদুন্বন্।
অধা হি তক্মন্নরসো হি ভূয়া অধা ন্যঙ্ঙধরাঙ্ বা পরেহি ॥ ২॥
যঃ পরুষঃ পারুষেয়োঽবধ্বংস ইবারুণঃ।
তক্মানং বিশ্বধাবীর্যাধরাঞ্চং পরা সুবা ॥ ৩॥
অধরাঞ্চং প্র হিণোমি নমঃ কৃত্বা তক্মনে।
শকম্ভরস্য মুষ্টিহা পুনরেতু মহাবৃষান্ ॥ ৪॥
ওকো অস্য মূজবন্ত ওকো অস্য মহাবৃষাঃ।
যাবজ্জাতস্তক্মংস্তাবানসি বল্হিকেষু ন্যোচরঃ ॥ ৫॥
তক্মন্ ব্যাল বি গদ ব্যঙ্গ ভূরি যাবয়।
দাসীং নিষ্টক্করীমিচ্ছ তাং বজ্রেণ সমর্পয় ॥ ৬॥
তক্মন্ ভূজবতো গচ্ছ বলহিকান্ বা পরস্তরাম্।
শূদ্রামিচ্ছ প্রফর্ব্যং তাং তক্মন্ বীব ধূনুহি ॥ ৭॥
মহাবৃষান্ মূজবতো বন্ধদ্ধি পরেত্য।
প্রৈতানি তক্মনে ব্রূমো অন্যক্ষেত্রাণি বা ইমা ॥ ৮॥
অন্যক্ষেত্রে ন রমসে বশী সন্ মৃড়য়াসি নঃ।
অভূদু প্রার্থস্তক্মা স গমিষ্যতি বল্হিকান্ ॥ ৯॥
যৎ ত্বং শীতোঽথো রূরঃ সহ কাসাবেপয়ঃ।
ভীমাস্তে তক্মন্ হেতয়স্তাভিঃ স্ম পরি বৃঙ্গ্ধি নঃ ॥ ১০॥
মা স্মৈতান্ত্সখীন্ কুরুথা বলাসং কাসমুদ্যুগম্।
মা স্মাতোঽর্বাঙৈঃ পুনস্তৎ ত্বা তক্মন্নুপ ব্রুবে ॥ ১১॥
তক্মন্ ভ্রাত্রা বলাসেন স্বস্রা কাসিকয়া সহ।
পাম্মা ভ্রাতৃব্যেণ সহ গচ্ছামুমরণং জনম্ ॥ ১২॥

তৃতীয়কং বিতৃতীয়ং সদন্দিমুত শারদম্।
তক্মানং শীতং রূরং গ্রৈষ্মং নাশয় বার্ষিকম্ ॥ ১৩॥
গন্ধারিভ্যো মূজবদ্ভ্যোঽঙ্গেভ্যো মগধেভ্যঃ।
প্রৈষ্যন্ জনমিব শেবধিং তক্মানং পরি দদ্মসি ॥ ১৪॥

সূক্তসার — অগ্নি, সোম, ইন্দ্র, বরুণ, বেদী, বর্হি ও সমিধগুলি প্রজ্বলিত হয়ে তক্মাকে (জ্বরকে) অবরোধ করুক এবং আমাদের শত্রু এই স্থান হ'তে পলায়ন করুক। জ্বর দেহকে কষ্টদানকারী; সকল মানুষকে অগ্নিতুল্য সন্তাপিত ক'রে থাকে, অতএব সে তিরস্কৃত, নির্বল এবং অধম স্থান প্রাপ্ত হোক। আমি জ্বরকে প্রণাম করছি এবং তাকে নিম্নস্থানে প্রেরণ করছি। মুষ্টির আঘাতের ন্যায় প্রহারক জ্বরের স্থান মুঞ্জের সাথে যুক্ত; বীর্যকে অধিকরূপে বর্ষণকারী পুরুষ তার গৃহস্বরূপ। জ্বর জীবনকে সর্পের ন্যায় কষ্টদায়ক। সে চৌর্যশালিনী দাসীর সাথে বজ্ররূপে মিলিত হয়ে তাকে আমার নিকট হ'তে দূর ক'রে দিক। জ্বর জীবনকে দুঃখীকরণশালী। সে মুঞ্জশালী প্রদেশ অথবা বাহ্লীক প্রদেশে বা সেগুলি অপেক্ষাও দূরে গমন করুক। জ্বর প্রথম অবস্থাশালিনী শূদ্রার সাথে মিলিত হয়ে তাকেই কম্পায়মান করুক। আমরা মুঞ্জযুক্ত বা মহাবৃষ্টি-যুক্ত স্থানে গমনের নিমিত্ত জ্বরকে বলছি। সে সেখানে গমন ক'রে তার বন্ধুবর্গকে ভক্ষণ করুক। সে অন্য ক্ষেত্রে পরিক্রমণ করুক। জ্বর শীতের সাথে প্রবল হওয়ার যোগ্য, সে কাসের (কাসব্যাধির) সাথে কম্পিত করণশালী। তক্ম হলো শীত-জ্বর। সে যেন কাশি ও বলক্ষীণ-কারক ব্যাধিগুলিকে আমাদের কখনও মিত্র না ক'রে দেয়। বলকে ক্ষীণ-করণশালী ব্যাধিরূপ তার ভ্রাতা ও কাশি তার ভগিনী এবং পাপ রূপ তার ভ্রাতুষ্পুত্র। এইগুলিকে নিয়ে সে যেন দুষ্ট পুরুষকে প্রাপ্ত হয়। হে দেব! তুমি ত্র্যহিক (যে জ্বর তিন দিন অন্তর আসে), চৌথাহিক (যে জ্বর চার দিন অন্তর আসে), বর্ষা, শরৎ ও গ্রীষ্মের তথা শীত ও প্রচলিত জ্বরের নাশ করো। আমরা কষ্টদায়ক এই ব্যাধিকে দূরস্থ দেশে প্রেরণ ক'রে মনুষ্যগণকে সুখী করছি।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — জ্বরভৈষজ্যকর্মণি 'অগ্নিস্তক্মানং' ইতি সূক্তেন লাজান পারয়তি। তথা তত্রৈব কর্মণি দাবাগ্নিপ্রনয়নং কৃত্বা অনেন সূক্তেন তাম্রস্রুবেন মূধ্নি সম্পাতান্ আনয়তি। তথা চ সূত্রং।...ইত্যাদি ॥ (৫কা. ৫অ. ১সূ)॥

টীকা — জ্বরভৈষজ্য কর্মে এই সূক্তটির বিনিয়োগ প্রসিদ্ধ। এই কর্মে দাবাগ্নি প্রজ্বলন ও তাম্রপাত্রে মূধ্নি সম্পাত ইত্যাদি ক্রিয়াগুলি উপর্যুক্ত 'সূক্তস্য বিনিয়োগঃ' অংশ দ্রষ্টব্য ॥ (৫কা. ৫অ. ১সূ)॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : কৃমিঘ্নম্

[ঋষি : কণ্ব। দেবতা : ইন্দ্র ইত্যাদি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

ওতে মে দ্যাবাপৃথিবী ওতা দেবী সরস্বতী।
ওতৌ ম ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ ক্রিমিং জম্ভয়তামিতি ॥ ১॥
অস্যেন্দ্র কুমারস্য ক্রিমীন্ ধনপতে জহি।
হতা বিশ্বা অরাতয় উগ্রেণ বচসা মম ॥ ২॥

যো অক্ষৌ পরিসর্পতি যো নাসে পরিসর্পতি।
দতাং যো মধ্যং গচ্ছতি তং ক্রিমিং জম্ভয়ামসি ॥ ৩॥
সরূপৌ দ্বৌ বিরূপৌ দ্বৌ কৃষ্ণৌ রহিতৌ দ্বৌ।
বভ্রুশ্চ বভ্রুকর্ণশ্চ গৃধ্রঃ কোকশ্চ তে হতাঃ ॥ ৪॥
যে ক্রিময়ঃ শিতিকক্ষা যে কৃষ্ণাঃ শিতিবাহবঃ।
যে কে চ বিশ্বরূপাস্তান্ ক্রিমীন্ জম্ভয়ামসি ॥ ৫॥
উৎ পুরস্তাৎ সূর্য এতি বিশ্বদৃষ্টো অদৃষ্টহা।
দৃষ্টাংশ্চ ঘ্নন্নদৃষ্টাংশ্চ সর্বাংশ্চ প্রমৃণন্ ক্রিমীন্ ॥ ৬॥
যেবাষাসঃ কষ্কষাস এজৎকাঃ শিপবিত্নুকাঃ।
দৃষ্টশ্চ হন্যতাং ক্রিমিরুতাদৃষ্টশ্চ হন্যতাম্ ॥ ৭॥
হতো যেবাষঃ ক্রিমীণাং হতো নদনিমোত।
সর্বান্ নি মষ্মষাকরং দৃষদা খল্বাঁ ইব ॥ ৮॥
ত্রিশীর্ষাণং ত্রিককুদং ক্রিমিং সারঙ্গমর্জুনম্।
শৃণামাস্য পৃষ্টীরপি বৃশ্চামি যচ্ছিরঃ ॥ ৯॥
অত্রিবদ্ বঃ ক্রিময়ো হন্মি কন্ববজ্জমদগ্নিবৎ।
অগস্ত্যস্য ব্রহ্মণা সং পিনষ্মাহং ক্রিমীন্ ॥ ১০॥
হতো রাজা ক্রিমীণামুতৈষাং স্থপতির্হতঃ।
হতো হতমাতা ক্রিমির্হতভ্রাতা হতস্বসা ॥ ১১॥
হতাসো অস্য বেশসো হতাসঃ পরিবেশসঃ।
অথো যে ক্ষুল্লকা ইব সবে তে ক্রিময়ো হতাঃ ॥ ১২॥
সর্বেষাং চ ক্রিমীণাং সর্বাসাং চ ক্রিমীণাম্।
ভিনদ্ম্যশ্মনা শিরো দহাম্যগ্নিনা মুখম্ ॥ ১৩॥

সূক্তসার — দ্যাবা-পৃথিবী, সরস্বতী, ইন্দ্র ও অগ্নি আমাতে ওতপ্রোত হয়ে কৃমিগণকে বিনাশ করুন। পরমৈশ্বর্যবান্ ইন্দ্র আমার কুমারের শত্রুরূপী এই কৃমিগুলিকে আমার উগ্র বচনের (বা মন্ত্রের) দ্বারা নষ্ট ক'রে দিন। নেত্রে পরিক্রমণকারী, নাসিকার ছিদ্রে চলাচলকারী তথা দন্তের মধ্যে অবস্থানকারী কৃমিগুলিকে আমরা বিনাশ করছি। দু'টিই একরূপশালী, দু'টিই বিকট রূপশালী, দু'টি রক্তবর্ণশালী, এক ধূসর বর্ণশালী, একটিমাত্র কর্ণশালী, একটি গৃধ্র নামক তথা একটি ব্যাঙ নামক এই সকল কীটই মন্ত্রবলে বিনাশপ্রাপ্ত হোক। তীক্ষ্ণ কুক্ষিশালী, কৃষ্ণ এবং বহু রূপশালী কীটগুলিকে আমরা মন্ত্রবলে বিনষ্ট করছি। সকল প্রাণীর দর্শনীয় সূর্যদেব অদৃষ্ট কীটসমূহকে বিনাশ করছেন। তিনি সেই সকল দৃশ্য, অদৃশ্য সকল প্রকার কৃমিকে হনন পূর্বক পূর্ব হ'তেই উদয় হয়ে থাকেন। দ্রুতগামী, সন্তাপপ্রদ, কম্পিত-করণশালী, তীক্ষ্ণ, দৃশ্য বা অদৃশ্য সব কীটকেই তিনি নষ্ট করুন। তীক্ষ্ণগামী কৃমি মন্ত্র-শক্তিতে বিনাশ প্রাপ্ত হয়েছে। তিন-শির, তিন ককুদ (পৃষ্ঠ), শবলবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ-শালী কৃমিসমূহকে আমরা মন্ত্রশক্তির দ্বারা নষ্ট ক'রে দিয়েছি। মহর্ষি অত্রি, কণ্ব ও জমদগ্নি

যেভাবে মন্ত্রশক্তির দ্বারা কীটগুলিকে বিনাশ করেছিলেন, আমিও সেইভাবেই করছি। অগস্ত্য ঋষির মন্ত্রশক্তিতে আমি কীটগুলিকে বিনাশ করছি। কৃমিবর্গের রাজা ও মন্ত্রীও আমাদের মন্ত্র ও ঔষধির প্রভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। মাতা; ভ্রাতা, ভগিনীর সাথে কৃমিগণের সম্পূর্ণ কুটুম্ববর্গ ও নাশপ্রাপ্ত হয়েছে। সকল স্ত্রী ও পুরুষ কৃমিকে প্রস্তরাঘাতে বিনষ্ট ক'রে আমি অগ্নিতে তাদের মুখ দগ্ধ করছি ॥ ১-১৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'কৃমিভৈষজ্যকর্মণি 'ওতে মে দ্যাবাপৃথিবী' ইতি সূক্তেন কবরীমূলং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য বধ্নীয়াৎ। তথা অনেন সূক্তেন গৌবালৈঃ করীরাকাষ্ঠং বেষ্টয়িত্বা সূক্তং জপিত্বা পাষাণেন চূর্ণয়তি। ...তথা অনেন সূক্তেন গ্রামপাংশূন অভিমন্ত্র্য সব্যেন হস্তেন দক্ষিণামুখো ভূত্বা পাংশুন পরিকিরতি। তথা অনেন সূক্তেন পাংশূন অভিমন্ত্র্য হস্তেন মথিত্বা, কৃমেরুপরি ক্ষিপতি। তথা অনেন সূক্তেন শান্তিবৃক্ষসমিধ আদধাতি। কৃমিভঞ্জনং।...ইত্যাদি ॥ (৫কা. ৫অ. ২সূ)॥

টীকা — কৃমির ভৈষজ্য কর্মে এই সূক্তের দ্বারা কবরীমূল অভিমন্ত্রিত ক'রে কৃমিরোগাক্রান্তকে ধারণ করানো কর্তব্য। তথা, এই সূক্তের দ্বারা গাভীর লোমের সাথে করীরকাষ্ঠ বেষ্টিত ক'রে সূক্তমন্ত্র জপ পূর্বক প্রস্তরের দ্বারা চূণীকৃত ক'রে অগ্নিতে তাপ প্রদান ক'রে সূক্ত পাঠ করতে করতে ধারণ কর্তব্য। তথা এই সূক্তের দ্বারা গ্রাম্য পশুগণকে অভিমন্ত্রিত ক'রে বাম হস্তের দ্বারা দক্ষিণমুখী হয়ে ধূলি পরিষ্কার ক'রে দিতে হয়। তথা এই সূক্তের দ্বারা ধূলি অভিমন্ত্রিত ক'রে হস্তের দ্বারা মথিত ক'রে ক্ষেপন কর্তব্য। এই সূক্তের দ্বারা শান্তিবৃক্ষের সমিধ আধান করণীয়। এতেই কৃমিভঞ্জন হয়ে থাকে।....ইত্যাদি ॥ (৫কা. ৫অ. ২সূ) ॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : ব্রহ্মকর্ম

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : ব্রহ্মকর্মাত্মা, সবিতা প্রভৃতি। ছন্দ : শক্করী, জগতী]

সবিতা প্রসবানামধিপতিঃ স মাবতু।
অস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ কর্মণ্যস্যাং পুরোধায়ামস্যাং প্রতিষ্ঠায়ামস্যাং
চিত্ত্যামস্যামাকূত্যামস্যামাশিষ্যস্যাং দেবহূত্যাং স্বাহা ॥ ১॥
অগ্নির্বনস্পতীনামধিপতিঃ স মাবতু।
অস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্........স্বাহা ॥ ২॥
দ্যাবাপৃথিবী দাতৃ ণামধিপত্নী তে মাবতাম্।
অস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্........স্বাহা ॥ ৩॥
বরুণোঽপামধিপতিঃ স মাবতু।
অস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্........স্বাহা ॥ ৪॥
মিত্রাবরুণৌ বৃষ্ট্যাধিপতি তৌ মাবতাম্।
অস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্........স্বাহা ॥ ৫॥
মরুতঃ পর্বতানামধিপতয়স্তে মাবন্তু।
অস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্........স্বাহা ॥ ৬॥

সোমো বীরুধামধিপতিঃ স মাবতু।
অস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্........স্বাহা ॥ ৭॥
বায়ুরন্তরিক্ষস্যাধিপতিঃ স মাবতু।
অস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্........স্বাহা ॥ ৮॥
সূর্যশ্চক্ষুষামাধিপতিঃ স মাবতু।
অস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্.........স্বাহা ॥ ৯॥
চন্দ্রমা নক্ষত্রাণামধিপতিঃ স মাবতু।
অস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্........স্বাহা ॥ ১০॥
ইন্দ্রো দিবোঽধিপতিঃ স মাবতু।
অস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্.........স্বাহা ॥ ১১॥
মরুতাং পিতা পশূনামধিপতিঃ স মাবতু।
অস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্........স্বাহা ॥ ১২॥
মৃত্যুঃ প্রজানামধিপতিঃ স মাবতু।
অস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্........স্বাহা ॥ ১৩॥
যমঃ পিতৃণামধিপতিঃ স মাবতু।
অস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্........স্বাহা ॥ ১৪॥
পিতরঃ পরে তে মাবন্তু।
অস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্........স্বাহা ॥ ১৫॥
ততা অবরে তে মাবন্তু।
অস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্........স্বাহা ॥ ১৬॥
ততস্ততামহাস্তে মাবন্তু।
অস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ কর্মণ্যস্যাং পুরোধায়ামস্যা প্রতিষ্ঠায়ামস্যাং
চিত্ত্যামস্যামাকূত্যামস্যামাশিষ্যস্যাং দেবহূত্যাং স্বাহা ॥ ১৭॥

সূক্তসার — সকল উৎপন্ন পদার্থ সমূহের অধিপতি সূর্যদেব, বনস্পতি সমূহের স্বামী অগ্নিদেব, দাতৃবর্গের অধিস্বামী দ্যাবাপৃথিবী, জলের অধিপতি বরুণদেব, পর্বতের অধীশ্বর মরুৎ-দেবগণ, বৃষ্টির অধিপতি মিত্রাবরুণ দেবদ্বয়, লতাসমূহের অধিপতি সোমদেব, অন্তরিক্ষের প্রভু বায়ুদেবতা, চক্ষুর অধিপতি সবিতাদেব, নক্ষত্রের অধিপতি চন্দ্রমা দেবতা—এঁরা সকলে আমার এই বৈদিক কর্মে, প্রতিষ্ঠায়, সংকল্পে, দেবাহ্বানে, আশীর্বাদাত্মক কর্মে, চিতিতে (অগ্নিচয়নে) আমাকে রক্ষা করুন। (অর্থাৎ এই সকল কর্ম-সম্পাদনে আমি যেন সার্থক হ'তে পারি)। স্বর্গের রাজা ইন্দ্রদেব, পশুবর্গের পিতা মরুৎ-দেববর্গ, প্রজা-স্বামিনী মৃত্যু দেবতা, পিতৃগণের অধিপতি যমদেব, সপ্ত পুরুষের উর্ধ্বস্থ পিতৃবর্গ, সপিণ্ড পিতৃগণ, ততামহ (অর্থাৎ মৃত) পিতৃবর্গ এঁরা সকলে আমার এই বেদোক্ত, প্রতিষ্ঠা, চিতি, সংকল্প, দেবারাধন, আশীর্বাদ ইত্যাদি কর্মসমূহে আমাকে রক্ষা করুন ॥ ১-১৭॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — পৌরোহিত্যং করিষ্যন্ 'সবিতা প্রসবানাং' ইতি সূক্তেন শূদ্রেণাহৃতাঃ সমিধ

আদধাতীতি কেশবঃ। তথা চ সূত্রং।...ইত্যাদি ॥ (৫কা. ৫অ. ৩সূ)॥

টীকা — পৌরোহিত্য করার নিমিত্ত এই সূক্তের দ্বারা শূদ্র কর্তৃক আহৃত সমিধ গ্রহণ করণীয়। বিবাহ সম্পর্কীয় আজ্যহোমে উপর্যুক্ত সূক্তটির বিনিয়োগ হয়ে থাকে। এই সূক্তটি চাতুর্মাস্যে বৈশ্যদেব পর্বে সাবিত্র যাগেও বিনিযুক্ত হয় ॥ (৫কা. ৫অ. ৩সূ) ॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : গর্ভাধানম্

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : যোনি, গর্ভ, পৃথিবী ইত্যাদি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, বৃহতী]

পর্বতাদ্ দিবো যোনেরঙ্গাদঙ্গাৎ সমাভৃতম্।
শেপো গর্ভস্য রেতোধাঃ সরৌ পর্ণামিবা দধৎ ॥ ১॥
যথেয়ং পৃথিবী মহী ভূতানাং গর্ভমাদধে।
এবা দধামি তে গর্ভং তস্মৈ ত্বামবসে হুবে ॥ ২॥
গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি সরস্বতি।
গর্ভং তে অশ্বিনোভা ধত্তাং পুষ্করস্রজা ॥ ৩॥
গর্ভং তে মিত্রাবরুণৌ গর্ভং দেবো বৃহস্পতিঃ।
গর্ভং ত ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ গর্ভং ধাতা দধাতু তে ॥ ৪॥
বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু।
আ সিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে ॥ ৫॥
যদ্ বেদ রাজা বরুণো যদ্ বা দেবী সরস্বতী।
যদিন্দ্রো বৃত্রহা বেদ তদ্ গর্ভকরণং পিব ॥ ৬॥
গর্ভো অস্যোষধীনাং গর্ভো বনস্পতীনাম্।
গর্ভো বিশ্বস্য ভূতস্য সো অগ্নে গর্ভমেহ ধাঃ ॥ ৭॥
অধি স্কন্দ বীরয়স্ব গর্ভমা ধেহি যোন্যাম্।
বৃষাসি বৃষ্ণ্যাবন্ প্রজায়ৈ ত্বা নয়ামসি ॥ ৮॥
বি জিহীস্ব বার্হৎসামে গর্ভস্তে যোনিমা শয়াম্।
অদুষ্টে দেবাঃ পুত্রং সোমপা উভয়াবিনম্ ॥ ৯॥
ধাতঃ শ্রেষ্ঠেন রূপেণাস্যা নার্যা গবীন্যোঃ।
পুমাংসং পুত্রমা ধেহি দশমে মাসি সূতবে ॥ ১০॥
ত্বষ্টঃ শ্রেষ্ঠেন রূপেণাস্যা নার্যা গবীন্যোঃ।
পুমাংসং পুত্রমা ধেহি দশমে মাসি সূতবে ॥ ১১॥
সবিতঃ শ্রেষ্ঠেন রূপেনাস্যা নার্যা গবীন্যোঃ।
পুমাংসং পুত্রমা ধেহি দশমে মাসি সূতবে ॥ ১২॥

প্রজাপতে শ্রেষ্ঠেন রূপেনাস্যা নার্যা গবীন্যোঃ।
পুমাংসং পুত্রমা ধেহি দশমে মাসি সূতবে ॥ ১৩॥

সূক্তসার — পর্বতের ঔষধি, স্বর্গের পুণ্য ও অঙ্গের শক্তির দ্বারা পুষ্ট বীর্যকে ধারণশালী পুরুষ, জলে পত্র নিক্ষেপের ন্যায় গর্ভাধান ক'রে থাকে। সকল প্রাণীর গর্ভকে যেমন পৃথিবী ধারণ করেন, সেইরকমেই আমি (পুরোহিত) তোমার (অর্থাৎ নবগর্ভা রমণীর) গর্ভধারণ করছি; তার রক্ষার জন্য (দেবগণকে) আহ্বান করছি। সিনীবালী, সরস্বতী, পুষ্পমাল্যধারী অশ্বিদ্বয়, মিত্রাবরুণ, বৃহস্পতি, ইন্দ্র, অগ্নি ও ধাতা তোমার (অর্থাৎ নবগর্ভা রমণীর) গর্ভকে পুষ্ট করুন। ত্বষ্টা গর্ভস্থ পুত্রের রূপ রচনা করুন, প্রজাপতি সিঞ্চন করুন; বিষ্ণু তোমার জননেন্দ্রিয়কে সমর্থ করুন ও ধাতা তোমার গর্ভকে পুষ্ট করুন। বরুণ, সরস্বতী ও ইন্দ্র যে গর্ভকরণকে জ্ঞাত আছেন, তুমি সেই গর্ভকারক বস্তুকে পান করো। অগ্নি ঔষধির বনস্পতিসমূহের ও সকল ভূতজাতের গর্ভস্বরূপ, অতএব তিনি এই সান্ত্বনাময়ীর (গর্ভিণীর) গর্ভকে পুষ্ট করুন। সোমপায়ী দেবতাগণ একে ইহলোক ও পরলোকে রক্ষাকারী পুত্র প্রদান করেছেন। ধাতা, ত্বষ্টা, সবিতাদেব, প্রজাপতি প্রমুখ দেবগণ এই গর্ভিণীর গর্ভস্থ পুত্র যাতে দশম মাসে নির্বিঘ্নে বিনাকষ্টে প্রসবিত হ'তে পারে, তার ব্যবস্থা করুন। (এই সূক্তে গর্ভের সুরক্ষার নিমিত্ত পরমেশ্বর ও অপরাপর দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা করা হয়েছে। তার সাথে সাথেই পুত্র উৎপত্তিরও প্রার্থনা জ্ঞাপিত হয়েছে। এই রকম ভাবনার সাথে গর্ভাধান হ'লে ভাবী সন্তানের উপর মানসিক শক্তির কল্যাণকারী প্রভাব পড়ে থাকে) ॥ ১-১৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — গর্ভাধানাদ্যে কর্মণি, 'পর্বতাদ্ দিবঃ' ইতি সূক্তেন আগমকৃশরং চরুদ্বয়ং শ্রপয়িত্বা সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য দ্বিতীয়ং চরুং যুগচ্ছিদ্রেণ সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য আশয়তি। তথা তত্রৈব কর্মণি কেলূনাংশ্চ পলাশৎসরূন্নিবৃত্তে নিঘৃষ্য 'পর্বতাদ্ দিবঃ' ইতি সূক্তেন অভিমন্ত্র্য শিশ্নে আধায় ততো মৈথুনং করোতি। তদ্ উক্তং কৌশিকেন।...ইত্যাদি ॥ (৫কা. ৫অ. ৪সূ)॥

টীকা — গর্ভধান নামে আখ্যাত কর্মে এই সূক্তমন্ত্রের দ্বারা আগমকৃশর চরুদ্বয় পাক ক'রে অভিমন্ত্রিত পূর্বক দ্বিতীয় চরু ভক্ষণ করানো কর্তব্য। এছাড়া এই সূক্তমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত ঔষধি শিশ্নে লেপন ক'রে মৈথুন করা সম্পর্কে বিধি আছে ॥ (৫কা. ৫অ. ৪সূ) ॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : নবশালায়াং ঘৃতহোমঃ

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : বাস্তোষ্পতি, অগ্নি প্রভৃতি। ছন্দ : উষ্ণীক, বৃহতী প্রভৃতি]

যজূংষি যজ্ঞে সমিধঃ স্বাহাগ্নিঃ প্রবিদ্বানিহ বো যুনক্তু ॥ ১॥
যুনক্তু দেবঃ সবিতা প্রজানন্নস্মিন্ যজ্ঞে মহিষঃ স্বাহা ॥ ২॥
ইন্দ্র উক্থামদান্যস্মিন্ যজ্ঞে প্রবিদ্বান্ যুনক্তু সুযুজঃ স্বাহা ॥ ৩॥
প্রৈষা যজ্ঞে নিবিদঃ স্বাহা শিষ্টাঃ পত্নীভির্বহতেহ যুক্তাঃ ॥ ৪॥
ছন্দাংসি যজ্ঞে মরুতঃ স্বাহা মাতেব পুত্রং পিপৃতেহ যুক্তাঃ ॥ ৫॥

এয়মগন্ বর্হিষা প্রোক্ষণীভির্যজ্ঞং তন্বানাদিতিঃ স্বাহা ॥ ৬॥
বিষ্ণুর্যুনক্তু বহুধা তপাংস্যস্মিন্ যজ্ঞে সুযুজঃ স্বাহা ॥ ৭॥
ত্বষ্টা যুনক্তু বহুধা নু রূপা অস্মিন্ যজ্ঞে সুযুজঃ স্বাহা ॥ ৮॥
ভগো যুনক্ত্বাশিষো ন্ব স্মা অস্মিন্ যজ্ঞে
প্রবিদ্বান্ যুনক্তু সুযুজঃ স্বাহা ॥ ৯॥
সোমো যুনক্তু বহুধা পয়াংস্যস্মিন্ যজ্ঞে সুযুজঃ স্বাহা ॥ ১০॥
ইন্দ্রো যুনক্তু বহুধা বীর্যাণ্যস্মিন্ যজ্ঞে সুযুজঃ স্বাহা ॥ ১১॥
অশ্বিনা ব্রহ্মণা যাতমর্বাঞ্চৌ বষট্‌কারেণ যজ্ঞং বর্ধয়ন্তৌ।
বৃহস্পতে ব্রহ্মণা যাহ্যর্বাঙ্ যজ্ঞো অয়ং স্বরিদং যজমানায় স্বাহা ॥ ১২॥

সূক্তসার — জ্ঞাতা অগ্নি এই যজ্ঞে যজুর্মন্ত্র ও সমিধগুলিকে মিলিত করুন। সূর্য এই যজ্ঞে সম্মিলিত হোন। উক্থরসের সাথে ইন্দ্রদেব এই যজ্ঞে মিলিত হোন। শিষ্ট মনুষ্যবর্গ তাঁদের পত্নীগণের সাথে এই যজ্ঞ সমূহে আদিষ্ট হোক। মাতার দ্বারা পুত্রকে পালন করার ন্যায় মরুৎ-গণ সংযুক্ত হয়ে এই যজ্ঞে ছন্দসমূহকে পালন করুক। কুশা ও প্রোক্ষণীয়সমূহের সাথে বর্ধন-কারিণী এই অতিথি দেবী যজ্ঞে আগতা হয়েছেন। উত্তম প্রকারে তপস্যার সাথে যজ্ঞের ফলকে মিলিতকরণের জন্য ভগবান্ বিষ্ণু এই যজ্ঞে সমাগত। উত্তম প্রকারে নির্ধারিত কর্মগুলি যজ্ঞে সংযুক্তকরণের নিমিত্ত ত্বষ্টা দেব এইস্থানে উপনীত। ভগদেবতা শোভন আশীর্বাদের সাথে এই যজ্ঞকে মিলিত করুন। সোমদেব এই যজ্ঞে সংযোগশালী জলরাশিকে মিলিত করবেন। ইন্দ্র এই যজ্ঞে যজ্ঞানুরূপ বীর্যসমূহকে সংযুক্ত করুন। বৃহস্পতি মন্ত্রের দ্বারা যজ্ঞের সম্মুখে আগমন করুন। অশ্বিনীকুমার যুগলও যজ্ঞের বৃদ্ধি সাধনের উদ্দেশে সম্মুখে আগমন করুন। এই যজ্ঞ যজমানের কল্যাণকারী হোক। সকল দেবতার উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে এই আহুতি প্রদত্ত হচ্ছে ॥ ১-১২॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'যজূংষি যজ্ঞে' ইতি সূক্তেন নবশালায়ং পুষ্টিকামো ঘৃতং মধুমিশ্রং জুহুয়াৎ। তথা চ সূত্রং। ....ইত্যাদি ॥ (৫কা. ৫অ. ৫সূ)॥

টীকা — পুষ্টিকামী ব্যক্তি নবনির্মিত গৃহে এই সূক্তের দ্বারা মধুমিশ্রিত ঘৃতের হোম করবেন।.... ইত্যাদি ॥ (৫কা. ৫অ. ৫সূ) ॥

◆ ◆

ষষ্ঠ অনুবাক

প্রথম সূক্ত : অগ্নিঃ

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : অগ্নি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী প্রভৃতি]

উর্ধ্বা অস্য সমিধো ভবন্ত্যূর্ধ্বা শুক্রা শোচীংষ্যগ্নেঃ।
দ্যুমত্তমা সুপ্রতীকঃ সসূনুস্তনূনপাদসুরো ভূরিপাণিঃ ॥ ১॥

দেবো দেবেষু দেবঃ পথো অনক্তি মধ্বা ঘৃতেন ॥ ২॥
মধ্বা যজ্ঞং নক্ষতি প্রৈণানো নরাশংসো অগ্নিঃ
সুকৃদ্ দেবঃ সবিতা বিশ্ববারঃ ॥ ৩॥
অচ্ছায়মেতি শবসা ঘৃতা চিদীডানো বহ্নির্নমসা ॥ ৪॥
অগ্নিঃ স্রুচো অধ্বরেষু প্রযক্ষু স যক্ষদস্য মহিমানমগ্নেঃ ॥ ৫॥
তরী মন্দ্রাসু প্রযক্ষু বসবশ্চাতিষ্ঠন্ বসুধাতরশ্চ ॥ ৬॥
দ্বারো দেবীরন্বস্য বিশ্বে ব্রতং রক্ষন্তি বিশ্বহা ॥ ৭॥
উরুব্যচসাঽগ্নের্ধাম্না পত্যমানে।
আ সুষ্বয়ন্তী যজতে উপাকে উষাসানক্তেমং যজ্ঞমবতামধ্বরং নঃ ॥ ৮॥
দৈবা হোতার ঊর্ধ্বমধ্বরং নোঽগ্নোর্জিহ্বয়ামি গৃণত গৃণতা ন স্বিষ্টয়ে।
তিস্রো দেবীর্বর্হিরেদং সদন্তামিডা সরস্বতী মহী ভারতী গৃণানা ॥ ৯॥
তন্নস্তুরীপমদ্ভুতং পুরুক্ষু।
দেব ত্বষ্টা রায়স্পোষং বি ষ্য নাভিমস্য ॥ ১০॥
বনস্পতেঽব সৃজা ররাণঃ।
ত্মনা দেবেভ্যো অগ্নির্হব্যং শমিতা স্বদয়তু ॥ ১১॥
অগ্নে স্বাহা কৃণুহি জাতবেদঃ।
ইন্দ্রায় যজ্ঞং বিশ্বে দেবা হবিরিদং জুষন্তাম্ ॥ ১২॥

সূক্তসার — অগ্নির বীর্য তেজঃ-যুক্ত এবং তাঁর সমিধগুলি উচ্চতম হয়ে থাকে। ইনি অত্যন্ত প্রদীপ্ত, সুন্দর এবং সূর্যের সমতুল্য। যজ্ঞে এই প্রাণদাতার অনেক হস্ত রয়েছে। অগ্নি দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং মধু ও ঘৃতের দ্বারা দেবমার্গের শোধনকারী। শোভন কর্মশালী তথা মনুষ্যবর্গের শ্লাঘনীয় সবিতাদেব ও জগৎ-সংসারের বরণীয় অগ্নিদেব, যজ্ঞকে মধুযুক্ত ক'রে ব্যাপ্ত হয়ে থাকেন। ঘৃত ও হব্যান্নের সাথে স্তুতিসমূহকে লাভ ক'রে অগ্নিদেবতা সম্মুখে আগমন করেন। অগ্নিদেব দেবগণের অধিক সঙ্গতিসম্পন্ন হয়ে আগত হয়ে এই যজ্ঞের মহিমা ও স্রবণসমূহকে (ঘৃত বা আজ্যাহুতির ক্ষরণকে) নিজের সাথে যুক্ত ক'রে নেন। দেবগণের সঙ্গতিশালী হর্ষোৎপাদক যজ্ঞসমূহে অগ্নিদেব ও ধন-পুষ্টি-করণশালী বসুদেবগণ বাস করেন। অগ্নির তেজস্বী শিখাসমূহ যজমানের ব্রতকে নানারকমে রক্ষা করে। অগ্নির তেজ হ'তে উৎসারিত ঐশ্বর্যবান্ দীপ্তি ও আহুতির দীপ্তি যজ্ঞের সম্পাদনশীল। এগুলি পরস্পর আশ্রয়ের সাথে সংযুক্ত হয়ে তেজস্বী হয়ে ওঠে। তারা যজ্ঞের রক্ষক। হোতৃগণ যজ্ঞাগ্নির প্রশংসা করুক, কারণ তাতেই আমাদের কল্যাণ। পৃথিবী, অগ্নির কান্তি ও সরস্বতী এই তিন আমাদের কুশের (যজ্ঞীয় তৃণগুচ্ছের) প্রশংসা পূর্বক বিরাজমান হোন। ত্বষ্টাদেব আমাদের জল, অন্ন ও ধনের পুষ্টি প্রদান করুন। বনস্পতি শব্দ পূর্বক নিজেকে মুক্ত করুক, অগ্নি এই হবিকে দেবগণের নিমিত্ত সুস্বাদু ক'রে তুলুন। অগ্নিদেবতা ইন্দ্রের নিমিত্ত যজ্ঞ সমাপ্ত করুন। সকল দেবতা এই হব্য গ্রহণ করুন ॥ ১-১২॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — পুষ্টিকামঃ 'ঊর্ধ্বা অস্য' ইতি সূক্তেন অগ্নৌ মন্থাকারং ঔদুম্বরং দত্ত্বা আজ্যং

জুহোতি। তথা অসংখ্যাতা আগমশষ্কুলীরধিশ্রিত্য অনেন সূক্তেন সপ্ত শষ্কুলীরগ্নৌ দত্ত্বা আজ্যং জুহোতি। শেষাঃ শষ্কুলীঃ কত্রে দদাতি। তদ্ উক্তং কৌশিকেন। ...ইত্যাদি।। (৫কা. ৬অ. ১সূ)।।

টীকা — পুষ্টিকামী জন এই সূক্তটির দ্বারা অগ্নিতে মন্থাকার ঔদুম্বর প্রদান ক'রে আজ্যাহুতি প্রদান করবেন। তথা অসংখ্যাত আগমশষ্কুলী অধিশ্রিত (আহৃত) ক'রে এই সূক্তের দ্বারা সাতটি শষ্কুলী অগ্নিতে প্রদান ক'রে আজ্যের দ্বারা হোম করণীয়।....ইত্যাদি ॥ (৫কা. ৬অ. ১সূ) ॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : দীর্ঘায়ুঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : ত্রিবৎ, অগ্নি ইত্যাদি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্, উষ্ণিক্।]

নব প্রাণান্নবভিঃ সং মিমীতে দীর্ঘায়ুত্বায় শতশারদায়।
হরিতে ত্রীণি রজতে ত্রীণ্যয়সি ত্রীণি তপসাবিষ্ঠিতানি ॥ ১॥
অগ্নিঃ সূর্যশ্চন্দ্রমা ভূমিরাপো দ্যৌরন্তরিক্ষং প্রদিশো দিশশ্চ।
আর্তবা ঋতুভিঃ সংবিদানা অনেন মা ত্রিবৃতা পারয়ন্তু ॥ ২॥
ত্রয়ঃ পোষাস্ত্রিবৃতি শ্রয়ন্তামনক্তু পূষা পয়সা ঘৃতেন।
অন্নস্য ভূমা পুরুষস্য ভূমা ভূমা পশূনাং ত ইহ শ্রয়ন্তাম্ ॥ ৩॥
ইমমাদিত্যা বসুনা সমুক্ষতেমমগ্নে বর্ধয় বাবৃধানঃ।
ইমমিন্দ্র সং সৃজ বীর্যেণাস্মিন্ ত্রিবৃচ্ছ্রয়তাং পোষয়িষ্ণু ॥ ৪॥
ভূমিষ্ট্বা পাতু হরিতেন বিশ্বভৃদগ্নিঃ পিপর্ত্বয়সা সজোষাঃ।
বীরুদ্ভিষ্টে অর্জুনং সংবিদানং দক্ষং দধাতু সুমনস্যমানম্ ॥ ৫॥
ত্রেধা জাতং জন্মনেদং হিরণ্যমগ্নেরেকং প্রিয়তমং বভুব
সোমস্যৈকং হিংসিতস্য পরাপতৎ।
অপামেকং বেধসাং রেত আহুস্তৎ তে হিরণ্যং ত্রিবৃদস্ত্বায়ুষে ॥ ৬॥
ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষম্।
ত্রেধামৃতস্য চক্ষণং ত্রীণ্যায়ূংষি তেঽকরম্ ॥ ৭॥
ত্রয়ঃ সুপর্ণাস্ত্রিবৃতা যদায়ন্নেকাক্ষরমভিসম্ভূয় শক্রাঃ।
প্রত্যৌহন্মৃত্যুমমৃতেন সাকমন্তর্দধানা দুরিতানি বিশ্বা ॥ ৮॥
দিবস্ত্বা পাতু হরিতং মধ্যাৎ ত্বা পাত্বর্জুনম্।
ভূম্যা অয়স্ময়ং পাতু প্রাগাদ্ দেবপুরা অয়ম্ ॥ ৯॥
ইমাস্তিস্রো দেবপুরাস্তাস্ত্বা রক্ষন্তু সর্বতঃ।
তাস্ত্বং বিভ্রদ্ বর্চস্ব্যুত্তরো দ্বিষতাং ভব ॥ ১০॥
পুরং দেবানামমৃতং হিরণ্যং য আবেধে প্রথমো দেবো অগ্রে।
তস্মৈ নমো দশ প্রাচীঃ কৃণোম্যনু মন্যতাং ত্রিবৃদাবধে মে ॥ ১১॥

আ ত্বা চৃতত্বর্য্যমা পূষা বৃহস্পতিঃ।
অহর্জাতিস্য যন্নাম তেন ত্বাতি চৃতামসি ॥ ১২॥
ঋতুভিষ্ট্বার্তবৈরায়ুষে বর্চসে ত্বা।
সম্বৎসরস্য তেজসা তেন সংহনু কৃন্মসি ॥ ১৩॥
ঘৃতাদুল্লুপ্তং মধুনা সমক্তং ভূমিদৃংহমচ্যুতং পারয়িষ্ণুঃ।
ভিন্দৎ সপত্নানধরাংশ্চ কৃণ্বদা মা রোহ মহতে সৌভগায় ॥ ১৪॥

সূক্তসার — শতায়ু হওয়ার নিমিত্ত নয় (নব সংখ্যক) প্রাণকে নয়ের সাথে সংযুক্ত করতে হয়। এতে সুবর্ণ, রৌপ্য ও লৌহের তিন-তিন তাপের দ্বারা পূর্ণ সূত্র (বা তার) আছে। এই ত্রিবৃৎ কর্মের দ্বারা অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী, জল, আকাশ, অন্তরিক্ষ ও দিক্-উপদিক্ সমূহ তথা ঋতুর অংশ ঋতুসমূহের সাথে প্রাপ্ত হয়ে আয়ুষ্কামী জনকে উত্তীর্ণ করুক (অর্থাৎ আয়ুষ্মান করুক) এই ত্রিবৃতে তিন পুষ্টি আশ্রিত আছে; পূজা দেব ঘৃত-দুগ্ধের দ্বারা এই কর্মকে শুদ্ধি করুক। অন্ন, পুরুষ ও পশুসমূহের আধিক্য এতে আশ্রয় প্রাপ্ত হোক। এই উপনয়ন-সংস্কৃত বালককে আদিত্য ধনের দ্বারা পূর্ণ করুন। অগ্নি বৃদ্ধিপ্রাপ্তির সাথে সাথে এরও বৃদ্ধি সাধিত করুন। ইন্দ্র একে বীর্যযুক্ত করুন। পোষক ত্রিবৃৎ এর আশ্রিত হোক। সুবর্ণের দ্বারা সমৃদ্ধ পৃথিবী এর রক্ষক হোক। বিশ্বের ভরণকর্তা অগ্নি লৌহের দ্বারা তাকে পালন করুন এবং লতাসমূহ হ'তে প্রাপ্য জলের উত্তম বল তাকে ধারণ করুক। তিন প্রকারে এই সুবর্ণ উৎপন্ন হয়েছিল। এর এক জন্ম অগ্নির প্রিয় হয়েছিল। বিদ্বজ্জন এর একটিকে জলের বীর্যরূপ ব'লে থাকেন। ব্রহ্মচারীর (উপনীত মানবকের) আয়ুর নিমিত্ত এই সুবর্ণ ত্রিবৃৎ হয়ে যাক। জমদগ্নি, মহর্ষি কশ্যপ প্রমুখের বাল্য-তারুণ্য-বৃদ্ধাবস্থা এই যে অমৃতের নিদর্শন স্বরূপ তিন আয়ু, সেই আয়ু ব্রহ্মচারী প্রাপ্ত হোক। ত্রিবৃৎ রূপে তিন সুবর্ণ একাক্ষরে পরিণত হ'লে সকল পাপকে অদৃশ্য ক'রে অমৃতের দ্বারা মৃত্যুকে নষ্ট করা যায়। আকাশ হ'তে সুবর্ণ ব্রহ্মচারীকে রক্ষা করুক, মধ্যলোক হ'তে রক্ষা করুক এবং পৃথিবী হ'তে লৌহ রক্ষা করুক। দেবতাগণ চারিদিক হ'তে রক্ষা করুন। দেবতাগণের সম্মুখে যে মুখ্য দেবতা সুবর্ণরূপী অমৃতকে বন্ধন করেছিলেন, সেই দেবতা এই ত্রিবৃতকে বন্ধনের নিমিত্ত আমাকে (পুরোহিতকে) আজ্ঞা প্রদান করুন। অর্যমা, পূষা ও বৃহস্পতি দেবত্রয় ত্রিবৃতকে উত্তম প্রকারে বন্ধন করুন। আমরা (পুরোহিতগণ) নিত্য উৎপন্নশীল নামের দ্বারা ত্রিবৃতকে বন্ধন করছি। আমি আয়ু ও তেজের প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্রহ্মচারীকে ঋতুসমূহ, মাস সমুদায় তথা সম্বৎসরের তেজঃ-স্বরূপ সূর্যের সাথে যুক্ত করছি। ঘৃতের দ্বারা আর্দ্র হয়ে, মধুর দ্বারা সিঞ্চিত হয়ে, ও পৃথিবীর সমান দৃঢ় হয়ে এই মানবক (ব্রহ্মচারী) অথবা আয়ুষ্কামী জন শত্রুগণকে বিদীর্ণ ক'রে ও তাদের তিরস্কৃত ক'রে মহান্ সৌভাগ্য লাভ করুক ॥ ১-১৪॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — সর্বসম্পৎকর্মসু 'নব প্রাণান্' ইতি সূক্তস্য বিনিয়োগঃ। তথা আয়ুষ্কামস্য হিরণ্যমণিবন্ধনে অস্য বিনিয়োগঃ। এতদুভয়বিস্তরঃ 'যদাবধ্নন' ইতি সূক্তে (১/৩৫) দ্রষ্টব্যঃ। উপনয়নকর্মণ্যপি আয়ুষ্কামস্য ব্রহ্মচারিণ আজ্যহোমে এতদ্ বিনিযুক্তং অস্য আয়ুষ্যগণে পাঠাৎ। সূত্রিতং হি।...ইত্যাদি॥ (৫কা. ৬অ. ২সূ)॥

টীকা — সর্বসম্পৎকর্মে এই সূক্তটির বিনিয়োগ হয়ে থাকে। তথা আয়ুষ্কামী জনের হিরণ্যমণি বন্ধনে

এই সূক্তের বিনিয়োগ হয়ে থাকে। এই উভয় বিষয় সম্পর্কে প্রথম কাণ্ডের ষষ্ঠ অনুবাকের সপ্তম সূক্ত দ্রষ্টব্য। উপনয়ন কর্মেও ব্রহ্মচারীর আয়ুষ্কামনায় আজ্যহোমে এই সূক্তের বিনিয়োগ সম্পর্কে (স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহের খণ্ডে নবশলাক মণি ত্রিবৃৎ-করণ সম্পর্কে) সূক্তের মধ্যেই নির্দেশ রয়েছে।...ইত্যাদি ॥ (৫কা. ৬অ. ২সূ) ॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : রক্ষোঘ্নম্

[ঋষি : চাতন। দেবতা : জাতবেদা ইত্যাদি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্]

পুরস্তাদ্ যুক্তো বহ জাতবেদোঽগ্নে বিদ্ধি ক্রিয়মাণং যথেদম্।
ত্বং ভিষগ্ ভেষজস্যাসি কর্তা ত্বয়া গামশ্বং পুরুষং সনেম ॥ ১॥
তথা তদগ্নে কৃণু জাতবেদো বিশ্বেভির্দেবৈঃ সহ সংবিদানঃ।
যো নো দিদেব যতমো জঘাস যথা সো অস্য পরিধিষ্পতাতি ॥ ২॥
যথা সো অস্য পরিধিষ্পতাতি তথা তদগ্নে কৃণু জাতবেদঃ।
বিশ্বেভির্দেবৈঃ সহ সংবিদানঃ ॥ ৩॥
অক্ষ্যৌ নি বিধ্য হৃদয়ং নি বিধ্য জিহ্বাং নি তৃন্দ্ধি প্র দতো মৃণীহি।
পিশাচো অস্য যতমো জঘাসাগ্নে যবিষ্ঠ প্রতি তং শৃণীহি ॥ ৪॥
যদস্য হৃতং বিহৃতং যৎ পরাভৃতমাত্মনো জগ্ধং যতমৎ পিশাচৈঃ।
তদগ্নে বিদ্বান্ পুনরা ভর ত্বং শরীরে মাংসমসুমেরয়ামঃ ॥ ৫॥
আমে সুপক্কে শবলে বিপক্কে যো মা পিশাচো অশনে দদম্ভ।
তদাত্মনা প্রজয়া পিশাচা বি যাতয়ন্তামগদোঽয়মস্তু ॥ ৬॥
ক্ষীরে মা মন্থে যতমো দদম্ভাকৃষ্টপচ্যে অশনে ধান্যে যঃ।
তদাত্মনা প্রজয়া পিশাচা বি যাতয়ন্তামগদোহয়মস্তু ॥ ৭॥
অপাং মা পানে যতমো দদম্ভ ক্রব্যাদ্ যাতূনাং শয়নে শয়ানম্।
তদাত্মনা প্রজয়া পিশাচা বি যাতয়ন্তামগদোঽয়মস্তু ॥ ৮॥
দিবা মা নক্তং যতমো দদম্ভ ক্রব্যাদ্ যাতূনাং শয়নে শয়ানম্।
তদাত্মনা প্রজয়া পিশাচা বি যাতয়ন্তামগদোঽয়মস্তু ॥ ৯॥
ক্রব্যাদমগ্নে রুধিরং পিশাচং মনোহনং জহি জাতবেদঃ।
তমিন্দ্রো বাজী বজ্রেণ হন্তু চ্ছিনত্তু সোমঃ শিরো অস্য ধৃষ্ণুঃ ॥ ১০॥
সনাদগ্নে মৃণসি যাতুধানান্ ন ত্বা রক্ষাংসি পৃতনাসু জিগ্যুঃ।
সহমুরাননু দহ ক্রব্যাদো মা তে হেত্যা মুক্ষত দৈব্যায়াঃ ॥ ১১॥
সমাহর জাতবেদো যদ্ধৃতং যৎ পরাভৃতম্।
গাত্রাণ্যস্য বর্ধন্তামংশুরিবা প্যায়তাময়ম্ ॥ ১২॥

সোমস্যেব জাতবেদো অংশুরা প্যায়তাময়ম্।
অগ্নে বিরপ্শিনং মেধ্যমযক্ষ্মং কৃণু জীবতু ॥ ১৩॥
এতাস্তে অগ্নে সমিধঃ পিশাচজম্ভনীঃ।
তাস্ত্বং জুযস্ব প্রতি চৈনা গৃহাণ জাতবেদঃ ॥ ১৪॥
তার্ষ্টাঘীরগ্নে সমিধঃ প্রতি গৃহ্ণাহ্যর্চিসা।
জহাতু ক্রব্যাদ্রূপং যো অস্য মাং সং জিহীর্ষতি ॥ ১৫॥

সূক্তসার — সকল কর্মে প্রথম নিযুক্তশালী অগ্নিদেব আমাদের এই (রক্ষোঘ্ন) কর্মের ভার গ্রহণ করুন। সেই বৈদ্য ও ঔষধির নির্মাতা অগ্নিদেবের দ্বারা আমরা গো অশ্ব ও মনুষ্যগণের নীরোগ অবস্থা লাভ করবো। যারা আমাদের তুচ্ছ মনে করছে অথবা আমাদের ভক্ষণের ইচ্ছা করছে, অগ্নি তাদের পতিত করুন। অগ্নিদেব কর্তৃক আমাদের ভক্ষণেচ্ছু পিশাচগণের চক্ষু বিদীর্ণ হোক, হৃদয় ভগ্ন হোক, জিহ্বা কর্তিত হোক এবং দন্তগুলি বিচূর্ণ হয়ে যাক। এই ব্যাধিতের যে মাংস পিশাচগণ ভক্ষণ ক'রে ফেলেছে, অগ্নি সেই মাংসকে পুনরায় এর শরীরে পূর্ণ ক'রে দিন। আমরা এর শরীরে মন্ত্রশক্তির দ্বারা প্রাণকে পুনরায় সঞ্চারিত করছি। দুগ্ধ, মন্থ ও কৃষির দ্বারা রন্ধিত অন্নে প্রবিষ্ট হয়ে যে পিশাচ আমাদের বিনাশের ইচ্ছা পূর্ণ ক'রে ফেলেছে, সে স্বয়ং আপন সন্তান-সন্ততি বা প্রজাগণের সাথে এইরকমই যাতনা ভোগ করুক। যে পিশাচ দিবারাত্র জলপান, যাত্রা, শয়ন ইত্যাদির সময় আমাদের পীড়িত করেছে, সেই মাংসভক্ষী আপন প্রজাগণের সাথে এই ভাবেই পীড়া ভোগ করুক। অগ্নিদেব সেইসব মাংস-ভক্ষী, রুধির-পায়ী ও মনুষ্যের মন-নষ্টকারী পিশাচবর্গকে বিনাশ করুন। অশ্বযুক্ত ইন্দ্রদেব তাদের উপর আপন বজ্র-প্রহার করুন এবং সোমদেব তাদের মুণ্ড (বা শুণ্ড) কর্তিত করুন। অগ্নিদেব সদা সেই রাক্ষসবর্গকে মর্দন করুন, আপন দিব্যাস্ত্রে ভস্ম করুন। অগ্নিদেব কর্তৃক এই পুরুষের বিনাশপ্রাপ্ত জ্ঞান ও মাংস পুনরানীত হোক। এই (ব্যাধিত) জন সোমের অঙ্কুরের ন্যায় পুষ্ট হয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক। অগ্নির দ্বারা এই গুণীপুরুষ জীবিত থাকার প্রয়োজনে রোগ-রহিত হোক। পিশাচবর্গকে বিনাশকারী অগ্নিদেবের উদ্দেশে এই সমিধসমূহ নিবেদিত হচ্ছে, তিনি সেগুলি গ্রহণপূর্বক প্রসন্নতা লাভ করুন। (এই সূক্তের মধ্যে কয়েক প্রকার রোগের কীটাণুসমূহের বর্ণনা আছে, যেগুলি মনুষ্যের পক্ষে ঘাতক সিদ্ধ হয়ে থাকে। লোকের উচিত—শুদ্ধ বায়ু, সূর্যের প্রকাশ (কিরণ) ও অগ্নি হ'তে এই রকম দোষাবহতা দূর ক'রে বাতাবরণকে স্বচ্ছ রাখা) ॥ ১-১২॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'পুরস্তাৎ যুক্তঃ' ইতি সূক্তস্য চাতনগণে পাঠাৎ যত্রতত্র চাতনগণস্য বিনিয়োগস্তত্রাস্য মুক্তস্য বিনিয়োগঃ।... ইত্যাদি ॥ (৫কা. ৬অ. ৩সূ)॥

টীকা — এই সূক্তের চাতনগণে পঠিত হওয়ার নিমিত্ত যেখানে সেখানে এর বিনিয়োগ হবে।...ইত্যাদি ॥ (৫কা. ৬অ. ৩সূ) ॥

◆

চতুর্থ সূক্ত :দীর্ঘায়ুষ্যম্

[ঋষি : উন্মোচন (আয়ুষ্কাম)। দেবতা : আয়ু ইত্যাদি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, জগতী]

আবতস্ত আবতঃ পরাবতস্ত আবতঃ।
ইহৈব ভব মা নু গা ম পূর্বাননু গাঃ পিতৃনসুং বধ্নামি তে দৃঢ়ম্ ॥ ১॥
যৎ ত্বাভিচেরুঃ পুরুষঃ স্বো যদরণো জনঃ।
উন্মোচনপ্রমোচনে উভে বাচা বদামি তে ॥ ২॥
যদ্ দুদ্রোহিথ শেপিষে স্ত্রিয়ৈ পুংসে অচিত্ত্যা।
উন্মোচনপ্রমোচনে উভে বাচা বদামি তে ॥ ৩॥
যদেনসো মাতৃকৃতাচ্ছেষে পিতৃকৃতাচ্চ যৎ।
উন্মোচনপ্রমোচনে উভে বাচা বদামি তে ॥ ৪॥
যৎ তে মাতা যৎ তে পিতা জামির্ভ্রাতা চ সর্জতঃ।
প্রত্যক্ সেবস্ব ভেষজং জরদষ্টিং কৃণোমি ত্বা ॥ ৫॥
ইহৈধি পুরুষ সর্বেণ মনসা সহ।
দূতৌ যমস্য মানু গা অধি জীবপুরা ইহি ॥ ৬॥
অনুহূতঃ পুনরেহি বিদ্বানুদয়নং পথঃ।
আরোহণমাক্রমণং জীবতোজীবতোঽয়নম্ ॥ ৭॥
মা বিভের্ন মরিষ্যসি জরদষ্টিং কৃণোমি ত্বা।
নিরবোচমহং যক্ষ্মমঙ্গেভ্যো অঙ্গজ্বরং তব ॥ ৮॥
অঙ্গভেদো অঙ্গজ্বরো যশ্চ তে হৃদয়াময়ঃ।
যক্ষ্মঃ শ্যেন ইব প্রাপপ্তদ্ বাচা সাঢ়ঃ পরস্তরাম্ ॥ ৯॥
ঋষী বোধপ্রতীবোধাবস্বপ্নে যশ্চ জাগৃবিঃ।
তৌ তে প্রাণস্য গোপ্তারৌ দিবা নক্তং চ জাগৃতাম্ ॥ ১০॥
অয়মগ্নিরুপসদ্য ইহ সূর্য উদেতু তে।
উদেহি মৃত্যোর্গম্ভীরাৎ কৃষ্ণাচ্চিৎ তমসস্পরি ॥ ১১॥
নমো যমায় নমো অস্তু মৃত্যবে নমঃ পিতৃভ্য উত যে নয়ন্তি।
উৎপারণস্য যো বেদ তমগ্নিং পুরো দধেঽস্মা অরিষ্টতাতয়ে ॥ ১২॥
ঐতু প্রাণ ঐতু মন ঐতু চক্ষুরথো বলম্।
শরীরমস্য সং বিদাং তৎ পদ্ভ্যাং প্রতি তিষ্ঠতু ॥ ১৩॥
প্রাণেনাগ্নে চক্ষুষা সং সৃজেমং সমীরয় তন্বা সং বলেন।
বেত্থামৃতস্য মা নু গান্মা নু ভূমিগৃহো ভুবৎ ॥ ১৪॥

মা তে প্রাণ উপ দসন্মো অপানোঽপি ধায়ি তে।
সূর্যস্ত্বাধিপতির্মৃত্যোরুদায়চ্ছতু রশ্মিভিঃ ॥ ১৫॥
ইয়মন্তর্বদতি জিহ্বা বদ্ধা পনিষ্পদা।
ত্বয়া যক্ষ্মং নিরবোচং শতং রোপীশ্চ তক্মনঃ ॥ ১৬॥
অয়ং লোকঃ প্রিয়তমো দেবানামপরাজিতঃ।
যস্মৈ ত্বমিহ মৃত্যবে দিষ্টঃ পুরুষ জজ্ঞিষে।
স চ ত্বানু হ্বয়ামসি মা পুরা জরসো মৃথাঃ ॥ ১৭॥

সূক্তসার — আমি (উন্মোচন নামক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি) তোমাকে (অর্থাৎ রোগার্তকে) নিকট ও দূর দেশ হ'তে তোমার প্রাণকে দৃঢ়তার সাথে বন্ধন করছি। তুমি পূর্ব-পিতৃগণের অনুকরণ এখনই করো না; এখানেই থাকো। তোমার উপর কৃত অভিচারের বন্ধন মুক্ত-করণশীল বিষয়টি আমি মন্ত্রবলের দ্বারা বলছি। তুমি যে স্ত্রী বা পুরুষের নিমিত্ত দ্রোহ বা শাপ প্রযুক্ত হয়েছিলে তা হ'তে মুক্ত-করণ সম্বন্ধী বিষয় আমি তোমাকে বলছি। মাতা বা পিতার পাপে যদি তুমি রোগ-শয্যায় পড়ে থাকো, তবে সেই রোগের উন্মোচন ও প্রমোচনের কথাও আমি মন্ত্র-রূপ বাণীর দ্বারা বলছি। তোমার মাতা, পিতা, ভ্রাতা অথবা ভগ্নী যে মন্ত্র বা ঔষধি করেছিল, তুমি তা ভালভাবে সেবন করো। আমি তোমাকে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত জীবনশালী ক'রে দিচ্ছি। তুমি যমদূতের অনুগমন করো না। আপন সকল ব্যাপ্তির সাথে এখানে জীবিত থাকো। হে রোগী! তুমি ভয় ত্যাগ করো। তোমার দেহ হ'তে যক্ষ্মা ও অস্থি-জ্বর দূর হয়েছে। মন্ত্ররূপ বাণীতে তিরস্কৃত হয়ে অঙ্গে ব্যাপ্ত জ্বর, হৃদয়-রোগ ইত্যাদি বহু দূরে গমন করেছে। তোমার জন্যই তোমার প্রাণরক্ষক সচেতন ঋষি (আমি) দিবারাত্র জাগ্রত হয়ে আছেন। অগ্নি তোমার সমীপে অবস্থানের যোগ্য; সূর্য তোমার নিমিত্ত এই লোকে উদিত হচ্ছেন— তুমি অন্ধকারযুক্ত মৃত্যু হ'তে নিষ্ক্রান্ত হয়ে জীবন লাভ করো। মৃত্যু, পিতৃগণ ও যমকে নমস্কার। যে অগ্নি দেহকে পারণের বিধি জ্ঞাত আছেন, এই (ব্যাধিত) পুরুষের মাঙ্গল্যে অগ্রে তাঁকে স্থাপন করছি। প্রাণ একে প্রাপ্ত হোক, মন ও নেত্র একে প্রাপ্ত হোক; আমি এর দেহকে মন্ত্রশক্তির দ্বারা প্রাণবন্ত ক'রে দিয়েছি; এই (ব্যাধিত) ব্যক্তি আপন পদের উপর দণ্ডায়মান হোক। অগ্নিদেব এর প্রাণ ও চক্ষুকে সংযুক্ত করুন, শরীরকে বলের দ্বারা পূর্ণ ক'রে দিন। অমৃতের জ্ঞাতা অগ্নি এই ব্যক্তির নিকট হ'তে যেন প্রস্থান না করেন; শ্মশানভূমিতে যেন এর ঘর না হয়। রোগীর প্রাণ যেন ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়; সূর্যদেব তাঁর আপন রশ্মিসমূহের দ্বারা তাকে মৃত্যুশয্যা হ'তে উত্তোলিত করেছেন। ভিতর হ'তে আন্দোলিত হয়ে এর জিহ্বা ঘোষণা করছে যে তার দেহ হ'তে যক্ষ্মা রোগ পলায়িত হয়েছে এবং জ্বরের আক্রমণও স্তব্ধ (বা শান্ত) হয়ে গিয়েছে। যদিও প্রতি জনের মতো এই ব্যক্তিও মৃত্যুর নিমিত্তই জন্ম প্রাপ্ত হয়েছে, মৃত্যুলোক দেবতাগণেরও প্রিয়; তথাপি এই (ব্যাধিমুক্ত) জন বৃদ্ধাবস্থার পূর্বে মৃত্যুপ্রাপ্ত হবে না ॥ ১-১৭॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'আবতস্তে' ইতি সূক্তস্য অংহোলিঙ্গগণে পাঠাৎ তস্য গণস্য যত্রতত্র সর্বভৈষজ্যাদিষু বিনিয়োগ উক্তস্তত্র সর্বত্র বিনিয়োগোনুসন্ধেয়ঃ।...তথা অনেন সূক্তেন উপনয়নানন্তরং আয়ুষ্কামং মানবকং অভিমৃশ্য অভিমন্ত্রয়েত। সূত্রিতং হি। ...ইত্যাদি॥ (৫কা. ৬অ. ৪সূ)॥

টীকা — এই সূক্তের অংহোলিঙ্গগণে পাঠ করা হয়েছে, সেই জন্য তার গণের যত্রতত্র সর্বভৈষজ্য

ইত্যাদি কর্মে বিনিয়োগ অনুসন্ধেয়। তথা এই সূক্তের দ্বারা উপনয়নের পর আয়ু কামনা ক'রে মানবককে স্পর্শ ক'রে অভিমন্ত্রিত কর্তব্য।...ইত্যাদি ॥ (৫কা. ৬অ. ৪সূ) ॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : কৃত্যাপরিহরণম্

[ঋষি : শুক্র। দেবতা : কৃত্যাপ্রতিহরণ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, বৃহতী]

যাং তে চক্রুরামে পাত্রে যাং চক্রুর্মিশ্রধান্যে।
আমে মাংসে কৃত্যাং যাং চক্রুঃ পুনঃ প্রতি হরামি তাম্ ॥ ১॥
যাং তে চক্রুঃ কৃকবাকাবজে বা যাং কুরীরিণি।
অব্যাং তে কৃত্যাং যাং চক্রুঃ পুনঃ প্রতি হরামি তাম্ ॥ ২॥
যাং তে চক্রুরেকশফে পশূনামুভয়াদতি।
গর্দভে কৃত্যাং যাং চক্রুঃ পুনঃ প্রতি হরামি তাম্ ॥ ৩॥
যাং তে চক্রুরমূলায়াং বলগং বা নরাচ্যাম্।
ক্ষেত্রে তে কৃত্যাং যাং চক্রুঃ পুনঃ প্রতি হরামি তাম্ ॥ ৪॥
যাং তে চক্রুর্গার্হপত্যে পূর্বাগ্নাবুত দুশ্চিতঃ।
শালায়ং কৃত্যাং যাং চক্রুঃ পুনঃ প্রতি হরামি তাম্ ॥ ৫॥
যাং তে চক্রুঃ সভায়াং যাং চক্রুরধিদেবনে।
অক্ষেষু কৃত্যাং যা চক্রুঃ পুনঃ প্রতি হরামি তাম্ ॥ ৬॥
যাং তে চক্রুঃ সেনায়াং যাং চক্রুরিষ্বায়ুধে।
দুন্দুভৌ কৃত্যাং যাং চক্রুঃ পুনঃ প্রতি হরামি তাম্ ॥ ৭॥
যাং তে কৃত্যাং কূপেঽবদধুঃ শ্মশানে বা নিচখ্নুঃ।
সদ্মনি কৃত্যাং যাং চক্রুঃ পুনঃ প্রতি হরামি তাম্ ॥ ৮॥
যাং তে চক্রুঃ পুরুষাস্থে অগ্নৌ সংকসুকে চ যাম্।
ম্রোকং নির্দাহং ক্রব্যাদং পুনঃ প্রতি হরামি তাম্ ॥ ৯॥
অপথেনা জাভারৈণাং তাং পথেতঃ প্র হিম্মসি।
অধীরো মর্যাধীরেভ্যঃ সঃ জভারাচিত্ত্যা ॥ ১০॥
যশ্চকার ন শশাক কর্তুং শশ্রে পাদমঙ্গুরিম্।
চকার ভদ্রমস্মভ্যমভগো ভগবদ্ভ্যঃ ॥ ১১॥
কৃত্যাকৃতং বলগিনং মূলিনং শপথেয্যম্।
ইন্দ্রস্তং হন্তু মহতা বধেনাগ্নির্বিধ্যত্বস্তয়া ॥ ১২॥

বঙ্গানুবাদ — অভিচার-করণশালীগণ অপক্ব (কাঁচা) মৃৎপাত্রে বা ধান, যব, গম, তিল ইত্যাদির

সাথে মিশ্রিত ধান্যসমূহে অথবা কুক্কুট ইত্যাদির অপক্ক মাংসে যে কৃত্যাকে সাধিত করেছে, আমি সেই কৃত্যাকে অভিচারকারীদের উপরেই প্রত্যারোপিত ক'রে দিচ্ছি। কুক্কুট (মুর্গী), ছাগ, বা বৃক্ষের উপর কৃত কৃত্যাকে, মনুষ্যের দ্বারা পূজিত ভক্ষ্য পদার্থে স্থির ক'রে ক্ষেত্রে (জমিতে) কৃত কৃত্যাকে, গার্হপত্যাগ্নি বা যজ্ঞশালায় কৃত কৃত্যাকে, সভামধ্যে বা জুয়ার পাশায় কৃত কৃত্যাকে, সেনার মধ্যে কিংবা বাণের উপর অথবা দুন্দুভিতে কৃত কৃত্যাকে, কূয়ার মধ্যে পাতিত কৃত্যাকে, শ্মশানের মধ্যে গর্ত ক'রে খোদিত অথবা গৃহে কৃত কৃত্যাকে, পুরুষের অস্থির উপর কৃত কৃত্যাকে বা অল্প-জ্বলিত (টিমটিম ক'রে প্রজ্বলিত) অগ্নির উপর কৃত কৃত্যাকে আমি সেই কৃত্যাকারী অভিচারকারীদের দিকেই প্রত্যাবর্তিত করিয়ে দিচ্ছি। যে অজ্ঞানী জন কৃত্যাকে কুমার্গের দ্বারা মর্যাদা-পালনশীল আমাদের উপর আরোপ করেছে, আমরা সেই কৃত্যাকে সেই মার্গেই সেই অজ্ঞানী কৃত্যাকারীর অভিমুখে প্রেরিত করছি। যারা কৃত্যার দ্বারা আমাদের অঙ্গুলী বা পদকে নষ্ট করতে ইচ্ছা করে, তারা যেন তাদের আকাঙ্ক্ষা-পূরণে সফল না হয় এবং ভাগ্যশালী আমাদের কোন অমঙ্গল না করতে পারে। ভেদ-রক্ষাকারী, লুক্কায়িত হয়ে কৃত্যাকারীদের আপন শস্ত্রের দ্বারা ইন্দ্রদেব বিনষ্ট ক'রে দিন, এবং অগ্নিদেব আপন জ্বালাসমূহে তাদের দগ্ধ ক'রে দিন ॥ ১-১২॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'যাং তে চক্রুঃ' ইতি সূক্তস্য কৃত্যাপ্রতিহরণগণে পাঠাৎ যত্রতত্র তস্য গণস্য বিনিয়োগস্তত্র সর্বত্রাস্য সূক্তস্য বিনিয়োগোনুসন্ধেয়ঃ। বিস্তরস্তু 'দূষ্যা দূষিরসি' ইতি সূক্তে (২।১১) কৃতঃ ॥ (৫কা. ৬অ. ৫সূ)॥

টীকা — এই সূক্তের কৃত্যাপ্রতিহরণগণে পাঠ করা হয়েছে অর্থাৎ কৃত্যা পরিহার কর্মে এর বিনিয়োগ হয়ে থাকে। দ্বিতীয় কাণ্ডের তৃতীয় অনুবাকের প্রথম সূক্তের বিনিয়োগে এই সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে ॥ (৫কা. ৬অ. ৫সূ)॥

॥ ইতি পঞ্চমং কাণ্ডং সমাপ্তম্ ॥